জমা—

২৫শে রোজ—
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গুহ ৫৲

২৮শে জ্যৈষ্ঠ—
রায় সাহেব ঈশানচন্দ্র ঘোষ—১০৲
রায় বিনোদবিহারী বসু— ১০৲

৪ঠা আষাঢ়—
শ্রীসারদাচরণ মিত্র— ১০৲

১৫ই আষাঢ়—
রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরি— ২০৲

২৩শে আষাঢ়—
শ্রীচারু চন্দ্র বিশ্বাস, ২৲

১৮ই ভাদ্র—
শ্রীবসন্তকুমার বসুবর্ম্মা, ১০৲

২৫শে ভাদ্র—
রায় নীরদকৃষ্ণ রায়— ১০৲

৩০শে ভাদ্র—
সাধারণ তহবীল হইতে
হাওলাত— ১২০৷৷০

৩৬৮৷৷০

খরচ—
শ্রীমৃত্যুঞ্জয় শিরোমণি— ২৷৵১৫
শ্রীকৈলাশ শিরোমণি— ২৷/০
শ্রীরাজকুমার বেদান্ততীর্থ—২৵১০
শ্রীকৃষ্ণদাস শাস্ত্রী— ২৵১০
শ্রীমধুসূদন কাব্যরত্ন— ২৵১০
শ্রীসতীশচন্দ্র স্মৃতিরত্ন— ২৲
পাচক—মাং ভূষণ ভট্টাচার্য্য—৩৷৷০
উনান তৈয়ারির শিক— ৷০
মৎস্য— ৷৷০
ঘৃত— ৷০
চাকর— ১৵০
গায়ক—
মাং শ্রীহেমচন্দ্র সেন— ৫৲
পণ্ডিত—
শ্রীশরচ্চন্দ্র বিদ্যাভূষণ— ২৵১০
শ্রীভুবনমোহন কাব্যরত্ন— ২৵১০
শ্রীশরচ্চন্দ্র বিদ্যারত্ন— ২৵১০
২৫শে বৈশাখ—
শ্রীচণ্ডী স্মৃতিভূষণের ট্রাম ভাড়া ৵০
২০শে কার্ত্তিক—
কার্য্য-বিবরণীর কাগজ
১ রিম ১৫ দিস্তা— ৯৷৵০
মুটে— /১৫
কভার কাগজ ৩ দিস্তা— ১৷/০
মুদ্রণ মায় কভার— ২৩৷০
দপ্তরী ও মুটে— ৷৵১০

৩৬৮৷৷০

শ্রীশরৎকুমার মিত্র।
সম্পাদক।
৩০শে ভাদ্র, ১৩২৪।

ওঁ

কায়স্থ-পত্রিকা।

(মাসিক পত্রিকা)

১৩০৮ বঙ্গাব্দে প্রতিষ্ঠিত।

(নবম পর্য্যায় একাদশ খণ্ড)

শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন-
সম্পাদিত।

৯নং বিশ্বকোষ লেন, বাগবাজার কলিকাতা।

বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভা কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

৯নং বিশ্বকোষ লেন, বিশ্বকোষ প্রেসে।

শ্রীহরিচরণ মিত্র দ্বারা মুদ্রিত।

জমা—

২৫শে রোজ—
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গুহ ৫৲

২৮শে জ্যৈষ্ঠ—
রায় সাহেব ঈশানচন্দ্র ঘোষ—১০৲
রায় বিনোদবিহারী বসু— ১০৲

৪ঠা আষাঢ়—
শ্রীসারদাচরণ মিত্র— ১০৲

১৫ই আষাঢ়—
রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরি— ২০৲

২৩শে আষাঢ়—
শ্রীচারু চন্দ্র বিশ্বাস, ২৲

১৮ই ভাদ্র—
শ্রীবসন্তকুমার বসুবর্ম্মা, ১০৲

২৫শে ভাদ্র—
রায় নীরদকৃষ্ণ রায়— ১০৲

৩০শে ভাদ্র—
সাধারণ তহবীল হইতে
হাওলাত— ১২০৷৷০

৩৬৮৷৷০

খরচ—
শ্রীমৃত্যুঞ্জয় শিরোমণি— ২৷৵১৫
শ্রীকৈলাশ শিরোমণি— ২৷৵০
শ্রীরাজকুমার বেদান্ততীর্থ—২৵১০
শ্রীকৃষ্ণদাস শাস্ত্রী— ২৵১০
শ্রীমধুসূদন কাব্যরত্ন— ২৵১০
শ্রীসতীশচন্দ্র স্মৃতিরত্ন— ২৲
পাচক—মাং ভূষণ ভট্টাচার্য্য—৩৷৷০
ঊনান তৈয়ারির শিক— ৷৷০
মৎস্য— ৷৷০
ঘৃত— ৷০
চাকর— ১৵০
গায়ক—
মাং শ্রীহেমচন্দ্র সেন— ৫৲
পণ্ডিত—
শ্রীশরচ্চন্দ্র বিদ্যাভূষণ— ২৵১০
শ্রীভুবনমোহন কাব্যরত্ন— ২৵১০
শ্রীশরচ্চন্দ্র বিদ্যারত্ন— ২৵১০
২৫শে বৈশাখ—
শ্রীচণ্ডী স্মৃতিভূষণের ট্রাম ভাড়া ৵০
২০শে কার্ত্তিক—
কার্য্য-বিবরণীর কাগজ
১ রিম ১৫ দিস্তা— ৯৷৵০
মুটে— /১৫
কভার কাগজ ৩ দিস্তা— ১৷/০
মুদ্রণ মায় কভার— ২৬৷০
দপ্তরী ও মুটে— ৷৷/১০

৩৬৮৷৷০

শ্রীশরৎকুমার মিত্র।
সম্পাদক।
৩০শে ভাদ্র, ১৩২৪।

ওঁ

কায়স্থ-পত্রিকা।

(মাসিক পত্রিকা)

১৩০৮ বঙ্গাব্দে প্রতিষ্ঠিত।

(নবম পর্য্যায় একাদশ খণ্ড)

শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন-
সম্পাদিত।

৯নং বিশ্বকোষ লেন, বাগবাজার কলিকাতা।

বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভা কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

৯নং বিশ্বকোষ লেন, বিশ্বকোষ প্রেসে।

শ্রীহরিচরণ মিত্র দ্বারা মুদ্রিত।

DOUBLE COLOUR

নবপর্য্যায় ১১শ খণ্ডের সূচী

প্রবন্ধ	লেখক	পৃষ্ঠা
আকাশ যান	শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব	৮৯
ঐতিহাসিকের অনৃতপ্রিয়তা	শ্রীতারিণী প্রসাদ ঘোষ	২৮
কন্যাদায় ও তাহার প্রতিকার	,, অধরকৃষ্ণ বসু	১৭৩
ঐ	,, অখিলচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার	১৭৫
কয়েকটি প্রশ্ন	,, সরলচন্দ্র ঘোষ অগ্নিহোত্রী	২৯৫,৩৮০
কবি সন্ধ্যাকর নন্দীর বৃহদ্ঘটুর অন্বেষণে	,, কৃষ্ণচরণ মজুমদার	৪১৭
কার্য্যকারণ সম্বন্ধ নির্ণয়	,, জিতেন্দ্রনাথ রায়	১১৩
কায়স্থজাতি ও অন্নসমস্যা	,, নিবারণচন্দ্র চৌধুরী	১৩০
কায়স্থজাতি ও ঋষিকুল আশ্রম	,, সরলচন্দ্র ঘোষ অগ্নিহোত্রী	৩২৫,৩৬৮
কায়স্থ-পঞ্জি	৩৩, ৮১, ১১০, ১৫২, ২১১, ২৬৩, ২৯৭, ৩৪৩, ৩৮৯,	৪৩৬,
কৃষি-শিক্ষা	শ্রীনিবারণচন্দ্র চৌধুরী	৪০৯
কেরাণীর ডায়েরী (গল্প)	,, সুরেন্দ্রনারায়ণ রায়	২৩৪
চক্রপানি দত্ত	,, প্রভাসচন্দ্র সেন	৬৯
চিত্রগুপ্ত বিলাপ (পদ্য)	,, গোপালচন্দ্র কবিকুসুম	৮৬
চিত্রগুপ্ত দেবের পূজা ও বিরাট উৎসব	——	২৫৩
চুটকি	পণ্ডিত শ্রীআশুতোষ তর্কতীর্থ	২০৭
জোড়াসাঁকোর ঘোষবংশ	,, সরলচন্দ্র ঘোষ অগ্নিহোত্রী	৬৩
দাস উপনাম, উপবীত ও কায়স্থ	,, গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন	৪৭
দিনাজপুরে কায়স্থ ধর্ম্ম প্রচার	,, অমৃতকৃষ্ণ চন্দ্র	৩১৯
দিনাজপুরে বিরাট দান-সাগর শ্রাদ্ধ	——	৩৩৯
দীক্ষা ও হিন্দুধর্ম্ম	,, গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন	১৪০
দুর্গাপূজা ও পূজাপদ্ধতি	,,	১৫০
নলিনাক্ষ	,, নরেশভূষণ দত্ত	৪৩১
নববর্ষে উদ্বোধন (পদ্য)	,, পূর্ণচন্দ্র বিশ্বাস	৩১
নিখিল ভারতবর্ষীয় কায়স্থ সম্মেলন	——	১৯
প্রচার-কাহিনী	শ্রীসরলচন্দ্র ঘোষ অগ্নিহোত্রী	২৪৩, ৩৩৪,৩৮১, ৪০৩
প্রতাপচন্দ্র	,,	৪২৮
প্রলেপ (গল্প)	শ্রীনলিনীমোহন রায় চৌধুরী	২০৪

BLANK PAGE(S)

প্রেমে বিরহ (পদ্য)	শ্রীবিধুভূষণ সরকার	১৫১
বঙ্গীয় সমাজ সংস্কারের বৈঠক ও কায়স্থসভা	„ মধুসূদন সরকার	৬৬
বর্ণতত্ত্ব	„ অখিলচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার	২
বর্ত্তমান ও জাতিভেদ	„ তারিণীচরণ ঘোষ বর্ম্মা	৪১৪
বর্ষবিবরণ (পদ্য)	„ শৈলেন্দ্রনাথ রায়	১
বরপণ (পদ্য)	„ জনৈকা কায়স্থ-কুমারী	৪১১
বলরাম বসু	„ অশ্বিনীকুমার বসু	২৫
বিদ্যারণ্য শিরোমণি সংবাদ (গল্প)	„ তারিণীচরণ ঘোষ	২৯১
বিবাহে—কায়স্থ	„ গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন	৩৯৩
বিশেষ সাধারণ অধিবেশন	„ ———	২৬৯
বুদ্ধিবল (গল্প)	„ গোপালচন্দ্র কবিকুসুম	৩১৪,৩৯১
বৃদ্ধের পত্র	„ বৃদ্ধ	৫১
বোধখানার প্রচার কাহিনী	„ সতীশচন্দ্র মিত্র	৫২
ব্রাত্য-সংস্কার বিধি	পণ্ডিত শ্রীআশুতোষ তর্কতীর্থ	৯৮
ব্রাহ্মণ সভা ও কায়স্থ	শ্রীঅখিলচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার	১০৬
ভারতে প্রাচীন ও আধুনিক কৃষি	„ নিবারণচন্দ্র চৌধুরী	১৭০
ভ্রান্তি নিরসন	„ শরচ্চন্দ্র ঘোষ	২৮৪
(স্বর্গীয় ডাঃ) মহেন্দ্রনাথ ওদ্দেদার	„ সরলচন্দ্র ঘোষ অগ্নিহোত্রী	৪৩
মাধব বসুর চাকুরী (দক্ষিণ রাঢ়ীয়)	———	১২১
মুকুন্দনাথ দত্ত	„ নগেন্দ্রনাথ চৌধুরী	২৫১
রঘুনাথ ও রঘুনন্দন	„ গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন	২৩৯
রাজদরবারে পণ্ডিতের সম্মান	„ শরচ্চন্দ্র ঘোষ	৪০০
রাসবিহারী	„ প্রকাশচন্দ্র বিশ্বাস	৪২৫
শাতবাহন রাজবংশ ও কায়স্থ সংস্রব	„ নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব	১৮০
শাস্ত্র ও সমুদ্র-যাত্রা	„ গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন	৩০৯
সমাজ-সমস্যা	———	৭৯
প্রবৃত্তি-মার্গ (সমালোচনা)	„ গিরিশচন্দ্র বসু বিদ্যালঙ্কার	৪৫১
সরস্বতী বন্দনা (পদ্য)	শ্রীমোহিনীমোহন রায়	৩৩১
সিদ্ধ মহাযোগ	যোগী জ্ঞানানন্দ	১৩৫
সিংহের গাঁয়ের সিংহবংশ	শ্রীগিরিশচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার	২৭৩
সুরেশপ্রসাদ	„ নরেশভূষণ দত্ত	৪৩০

ভ্রম-সংশোধন।

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পংক্তি	পৃষ্ঠা
(বিষ্ণু পুরাণ পাতাল খণ্ড	(পদ্ম পুরাণ পাতাল খণ্ড	২৪	৫০
রাত্রি কালে (দেবনিদ্রাকালে)	মহাদেবীর রাত্রিকালে মহাদেবীর	১১	১৫৬
রাত্রিতে (দেবনিদ্রাকালে)ই	রাত্রিতেই	৭	১৬১
দেখিযেন	দেখিবেন	১১	২৮৭
কথাটা	কথাটা	১৪	„
অশৌচ পর	অশৌচ লয়	১৭	„
ব্রাহ্মণ	ব্রাহ্মণ	২৪	„
তিনি	যিনি	২৬	„
সে কিরূপ	সে কিরূপ ।	২৮	„
—	পঃ সঃ	৩০	২৮৮
চতুর্য্য	চাতুর্য্য	১৭	৩১৩
কায়স্থ জাতিও	কায়স্থ জাতি	১৭	৩৩০
এখন	এখনও	১৮	„
পল্লী নারী	পল্লী নগরী	১৯	„
হে মাতঃ সাজিয়ে রেখেছেন	সাজিয়ে রেখেছে হে মাতঃ সাবিত্রি	২০	„
—	(১)	২৩	৩৫৯
পাপক্ষরকামঃ	পাপক্ষয় কামঃ	৪	৩৬১
বৈতরণাং	বৈতরণীং	২৫	৩৬১
অমৃস্য	অমুকস্য	২৭	৩৬১
যে পুণ্যাঃ	যে চ পুণ্যাঃ	১৫	৩৬২
সকলে	সকল	২২	৩৬২
এ	এবং	১৮	৩৬৩
পারস্করগৃহ্য তাহার,	পারস্করগৃহ্য, তাহার	২৬	৩৬৩
কথা	কথা	২৮	৩৬৩
শোণ্ডদচযং	শোণ্ডচদযং	১৬	৩৬৪
নাভিলিঙ্গ-ং	নাভিলিঙ্গং	৯	৩৬৬

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পংক্তি	পৃষ্ঠা
নবমপিণ্ড	নবমপিণ্ডং	১১	৩৬৬
প্রভৈবঃ	প্রভবৈঃ	২১	৩৭২

অষ্টাদশ বার্ষিক অধিবেশন।

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পংক্তি	পৃষ্ঠা
প্রচরন্তু	প্রচরন্ত	৩	১০
ক্রিয়াঃ	ক্রিয়াঃ	৩	১০
সুসন্তর্গ	সুসন্তর্গ্	৯	১০
স্বচ্ছন্ত	সচ্ছন্ত	১১	১০
কলষতি	কলয়তি	১৭	১০
পৃথিব্যাপ্	পৃথিব্যাপ্	১৯	১০
রধুনা ভয়া	স্বধুনা ভুয়া	২৮	১০
তৎপরে শ্রীযুক্ত	তৎপরে অভ্যর্থনা সমিতির	৮	১৪
সম্পাদক	অন্যতম সম্পাদক	১২	৩১
পাখোয়াজ বাদ্যযন্ত্রের	বাদ্য যন্ত্রের	২২	৪৫
চারিমূল	চারিফুল	৩০	৪৫

সমাজ-সেবা শীর্ষক প্রবন্ধে (৩৪৯ পৃষ্ঠা) অধিকাংশ স্থলে "নামকে ওয়াস্তে" ও "আপকে ওয়াস্তে"র পরিবর্ত্তে "নামকো ওয়াস্তে" ও "আপকো ওয়াস্তে" হইয়াছে।

কায়স্থ-পত্রিকা

বৈশাখ, ১৩২৭। } নবপর্য্যায় ১১শ খণ্ড ১ম সংখ্যা।

বর্ষ-বরণ।

কালের সাগর মাঝে ওঠে ঢেউ, চ'লে যায় দূরে;
একের পিছনে আর ছুটিতেছে যুগ যুগ ধ'রে।
একটি যাইছে পুনঃ আসিতেছে তরঙ্গ অপর,
কে করিবে সংখ্যা তার—কত ঢেউ আসে পর পর।
যেটি দূরে মিশে যায় ফিরে নাহি আসে আরবার,
জগতের বেলাভূমে রেখে যায় রেখাটি তাহার!
তরঙ্গ আঘাতে তার ক্ষীণ রেখা ধুয়ে মুছে যায়;
একটি সুদীর্ঘ শ্বাসে চিরতরে মাগিয়া বিদায়!
কাল-সিন্ধু-তীরে তার কোন চিহ্ন থাকে না ক শেষ;
(শুধু) বিশ্ব-প্রাণে রেখে যায় আনন্দ, যাতনা, শান্তি, ক্লেশ!
যে তরঙ্গ সিন্ধু-মাঝে নব ফেনপুঞ্জে আসে সাজি';
তারি তরে বেলাভূমে অর্ঘ্য লয়ে ব'সে আছি আজি।
তারি নবফেনপুঞ্জ উছলিয়া লুটিয়ে পড়িবে,
উত্তপ্ত সৈকত ভূমে, বিশ্ব শান্তি-বারি-সিক্ত হবে।
সুদূরের বার্ত্তা ব'য়ে যে তরঙ্গ আসি' বিশ্বতীরে,
আঘাতিয়া তটভূমি নূতন স্পন্দনে জীবনেরে
নব ভাবে, নব কর্ম্মে, নব বেশে করি নিয়োজিত,
অতীতের ক্ষতরেখা প্রাণ হ'তে মুছিতে নিরত।

(কথ্যন্তে)—বসবঃ (অষ্টসংখ্যোগণঃ), তথৈকাদশ রুদ্রাঃ, দ্বাদশ আদিত্যাঃ, বিশ্বেদেবাঃ ত্রয়োদশ, বিশ্বায়া অপত্যানি সর্ব্বে বা দেবাঃ, মরুতঃ সপ্তসপ্তগণাঃ ॥৪৯॥১২॥

স পরিচারকাভাবাৎ পুনরপি নৈব ব্যভবৎ, স শৌদ্রং বর্ণমসৃজত। কঃ পুনরসৌ শৌদ্রো বর্ণঃ যঃ সৃষ্টঃ? পুষণং। ইয়ং (দৃশ্যমানা পৃথিবী) বৈ পূষা, হি (যস্মাৎ) ইয়ং (পৃথিবী) ইদং সর্ব্বং যদিদং কিঞ্চ (যৎকিঞ্চিদপি তৎ) পুষ্যতি (পুষ্ণাতি) ॥৫০॥১৩॥

স ব্রহ্ম চতুরঃ সৃষ্ট্বাপি বর্ণান্ নৈব ব্যভবৎ; তৎ শ্রেয়ো রূপম্ অত্যসৃজত ধর্ম্মম্। তস্মাৎ ক্ষত্রস্য ক্ষত্রং (ক্ষত্রিয়স্যাপি নিয়ন্তৃ) যৎ (যস্মাৎ) ধর্ম্মঃ, তস্মাৎ ধর্ম্মাৎ পরং নাস্তি। * * ॥৫১॥১৪॥

ভাষ্যানুযায়ী সরলার্থ এই ঃ—

প্রথমে জগৎ এক ব্রহ্মময় ছিল, ক্ষত্রাদি ভেদ ছিল না। ব্রহ্ম এইরূপে অসহায় থাকিয়া কর্ম্ম সাধনে সমর্থ হইলেন না। অতএব প্রশস্তরূপ ক্ষত্রিয় জাতি অতিশয়ে সৃষ্টি করিলেন। সেই ক্ষত্রিয় হইতেছে দেবতাদের মধ্যে প্রসিদ্ধ ক্ষত্রিয় দেবরাজ ইন্দ্র, জলজীবগণের অধিপতি বরুণ, ব্রাহ্মণদিগের রাজা সোম, পশুদিগের অধিপতি রুদ্র, বিদ্যুদাদির অধিপতি পর্জ্জন্য, পিতৃগণের অধিপতি যম, রোগাদির অধিপতি মৃত্যু ও জ্যোতিঃ সকলের অধিপতি ঈশান এবং ইন্দ্রাদি দেবতাধিষ্ঠিত সূর্য্যসোমবংশ-সম্ভূত ইক্ষ্বাকু পুরুরবা প্রভৃতি নরক্ষত্রিয়গণ। অতএব ক্ষত্রিয় হইতে আর শ্রেষ্ঠ নাই। এইজন্য রাজসূয়যজ্ঞে ব্রাহ্মণ নিম্নে বসিয়া উপরিস্থিত ক্ষত্রিয়ের আরাধনা করেন। যজ্ঞকালে রাজা ঋত্বিক্‌কে "ব্রহ্মণ" বলিয়া আমন্ত্রণ করিলে, ঋত্বিক্ প্রতিবাক্যে বলেন—"হে রাজন্ আপনিই ব্রহ্ম"। রাজসূয়ে ক্ষত্রিয়ই সেই ব্রহ্ম-খ্যাতি রূপ যশ স্থাপন করেন। কিন্তু ক্ষত্রিয়ের প্রকৃত যোনি বা কারণ ব্রাহ্মণ।

অতএব যদিও ক্ষত্রিয় (রাজসূয়াভিষেক হেতু) শ্রেষ্ঠতা প্রাপ্ত হন তথাপি কর্ম্মান্তে স্বযোনি ব্রাহ্মণকেই (পুরোহিতকে অগ্রে স্থাপন করিয়া) আশ্রয় করেন। পরন্তু যে ক্ষত্রিয় বলাভিমান হেতু ব্রাহ্মণকে হিংসা করেন তিনি স্বকীয় যোনি বা প্রসবকে বিনাশ করেন। তিনি অতিশয় পাপী হন, অন্য উৎকৃষ্ট বস্তুকে হিংসা করিয়া লোক যেরূপ পাপী হয় তদ্রূপ।

ব্রহ্ম এই ক্ষত্রিয় সৃষ্টি করিয়াও বিত্তোপার্জ্জনকারীর অভাবে কর্ম্ম সাধনে সমর্থ হইলেন না। অতএব তিনি বিশ্ বা বৈশ্য সৃষ্টি করিলেন, যথা দেবগণের মধ্যে এই যাহারা গণদেবতা নামে খ্যাত—অষ্টবসু, একাদশ রুদ্র, দ্বাদশ আদিত্য, ত্রয়োদশ বিশ্বেদেব ও ঊনপঞ্চাশৎ মরুৎ, ইহারাই বৈশ্য।

ব্রহ্ম বৈশ্য সৃষ্টি করিয়াও কর্ম্ম সাধনে সমর্থ হইলেন না—পরিচারকাভাবে। তখন তিনি শৌদ্রবর্ণ পূষণের সৃষ্টি করিলেন। এই দৃশ্যমানা পৃথিবীই পূষা, কারণ এই যাহা কিছু দৃষ্ট হয় পৃথিবীই তৎসমস্ত পোষণ করে। (পৃথিবী যেমন প্রাণিমাত্রকে প্রয়োজনীয় বস্তু প্রদান করিয়া পোষণ করেন, শূদ্রও তদ্রূপ প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি আহরণ করিয়া সকলের পুষ্টিসাধন করেন)।

কিন্তু এই চতুর্ব্বর্ণ সৃষ্টি করিয়াও ব্রহ্ম সমর্থ হইলেন না। নিরঙ্কুশ ক্ষত্রিয়ের উগ্রতা প্রশমন কে করিবে, এই চিন্তা উদিত হইল। অতএব তিনি প্রশস্তরূপ ধর্ম্মকে অতিশয় ভাবে সৃষ্টি করিলেন। এই ধর্ম্ম ক্ষত্রিয়েরও ক্ষত্রিয় অর্থাৎ ক্ষত্রিয়েরও নিয়ন্তা।

এই শ্রুতিবাক্যে প্রমাণিত হইতেছে যে প্রথমে এক ব্রহ্ম বা ব্রাহ্মণমাত্র জগতে ছিল, ক্ষত্রিয় বৈশ্যাদিরূপ ভেদ ছিল না। ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন বলিয়া সকলেই ব্রাহ্মণ ছিল। কিন্তু ইহাতে সুবিধা হইল না। প্রজাপালনক্ষম এক শ্রেণী লোকের প্রয়োজন অনুভূত হইল। তখন প্রজাপতি সেই ব্রাহ্মণ হইতে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদিগকে বিশিষ্টরূপে নির্ব্বাচন করিয়া ক্ষত্রিয় জাতি সৃষ্টি করিলেন। এইজন্যই ব্রাহ্মণকে ক্ষত্রিয়ের যোনি বা উৎপত্তি-মূল বলা হইয়াছে। এজন্য ক্ষত্রিয় হইতে শ্রেষ্ঠ আর নাই, ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণেরও নিয়ন্তা। দৃষ্টান্ত স্বরূপ উক্ত হইয়াছে দেবগণের রাজা ইন্দ্র ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণদিগের রাজা সোম ক্ষত্রিয়, পিতৃগণের রাজা যম ক্ষত্রিয়, যাহারা প্রধান ও প্রভুতাসম্পন্ন তাহারাই ক্ষত্রিয়। আবার দেবক্ষত্রিয়গণ হইতেই ইক্ষ্বাকু, পুরুরবা প্রভৃতি নরক্ষত্রিয়গণ উৎপন্ন হইয়াছিলেন।

ক্ষত্রিয়গণ বলাভিমান হেতু ব্রাহ্মণদিগকে অনেক সময় অবজ্ঞা করিত। উদাহরণ স্বরূপ বেণরাজার অত্যাচার, জমদগ্নির প্রতি কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের ব্যবহার প্রভৃতি উল্লেখ করা যাইতে পারে। এজন্যই আপন উৎপত্তিমূল ব্রাহ্মণকে হিংসা করা বিশেষ পাপজনক বলিয়া শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে।

কিন্তু যে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদিগকে লইয়া ক্ষত্রিয় জাতি গঠিত হইয়াছিল তাহারা কেবল বাহুবলে শ্রেষ্ঠ ছিলেন না, বিদ্যাবলেও তাহারা শ্রেষ্ঠ ছিলেন। বেদের শ্রেষ্ঠ মন্ত্রের, আর্য্যগণের নিত্য উপাস্য গায়ত্রীমন্ত্রের ঋষি সোমবংশজাত ক্ষত্রিয় বিশ্বামিত্র; আর আর্য্যগণের ধর্ম্মকর্ম্ম ও রাষ্ট্রপরিচালনার্থ বিধিব্যবস্থার আদি প্রবর্ত্তক ক্ষত্রিয় বৈবস্বত মনু। পরবর্ত্তী ব্রাহ্মণ-ধর্ম্মশাস্ত্রকারগণ আবহমানকাল মনুর প্রাধান্য স্বীকার করিয়া আসিতেছেন। আমরা আরও দেখিতে পাইতেছি যে ব্রহ্মবিদ্যা, যাহার অপর নাম রাজবিদ্যা, তাহা প্রথমে ক্ষত্রিয় রাজগণেরই আয়ত্ত

ছিল, পরে ব্রাহ্মণগণ রাজগণের নিকট হইতে তাহা শিক্ষা করিয়াছেন। (১) আমরা উপনিষদে দেখিতে পাই অশ্বপতি কৈকেয় ভগবান্ আরুণিকে এবং পাঁচজন মহাশাল মহাশ্রোত্রিয়কে আত্মতত্ত্ব উপদেশ করিতেছেন (২), কাশীরাজ অজাতশত্রু গর্গবংশীয় বালাকিকে উপনয়ন পূর্ব্বক উপনিষদের নিগূঢ় রহস্য বলিতেছেন (৩), বিদেহপতি জনক ঋষি বুড়িলকে গায়ত্রীর 'তুরীয় দর্শতপদ' শিক্ষা দিতেছেন (৪), ক্ষত্রিয় রাজা চিত্র হইতে ঋষি গৌতম ও তৎপুত্র শ্বেতকেতু জীবের পরলোকগতি সম্বন্ধে সমিৎপানি হইয়া উপদেশ গ্রহণ করিতেছেন (৫), রাজা প্রবাহন্ জৈবলি শিলক ও দালভ্য ঋষিদ্বয়কে উদ্গীথ রহস্য উপদেশ করিতেছেন (৬), রাজা জৈবলি গৌতমকে জন্মান্তর রহস্য বা পঞ্চাগ্নিবিদ্যা উপদেশ করিতেছেন এবং বলিতেছেন— "হে গৌতম, আপনি যে বিদ্যা আমার নিকট প্রার্থনা করিতেছেন আপনার পূর্ব্বে কোন ব্রাহ্মণ তাহা লাভ করেন নাই, তজ্জন্যই সমস্ত লোক ক্ষত্রিয়ের শাসনাধীন" (৭)। বস্তুতঃ সর্ব্বতোমুখী প্রতিভায় ক্ষত্রিয়গণ আর্য্যজাতির রাষ্ট্র, ধর্ম্ম ও সমাজের নায়ক হইয়াছিলেন।

---

(১) ইমং বিবস্বতে যোগং প্রোক্তবান্ অহমব্যয়ম্। বিবস্বান্ মনবে প্রাহ মনুরিক্ষ্বাকবেঽব্রবীৎ॥ এবং পরম্পরাপ্রাপ্তম্ ইমং রাজর্ষয়ো বিদুঃ। স কালেনেহ মহতা যোগোনষ্টঃ পরন্তপঃ। সএবাদ্য ময়া তুভ্যং যোগঃ প্রোক্তঃ পুরাতনঃ॥ গীতা ৪ অঃ।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন—"এই অব্যয়যোগ আমি বিবস্বৎকে, বিবস্বান্ মনুকে, মনু ইক্ষ্বাকুকে বলিয়াছিলেন। এইরূপ পরম্পরাক্রমে প্রাপ্ত এই যোগ রাজর্ষিগণই জানিতেন। কিন্তু কালে তাহা নষ্ট হইয়াছিল, আমি তোমাকে অদ্য সেই পুরাতন যোগ বলিতেছি।"

"অধ্যাত্ম বিদ্যা তেনেয়ং পূর্ব্বং রাজসু বর্ণিতা। তদনু প্রসৃতা লোকে রাজ বিদ্যেত্যুদাহৃতা। রাজবিদ্যা রাজগুহ্যম্ অধ্যাত্মজ্ঞানমুত্তমম্। জ্ঞাত্বা রাঘব রাজানঃ পরাং নির্দ্দুঃখতাং গতাঃ।

যোগবাশিষ্ঠ মুমুক্ষু প্রকরণ, ১১।৭

এই অধ্যাত্মবিদ্যা ভগবান্ প্রথমে রাজগণকে উপদেশ করেন, সেই রাজগণ হইতেই ইহা লোকে প্রচারিত হইয়াছিল, তজ্জন্য ইহার নাম রাজবিদ্যা। হে রাঘব, পূর্ব্বতন রাজগণ এই উত্তম অধ্যাত্মজ্ঞান যাহা রাজগণেরই রক্ষণীয়, তাহা লাভ করিয়া দুঃখ সীমা অতিক্রম করিয়াছিলেন।

(২) ছান্দোগ্য উপনিষদ্, ৫ অধ্যায়। (৩) বৃহদারণ্যক উপনিষদ্, ২য় অধ্যায়। (৪) বৃহঃ উপঃ, ৫ম অঃ। (৫) কৌষীতকী উপঃ, ১ অধ্যায়। (৬) ছান্দোগ্য উপঃ ১ অধ্যায়। (৭) ছান্দোগ্য উপঃ, ৫ম অঃ ও বৃহদারণ্যক উপঃ, ৬ষ্ঠ অধ্যায়।

এ বিষয়ে বিশেষ তত্ত্বাবগতির জন্য পাঠকগণকে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন প্রণীত "উপনিষদ্ (ব্রহ্মতত্ত্ব)" পুস্তকের "উপনিষদে ক্ষত্রিয় প্রভাব" নামক একাদশ অধ্যায় পাঠ করিতে এবং প্রধান প্রধান উপনিষদ্ অধ্যয়ন করিতে অনুরোধ করি।

ইহা সত্য যে এককালে রাষ্ট্রে ও সমাজে, ধর্ম্মে ও কর্ম্মে ক্ষত্রিয়ই প্রভু ছিল, কিন্তু ক্ষত্রিয়দিগের এই সর্ব্বময় প্রভুত্ব চিরস্থায়ী হয় নাই। ভোগৈশ্বর্য্য প্রভাবে তাহাদের পরাবিদ্যার চর্চ্চা ক্রমে হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছিল, পক্ষান্তরে সংযমী ব্রাহ্মণগণ অধ্যাত্মবিদ্যালোচনায় ক্রমে উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন। ক্রমে ধর্ম্মবিষয়ক প্রভুত্ব লইয়া এবং ক্ষত্রিয়গণের বলাভিমানজনিত অত্যাচারহেতু ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণবর্ণের মধ্যে বিষম বিবাদ উপস্থিত হইয়াছিল এবং কালে তাহা মহাসমরে পরিণত হইয়াছিল। মহাভারত ও পুরাণাদিতে উক্ত হৈহয় ও ভৃগুবংশের বিবাদ এবং অপরাপর ক্ষত্রিয়গণের সহিত ভার্গব পরশুরামের পুনঃ পুনঃ যুদ্ধ তাহার প্রমাণ। মহাভারতের উদ্যোগপর্ব্বে ভীষ্মদেবের সৈনাপত্যে বরণ প্রসঙ্গে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের এক মহা সংগ্রামের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। তাহাতে বর্ণিত আছে যে পুরাকালে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ে এক যুদ্ধ হয়, ব্রাহ্মণগণ ক্ষত্রিয়গণের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থিত হন, ক্রমে বৈশ্য ও শূদ্রগণও ক্ষত্রিয়দিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়। এইরূপে এক পক্ষে তিনবর্ণ এবং অপর পক্ষে কেবল ক্ষত্রিয়গণ যুদ্ধ করেন। কিন্তু ক্ষত্রিয়গণ পুনঃ পুনঃ তিন বর্ণের মিলিত অসংখ্য সৈন্যকে বিদ্রাবিত করিতে লাগিলেন। তখন ব্রাহ্মণগণ ক্ষত্রিয়দিগকেই তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। যথার্থবাদী ক্ষত্রিয়গণ বলিলেন, "আমরা সকলে একজন সেনানীর আদেশের বশবর্ত্তী হইয়া যুদ্ধ করি, আর আপনারা সকলেই স্ববুদ্ধিবশবর্ত্তী, ইহাই আপনাদের পরাজয়ের কারণ"। তখন ব্রাহ্মণগণ একজন নীতিজ্ঞ রণবিশারদ ব্রাহ্মণকে সেনানায়ক করিলেন এবং তাহার আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া যুদ্ধ করিতে করিতে ক্ষত্রিয়শক্তিকে পরাস্ত করিতে সমর্থ হইলেন। (৮)

বস্তুতঃ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের এইরূপ বহুসংগ্রামের ফলেই ব্রাহ্মণের সামাজিক প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, এবং ব্রাহ্মণগণ ব্যবস্থা (ধর্ম্মশাস্ত্র ও নীতিশাস্ত্র) প্রণয়ন করিবেন, আর ক্ষত্রিয়রাজগণ তাহা রাষ্ট্রে ও সমাজে প্রবর্ত্তিত করিবেন—এই মীমাংসায় ক্ষত্রিয়গণ বাধ্য হইয়াছিলেন। এই মীমাংসার পর হইতে ব্রাহ্মণপ্রাধান্য সমাজে ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়াছে। ব্রাহ্মণগণ ব্রাহ্মণের মহিমাবিজ্ঞাপক শত শত গল্প রচনা করিয়া পৌরাণিক সাহিত্যে প্রক্ষেপ করিয়াছেন, শূদ্রজাতি কোনরূপে মস্তকোত্তোলন করিতে না পারে তদভিপ্রায়ে শূদ্রের হেয়ত্বজ্ঞাপক শত শত বচন স্মৃতিশাস্ত্রে সন্নিবেশ করিয়াছেন, সর্ব্বশেষে বঙ্গদেশে রঘুনন্দন জঘন্য কলিযুগে কেবল ব্রাহ্মণ ও শূদ্র এই দুই বর্ণ আছে, ক্ষত্রিয় বৈশ্যাদি সমস্তই শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে—

---

(৮) মহাভারত, উদ্যোগ পর্ব্ব, ১৫৫ অধ্যায়।

এইরূপ শাস্ত্র বচন প্রচার করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। ফলতঃ ব্রাহ্মণমুখে এইরূপ উক্তি শুনিতে শুনিতে সকল জাতির মধ্যেই একটা গভীর আত্মবিস্মৃতি ও জড়তা আবির্ভূত হইয়াছে, আত্মমর্য্যাদাবোধ একবারে বিলুপ্ত হইয়াছে, এবং দেশ ও সমাজের অশেষ অকল্যাণ সাধিত হইয়াছে।

গায়ত্রী মন্ত্রের ঋষি, রাজর্ষি বিশ্বামিত্রের ক্ষত্রিয়বর্ণতা এই সময়ে অসহনীয় হইয়াছিল, তজ্জন্যই তাঁহার ব্রাহ্মণত্বপ্রাপ্তির ইতিহাস—ব্রাহ্মণত্বলাভের জন্য অসাধারণ তপস্যা, ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠের আরাধনা ও অনুগ্রহ লাভ প্রভৃতি উপাখ্যান—রচিত হইয়াছিল। বিশ্বামিত্র ঋগ্বেদের তৃতীয় মণ্ডলের এবং বশিষ্ঠ সপ্তম মণ্ডলের ঋষি। আমরা ঋগ্বেদে সৌদাস রাজার যজ্ঞবিবরণে দেখিতে পাই, রাজা বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র উভয়কেই যজ্ঞে আমন্ত্রণ করিয়াছেন এবং উভয়েই সপুত্র আগমনপূর্ব্বক যজ্ঞে ব্রত হইয়াছেন, আর দেখিতে পাই এই দুই কুল মধ্যে অসাধারণ প্রতিদ্বন্দ্বিতা, বিশ্বামিত্র স্ববংশের হিংসাকারী বশিষ্ঠকুলকে অভিশাপ করিতেও কুণ্ঠিত হইতেছেন না। কিন্তু বিশ্বামিত্রের ব্রাহ্মণত্বলাভের প্রয়াস ঋগ্বেদে দৃষ্ট হয় না। বস্তুতঃ সেই কালে ঐরূপ প্রয়াসের কোন প্রয়োজনই ছিল না, ব্রাহ্মণ হইতে ক্ষত্রিয়ের হীনতাও কিছু ছিল না। পরন্তু তখন শূদ্রও চরিত্রগুণেই ব্রাহ্মণত্ব ও ঋষিত্ব লাভ করিতে পারিত, তজ্জন্য উগ্র তপস্যার প্রয়োজন হইত না। উদাহরণ স্বরূপ সত্যকাম জাবালের উপাখ্যান উল্লেখ করা যাইতে পারে। একই ব্যক্তির পুত্রগণ বিভিন্ন বৃত্তি অবলম্বন করিয়া কেহ ব্রাহ্মণ, কেহ ক্ষত্রিয়, কেহ বৈশ্য, কেহ শূদ্র হইয়াছেন—এইরূপ প্রমাণও বৈদিক সাহিত্যে দৃষ্ট হয়। বস্তুতঃ বৈদিকযুগে রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে সমাজ চারিবর্ণে বিভক্ত হইলেও পরস্পরের মধ্যে দুরতিক্রম্য পার্থক্য ছিল না। ক্রমে সেই পার্থক্য বর্দ্ধিত হইয়াছে এবং বর্ত্তমান যুগেই সেই পার্থক্য সর্ব্বাপেক্ষা কঠোর ও যুক্তিহীন হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

চতুর্ব্বর্ণই মূলে এক এবং চতুর্ব্বর্ণই মূলে ব্রাহ্মণ—এইরূপ সুস্পষ্ট উক্তি আমরা মহাভারতে পুনঃ পুনঃ দেখিতে পাই। মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে উক্ত আছে :—

"ন বিশেষোঽস্তি বর্ণানাং সর্ব্বং ব্রহ্মমিদং জগৎ।
ব্রহ্মণা পূর্ব্ব সৃষ্টং হি কর্ম্মভির্ব্বর্ণতাং গতং॥
কামভোগপ্রিয়াস্তীক্ষ্ণাঃ ক্রোধনাঃ প্রিয়সাহসাঃ।
ত্যক্তস্বধর্ম্মা রক্তাঙ্গা স্তে দ্বিজা ক্ষত্রতাং গতাঃ॥
গোভ্যো বৃত্তিং সমাস্থায় পীতাঃ কৃষ্যুপজীবিনঃ।

স্বধর্ম্মান্নানুতিষ্ঠন্তি তে দ্বিজা বৈশ্যতাং গতাঃ॥
হিংসানৃতপ্রিয়া লুব্ধাঃ সর্ব্বকর্ম্মোপজীবিনঃ।
কৃষ্ণাঃ শৌচপরিভ্রষ্টাস্তে দ্বিজাঃ শূদ্রতাং গতাঃ।
ইত্যেতৈঃ কর্ম্মভি র্ব্যস্তা দ্বিজা বর্ণান্তরং গতাঃ॥"

শান্তিপর্ব্ব, ১৮৮ অধ্যায়।

নীলকণ্ঠকৃত টীকা অনুযায়ী সরলার্থ এই :—

বর্ণ সকলের বিশেষ (পার্থক্য) নাই, ব্রহ্ম কর্ত্তৃক সৃষ্ট এই জগৎই পূর্ব্বে ব্রাহ্মণময় ছিল, পরে কর্ম্ম দ্বারা বর্ণতা (ক্ষত্রিয়াদি রূপ ভেদ) প্রাপ্ত হইয়াছে। কামভোগপ্রিয়, তীক্ষ্ণ, ক্রোধপরায়ণ, সাহসিক কার্য্যপ্রিয়, স্বধর্ম্ম (প্রাথমিক নিরাবিল সত্ত্বভাব) যাহারা ত্যাগ করিয়াছে, সেই রক্তাঙ্গ (সত্ত্বরজোগুণাশ্রিত) যে দ্বিজগণ (ব্রাহ্মণগণ) তাহারা ক্ষত্রিয়ত্ব লাভ করিয়াছে। যাহারা স্বধর্ম্মের (প্রাথমিক সত্ত্বভাবানুগত ধর্ম্মের) অনুষ্ঠান ত্যাগ করিয়া গোপালনবৃত্তি গ্রহণপূর্ব্বক কৃষি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে সেই পীতবর্ণ (রজস্তমোগুণাশ্রিত) ব্রাহ্মণগণ বৈশ্যত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। আর হিংসা ও অসত্যপ্রিয়, লোভপরায়ণ, যে কোনরূপ কর্ম্ম দ্বারা জীবিকার্জ্জনকারী, শুদ্ধাচারভ্রষ্ট, কৃষ্ণ (তমোগুণাক্রান্ত) যে দ্বিজ বা ব্রাহ্মণগণ তাহারাই শূদ্রতা প্রাপ্ত হইয়াছে। এইরূপে কর্ম্ম দ্বারা বিভিন্ন হইয়াই সেই এক ব্রাহ্মণ জাতি বর্ণান্তর (ক্ষত্র বৈশ্যাদিরূপ ভেদ) প্রাপ্ত হইয়াছে।

ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন ব্রাহ্মণই চারিবর্ণে বিভক্ত হইয়াছে—এ বিষয়ে পূর্ব্বোক্ত শ্রুতিবাক্যের সহিত এই মহাভারতীয় বচনের বিশেষ ঐক্য রহিয়াছে। কিন্তু ব্রাহ্মণ গুণে হীন হইয়া ক্ষত্রিয় হইয়াছে—মহাভারতের এই উক্তির সহিত শ্রুতির ঐক্য হয় না। বরং শ্রুতি বলিতেছেন বিশেষ গুণবান্ ব্রাহ্মণগণই ক্ষত্রিয়বর্ণে পরিণত হইয়াছিল। এই অনৈক্যের একটা হেতু আছে। মহাভারত বৈদিকযুগের গ্রন্থ নহে, বহু যুদ্ধ বিগ্রহের পর ক্ষত্রিয় জাতির অধঃপতনের যুগে মহাভারত রচিত হইয়াছে এবং তৎকালীন ক্ষত্রিয়প্রকৃতি অনুযায়ী উৎপত্তি বৃত্তান্ত মহাভারতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

ব্রহ্মার মুখ, বাহু, উরু ও পদদ্বয় হইতে যথাক্রমে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র উৎপন্ন হইয়াছে—এইরূপ সংস্কার আজও সাধারণ সমাজে বদ্ধমূল রহিয়াছে। ইহাই উচ্চবর্ণের গর্ব্ব ও গৌরবের কথা, ইহাই শূদ্রাদির মস্তক উচ্চবর্ণের পদচুম্বিত করিয়া

রাখিবার অমোঘ যুক্তি। কিন্তু যুক্তিযুক্ত শ্রুতিবাক্য হইতে যুক্তিহীন পুরাণবাদের অসারতা সম্যক্ প্রতিপন্ন হইতেছে। তথাপি বর্ণাভিমানী জনগণের এবিষয়ে আর একটী বৃহৎ অবলম্বন আছে। ঋগ্বেদীয় পুরুষসূক্তে উক্ত আছে :—

"যৎ পুরুষং ব্যদধুঃ কতিধা ব্যকল্পয়ন্। মুখস্য কৌ বাহূ কা উরূ পাদা উচ্যতে। ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীৎ বাহূ রাজন্যঃ কৃতঃ। উরূ তদস্য যদ্বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রোঽজায়ত॥"

যখন পুরুষকে (প্রজাপতিকে বা লোকসংহতিরূপ বিরাট্ শক্তিকে) বিভাগ করা হইল, তখন কত ভাগে বিকল্পিত হইল? মুখের (আদিতে ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন একমাত্র যে ব্রাহ্মণ ছিল, সেই ব্রাহ্মণরূপ মুখের) বাহু কাহাকে বলা হইল, তাহার উরু এবং পদই বা কাহাকে বলা হইল? ব্রাহ্মণ তাহার মুখ ছিল, (একণ) রাজন্যকে (দীপ্তিশালী লোকরক্ষকগণকে) বাহু করা হইল, যাহা বৈশ্য নামে বিদিত তাহাই তাহার উরু হইয়াছিল, আর পদদ্বয় গঠনের নিমিত্ত শূদ্র নামক জাতি হইয়াছিল।

এই বাক্যের সহিত পূর্ব্বোদ্ধৃত শ্রুতিবাক্যের বিশেষ বিরোধ নাই। তথাপি দেখা যায় অনেকে ব্রহ্মার মুখাদি অবয়ব হইতেই চারিবর্ণ বহির্গত হইয়াছিল এই সংস্কারের সমর্থনে উহা উদ্ধৃত করেন। কিন্তু বর্ত্তমান জ্ঞানপিপাসা ও অনুসন্ধিৎসার দিনে শিক্ষিত সমাজ বিশ্বাস করিতে চাহে না যে ব্রহ্মার কণ্ঠনিনাদে ব্রাহ্মণ, বাহু আস্ফোটনে ক্ষত্রিয়, উরুমন্থনে বৈশ্য বা পদবিক্ষেপনে শূদ্র উৎপন্ন হইয়াছে। তাহারা যুক্তিসম্মত প্রমাণ শুনিতে চাহে, এবং বৃহদারণ্যক শ্রুতিই তদ্বিষয় নির্ভর যোগ্য অবিসংবাদিত উত্তর দিতেছে।

তথাপি প্রজাপতির চতুরঙ্গ হইতে চতুর্ব্বর্ণ উৎপন্ন হইয়াছে, একথার তাৎপর্য্য অন্যরূপে বুঝিবার চেষ্টা করা অসঙ্গত নহে। ধর্ম্মবক্তা ও উপদেষ্টা ব্রাহ্মণগণ সমাজ-শরীরের মুখস্বরূপ; বাহুবলসম্পন্ন লোকপাল ক্ষত্রিয়গণ বাহুস্বরূপ; মাংসল উরুর যেমন শরীরের উত্তমাঙ্গগুলির স্থিতিস্তম্ভ তদ্রূপ কৃষিবাণিজ্যকারী ধনবান্ বৈশ্য সমাজের স্থিতিস্তম্ভ, অতএব বৈশ্যই সমাজের উরুস্বরূপ; আর পদদ্বয় যেমন শরীরে শ্রেষ্ঠ অঙ্গগুলিকে প্রয়োজন মত বহন করে তদ্রূপ শূদ্রগণ যাহারা প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি আহরণ করিয়া উচ্চকর্ম্মরত ত্রিবর্ণের সেবা করে তাহারাই সমাজের পদস্বরূপ। এই উপমা সহজবোধ্য। অতএব সৃষ্টিশক্তির আধারভূত প্রজাপতির মুখশক্তি হইতে ব্রাহ্মণের, বাহুশক্তি হইতে ক্ষত্রিয়ের, উরুশক্তি হইতে বৈশ্যের ও

পদশক্তি হইতে শূদ্রের উৎপত্তি কল্পিত হইয়াছে এইরূপ বলা যাইতে পারে। *

যাহা হউক ভারতীয় আর্য্যগণ পুরাকালে তৎকালীন প্রয়োজনে গুণকর্ম্মভেদে চারিবর্ণে বিভক্ত হইয়াছিল ইহা সত্য এবং ইহাই শ্রুতিসম্মত। ক্রমে অসবর্ণ বিবাহ, বিভিন্ন স্থানে বসতি, ব্যবসায়ের ভিন্নতা, বহু রাষ্ট্রবিপ্লব ও ধর্ম্মবিপ্লবে এই চতুর্ব্বর্ণ বহুশাখা প্রশাখায় বিভক্ত হইয়াছে।

এই বর্ণ বিভাগ আর্য্যসমাজের ইতিহাসে যে যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছিল চিন্তাশীল পাঠকগণ তাহা কল্পনার চক্ষে দর্শন করুন। ইহাতে সমাজে শান্তি স্থাপিত হইয়াছিল; ঋষিগণের তপস্যা, প্রতিভাবান্ জনগণের দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক গবেষণা এবং কৃষিশিল্প বাণিজ্যাদি সমাজস্থিতিমূলক ব্যবসায় অনার্য্য শত্রুগণের উপদ্রব হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়াছিল; ক্ষত্রিয়-শাসনে ক্রমে প্রভূত প্রজাবৃদ্ধি ও রাজ্যবিস্তৃতি ঘটিয়াছিল এবং রাজ্যের বিচার ও শাসন কার্য্য ক্রমে এক বৃহৎ জটিল ব্যাপারে পরিণত হইয়াছিল।

এই সময়ে লিখনপদ্ধতি আবিষ্কৃত হয় নাই, বিদ্যা গুরু প্রমুখাৎ শিষ্য পরম্পরায় প্রবাহিত হইতেছিল, শিষ্য গুরুমুখে শ্রবণ করিয়া বেদ শিক্ষা করিতেন

* শ্রুতির প্রমাণে উৎপত্তিমূলে ক্ষত্রিয়ই শ্রেষ্ঠ, কিন্তু ব্রাহ্মণই অগ্রজ, সেই হিসাবে তিনি মান্য। তৎকালীন সমাজ তাহার উপর যাজন (দেবতাদের প্রীত্যর্থে যজ্ঞক্রিয়া ও সংস্কারাদি কার্য্য নির্ব্বাহ) এবং লোকশিক্ষার ভার অর্পণ করিয়াছিল, তিনিই পুরোহিত, সর্ব্ব মঙ্গল কার্য্যে ও পারলৌকিক কার্য্যে তিনিই অগ্রে স্থাপিত হইতেন। অতএব বলিতে হয় বৈদিকযুগে ক্ষত্রিয় ব্রহ্মবিদ্যায় পারদর্শী এবং ব্রাহ্মণাদি সর্ব্ববর্ণের নিয়ন্তা হইলেও ব্রাহ্মণকে পুরোহিতরূপে অগ্রে স্থাপন করিয়া বিশেষ মান্য স্থান প্রদান করিয়াছিলেন।

ডাক্তার রিজ্ ডেভিডস্ তদীয় Buddhist India বা বৌদ্ধ ভারত গ্রন্থে (৬৩ পৃষ্ঠায়) শাক্যসিংহের আবির্ভাবকালের সামাজিক অবস্থার বর্ণনায় লিখিয়াছেন যে তৎকালেও ক্ষত্রিয়ই সমাজে শ্রেষ্ঠ ছিল, তৎপরে ব্রাহ্মণ, তন্নিম্নে বৈশ্য এবং তন্নিম্নে শূদ্রের স্থান ছিল।

বিজিত অনার্য্যগণ দ্বারা শূদ্রবর্ণ গঠিত হইয়াছিল, এই সংস্কার শ্রুতি ও মহাভারতের প্রমাণে খণ্ডিত হইতেছে। 'উত আর্য্য উতঃ শূদ্রঃ"—শ্রুতির এইরূপ দুই একটি কথা হইতে শূদ্রের অনার্য্যত্ব অনুমিত হইয়াছে। তৎকালে বিজিত অনার্য্যগণ বহুসংখ্যায় শূদ্রবর্ণের অন্তর্নিবিষ্ট হইয়াছিল এবং অনেকে উচ্চতর বর্ণেও প্রবেশ করিয়াছিল, ইহা অসম্ভব নহে।

অনেকের এইরূপ সংস্কার আছে যে দৈত্যদানবাদি অসুরগণই অনার্য্য। তাহা ভ্রম মাত্র। বস্তুতঃ দেব দৈত্য দানব ও মানব মূলে এক, এক পিতা কশ্যপ ও এক মাতামহ দক্ষের সন্তান। আর দেবাসুর সংগ্রাম স্বর্গরাজ্যের আধিপত্য লইয়া একটা জ্ঞাতিবিরোধ বা civil war মাত্র।

এজন্য তাহার নাম ছিল শ্রুতি, আর ঋষিগণ পূর্ব্বতন ধর্ম্মনীতি, সমাজনীতি, রাজনীতি যাহা স্মরণ করিয়া বলিতে পারিতেন তাহার নাম হইয়াছিল স্মৃতি। এই সময়ে শাসক ক্ষত্রিয়গণ রাজ্যবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রজাকৃত বিবিধ অপরাধ ও তাহার সাক্ষ্য প্রমাণাদি এবং অসংখ্য প্রজার দেয় রাজস্ব ও অধিকৃত ভূমির পরিমাণবিষয়ক সমুদয় বিবরণ কেবল স্মরণে রাখিয়া রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করার দুরূহতা অনুভব করিয়াছিলেন। তখন এক প্রতিভাবান্ ক্ষত্রিয় লিপিকৌশল আবিষ্কার করেন, তাঁহার নাম চিত্রগুপ্ত। পুরাণে বর্ণিত হইয়াছে—চতুর্ব্বর্ণ সৃষ্টির পরে ব্রহ্মা ধ্যানমগ্ন হন, দীর্ঘকাল ধ্যানে অতীত হইলে তাঁহার শরীর হইতে এক পরম সুন্দর পুরুষ লেখনী, ছেদনী ও মসিভাজন সহ আবির্ভূত হন। তাঁহাকে দর্শন করিয়া প্রজাপতি অতি আনন্দিত হইয়া বলেন—"তুমি আমার কায় হইতে আবির্ভূত হইয়াছ অতএব তোমার কায়স্থ সংজ্ঞা হইল, তুমি চিত্রগুপ্ত নামে জগতে খ্যাত হইবে, প্রাণিগণের সদসৎ কর্ম্ম লিপি করণার্থে এবং ধর্ম্মাধর্ম্মবিবেকার্থে ধর্ম্মরাজপুরে তোমার চির-অবস্থিতি নিরূপিত হইল। তুমি যথাবিধি ক্ষত্রবর্ণোচিত ধর্ম্ম পালন করিবে এবং জগতে প্রভাবসম্পন্ন প্রজা সৃষ্টি করিবে।"

এই পৌরাণিক আখ্যানকে অলঙ্কারমুক্ত করিলেই এই সত্য প্রতিভাত হয় যে চিত্রগুপ্তই আদিলেখক, তিনিই লেখনী ও মসিসংযোগে লিপিকৌশল আবিষ্কার করেন, তিনিই Inventor of the art of writing; তাঁহার বংশধরগণ অসিত্যাগ করিয়া লেখনীবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিল, ক্রমে অসিজীবী ক্ষত্রিয়সমাজের সহিত তাহাদের পার্থক্য বৃদ্ধি পাইলে প্রজাপতির অঙ্গে চিত্রগুপ্তের উৎপত্তি কল্পিত এবং তাঁহার সন্ততিগণ কায়স্থ এই স্বতন্ত্র নামে অভিহিত হইয়াছিল। কিন্তু চিত্রগুপ্ত বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয় বলিয় তৎসন্ততিগণের স্ববর্ণোচিত শ্রৌত স্মার্ত্তধর্ম্মের ব্যতিক্রম করা অসম্ভব ছিল, এজন্যই যথাবিধি ক্ষত্রবর্ণোচিতধর্ম্ম তাহাদের পালনীয় বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

বর্ণবিভাগের পর লিপিপ্রণালীর আবিষ্কার আর্য্যসভ্যতার ইতিহাসে দ্বিতীয় যুগ প্রবর্ত্তন করিয়াছিল। লিখন-পদ্ধতির আবিষ্কারের সহিত জ্ঞানবিস্তারে ও রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে যে প্রভূত পরিবর্ত্তন ও উন্নতি সাধিত হইয়াছিল তাহা সহজবোধ্য। ইহা স্মরণীয় যে চিত্রগুপ্তই এই যুগের প্রবর্ত্তক। তিনি কেবল লিপির আবিষ্কারক বলিয়াই খ্যাত ছিলেন না। দেখা যায় পুরাণে ও মহাভারতে তিনি অতীন্দ্রিয় জ্ঞানী এবং অসাধারণ ধর্ম্মজ্ঞ বলিয়াও কীর্ত্তিত হইয়াছেন। তৎকালীন আর্য্যসমাজ তাঁহার জ্ঞান ও প্রতিভার সমাদর করিতে কুণ্ঠিত হয় নাই। ধর্ম্মশাস্ত্রে দ্বিজগণ

হার তর্পণ করিতে এবং ভোজনকালে তাঁহাকে অন্নাহুতি প্রদান করিতে আদিষ্ট য়াছেন। আর দেখা যায় দেবসমাজেও তিনি সম্মানিত ছিলেন। ইহা সামান্য গৌরবের কথা নহে। (৯)

এই কায়স্থ জাতি সূর্য্যধ্বজ, শ্রীবাস্তব, অম্বষ্ঠ, গৌড়, মাথুর, নিগম প্রভৃতি শাখায় বিভক্ত হইয়া বিভিন্ন প্রদেশে বসতি স্থাপন করিয়াছিল। ইহা ব্যতীত রাজা চন্দ্রসেনের সন্ততিগণ এবং চন্দ্র ও সূর্য্যবংশীয় রাজা কামপতি ও অশ্বপতির সন্ততিগণ লেখনীবৃত্তি অবলম্বন করিয়া চান্দ্রসেনী প্রভুকায়স্থ এবং চন্দ্র ও সূর্য্যবংশীয় প্রভুকায়স্থ বা ব্রহ্মক্ষত্রিয় নামে পরিচিত হইয়াছিল। এই সকল শ্রেণীর কায়স্থই ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে অদ্যাপি বর্ত্তমান রহিয়াছে। কিন্তু কায়স্থ বীজপুরুষগণ অসিত্যাগ করিয়া লেখনী অবলম্বন করিলেও তাঁহাদের সন্ততিগণ সুযোগ পাইলেই লেখনী ত্যাগ করিয়া অসিধারণ করিতে এবং রাজদণ্ড ধারণ করিতেও কুণ্ঠিত হইতেন না। কাশ্মীরের প্রজ্ঞাদিত্যবংশীয় কায়স্থরাজগণ, গৌড়ের পালরাজগণ এবং বাঙ্গলার সেনরাজগণ ও প্রতাপাদিত্য, সীতারাম, চাঁদরায় প্রভৃতি তাহার বিশিষ্ট উদাহরণ।

অধুনা ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে সংগৃহীত হিন্দুরাজত্বকালের তাম্রফলক ও শিলালিপিসমূহ আলোচনা করিয়া সুধীবর্গ অবগত হইয়াছেন যে প্রাচীনকালে কায়স্থগণ রাজার সামরিক মন্ত্রীর কার্য্য করিতেন, সর্ব্বপ্রকার রাজকীয় দলিল ও শাসনপত্রাদি রচনা করিতেন এবং তাহারা বিবিধ শাস্ত্রে পারদর্শী ছিলেন। কিন্তু রাজ্যশাসন সম্পর্কিত লেখাপড়ার সমুদয় কাজ এই জাতির হস্তগত থাকায়, ইহারা অতিশয় ক্ষমতাশালী ও অত্যাচারী হইয়াছিলেন। শাস্ত্র, ইতিহাস ও কাব্যাদিতে এবং পুরাতন প্রবাদবাক্যে তাহার প্রমাণের অভাব নাই। এই অত্যাচার হেতু ইহারা প্রজাসাধারণের অভিসম্পাতভাজন হইয়াছেন এবং ব্রাহ্মণগণ সুযোগ পাইলেই ইহাদিগকে নির্য্যাতনের চেষ্টা করিয়াছেন। ফলে কায়স্থজাতির পূর্ব্ব মর্য্যাদা ও গৌরব বহুল পরিমাণে খর্ব্ব হইয়াছে। (১০)

---

(৯) যমতর্পণমন্ত্র, উশনঃসংহিতা ৩।৯৮, মহাভারত অনুশাসন পর্ব্বে "চিত্রগুপ্তরহস্য" নামক ১৩০ অধ্যায়, ও বাচস্পত্য অভিধানে 'চিত্রগুপ্ত' শব্দ দ্রষ্টব্য।

(১০) পূর্ব্ব গৌরব খর্ব্ব হওয়ায় আর এক কারণ এই যে আর্য্যাবর্ত্তে অনেক স্থলে কায়স্থগণ অতিশয় মদ্যপায়ী এবং মুসলমান রীতি-পদ্ধতির অনুবর্ত্তনকারী। হিন্দু রাজত্বের পরে মুসলমান বাদশাহদের সাহচর্য্যই এই পরিবর্ত্তনের হেতু। বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভা সমাজ-সংস্কারের বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু দাক্ষিণরাঢ়ীয় ও বঙ্গজ কায়স্থ সমাজে সজাতিপ্রীতির বিশেষ অভাব।

বঙ্গদেশের আর এক প্রসিদ্ধ জাতির নাম বৈদ্য। বৈদ্যজাতি সংখ্যায় অল্প, কিন্তু শিক্ষায় এই জাতি অপর কোন জাতি অপেক্ষা হীন নহে। ইহা খুব সম্ভব বাঙ্গালায় আসিবার পর যে সকল কায়স্থ চিকিৎসাবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিল তাহারা বৈদ্যনামে অভিহিত হইত, পরে লেখনীজীবী কায়স্থ-সমাজ হইতে পৃথক্ হইয়া বৈদ্যনামক জাতি গঠন করিয়াছে। বৈদ্যনামধেয় কোনজাতি ভারতের অন্যত্র দেখা যায় না। আর বৈদ্যগণ অপর কোন প্রদেশ হইতে বাঙ্গলায় আসিয়াছে এমন কোন প্রবাদও শুনা যায় না। বৈদ্যসমাজে সেন, দাস, দত্ত, গুপ্ত, কর, রক্ষিত, দেব প্রভৃতি যে কয়টি পদবী আছে সে সমস্তই মৌলিক কায়স্থের পদবী। বল্লালসেনের রাজত্বকালেও বৈদ্যনামক কোন স্বতন্ত্র জাতি বা সমাজ গঠিত হয় নাই। কায়স্থসমাজে কৌলীন্য মর্য্যাদাস্থাপনের পরে চিকিৎসাজীবী বিদ্যাভিমানী মৌলিক কায়স্থগণ ক্রমে স্বতন্ত্র সমাজে বিভক্ত হইয়াছে এরূপ অনুমান করিবার যথেষ্ট হেতু আছে। দেখা যায় যে সকল স্থানে বসুঘোষাদি কুলীন কায়স্থগণ বসতিস্থাপন করে নাই—যথা, শ্রীহট্ট, চট্টগ্রাম, পূর্ব্বোত্তর ত্রিপুরা ও পূর্ব্বোত্তর ময়মনসিংহ—সে সকল স্থানে কায়স্থ ও বৈদ্য-জাতি মধ্যে অদ্যাপি আদান প্রদান চলিতেছে। প্রসিদ্ধ বৈদ্যপণ্ডিত ভরতমল্লিক-লিখিত কুলপঞ্জিকা হইতে জানা যায় ৪।৫ শত বৎসর পূর্ব্বে রাঢ়দেশেও লাগ, পাল প্রভৃতি উপাধিধারী কায়স্থের সহিত বৈদ্যের আদান প্রদান হইত। বঙ্গজ কায়স্থের কুলকারিকাতে উল্লিখিত আছে কুলীন পুরবসু "বৈদ্যায় হিঙ্গুসেনায় কন্যাং দদৌ"। প্রত্যুষে সর্ব্বাগ্রে যাহার মুখ দেখিবেন তাহাকেই কন্যাদান করিবেন, এইরূপ প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হইয়া পুরবসু বৈদ্য হিঙ্গুসেনকে কন্যাদান করিয়াছিলেন, তজ্জন্য তিনি 'একঘরে' হইয়াছিলেন, পরে প্রতিজ্ঞাপালনরূপ ধর্ম্মরক্ষার জন্য রাজবিচারে মুক্তিলাভ করেন। যাহা হউক বৈদ্য ও কায়স্থজাতিতে এখন যে ব্যবধান ৪।৫ শত বৎসর পূর্ব্বে সেই ব্যবধান ছিল না, ইহা নিশ্চিত। শত বৎসর পূর্ব্বেও কোন বৈদ্য নামান্তে বৈদ্যোচিত গুপ্ত শব্দ ব্যবহার করিত না, আর পূর্ব্বতন কোন প্রথিতনামা বৈদ্যই "দাস" স্থলে "দাশ" লিখেন নাই। কায়স্থের সহিত একটা কল্পিত পার্থক্য রক্ষা করার সঙ্কল্পই এই আধুনিক পরিবর্ত্তনের মূল। বর্ত্তমান দেশীয় বধ এবং প্রীতি ও মিলন প্রয়াসের দিনে এইরূপ পার্থক্য বৃদ্ধির চেষ্টা শিক্ষিত বৈদ্যসমাজের পক্ষে প্রশংসার কথা নহে।

আর এক কথা ভাবিবার এই যে—'দাস' পদবীতে ব্যবহারে দোষ কি, আর 'দাশ' লিখিলেই বা কি উৎকর্ষ সাধিত হয়? দাস ও দাশ—দুই শব্দেরই এক অর্থ বরং দাশ শব্দের ধীবর অর্থই প্রসিদ্ধ। সুতরাং দাস লিখিলে শূদ্র বুঝাইবে, আর দাশ

লিখিলে তাহা বুঝাইবে না, এই ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। বস্তুতঃ দাস পদবী শূদ্রত্ব-জ্ঞাপক নহে, একথা বৈদ্য কায়স্থ সকল জাতিকেই বলিতেছি। বাঙ্গালার বংশ-পদ্ধতিগুলি কিরূপে উৎপন্ন হইয়াছে তৎপ্রতি লক্ষ্য করা আবশ্যক। বন্দ্যঘটী, মুখটী প্রভৃতি গ্রামের নাম হইতে ব্রাহ্মণের অধিকাংশ পদবী সৃষ্ট হইয়াছে। কায়স্থাদি জাতির বংশোপাধির ইতিহাস অন্যরূপ। কায়স্থ-কুলজী হইতে জানা যায়—বসু, ঘোষ, গুহ, মিত্র ও অগ্নিদত্ত এই পাঁচ ব্যক্তির বংশধর দশরথ, মকরন্দ, বিরাট, কালিদাস ও পুরুষোত্তম বাঙ্গলায় আসেন। অতএব বুঝিতে হয় পূর্ব্বপুরুষের নাম হইতেই বসুঘোষাদি পদ্ধতি গৃহীত হইয়াছে। প্রাচীনকালে বংশোপাধি ছিল না। আমরা পুরাণে ও ইতিহাসে দেখিতে পাই তৎকালে এক শব্দে নাম হইত—যথা রঘু, দিলীপ, রাম, ভরত, যযাতি, যদু, কৃষ্ণ, অর্জ্জুন ইত্যাদি। পরে সমাসবদ্ধ দুই শব্দের নাম প্রচলিত হইয়াছে—যথা রঘুনাথ, লক্ষ্মণসেন, বিষ্ণুদত্ত, দেবরক্ষিত, রাজ্যপাল, ধর্ম্মদাস ইত্যাদি। (১১) পরে এইরূপ নামের সহিত বংশ-পদ্ধতিরূপে তৃতীয় একটী শব্দের যোগ হইয়াছে। দেবগুপ্ত—বিষ্ণুগুপ্ত—শিবগুপ্ত—হরিগুপ্ত—সমুদ্র গুপ্ত—এইরূপে ক্রমে পাঁচ পুরুষের নামে গুপ্ত শব্দ প্রযুক্ত হওয়ায় গুপ্তই বংশ পদ্ধতি হইয়াছে, এবং এই বংশের পরবর্ত্তী পুরুষগণের নাম দেবকুমার গুপ্ত, হরিচরণ গুপ্ত, শশাঙ্কমোহন গুপ্ত ইত্যাদি আকার ধারণ করিয়াছে। বিজয়সেন—বল্লালসেন—লক্ষ্মণসেন—মাধবসেন—কেশবসেন; তৎপরে, বিজয়কুমার সেন—মাধবচন্দ্র সেন—কেশবলাল সেন ইত্যাদি। অগ্নি দত্ত—শিব দত্ত—বিষ্ণুদত্ত—সোমদত্ত—রবিদত্ত; তৎপরে, অগ্নীশ্বর দত্ত—শিবচন্দ্র দত্ত—রবীন্দ্র নাথ দত্ত ইত্যাদি। ধর্ম্মদাস—বিপ্রদাস—হরিদাস—কৃষ্ণদাস—রামদাস; তৎপরে, হরিনাথ দাস—বৃষ্ণকুমার দাস—রামচরণ দাস—বিপ্রদাস দাস ইত্যাদি। এইরূপে পূর্ব্বপুরুষের নাম বা নামের শেষ শব্দ অবলম্বনে সেন, দাস, সোম, রক্ষিত প্রভৃতি বংশপদ্ধতি সৃষ্ট হইয়াছে। সুতরাং বংশপদ্ধতি 'দাস' হইলেই উহা কোনরূপ অপকর্ষজ্ঞাপক হইতে পারে না।

অনেক বৈদ্য এবং অনেক কায়স্থ সেনরাজগণকে স্বজাতি বলিয়া বিশ্বাস করেন। বোধ হয় বৈদ্য ও কায়স্থের এক জাতিত্বই এই বিশ্বাসের মূল। সেনরাজগণ প্রশস্তি ও তাম্রশাসনে চন্দ্রবংশীয় ব্রহ্মক্ষত্রিয় বলিয়া আত্মপরিচয় প্রদান করিয়াছেন। দাক্ষিণাত্যে এই ব্রহ্মক্ষত্রিয় অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে, কিন্তু চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয় কদাচ

(১১) প্রাচীন কালেও দ্বিশব্দ ঘটিত কতিপয় নাম ছিল যথা—দিবোদাস, বিশ্বামিত্র, ধ্রুবব্রত, যুধিষ্ঠির, দশরথ, উগ্রসেন, বসুদেব, উত্তানপাদ ইত্যাদি।

অম্বষ্ঠ হইতে পারে না। বস্তুতঃ সেনরাজগণ অম্বষ্ঠ ছিল না, বাঙ্গলার বৈদ্য জাতিও অম্বষ্ঠ নহে। বিজয়সেন, সামন্তসেন, লক্ষ্মণসেন, প্রভৃতি নাম এবং নামের 'সেন' (সেনা) শব্দটীই ক্ষত্রিয়ত্ববোধক। মনুর মতে ব্রাহ্মণ হইতে বৈশ্যাগর্ভে জাত একান্তর অম্বষ্ঠ বর্ণসঙ্কর শূদ্রজাতি বিশেষ, বৃহদ্ধর্ম্মাদি পুরাণ ও মহাভারতেও এরূপ প্রমাণ দৃষ্ট হয়। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে ও মহাভারতে যে দুই প্রকার বৈদ্যের উৎপত্তি বর্ণিত হইয়াছে তাহাও বর্ণসঙ্কর ও শূদ্রধর্ম্মী। আমার স্থির বিশ্বাস বাঙ্গলার সেন, গুপ্ত, দেব, রক্ষিত, দত্ত, দাস প্রভৃতি পদ্ধতিবিশিষ্ট বৈদ্যগণ মূলে ক্ষত্রিয়, তাহারা শাস্ত্রোক্ত বৈদ্য বা অম্বষ্ঠ নহে। তাহাদের বৈদ্যনাম কর্ম্মোপাধি মাত্র, জাত্যুপাধি নহে।

অতঃপর চতুর্ব্বর্ণের অন্যান্য শাখা প্রশাখার কথা বলিব। অগ্রজ ব্রাহ্মণের এবং কনিষ্ঠ শূদ্রের যত শাখা প্রশাখা দৃষ্ট হয় এমন আর কোন জাতির নহে। বর্ত্তমান ব্রাহ্মণবর্ণ মধ্যে সারস্বত, কান্যকুব্জ, গৌড়, মাথুর, মহারাষ্ট্র, দ্রাবিড়, উৎকল, ভূমিহার প্রভৃতি বৃহৎ শ্রেণী এবং বঙ্গদেশে রাঢ়ীয়, বারেন্দ্র ও বৈদিক এই তিনটী শ্রেণী সবিশেষ প্রসিদ্ধ। তদ্ব্যতীত অগ্রদানী, মহাশ্রাদ্ধী, দৈবজ্ঞ, ভট্ট, তীর্থযাজী প্রভৃতি ব্রাহ্মণ এবং সুবর্ণবণিক্, সাহা, সূত্রধর, নমঃশূদ্র প্রভৃতি জাতির স্বতন্ত্র ব্রাহ্মণ দৃষ্ট হয়। আর্য্যাবর্ত্ত, মহারাষ্ট্র, দ্রাবিড় ও গৌড়বঙ্গে ব্রাহ্মণ বর্ণের বিস্তৃতি ও অসংখ্য শাখা প্রশাখায় বিভাগের ইতিহাস লিখিয়া কায়স্থ-পত্রিকার কলেবর পূর্ণ করা অনাবশ্যক বোধ করি। এস্থলে আর্য্যাবর্ত্তের ক্ষত্রিয়জাতি সম্বন্ধেও বিশেষ আলোচনা করিব না। কায়স্থে। ক্ষত্রিয়বর্ণের শাখা মাত্র তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। কোন বিশেষ কারণে ভারতে বৈশ্য জাতির বিস্তৃতি ঘটে নাই, অথবা তাহার বিলোপ হইয়াছে। এই তৃতীয়বর্ণের যাহা অবশিষ্ট আছে প্রধানতঃ আর্য্যাবর্ত্তেই তাহার বসতি। তাহারা আঢ্য এবং অনেকেই জৈনধর্ম্মাবলম্বী। বর্ত্তমানে শূদ্র নামে অভিহিত কোন জাতি নাই। হিন্দুস্থানে শূদ্রবর্ণ কুর্ম্মী, কাহার প্রভৃতি অসংখ্য সংজ্ঞায় বিভক্ত। বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য ব্যতীত বহুজাতি দৃষ্ট হয়, কিন্তু তাহারা সকলেই শূদ্র নহে। রঘুনন্দন ব্রাহ্মণ ছাড়া একালের সকল জাতিকেই শূদ্র বলিয়াছেন। তাঁহার মতে ক্ষত্রিয়, কায়স্থ, বৈশ্য, সবই শূদ্র হইয়াছে। তাঁহার এই মত যুক্তিসহ নহে। তবে ইহা সত্য যে ধর্ম্মবিপ্লবে বাঙ্গালার অনেক দ্বিজধর্ম্মী শূদ্রধর্ম্মী হইয়াছিল। তাহাদিগকে এখন বাছিয়া লওয়া উচিত।

আর্য্যাবর্ত্তে বৈশ্যজাতির সংখ্যা কম, বঙ্গদেশে বৈশ্যজাতি নাই বলিলেই হয়। গোপালক, কৃষি-বাণিজ্য-কুসীদজীবী এই ধনবান্ জাতির সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হওয়া সম্ভব ছিল। কেন এমন হইল? কিরূপে এই জাতি বিলোপ প্রাপ্ত হইল?

আর এই বঙ্গদেশে ভারতের নানাস্থান হইতে ব্রাহ্মণ আসিয়াছে, কায়স্থ আসিয়াছে, ক্ষত্রিয়ও আসিয়াছে; তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ সবর্ণ কায়স্থজাতির অন্তর্নিবিষ্ট হইয়াছে, কেহ কেহ অদ্যাপি স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া আছে। কিন্তু কৃষিবাণিজ্য ব্যপদেশে এই সুজলা, সুফলা শস্য-শ্যামলা রাঢ়বঙ্গে কি বৈশ্যগণ আসে নাই? ইহা অসম্ভব। বৈশ্যজাতিও বাঙ্গলায় আসিয়াছে। বাঙ্গলার সুবর্ণবণিক ও গন্ধবণিক জাতি যে বৈশ্য ছিল তদ্বিষয়ে অল্পবিস্তর প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। বাঙ্গালার তিলি, সাহা, সদ্গোপ, বারুই, চাষী কৈবর্ত্ত প্রভৃতি জাতিও বৈশ্য ছিল, বৌদ্ধধর্ম্ম প্রভাবে উপনয়নাদি ত্যাগ করিয়া পরে শূদ্রধর্ম্মী হইয়াছে, ইহা অসম্ভব নহে। ইহাও অসম্ভব নহে যে ভারতের সর্ব্বত্রই ধর্ম্মবিপ্লবে, রাষ্ট্রবিপ্লবজনিত দস্যুউৎপীড়নে এবং ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের অত্যাচারে এই ধনবান্ নিরীহ জাতি অনেক স্থলে সমাজে পতিত এবং বহুসংখ্যায় শূদ্রধর্ম্মী হইয়াছে।

প্রাচীনকালে অসবর্ণ বিবাহহেতু অনুলোম প্রতিলোমক্রমে সূতবৈদেহঅম্বষ্ঠাদি যে সকল জাতি উৎপন্ন হইয়াছিল তাহাদের নাম ও ব্যবসায় প্রায় সমস্তই পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। এখন আর সে সকল জাতি নাই, থাকিলেও নির্ণয় করা অসম্ভব; সঙ্করজাতি বলিয়া স্বীকার করিতেও কেহ প্রস্তুত নহে। অধুনা বঙ্গের মহারাজপ্রমুখ যাঁহারা বর্ণাশ্রমধর্ম্মমূলক সমাজসংস্কার করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন তাঁহাদিগকে বলি আচার ও ব্যবসায়ের হিসাবে সমাজকে চতুর্ব্বর্ণে বিভক্ত করিয়া 'পতিত' কথাটা সমাজ হইতে তুলিয়া দিতে বদ্ধপরিকর হউন। বর্ত্তমানে কেবল রক্তবিশুদ্ধিতার গর্ব্ব কাহারও করা উচিত নহে। তথাপি বিচারমূলক বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের আমরা পক্ষপাতী, তাহাই সমাজের শান্তি ও উন্নতির প্রকৃষ্ট পথ।

মুসলমানগণ বলিয়া থাকে, "হিন্দুর আচার আছে, বিচার নাই।" কথাটা সম্পূর্ণ সত্য। যাহারা পতিত-ব্রাহ্মণ নামে পরিচিত তাহাদেরও বেদপাঠ, শালগ্রাম-অর্চ্চনা, দানগ্রহণ প্রভৃতি ব্রাহ্মণোচিত সর্ব্বকার্য্যেই অধিকার রহিয়াছে, তথাপি তাহাদের জল ব্যবহার করিলেই আমাদের জাতি যায়। কাহারও পূর্ব্বপুরুষ সাহার যাজন করিয়া পতিত হইয়াছিল, সে চিরকাল পতিতই থাকিবে, কিন্তু আমরা এখন গণিকাযাজন করিতেছি, জাতিনির্ব্বিশেষে দীক্ষামন্ত্র বিক্রয় করিতেছি, তাহাতে আমরা পতিত হইতে পারি না। আমরা তথাকথিত কুলরক্ষার জন্য কন্যাগুলিকে চিরকুমারী করিয়া ঘরে রাখিতে পারি, বার বৎসরের বালকের সহিত ২৫ হইতে ৫ বৎসর বয়স্কা ৪টী কন্যার এক শুভক্ষণে বিবাহ দিয়া 'মেল' রক্ষা করিতে পারি, আর কন্যাপণ দিতে অসমর্থ হইয়া অজ্ঞাতকুলশীলা অনার্য্যকন্যা ক্রয় করিয়া বিবাহ

করিতে পারি, তাহাতে আমাদের জাতিপাত হইতে পারে না! কিন্তু তুমি দৈবজ্ঞ, তোমার পূর্ব্বপুরুষ গ্রহনক্ষত্রাদির গণকতা করিয়া এমন পাপ করিয়াছে যে তোমার আর কোনকালে নিষ্কৃতি নাই! অতএব বলিতেই হইবে, হিন্দুর আচার আছে, বিচার নাই।

সুবর্ণবণিক্, সাহা প্রভৃতি জাতিকে সমাজ অচল করিয়া রাখিয়াছে, সুবর্ণবণিক্ সভ্যতা ও প্রতিভায় অন্য কোন জাতি হইতে খাট নহে। তাহার পূর্ব্ব ইতিহাসও অগৌরবের নহে। তাহাকে পতিত করিয়া রাখা সামাজিক পাপ। অধুনা সাহা জাতির আচার বর্ণাভিমানিগণের আচার অপেক্ষা অনেক ভাল, তাহাদের হরিভক্তিও অনুকরণীয়। তাহাদের কোন পূর্ব্বপুরুষ মদ্য বিক্রয় করিয়া পতিত হইয়াছিল, কিন্তু এক্ষণে আমরা ব্রাহ্মণ কায়স্থেরাই মদ্য বিক্রয় করিতেছি। এক্ষণে আমরা চর্ম্ম বিক্রয় করি, লৌহ বিক্রয় করি, মৎস্য বিক্রয় করি, কি না বিক্রয় করি। কিন্তু আমরা পতিত হইতে পারি না, আর সাহা সূত্রধরাদি পতিত থাকিবেই। অতএব স্বীকার করিতেই হইবে যে হিন্দুসমাজে বিচার নাই। অধুনা সুবর্ণবণিক্, সাহা, সূত্রধর, যোগী, নমঃশূদ্র প্রভৃতি জাতির এবং তাহাদের ব্রাহ্মণের জল চল করা বাঙ্গালার সমাজ-সংস্কারকগণের প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য।

ইহা শুভ লক্ষণ যে বর্ত্তমানে সকল জাতির মধ্যেই উন্নতির চেষ্টা লক্ষিত হইতেছে। সকল জাতিই বর্ণধর্ম্মাচারে এবং শিক্ষা ও সভ্যতায় উন্নতিলাভের জন্য সঙ্ঘবদ্ধ হইতেছে। সকল শ্রেণীর লোকের মধ্যেই যে আত্মমর্য্যাদাবোধ বাড়িতেছে, ইহা তাহারই প্রমাণ। জাতি মাত্রেরই আত্মমর্য্যাদাবোধ যত জাগ্রত হয় তত অবনতি অসহনীয় হয় এবং উন্নতি ও আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রয়াস বর্দ্ধিত হয়। আর এক কথা এই যে, আজ যে সমাজে বড় হইতে চাহিবে, কাল সে রাষ্ট্রেও বড় হইতে চাহিবে; আর যাহাকে সমাজ ছোট করিয়া রাখিবে, সে রাষ্ট্রেও ছোট থাকিবে, বড় হইতে চাহিবে না, তাহার সে আকাঙ্ক্ষাই জাগিবে না। সমাজের পীড়ন দূর করাই অগ্রে আবশ্যক। দাক্ষিণাত্যে যে 'নন্-ব্রাহ্মণ' (ব্রাহ্মণেতর) জাতিসকল সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া বিপুল আন্দোলন করিতেছে তাহা আপাততঃ শাসন সংস্কারের বিরুদ্ধ হইলেও ইহার অভ্যন্তরে ভবিষ্যৎ কল্যাণের বীজ নিহিত আছে। শিক্ষা ও সভ্যতার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সকল জাতিই বর্ণাশ্রমাচারে উন্নত হউক এবং সমাজে সত্য, ন্যায় ও ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হউক।

এই প্রবন্ধে বর্ণতত্ত্ব সম্বন্ধে দুই চারিটী স্থূল কথা এবং প্রধানতঃ বাঙ্গালার কথাই বলিয়াছি। যাহা সত্য বলিয়া অনুভব করিয়াছি, তাহাই লিখিয়াছি।

তথাপি মানুষ মাত্রেরই ভ্রম আছে। বিদ্বেষ ত্যাগ করিয়া কেবল সত্য নির্দ্ধারণের জন্য কেহ এই প্রবন্ধের বা তাহার কোন অংশের প্রতিবাদ করিলে তাহা সমাদরে গ্রহণ করিব। বর্ণসৃষ্টির কাল, আর্য্যগণের গোত্রবিভাগ এবং পরস্পরের কন্যা ও বরগ্রহণ প্রভৃতি বিষয়ে ভবিষ্যতে কিছু আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

শ্রীঅখিলচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার।

নিখিল ভারতবর্ষীয় কায়স্থ-সম্মেলন।

লক্ষ্ণৌ, ১৩২৬। ২১,২২ চৈত্র।

এবার লক্ষ্ণৌ সহরে নিখিল ভারতীয় কায়স্থ সম্মেলনের অধিবেশন হইয়াছিল। লক্ষ্ণৌ সহরের রফে-ই-য়াম ভবন এতদুপলক্ষে পুষ্পরাজি ও তরুগুল্ম পরিশোভিত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করিয়াছিল। নানাবর্ণ রঞ্জিত পতাকারাজী বায়ু হিল্লোলে আন্দোলিত হইয়া জাতীয় জীবনের স্পন্দন প্রদর্শন করিতেছিল। অদূরে নহবতের সকরুণ স্বর, অতীত কাহিনী গাহিয়া অনেক পুরাণ কথা স্মরণ করাইয়া দিতেছিল। নানাবর্ণের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নিশান, পুষ্পমালা এবং বিবিধ সজ্জা সম্ভারে সজ্জিত হইয়া সুবিস্তীর্ণ সভাভবন সকলের চিত্তাকর্ষণ করিতেছিল। কলিকাতা, দিনাজপুর, আগ্রা, বীরভূম, ভূপাল, রামপুরষ্টেট, এলাহাবাদ, কানপুর, কাশী, অযোধ্যা, দিল্লী, ফয়জাবাদ, রাজপুতানা, মহারাষ্ট্র, বোম্বাই এবং লক্ষ্ণৌ ও পার্শ্ববর্ত্তী স্থান সমূহ হইতে প্রতিনিধি ও দর্শকগণ সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। লক্ষ্মীনারায়ণ ধর্ম্মশালার সুবৃহৎ অঙ্কে, নানাদিক্-দেশাগত প্রতিনিধিগণের আহার ও বাসস্থানের সুবন্দোবস্ত হইয়াছিল। বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার প্রতিনিধি—রায় শ্রীযুক্ত বিনোদ বিহারী বসু (বাগবাজার বসু বংশ), নিবারণচন্দ্র দত্ত (চোরবাগান দত্ত বংশ), মুরেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ (জোড়াবাগান ঘোষবংশ), প্রেমানন্দ সিংহ (বীরভূম, উত্তররাঢ়ীয়) গৌরাঙ্গসুন্দর মিত্র (দিনাজপুর, উত্তররাঢ়ীয়), গঙ্গাপ্রসন্ন ঘোষবর্ম্মা (মুরশিদাবাদ, উত্তররাঢ়ীয়), দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ ঘোষ বর্ম্মা রায় (দিনাজপুর, উত্তররাঢ়ীয়), জ্ঞানেন্দ্রনাথ বসু (চৌখাম্বা, কাশী) এবং সরলচন্দ্র অগ্নিহোত্রী (জোড়াসাঁকো ঘোষ বংশ) এই নয় জন সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। পর্দ্দার মধ্যে বহু মহিলারও সমাগম হইয়াছিল।

প্রথম দিবস বেলা ১২টার সময় সভাপতি মহাশয় আনন্দ কোলাহল মধ্যে সভাস্থলে উপস্থিত হন। তৎপূর্ব্বে সভাভবন নানাবর্ণের উষ্ণীষ ও টুপিতে পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল; বঙ্গদেশীয় প্রতিনিধিগণ খাঁটী বাঙ্গালী পোষাকে উপস্থিত হইয়াছিলেন। দুইটী হিন্দুস্থানী বালক তাহাদের জাতীয় ভাষায় তানলয়বিশুদ্ধ স্বরসংযোগে শ্রীরামনাম কীর্ত্তন করিয়া সভার উদ্বোধন করিয়াছিল। তৎপরে উত্তর পশ্চিম প্রদেশীয় জনৈক কায়স্থ ভ্রাতা হারমোনিয়ম যোগে জাতীয় সঙ্গীত গান করেন। তৎপর কতিপয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বেদমন্ত্র আবৃত্তি করিয়া ভগবানের আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করেন। অতঃপর অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি, দেশের সর্ব্ববিধ মঙ্গলকার্য্যে অগ্রণী, ভলাণ্টিয়ার রাইফেল কোরের নায়ক, ভারতবর্ষীয় চিকিৎসক সম্মিলনী ও প্রাদেশিক কন্‌ফারেন্সের ভূতপূর্ব্ব সভাপতি, রায় বাহাদুর ডাক্তার মহেন্দ্রনাথ ওদেদার (বঙ্গজ) মহোদয় উর্দ্দুভাষাতে তাঁহার সারবান গবেষণাপূর্ণ অভিভাষণ পাঠ করেন। সকলে চিত্রার্পিতের ন্যায় তাঁহার অভিভাষণ শ্রবণ করিয়াছিলেন। তৎপরে মৈনপুরের বিখ্যাত উকিল রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত গঙ্গাপ্রসাদ সহায় মহাশয়কে সভাপতি পদে বরণ করিবার প্রস্তাব করা হয়।

প্রস্তাবক— বাবু রামপ্রসাদ (অবসর প্রাপ্ত জজ, অযোধ্যা)

অনুমোদক—,, দয়ানারায়ণ নিগম (সম্পাদক, অজদ্ ও জামানা, কানপুর)

সমর্থক— ,, গঙ্গা প্রসন্ন ঘোষ বর্ম্মা (মুর্শিদাবাদ)

,, ,, সাদিক মেরাদাবাদি (ফয়জাবাদ)

,, ,, গঙ্গাদয়াল (সেক্রেটারী, কায়স্থ মিউচুয়েল পেন্‌শন্ ফণ্ড)

,, ,, মন্নুলাল (ভূপাল)

ইহারা সকলে সভাপতি মহাশয়ের পাণ্ডিত্য, জাতীয় কার্য্যে আন্তরিকতা এবং নানা সদ্‌গুণ-রাশির উল্লেখ করেন। প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইলে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি মহাশয় তাঁহাকে আসন প্রদান পূর্ব্বক মাল্য-বিভূষিত করেন। সভাপতি মহাশয় উর্দ্দুভাষায় তাঁহার সুলিখিত সুযুক্তিপূর্ণ বক্তৃতা পাঠ করেন। তাহাতে কায়স্থ জাতির অতীত ও বর্ত্তমান অবস্থা, পণপ্রথা নিবারণ, বিবাহ বয়স বৃদ্ধি, আন্তর্গণিক বিবাহ, শিক্ষা বিস্তার, স্ত্রীশিক্ষার প্রসার, ব্যবসা বাণিজ্য, এবং বর্ত্তমান অন্ন-সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনা করেন। তাঁহার সুদীর্ঘ অভিভাষণ পাঠ করিতে প্রায় ২৷৷০ ঘণ্টা সময় লাগিয়াছিল।

তৎপরে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি মহাশয় সহানুভূতিজ্ঞাপক যে সমস্ত তার ও পত্র পাইয়াছিলেন তাহার উল্লেখ করেন। তন্মধ্যে তৎপ্রদেশের লেপ্টেন্যাণ্ট গবর্ণর বাহাদুরের এবং মাননীয় দেবান রঘুবর সিংহ (সি, পি), মাননীয় ভূপেন্দ্র নাথ বসু, প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসু বর্ম্মা, রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী ও রায় যোগেশচন্দ্র সিংহ মহোদয়গণের টেলিগ্রাম বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। তিনি প্রায় শতাধিক পত্রও প্রদর্শন করেন এবং তন্মধ্যে জনৈক কায়স্থ মহিলার নাম ও পত্র বিশেষ ভাবে উল্লেখ করেন। তৎপর সমাগত প্রতিনিধিবর্গকে পরদিবস পূর্ব্বাহ্ণ ১০ টার সময় আমিনাবাদ ধর্ম্মশালা ভবনে আন্তর্গণিক ভোজে নিমন্ত্রণ করেন। তৎপরে প্রতিনিধি বর্গমধ্যে ৪৫ জন অভ্যর্থনা সমিতির সদস্য মধ্যে ১২ জন এবং কার্য্যনির্ব্বাহক সভ্যগণ মধ্যে ৫ জন, মোট এই ৬১ জনকে লইয়া বিষয়-নির্ব্বাচন সমিতি গঠিত হয় এবং সভাপতি মহাশয় ৬টার সময় নির্ব্বাচিত সভ্যগণকে বিষয়নির্ব্বাচন সমিতিতে যোগদান করিতে অনুরোধ করিয়া সভাভঙ্গের আদেশ করেন।

জলযোগ অন্তে ৬টার সময় সভাস্থলের পশ্চাতে সুবিস্তীর্ণ উদ্যানে সামিয়ানার নিম্নে বিষয়নির্ব্বাচন সমিতির কার্য্য আরম্ভ হয়। বহু বাদানুবাদের পর প্রস্তাব গুলির খসড়া সংশোধিত ও পরিবর্ত্তিত হইয়া গৃহীত হয়। ডাক্তার মহেশ সিংহ মহাশয় একটী নূতন প্রস্তাব করেন, তাহাতে রাজনীতিক তর্ক উপস্থিত হওয়ায় উহা পরিত্যক্ত হয়। তৎপরে শ্রীযুক্ত সরলচন্দ্র অগ্নিহোত্রী হরিদ্বারের ঋষিকুল-আশ্রম-কর্ত্তৃপক্ষগণ উক্ত আশ্রমে কায়স্থগণের প্রবেশাধিকার রহিত করায় তাহার তীব্র প্রতিবাদ করিয়া আর একটী নূতন প্রস্তাব উত্থাপন করেন। ঐ প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। সর্ব্বশেষে সভার স্থায়ী নিয়ম প্রণালী সম্বন্ধে বহু বাদানুবাদের পর স্থির হয় যে লক্ষ্ণৌ সদর সভা ঐ নিয়ম প্রণালী প্রস্তুত করিবেন। কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব ও ক্ষত্রিয়াচার পুনর্গ্রহণ সম্বন্ধেও একটী প্রস্তাব হইয়াছিল, কিন্তু এরূপ স্বীকৃত বিষয়ে রিজলিউশন করা অধিকাংশের মতে নিষ্প্রয়োজন বিবেচিত হওয়ায় পরিত্যক্ত হয়।

দ্বিতীয় দিবস।

বেলা ৯টার পর হইতে নানাদিক্‌দেশাগত প্রতিনিধিগণ আমিনাবাদ ধর্ম্মশালা ভবনে সমবেত হইতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে ধর্ম্মশালার প্রকাণ্ড হল পরিপূর্ণ হইয়া গেল। বেলা ১১টার সময় আন্তর্গণিক ভোজনের আহ্বান হইল। রৌদ্রাতপ আচ্ছাদিত প্রকাণ্ড ছাদের উপর ভোজের আয়োজন হইয়াছিল। বাঙ্গালী

হিন্দুস্থানী, মারাটি, গুজরাটি প্রভৃতি কায়স্থবৃন্দ প্রত্যেকে প্রত্যেকের পার্শ্বে উপবেশন করিয়া অশেষ প্রীতি ও আনন্দের সহিত ভোজন করিয়া ভ্রাতৃপ্রেমের পরিচয় দিয়াছিলেন। এই মিলন ভোজ শেষ হইতে প্রায় ১২৷৷০টা বাজিয়াছিল।

আহারাদি শেষ করিয়া সকলে সভামণ্ডপে গমন করেন এবং ১টার সময় সভার কার্য্যারম্ভ হয়। দুই একটী প্রার্থনা সঙ্গীত হইবার পর সভাপতি মহাশয় নিম্নলিখিত প্রস্তাব গুলি স্বয়ং উত্থাপন করেন—(১) যুদ্ধ-জয়ে আনন্দ, (২) লর্ড সিংহ মহোদয়ের উচ্চ সম্মান লাভে আনন্দ, (৩) লক্ষ্ণৌয়ের বাবু রামপংরাম, ঝাঁন্‌সির মাননীয় শঙ্কর সহায়, সার চন্দ্রমাধব ঘোষ, বাবু সারদাচরণ মিত্র, মহারাজা সার গিরিজানাথ রায় বাহাদুর, বাবু পরমেশ্বরলাল এবং এলাহাবাদের শ্রীমতী সিংহ প্রভৃতি কায়স্থ মহোদয় ও মহিলাগণের পরলোক গমনে শোক প্রকাশ। শ্রীযুক্ত সচ্চিদানন্দ সিংহ মহাশয়ের স্বর্গীয়া পত্নী যে কায়স্থ পাঠশালার জন্য ৫০০০০৲ হাজার টাকা দান করিয়া গিয়াছেন এবং স্বর্গীয় মহারাজা দিনাজপুর এই সম্মেলনের একজন সভাপতি ছিলেন সভাপতি মহাশয় তাহার উল্লেখ করেন। এই তৃতীয় প্রস্তাব সকলে দণ্ডায়মান হইয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন।

৪র্থ প্রস্তাব।—ভারতবর্ষীয় বিভিন্ন শাখার কায়স্থগণের মধ্যে বিবাহ ও আহারাদি প্রচলন।

প্রস্তাবক—বাবু রামচন্দ্র, এড্‌ভোকেট্‌ (লক্ষ্ণৌ)

অনুমোদক—মুন্সী মন্নুলাল বিস্‌বল (ভূপাল)

সমর্থক—মুন্সী বি, কে, সাদিক (ফয়জাবাদ)

„ বাবু দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ ঘোষ বর্ম্মা রায় (দিনাজপুর)

এই প্রস্তাব প্রত্যেক প্রদেশের এক এক জন প্রতিনিধি দ্বারা সমর্থিত হইয়া সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

৫ম প্রস্তাব।—(ক) শিক্ষা, (খ) বিবিধ কল কৌশল ও শিল্প বিষয়ক শিক্ষা (Technical and Industrial training), এবং (গ) স্ত্রীশিক্ষা বিস্তার।

প্রস্তাবক—হরপ্রসাদ শকসেন।

অনুমোদক—ডাঃ মহেশ সিংহ।

সমর্থক—মুন্‌সি মহাদেব প্রসাদ (এলাহাবাদ), ব্রিজ্‌মোহন দয়াল (লক্ষ্ণৌ), দেবীশরণ লাল (গোরক্ষপুর), মন্নুলাল (উকিল, কানপুর)।

ষষ্ঠ প্রস্তাব।—পণপ্রথা নিবারণ।

প্রঃ—ব্রিজ্‌বল্লভ সাদিক।

অঃ—মুন্‌সি অটল বিহারী।

সঃ—লক্ষ্মণপ্রসাদ শ্রীবাস্তব ও সরলচন্দ্র অগ্নিহোত্রী।

এই প্রস্তাব সমর্থনে অগ্নিহোত্রী মহাশয় বলেন :—"পণপ্রথা রহিত করিতে হইলে বিবাহের ক্ষেত্র সম্প্রসারিত করা উচিত। অদ্যকার সভায় যে আন্তর্গণিক বিবাহ প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে, তাহা যতদিন কার্য্যে পরিণত না হইবে, ততদিন বোধ হয় কায়স্থসমাজ হইতে পণপ্রথার উচ্ছেদ হইবে না। পূর্ব্ববর্ত্তী বক্তা মহাশয় পণপ্রথা নিবারণ করে আন্তর্গণিক বিবাহ সম্বন্ধে (Practical example) দৃষ্টান্ত দেখিতে চাহিয়াছেন। আমি তাহা সমর্থন করিয়া বলি যে আমি এই Practical example দেখাইতে প্রস্তুত আছি এবং যদি আপনারা আমার ভগ্নীর জন্য একটী সুপাত্রের সন্ধান করিয়া দেন, আমি ভারতবর্ষীয় যে কোন উচ্চবংশীয় স্বজাতির হস্তে তাহাকে সম্প্রদান করিতে সম্মত আছি।" তাহার পর আরও ৩।৪ জন আপন আপন পরিবারে এই প্রকার সম্বন্ধ স্থাপনের আকাঙ্ক্ষা জ্ঞাপন করেন। প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

৭ম প্রস্তাব।—সকল প্রদেশে প্রাদেশিক কায়স্থসভা স্থাপন।

প্রঃ—বাবু বলদেব স্বরূপ (উনাও)

অঃ—আনন্দপ্রসাদ নিগম।

সঃ—গোবিন্দ প্রসাদ।

৮ম প্রস্তাব।—

হরিদ্বার ঋষিকুল-আশ্রমে বিদ্যার্থী কায়স্থ ছাত্রকে গ্রহণ না করার প্রতিবাদ।

প্রঃ—সরলচন্দ্র অগ্নিহোত্রী (কলিকাতা)।

অঃ—লক্ষ্মণ প্রসাদ শ্রীবাস্তব (লক্ষ্ণৌ)।

সঃ—দয়ানারায়ণ নিগম (কানপুর)।

„ গৌরাঙ্গসুন্দর মিত্র বর্ম্মা (দিনাজপুর)।

„ গঙ্গাদয়াল (ফরাক্কাবাদ)।

শ্রীযুক্ত সরলচন্দ্র অগ্নিহোত্রী মহাশয় এই প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া হিন্দিভাষায় যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন তাহার মর্ম্ম এই :—"ভারতবর্ষীয় সকল শ্রেণীর কায়স্থদিগের উপনয়নসংস্কার ইচ্ছাধীন না হইয়া যথাকালে শাস্ত্রাচারসম্মত-হিসাবে অবশ্যপালনীয় বিধিরূপে প্রচলিত থাকিলে আজ হরিদ্বারের 'ঋষিকুল' এরূপ ব্যবহার করিতে সাহসী হইতেন না। কলিযুগের 'ঋষিকুলের' এই অঋষিজনোচিত সংকীর্ণ ব্যবহার, এবং শাস্ত্রোপদেশের আশ্রম খুলিয়া এই অশাস্ত্রীয় ব্যবহার একান্ত জাতি-

বিদ্বেষমূলক। যদি ঋষিকুল তাঁহাদের এই অবিবেচিত অশাস্ত্রীয় মন্তব্যের প্রত্যাহার না করেন তবে সমগ্র ভারতের প্রত্যেক কায়স্থের তাঁহাদিগের সহিত সর্ব্ব প্রকার সংস্রব ও অর্থাদি সাহায্য বন্ধ করা কর্ত্তব্য হইবে। কায়স্থ ভ্রাতৃগণ, স্মরণ রাখিবেন অদ্যকার এই বিরাট কায়স্থসভা এক মহাতীর্থ ক্ষেত্র। অদ্য এই লক্ষ্ণৌ সহরের কায়স্থ মহাসভা গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী, সরযূ, গোমতী, গণ্ডকী, দৃষদ্বতী, পদ্মা, মধুমতী, ব্রহ্মপুত্র, সিন্ধু, শতদ্রু, গোদাবরী, কাবেরী, নর্ম্মদার পবিত্র সলিলবিধৌত জনপদবাসী কায়স্থবর্গের পবিত্র মিলন ক্ষেত্র। এই পবিত্র ক্ষেত্রে দণ্ডায়মান হইয়া যদি আমরা সম্মিলিত হইতে পারি—ভারতের এককোটী কায়স্থ-সন্তান, যদি বক্ষে বক্ষে মিশিতে পারি; ভাইয়ের কষ্ট ভাইয়ের অবমান যদি অনুভব করিতে পারি—তাহা হইলে হরিদ্বারের "ঋষিকুল"তো সামান্য কথা "সুমেরু হইতে কুমারিকা" পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূভাগে আমাদের অস্তিত্ব অনুভব করাইতে পারিব। আমার জাতির বিবেকানন্দের বেদান্ত-বিচার ও উজ্জ্বল প্রতিভায় আজও চতুর্দ্দিক চমৎকৃত, আমার জাতির জগদীশচন্দ্রের বৈজ্ঞানিক চিন্তায় আজ সমগ্র জগৎ আন্দোলিত, আমার জাতির প্রফুল্লচন্দ্র ও তচ্ছিষ্যবর্গের রাসায়নিক গবেষণায় আজ বৈজ্ঞানিক জগৎ মুগ্ধ, আমার জাতির রাসবিহারী ও তারকনাথের দানশৌণ্ডতা কাহার অবিদিত! শান্তি পরিষদের (Peace Conference) সদস্য লর্ড সিংহের মনীষা ও প্রতিভায় আমার জাতি গৌরবিত। ভারতমাতা তাঁহার কায়স্থ সন্তানের গৌরবে যত গৌরবান্বিতা—ভারতবাসী তাহার কায়স্থ ভ্রাতার নিকট কতঋণী—ভারতের ইতিহাসই তাহার সাক্ষ্যপ্রদান করিতেছে, এই আমার মহামহিমাময় জাতি। ঋষিকুল যদি বলেন এ জাতির বিদ্যার্থী বালকের ঋষিকুলে স্থান নাই, তবে ঋষিকুলেরই দুর্ভাগ্য বলিতে হইবে"। প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

৯ম প্রস্তাব।—কায়স্থ মহাসভার constitution বা স্থায়ী নিয়ম প্রণালী গঠন।

প্র:—বাবু প্রেমানন্দ সিংহ (বীরভূম), অনুমোদক—শ্রীযুক্ত গৌরাঙ্গসুন্দর মিত্র। এই প্রস্তাব সম্বন্ধে লক্ষ্ণৌর এড্‌ভোকেট্ বাবু রামচন্দ্র, বি, বি, চন্দ্র, বিস্তর বাদানুবাদ করিয়াছিলেন ও গৌরাঙ্গবাবু অনেক যুক্তিযুক্ত কথার আলোচনা করেন। অবশেষে সদর সভার উপর কন্‌ষ্টিটিউসনের খসড়া প্রস্তুত করার ভার অর্পিত হয়।

তৎপরে আগামী বার্ষিক অধিবেশন ফরক্কাবাদে আহুত হয়। অতঃপর সভাপতি মহাশয় সমাগত প্রতিনিধিবর্গকে ও বঙ্গদেশীয় প্রতিনিধিগণকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ প্রদান করেন, এবং অভ্যর্থনা সমিতিকে ও স্বেচ্ছাসেবকগণকে যথাযোগ্য ধন্যবাদ ও আশীর্ব্বাদ জ্ঞাপন করেন।

১০ম প্রস্তাব।—সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ। উহা প্রস্তাবিত, সমর্থিত ও অনুমোদিত হইলে, "জয় শ্রীচিত্রগুপ্ত মহারাজ কি জয়"—রবে সভা ভঙ্গ হয়।

বলরাম বসু।

প্রায় দেড়শত বৎসর পূর্ব্বে যশোহর জেলান্তর্গত মাগুরা মহকুমার অধীন পরমেশ্বরপুর গ্রামে মাইনগরাগত সীতারাম বসুর বংশে বলরাম বসু জন্ম গ্রহণ করেন।

বলরামের পিতার নাম রামকান্ত বসু, রামকান্তের পাঁচ পুত্র, তন্মধ্যে বলরাম সর্ব্ব কনিষ্ঠ। বলরামের বাল্য জীবন যে কিরূপে অতিবাহিত হইয়াছিল তাহা আর এখন জানিবার কোনো উপায় নাই। তবে তাঁহার কর্ম্ম জীবনের কার্য্যাবলীর মধ্যে যে কয়েকটী এখনো বিদ্যমান থাকিয়া তাঁহার সুযশ ঘোষণা করিতেছে তাহারই কিঞ্চিৎ পরিচয় দিবার নিমিত্ত এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের অবতারণা।

বলরাম তৎকালোচিত শিক্ষায় সুশিক্ষিত, ধার্ম্মিক, দেবদ্বিজভক্ত, স্বজাতি বৎসল, পরদুঃখ কাতর সদাশয় লোক ছিলেন। তিনি স্থানীয় জমিদারের নায়েবী চাকুরী করিতেন। তাঁহার কয়েক খানা চালানি নৌকা ছিল তাহা দ্বারাও যথেষ্ট আয় হইত, ইহা ছাড়া প্রচুর জমাজমি ছিল তাহাতে এত অধিক পরিমাণে ধান্যাদি উৎপন্ন হইত যে তাহা বাড়ীতে মাড়াই করিবার স্থান সংকুলান না হওয়ায় তাঁহার সুবিস্তৃত শস্য ক্ষেত্রের ভিতর কোনো একটী উচ্চ জমিতে শস্যাদি মাড়াই হইয়া গো শকটে বা বলদ পৃষ্ঠে বাটীতে আনীত হইত এবং বর্ষা ব্যতীত বৎসরের অবশিষ্ট সময় তাঁহার সুবৃহৎ গোপাল উক্ত স্থানেই থাকিত এবং প্রত্যহ সকালে ভারে করিয়া গো-দুগ্ধ বাটীতে আনয়ন করা হইত। তখন উক্ত স্থানটী "বলরামের খনিয়াল" নামে অভিহিত হইত। বর্ত্তমানে উহা শিক্ষিত মুখে "খনিয়াল" এবং কৃষক মুখে "খলেন" নামে অভিহিত হইতেছে, তৎপূর্ব্বস্থিত বলরাম শব্দটী কালক্রমে অন্তর্হিত হইয়াছে।

বলরামের বাটীতে তৎকালোচিত সঙ্গতিপন্ন হিন্দুর অনুষ্ঠেয় দোল, দুর্গোৎসবাদি বার মাসের তের ক্রিয়া যথাশাস্ত্র সমারোহ সহকারে সুসম্পন্ন হইত। এতদ্ব্যতীত (১) রাস্তা নির্ম্মাণ (২) আড়ং, কালী বিগ্রহ ও হাট স্থাপন (৩) স্বগ্রামে কুলীন কায়স্থ স্থাপন ও (৪) নিরাশ্রয় স্বজাতিকে আশ্রয় দান প্রভৃতি কার্য্য দ্বারা তৎকালে তিনি সবিশেষ যশস্বী হইয়াছিলেন। নিম্নে উক্ত কার্য্য কয়েকটীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইল।

(১) উপর উক্ত খনিয়াল বলরামের বাসভবন হইতে প্রায় ৩ তিন মাইল দূরে কালীনগর গ্রামের সন্নিকটে অবস্থিত ছিল, কিন্তু তৎকালে কোন উপযুক্ত রাস্তা না থাকায় বলরামের গবাদি পশু ও শস্য আনয়নের শকটাদি যাতায়াতের বিশেষ অসুবিধা হইত। সে কারণ তিনি তাঁহার বাসভবন হইতে তিন মাইল দূরবর্ত্তী কালীনগর গ্রাম পর্য্যন্ত একটী রাস্তা নির্ম্মাণের জন্য ভূম্যধিকারিগণের নিকট প্রস্তাব করেন, কিন্তু অনেকেই তাহার এই প্রস্তাবে অমত প্রকাশ করেন। যখন বলরাম দেখিলেন যে প্রকাশ্য প্রস্তাবে এ কার্য্য হইবার নহে তখন তিনি অন্য উপায় অবলম্বন করিলেন। তিনি গোপনে সমস্ত আয়োজন করিয়া রাখিলেন এবং কোনো এক পূর্ণিমা নিশিতে তাঁহার সংকল্পিত কার্য্য সমাধা করিয়া ফেলিলেন। তখন এই রাস্তাটী ত্রিশ হস্ত প্রশস্ত এবং তিন মাইল দীর্ঘ ছিল। বর্ত্তমানেও ইহার অধিকাংশ স্থলই প্রস্থে ২৬।২৭ হস্ত দেখিতে পাওয়া যাও। তখন এই রাস্তাটী "বলরামের হাইট" বলিয়া কথিত হইত, পরে কিছুকাল উহা "বলার হালট" নামে প্রসিদ্ধ ছিল, বর্ত্তমানে উহা "বড় হালট" নামে পরিচিত হইতেছে।

(২) পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে বলরামের বাটিতে দুর্গোৎসব। হইত কিন্তু তৎকালে উত্তরে নহটা এবং দক্ষিণে শিঙ্গিয়া ব্যতীত প্রতিমা বিসর্জ্জনের আড়ং (এতদঞ্চলে বিজয়ার ভাসানকে সাধারণতঃ বড় পূজার আড়ং বলে) ছিল না, সে কারণ বলরামের প্রতিমা পূজা অন্তে সত্যবানপুরের নাগেদের প্রতিমা ও গঙ্গারামপুরের ভট্টাচার্য্যদের প্রতিমাসহ শিঙ্গিয়ার আড়ংএ যাইত এবং শিঙ্গিয়ার প্রসিদ্ধ কালী বাটীর সন্নিকটে নবগঙ্গা নদীতে বিসর্জ্জিত হইত। কোন এক বৎসর অগ্র পশ্চাৎ বিসর্জ্জন লইয়া শিঙ্গিয়ার বসু মহাশয়গণ সহ বলরামের মতভেদ হওয়ায় তিনি প্রতিমা উক্ত স্থলে বিসর্জ্জন না দিয়া ঘুরাইয়া লইয়া আইসেন এবং নিজ বাসভবনের সম্মুখে বিসর্জ্জন ক্রিয়া সম্পন্ন করেন। পরে সত্যবানপুরের পাল ও গঙ্গারামপুরের ভট্টাচার্য্য মহাশয়দের সহ পরামর্শ করিয়া বলরাম স্থির করেন যে অতঃপর তাহারা প্রতিমা বিসর্জ্জন দিতে শিঙ্গিয়ায় যাইবেন না। তাঁহারা নিজেরা

একটী আড়ং স্থাপন করিবেন। কিন্তু দেবতাস্থান ব্যতীত আড়ংএর স্থায়িত্ব সম্বন্ধে যথেই সন্দিহান হন। সে সময় পরমেশ্বরপুরের প্রান্তর মধ্যে অবস্থিত রাজা নীলগ্রাম রায়ের দীঘিকার উত্তর পাহাড়ে একটী কালী বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত ছিলেন এবং তৎসংলগ্ন একটী হাটও ছিল। হাটটী মঙ্গল ও শনিবারে মিলিত হইত। এই হাটও কালী বিগ্রহ বলরাম বসুর পিতা রামকান্ত বসু ও তৎখুল্লতাত জয়গোপাল বসু কর্ত্তৃক বলরামের বাল্যাবস্থায় সংস্থাপিত হইয়াছিল। নদীতীরে আড়ং স্থাপনের নিমিত্ত বলরাম এই হাট ও কালী বিগ্রহ স্থানান্তরিত করিতে মনঃস্থ করিলেন, কিন্তু নদীতীরে তাঁহার তদুপযুক্ত জায়গা না থাকায় পরমেশ্বরপুরের অপর পারে ভাঙ্গুড়' ও গঙ্গারামপুরের সংযোগ স্থলে সত্যবানপুরের পাল মহাশয়দের প্রদত্ত জায়গায় বলরাম তাঁহার পিতা ও খুল্লতাত প্রতিষ্ঠিত হাট ও কালী বিগ্রহ স্থানান্তরিত করিলেন এবং বার বৎসর যাবৎ এই কালী বাড়ীর সম্মুখেই গঙ্গারামপুরের ভট্টাচার্য্য, সত্যবানপুরের পাল ও পরমেশ্বরপুরের বসু মহাশয়দিগের প্রতিমা বিসর্জ্জিত হইল। বার বৎসর অন্তে ভট্টাচার্য্যগণ পুনরায় শিঙ্গিয়ায় প্রস্থান করিলেন। সত্যবানপুরের পাল মহোদয়েরা তাঁহাদের প্রতিজ্ঞা বিস্মৃত হন নাই, তাঁহারা শেষ পর্য্যন্ত তাঁহাদের প্রতিজ্ঞা যথারীতি রক্ষা করিয়াছিলেন। এখনো পর্য্যন্ত বলরামের পৌত্র শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ বসু, নিবারণচন্দ্র বসু, বিপিনবিহারী বসু মহাশয়গণ প্রতিমা উক্ত স্থলে বিসর্জ্জন করিয়া কোনরূপে পিতামহ কীর্ত্তি রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। সে সময় উক্ত হাট শনি ও মঙ্গলবারে মিলিত হইত, বর্ত্তমানে উহা রবি ও বৃহস্পতিবারে মিলিত হইতেছে। যদিও আজ এক শত বৎসরের উপর বলরাম কর্ত্তৃক উক্ত হাট ও কালী বিগ্রহ তাঁহার জন্মপল্লী পরমেশ্বরপুর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছে, তথাপি উহা সাধারণের নিকট "পরমেশ্বরপুরের কালী" ও "পরমেশ্বর পুরের হাট" নামে পরিচিত রহিয়াছে।

(৩) বলরামের সময়ে পরমেশ্বরপুর গ্রামে কুলীন কায়স্থের বসবাস ছিল না, কারণ তাহার পূর্ব্ব পুরুষ সীতারাম বসু এই গ্রামের সরকারদের কন্যা বিবাহ করিয়া ভঙ্গ হন। বলরাম গ্রামের এ অভাব রাখিয়া যান নাই। তিনি তাঁহার ভ্রাতা বিনোদরামের জ্যেষ্ঠা কন্যাকে বাঘুটিয়া বিভাগদী নিবাসী বেণীমাধব ঘোষের সহিত প্রভূত অর্থব্যয়ে বিবাহ দেন এবং তাঁহাকে নিজগ্রামে স্থাপন করেন। এই বেণীমাধবই এই গ্রামের কায়স্থ কুলীন ঘোষ বংশের প্রতিষ্ঠাতা।

(৪) কোন এক সময়ে মনোথালী নিবাসী লালচাঁদ নাগ জ্ঞাতিশত্রু দ্বারা বড়ই উত্যক্ত হন, এমন কি শত্রুগণ এক দিবস নিশাযোগে লালচাঁদের গৃহে অগ্নি

সংযোগ করে—উদ্দেশ্য তাহাকে সপরিবারে ভস্মীভূত করা। ভগবানের কৃপায় লালচাঁদ ভস্মীভূত হইল না বটে, কিন্তু স্ত্রীপুত্রের জীবন ব্যতীত অন্য কিছুই তিনি রক্ষা করিতে পারিলেন না। ইতিপূর্ব্বে তিনি শত্রুপক্ষ সহ মামলা মকদ্দমা করিয়া নির্ধন হইয়া পড়িয়াছিলেন, এখন অগ্নিদেব তাহার বাসভবনখানিও গ্রাস করিলেন, কাজেই লালচাঁদ গ্রামবাসীর কৃপাকণা লাভের নিমিত্ত দ্বারে দ্বারে ঘুরিলেন কিন্তু প্রবল বৈরীর ভয়ে কেহই তাহাকে সাহায্য করিতে সাহস করিল না। অবশেষে তিনি স্বগ্রাম পরিত্যাগ পূর্ব্বক বলরামের শরণাপন্ন হইলেন। বলরামের দয়ার্দ্র চিত্ত তাঁহার দুর্দ্দশা দর্শনে আর স্থির থাকিতে পারিল না, তিনি স্বব্যয়ে নিজ জায়গায় লালচাঁদকে ঘর দরজা প্রস্তুত করিয়া দিলেন। এই লালচাঁদই পরমেশ্বরপুর নাগ বংশের প্রতিষ্ঠাতা।

এবম্বিধ নানাপ্রকার সৎকার্য্য দ্বারা মাতৃভূমির হিতসাধন করতঃ প্রায় অশীতি বর্ষ বয়সে দেবনারায়ণ ও গোবিন্দচন্দ্র নামক দুই পুত্র রাখিয়া বলরাম অমর ধামে প্রস্থান করেন।

শ্রীঅশ্বিনীকুমার বসু।

ঐতিহাসিকের অনৃতপ্রিয়তা।

বাঙ্গালীর যে জাতীয় ইতিহাসের একান্ত অভাব এবিষয়ে মতদ্বৈধ থাকিতে পারে না। পৌরাণিক যুগ হইতে মোগল শাসনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বঙ্গসমাজ সম্বন্ধে কোন প্রশ্নের সমাধান পক্ষে আমরা কিয়দ্দিন পূর্ব্বেও এমন কিছু উপস্থিত করিতে পারি নাই যাহা অকাট্য ঐতিহাসিক প্রমাণরূপে গৃহীত হইতে পারে। ইহা অতীব আনন্দের বিষয় যে, অধুনা এই জাতীয় অভাব দূরীকরণার্থে অশেষ চেষ্টা ও গবেষণার ফলস্বরূপ সাহিত্য ক্ষেত্রে বহু পুস্তক ও প্রবন্ধের আবির্ভাবে মাতৃভাষা অসামান্য পরিপুষ্টি ও গৌরববৃদ্ধি হইতেছে। প্রবাদরূপে প্রচলিত দুষ্প্রাপ্য শিলালিপি ও তাম্রফলকাদিতে নিবদ্ধ ও বৈদেশিক পরিব্রাজকগণ-সন্নিবিষ্ট প্রমাণাদি মন্থনপূর্ব্বক বঙ্গমাতার সুসন্তানগণ অশেষ আয়াস স্বীকার করিয়া বাঙ্গালার ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহ করিতেছেন। এক্ষণ আমরা আশা করিতে পারি

যে অচিরে কোন ধীমান লেখক বা লেখক-সঙ্ঘ বাঙ্গালার রাষ্ট্র ও সমাজের একখানা সুলিখিত ইতিহাস প্রকাশ করিয়া দেশের এক বৃহৎ অভাব দূর করিবেন।

কিন্তু ঐতিহাসিক গবেষণাক্ষেত্রে অতি ঘৃণ্য অসূয়ার পরিচয় আমরা সতত প্রাপ্ত হইতেছি। দেখা যায় পণ্ডিত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রমুখ যাঁহারা পূর্ব্বে মস্তিষ্ক পরিচালনা দ্বারা পরবর্ত্তী লেখকগণের পথ সুগম করিয়া দিয়াছেন তাঁহাদিগকে উদ্দেশ করিয়া তীব্র কটূক্তি প্রয়োগ অনেকের একটা ব্যাধি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। হইতে পারে তাঁহাদের সঙ্কলিত প্রমাণাদি দুই এক স্থলে অসম্পূর্ণ বা নির্ভরযোগ্য নহে, কিন্তু ইহা বিস্মৃত হওয়া একান্ত অসঙ্গত এবং অনুদার যে কার্য্যক্ষেত্রে যাঁহারা প্রথম অগ্রসর হন তাঁহাদিগকে যেরূপ অসুবিধার মধ্য দিয়া সন্তর্পণে পদবিক্ষেপ করিতে হয় পরবর্ত্তিগণের পক্ষে সেরূপ নয়। পূর্ব্ববর্ত্তীর পক্ষে যাহা দুর্গম ও দুঃসাধ্য, পরবর্ত্তীর পক্ষে অধিকাংশ স্থলে তাহা সুগম ও সুসাধ্য; পূর্ব্ববর্ত্তীর গবেষণার ফল আয়ত্ত করিয়াই পরবর্ত্তীর প্রসিদ্ধি প্রয়াস; সুতরাং পূর্ব্ববর্ত্তীর কোন অসঙ্গতি প্রদর্শন করিতে হইলেও সসম্মানে সংযতভাষা প্রয়োগই একান্ত কর্ত্তব্য।

লুপ্ত ইতিহাস উদ্ঘাটন পক্ষে স্বীকৃত-আয়াস লেখকগণের মধ্যে নিরপেক্ষ লেখনী চালনাও কচিৎ পরিদৃষ্ট হয়। লেখক যে জাতিরই হউন, তাঁহার রচিত প্রবন্ধ সুলিখিত এবং ধীশক্তির পরিচায়ক হইলেও যখনই প্রসঙ্গক্রমে ভিন্ন জাতীয়ের কীর্ত্তি কাহিনী বিবৃত করিবার প্রয়োজন উপস্থিত তখনই যেন তিনি একটু বিচলিত হইয়া পড়েন, তখনই যেন তাঁহার পক্ষে নিরপেক্ষতা বর্জ্জন অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠে। অতি অল্পসংখ্যক লেখকই দেখা যায় যাঁহাদের লিখিত এরূপ প্রবন্ধে এই সংকীর্ণতার পরিচয় না পাওয়া যায়। ইতিহাস সঙ্কলনে এরূপ অসূয়া প্রকটন নিতান্ত অসঙ্গত ও অনুপেক্ষনীয়।

মোগল শাসনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বাঙ্গালার ইতিহাস অনেক স্থলে এখনও অনুমান সাপেক্ষ। সেনবংশীয়, পালবংশীয় প্রভৃতি নৃপতিগণ কোন্ জাতীয় ছিলেন তাহা অদ্যাপি তর্কের বিষয়। পালরাজগণের শাসনপত্রাদি হইতে জানা যায় যে তাঁহারা তদানীন্তন ভারতের অনেক ক্ষত্রিয় রাজবংশের কন্যা বিবাহ করিয়াছিলেন। অতএব তাঁহারা ক্ষত্রিয় বা কায়স্থ ছিলেন আপাততঃ ইহাই অনুমেয়। সেনরাজগণ তাঁহাদের শাসনপত্রাদিতে চন্দ্রবংশীয় ব্রহ্মক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। অতএব তাঁহারা যে বৈদ্য ছিলেন না তদ্বিষয়ে কোন সংশয় থাকিতে পারে না। (১)

(১) আক্‌বরের ব্যবহা সচিব আবুলফজল্ প্রণীত "আইন-ই-আক্‌বরী" নামক বিখ্যাত গ্রন্থে বাঙ্গালার শূর, পাল ও সেন বংশীয় রাজগণ কায়স্থ বলিয়াই উক্ত হইয়াছেন।

তথাপি বৈদ্য লেখক যে কোন পুস্তক লিখিবেন তাহাতেই সেনরাজগণকে বৈদ্য বলিতেই হইবে। "বারভূঞা"—পুস্তকের নাম শুনিয়া পাঠকের মনে স্বতঃই এই ধারণা হইবে যে ইহা প্রধানতঃ কায়স্থকীর্ত্তির ইতিহাস। কিন্তু পুস্তক পাঠ করিলে দেখিতে পাইবেন চন্দ্রদ্বীপভূপতি দনুজমর্দ্দনের নামে কলঙ্ক আরোপ করিয়া এবং বারভূঞা'র কীর্ত্তিকে যথাসাধ্য ম্লান করিয়া বৈদ্য গৌরব বাড়াইবার জন্যই পুস্তক লিখিত হইয়াছে। বারভূঞার মধ্যে কিন্তু বৈদ্য একজনও ছিলেন না। "বাকলা"—পুস্তকের নাম শুনিয়াই সেই কায়স্থ রাজবংশ, তৎপ্রতিষ্ঠিত সমাজ, কায়স্থ কীর্ত্তি, কায়স্থ অধ্যুষিত জনপদসমূহের কথা পাঠকের মনে উদিত হইবে। কিন্তু পুস্তক পাঠ করিয়া দেখুন ইহাতে কায়স্থের বা কায়স্থ-কীর্ত্তির বিবরণ অল্পই আছে, বৈদ্যমহিমা প্রচারই মুখ্য উদ্দেশ্য। "বিক্রমপুরের ইতিহাস"—নাম শুনিয়াই মনে হইবে সেনরাজগণের পরে চাঁদ-কেদাররায়ের কীর্ত্তিবিবরণই পুস্তকের উজ্জ্বলতম অংশ হইবে। কিন্তু পুস্তক খুলিলেই দেখিবেন চাঁদ-কেদাররায়ের কীর্ত্তি বা গৌরব তত উল্লেখযোগ্য নহে, বৈদ্য রাজবল্লভই শ্রেষ্ঠ আসন পাইয়াছেন। (২) আর দেখিবেন পুস্তকখানা প্রধানতঃ বিক্রমপুরের বৈদ্য সমাজেরই ইতিহাস। (৩) সমুন্নত বৈদ্য সমাজের লেখকগণের পক্ষে এইরূপ সঙ্কীর্ণতা কদাচ শ্লাঘার বিষয় নহে।

পাঠান মোগল যুগে যে সমস্ত নরপাল বঙ্গমাতার সুসন্তান বলিয়া পরিচয় প্রদান করিয়া গিয়াছেন তাঁহাদের অনেকেই জাতিতে কায়স্থ, তাঁহাদের বংশাবলী অদ্যাপি বর্ত্তমান, কাজেই তাঁহাদের জাতি নির্ণয়ে সন্দেহ করিবার কিছুই খুঁজিয়া না পাওয়ায় কোন কোন প্রবন্ধলেখকের যেন বিশেষ ক্ষোভের কারণ হইয়াছে। রাজস্থানের অতুলনীয় বীর ভারতগৌরব মহারাণা প্রতাপ স্বদেশপ্রীতির অত্যুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দ্বারা ইতিহাস অলঙ্কৃত করিয়া গিয়াছেন, মোগল বাহিনীর কবল হইতে মাতৃভূমি উদ্ধারে উৎসর্গীকৃতজীবন, বঙ্গগৌরব যশোহররাজ প্রতাপাদিত্যও প্রায় তদ্রূপ বীর-কীর্ত্তি অর্জ্জন করিয়া চিরস্মরণীয় হইয়াছেন। কিন্তু তাঁহার জীবনকাহিনী বিবৃত করিতে যাইয়া কোন কোন ঐতিহাসিক বিশেষ দৃষ্টান্তস্বরূপ কিছু উল্লেখ করিবার অবকাশ না পাইয়া অসূয়াপ্রাণোদিত কল্পনার আশ্রয় লইয়া স্থলবিশেষে এরূপ ইঙ্গিত করিতে কুণ্ঠাবোধ করেন নাই যাহাতে যে কোন সত্য অসত্য ঐতিহাসিক বিবৃতিতে একান্ত বিশ্বাসস্থাপনকারী ব্যক্তিগণের মনে প্রতাপের চরিত্রে অযথা সংশয় উপস্থিত হইতে পারে। অপরাধ প্রতাপ প্রবন্ধলেখক মহাশয়ের সজাতি নহেন।

বাঙ্গালার ঐতিহাসিক তথ্য এইরূপেই নিরূপিত হইতেছে। প্রবীনতম পুরাতত্ত্ববিদ্ হরপ্রসাদ, সত্যৈকনিষ্ঠ অক্ষয়কুমার, জ্ঞানমহার্ণব নগেন্দ্রনাথ, উদার-প্রাণ চিত্তরঞ্জন, উদাসীন রমাপ্রসাদ, নির্ম্মলচিত্ত রামানন্দ প্রমুখ লেখকগণ ঐতিহাসিক গবেষণাক্ষেত্র হইতে এই পূতিগন্ধময় আবর্জ্জনা দূর করিতে প্রয়াস পাইবেন কি ?

শ্রীতারিণীপ্রসাদ ঘোষ বর্ম্মা।

(২) কায়স্থকুলোদ্ভব দুর্লভরামের পুত্র মহারাজ রাজবল্লভ এবং বৈদ্যকুলোদ্ভব রাজা রাজবল্লভ উভয়ই সেই তামসযুগে বঙ্গনাটকের অভিনেতা ছিলেন। দূর দর্শনের প্রশংসা কাহারও লভ্য নহে। কায়স্থ রাজবল্লভ একরূপ বিস্মৃতিগর্ভে লীন হইয়াছেন, বৈদ্য রাজবল্লভের নাম আজও জাগরূক আছে। তাঁহার অনেক সদ্গুণও ছিল, ইহা অস্বীকার্য্য নহে।

(৩) এই তিনখানা ইতিহাসই কায়স্থ সাহিত্যিকগণেরই লেখা উচিত ছিল। কিন্তু বৈদ্যদিগেরই ইহাতে একটা আগ্রহ—যেন একটা অভিসন্ধিমূলক আগ্রহ দৃষ্ট হইতেছে। এইরূপ প্রাদেশিক ইতিহাস সঙ্কলনে আমি কায়স্থ সাহিত্যিকগণের সাগ্রহ মনোযোগ আকর্ষণ করি। চন্দ্রদ্বীপ যশোহর, বিক্রমপুর, ইদিলপুর, গৌড়, বরেন্দ্র, দক্ষিণরাঢ়, উত্তররাঢ়, কর্ণসুবর্ণ, বাজু, শ্রীহট্ট, ভুলুয়া, বারভুঞা, সেনবংশ, পালবংশ—প্রভৃতি বিষয় অবলম্বনে এক একখানা গ্রন্থ হইতে পারে।

নববর্ষে উদ্বোধন।

কে আছিস্ তোরা বসিয়া ?
নবীন অতিথি এসেছে দুয়ারে
হাসিমাখা মুখে, প্রফুল্ল অন্তরে,
লওরে তাহারে বরিয়া।
দু'হাতে এনেছে মঙ্গল আশীষ
লওরে শিয়রে পাতিয়া।
কে আছিস্ তোরা বসিয়া ?
সারাটি বছর বসিয়া বসিয়া
অলসে বিলাসে সময় হরিয়া
রয়েছিস্ সব ভুলিয়া।
না দেখিলি চেয়ে বারেকের তরে
কত কাজ তোর রয়েছে যে পড়ে
কি করিবি আর ভাবিয়া ?

এখনও অনেক সময় আছে
সাধিবি করম জীবন মাঝে
ভাবিস্ না বৃথা বসিয়া।
নবীন প্রভাতে নবীন বরষে,
প্রকৃতির মত নীরবে হরষে
যাবিরে করম সাধিয়া ;
কি করিবি বৃথা বসিয়া ?
একে একে হায় ! জীবনের শেষ,
আসিছে ঘনায়ে বুঝিস্ না লেশ,
যাবেরে জীবন ডুবিয়া !
(তাই) নূতন উদ্যমে হয়ে বলীয়ান্
হৃদয়ে তুলিয়া পাপিয়ার তান
যাবিরে করম সাধিয়া।
বৃথা কেন র'বি বসিয়া ?
আশার নূতন আলোক পশিয়া
হৃদয় দিবেরে পুলকে মাতিয়া ;—
দেখ্ রে বারেক চাহিয়া।
(আজি) জগতের মাঝে নূতনের সাড়া,
জীবন-সাগরে পুলকের ধারা ;—
প্রকৃতি হরষে মাতিয়া।
তুই কি থাকিবি বসিয়া ?
আয়, সবে আয়, এই শুভদিনে
প্রতিজ্ঞা করিরে এ মর জীবনে
করম যাবরে সাধিয়া।
কভু ভুলবশে বারেকের তরে
র'ব না বসিয়া এ মর সংসারে,
সাধিব করম হাসিয়া।
ঝঞ্ঝাবাত মাথে বহিয়া ॥

শ্রীপূর্ণচন্দ্র বিশ্বাসবর্ম্মা।
"বিকাশ"—সম্পাদক।

কায়স্থ পঞ্জী।

উত্তর পশ্চিম প্রদেশে প্রচার।

বারাণসী। বিগত ১৫ই মার্চ্চ তারিখে সরলচন্দ্র অগ্নিহোত্রী মহাশয় "বর্ত্তমান বর্ণাশ্রম" সম্বন্ধে এক বক্তৃতা প্রদান করেন। বারাণসীর পবিত্র দশাশ্বমেধ ঘাট লোকে লোকারণ্য হইয়াছিল ; তাঁহার বক্তৃতার সময় কয়েকজন তাঁহার বক্তৃতার সমালোচনা করেন ; তিনি তৎপরে পুনরায় বক্তৃতা করেন ও একে একে তাঁহার বক্তৃতার বিরুদ্ধে উত্থাপিত প্রশ্নের মীমাংসা করেন। সন্ধ্যা হইতে রাত্রি ৯৷৷০টা পর্য্যন্ত তাঁহার বক্তৃতা ও বিচার তর্ক চলিতেছিল অবশেষে আর কেহ তাঁহার প্রতিবাদ করেন নাই। এখানে একটী কায়স্থসভা আছে, তাহা এক প্রকার নির্জ্জীব অবস্থায় আছে। এখানকার কায়স্থগণ সংস্কার সম্বন্ধে বড়ই পশ্চাৎপদ। এখানকার ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় কায়স্থের উপনয়নের ঘোর বিরোধী। অগ্নিহোত্রী মহাশয় দুইমাস এখানে ছিলেন এবং প্রায় প্রত্যহই কায়স্থের দ্বিজত্বের বিরুদ্ধবাদিগণের সহিত তাঁহার তুমুল বিচার ও তর্ক হইত, ইহার ফলে এখানে কায়স্থদিগের মধ্যে একটু সজীবতা দেখা যায়। চৌখোম্বার শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ বসু এবং রামপুরের শ্রীযুক্ত ধনকৃষ্ণ বিশ্বাস মহোদয়গণের চেষ্টায় একটী বিরাট সভা আহ্বান করিবার চেষ্টা অগ্নিহোত্রী মহাশয় করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত গঙ্গাপ্রসন্ন ঘোষ বর্ম্ম মহাশয়ও বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু কার্য্য গতিকে, যোগেন্দ্র বাবু কলিকাতায় রওনা হন ও অগ্নিহোত্রী মহাশয় পীড়িত হইয়া কলিকাতায় আসিতে বাধ্য হন। এখানকার কয়েকজন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত অশেষে কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব স্বীকার করেন। কিন্তু উপনয়ন হইবার সম্বন্ধে অমত করেন, তাঁহাদের প্রধান যুক্তি বিবাহের পর উপনয়ন হইতে পারে না, এ সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত ধনকৃষ্ণ বসুর বাড়ীতে বিশেষ আলোচনা হয়, অগ্নিহোত্রী মহাশয় এই সব যুক্তি তর্ক খণ্ডন করিয়া দেন। এবং কায়স্থের উপনয়ন 'তামাদি' দোষদুষ্ট নহে ইহা বিশেষরূপে বুঝাইয়া দেন।

লক্ষ্ণৌ। লক্ষ্ণৌ সহরে নিখিল ভারতীয় কায়স্থ সম্মেলনের কার্য্য শেষ হইলে, স্থানীয় বাঙ্গালী ক্লাবের সভাপতি রায় বাহাদুর ডাঃ মহেন্দ্রনাথ ওদেদার মহাশয়ের বিশেষ চেষ্টা ও যত্নে লক্ষ্ণৌ বাঙ্গালী ক্লাব হলে বিগত ৬ই এপ্রেল একটী সাধারণ সভা আহূত হয়, শ্রীযুক্ত সরলচন্দ্র অগ্নিহোত্রী মহাশয় এই সভায় "বর্ণাশ্রমে কায়স্থের স্থান" সম্বন্ধে একটী হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা করেন। লক্ষ্ণৌ প্রবাসী বহু বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ মহোদয়গণ এই সভায় যোগদান করিয়াছিলেন এবং এতদর্থে

ডাঃ ওদেদার মহাশয়ের নামস্বাক্ষরে মুদ্রিত বিজ্ঞাপন প্রচার করা হইয়াছিল। অগ্নিহোত্রী মহাশয় প্রায় দুই ঘণ্টা কাল উদ্দীপনাপূর্ণ বক্তৃতা করেন—তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়া সকলেই চমৎকৃত হইয়াছিলেন। যাহাতে লক্ষৌ সহরে পূর্ব্ব প্রতিষ্ঠিত কায়স্থ সভার কার্য্যাদি সুচারুরূপে চলিতে পারে সে বিষয়ে বিশেষ চেষ্টা হইতেছে। অগ্নিহোত্রী মহাশয়কে আর একটী বক্তৃতা দিবার জন্য সভার সম্পাদক মহাশয় অনুরোধ করেন, কিন্তু পূর্ব্ব হইতে এলাহাবাদে যাইবার বন্দোবস্ত থাকায় তিনি ইচ্ছা সত্ত্বেও আর বেশী দিন লক্ষৌএ থাকিতে পারেন নাই।

এলাহাবাদ। বিগত ৭ই এপ্রিল তারিখে অগ্নিহোত্রী মহাশয় ও মধু... হারির শ্রীযুক্ত গঙ্গাপ্রসন্ন ঘোষ বর্ম্ম মহাশয় এলাহাবাদে গমন করেন এবং ডাক্তার মেজর বি, ডি, বসু আই, এম, এস মহাশয়ের অতিথি হন। এলাহাবাদ ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের ম্যানেজার শ্রীযুক্ত কেদারনাথ মিত্র মহাশয়ের উদ্যোগে ও ডাক্তার গোবিন্দ চন্দ্র বসু বর্ম্মা, ব্রজলাল দে, ফকিরচাঁদ ঘোষ মহাশয়দিগের চেষ্টা ও যত্নে হিউয়েট রোড্‌স্থিত ভারতীয় বালিকা বিদ্যালয়ে একটী সাধারণ সভা হয়। এলাহাবাদ প্রবাসী বহু ব্রাহ্মণ কায়স্থ মহোদয়গণ এই সভায় যোগদান করেন। মহিলাগণের স্বতন্ত্র বসিবার বিশেষ বন্দোবস্ত থাকাতে বহু মহিলা এই সভায় আগমন করিয়াছিলেন। মুদ্রিত বিজ্ঞাপন বহুল পরিমাণে প্রচলিত হইয়াছিল। অগ্নিহোত্রী মহাশয় ৭টা হইতে রাত্রি ৯টা পর্য্যন্ত "বর্ণাশ্রম ও কায়স্থ" বিষয়ে বক্তৃতা করেন— কায়স্থের দ্বিজত্ব, উপনয়নের আবশ্যকতা, ওঙ্কার উচ্চারণ ও ওঙ্কারে অধিকার, কায়স্থ জাতির আচার ব্যবহার, কায়স্থ মহিলার কর্ত্তব্য প্রভৃতি সম্বন্ধে ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা করিয়াছিলেন। সকলে মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়াছিলেন, অনেকেই সত্বর উপনয়ন গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হন। শ্রীযুক্ত বাবু খগেন্দ্রনাথ মিত্র বর্ম্ম মহাশয় সভাপতি ছিলেন। লক্ষৌ সহরের ডাঃ যুগেন্দ্রনাথ ওয়ো... মহাশয় ও এলাহাবাদের পাণিনি কার্য্যালয়ের ডাঃ বি, ডি, বসু আই, এম, এস, মহাশয় অগ্নিহোত্রী মহাশয়ের বক্তৃতাগুলি সঙ্কলন ও প্রকাশ করিয়া বাঙ্গালী সাধারণে প্রচার করিতে বিশেষ ভাবে অনুরোধ করেন। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে এই সমস্ত সভার উদ্যোগিবৃন্দকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

প্রচার। বিগত ৮ই মাঘ প্রচারক শ্রীযুক্ত মাখনলাল ধর বর্ম্মা মহাশয় ঢাকা জেলান্তর্গত ব্রাহ্মণগাঁও গ্রামে শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের বাটীতে গমন করেন। ৺মদনমোহন ঘোষ মহাশয়ের শ্রাদ্ধোপলক্ষে বানরী পাড়া, উলপুর, মালখানগর, ইদিলপুর প্রভৃতি নানাস্থানের অনেক সম্রান্ত কায়স্থ তথায় উপস্থিত ছিলেন। ঘোষ মহাশয়দিগের বহির্বাটীস্থ বৃহৎ বৈঠকখানা গৃহে সকলের সমক্ষে প্রচারক মহাশয় কায়স্থের বর্ণধর্ম্ম এবং "বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভার" উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বিশদভাবে বক্তৃতা করেন।

বানরীপাড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী গুহ ঠাকুরতা মহাশয় কয়েকটি প্রশ্ন করিয়াছিলেন। প্রচারক মাখনবাবু তাহার প্রকৃত উত্তর প্রদান করিলে তিনি সন্তুষ্ট চিত্তে উক্ত মতের সমর্থন করেন এবং বলেন "আমার আত্মীয় স্বজনের মধ্যে এবং পরিচিতের মধ্যে অনেকে বহুদিন হইল উপনয়ন গ্রহণ করিয়াছেন কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁহাদের মধ্যে অনেকেরই এবিষয়ে ততটা আবশ্যক বোধ উপলব্ধি করিতেছি না। যাঁহারা উপনীত হইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেরই পুত্র, পৌত্রাদির যথাকালে উপনয়ন কার্য্য সম্পাদন করার সে প্রকার আগ্রহ দেখিতেছি না।

উলপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত রমণীমোহন রায় চৌধুরী মহাশয় প্রস্তাব করেন,— কেবলমাত্র সহরে অথবা জেলায় সমিতি থাকিয়া তদ্দ্বারা এই বিশাল বঙ্গদেশের সমগ্র কায়স্থের সংস্কার কার্য্য প্রসারিত হওয়া অত্যন্ত সুকঠিন। অতএব অতি ছোট মফঃস্বলের প্রত্যেক কায়স্থকেন্দ্রস্থানে শাখা সভা স্থাপন করিয়া কার্য্য না করিলে এই মহৎ ব্যাপার সুচারুরূপে সম্পন্ন হইবার উপায় নাই। আমাদের জাতির নেতৃবৃন্দের সর্ব্বাগ্রে তৎপ্রতি বিশেষ মনোযোগী হওয়া আবশ্যক।"

আমরা আশা করি "পূর্ব্ববঙ্গ কায়স্থ-সভা" বিক্রমপুর সমাজে প্রচার বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী হইবেন।

ক্ষত্রিয়াচারে অন্নপূর্ণা পূজা।

বিগত ১৪ই চৈত্র ফরিদপুর জেলান্তর্গতঃ বর্ণী গ্রামে স্বজাতিহিতপরায়ণ শ্রীযুক্ত কামিনীকুমার ও সুরেন্দ্রলাল দাস বর্ম্ম মহাশয়দিগের ভবনে ৺শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণা দেবীর পূজা মহা সমারোহের সহিত নানাবিধ পক্কান্ন ও মিষ্টান্নাদি ভোগের দ্বারা সুনির্বাহ হইয়াছে। ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ মিলিয়া মিশিয়া এই পূজায় পূজক এবং তন্ত্রধারক কার্য্যে ও চণ্ডীপাঠে ব্রতী ছিলেন। ব্রাহ্মণ কায়স্থ ও অন্যান্য নানা জাতীয় প্রায় সহস্রাধিক ব্যক্তি এবং পাঁচশতের অধিক মুসলমানকে নানা প্রকার চর্ব্ব্য চুষ্য, লেহ্য পেয় চতুর্ব্বিধ আহার্য্য দ্রব্যের দ্বারা অতি পরিতোষ পূর্ব্বক ভোজন করাইয়াছেন। কৃতী উভয় ভ্রাতার বিনীত ব্যবহারে এবং আদর আপ্যায়নে সমাগত ব্যক্তিগণ অত্যন্ত পরিতুষ্ট হইয়াছিলেন।

অপরাহ্নে উপস্থিত স্বজাতিগণের সম্মিলনে কায়স্থ সভার এক মহৎ অধিবেশন

হয়। প্রচারক শ্রীযুক্ত মাখনলাল ধর বর্ম্ম মহাশয় কায়স্থ জাতির অধিকার এবং বর্ণধর্ম্ম ও সংস্কারের আবশ্যকতা সম্বন্ধে সকলকে বিশদভাবে বুঝাইয়া দেন। চৌমুহনী নিবাসী কায়স্থগণ আগামী বৈশাখ মাস মধ্যেই ব্রাত্যতা পরিহার করিয়া উপনয়ন গ্রহণ করতঃ শূদ্রাপবাদ মোচন করিবেন এমত প্রতিশ্রুত হইলেন। অতঃপর সন্ধ্যা ৬ ঘটিকার সময় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ প্রদানান্তর সভা ভঙ্গ হয়।

পশ্চিম-ত্রিপুরা-কায়স্থসভা।

(১)

বিগত ১৬ই মাঘ অপরাহ্ণ তিন ঘটিকার সময় পুতিয়ার শ্রীযুক্ত গৌরহরি আইচ মহাশয়ের বাড়ীতে পশ্চিম-ত্রিপুরা-কায়স্থ-সভার এক অধিবেশন আহূত হয়। সর্ব্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র দত্ত মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। স্থানীয় শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র তর্কনিধি এবং অপরাপর বহু ব্রাহ্মণ সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। সভায়—কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব, তাঁহাদের উপবীত গ্রহণের আবশ্যকতা প্রভৃতি বহু বিষয় আলোচিত হইয়াছিল। কায়স্থ-সভার প্রচারক শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র মজুমদার বিদ্যারত্ন প্রমুখ অনেকেই বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

(২)

বিগত ১৮ই মাঘ রবিবার বেলা দুইটার সময় ইলিয়টগঞ্জ উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে এই সভার দ্বিতীয় অধিবেশন আহূত হইয়াছিল। কুমিল্লা জেলা স্কুলের ২য় শিক্ষক শ্রীযুক্ত চন্দ্রকুমার ঘোষ মহাশয়ের প্রস্তাবে—সর্ব্বসম্মতিক্রমে জমিদার লক্ষ্মীকান্ত আইচ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভায় বহু লোকের সমাগম হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র মজুমদার বিদ্যারত্ন, শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীকান্ত আইচ বি-এ, শ্রীযুক্ত চন্দ্রকুমার ঘোষ বি-এ, প্রভৃতি অনেকেই বক্তৃতা করিয়াছিলেন। প্রচারক বিদ্যারত্ন মহাশয়ের বক্তৃতার বিষয় ছিল—কায়স্থের উৎপত্তি, বর্ণ, কর্ত্তব্য, উপনয়নের আবশ্যকতা, চারি শ্রেণীর মধ্যে বৈবাহিক আদান প্রদান প্রভৃতি। আইচ মহাশয়ের বক্তৃতার বিষয় ছিল, 'কায়স্থের আচার ব্যবহার হইতেই প্রমাণিত হয় কায়স্থ শূদ্র নহে'। ঘোষ মহাশয়—লর্ড সিংহ, ভূপেন্দ্রনাথ, জগদীশচন্দ্র, প্রফুল্লচন্দ্র, রাসবিহারী প্রভৃতি স্বনামধন্য কায়স্থগণের নামোল্লেখে সপ্রমাণ করেন আর্য্য ভিন্ন অন্য জাতির মধ্যে এ হেন প্রতিভাবানের উদ্ভব সম্ভবপর নহে। শেষে কায়স্থের উপনয়নের আবশ্যকতা সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ ঘোষ মহাশয় এক উদ্দীপনাময়ী বক্তৃতা করেন ও বক্তৃগণ শাস্ত্রীয়প্রমাণ ও তর্কযুক্তি

দ্বারা আপন আপন বিষয়গুলি পরিস্ফুট করিবার চেষ্টায় কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। এই সভায় কায়স্থের ক্ষত্রিয়াচারগ্রহণ সম্বন্ধে মন্তব্য সকলেই আগ্রহ সহকারে অনুমোদন করিয়া তদনুযায়ী কার্য্য ব্যবস্থা করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন।

পটিয়া আনুষ্ঠানিক ক্ষত্রিয়-সমাজ।

চট্টগ্রাম পটিয়ার অন্তর্গত গৈড়ল গ্রামে শ্রীযুক্ত জগচ্চন্দ্র বিশ্বাস দেববর্ম্মা মহাশয়ের বাড়ীতে গত ২৪শে ফাল্গুন তারিখে উক্ত সমাজের এক বিশেষ অধিবেশন হয়। তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে দেওয়া হইল।

সভাপতি শ্রীযুক্ত মহিমচন্দ্র গুহ দেববর্ম্ম মহাশয়ের অনুপস্থিতি হেতু শ্রীযুক্ত নূতনচন্দ্র চৌধুরী দেববর্ম্মা সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

সভাতে বহু মন্তব্য প্রস্তাবিত ও গৃহীত হয়। তন্মধ্যে এইগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য—

(১) বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার আগামী বার্ষিক অধিবেশনে উক্ত সমাজ হইতে প্রতিনিধি প্রেরিত হইবে।

(২) আঢ্য কায়স্থ মাত্রেই বিবাহাদি বৃহৎ কার্য্যে সমাজের বিশিষ্ট ও উৎসাহী সভ্যগণকে নিমন্ত্রণ করিবেন এবং তদুপলক্ষে সমাজের উন্নতি বিষয়ে সকলে আলোচনা করিবেন। আর কর্ম্মকর্ত্তা এইরূপ কার্য্যোপলক্ষে সভার তহবিলে সাধ্যানুরূপ অর্থ দান করিবেন।

(৩) ১৬ই চৈত্র সুচক্রদণ্ডী পূর্ণচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের বাড়ীতে উপনয়নের কেন্দ্র হইবে।

(৪ক) গৈড়লা নিবাসী জগচ্চন্দ্র বিশ্বাস মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান নির্ম্মলচন্দ্র বিশ্বাস দেববর্ম্মার শুভ বিবাহ ২২শে ফাল্গুন ক্ষত্রিয়াচারে সম্পন্ন হইয়াছে।

(খ) শ্রীযুক্ত নূতনচন্দ্র চৌধুরী তদীয় পৌত্র ৺নীহারচন্দ্র চৌধুরীর শ্রাদ্ধ ত্রয়োদশাহে সম্পন্ন করিয়াছেন এবং তদুপলক্ষে বহু দীন দুঃখীকে চাউল ও অর্থ দান করিয়াছেন।

(গ) শ্রীযুক্ত বলরাম ন্যায়রত্ন, রামচন্দ্র বিদ্যারত্ন, হরশঙ্কর ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি ২০ জন ব্রাহ্মণ উপস্থিত হইয়া উক্ত শ্রাদ্ধ ক্ষত্রিয়াচারে সম্পন্ন করিয়াছেন।

(ঘ) শ্রীযুক্ত বেণীমাধব দাস বর্ম্মা এল্, এম্ এস্ ও শ্রীযুক্ত মহিমচন্দ্র দাস বর্ম্মা বি;এল্ স্বর্গীয় পিতার শ্রাদ্ধ ত্রয়োদশাহে সম্পন্ন করিয়াছেন।

এজন্য জগৎবাবু, নূতনবাবু, ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মহোদয়গণ এবং বেণীবাবু ও মহিম

বাবুকে সমাজ বিশেষ ধন্যবাদ প্রদান করিতেছেন। আর নূতনবাবুর পৌত্রবিয়োগে সভা দুঃখ প্রকাশ করিতেছেন।

উপনয়ন।

৮ই ফাল্গুন, ১৩২৬। ভাঙ্গার আর্য্য কায়স্থ-সভা ও প্রচার সমিতির যত্নে প্রচারক শ্রীযুক্ত মাখনলাল ধর বর্ম্মা মহাশয়ের উদ্যোগে ও তত্ত্বাবধানে স্বজাতি হিতৈষী শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার গুহ বর্ম্মা মহাশয়ের বাসাবাটী 'শান্তি কুটীরে' ইদীলপুরস্থ শিঙ্গার ডাহা নিবাসী শ্রীযুক্ত তারকেশ্বর ব্যাকরণতীর্থ মহাশয়ের আচার্য্যত্বে মাণিকদী নিবাসী শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ দত্ত বর্ম্মার উপনয়ন সংস্কার সম্পাদিত হইয়াছে।

১৭ই ফাল্গুন, ১৩২৬। ফরিদপুর জেলান্তর্গত মাণিকদী গ্রামে ৺হরীশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের বাটীতে একটী উপনয়ন কেন্দ্র হয়; এই উপনয়ন কেন্দ্র সংস্থাপনের জন্য ভাঙ্গার আর্য্য-কায়স্থ-সভা ও প্রচার সমিতির সুযোগ্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত যোগেশ চন্দ্র গুহ বর্ম্মা প্রমুখ নেতৃবৃন্দ এবং প্রচারক শ্রীযুক্ত মাখনলাল ধর বর্ম্মা মহাশয় বিশেষ চেষ্টা করেন। ব্রাহ্মণদি নিবাসী শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র মজুমদার মহাশয় আচার্য্য এবং শ্রীযুক্ত তারকেশ্বর ব্যাকরণতীর্থ মহাশয় তন্ত্রধারকতা কার্য্যে ব্রতী ছিলেন। কেন্দ্রের যাবতীয় ব্যয় শ্রীযুক্ত রাজকুমার দত্ত বর্ম্মা মহাশয় বহন করিয়াছেন। ইঁহারা সকলেই ধন্যবাদার্হ। নিম্নলিখিত সপ্তজন কায়স্থ সন্তান যথাশাস্ত্র ব্রাত্য প্রায়শ্চিত্তান্তে উপনয়ন গ্রহণ করিয়াছেন :—

শ্রীযুক্ত রাজকুমার দত্ত, কামিনীকুমার দত্ত, রসিকলাল দত্ত, কালীনাথ দত্ত, সতীশচন্দ্র দত্ত, শ্রীধর দত্ত, হরেন্দ্রনাথ দত্ত। এই দত্ত মহাশয়গণ বালীর সুপ্রসিদ্ধ দত্তবংশীয়। সংস্কার গ্রহণ করিয়া সেই প্রাতঃস্মরণীয় মহাত্মা পুরুষোত্তম দত্তের প্রকৃত বংশধরের কার্য্য করিয়াছেন।

গত ১০ই বৈশাখ তারিখে পাবনা সহরে ও মফস্বলে নিম্নলিখিত উপনয়ন হইয়াছে। ইহারা সকলেই বারেন্দ্র কায়স্থ। সহরের উপনয়নে ৩ জন ব্রাহ্মণ পুরোহিত সংগৃহীত হয়, কিন্তু দুইজনকে অন্যান্য বিদ্বেষী ব্রাহ্মণ সরাইয়া দেন। সেই দিনই উপনয়ন হইবার নিমন্ত্রণ পত্রাদি বাহির হইয়া গিয়াছে, উপনয়ন সহ চূড়াকরণ ও ছিল, আবার একটী বালকের অন্নারম্ভ ছিল, সবই একই বাড়ীতে, গতিকে বাধ্য হইয়া ১ জন ব্রাহ্মণ পুরোহিত সহ ৩ জন উপনীত কায়স্থ ও পৌরোহিত্য কার্য্য করিতে বাধ্য হন।

স্থান পাবনা টাউন সরকার বাড়ী।

১। মণীন্দ্রচন্দ্র সরকার দেববর্ম্মা।

২। শক্তিচরণ মজুমদার বর্ম্মা, পাবনা বনওয়ারী নগর সরকার বাড়ী

১। ক্ষেত্রমোহন সরকার দেববর্ম্মা।

২। যোগেশচন্দ্র সরকার দেববর্ম্মা।

বিবাহ ক্ষত্রিয়াচারে।

বিগত ৮ই বৈশাখ, সমেশপুর শাখা কায়স্থ-সভার সম্পাদক শ্রীযুক্ত আশুতোষ ঘোষ বর্ম্মা মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান্ অক্ষয়ভূষণ ঘোষ বর্ম্মার বিবাহ যশোহর শ্রীধরপুর নিবাসী ৺যতীন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী মনোরমা [illegible] সহিত সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। এই বিবাহে শ্রীযুক্ত আশুবাবু কপর্দ্দক মাত্র গ্রহণ করেন নাই, এবং বিবাহ কার্য্য যথারীতি কুশণ্ডিকাদি সহিত ক্ষত্রিয়োচিত বিধানে সম্পন্ন হইয়াছে। এই বিনাপণে ক্ষত্রিয়াচারে বিবাহের আদর্শ সকলের অনুকরণীয়।

বিবাহ আন্তর্গণিক। ১। বিগত ৮ই বৈশাখ তারিখে মৈমনসিং আঠার বাড়ীর জমীদার শ্রীযুক্ত প্রমোদরঞ্জন রায় চৌধুরীর সহিত ভবানীপুর নিবাসী ৺তারাপদ ঘোষ রায় বাহাদুরের পুত্র শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের কন্যার সহিত। এই কন্যা বাগবাজারের সুপ্রসিদ্ধ ৺রায় পশুপতিনাথ বসু মহাশয়ের দৌহিত্রী। কন্যা দক্ষিণরাঢ়ীয় এবং পাত্র বঙ্গজ শ্রেণীর।

২। বৈশাখ মাসে আর একটী বঙ্গজ ও দক্ষিণরাঢ়ীয় মধ্যে বিবাহ সংবাদ আমরা পাইয়াছি। খিদিরপুরের শ্রীযুক্ত তারাপদ ঘোষ (বঙ্গজ) মহাশয়ের পুত্রের সহিত কায়স্থ সভার সভ্য স্যার বি, সি, মিত্র মহাশয়ের কন্যার বিবাহ হইয়াছে।

বিগত ২৫শে বৈশাখ শনিবার রঙ্গপুর রহমতপুর কুঠির জমিদার শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্র নারায়ণ রুদ্র বর্ম্মা মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী শান্তিবালা দেবীর সহিত দিনাজপুর নিবাসী ভূতপূর্ব্ব মুনসেফ ৺অন্নদাপ্রসাদ মজুমদার মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ মোহিনীমোহন মজুমদারের শুভ-পরিণয় কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে। পাত্রটি শিক্ষিত, বি এ পাশ, এম-এ এবং 'ল' পড়িতেছেন। স্বর্গীয় অন্নদাবাবু কায়স্থ-সভার একজন বিশিষ্ট উৎসাহী সভ্য ছিলেন। এই বিবাহে পণগ্রহণের কথা শুনা যায়।

আমরা উপরোক্ত নবদম্পতিগণের মঙ্গল ও মধুময় জীবন প্রার্থনা করি এবং কর্ম্ম কর্ত্তৃগণকে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

বিনাপণে বিবাহ ঃ—

"আজকাল কায়স্থ সমাজের কন্যার বিবাহ একটি বিষম দায় বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। বরের বাজার দিন দিনই বৃদ্ধি পাইতেছে বরকর্ত্তার খাঁই মিটাইতে গিয়া কন্যার বাপের ভিটা মাটি উৎসন্ন যাইতেছে এই দৃশ্য নিতান্ত কম নহে। কিন্তু এই দুঃসময়ে আমরা কায়স্থসমাজে একটি আদর্শ বিবাহের উল্লেখ করিতে পারিয়া অতীব আনন্দিত হইয়াছি। যশোহর জেলার পাঁজিয়া নিবাসী ৺অঘোরনাথ মিত্র মহাশয় বাগেরহাটের উকিল ছিলেন তাঁহার ন্যায় মহদন্তঃকরণ বিশিষ্ট লোক বিরল। সংপ্রতি তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ ক্ষেত্রনাথ মিত্র বি, এস, সির শুভ-বিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে। এই বিবাহে বরপক্ষ কন্যাপক্ষের নিকট এক পয়সাও দাবি বা গ্রহণ করেন নাই। এই আদর্শ সমগ্র কায়স্থ সমাজ যেদিন গ্রহণ করিবেন সে দিন কায়স্থ সমাজের নূতন যুগ আরম্ভ হইবে। আমরা নবদম্পতিকে স্নেহাশীর্ব্বাদ করিতেছি। তাহারা দীর্ঘজীবি হইয়া আজীবন সমাজের কল্যাণ সাধন করিতে থাকুক।"—জাগরণ

শ্রাদ্ধ।

শ্রীমনোরঞ্জন ঘোষ চৌধুরী বি-এল্ সহঃ সম্পাদক, পূর্ব্ববঙ্গ কায়স্থ-সভা লিখিতেছেন—পূর্ব্ব বঙ্গ কায়স্থ সভার উৎসাহী ও প্রধান সভ্য বিক্রমপুর তেউটিয়া নিবাসী রায় চন্দ্রকুমার দত্ত বাহাদুর ৮১ বর্ষ বয়সে বিগত ২০শে চৈত্র শুক্রবার রাত্রি ৭টা ৩৫ মিনিটের সময় পরলোক গমন করিয়াছেন। তাঁহার সুযোগ্য পুত্র শ্রীযুক্ত ভূপালকুমার দত্ত বর্ম্মা এম্-এ ও অমূল্যকুমার দত্ত বর্ম্মা মহাশয়গণ তাঁহাদের পিতৃ দেবের আদ্য শ্রাদ্ধ কার্য্য তাঁহাদের ঢাকার ৫নং আশুলেনস্থ ভবনে গত ১লা বৈশাখ তারিখে ত্রয়োদশাহে সমারোহের সহিত সম্পন্ন করিয়াছেন। এই শ্রাদ্ধে দত্ত মহাশয়ের বিক্রমপুর নিবাসী কুলগুরু এবং কুলপুরোহিতগণ উপস্থিত ছিলেন। বাসাইলের সুবিখ্যাত পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মদনমোহন বিদ্যানিধি অধ্যক্ষের কার্য্য করিয়াছেন। নিম্নলিখিত পণ্ডিতদিগকে বিদায় দেওয়া হইয়াছে ঃ—শ্রীযুক্ত রামকিশোর বিদ্যারত্ন, ধলছত্র, মদনমোহন বিদ্যানিধি, বাসাইল, যশোদাকুমার বিদ্যালঙ্কার, হাসড়া, রমেশচন্দ্র ব্যাকরণতীর্থ, হেড পণ্ডিত আউধসাহি হাইস্কুল, দীনবন্ধু জ্যোতির্ভূষণ, মালখানগর বসন্তকুমার তর্করত্ন, ব্রাহ্মণ গাঁও, ছত্রধারী পাঁড়ে তার্কিকসিংহ, (কাশীকুঞ্জ)। এতদ্ব্যতীত বহু ভট্টাচার্য্য ও অন্যান্য ব্রাহ্মণ এই কার্য্যে উপস্থিত ছিলেন। সহরের কায়স্থদের ত কথাই নাই, অনেক সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ এবং বৈদ্য মহোদয়গণও এই শ্রাদ্ধ কার্য্যে যোগদান করিয়াছিলেন।

উমেদপুরের শ্রাদ্ধ। কায়স্থ-পত্রিকার গত চৈত্র সংখ্যায় ৪৯৩ পৃষ্ঠায় ৬ষ্ঠ দফায় উমেদপুরের শ্রীমান্ ভগবান মিত্রবর্ম্মার মাতৃশ্রাদ্ধ ক্ষত্রিয়াচারে ত্রয়োদশাহে নিষ্পন্ন হয় নাই কেহ কেহ এরূপ মত প্রকাশ করায়, আমরা অনুসন্ধানে জানিলাম যে বাধাবিঘ্ন জন্য শ্রীমান্ ত্রয়োদশ দিবসে শ্রাদ্ধ করিতে অসমর্থ হওয়ায় ৬ই মাঘ অমাবস্যা তিথিতে অপকর্ষ প্রায়শ্চিত্ত করিয়া অন্নপিণ্ডসহ ঐ শ্রাদ্ধ সম্পন্ন করিয়াছিলেন। ঐ তিথি ৩০ দিনের দিন পড়িয়াছিল। (শূদ্রচারের শ্রাদ্ধ ৩১ দিনে সম্পন্ন হয় এবং তাহাতে অন্নপিণ্ড দেওয়ার নিয়ম নাই।)

যশোহরে সংস্কারের অন্তরায়।

কিয়দ্দিন পূর্ব্বে স্বকীয় কার্য্যবশে যশোহরে গিয়াছিলাম। যশোহর সহরের দেড় ক্রোশ পূর্ব্বে রাজার হাট নামক স্থানে চাঁচড়ার রাজা বাহাদুরের একটী জমিদারী কাছারী আছে। শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয় এখানকার কাছারীর নায়েব। আমরা ইঁহারই আতিথ্য গ্রহণ করতঃ কাছারীতে কয়েকঘণ্টা অবস্থিতি ও মধ্যাহ্ন ভোজনান্তে যশোহরে ফিরিয়া আসি। নায়েব কালীপ্রসন্ন বাবু অনুপবীতী হইলেও তথায় ৩ জন উপবীতী কায়স্থের সন্দর্শন লাভ ও আলাপ পরিচয়াদি হয়।

কালীপ্রসন্ন বাবুকে তাঁহার ও তদঞ্চলের কায়স্থগণের উপবীতহীনতার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে অবগত হইলাম যে, ঐ অঞ্চলে একজন প্রবল না হইলেও ক্ষমতাবান ব্রাহ্মণ জমিদার আছেন; তিনি কায়স্থের উপবীতের ঘোর বিরোধী। তাঁহার জমিদারীতে বহু কায়স্থ প্রজা ও তাঁহার বহু কায়স্থ কর্ম্মচারী আছেন। যদি কায়স্থ প্রজা ও কর্ম্মচারিগণ জমিদার মহাশয়ের অমতে উপবীত গ্রহণ করেন তাহা হইলে তাঁহাদিগকে বিষম বিপদে পতিত হইতে হইবে—কায়স্থ প্রজাকুল উৎপীড়িত ও নির্য্যাতিত হইবেন এবং কায়স্থ আমলাবর্গকেও হয়ত ব্রাহ্মণ মনিবের বিষনয়নে পতিত হইয়া বিতাড়িত হইতে হইবে এবং এই ঘোর অন্ন সমস্যার দিনে মুখের গ্রাসে বঞ্চিত হইতে হইবে।

তথায় উপস্থিত উপবীতী কায়স্থগণ উক্ত ব্রাহ্মণ জমিদারের শাসনাধীন নহেন বলিয়াই তাঁহারা উপবীত গ্রহণ করিয়াছেন ইহাও অবগত হইতে পারিলাম। উক্ত ব্রাহ্মণ জমিদার কেন এরূপ বিরুদ্ধাচরণ করেন জিজ্ঞাসায় জানিলাম যে, খুব সম্ভব ভ্রান্ত ধারণাবশে তিনি ঐরূপ করেন এবং যশোহরের শিরোমণি সর্ব্বজনমান্য নড়াইলের জমিদারগণের মধ্যে এখনও কেহই উপবীতী না হওয়ায় উক্ত ব্রাহ্মণ জমিদারের ভ্রান্ত ধারণা বিদূরিত না হইয়া বদ্ধমূল হইতেছে এবং নড়াইলের জমিদার গণকে উপবীত গ্রহণ করিতে পশ্চাদ্‌পদ দেখিয়া তদঞ্চলের কায়স্থগণও উপবীতী

হইতে সাহস করিতেছেন না। ইহাও শুনিলাম যে, যদি নড়াইলের জমিদারগণ ও জঙ্গলবাঁধলের ২।৪ জন কুলীন সংস্কার গ্রহণ করেন তাহা হইলে ঐ স্থানের যাবতীয় কায়স্থ উৎসাহের সহিত উপনয়ন সংস্কার করিবেন, কারণ তত্রত্য কায়স্থ সাধারণ সকলেই উপনয়ন গ্রহণের পক্ষপাতী।

যশোহর সহরতলীর এবং পার্শ্বস্থ ২।৪ খানি গ্রামের কায়স্থগণ মাত্র উপবীত গ্রহণ করিয়াছেন। কায়স্থ-সমাজের শীর্ষস্থান যশোহরের ও সমাজশীর্ষ এবং ধনে মানে কুলে শীলে অগ্রগণ্যগণের ইহা বিশেষ অগৌরব ও নিন্দার বিষয় বলিতে হইবে। আমাদের মনে হয় যশোহরের কায়স্থ প্রধানগণের এবং প্রাতঃস্মরণীয় স্বনামধন্য নড়াইলের ভূস্বামী "রতন রায়ের" বংশধরগণের উপনয়ন সংস্কার গ্রহণে উদাসীনতাই এখনও যশোহরের কায়স্থ-সমাজকে শূদ্রত্ব পরিহারে পশ্চাৎপদ রাখিয়াছে। যিনি একদিন কায়স্থ-সভার কর্ণধাররূপে সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়া সভাকে গৌরবোজ্জ্বল করিয়াছিলেন, আর যিনি গত বৎসর বার্ষিক অধিবেশনে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির আসনে বরিত হইয়া স্বকীয় সুন্দর ও সারগর্ভ অভিভাষণ দ্বারা সমবেত সভ্যগণকে চমৎকৃত ও মুগ্ধ করিয়াছিলেন আমরা সেই স্বনামসিদ্ধ কায়স্থপ্রবরের উপর যশোহরের পল্লীসমাজের উপনয়ন গ্রহণের অন্তরায় বিদূরিত করিবার আশা ভরসা পোষণ করিতে পারিনা কি?

যদি উক্ত মহাত্মা অথবা উভয়ের পুত্র পৌত্রাদি আত্মীয় স্বজনগণও উপবীত গ্রহণ করেন তাহা হইলে তাঁহাদের আদর্শ করিয়া অচিরে যশোহরের পল্লী-সমাজ উদ্বুদ্ধ, উৎসাহিত ও নবোৎসাহের বশবর্ত্তী হইয়া সংস্কার গ্রহণ করিবেন। জাতীয় উন্নতির জন্য সমাজে প্রচলিত কুপ্রথাগুলিকে সর্ব্বথা পরিহার করা প্রত্যেক সামাজিকের বিশেষতঃ যাঁহারা আদর্শ হইবার যোগ্য বলিয়া বিবেচিত তাদৃশ ব্যক্তি সর্ব্বাগ্রে সর্ব্ববিধ যত্ন ও আয়োজন করা একান্ত কর্ত্তব্য। কাজেই আমরা যশোহর সমাজ শীর্ষগণকে এবং নড়াইলের জমিদারবংশীয় প্রত্যেককেই সাগ্রহে অনুরোধ করিতেছি তাঁহারা স্বজাতির উন্নতির জন্য সচেষ্ট হউন। আর কাল বিলম্ব করিয়া এই পতিত দুর্গত সমাজের উন্নতির হন্তারক হইবেন না। দীন কায়স্থ সমাজ তাঁহাদের উপর অনেক আশা ভরসা রাখেন এবং উৎসাহী দীন পল্লীসমাজ তাঁহাদের মুখাপেক্ষা করিয়া রহিয়াছে—অসুবিধার ভয়ে ও আদর্শের অভাবে কর্ত্তব্য কার্য্যে দিকে অগ্রসর হইতে পারিতেছে না।

পল্লীসমাজের সামাজিকগণের সকলেরই হৃদয় এখনও এতদূর প্রশস্ত হয় নাই—সৎসাহস এতদূর বর্দ্ধিত হয় নাই—উৎসাহ এতদূর অগ্রসর হয় নাই যে, স্ব স্ব

বিশ্বাস এবং মতের উপর নির্ভর করিয়া সামাজিক কোন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়া কর্ত্তব্য সম্পাদিত করিতে পারেন। এখনও পল্লীসমাজ পূর্ব্ব প্রথা মত তাঁহাদের সমাজ শীর্ষগণের মুখাপেক্ষা করিয়া থাকেন। ইহা তাঁহাদের স্বাভাবিক ও সঙ্গত কার্য্য। কিন্তু যাঁহারা আদর্শ অথবা শীর্ষ স্থানীয় বলিয়া চিরকাল সম্মান পাইয়া আসিতেছেন তাঁহাদেরও ইহা কর্ত্তব্য হওয়া উচিত যে, যাঁহারা তাঁহাদের মুখাপেক্ষী তাঁহাদের অভিমতানুযায়ী সকল সৎকার্য্যে উৎসাহের সহিত যোগদান করেন।

শ্রীরাধিকাপ্রসাদ ঘোষ চৌধুরী বর্ম্মা।

স্বর্গীয় ডাক্তার মহেন্দ্রনাথ ওদেদার।

কায়স্থ কুলভূষণ মহা মনস্বী ডাক্তার মহেন্দ্রনাথ দাস ওদেদার মহোদয় বিগত ১৬ই মে তারিখে আমাদিগকে শোকসাগরে ভাসাইয়া দিব্যধামে গমন করিয়াছেন।* ১৯২০ সালের নিখিল-ভারতীয়-কায়স্থ-সম্মেলনের পুরোহিত যে এত শীঘ্র তাঁহার কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া চলিয়া যাইবেন তাহা আমরা স্বপ্নেও ভাবি নাই। কে ভাবিয়াছিল যে সেই নীরোগ, বলিষ্ঠ, সদা শ্রমরত, শালপ্রাংশু দেহের এত শীঘ্র পতন ঘটিবে? তাঁহার মধুর প্রিয় বাক্য, সেই সদা হাস্যময় প্রফুল্ল মুখ, সেই বিনয় বিনম্র ব্যবহার, দেশের, সমাজের ও স্বজাতির সেবায় সদা ব্যস্ত—এমনটি আর পাইব না। ৬৫ বৎসর বয়সে তাঁহার লক্ষ্ণৌনগরস্থিত আবাস বাটীতে পত্নী, একমাত্র পুত্র ডাক্তার গিরীন্দ্রনাথ, ভ্রাতা দেবেন্দ্রনাথ, কন্যা, জামাতা, দৌহিত্র প্রভৃতিকে রাখিয়া তিনি লোকান্তরিত হইয়াছেন। যুক্তপ্রদেশের আকাশ হইতে একটী জ্যোতিষ্ক খসিয়া পড়িয়াছে। মহেন্দ্রনাথ বাঙ্গালী হইলেও যুক্তপ্রদেশই তাঁহার কার্য্যস্থল এবং যুক্ত প্রদেশকেই তিনি স্বদেশ করিয়াছিলেন। তাঁহার ঘর বাড়ী সম্পদ প্রতিপত্তি সমস্তই যুক্ত প্রদেশে। তিনি দীর্ঘকাল এলাহাবাদে, এসিষ্ট্যাণ্ট সার্জ্জন ছিলেন, পরে বরাবাঙ্কির সিভিল সার্জ্জন পদ লাভ করেন। অবশেষে এই কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া তিনি লক্ষ্ণৌসহরে বসবাস করিতে থাকেন। ১৮৯২ সালে গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে রায় বাহাদুর উপাধি প্রদান করেন। যুক্ত প্রদেশে

* বৈশাখ সংখ্যা পত্রিকা মুদ্রিত হইতেছে এমন সময় অকস্মাৎ এই নিদারুণ সংবাদ পাওয়ায় পত্রস্থ করা হইল।

তাঁহার সমকক্ষ চিকিৎসক ছিল না। চিকিৎসা নৈপুণ্যে সাহেব মহলেও তাঁহার বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল। যুক্ত প্রদেশের সর্ব্বত্র তিনি সুপরিচিত ছিলেন। ঐ প্রদেশের এমন কোন সৎকার্য্য ছিল না যাহার সহিত তিনি না সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে যুক্তপ্রদেশ একজন সুদক্ষ নায়ক ও সুচিকিৎসকে বঞ্চিত হইল, বঙ্গমাতা একটী উচ্চ প্রতিভাবান্ পুত্র এবং বাঙ্গালী একজন উপযুক্ত ভ্রাতা হারাইলেন। মহেন্দ্রনাথ ভারতবর্ষীয় চিকিৎসক সম্মিলনের অধিনায়ক হইয়াছিলেন, সহরাণপুরে প্রাদেশিক রাজনীতিক সম্মিলনের সভাপতি হইয়াছিলেন এবং গত এপ্রেল মাসে লক্ষ্ণৌনগরে নিখিল-ভারতীয়-কায়স্থ-সভার অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হইয়াছিলেন। তিনি ভারতীয় স্বেচ্ছাসৈনিক দলে প্রথমে সদস্য হইয়াছিলেন এবং ফ্রিমেসন্ সাম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন।

অসাধারণ অধ্যবসায় ও প্রতিভাবলে তিনি নিজের কর্ম্মজীবন উন্নত করিয়া গিয়াছেন। সারাজীবন রাশি রাশি অর্থোপার্জ্জন করিয়া অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হইয়াও তিনি এমন নিরহঙ্কার বিনয়ী ও শিষ্টাচার সম্পন্ন ছিলেন যে, যে কখন এক দিন মাত্র তাঁহার সাহচর্য্য করিয়াছে সেই মুগ্ধ হইয়াছে, সেই তাঁহার চরিত্রের মধুরতা আর ভুলিতে পারে নাই। ভৃত্যাদির সহিত কথাবার্ত্তাতেও তিনি কখনও একটী রূঢ় বা শিষ্টাচারবহির্ভূত বাক্য প্রয়োগ করিতেন না। অতিথি সৎকার কেমন ভাবে করিতে হয় তাহা তাঁহার নিকট শিক্ষা করিবার বিষয় ছিল।

ভগবান তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে এই গভীর শোকবেদনা বহনের শক্তি দান করুন। তাঁহার পুত্র গিরীন্দ্রনাথ এমেরিকা প্রত্যাগত হোমিওপ্যাথিক অস্ত্রচিকিৎসক। প্রার্থনা করি তিনিও কালে পিতার ন্যায় মনস্বী ও যশস্বী হইয়া দেশের ও সজাতির মুখোজ্জ্বল করুন।

অগ্নিহোত্রী শ্রীসরলচন্দ্র ঘোষ।

প্রেরিত পত্র ঃ—

পার গোপালনগর হুগলী জেল

১৮।৫।২০

শ্রীযুক্ত কায়স্থ-সভার সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু—

মহাশয়,

অদ্য কয়েক দিবস হইল আমাদের গ্রামে একজন ব্রাহ্মণ আসিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন কায়স্থগণের পক্ষে উপবীত গ্রহণ সম্পূর্ণ অশাস্ত্রীয় কার্য্য এবং উক্ত উপবীত গ্রহণের বিরুদ্ধে আন্দোলন করিবার জন্য মৈমনসিংহে একটী মহতী সভার অধিবেশন হইবে। দ্বারভাঙ্গার মহারাজ উক্ত সভার সভাপতি হইবেন। সেইজন্য তিনি ও তাঁহার সঙ্গীগণ (সংখ্যায় ৩৬০ জন) প্রতি জেলায় জেলায় ভ্রমণ করিয়া প্রধান প্রধান কায়স্থগণ হইতে এই মর্ম্মে অঙ্গীকারপত্র লিখাইয়া লইতেছেন যে "আমরা উপবীত গ্রহণের পক্ষপাতী নহি এবং কখনও উপবীত গ্রহণ করিব না"। তিনি আরও বলিতেছেন "আপনাদের মধ্যে যাঁহারা উক্ত সভায় যোগদান করিবেন তাঁহাদের পাথেয় খরচ আমরা পাঠাইয়া দিব"। উক্ত অঙ্গীকারপত্র তিনি সভায় দাখিল করিবেন। দেখিলাম অনেক কায়স্থ এইরূপ অঙ্গীকার পত্র * লিখিয়া দিয়াছেন। কায়স্থ-সভা এ বিষয় কি করিতেছেন? আশা করি তাহারা এ বিষয়ের প্রতিকারের চেষ্টা করিবেন। উক্ত ব্রাহ্মণ নানাপ্রকার শাস্ত্রীয় বচনের তাৎপর্য্য লিখাইয়া লইতেছেন; এই বিষয়ে কায়স্থ-সভা কি প্রকার ব্যবস্থা করেন জানাইলে বিশেষ অনুগৃহীত হইব।

নিবেদক—

শ্রীতারাপদ বসু।

* লেখক মহাশয়কে ঐ অঙ্গীকার পত্রের নকল পাঠাইতে অনুরোধ করা হইল। কাঃ পঃ সঃ

BLANK PAGE(S)

বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভা।

অষ্টাদশ বার্ষিক কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির ত্রয়োদশ অধিবেশন।

১লা চৈত্র, রবিবার ১৩২৬ সাল। অপরাহ্ণ ৬টা।

সভাপতি কুমার মন্মথনাথ মিত্র বাহাদুরের ভবন।

৩৪ নং শ্যামপুকুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

উপস্থিত :—

১। শ্রীযুক্ত কুমার মন্মথনাথ মিত্র বাহাদুর—(সভাপতি)।
২। " গঙ্গা প্রসন্ন ঘোষ বর্ম্মা।
৩। " যোগেশচন্দ্র সিংহ বর্ম্মা।
৪। " শরৎকুমার মিত্র বর্ম্মা।
৫। " প্রেমানন্দ সিংহ।
৬। " রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী।
৭। " বিনোদবিহারী বসু।
৮। " নিবারণচন্দ্র দত্ত।
৯। " মৃণালকান্তি ঘোষ বর্ম্মা।
১০। " নীতীশচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা।
১১। " নগেন্দ্রনাথ বসু বর্ম্মা (সম্পাদক)।

প্রথম প্রস্তাব। গত অধিবেশনের কার্য্য বিবরণ। কার্য্য-বিবরণ পঠিত হইলে উহা গৃহীত হইল।

২য় প্রস্তাব। গত ফাল্গুন মাসের পরীক্ষিত হিসাব। পরীক্ষিত হিসাব উপস্থাপিত হইলে এবং সংক্ষিপ্ত মাসিক হিসাব পঠিত হইলে সম্পাদক নগেন্দ্র বাবু জানাইলেন যে, "সভার জনৈক প্রচারক শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় গত পৌষ, মাঘ ও ফাল্গুন মাসে নোয়াখালী, কুমিল্লা, ত্রিপুরা, শ্রীহট্ট প্রভৃতি স্থানে প্রচারের জন্য গমন করেন এবং সকল স্থানেই বক্তৃতাদি দ্বারা সভার উদ্দেশ্য প্রচার করেন, উক্ত প্রচার বিবরণ শীঘ্রই কায়স্থ পত্রিকায় বাহির হইবে। তাঁহার পাথেয়াদি বাবত ৬৬/০ টাকা খরচ হওয়ায় তাঁহাকে দেওয়া হইয়াছে। উহা মঞ্জুর করার প্রস্তাব করিতেছি"। প্রস্তাব গৃহীত হইল। তিনি আরও জানাইলেন যে, "অন্যতম আয়-ব্যয় পরীক্ষক শ্রীযুক্ত জগচ্চন্দ্র পাল বর্ম্মা মহাশয়ও হিসাব পরীক্ষা করিয়াছেন"।

৩য় প্রস্তাব। আগামী বার্ষিক অধিবেশন সম্বন্ধে। নগেন বাবু জানাইলেন, "এবারের বার্ষিক অধিবেশন মফঃস্বলের কোন স্থানে হওয়ার সম্ভাবনা নাই, এইরূপ অনেক স্থানে পত্র লিখিয়া জানিয়াছি। তবে কলিকাতার উপকণ্ঠে বেলেঘাটার শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সরকার মহাশয়ের বাটীতে

অধিবেশন হইতে পারে এবং এজন্য তাঁহার অনুজ্ঞ (কায়স্থ সভার সভ্য) শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ সরকার ও শ্রীযুক্ত গণপতি বিদ্যারত্ন মহাশয় আগ্রহান্বিত আছেন। আগামী গুডফ্রাইডের বন্ধের সময় ৩রা ও ৪ঠা এপ্রিল লক্ষ্ণৌসহরে All India Kayastha Conference এর অধিবেশনের দিন স্থির হইয়াছে। কায়স্থ-সভার প্রতিনিধিগণ যাঁহারা সেখানে যাইবেন তাঁহারা সে সময়ে এখানকার বার্ষিক অধিবেশনে উপস্থিত হইতে পারিবেন না। গত পঞ্চদশ অধিবেশন কলিকাতায় চৈত্রসংক্রান্তির দিনে হওয়ায় অনেকে মফঃস্বল হইতে আসিতে পারিবেন না বলিয়া অনুযোগ করিয়াছিলেন। আগামী বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসে সুবিধামত দিনও আর নাই"। এ সম্বন্ধে অনেক আলোচনার পর রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয়ের প্রস্তাবে ও মৃণালবাবুর সমর্থনে অধিকাংশ সভ্যের মতানুযায়ী আগামী ৫ই ও ৬ই আষাঢ়, শনিবার ও রবিবার, বার্ষিক অধিবেশনের দিন নির্দ্ধারিত হইল।

৪র্থ প্রস্তাব। নূতন সভ্য নির্ব্বাচন। নগেন বাবুর প্রস্তাবে ও মৃণাল বাবুর সমর্থনে (১) শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি বসু এম্-এ বি-এল্, বৃন্দাবন পালের বাই লেন, শ্যামবাজার (২) শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ সিংহ, ২৩ কালীদাস সিংহের লেন (কলিকাতা)। শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র বসুর প্রস্তাবে ও বিনোদ বাবুর সমর্থনে (৩) শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ঘোষ বি-এ, ২১ বনমালী চট্টোর ষ্ট্রীট টালা (কলিকাতা) ১৲ টাকার সভ্য (৪) অধ্যাপক হরপার্ব্বতীকুমার মিত্র এম্ এস্-সি, ২২ বাগবাজার ষ্ট্রীট (কলিকাতা); এবং প্রচারক শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের প্রস্তাবে ও নগেন বাবুর সমর্থনে (৫) শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র সিংহ, অবসর প্রাপ্ত ন্যাডিশনাল ম্যাজিষ্ট্রেট, কুমিল্লা, (৬) শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রচন্দ্র বর্দ্ধন, কুমিল্লা, (৭) শ্রীযুক্ত রসময় দত্ত রায়—সভ্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

৫ম প্রস্তাব। বিবিধ। (ক) শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা মহাশয়ের ২৬শে ফাল্গুনের পত্র পঠিত হইলে, স্থির হইল যে, বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতি প্রভৃতির "সন্তোষকররূপে আপত্তি রহিত" নির্ব্বাচন প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না, মতভেদ হইয়াই থাকে এবং অধিকাংশের মতেই নির্ব্বাচন হইয়া থাকে। কায়স্থ-সভার বর্ত্তমান নিয়মানুসারে ভোটিং পেপারের দ্বারা অনুপস্থিত সভ্যগণের ভোট লইবার অধিকার সভার নাই, ইহা ঘোষ মহাশয়কে জানান হউক।

(খ) (বরিশাল) শোলকের 'কায়স্থ বান্ধব সমিতি'র সম্পাদক শ্রীযুক্ত শঙ্কর দাস মহাশয়ের পত্র উপস্থাপিত হইলে স্থির হইল যে, তাঁহাকে আগামী বৎসরের কায়স্থ-পত্রিকা অর্দ্ধমূল্যে পাঠান হইবে।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া রাত্রি ৭টার সময় সভা ভঙ্গ হয়।

সাক্ষর—শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু
সম্পাদক।

সাক্ষর—শ্রীমন্মথনাথ মিত্র
সভাপতি।

কায়স্থ-পত্রিকা

জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৭। } নবপর্য্যায় ১১শ খণ্ড ২য় সংখ্যা।

দাস-উপনাম, উপবীত ও কায়স্থ।

গৌড় বলিতেই বঙ্গদেশ ইহা সুপ্রসিদ্ধ। এই দেশ যে এককালে বৌদ্ধধর্ম্মে আকণ্ঠ মগ্ন ছিল উহা বুঝাইতে ঐতিহাসিক প্রমাণ প্রয়োগের আবশ্যক হয় না। বৌদ্ধধর্ম্ম বহু সনাতন হিন্দুধর্ম্মকে একরূপ গ্রাস করিয়া ফেলিবার প্রয়াস পাইয়াছিল। এই বঙ্গদেশে শঙ্করাচার্য্যের তিরোধানের পরবর্ত্তী কাল পর্য্যন্তও বৌদ্ধপ্রভাব অক্ষুণ্ণ ছিল। জনৈক চীন পরিব্রাজক বলিয়া গিয়াছেন যে কেবল বঙ্গদেশে দশ সহস্র বিহার ছিল এবং লক্ষাধিক ভিক্ষু ঐ সকল বিহারে বাস করিত। খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে অথবা ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথমে মুসলমানগণ ঐ সকল বৌদ্ধ বিহারগুলির ধ্বংস সাধন করে।

সাধারণ বিশ্বাস এইরূপ যে শঙ্করাচার্য্য ভারতবর্ষ হইতে বৌদ্ধধর্ম্মের মূলোৎপাটন করিয়াছিলেন। বাস্তবিক তাহা হয় নাই, হইবার উপায়ও ছিল না। কিন্তু তিনি অসাধারণ শক্তিতে দৃঢ়বদ্ধ বৌদ্ধধর্ম্মকে এমন ছাঁচে ঢালিয়া লইলেন যে উহাকে বাহির হইতে হিন্দুধর্ম্ম ছাড়া আর কিছু বলিবার উপায় রহিল না। তাই মুসলমানগণ যখন ভারতবর্ষে আধিপত্য লাভ করিল তখন তাহারা বৌদ্ধধর্ম্মের জন্মভূমিতে আসিয়াও বৌদ্ধ দেখিতে পাইল না। এত বড় একটা কাণ্ড করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই শঙ্কর অবতার বলিয়া গণ্য হইয়াছেন।

অষ্টম শতাব্দীতে শঙ্করাচার্য্যের আবির্ভাব হয়। এই সময়ে বঙ্গদেশ খাঁটি বৌদ্ধের দেশ। কেন না রাজতরঙ্গিণীতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, অষ্টম শতাব্দীর

মধ্যভাগে কাশ্মীররাজ ললিতাদিত্য, গৌড়পতিকে নিজরাজ্যে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া গিয়া হত্যা করিলে পর, গৌড়ীয়গণ উক্ত কার্য্যের প্রতিশোধ লইবার জন্য কাশ্মীরে যাইয়া রামস্বামী নামক রৌপ্যনির্ম্মিত নারায়ণ মূর্ত্তি ভাঙ্গিয়া দেয়। হিন্দুর পক্ষে নারায়ণ বিগ্রহ ভাঙ্গিয়া ফেলা অসম্ভব, সুতরাং তৎকালে যে গৌড়ীয়গণ বৌদ্ধ ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই।

এই বৌদ্ধবিপ্লবের মধ্যে হিন্দুধর্ম্ম মধ্যে মধ্যে এক একবার মাথা তুলিতেছিল। তাহার ফলে হিন্দুধর্ম্মে ও বৌদ্ধধর্ম্মে কতকটা মেলামেশী হইতেছিল। বৌদ্ধদিগের অধঃপতনের কয়েকশত বৎসর পূর্ব্ব হইতে তন্ত্রনামে এক নূতন সাধনা বৌদ্ধদিগের মধ্যে উদ্ভূত হয়। এই তান্ত্রিক সাধনা বঙ্গদেশকে এমনভাবে উদরস্থ করিয়াছিল যে অদ্যাপি ঐ তান্ত্রিক সাধনা বঙ্গদেশের অস্থি মজ্জার সঙ্গে জড়িত হইয়া রহিয়াছে। তন্ত্রের সাধনা শুধু বৌদ্ধ কেন জৈন ও হিন্দু সকলের মধ্যেই বেশ পসার প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছে। তন্ত্র হিন্দুর হাতে পড়িয়া নানারূপ ধারণ করিল। হিন্দুদিগের মধ্যে শৈব, বৈষ্ণব, শাক্ত প্রভৃতি এক এক সম্প্রদায় সৃষ্টি হইল। সঙ্গে সঙ্গে তন্ত্র সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে আদরণীয় হইয়া স্বীয় স্বীয় আচার প্রদর্শন করিতে লাগিল। এইরূপে বৌদ্ধদিগের তান্ত্রিক সাধনা হিন্দুদিগের মধ্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করিল। কিন্তু উহাদের সাধক ও শক্তি হিন্দুর দেবদেবীর নাম পাইল, বৌদ্ধ নাম লুপ্ত হইয়া গেল।

বঙ্গদেশের এই ধর্ম্মবিপ্লবের সঙ্গে বঙ্গীয় কায়স্থজাতির ইতিহাস ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত। সপ্তম শতাব্দ হইতে পঞ্চদশ শতাব্দের মধ্যে কায়স্থগণের জাতীয় জীবনের এক ভীষণ পরিবর্ত্তনের যুগ।

সপ্তম শতাব্দীতে (মতান্তরে দশম বা একাদশ শতাব্দীতে) আদিশূর বঙ্গে সিংহাসন অলঙ্কৃত করেন। তিনি হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী কায়স্থ ছিলেন। তাঁহার সময় বঙ্গদেশে হিন্দুর সংখ্যা বোধ হয় কম ছিল অথবা আদৌ ছিল না; ব্রাহ্মণও বোধ হয় ছিল না। কান্যকুব্জ হইতে যজ্ঞ করিবার জন্য তিনি পাঁচজন ব্রাহ্মণ আনাইয়াছিলেন। ইহাতে বোধ হয় যে তিনি বঙ্গদেশে হিন্দুধর্ম্ম প্রচারের চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার চেষ্টা তেমন ফলবতী হয় নাই। এমন কি তাঁহার দৌহিত্র বল্লালসেন প্রথমে বৌদ্ধ ছিলেন, পরে সিংহগিরি নামক জনৈক সন্ন্যাসী তাঁহাকে হিন্দুধর্ম্মে দীক্ষিত করেন ইহার প্রমাণ আমরা বল্লালচরিতের অষ্টম অধ্যায়ের দ্বিতীয় শ্লোকে পাইতেছি—

"নমোঽস্তু সিংহগিরয়ে প্রভবেঽদ্ভুতশক্তয়ে।
বল্লালভূপতির্নিন্থে মার্গে যেন সনাতনে॥"

গিরি পুরী প্রভৃতি শব্দ শঙ্করাচার্য্যের সম্প্রদায় বুঝাইয়া থাকে; সুতরাং শঙ্কর সম্প্রদায়ের কৃতিত্বেই বল্লালসেন শৈবধর্ম্ম গ্রহণ করেন।

প্রসঙ্গ ক্রমে দেখানো যাইতে পারে যে যাঁহারা বল্লালের কায়স্থত্ব সম্বন্ধে সন্দিহান তাঁহাদের সন্দেহ নিবারণের এই এক উপায় হইতেছে যে, ১৪৩২ শকাব্দায় আনন্দ ভট্ট বল্লালচরিত সঙ্কলন করেন, সুতরাং দেখা যাইতেছে বল্লালসেনের মৃত্যুর প্রায় চারিশত বৎসরের মধ্যে এই গ্রন্থ প্রণয়ন হয়; এই গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৩০ শ্লোকে বল্লাল নিজেকে ব্রহ্মক্ষত্র বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। আবার চতুর্থ অধ্যায়ে যোড়শ শ্লোকে বলিয়াছেন যে "কায়স্থঞ্চাপ্যকায়স্থং স্ফুরত্তমপিমাং মৃতং।" ইহাতে পাওয়া যাইতেছে যে কায়স্থ ও ব্রহ্মক্ষত্র একই জাতি। সুতরাং বল্লালের মৃত্যুর তিন চারি শত বৎসর পরেও লোকে তাঁহাকে কায়স্থ বলিয়াই জানিত; তিনি যে কায়স্থ ছিলেন ইহাতে সন্দেহ কি?*

বল্লালের সময় একাদশ শতাব্দ। এই সময়েও বঙ্গদেশে বৌদ্ধেরা খুব ক্ষমতাশালী ছিল। কিন্তু বল্লালসেন হিন্দু হওয়ায় তাহাদের প্রতিপত্তি খর্ব্ব হইতে থাকে। বল্লাল হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াই একটি প্রকাণ্ড যজ্ঞ করেন। তাহাতে ব্রাহ্মণ ও বহুজাতি কায়স্থগণকে কৌলিন্য সম্মানে ভূষিত করেন, অধিকন্তু ব্রাহ্মণগণকে যথেষ্ট ভূমিদান করেন। আমার মনে হয় এই যজ্ঞের ব্যাপারটি হিন্দুধর্ম্মত্যাগের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ কিম্বা পুনর্ব্বার হিন্দুধর্ম্মে আসিবার পরিচয়। এই যজ্ঞে যে কৌলীন্য সৃষ্টি হইল উহা ব্যক্তিগত; বংশগত করা হয় নাই। সম্ভবতঃ বৌদ্ধধর্ম্ম হইতে হিন্দুসমাজকে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যেই এই কৌলীন্যের প্রবর্ত্তনা হইয়া থাকিবে। কুলীনের লক্ষণ— "আচারো বিনয়ো বিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্থ দর্শনং। নিষ্ঠাবৃত্তি স্তপোদানং নবধাকুল লক্ষণং॥" এই নয়টি গুণ যাঁহার থাকিবে তিনিই কুলীন হইবেন, তিনি রাজার প্রিয় হইবেন। সুতরাং রাজসম্মানের দোহাই দিয়া বৌদ্ধধর্ম্ম হইতে ভদ্রসমাজ রক্ষা করা হইল। ইহার মধ্যে আর এক কথা হইতেছে যে ব্রাহ্মণগণ চিরকালই স্বধর্ম্মানুরাগী; তাঁহারা সহজে নিজ ধর্ম্ম ত্যাগ করিতে প্রস্তুত হন না। কিন্তু সে সময়ে বৌদ্ধধর্ম্মের স্রোত অত্যন্ত প্রবলভাবে বহিয়াছিল, বিশেষতঃ উহার তান্ত্রিক আচার এতই প্রলোভনের বিষয় হইয়া পড়িয়াছিল যে অনেক ব্রাহ্মণও বৌদ্ধ হইয়া

* আইন-ই-আকবরীতেও শূর, সেন ও পালবংশীয় রাজগণ কায়স্থ বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। গ্ল্যাডুইন-কৃত অনুবাদ দ্রষ্টব্য।

গিয়াছিলেন। সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ক্ষতি হইয়াছিল কায়স্থ জাতির। তাহারা চিরকাল প্রভুত্ব প্রয়াসী। এই দুর্ব্বলতার জন্য তাহারা অনেকেই বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সি, আই, ই মহাশয় দেখাইয়াছেন যে, প্রায় সকল কায়স্থই বৌদ্ধ হইয়া গিয়াছিল। কায়স্থগণ বৌদ্ধ বিহারের প্রধান হইয়াছিল, দেশ বিদেশে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করিতে গিয়াছিল, নানা বৌদ্ধ গ্রন্থ লিখিয়াছিল। তাঁহারা বৌদ্ধ রাজত্বের সময় সকল প্রকার প্রধান পদেই প্রতিষ্ঠিত ছিল, বৌদ্ধ জগতের গুরু হইয়াছিল। যতদিন বৌদ্ধ রাজত্ব ছিল ততদিন বেশ কাটিয়া গেল। কিন্তু যেই হিন্দুরাজত্ব হইল ব্রাহ্মণদিগের প্রভুত্ব বাড়িল। এই সময়টি একাদশ হইতে ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যবর্ত্তীকাল। কায়স্থগণ বৌদ্ধ হইয়া হিন্দুদিগের প্রতি যে অত্যাচার করিয়াছিল তাহার প্রতিশোধ ব্রাহ্মণগণ লইতে লাগিলেন। কায়স্থগণ বড় বিপদে পড়িল; তাহারা দেখিল গতিক বড় সুবিধা নয়; বৌদ্ধরাজত্ব গিয়াছে, তাহাদের প্রতিপত্তিও লোপ পাইয়াছে, এখন পুনর্ব্বার ক্ষমতাবান হইতে হইলে ব্রাহ্মণগণের আধিপত্য স্বীকার করিতে হয়। তাহারা তাহাই করিল; বৌদ্ধধর্ম্ম ছাড়িল; পুনর্ব্বার হিন্দু হইল।

ইতিমধ্যে ব্রাহ্মণসমাজে তন্ত্র বেশ পসার জমাইয়া লইয়াছে। তন্ত্র এখন হিন্দুধর্ম্মে পরিগণিত। অনেক ব্রাহ্মণ ঘোর তান্ত্রিক হইয়াছেন, অনেকে নিজেকে তান্ত্রিক নামে অভিহিত করিয়া গৌরবান্বিত হইতেছেন। আবার এই অবসরে অন্য দিকে হিন্দুদিগের মধ্যে বৈষ্ণবধর্ম্ম দেখা দিয়াছে। তাহাদের মধ্যে তন্ত্রের প্রভাব কম ছিল না। ব্রাহ্মণগণ বৈদিক আচার, উপনয়ন সংস্কার ত্যাগ করিলেন না বটে কিন্তু বৈদিক ও তান্ত্রিক আচার পাশাপাশি চালাইতে লাগিলেন। এই তান্ত্রিক বা বৈষ্ণব দুই ধর্ম্মের গুরুই ব্রাহ্মণ; যে সকল কায়স্থ এই সময় বৌদ্ধধর্ম্ম ত্যাগ করিল তাহারা এই বৈষ্ণবধর্ম্মের পক্ষপাতী হইল। এই বৈষ্ণবধর্ম্ম পঞ্চদশ শতাব্দীর চৈতন্য প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণবধর্ম্ম হইতে বিভিন্ন। ঐ বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রাণ হইতেছে "দাস শব্দ যুতং নাম মন্ত্রোযুগল সংজ্ঞকঃ।" (বিষ্ণুপুরাণ পাতালখণ্ড ৫১ অধ্যায় ২০ শ্লোক) যিনি বৈষ্ণব হইবেন তিনি নিজ নামের সহিত "দাস" এই শব্দ ব্যবহার করিবেন ও রাধাকৃষ্ণের যুগল মন্ত্র গ্রহণ করিবেন। এই বৈষ্ণবধর্ম্ম তান্ত্রিকধর্ম্ম অপেক্ষায় অধিক আধিপত্য লাভ করিয়াছিল; ইহারই ফলে পরবর্ত্তীকালে চৈতন্যদেব হরিধ্বনিতে বাঙ্গালা দেশকে মাতাইয়া তুলিতে পারিয়াছিলেন। কায়স্থগণের মধ্যে যাহারা বৌদ্ধধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া বৈষ্ণব হইল তাহারা স্বীয় স্বীয় নামের সহিত গুরুদত্ত 'দাস' শব্দ গ্রহণ করিল। ক্রমশঃ কায়স্থসমাজে বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রাদুর্ভাবে 'দাস' শব্দ কায়স্থগণের পদবী

সঙ্গে চলিতে লাগিল। কালে ঐ দাস শব্দ বিষ্ণুর দাস না বুঝাইয়া শূদ্রত্ব পরিচায়ক হইল।

এইরূপ ঘটিবার আরও একটু কারণ [illegible]। বঙ্গ[illegible]গণ বৌদ্ধধর্ম্মে প্রপীড়িত হওয়ায় কি ব্রাহ্মণ কি কায়স্থ সকল জাতির মধ্যে [illegible]ক [illegible]চার ব্যবহারের লোপ হইয়াছিল। কিন্তু ব্রাহ্মণগণ স্বীয় আভিজ[illegible] [illegible] উপবীত একেবারে ত্যাগ করেন নাই। পক্ষান্তরে [illegible]গণ অনেকেই বৌ[illegible] করিয়া উপবীত বিহীন হন এবং যাহারা হিন্দু ছিলেন তাহাদের অত্যধিক বৌদ্ধ সংসর্গ থাকায় ও নিজেদের সমাজবন্ধন অতিমাত্র শিথিল থাকায় তাহারা ক[illegible]ও উপবীত লইতেন কখনও বা লইতেন না এইরূপ চলিতে থাকে। ব্রাহ্মণগণও সমধিক দুর্দ্দশাগ্রস্ত থাকায় কায়স্থদিগের অনাচার তাঁহারা মানিয়া লন। পরে যখন হিন্দুধর্ম্মের পুনরভ্যুদয় হইল তখন ব্রাহ্মণগণ কায়স্থদিগকে তন্ত্রাচারে হিন্দু করিয়া লইলেন। ফলে উপবীত লইয়া উভয়পক্ষেই কোন কথা উঠে নাই। তন্ত্রোক্ত কার্য্যকালে ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ মধ্যে একত্র পান ভোজন চলিতে লাগিল। সমাজে কায়স্থগণের প্রভাব অক্ষুন্ন রহিয়া গেল। ব্রাহ্মণগণ রীতিমত কায়স্থদিগের পৌরোহিত্য করিতে লাগিলেন, তাহাদের দান লইতে লাগিলেন, তাহাদের গৃহে আহার করিতেও কুণ্ঠিত হইলেন না; সুতরাং উপবীত না থাকিলেও ব্রাহ্মণগণ তৎকালে তাহাদিগকে শূদ্র আখ্যায় অভিহিত করিলেন না। তাঁহারা কায়স্থগণকে দ্বিজবৎ বলিয়াই মানিয়া লইয়াছিলেন। এইরূপে কায়স্থগণের উপবীত সংস্কার পরিত্যক্ত হয়। প্রকৃতপক্ষে রঘুনন্দন স্বীয় নিবন্ধে "নন্দান্তাঃ ক্ষত্রিয়াঃ" বলিয়া বঙ্গীয় কায়স্থগণকে শূদ্র শ্রেণীতে ফেলিয়াছেন। কায়স্থগণ পূর্ব্ব হইতেই বৈষ্ণবত্বসূচক দাস শব্দ নামের সহিত ব্যবহার করিত, সুতরাং উপবীত-বিহীন হওয়ায় তাহাদিগকে শূদ্র বলিয়া পরিচিত করিতে কোন বেগ পাইতে হইল না। কিন্তু কায়স্থকে বেমালুম শূদ্র করিয়া ফেলিয়াও ব্রাহ্মণগণ বিপদে পড়িলেন। এতদিন কায়স্থের যজন যাজন প্রভৃতি করিয়াছেন, এখন তাহাকে খাঁটি শূদ্র বলিলে নিজেরাও যে শূদ্রাধম হইয়া যান সেইজন্য তাহাদিগকে, সৎশূদ্র— এই এক অভিনব নাম দিলেন। এইরূপ গোঁজামিল দিয়া আপনাদিগকে কোনরূপে বাঁচাইবার চেষ্টা করিলেন। পাকে চক্রে কায়স্থ শূদ্র বলিয়া অভিহিত হইল। বস্তুতঃ বৌদ্ধধর্ম্মের উৎপাতেই কায়স্থগণ উপবীতহীন হইয়াছে এবং বৈষ্ণবদলে মিশিয়াই দাস নাম গ্রহণ করিয়াছে।

শ্রীগণপতি সরকার বিদ্যারত্ন।

বোধখানার প্রাচীন কাহিনী।*

(শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র)

আমরা আজ এক ইতিহাস-প্রসিদ্ধ প্রাচীন পল্লীতে সমাগত হইয়াছি। যশোহর জেলাকে সমগ্র বঙ্গের সংক্ষিপ্তসার বলা যাইতে পারে এবং ইহা যে বঙ্গদেশীয় হিন্দু সমাজের কেন্দ্র স্বরূপ তাহাতে সন্দেহ নাই। কত সাধু সজ্জন, সুধী মনীষী এবং কৃতী সামাজিকের জন্মপুণ্যে এবং বাস-গৌরবে যে এই যশোহরের যশঃপ্রভা বহুবিশ্রুত হইয়াছে, তাহা বলিবার নহে। এই যশোহরের কেন্দ্রস্থলে, পূত-স্নিগ্ধ-নির্ম্মল-সলিল কপোতাক্ষের কূলে আমরা আজ বোধখানা গ্রামে উপস্থিত হইয়াছি।

একই নদীর দুই ধারা কপোতাক্ষ ও ভৈরব; একই স্থানের দুই নাম যশোহর ও খুলনা; উভয় নদীর প্রথমার্দ্ধ যশোহর এবং শেষাংশ খুলনায় প্রবাহিত রহিয়াছে। যে অংশ ধীর ও শান্ত স্বচ্ছ তাহাই যশোহর, যে অংশ অস্থির ও উদ্বেলিত তাহাই খুলনায়। উভয় জেলার সভ্যতার স্রোত এই উভয় প্রবাহের সঙ্গে সঙ্গে বাহিত; প্রবাহের পতনে দেশের পতন, দেশের স্বাস্থ্যহীনতা প্রায় অবশ্যম্ভাবী হইয়াছে, আবার প্রবাহের প্রবলতায় স্বাস্থ্য ও সবলতা জাগিয়া উঠিয়াছে। যাহা কিছু প্রাচীন গৌরবের চিহ্ন বা আধুনিক গৌরবের আদর্শ—সকলই এই উভয় নদের কূলে দর্শন-পথবর্ত্তী হয়।

আবার এই দুইটী নদের বিচার করিলে, কপোতাক্ষের সহিত বিশিষ্টভাবে যশোহরের এবং ভৈরবের সহিত বিশেষ ভাবে খুলনার যেন কিছু ঘনিষ্ঠতা দেখিতে পাওয়া যায়। কপোতাক্ষই যেন যশোহরের হৃদয়—দ্রবময়ী শক্তি; ইহারই কূলে অসংখ্য সমৃদ্ধ প্রাচীন পল্লী, প্রতিভা-মণ্ডিত মহাপুরুষের কীর্ত্তিকাহিনী অঙ্কগত করিয়া এখনও সমঙ্কিত রহিয়াছে। খাঁটি "যশুরে" লোকের হাবভাব, রীতিনীতি, বেশভূষা বা ভাষার ভঙ্গি প্রকৃত ভাবে এই কপোতাক্ষের কূলেই প্রত্যক্ষ করা যায়। এমন কি যশোহরের বৈশিষ্ট্য লইয়া কপোতাক্ষের শেষাংশ খুলনা দিয়াও প্রবাহিত হইয়াছে। কপোতাক্ষই উভয় জেলাকে এক করিয়া দিয়াছে, বঙ্গের মধ্যে ভাগ্যবতী ভাগীরথী ব্যতীত কপোতাক্ষের মত এমন গৌরববাহিনী প্রবাহিনী আর আছে কিনা সন্দেহ। বঙ্গের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সংবাদপত্র-সম্পাদক শিশিরকুমার, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ

* গত ১৯শে বৈশাখ রবিবারে বোধখানায় স্যার প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের শুভাগমন উপলক্ষে যে সভা আহূত হয়, ঐ সভায় শ্রীযুত সতীশচন্দ্র মিত্র কর্তৃক এই প্রবন্ধ পঠিত হয়।—"যশোহর"

কবি মধুসূদন এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রাসায়নিক পণ্ডিত প্রফুল্লচন্দ্র এই কপোতাক্ষ কূলেই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। ভক্তচূড়ামণি শিশিরকুমার, বহুভাষাবিৎ মাইকেল এবং দানবীর ও কর্ম্মবীর প্রফুল্লচন্দ্র এই পুণ্যবতী নদীর স্তন্য-পীযুষ পানে বাল্যলীলা সমাহিত করিয়াছিলেন; সম্পাদক ও সুলেখক মতিলাল, উপন্যাসিক হেমেন্দ্রপ্রসাদ স্বীয় স্বীয় সিদ্ধলেখনীর জ্বালাময়ী প্রতিভায় দেশ বিদেশে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। যশোহরের প্রকৃত প্রতিবিম্ব যাহার স্বচ্ছ সলিলে প্রতিফলিত হয়, আজ আমরা সেই তটশালিনী সুন্দর কপোতাক্ষীর কূলে প্রফুল্লচন্দ্রের পদতলে আসিয়া মিশিয়াছি। বীর্য্যবান ঔষধ যন্ত্রবলে দেহমধ্যে নিষিক্ত হইলে, তাহা যেমন শিরাপথে দ্রুত সঞ্চালিত হয়, ভগবান, প্রফুল্লচন্দ্ররূপে খুলনার বক্ষে যে শক্তি নিষিক্ত করিয়াছিলেন, তাহা আজ শিরার মত এই কপোতাক্ষের পথে অবশেষে বোধখানায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। দেশমাতৃকার যে সুযোগ্য পুত্রের সংরক্ষণ পথে আমাদের এতদঞ্চলে শিক্ষার ভাতি বিচ্ছুরিত হইয়া পড়িতেছে, যাহার অর্জ্জনের ফল লোক সেবায় উৎসৃষ্ট হইয়া অবিরত সুফল প্রসব করিতেছে, আজ তিনিই দয়া করিয়া তাঁহার পিতৃপুরুষের পুণ্যভূমিতে স্বাস্থ্য ও শিক্ষার সমুন্নতি সাধনের জন্য শুভাগমন করিয়াছেন। বোধখানা আজ ধন্য হইয়াছে। ধন্য পুরুষের কীর্ত্তিমাহাত্ম্যে বোধখানাত বহুদিন হইতেই ধন্য ছিল, যশোহর খুলনার ঐতিহাসিক রূপে তাহারই কিছু প্রাচীন কাহিনী শুনাইবার জন্য আমি আহূত হইয়াছি। আমার সম্বল সামান্য; যথাসাধ্য দুই একটি কথা বলিব।

বোধখানা বড় প্রাচীন পল্লী। কপোতাক্ষের কূলে কত পুরাতন পল্লী যে ম্যালেরিয়া রাক্ষসীর সাময়িক ভীষণ আক্রমণে বিধ্বস্ত ও বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছে, তাহার সংখ্যা নাই। এখনও বোধখানার শতচিহ্ন বর্ত্তমান এবং তাহা উহার প্রাচীনত্বের প্রবল সাক্ষী। প্রথমতঃ ইহার নামটীই বড় পুরাতন। নামটীর উৎপত্তি কিছু সন্দেহাত্মক। যদিও শুনিতে পাই চৈতন্যচরিতামৃতের হস্তলিখিত প্রাচীন টীকায় আছে যে,—বোধ = পুত্তলিকা এবং খানা = সেবা, অর্থাৎ যেখানে দেব-বিগ্রহের সেবা হয়, তাহাই বোধখানা। কিন্তু আমার নিকট এই অর্থ সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না। আমার মনে হয়, বোধখানা নাম বৌদ্ধস্থানের অপভ্রংশ, হয়তঃ প্রাচীন যুগে এই স্থানে কোন বৌদ্ধ মঠ বা বিহার ছিল। পরে পাঠান আমলের প্রারম্ভে উহা বিনষ্ট হয়। এখনও পাটবাড়ীর পাদদেশে এবং বাওড়ের ঘাটে ঘাটে বহু সংখ্যক ক্ষুদ্র বৃহৎ ভগ্ন প্রস্তর দেখা যায়; গঙ্গানন্দপুরের সন্নিকটে

মুনিপোতা বলিয়া যে স্থান আছে, তাহার সহিত বোধখানার কোন বৌদ্ধ সম্পর্ক প্রমাণিত হইতে পারে।

যাহা হউক, প্রধানতঃ দুইটী কারণে বোধখানা বিখ্যাত। বোধখানার পাটবাড়ী এবং বোধখানার ব্রাহ্মণ রায় ও কায়স্থ রায়চৌধুরী বংশ বোধ হয় এই স্থানকে বঙ্গের সর্ব্বত্র পরিচিত করিয়া রাখিয়াছে। শ্রীনিত্যানন্দ দেবের পার্ষদ ও সমসাময়িক সহযাত্রী যে দ্বাদশ জন ভক্ত, দ্বাদশ গোপাল বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছেন, তাহার মধ্যে প্রধান দুই গোপালের পাটবাড়ী এই যশোহর জেলায় আছে; সুন্দরানন্দ ঠাকুরের পাটবাড়ী মহেশপুরে এবং কানাই ঠাকুরের পাটবাড়ী এই বোধখানায়। চৈতন্যচন্দ্রোদয়ে আছে :—

পুরা চন্দ্রাবলীরাসীৎ ব্রজে কৃষ্ণপ্রিয়া পরা।
অধুনা চ গৌড়দেশে কবিরাজঃ সদাশিবঃ ॥

ব্রজে যিনি কৃষ্ণপ্রিয়া চন্দ্রাবলী, তিনিই কলিতে গৌড়দেশে আসিয়া সদাশিব কবিরাজ নামে বৈদ্যবংশে জন্মগ্রহণ করেন। এই সদাশিবের পৌত্র কানাই ঠাকুর। চৈতন্যচরিতামৃতে আছে :—

"সদাশিব কবিরাজ বড় মহাশয়,
ঠাকুর পুরুষোত্তম তাহার তনয়।
আজন্ম নিমগ্ন যেই নিত্যানন্দ গুণে।
নিরন্তর বাল্যলীলা করে কৃষ্ণসনে।
তার পুত্র মহাশয় শ্রীকান্ত ঠাকুর,
যার দেহে রহে কৃষ্ণ-প্রেমামৃত পুর।"

(বসুমতী-সংস্করণ ৪৫ পৃঃ)

পুরুষোত্তম ঠাকুর সুখ-সাগরে বাস করেন। সেখানে তাঁহার বসতি স্থান এখনও গোঁসাইচর বলিয়া কথিত হয়। ঐ স্থান অনেককাল বোধখানার গোস্বামী-গণের অধিকারে ছিল, তাহারা উহা আলস্য বশতঃ ত্যাগ করায় বিরাট বলাগড়ের গোস্বামিগণ দখল করিতেছেন।

পুরুষোত্তমের পুত্র কানু বা কানাই ঠাকুর এই বোধখানায় বাস করেন। শুনা যায় মহাপ্রভু নীলাচল যাইবার পূর্ব্বে এইপথে এইস্থানে আসিয়া হরিহর নদ পার হইতে অনেক কষ্ট পাইয়াছিলেন। কানু ঠাকুর মহাপ্রভুর সহিত নীলাচলে যান। তথায় মহাপ্রভুর অন্তর্ধান হওয়ার পর তিনি সুখসাগরে ফিরিয়া আসিয়া দেখেন, তাঁহার বাসস্থান গঙ্গাগর্ভে গিয়াছে। তখন তিনি প্রত্যাদেশে বোধখানায় শ্রীপাট

স্থাপন করেন। কানুর পৌত্র কৃষ্ণরাম যোগসিদ্ধ পুরুষ, তাঁহার পৌত্র গৌরচন্দ্র বাচস্পতি প্রসিদ্ধ দার্শনিক পণ্ডিত। গৌরচন্দ্রের পৌত্র রঘুনাথের বহু হস্তলিখিত পুথি পাটবাড়ীতে আছে। রঘুনাথের পুত্র মন্মথনাথ এখনও জীবিত। কানু হইতে আরম্ভ করিয়া ৯ পুরুষ বসতি হইয়াছে। ১৫৩৩ খৃঃ অব্দের পর কানু বোধখানায় বাস করেন, তখন হইতে ৯ পুরুষের ৩৮৭ বৎসর অতীত হইয়াছে। কানাই ঠাকুরের বিগ্রহের নাম প্রাণবল্লভ। ফাল্গুনী শুক্লাপঞ্চমীর দিনে প্রাণবল্লভের দোল-যাত্রা উপলক্ষে বহু ভক্তযাত্রীর সমাগম হয়। প্রাণবল্লভ যে এখনও প্রত্যক্ষ দেবতা, তাহার পরিচয় ও প্রমাণ আছে।

প্রাণবল্লভ ব্যতীত গোপীচাঁদ ও সন্ন্যাসী ঠাকুর বিগ্রহের আরও দুইটী পাটবাড়ী বোধখানায় আছে। প্রত্যেক পাটবাড়ীতে অনেক শ্রীনারায়ণশিলা ও অন্যান্য বহু বিগ্রহ পূজিত হন।

বোধখানার দ্বিতীয় খ্যাতি কায়স্থ রায়-চৌধুরী বংশ। যদিও ব্রাহ্মণ-সমাজভুক্ত সুরাই মেলের মুখোপাধ্যায় বংশীয়েরা রায় উপাধিধারী ছিলেন এবং তাহারা নানাস্থানে গিয়া এখনও 'বোধখানার রায়' বলিয়া সম্মানিত হন, তবুও বোধখানার চৌধুরী বলিতে মৌলিক দেববংশীয় মৌদ্গল্য গোত্রীয় কায়স্থগণকেই বুঝায়। শোভাবাজার-রাজবংশের স্যার রাধাকান্ত দেব প্রমুখ স্বনামধন্য ব্যক্তিগণ বোধখানার চৌধুরী বলিয়া পরিচয় দিতে গর্ব্বিত হইতেন। আমাদের স্যার প্রফুল্লচন্দ্র রায় জগতের সমক্ষে এই পুরাতন বংশেরই মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন। বোধখানার চৌধুরী নামে পরিচিত, এই মৌলিক দেববংশ এতদঞ্চলে বড়ই প্রাচীন এবং তাহাদের ইতিহাস নানাবিধ রহস্যপূর্ণ। আমি সংক্ষেপে তাহাদের একটু পুরাতন কথা বলিব। নানাকুলগ্রন্থ হইতে জানা গিয়াছে যে, অতি পূর্ব্বকালে দেববংশীয় ক্ষত্রজ কায়স্থগণ হরিদ্বার প্রভৃতি স্থান হইতে আসিয়া বঙ্গের তদানীন্তন রাজধানী কর্ণসুবর্ণে বাস করেন। কর্ণসুবর্ণের রাজা কর্ণসেনের নির্দ্দেশ মত দেববংশীয় শাণ্ডিল্য, মৌদ্গল্য, বাৎস্য, পরাশর, ভরদ্বাজ, ঘৃতকৌশিক ও আলম্যান এই সপ্ত গোত্রে বিভক্ত হন। তন্মধ্যে শাণ্ডিল্য গোত্রীয় দেবগণ কুলনায়ক ছিলেন, এবং তাহারা কণ্টকদ্বীপে রাজ্যস্থাপন করেন। তদ্বংশীয় দনুজমর্দ্দনদেব চন্দ্রদ্বীপের রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। বারভূঞার অন্যতম কেদার রায় ঘৃতকৌশিক গোত্রসম্ভূত। মৌদ্গল্য গোত্রীয় দেবগণ প্রথমতঃ সপ্তগ্রামে বাস করিতেন, পরে তথা হইতে যশোহরে আসেন। কেহ কেহ বলেন, সমতটের অন্যতম প্রাচীন রাজধানী বারবাজারে তাহাদের পূর্ব্বনিবাস ছিল। বারবাজারের একাংশে শ্রীরাম রাজার

গড়বাড়ী ও দীঘি এখনও বর্ত্তমান আছে, কিন্তু তিনি যে এই বংশীয় ছিলেন, তাহার বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ নাই। তবে এই বংশীয়েরা যে সদর্পে একদা বোধখানায় বাস করিয়াছিলেন, তাহার বিশিষ্ট প্রমাণ আছে। কথিত আছে, হরিদেব গোস্বামী এই বংশের আদিপুরুষ, তাঁহার অষ্টম অধস্তন পীতাম্বর খাঁ। ইনি স্বজাতিসেবায় ও দানপুণ্যে ধন্য হইয়া "ধন্য পীতাম্বর" আখ্যা পাইয়াছিলেন। এখনও বোধখানার চৌধুরীগণ যে যেখানে আছেন, ধন্য পীতাম্বরের সন্তান বলিয়া পরিচয় দেন। পীতাম্বর নবাব সরকারে উচ্চ রাজকার্য্যে খাঁ উপাধি পান। তাহার অধস্তন পঞ্চম বা ষষ্ঠপুরুষ নীলাম্বর খাঁ ও শ্রীরাম খাঁ। কেহ কেহ বলেন, শ্রীরাম খাঁ প্রতাপাদিত্যের বিরুদ্ধে প্রেরিত ২২ ওমরাহের অন্যতম। এই শ্রীরাম খাঁই বারবাজারের শ্রীরাম রাজা কিনা জানা যায় না। শ্রীরাম খাঁর পুত্র কমলনারায়ণ। তৎপুত্র কন্দর্প, গন্ধর্ব্ব ও কংসনারায়ণ, ইহাদের মধ্যে রাজ্য বিভাগ হইয়া যায়। কংসনারায়ণ হলদা পরগণার জমিদারী ও রাজা খেতাব পান। এখনও বোধখানার পশ্চিম দিকের মাঠকে 'গড়ের মাঠ' বলে এবং তথায় একটী ঢিপি 'রাজা কংসনারায়ণের গড়বাড়ী' বলিয়া প্রদর্শিত হয়। উহারই পার্শ্বে "বসুর কুড়ে" ও বাওড়ের পার্শ্বে হারুমিত্রের ঘাট আছে। সম্ভবতঃ কংসনারায়ণের সময় হইতে এখানে ঘোষ, বসু, মিত্র প্রভৃতি কুলীনদিগের বসতি হয়। কিছুদিন পরে কংসনারায়ণ কয়েক মাইল দূরে ঝুমঝুমপুরে গিয়া বসতি করিয়া তাহার নাম রাখেন গঙ্গানন্দপুর; তথায় তাহার বংশীয়গণ এখনও বাস করিতেছেন। কংসের দুই পুত্র, রাঘবেন্দ্র ও রত্নেশ্বর। রাঘবেন্দ্রের বংশীয়গণ গঙ্গানন্দপুরে থাকেন এবং রত্নেশ্বর উঠিয়া গিয়া যশোহরে সন্নিকটে নওয়াপাড়ায় বসতি করেন। তথায় তাহার বংশীয় কালীকান্ত ও রতিকান্ত প্রভৃতি প্রবল প্রতাপান্বিত জমিদার হইয়াছিলেন।

ধন্য পীতাম্বরের অধস্তন পঞ্চমপুরুষ শিবদাস চৌধুরী চাঁচড়ারাজ ভবেশ্বর রায়ের নিকট হইতে মলই পরগণার জমিদারী পান। শিবদাসের বংশধর কমলাকান্ত হরিচালিতে বাস করেন, তিনি বাড়ী করার জন্য মলই পরগণার জমিদারী ১৬৯৯ খ্রীষ্টাব্দে চাঁচড়ার মনোহর রায়ের নিকট বিক্রয় করেন। কেবলমাত্র নিষ্কর অংশ নিজ অধিকারে রাখেন। কমলাকান্তের ভ্রাতুষ্পুত্র রামকৃষ্ণ সেই নিষ্কর অংশে বুরহানপুর গ্রামে বাস করেন, যে অংশে তিনি বাস করিতেন উহাই রায়েরআলি বা রায়ের বসতি বলিয়া কথিত হয়। এই 'রায়েরআলি' হইতে অপভ্রংশে রাড়ুলি হইয়াছে। রামকৃষ্ণের পৌত্র শিবচন্দ্র বঙ্গের নায়েব দেওয়ান রেজাখাঁর মুন্সী ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র মাণিকচন্দ্র ঐ পদ পান এবং

যশোহরে প্রতিষ্ঠিত হন (১৮০০)। তৎপরে মাণিকচন্দ্রের পুত্র আনন্দলাল ১৮৬২ পর্য্যন্ত ঐ পদে চাকরী করেন। আনন্দলালের পুত্র হরিশ্চন্দ্রই আমাদের স্যার প্রফুল্লচন্দ্রের পিতা।

এখনও হরিচালি, চণ্ডীপুর, উত্তরপাড়া প্রভৃতি নানাস্থানে এবং কলিকাতায় শোভাবাজারের রাজবংশরূপে এই দেববংশীয়েরা নানা বিদ্যা ও সমৃদ্ধি গৌরবে বংশ-মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন।

কংসনারায়ণের ভ্রাতা কন্দর্প ও গন্ধর্ব্বনারায়ণের বংশীয়গণ এখনও বোধখানায় বাস করিতেছেন। তন্মধ্যে অদ্যকার সভা যিনি আহ্বান করিয়াছেন, সেই শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী মহোদয়ের নাম এবং কংসনারায়ণের বংশধর গঙ্গানন্দপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত আশুতোষ রায় চৌধুরী ও তাঁহার কৃতবিদ্য পুত্রগণের নাম সমধিক উল্লেখযোগ্য। বোধখানার চৌধুরীগণ নানাস্থানে বাস করিয়া কায়স্থ-সমাজের নববিধ কুলীনের সহিত আদান প্রদান সূত্রে সম্পর্ক স্থাপন করিয়া খ্যাতিলাভ করিতেছেন এবং কায়স্থ কুলীন সমাজের একজাই করিয়া সামাজিকগণের নিকট মালাচন্দনের অধিকারী হইয়াছেন।

আজ আমরা সেই চৌধুরী বংশের পূর্ব্বনিবাস বোধখানায় উপস্থিত হইয়াছি। নদী মরে, কিন্তু রেখা থাকে। উচ্চ বংশের সমৃদ্ধি বিলুপ্ত হয়, কিন্তু উচ্চ হৃদয়ের অভিব্যক্তি বিলুপ্ত হয় না। আজ আমরা সকলে তাঁহাদের আদর আপ্যায়নে ও সৌজন্যে সেই উচ্চ বংশেরই শতচিত্র লক্ষ্য করিতেছি। আর আশা করিতেছি, যে বংশগৌরবের চৌম্বক আকর্ষণে আচম্বিতে স্যার প্রফুল্লচন্দ্র তাঁহার পিতৃপুরুষের আদি নিবাসে সমাগত হইয়াছেন, তাঁহার অলোকসামান্য শক্তি ও অযাচিত করুণার ধারায় এই তীর্থভূমির গৌরব বর্দ্ধিত করিয়া যাইবেন।

বৃদ্ধের পত্র।

চিরজীবেষু

ভায়া ভাল জিজ্ঞাসা করিয়াছ। 'ভূত' শব্দ আমরা মৃত ব্যক্তির আত্মার ছায়া বলিয়া ব্যবহার করিয়া থাকি। সেখানে তৎশ্রেণী প্রেত দানব দৈত্যাদিতে পূর্ণ। ভূঃ শব্দার্থ ব্যাকরণে জন্মাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়। ক্রমে ভূঃ শব্দ অগ্নিবীজ বলিয়া গণিত। যথা নিত্যহোমে ও বলিবৈশ্বদেবে "ভূঃ স্বাহা

ইতি অগ্নয়ে" "ভুবঃ স্বাহা ইতি বায়বে" "স্বঃ স্বাহা ইতি সূর্য্যায়" "নিরুক্ত-কারেরা বলেন ভূঃ অগ্নি এইজন্য পৃথ্বীস্থ দেবতা, ভুবঃ বায়ুহেতুক মধ্যস্থানীয় দেবতা ও স্বঃ সূর্য্য জন্য স্বর্গস্থানীয় দেবতা।

পূর্ব্বতন প্রায় ব্রাহ্মণ মাত্রেই নিত্য-ব্যবহার হেতু এ সমস্ত বিষয় বিশেষ অবগত ছিলেন—তাঁহাদের আমলে Text-Book Committeeর আবশ্যক ছিল না ও গ্রন্থপ্রণেতাদের গ্রন্থ পাঠ্য-পুস্তক বলিয়া অর্থোপার্জ্জনের বুদ্ধিও ছিল না। তাহা হইলে পুরাণ ও তন্ত্রবর্ণিত তীর্থ অরণ্যপর্ব্বতাদির অক্ষাংশাদি অবধারিত করিয়া Geography লিখিয়া যাইতেন। এই নিদানে বর্ত্তমান যুগে এক নামধেয় একাধিক তীর্থ, পর্ব্বত ও নদী দেখা যায়। তমসানদীতীরে ভগবান্ বাল্মীকির আশ্রম—বর্ত্তমান যুগে Tons তমসা?। নদী দক্ষিণ পর্ব্বতশ্রেণী হইতে বহির্গত হইয়া প্রয়াগ ও বিন্ধ্যাচলের মধ্যবর্ত্তী ভাগীরথীপ্রবাহে মিলিয়াছেন। সরস্বতীসাগরসঙ্গম প্রভাসতীর্থ; এখন প্রভাস-তীর্থ রাজপুতানার মধ্যে অবস্থিত। হয়ত এক কালে দক্ষিণ সমুদ্র উক্ত প্রদেশে বহিতেছিল। রাজমহল ৪।৫ শতবর্ষ মধ্যে দক্ষিণসমুদ্র হইতে সুদূর হইয়াছে। হয়ত কোন কালে চট্টগ্রামের উক্ত পর্ব্বতশ্রেণীর মধ্যে বঙ্গদেশ জন্মায় নাই। কালে অঘাট ঘাট হয় ও ঘাট অঘাট হয়। এখন আমরা বিন্ধ্যাচল-তীর্থ ভাগীরথীর দক্ষিণতটে দেখি। গঙ্গা (এখানে গঙ্গাশব্দে বৈয়াকরণার্থে গতিশীল জলপ্রবাহ নদী মাত্র বোধ্য)। পূর্ব্বে এস্থান হইতে ৫।৭ দশ ক্রোশ উত্তরে চেতগঞ্জের পুকুরের গর্ভ ছিলেন—ঐ স্থানে (রামনগর কাশী) পূর্ব্বতন পুরুষ চেৎসিংহ জলাশয় খননকালে জাহাজের মাস্তুল, লৌহ নোঙ্গর ও প্রকাণ্ড লৌহময় গোলা পাইয়াছিলেন। তোমাদের নিকটে ভায়া এখনও রাজপুর মালঞ্চ বারুইপুর অঞ্চলে—"ঘোষের গঙ্গা" "বোসের গঙ্গা" ইত্যাদি খনিত পুষ্করিণীর নাম দেখা যায়। সনাতন প্রথা গঙ্গাতীরে শবদাহ ও মুমূর্ষু স্থাপন; "অর্দ্ধং নারায়ণক্ষেত্রে অর্দ্ধং কারণবারিণা" ইত্যাদি ব্যবস্থা সেই খনিত পুকুরধারেই হইয়া থাকে। স্মার্ত্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য জনপ্রবাদের ভয়ে ফল্গুনদীর দৃষ্টান্তে "অন্তঃসলিলবাহিনীত্বাৎ" গঙ্গাত্ব স্থাপন করিয়াছেন। ৪০ বৎসর পূর্ব্বে বা ২০।২৫ বছর আগেকার শ্রীরামপুরের (রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আদেশানুসারে গণিত) আর্য্যপাঁজিতে "গঙ্গাস্থিতিবর্ষে ৪০, পরবর্ষে ৩৯, পরবর্ষে ৩৮ এই অনুসারে লিখিত ছিল ও তাহার প্রমাণ স্বরূপ এই বচনটী উদ্ধৃত হইত—"দশবর্ষ সহস্রাণি বিষ্ণুস্তিষ্ঠতি মেদিনী। তদর্দ্ধং জাহ্নবীতোয়ং তদর্দ্ধং গ্রাম্যদেবতা।" যখন পাঁজির মতে গঙ্গার স্থিতিকাল

৫৭ বছর রহিল অর্থাৎ যখন কলিগতাব্দা ৪৯৫৫ বছর হইল, তখন পাঁজিকর্ত্তারা—সুর বদলাইলেন—বলেন ঐ বচন "অন্তিমে কলৌ"।

যেমন বিন্ধ্যাচলের পাণ্ডা মহারাজারা বলেন, "সম্প্রাপ্তে তু কলৌ কালে বিন্ধ্যা-চলোত্তরে স্থিতাঃ। ব্রাহ্মণাঃ যজ্ঞরহিতাঃ জ্যোতিঃশাস্ত্রপরাংমুখাঃ"॥ অনুমান এ শ্লোক গঙ্গার অপরতীরবাসী ভাদ্রোহী পরগণায় ব্রাহ্মণবিষয়ক। আর প্রামাণ্য স্বরূপ বলেন, "বিন্ধ্যস্য দক্ষিণে ভাগে যত্র গোদাবরী স্থিতা। তত্র বেদাশ্চ যজ্ঞাশ্চ ভবিষ্যন্তি কলৌ যুগে"। তাইতো দক্ষিণী ব্রাহ্মণেরা সাগ্নিক ও বেদপাঠী।

আবার ভায়া! মজার কথা এই যে, সহ্যাদ্রিমাহাত্ম্যে কথিত আছে—যে পরশুরাম প্রভু পিতৃআজ্ঞায় মাতৃহননের পাপস্খলন উদ্দেশে কপালমোচনাদি তীর্থ ও লৌহিত্য ব্রহ্মপুত্রে স্নানাদি করিয়া ও মনঃশোচনা পাইয়া তাৎকালিক ব্রাহ্মণদিগকে সসাগরা পৃথিবী দান করিলে প্রতিগ্রহে কঠোর হৃদয়ভূত ব্রাহ্মণেরা তাঁহাকে প্রদত্ত পৃথিবী ত্যাগ করিতে বলিলে তিনি বিন্ধ্যপর্ব্বতে দাঁড়াইয়া—বাণ দ্বারা সমুদ্রকে দক্ষিণে হঠাইয়া দিয়া বর্ত্তমান Peninsula উদ্ধার করেন ও মহাদ্রিপর্ব্বতমালায় সাগরাগত ধীবরাদিকে যজ্ঞোপবীত ধারণ করাইয়া ব্রাহ্মণ করেন। সেই কারণে তাঁহাদের বংশধরেরা স্বীয় কুলকলঙ্ককারী সহ্যাদ্রিমাহাত্ম্য পুঁথী যাহা পাইলেন তাহা নষ্ট করিলেন।

ভায়া! এ সমস্ত প্রবাদের অবশ্য পার্থিব মূল্য আছে। ভূতত্ত্ববিদেরা বলিতে পারেন যে কত পূর্ব্বে সাগর বিন্ধ্যপর্ব্বতের দক্ষিণ পর্য্যন্ত অধিকার করিয়াছিলেন। মোটামুটী আর্য্যাবর্ত্তের definition তো এই "আসমুদ্রাত্তু বৈ পূর্ব্বাৎ আসমুদ্রাত্তু পশ্চিমাৎ। হিমবৎবিন্ধ্যয়োর্মধ্যে আর্য্যাবর্ত্তমিতি স্মৃতঃ।" Such was the tradition. নারদ উভয় দিকেই তো বিন্ধ্যপর্ব্বতের সীমা সাগরজল। আমরা বালককালে সামান্য ইঞ্জীরী কপ্‌চাইয়া আত্মাভিমানে তৎকালীন প্রবাদ প্রাচীন বাক্য অগ্রাহ্য করিয়াছি—ভায়া এখন যত বৃদ্ধ হইতেছি ক্রমে যেন তৃতীয় চক্ষু উন্মীলিত হইতেছে। এখন যেন বোধ হয় পূর্ব্বপুরুষেরা একান্ত মূর্খ ছিলেন না। যাহা সহস্রাধিক বর্ষের পূর্ব্ব হইতে জনপ্রবাদে চলিয়া আসিতেছে, তাহা নিতান্ত অমূলক নহে।

তবে ভায়া ইহাও বলিতে বাধ্য হইতেছি—যে তা' বলে 'অগ্নিবাণ' শব্দে "বন্দুক বাণ" বুঝিতে পারি না! বারুদ "Gun-powder", Dynamite, Gun cotton ইত্যাদিই যে সেই আকারে শাস্ত্রীয় কালে ব্যবহৃত হইত, তাহাও বলিতে পারা দুঃসাহস বটে। সূত্রের অগ্রভাগ লইয়া দীর্ঘচ্ছন্দের কাল্পনিক মালাগাঁথা আকাশ-

কুসুম দ্বারা সম্পাদিত হইতে পারে। ব্যস্ততানিবন্ধন ঘুণাক্ষর দৃষ্টিতে এক কালে সমগ্র রামায়ণ সৃজন একান্ত কবিত্বমাত্র তাহাতে ঐতিহাসিক ইতিবৃত্তের অভাব। প্রাকৃতিক নৈসর্গিক নিয়মাদি সর্ব্বদাই তদ্গতচিত্ত হইয়া বিশেষ আলোচন প্রয়োজন। যত পৌনপুনঃ বিচারও বিলোড়িত হইবে যতই মথিবে, ততই অমৃতলাভ হইবে। খোট্টারা বলে—"ঘোমন্ত বিদ্যা আর খোদন্ত পানি"। কোন বিষয় একবার পাঠে তাহার প্রকৃত মর্ম্মার্থ অবগমন হয় না।

ধাতু মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কাঞ্চনই গণ্য, ইদানীং বহুমূল্য নিদানে কাঞ্চন সুবর্ণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ অপর ধাতু দেখা যায়। শাস্ত্রে বলে অগ্নির প্রথম সন্তান সুবর্ণ-হিরণ্য—এটি শ্রৌতমূলক। স্থানান্তরে বর প্রার্থনা ব্যাপারে অগ্নি হইতেই ধন, সূর্য্য হইতে আরোগ্য, শঙ্কর শিব মহাদেব হইতে জ্ঞান ও ভগবান্ বিষ্ণু হইতে মুক্তি-লাভ হয়। কেবল শব্দার্থ জ্ঞানে ইহার মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম হয় না। Hygine স্বাস্থ্য সৌরকিরণসাধ্য; তাই ভাস্কর হইতে আরোগ্যলাভ। দেবদেব মহাদেবের দোহাই দিয়া প্রায় তন্ত্রাদি শাস্ত্র গঠিত, তাই সেই সূক্ষ্ম কূট mystic শাস্ত্রপ্রণেতা মহাদেব।

ভায়া! যাহা লিখিলাম, তাহার বাক্যগত অর্থ করিলে অনর্থ হওয়াই সম্ভব। সুতরাং ইহাই অনুগম্য যে সমস্ত তন্ত্রশাস্ত্র মহাদেবের ভণিতা দিয়া পণ্ডিত কর্ত্তৃক প্রণীত। মহাদেব হিমাচলাধিষ্ঠিত দেবতা; তাঁহার মূর্ত্তি, রৌদ্র ও সৌম্য; তাই শ্রুতিতে পঠিত—"যা তে রুদ্র শিবাতন অঘোরা পাপনাশিনী" ইত্যাদি। অপিচ তন্ত্রশাস্ত্র আদৌ তিব্বত তারপর নেপাল হইতেই হিমাচলপাদস্থ দেশে অর্থাৎ বঙ্গে প্রচারিত হয়। দেখা যায় তন্ত্রশাস্ত্র নেপাল-বঙ্গ-মূলক। বর্ণোদ্ধার প্রণালীতে বঙ্গীয়াক্ষরই সিদ্ধ হয়। পাশ্চাত্য দেশে প্রচলিত নাগরাক্ষরের সাদৃশ্য অনুমিত হয় না। ত্রিকোণ 'ক' বঙ্গীয়াক্ষর। তবে মৌলিক সম্পর্ক উভয়াক্ষরেই লক্ষিত।

এখন জিজ্ঞাস্য এই, যদি সমস্ত ধাতুই এক পদার্থ, তবে হিরণ্য দেবপ্রিয় আর রজত পিতৃপ্রিয় কেন? আবার দেবতাদের মধ্যে দেবদেব মহাদেব রজতময় পাত্রে প্রীত হন কেন? দেবতাদিগের অর্ঘ্যপাত্র ঔডুম্বর ধাতু নির্ম্মিত—যাহা সাধারণে তাম্রকোশা তাম্রকুশী তাম্রপাত্র ব্যবহার করে। ঔডুম্বর শব্দনিরুক্ত ধাতু হইতে আবরণ আচ্ছাদন ঢাকা। ইহা কি আচ্ছাদিত বা আবৃত সুবর্ণ! সম্পন্ন মহাত্মারা তাম্রপাত্র স্থানে হিরণ্য অভাবে রজত-পাত্রাদি ব্যবহার করিতেন। অল্পদৃষ্টি আমরা যৌবনে সেই ব্যবহারে দোষারোপ করিয়া বলিতাম রজত-পাত্র পিতৃকর্ম্মে প্রশস্ত, দৈবে হিরণ্য। কিন্তু যেমন

মহাদেব—অবশ্য জ্ঞানময়। তাম্র আচ্ছন্ন হিরণ্য ও রজত শুভ্র হিরণ্য। তাঁহার বীর্য্য "পারদ" শব্দে অভিহিত। "পারা" হইতে সোনা করা কেহ দেখিয়া থাকুন বা না দেখিয়া থাকুন—এ প্রবাদ সনাতন ধারাবাহী হইয়া চলিয়া আসিতেছে। শব্দশক্তিপ্রকাশে যে ধাতু দ্বারা পার, অপর পার—স্বর্গ—অমৃতত্ব লাভ হয় তাহাই "পারদ"। এই প্রক্রিয়ার প্রথম অধ্যেষণা পারদ তরল ধাতুকে সচারলোষ্ট্রবৎ আকারে পরিণত করার উপায়ে কএকটী ওষধি উদ্ভিদ্ গণিত হয়। পারদ-নির্ম্মিত শিবপূজার প্রশংসা পূর্ব্বপুরুষদিগের প্রমুখাৎ শোনা গেছে। আমার ৺মাতামহ নিত্য মৃত্তিকায় পার্থিব শিবপূজা করিতেন না, পরন্তু নিত্য পারদের পার্থিব শিবলিঙ্গ গঠন করিয়া পূজিতেন। পারদ-নির্ম্মিত পার্থিবেশ্বর একটি বিকৃত কথা 'সোণার পাথর বাটী' "রূপার তাম্রকুণ্ড" সেই প্রণালীতে আকাশ-কুসুম সাধিত হইতে পারে। (আকাশ শূন্য ও কুসুম পুষ্প উভয় ভাবের মানসিক একীকরণ। আকাশ কুসুম "সুখপুষ্প" শশবিষাণতুল্য নহে বন্ধ্যাপুত্রও নহে। আকাশকুসুমের মূল আকাশেই ন্যস্ত। শূন্য মধ্যে কুসুম জ্যোতিঃ—বিকাশ মরীচিকাতুল্য—অভাবের সদ্ভাব—ইহার সৎত আছে। পরন্তু শশের বিষাণ কল্পনামাত্র, ইহাতে সৎত্ব নাই। ইহা বন্ধ্যার পুত্রত্ববৎ।) সুবর্ণ পাত্রে তেজোবৃদ্ধি হয়, তাই Lord Bacon প্রত্যহ হিরণ্যধৌত পান করিতেন। এখনও অনেকে গাঙ্গা সোণা জলে দিয়া তাহা পান করে।

এদিকে রৌপ্যপাত্রে আয়ুর্বৃদ্ধি হয়। আয়ুর্বৃদ্ধি অবশ্য বংশপ্রবাহ জারি থাকিলে পিতৃদিগের স্মৃতি জাগ্রত থাকে। পিণ্ডতর্পণাদি তো আছেই। তেমনি গব্যরসে তেজ বৃদ্ধি; তেজবর্দ্ধনে দেবপ্রিয় (মাহিষ্ ক্ষীর ও মাহিষঘৃত অপথ্য গুরুত্বাৎ না অপর কারণ? গব্যঘৃতে সুগন্ধ ও স্বাদুত্ব আছে। মাহিষে তাহার পরিবর্ত্তে একটি মাহিষ দুর্গন্ধ লক্ষ্য হয়। একটি প্রাচীন ইংরাজী বই হইতে গাভিবিষয়ক এই কএক পংক্তি তুলিয়া দিতেছি, ইহাতেই ভায়া বুঝিবে যে কিজন্য গাভি এত ভারতে পূজ্য; এটি কেবল ভারতবাসীদের কথা নহে, ইহা বিলাতবাসীদের প্রাচীন গাঁথা।

If civilised people were ever to lapse into the worship of animal, the cow would certainly be this chief goddess.

পরন্তু শাস্ত্রে গাভির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা রুদ্র—"রৌদ্রং গবি" শ্রুতি ফলে রৌদ্রে গাভি সুখী থাকে। আর মহিষের দেবতা যম—আকারেও যমরূপ। আর্না মহিষ যদি দেখে থাকো তো বুঝিবে। তোমাদের মেদিনীপুর জেলায় হিজলী-দেবত্তর "নাকুয়া

মুটা” “আনল বাড়িয়া” প্রভৃতি তালুকে পূর্ব্বে যথেষ্ট আরণ্য মহিষ ছিল। মহিষী ক্ষীরে Margarine প্রচুর থাকায় সুপচ্য নহে। মহিষ দুগ্ধে প্রায় তাঁতা ধরার আটা অনুমিত হয়। ভায়া! কথায় কথায় অনেক দূরে আসিয়া পড়িলাম। পারা হইতে সোণা, পারা ও গন্ধক মাড়নে কজ্জলী; তাতে সোণা দিয়ে জাল দিলে মকরধ্বজ রসসিন্দুর চন্দ্রোদয় মৃগাঙ্ক প্রভৃতি রসায়ন দ্রব্য হয়। পরন্তু যে সোণা উহাতে দেওয়া যায়, প্রায় সমস্তই সোণা-জরারূপে পাত্রের নীচে পড়িয়া থাকে ও সেই সোনা-জরা গলাইলে প্রায় যত সোনা আদৌ নিয়োজিত হইয়াছিল, ততই পুনঃ পাওয়া যায়। এতাবতায় সোণার সাহচর্যে ধাত্বন্তরের গুণ বিশেষ জন্মে। ইহাকে ইঞ্জীরীতে Catalysis বলে। গবেষণায়, এই সাহায্যে—শক্তি, বিস্ফুরণ-শক্তি Radiant Energy বলিয়া অভিহিত। বিস্ফুরণ, সর্ব্বদিকে তেজ প্রসারণ, বিকীর্ণ (Radio activity, বিকীর্ণাংশুশক্তির গতি শূন্যাকাশ। প্রকাশ—রশ্মি তাপরশ্মি ব্যতীত সূর্য্যের আরও একপ্রকার রশ্মি আছে। যাহাকে ইঞ্জীরীতে active পরিণাম কিরণ বলা যাইতে পারে। এই শেষ শ্রেণী কিরণ দ্বারা দ্রব্যাদি রূপান্তরিত হয়। এই ভায়া ইন্দ্রের অহল্যাজার। অকর্ষণীয় পার্ব্বত্য ভূমিকে ইন্দ্রাধীন সূর্য্য গর্জ্জন যোগে হলযোগ্য করিয়া দেন। বিহল ভূমি হলকর্ষণযোগ্য হয়, Rocks are disintegrated। এই হেতু সূর্য্যাধিষ্ঠিত সরসিজাসন বিষ্ণুদেব ত্রিবিক্রম; সুর কথায় আমাদের বোঝাইবার জন্য বামনাদি বিষ্ণুর ত্রিপদ। ত্রৈগুণ্য ভগবান তাপ (Heat প্রকাশ Light) ও পরিণাম (active) ত্রিবিধ শক্তি ও রশ্মি বিতরণ করেন। বস্তুতঃ সূর্য্যের বিস্ফুরণ যদি চ তিন প্রকার বলা যায়, ফলে তাহাদের উর্ম্মীর তারতম্য জন্য সত্ত্ব-রজ-তম গুণাভিধেয়।

ভায়া! চাউল রাধিলে ভাত হয়। সুপচ্য-রোগীর পথ্য সেই চাউলচূর্ণ পুলিপিঠে, সেও সুসিদ্ধ করা যায়, কিন্তু সে যেন পেটে গজগিরি হয়ে বসে।

ভায়া! কাচ (glass) স্বচ্ছ, প্রায়, জ্যোতি রশ্মি তাহা ভেদ করিয়া যায়। কিন্তু সেই কাচচূর্ণ শ্বেতবর্ণের গুড়া জ্যোতিঃ-রশ্মি-রোধক opaque ?

জল স্বচ্ছ—কিন্তু কণা বিরূপে কুয়াসা fog দৃষ্টি-রোধক।

“আকৃষ্ণে রজসা বর্ত্তমান” ইত্যাদি দ্বারা ঋষিরা তাপ রশ্মিত্রয়েরই উল্লেখ করিয়াছেন। ইহাই বর্ত্তমান পাশ্চাত্য মহাত্মাদের Infra Red Rays = the dark Heat Rays এ কিরণ বিশেষ, কেননা প্রকাশ-জ্যোতি রশ্মির উর্ম্মীর সহিত ইহার উর্ম্মী একশ্রেণীভুক্ত।

তাই ভায়া ১৮৭৪ সালের দুর্গোৎসব উপলক্ষে Hindu Patriot পত্রে

শতাধিক মৎরচিত “ভাবপুষ্পাঞ্জলী” নামক স্তুতি লিখিয়াছিলাম তাহারই ৪৯ সংখ্যক শ্লোকে —

“অতঃ দ্রব্যবিশেষাণাং প্রকাশ সম্প্রসারণং ।
তস্মাপি কেবলং শক্তের্ব্যক্তমাত্রত্বমিষ্যতে ।”

সেই বিকাশশক্তিই বর্ত্তমান পাশ্চাত্য মহাত্মার Radio-activity সেই গুণেই এক ধাতু অন্ধকারে জ্যোতি প্রসারণ করে। শক্তির গবেষণায় এক ধাতুকে অপর ধাতুর আকারে পরিণত করিবার শক্তি বিদ্যমান থাকায় ধাতু মধ্যে ভেদজ্ঞান প্রায়ই উন্মূলিত হয়। শীশপত্র দ্বারা বাক্স মোড়া যায়, সে শীশক রজত মত শুভ্র; অনেকে তাহা রঙ্গ tin বঙ্গ zinc অনুমান করেন। পরন্তু গলাইলে শীশক। ভায়া! আজ এই পর্য্যন্তই থাক।

শ্রীবৃদ্ধ—

জোড়াশাঁকোর ঘোষবংশ।

জোড়াশাঁকোর প্রসিদ্ধ ঘোষবংশের প্রতিষ্ঠাতা প্রাতঃস্মরণীয় সীতারাম ঘোষ মহাশয় বড়িশার প্রসিদ্ধ ভূস্বামী ছিলেন। তাঁহার পুত্র দেবান অভয়াচরণ ঘোষ। ইঁহাদের সময়ে বাঙ্গালার কায়স্থ সম্প্রদায়ের সামাজিক সম্মান ও প্রতিপত্তি আজ 'নিশার স্বপন সম' মনে হয়। কায়স্থের রাজন্য-গৌরব যাহাতে পুনরায় ফিরিয়া আসে এই জন্যই এই সমস্ত পুরাতন ইতিহাসের অবতারণা। দেবান অভয়াচরণের পুত্র—ভৈরবচন্দ্র, শম্ভুচন্দ্র, হরচন্দ্র। দেবান ভৈরবচন্দ্রের তৃতীয় পুত্র নবীনচন্দ্র তিনি স্বগুণে ভ্রাতৃগণ মধ্যে তৃতীয় হইয়াও শ্রেষ্ঠ এবং পৈতৃক সম্পত্তির অধ্যক্ষ ছিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ মাধবচন্দ্র, প্রাচীন হিন্দুকলেজের প্রসিদ্ধ ছাত্র, তিনি লাটীন পোর্ট্গীজ প্রভৃতি ভাষাভিজ্ঞ বলিয়া প্রসিদ্ধ; তবে তাঁহার অসাধারণ ব্যবহারে পিতা ভৈরবচন্দ্র তাঁহাকে পুথীগত পণ্ডিত জানিয়া বিষয়াদি রক্ষণে অক্ষম জ্ঞানে তাঁহার পুত্র, উক্ত দেবানজীর প্রিয় পৌত্র গোপালচন্দ্র ঘোষের জিম্মায় সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের ভার দিয়া যান। মাধবচন্দ্র তাহার দ্বিতীয়া স্ত্রী-গর্ভজাত একমাত্র পুত্র লালচাঁদের রক্ষণাবেক্ষণ জন্য ৺ভৈরবচন্দ্রের দ্বিতীয়

পুত্র বিশ্বম্ভরচন্দ্রের কৃতবিদ্য দ্বিতীয় পুত্র গোবিন্দচন্দ্রকে নিযুক্ত করিয়া যান। গোবিন্দচন্দ্র সজ্জন ছিলেন ও প্রকৃত ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বী, যে কারণে হউক তাঁহার পাল্য লালচাঁদের বিষয়াদি ক্ষয় পায়। দেবান ভৈরবচন্দ্র অল্পদিনের জন্য ইংরেজ বাহাদুরের নেমক দপ্তরে দেবানী করিয়া বহুতর অর্থ লাভ করেন ও তাহা হইতে বরাহনগরের মুন্সী বাবুদের প্রচুর অর্থ ঋণ দেন। সুদে আসলে ঋণ বৃদ্ধি হয়। উক্ত মুন্সী বাবুদের বেলিয়াঘাটা-হাট হইতে ভৈরবচন্দ্রের জন্য প্রত্যহ মৎস্য আসিত। দেবানজী ভৈরবচন্দ্র দেবান অভয়াচরণ ঘোষের জ্যেষ্ঠ পুত্র তাঁহার কুলকার্য্য গোতলীয় মিত্রের কন্যার সহিত সম্পন্ন হয়। বংশের গতি ক্রমান্বয়ে কয়েক পুরুষের প্রথম বিবাহিতা স্ত্রীর অভাবে পরে মৌলিক ঘরে বিবাহ করিতে হইয়াছিল। দেবান ভৈরবচন্দ্রের দ্বিতীয় বিবাহ হাঠখোলা প্রসিদ্ধ নামা মদনদত্তের কন্যার সহিত সম্পন্ন হয়। মাধবচন্দ্র, বিশ্বম্ভরচন্দ্র, নবীনচন্দ্র ও প্রসন্নচন্দ্র চারিপুত্র ও তিন কন্যা ভৈরবচন্দ্রের শেষ বিবাহের ফল।

দেবান অভয়াচরণও দ্বিতীয়বারে রাজপুর জমীদার চৌধুরীর ঘরে বিবাহ করেন। এই সূত্রে উক্ত চৌধুরীর দৌহিত্র ভৈরবচন্দ্র, মহেশচন্দ্র, শম্ভুচন্দ্র ও হরচন্দ্র এবং চারি কন্যাও ছিলেন।

দেবান ভৈরবচন্দ্রের জ্যেষ্ঠের বিবাহ খানাকুল কৃষ্ণনগরে প্রসিদ্ধ প্রকৃতমুখ্য সর্ব্বাধিকারীর কন্যা; ইহারই গর্ভজাত গোপালচন্দ্র। মাধবচন্দ্রের দ্বিতীয়া স্ত্রী বৌবাজারের মৌলিককন্যা; তাঁহার এক পুত্র।

৺শান্তিরাম সিংহের ভগিনী খঞ্জনী সীতারাম ঘোষের বনিতা। শান্তিরাম সিংহ প্রসিদ্ধ নামা কালীপ্রসন্ন সিংহের আদিপুরুষ পাটনা হইতে বাকুলা ভাণ্ডার লইয়া সীতারামের সহায়তায় কলিকাতায় আশ্রয় লন। ডাকাইতির ভয়ে অপিচ দরিদ্র জাতিবর্গের ঈর্ষায় (কেননা ধনী নির্ধনীর দ্বেষ্য) সীতারামের সহায়তায় বড়িশার সাবর্ণ চৌধুরীর দল এবং রায়গড় দক্ষিণ বেহালা পরগণা প্রভৃতি স্থানের কায়স্থ ব্রাহ্মণ দলভুক্ত করেন। ভারি ভোজ হয়। মহেশচন্দ্র ঠনঠনের মিত্রকন্যাকে বিবাহ করেন। পরে তাঁহার বাসবাড়ী কালীপালিত (স্বনামধন্য টি, পালিত) মহাত্মার পূর্ব্বপুরুষ ক্রয় করেন। সেই বাড়ী গোরাচাঁদ দত্ত লইয়াছিলেন, তাঁহাকে তাৎকালিক সমাজে "পীরগোরাচাঁদ" বলিয়া জানিত, কেননা তাঁহার বৈটকখানা সর্ব্বদাই গুলজার। ঈশ্বরচন্দ্র মিত্রের ভগিনী মহেশচন্দ্রের স্ত্রী দুই পুত্র ও এক কন্যা উমাসুন্দরী প্রসব করেন। উমাসুন্দরীর বিবাহ বাকুইপুরের চৌধুরী বংশে হয়।

শম্ভুচন্দ্র খড়দহের খ্যাতনামা জমীদার প্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাসের কন্যাকে বিবাহ করেন। প্রাণতোষিণী নামক প্রামাণিক তন্ত্র-সংগ্রহ কৃষ্ণানন্দের তন্ত্রসারের সমতুল্য গ্রন্থ। পরন্তু "প্রাণকৃষ্ণ-ঔষধাবলী"তে বহুতর তন্ত্রশাস্ত্রোক্ত রসাদির বর্ণনা আছে। শম্ভুচন্দ্রের একমাত্র কৃতবিদ্য পুত্র গিরীশচন্দ্র হিন্দুকলেজের প্রধান ছাত্রবৃত্তিভোগী ও কলিকাতার হাইকোর্টের এটর্নি। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র চন্দননগরের প্রাণকৃষ্ণ বসু, যিনি পরমিটের বিখ্যাত দেওয়ান ছিলেন; তাঁহারই কন্যার সহিত বিবাহ হয়। উপেন্দ্রচন্দ্র ব্রহ্মজ ছিলেন। তাঁহার দ্বিতীয় রাজেন্দ্রচন্দ্র বারুইপুরের চৌধুরী ঘরে বিবাহ করেন। ইঁহার ভ্রাতা মুনীন্দ্রচন্দ্র বিখ্যাত মাষ্টার হেমচন্দ্র কর ডিপুটী মহোদয়ের কন্যাকে বিবাহ করেন। অপর ভ্রাতা সুরেন্দ্রচন্দ্র হাইকোর্টের প্রসিদ্ধ এটর্নি বড়াইলে রায়বংশে বিবাহ করেন।

বিশ্বম্ভরচন্দ্র দেবান ভৈরবচন্দ্রের দ্বিতীয় পুত্র। লাঙ্গলবাড়ীর বিশ্বাসের একমাত্র কন্যা বিবাহ করেন। কনিষ্ঠ প্রসন্নচন্দ্র পানিহাটীর প্রসিদ্ধ মদনমোহন বসুর পুত্র হলধর বসুর কন্যাকে বিবাহ করেন। হলধর বসু তৎকালের প্রসিদ্ধ ধনী—সাত হৌসের মুচ্ছুদ্দী। তিনিই বলিতেন লালদিঘীর চারিদিকে মোহর ঢালা আছে, চক্ষুষ্মান্ উঠাইয়া লইতে পারে। তিনি মার্কিন-হৌসের সম্পর্কে লৌহময় ঢালা দুই বৃহৎ ফটক পানিহাটীর বাটীর গঙ্গাতীরে লাগাইয়াছিলেন, কলিকাতার কুটুম্ব বাবুরা যাইলে মদনমোহন সেই দুই "গেট" দেখাইয়া দিতেন ও তৃতীয় গেটের উল্লেখে বিষম ব্যয় উল্লেখ করিতেন।

নিম্নে এই প্রসিদ্ধ বংশের ডাক ও রাশ নাম দেওয়া হইল, ভবিষ্যতে আরোও সংগ্রহ করিবার ইচ্ছা রহিল।

পুরুষ।		স্ত্রী।	
ডাকনাম।	রাশনাম।	ডাকনাম।	রাশনাম।
সীতারাম।	রাধাকান্ত।	খঞ্জনী।	সর্ব্বানি।
অভয়াচরণ।	ধরণীধর।	চিত্রাণী।	তারাময়ী।
ভৈরবচন্দ্র।	হরিশ্চন্দ্র।	সখীসুন্দরী।	সখীসুন্দরী।
নবীনচন্দ্র।	লোকনাথ।	মনমোহিনী।	বিমলাসুন্দরী।
অবিনাশচন্দ্র।	গণেশচন্দ্র।	বাসন্তী।	ভবাণী।

অগ্নিহোত্রী শ্রীসরলচন্দ্র ঘোষ।

বঙ্গীয় সমাজ সংস্কারের বৈঠক ও কায়স্থ-সভা।

আমরা শ্রীযুক্ত সরলচন্দ্র অগ্নিহোত্রী মহাশয়ের উদ্যম ও অধ্যবসায়ের যেমন প্রশংসা করি, তেমন তাঁহার প্রবন্ধগুলি পাঠ করিয়া তৃপ্তিলাভ করি। তাঁহার প্রবন্ধগুলি যেমন সরল ভাষায় ব্যক্ত, তেমন হৃদয়স্পর্শী, তেজস্কর ও কার্য্যোদ্যুখ। কায়স্থসমাজের বর্ত্তমান অবস্থা ব্যক্ত করিতে তিনি সিদ্ধহস্ত; তাঁহার 'সেকাল ও একাল' প্রবন্ধ প্রত্যেক কায়স্থেরই পাঠ করা উচিত। দেখিবেন, তাহাতে কায়স্থের কি ধর্ম্মনৈতিক ও কর্ম্মনৈতিক অধঃপতনের চিত্র চিত্রিত হইয়াছে!

কিন্তু তাঁহার উপচিকীর্ষার প্রণালী আমরা সর্ব্বতোভাবে অনুমোদন করিতে পারি না। অগ্নিহোত্রী মহাশয় "বর্ণাশ্রমের পুনঃপ্রতিষ্ঠা" সংকল্পে বলিতেছেন,—

"আছে সব খুঁজিয়া লইতে হইবে; ছত্রিশ জাতিকে চারি জাতিতে পরিণত করিতে হইবে; বর্ণপরিচয় পুনঃ প্রবর্ত্তন করিতে হইবে।" ইত্যাদি—কায়স্থ ফাল্গুন, ৪৩৮।৪৩৯ পৃঃ।

এই ছত্রিশ জাতি বলিতে তিনি বোধ হয় সমুদায় হিন্দুজাতিকে ধরিয়াছেন; কেননা ছত্রিশ জাতি বলিলে, কোন হিন্দুকে বাদ দেওয়া হয় এমন কেহ বুঝে না। এই ছত্রিশ জাতির মধ্যে তাঁহার প্রবন্ধের মতানুসারে কতকগুলি জাতি আর্য্যেতর বা অনার্য্য হিন্দু আছে? তাহাদিগকে বাদ দিয়া তিনি চাতুর্ব্বর্ণের প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করেন এবং তজ্জন্য তিনি ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্যকে যথাক্রমে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের আসন দিয়া একযোগে কাজ করিতে বলিতেছেন।

কায়স্থ ও বৈদ্য এখনও সম্পূর্ণভাবে যথাক্রমে ক্ষত্রাচারী ও বৈশ্যাচারী হয় নাই। যদি ধরিয়া লওয়া যায়, ইঁহারাই সেই প্রাচীন কালের (অবশ্য কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের পরবর্ত্তী সময়ের) ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য জাতি, তবে ইঁহাদের বঙ্গে বর্ত্তমান সংখ্যা শতকরা ১৩ জন।

যাহাকে তিনি 'ছত্রিশ' জাতি বলিতেছেন, তাহা প্রকৃত প্রস্তাবে প্রায় ৫০টি জাতি। কর্ণেল উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় তাঁহার 'হিন্দুসমাজ' নামক পুস্তিকার ৯ পৃষ্ঠায় (২য় ভাগে) বলিতেছেন, "বাঙ্গালী হিন্দুরা প্রায় ৫০টি জাতিতে বিভক্ত।" ইহার কোন্ কোন্ জাতিকে লইয়া তাঁহার প্রস্তাবিত আর্য্য হিন্দুজাতির চাতুর্ব্বর্ণের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিবেন, তাহা একটুকু খুলিয়া বলিলে ভাল হইত। আর কোন্ কোন্

জাতিকে তিনি অনার্য্য বা আর্য্যেতর বা যাহাদিগকে সাধারণ কথায় 'ইতর' জাতি বলে, তাহাও তাঁহার মুখে শুনিতে ইচ্ছা করি।

তিনি বোধ হয় যাহাকে "নীচজাতি" বলে, তাহাদিগকে চাতুর্ব্বর্ণের মধ্যে স্থান দিবেন না। এই নীচজাতিই অস্পৃশ্য জাতি; অনাচরণীয় জাতি। তিনি কি জানেন না যে ইহাদের সংখ্যা বাঙ্গালী হিন্দুর মধ্যে শতকরা ৫৮ জন অর্থাৎ ১০ জন হিন্দুর মধ্যে প্রায় ৬ জন অস্পৃশ্য। যে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্যকে ডাকিয়া তিনি চাতুর্ব্বর্ণের পুনঃপ্রতিষ্ঠা প্রস্তাব করেন, তাঁহাদের একত্রীভূত সংখ্যা শতকরা ১৩ জন। তন্মধ্যে সদ্গোপ প্রভৃতি নবশাখ সংখ্যা শতকরা ২৯ জন। এই শতকরা ৪২ জন বাঙ্গালীকে লইয়া তিনি ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র চাতুর্ব্বর্ণের প্রতিষ্ঠা করিতে চাহেন। তাঁহার দোষ দেই না, অনেকের অভিপ্রায়ও এইরূপই।

শতকরা ৫৮ জন বাঙ্গালীকে বাদ দিয়া হিন্দুর সমাজের পুনশ্চ চাতুর্ব্বর্ণের প্রতিষ্ঠা করা কি সহজ ব্যাপার? দেশের, লোকের ও শাসকগণের গতি কি ইহার পৃষ্ঠপোষক? যে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্য, অর্থাৎ 'ভদ্র' জাতিত্রয়কে ডাকিয়া তিনি এই প্রকাণ্ড কার্য্যটা করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহার মধ্যে কয়জন ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্যকে পাইবেন?

এইত গত ৪ঠা এপ্রিল মেদিনীপুরে বঙ্গদেশীয় যে সামাজিক বৈঠক হইয়া গেল, তাহাতে কি গণ্যমান্য ব্রাহ্মণ কায়স্থ ছিলেন না? প্রথমতঃ সভাপতি ছিলেন Prof. Muralidhar Banerjee, Acting Principal of the Govt. Sanskrit College. তিনি কি বলেন শুনুন :—

"From the moment," observed the President, that the Indian Reform act will begin to operate our society too will feel the advent of the new era. We have from this time to take measures to fit our society to bear the burden of the new responsibilities." (Bengalee, 14 April.)

গবর্ণমেণ্ট অব্ ইণ্ডিয়া এক্ট অনুসারে যে স্বায়ত্তশাসনের সূচনা হইল এবং যে নবযুগের সঞ্চার আরম্ভ হইল, তাহার দায়িত্ব সম্পাদনার্থ আমাদের সমাজকে তদুপযুক্ত করিয়া লইতে হইবে। ইহার জন্য যে সকল উপায় আবশ্যক হয়, তাহা অবলম্বন করিতে হইবে।

তাহার মধ্যে একটি উপায় এই (২য় প্রস্তাব)

This Conference urges on the people to put forth this whole hearted efforts to elevate the so-called depressed

classes and to remove all restrictions as to social intercourse with them whose treatment by the upper classes is a standing disgrace to the Hindu society, a menace to its welfare, and is a flagrant violation of the Divine Rights of men.

১২৯৬ সালে মুদ্রিত "জলচল বা স্পর্শদোষপ্রথা উঠাইয়া দেওয়ার প্রস্তাব" নামক পুস্তিকায় আমি এই কথাই বলিয়াছিলাম। শতকরা ৫৮ জন বাঙ্গালীকে বাদ দিয়া বঙ্গদেশে যে কোন সংস্কারই সম্ভব নহে, একথা আমি কায়স্থ-কর্তৃপক্ষকে এখনও বলিতেছি। বর্ণাশ্রমধর্ম্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠা দ্বারা নিম্নশ্রেণীগুলির এমন কি ক্ষত্রিয়েরও Divine Rights বজায় থাকার সম্ভাবনা নাই। আমি বুঝি না কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্বলাভের জন্য বর্ণাশ্রমধর্ম্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠার কি প্রয়োজন ?

তাহার পর, ইহা সম্ভবপরও নহে। যদি ধরিয়া লই ব্রাহ্মণ কায়স্থ ও বৈদ্য যথাক্রমে ব্রাহ্মণ ক্ষত্র বৈশ্যের ক্রমিক অবনতি স্বীকার করিলেন; অর্থাৎ শতকরা ১৩ জন পরম্পরানুগত হইয়া চলিতে লাগিলেন, তাহা হইলেও শতকরা ২৯ জন সদ্গোপ, বারুজীবী প্রভৃতি সনাতন শাস্ত্রোক্ত জাতি সকল কি মনুক্ত সনাতন শাস্ত্রের শূদ্রধর্ম্ম মানিয়া চলিতে চাহিবেন। শতকরা ৫৮ জন অনাচরণীয় জাতির উন্নতির জন্য যখন গবর্ণমেণ্ট আপদমস্তক স্বায়ত্তশাসন প্রদান করিয়া সর্ব্বজাতিকে সমগ্রভাবে উন্নতির দিকে ধাবিত করিতে বসিয়াছেন এবং কায়স্থ বা ক্ষত্রিয়রত্ন লর্ড সিংহের ন্যায় মহনীয় রাজপুরুষ যখন এতাদৃশ উন্নতিই আইন-সঙ্গত ও কাল সঙ্গত মনে করিয়া চেষ্টা করিতেছেন, তখন কেহ তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ Divine Rights চ্যুত করিয়া নিস্তেজ করিতে চাহিলেও, তাহা শুনিবে কে! উল্লিখিত মেদিনীপুরের বৈঠকে অনেক গণ্যমান্য কায়স্থের নাম দেখিতেছি। ব্রাহ্মণ বৈদ্যও আছেন। ইহারা যাহা করিতে চান, তাহা বর্ণাশ্রমধর্ম্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠা নহে।

ফলে সমাজে যে তরঙ্গাবলী লীলা বিস্তার করিতেছে, তাহাতে একটি তরঙ্গ অপর একটিকে প্রহত করিতেছে। এই যে বলিলাম বৈদ্য বৈশ্যস্থানীয়, কিন্তু বৈদ্য বৈশ্যস্থানে থাকিতে চাহেন না। নবশাখ সৎশূদ্র অথবা আর্য্যশূদ্র রহিতে ইচ্ছুক নহেন; তাঁহারা কায়স্থ বৈদ্যের অধঃস্থান মনোনীত করেন না। এইত গেল চারিবর্ণের পরস্পর বিবাদের কথা। বর্ণ-বাহ্য যাহারা তাহার বিপুল জনসংখ্যা। দেশের শ্রম, শিল্প, বল ও বিপৎকালে রক্ষা তাহাদের হস্তগত। ব্যবসায়, বাণিজ্য, ভূমিও তাহাদের হস্তগত। তাহারাও হিন্দু বলিয়াই দাবী করে, দেশের লোক দেশের রাজা তাহাদিগকে অহিন্দু বলেন। তাহারাও পরস্পর পরস্পরকে প্রহত

করিতেছে। এই তরঙ্গলীলা যখন থামিয়া যাইবে, সমাজসাগর যখন নির্ব্বাত হইবে, তখন দেখা যাইবে যে সকলই সমান; সকলেরই Divine Rights এক রকম ও সমতলস্থ।

উপনয়ন গ্রহণ জন্য বেদপাঠে অধিকার লাভের চেষ্টা অবশ্য প্রশংসার জিনিষ। এ চেষ্টাটুকু না থাকিলে বোধ হয় কায়স্থসভা থাকিত না। এ বিষয়ে অগ্নিহোত্রীর মহাশয়ের নিকট আমরা খুব কৃতজ্ঞ। তাঁহার প্রচারের দ্বারা কায়স্থ অনেকে গৃহীতোপবীত হইতেছেন। কিন্তু উপবীতের কি সুচারু ব্যবহার হইতেছে; উপবীতী কায়স্থেরা, বিশেষতঃ কায়স্থ যুবকেরা কি পরিমাণে ক্ষত্রতেজ লাভ করিয়াছে, কায়স্থের গার্হস্থজীবন কি পরিমাণে নবীভূত হইতেছে, ভ্রাম্যমাণ প্রচারকগণের মুখে জানিতে পারিলে আমরা আশ্বস্ত থাকিতে পারি।

শ্রীমধুসূদন সরকার বর্ম্মা।

চক্রপাণি দত্ত।

(সমালোচনা।)

কয়েক মাস গত হইল, পরম শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত পণ্ডিত নগেন্দ্রনাথ বসু বর্ম্মা প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় "চক্রপাণি দত্ত" নামধেয় একখানি গ্রন্থ সমালোচনার্থ আমার নিকট পাঠাইয়াছিলেন। সাংসারিক নানাকার্য্যে ব্যস্ত থাকায় এ পর্য্যন্ত গ্রন্থখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিবার অবসর পাই নাই। সম্প্রতি গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া দেখিয়াছি।

গোপীকান্ত দত্ত নামক জনৈক কবি 'দত্তবংশাবলী' নাম দিয়া কবিতায় নিজ বংশাবলী রচনা করেন। আমাদের আলোচ্য 'চক্রপাণি দত্ত' নামক গ্রন্থখানির তৃতীয় অধ্যায়ে ঐ 'দত্তবংশাবলী' স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে—

আলোচ্য গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে গ্রন্থকার শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার সেনগুপ্ত বি-এল্ মহাশয় এই কয়েকটি বিষয় প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

(১) গৌড়েশ্বরের পাকশালার অধ্যক্ষ পাত্র নারায়ণদত্তের পুত্র, ও অন্তরঙ্গ ভানুদত্তের অনুজ, এবং 'চক্রদত্ত' প্রভৃতি বৈদ্যকশাস্ত্রপ্রণেতা চক্রপাণি দত্ত জাতিতে বৈদ্য ছিলেন।

(২) ঐ নারায়ণ দত্ত ও ভানু দত্ত, যে গৌড়েশ্বরের পাত্র ও অন্তরঙ্গ ছিলেন, সেই গৌড়েশ্বর 'নরপালদেব' নহেন,—তিনি "মহারাজ লক্ষ্মণসেন দেব।"

(৩) দত্ত, ধর, কর, নন্দী, রক্ষিত প্রভৃতি উপাধিধারী বৈদ্যগণ পূর্ব্বে কুলীন ছিলেন।

(৪) পূর্ব্বোক্ত চক্রপাণি দত্ত গৌতম গোত্রীয় ও ঔর্ব্ব্য, চ্যবন, ভার্গব, জামদগ্ন্য ও আপ্নুবৎ প্রবরবিশিষ্ট ও কুলীন ছিলেন।

(৫) রাঢ়দেশে বৈদ্যজাতির দত্তবংশে দুইজন চক্রপাণি দত্ত প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। প্রথম, 'চক্রদত্ত' প্রভৃতি প্রণেতা পূর্ব্বোক্ত চক্রপাণি দত্ত—ইনি রাঢ়ের সপ্তগ্রামনিবাসী। দ্বিতীয় ঘৃতকৌশিক গোত্রপ্রভব চক্রপাণি দত্ত—ইনি রাঢ়ের চৌপীড়া গ্রামের অধিবাসী, এবং সংক্ষিপ্তসারব্যাকরণপ্রণেতা ক্রমদীশ্বরের পিতা চক্রপাণি ও এই 'চক্রপাণি' অভিন্ন ব্যক্তি।

(৬) 'শার্ঙ্গধরপ্রকাশ' নামক আয়ুর্ব্বেদগ্রন্থরচয়িতা আঢ়মল্লের পিতামহ এক চক্রপাণি ছিলেন—তিনিও জাতিতে বৈদ্য ছিলেন।

গ্রন্থকার, দ্বিতীয় অধ্যায়ে কবি গোপীনাথের 'দত্তবংশাবলী' অবলম্বনে গোপীনাথের আদিপুরুষ দক্ষিণরাঢ়ের সপ্তগ্রামনিবাসী গৌতম গোত্রীয় চক্রপাণি দত্তকে ও 'চক্রদত্ত'-প্রণেতা 'চক্রপাণি দত্তকে' অভিন্ন কল্পনা করত উক্ত গৌতম গোত্রীয় চক্রপাণি দত্তের অধস্তন পুরুষগণের তালিকা ও পরিচয় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, এবং লিখিয়াছেন যে শেষ শ্রীহট্টরাজ গৌরগোবিন্দের উদরব্রণের চিকিৎসার জন্য চক্রদত্তপ্রণেতা 'চক্রপাণি দত্ত' শ্রীহট্টে আগমন করিয়াছিলেন।

চতুর্থ অধ্যায়ে গ্রন্থকার লিখিয়াছেন—

"বর্ত্তমান সময়ে চক্রপাণি দত্ত হইতে ১৯।২০ পুরুষ চলিতেছে। চক্রপাণির আগমনের ৩।৪ পুরুষ পরে শাহজালাল ১৩৪৮ খৃষ্টাব্দে শ্রীহট্ট আক্রমণ করেন। সুতরাং খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ পাদে চক্রপাণির শ্রীহট্টে আগমনকাল স্থিরীকৃত হইতে পারে। তৎকালে চক্রপাণি অতি বৃদ্ধ ছিলেন, চক্রপাণি খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম পাদে জন্মগ্রহণ করেন সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে। বর্ত্তমান সময় হইতে প্রায় ছয় শত বৎসর পূর্ব্বে চক্রপাণি আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তিন পুরুষে শতবর্ষ ধরিলে চক্রপাণি হইতে অদ্য পর্য্যন্ত ১৮।১৯ পুরুষ হওয়া সম্পূর্ণ স্বাভাবিক বটে।"

পঞ্চম অধ্যায়ে গ্রন্থকার শ্রীহট্টের বৈদ্য জাতি ও সমাজ সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। পূর্ব্বোক্ত বিষয় সমূহ ব্যতীত গ্রন্থকার গ্রন্থমধ্যে নানাস্থানে কতকগুলি অবান্তর বিষয় সম্বন্ধে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা এই :—

(ক) গৌড়-বঙ্গের সেনরাজগণ জাতিতে বৈদ্য ছিলেন।

(খ) সন্ধ্যাকর নন্দী জাতিতে বৈদ্য ছিলেন।

(গ) বৈদ্যদেবের তাম্রশাসন পাঠে গ্রন্থকার জানিতে পারিয়াছেন যে কুমারপাল দেবের মন্ত্রী বৈদ্যদেব ব্রাহ্মণবংশীয় ছিলেন।

(ঘ) মাধবকর ও বিজয় রক্ষিত জাতিতে বৈদ্য ছিলেন।

(ঙ) এতদ্ব্যতীত গ্রন্থের ১৯৬ পৃষ্ঠায় 'বৈদ্যজাতির ইতিহাস' সম্বন্ধে যে আলোচনা প্রদত্ত হইয়াছে তাহা পাঠে বুঝিতে পারা গেল, যে গ্রন্থকার মগধের গুপ্তরাজগণকে, গৌড়াধিপ শশাঙ্ককে, পালবংশীয় রাজগণকে, বর্দ্ধন ও শূরবংশীয় রাজগণকেও বৈদ্য জাতীয় বলিতে প্রয়াসী।

আমরা গ্রন্থকারের পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্ত ও মন্তব্যগুলি সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য নিম্নে সংক্ষেপে লিখিতেছি :—

(১) প্রথমে দেখা যাউক, গৌতম গোত্রীয় ঔর্ব্ব্য, চ্যবন, ভার্গব, জামদগ্ন্য, আপ্নুবৎ প্রবর-বিশিষ্ট কবি গোপীনাথ দত্তের পূর্ব্ব পুরুষ 'চক্রপাণি দত্ত' ও নারায়ণ দত্তের পুত্র, ভানুদত্তের অনুজ 'চক্রদত্ত' প্রণেতা 'চক্রপাণি দত্ত' অভিন্ন ব্যক্তি কিনা?

কবি গোপীনাথের মতে 'দক্ষিণরাঢ়ে সপ্তগ্রাম নামক স্থানে তদীয় পূর্ব্বপুরুষ বৈদ্য চক্রপাণি দত্ত বাস করেন। তিনি একজন শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক ছিলেন। শ্রীহট্টে তৎকালে 'গৌড়ের গোবিন্দ' (?) নামে রাজা ছিলেন। রাজার উদরে কঠিন ব্যাধি জন্মে। সেই ব্যাধির চিকিৎসার জন্য চক্রপাণি দত্ত তিন পুত্র সমভিব্যাহারে শ্রীহট্টে উপস্থিত হন। চক্রপাণির চিকিৎসায় রাজা আরোগ্য লাভ করেন এবং তাঁহাকে শ্রীহট্টে বাস করিতে অনুরোধ করেন। রাজার অনুরোধ সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করিতে না পারিয়া চক্রপাণি মহীপতি দত্ত ও মুকুন্দ দত্ত নামক পুত্রদ্বয়কে শ্রীহট্টে রাখিয়া, স্বয়ং জ্যেষ্ঠ পুত্রসহ সপ্তগ্রামে গঙ্গালাভের আশায় ফিরিয়া যান। অতঃপর—

"কতকাল পরে শাহজালাল হজরতে।
শ্রীহট্টে আইলা কত ফকির সঙ্গেতে॥

আসিয়া দেখিল সব গোবিন্দ অধিকার।
যুদ্ধ করিবার মনে হইল রাজার॥
যুদ্ধ করিয়া সেই ভাগ্য ফেরামতে।
ছাড়িলেক দেশ তথা না পাইল রহিতে॥
পর্ব্বতে প্রবেশ করি খাসিয়া দেশে গেল।
তদবধি সেই দেশ যবনের হইল॥"

(সত্তুসংখ্যাবলী।)

গোপীনাথের পূর্ব্বোক্ত বর্ণনা হইতে বলা যাইতে পারে যে 'গৌড়ের গোবিন্দ (?) বা 'গোবিন্দ (?)' রাজার রাজত্বের প্রথমভাগে গোপীনাথের পূর্ব্বপুরুষ চক্রপাণি দত্ত বর্ত্তমান ছিলেন এবং তৎকালে সম্ভবতঃ বৃদ্ধ হইয়াছিলেন। আবার উক্ত রাজার রাজত্বের শেষভাগে শাহজালাল শ্রীহট্ট আক্রমণ করিয়া রাজাকে বিতাড়িত করে এবং তদবধি শ্রীহট্টে হিন্দুরাজত্ব লোপ হইয়া তাহা মুসলমানের হস্তগত হয়। ফলকথা, গোপীনাথের মতে, এই 'গোবিন্দ' রাজাই শ্রীহট্টের শেষ স্বাধীন হিন্দু রাজা।

বসন্ত বাবু হাণ্টার সাহেবের মতানুসরণ করিয়া স্থির করিয়াছেন যে "শাহজালাল ১৩৮৪ খৃষ্টাব্দে গৌরগোবিন্দকে পরাজিত করিয়া শ্রীহট্টে মুসলমান অধিকার প্রতিষ্ঠিত করেন।" আধুনিক ঐতিহাসিক জগতে যে সকল নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হইতেছে তৎসম্বন্ধে বসন্ত বাবুর জ্ঞান না থাকায় তিনি সুবোধ শিশুর ন্যায় অবলীলাক্রমে হাণ্টার সাহেবের ভ্রমপূর্ণ মত গলাধঃকরণ করিয়া নিজেও ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় "The last Hindu King of Sylhet" নামক প্রবন্ধে শ্রীহট্টের শেষ হিন্দু নৃপতির মুদ্রার সাহায্যে প্রমাণিত করিয়াছেন যে শ্রীহট্টের শেষ স্বাধীন রাজার প্রকৃত নাম 'গৌর গোবিন্দ' বা 'গৌড়ের গোবিন্দ' বা 'গোবিন্দ' নহে—তাঁহার প্রকৃত নাম 'গুরুগোবিন্দ'। এই 'গুরুগোবিন্দ' নামটি বিকৃতভাবে উচ্চারিত হইয়া বহু পরবর্ত্তী কালে রচিত ও দুই পার্শী গ্রন্থসমূহেও প্রবাদবচনে 'গৌর গোবিন্দ' 'গৌড়ের গোবিন্দ' ও শুধু 'গোবিন্দ' এইরূপ আকার ধারণ করিয়াছে। এই গুরুগোবিন্দের মুদ্রা দৃষ্টে ও শ্রীহট্টের প্রাচীন শিলালিপির প্রমাণের সাহায্যে রাখাল বাবু আরও প্রমাণ করিয়াছেন যে বঙ্গের প্রথম স্বাধীন পাঠান নৃপতি সামস্ উদ্দিন ইউসফ সাহের সময়ে শ্রীহট্টের এই শেষ

স্বাধীন নৃপতি গুরুগোবিন্দের রাজ্যকালে ১৪৮০ হইতে ১৪৮২ খৃষ্টাব্দ মধ্যে শ্রীহট্ট শাহজলাল কর্ত্তৃক বিজিত হইয়াছিল।*

শ্রীহট্টের শেষ স্বাধীন নৃপতি (গুরু) গোবিন্দের রাজত্ব ১৪৮০-৮২ খৃষ্টাব্দে শেষ হওয়ায়, (গোপীনাথের পূর্ব্বপুরুষ) চক্রপাণিদত্ত তাঁহার রাজত্বের প্রথমভাগে বর্ত্তমান ছিলেন স্বীকার করিলে, বলিতে হয়, যে এই চক্রপাণি খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমপাদের পূর্ব্বে বর্ত্তমান থাকা সম্ভবপর নহে। তর্কের অনুরোধে ইহার একশত বৎসর পূর্ব্বে এই চক্রপাণির জন্ম ধরিয়া লইলেও এই জন্মতারিখ ১৩০০ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে কোনমতেই অনুমান করা যায় না। বসন্তবাবুর মতে 'চক্রদত্ত'-প্রণেতা চক্রপাণিদত্তের পিতা নারায়ণ দত্ত ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ভানুদত্ত গৌড়েশ্বর লক্ষ্মণসেনদেবের সমসাময়িক। ভানুদত্ত গৌড়েশ্বরের অন্তরঙ্গ ছিলেন। সুতরাং এই গৌড়েশ্বর ও লক্ষ্মণসেনদেব অভিন্ন ব্যক্তি হইলে ভানুদত্ত গৌড়েশ্বরের (এস্থলে লক্ষ্মণসেনদেবের) সমবয়স্ক ছিলেন, এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে। তবকাৎ-ই-নাশিরির মতে লক্ষ্মণসেনদেব ১১৯৯ খৃষ্টাব্দে অশীতি বৎসর বয়সে ইক্তিয়ার উদ্দিন-বিন্-বক্তিয়ার খিলিজি কর্ত্তৃক রাজ্যভ্রষ্ট হইয়াছিলেন। এরূপ স্থলে ভানুদত্তের অনুজ চক্রপাণিদত্ত ১১৯৯ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এরূপ মনে করা যাইতে পারে। সুতরাং স্পষ্টই অনুমিত হইতে পারে যে (গোপীনাথের পূর্ব্বপুরুষ) চক্রপাণিদত্ত ১৩০০ খৃষ্টাব্দের পর জন্মগ্রহণ করায় তিনি ও (ভানুদত্তের অনুজ) চক্রপাণিদত্ত (যিনি বসন্তবাবুর মতে ১১৯৯ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন) এই উভয় চক্রপাণিদত্ত কখনই এক ব্যক্তি হইতে

* "The date on the coin proves that Guru Govinda was a contemporary of Sultan Shamsuddin Yusuf Shah. Therefore very little doubt remains about the identity of Guru Govinda Deva of the coin and Gaur Govinda of the legend and the Suhail-i-yaman (which is a persian history of Sylhet by a munsiff named Nasiruddin). As the coin proves that Guru Govinda was alive and reigning Saka 1402=1480 A.D. therefore the conquest of the independent kingdom of Sylhet or Srihatta was achieved sometime between 1480 and 1482 A.D." (Modern Review for November, 1919. p. 509. The last Hindu king of Sylhet by R. D. Banerjee M.A.)

পারে না। আবার 'চক্রদত্তের' টীকাকার শিবদাসসেনের মতানুসারে চক্রপাণিদত্তের পিতা ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যে গৌড়েশ্বরের সভায় বর্ত্তমান ছিলেন তাঁহার নাম 'নয়পালদেব'। নয়পালদেব পালবংশীয় গৌড়েশ্বরগণের মধ্যে একজন প্রধান নৃপতি। ইনি ১০২০-১০৩৫ খৃষ্টাব্দ মধ্যে বর্ত্তমান ছিলেন। শিবদাসসেনের প্রমাণ গ্রহণ করিলে গোপীনাথের পূর্ব্বপুরুষ চক্রপাণিদত্ত ও চক্রদত্তপ্রণেতা চক্রপাণিদত্ত যে এক ব্যক্তি হইতে পারে না, তাহা সহজেই বোধগম্য হয়।

প্রকৃতপক্ষে গোপীনাথ তাঁহার 'দত্তবংশমালায়' কোথায়ও তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ চক্রপাণিদত্তকে নারায়ণদত্তের পুত্র ও ভানুদত্তের কনিষ্ঠ বলিয়া উল্লেখ করেন নাই এবং তিনি যে 'চক্রদত্ত' প্রভৃতি গ্রন্থপ্রণেতা কিম্বা তাঁহাদের বংশ যে "লোধ্রবলী-কুলীন" তাহাও বলেন নাই। গোপীনাথদত্তের পূর্ব্বপুরুষ চক্রপাণি ও 'চক্রদত্ত'-প্রণেতা চক্রপাণি এক ব্যক্তি হইলে গোপীনাথ নিশ্চয়ই তাঁহার কুলগ্রন্থে নারায়ণদত্ত ও ভানুদত্তের নাম উল্লেখ করিতেন, চক্রপাণিদত্তের 'চক্রদত্ত' প্রভৃতি গ্রন্থের কথা সগৌরবে লিপিবদ্ধ করিতেন, এবং তাঁহারা যে 'লোধ্রবলীকুলীন' তাহাও উল্লেখ করিতে বিরত থাকিতেন না।

ফল কথা, 'চক্রদত্তপ্রণেতা' চক্রপাণিদত্তকে যেন তেন প্রকারেণ বৈদ্যজাতির মধ্যে লইতেই হইবে এইরূপ একটা মতলব মাথার মধ্যে লইয়া গ্রন্থ রচনায় প্রবৃত্ত হওয়াতেই বসন্তবাবু উদোরপিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপাইয়াছেন। কিছুদিন পূর্ব্বে রামসহায় বেদান্ততীর্থ ভট্টাচার্য্য নামক এক ব্যক্তি এইরূপ ভাবে চৌপীড়া গ্রামের বৈদ্যবংশীয় দত্তগণের পূর্ব্বপুরুষ এক চক্রপাণিদত্তকে 'চক্রদত্তপ্রণেতা' চক্রপাণিদত্তের সহিত অভিন্ন প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং আমার প্রতি অনর্থক কতকগুলি ব্যঙ্গোক্তি ও কটূক্তি বর্ষণ করিয়াছিলেন। সুখের বিষয় বসন্তবাবু স্বয়ং উক্ত রামসহায় মহাশয়ের উক্তির প্রতিবাদ করিয়াছেন এবং চৌপীড়ার দত্তগণের পূর্ব্বপুরুষ চক্রপাণিদত্ত ও 'চক্রদত্তপ্রণেতা' চক্রপাণিদত্ত যে এক ব্যক্তি নহেন তাহা সুন্দররূপে প্রতিপাদন করিয়াছেন।

চক্রপাণিদত্ত নামে যে একাধিক ব্যক্তি বাঙ্গালাদেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা বসন্তবাবু স্বয়ং তাঁহার গ্রন্থে স্বীকার করিয়াছেন। সুতরাং 'চক্রপাণিদত্ত' নাম হইলেই যে তিনি 'চক্রদত্তপ্রণেতা' 'লোধ্রবলীকুলীন' চক্রপাণিদত্ত হইবেন এরূপ মনে করিবার কোনই কারণ দেখা যায় না। ফলতঃ 'চক্রদত্ত'-প্রণেতা চক্রপাণিদত্তকে বৈদ্যজাতীয় বলিয়া সিদ্ধান্ত করিবার কোন প্রমাণ এ পর্য্যন্ত

আবিষ্কৃত হয় নাই। উক্ত চক্রপাণিদত্তকে কায়স্থজাতীয় বলিবার অনুকূলে যে প্রমাণ পাওয়া যায় তাহা কায়স্থপত্রিকায় অনেকবার বলিয়াছি।

(২) চক্রদত্তপ্রণেতা চক্রপাণিদত্তের পিতা নারায়ণ দত্ত ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ভানুদত্ত গৌড়েশ্বর লক্ষ্মণসেন দেবের সময় বর্ত্তমান ছিলেন। এই মত সর্ব্বপ্রথম উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় 'মন্দারমালায়' প্রকাশিত করেন। বসন্তবাবু আলোচ্য গ্রন্থে সেই অদ্ভুত মতেরই প্রতিধ্বনি করিয়াছেন। এদিকে চক্রদত্তের সুপ্রসিদ্ধ টীকাকার শিবদাসসেন পরিষ্কাররূপে বলিয়াছেন যে, যে গৌড়েশ্বরের পাকশালার অধ্যক্ষ নারায়ণ দত্ত ও অন্তরঙ্গ ভানুদত্ত ছিলেন, তিনি গৌড়াধিপতি মহারাজ নয়পালদেব। নয়পালদেব একজন প্রসিদ্ধ গৌড়েশ্বর ছিলেন। শিবদাস সেন মহাশয় অন্য সমস্ত গৌড়েশ্বরের নাম পরিত্যাগ করিয়া কেন 'নয়পালদেবের' নাম করিলেন—ইহা ভাবিয়া দেখিবার বিষয়। কোন প্রবলতর বৈজ্ঞানিক প্রমাণ আবিষ্কৃত না হওয়া পর্য্যন্ত শিবদাসসেনের উক্তি অবিশ্বাস করিবার কোনই কারণ দেখা যায় না।

চক্রপাণিদত্তের পিতার নাম 'নারায়ণ দত্ত' ছিল এবং মহারাজ লক্ষ্মণসেনেরও 'নারায়ণ দত্ত' নামক একজন মহাসান্ধিবিগ্রহিক ছিল—এই ঘটনা হইতেই উমেশবাবু তথা বসন্তবাবু সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে যখন নামে নামে মিল আছে, তখন লক্ষ্মণসেনের সান্ধিবিগ্রহিক নারায়ণ দত্ত ও চক্রপাণিদত্তের পিতা নারায়ণ দত্ত এক ব্যক্তি না হইয়া যায় না। দুঃখের বিষয়, বসন্তবাবুর গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়গুলি এই শ্রেণীর তর্কপ্রণালীর উপরই স্থাপিত। গৌড়েশ্বর লক্ষ্মণসেন দেবের সমকালীন 'নারায়ণ দত্ত' উক্ত গৌড়েশ্বরের 'সান্ধিবিগ্রহিক' ছিলেন, কিন্তু চক্রপাণিদত্তের পিতা 'নারায়ণ দত্ত' একজন গৌড়েশ্বরের পাকশালার অধ্যক্ষ-রূপ পাত্র ছিলেন। এতদ্দ্বারাও উক্ত উভয় নারায়ণ দত্ত যে ভিন্ন ব্যক্তি তাহাই অনুমিত হয়।

চক্রপাণিদত্তের পিতা যে মহারাজ লক্ষ্মণসেন দেবের শাসনকালে বিদ্যমান ছিলেন তাহার দ্বিতীয় প্রমাণস্বরূপ বসন্তবাবু (উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্নের ন্যায়) লক্ষ্মণসেনের (সুন্দরবনের নিকট প্রাপ্ত) তাম্রশাসন হইতে নিম্নলিখিত পংক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন, যথা—"শ্রীমল্লক্ষ্মণসেন ক্ষৌণীভানু সান্ধিবিগ্রহিকেশ বিপ্রবাধিনায়ঞ্চকরাৎ করিধরস্য অস্য শাসনীকৃতং।" তার পর লিখিয়াছেন "নৃপতি লক্ষ্মণসেনের ভানু নামধেয় সান্ধিবিগ্রহিকের বিষয় এই তাম্রশাসনে পরিজ্ঞাত হওয়া যায়।"

প্রকৃতপক্ষে উক্ত তাম্রশাসনে এইরূপ পাঠ আছে যথা—"শ্রীমল্লক্ষ্মণসেন-ক্ষৌণীভানু-সান্ধিবিগ্রহিকেণ-বিপ্রবাধিস্থায়স্করাৎ কৃষ্ণধরস্যাস্য শাসনীকৃতঃ।" পূর্ব্বোদ্ধৃত বচনের 'ভানু' অর্থে 'ভানুদত্ত' কিরূপে বুঝাইতে পারে আমরা তাহা বুঝিতে সম্পূর্ণ অক্ষম। উক্ত বচনে লক্ষ্মণসেনকে 'ক্ষৌণীভানু' অর্থাৎ 'পৃথিবীর সূর্য্য' এইরূপ বলা হইয়াছে, ইহাই সহজ-বোধ্য। উক্ত বচনে অর্থ এইরূপ—'পৃথিবীর সূর্য্য (স্বরূপ) শ্রীমৎ লক্ষ্মণসেনের 'সান্ধিবিগ্রহিকেণ' অর্থাৎ সান্ধিবিগ্রহিকগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ 'বিপ্রবাধিস্থায়স্কর' (নামক ব্যক্তির, অথবা বিপ্রজাতীয় বাধিস্থায়স্কর নামক ব্যক্তি) (কর্ত্তৃত্বাধীনে) কৃষ্ণধরের (কৃষ্ণধর নাম ব্রাহ্মণের সম্বন্ধে) এই শাসন প্রদত্ত হইল।

সুতরাং উক্ত বচনের 'ভানু' অর্থ 'ভানুদত্ত' করিয়া বসন্তবাবু যে অদ্ভুত মত প্রকাশ করিয়াছেন—তাহাও গ্রহণযোগ্য হইতে পারে না। আমাদের মতে শিবদাস সেনের উক্তিই প্রকৃত।

(৩) দত্ত, ধর, কর, নন্দী, রক্ষিত প্রভৃতি বৈদ্যগণ পূর্ব্বে কুলীন ছিলেন, ইহাও নিতান্ত অশ্রদ্ধেয় কথা। প্রকৃতপক্ষে কোন বৈদ্য-কুলপঞ্জিকায় ঐ সকল ঘর কুলীন বলিয়া স্বীকৃত হয় নাই। লোকব্যবহারেও উঁহারা কুলীন নহেন কি ছিলেন না। কোন কোন আধুনিক বৈদ্য-কুলগ্রন্থে 'দত্তকে' উত্তম বলিলেও 'কুলীন' বলে নাই। 'উত্তম' ও 'কুলীন' এক কথা নহে। বসন্তবাবু 'দত্ত' বংশের অনেক কুলক্রিয়ার উল্লেখ করিয়াছেন,—কিন্তু কুলক্রিয়া দ্বারা যে বৈদ্যসমাজে কুলীন হওয়া যায় তাহা প্রদর্শন করিতে পারেন নাই। স্বয়ং ভরতমল্লিক 'দত্ত' বংশীয় বৈদ্যগণকে হীন বলিয়াই বর্ণনা করিয়াছেন। বিক্রমপুরে প্রবাদ আছে—"দত্ত ধর কর—এ তিন বৈদ্যের নফর।"

(৪) 'চক্রদত্ত'-প্রণেতা চক্রপাণিদত্ত যে গৌতম গোত্রীয় ও ঔর্ব্ব, চ্যবন, ভার্গব, জামদগ্ন্য, আপ্নুবৎ প্রবরবিশিষ্ট ছিলেন তাহার কোন প্রমাণ বসন্তবাবু দিতে পারেন নাই। তিনি যে কুলীন ছিলেন তাহা চক্রপাণিদত্ত স্বয়ং বলিয়াছেন, এবং তজ্জন্যই তাঁহাকে আমরা 'কায়স্থ' জাতীয় বলিতে চাই।

(৫) ইহার পূর্ব্বাংশ সম্বন্ধে পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। শেষাংশ সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই যে সংক্ষিপ্তসার-ব্যাকরণ-প্রণেতা ক্রমদীশ্বর ও তাঁহার পিতা চক্রপাণি যে বৈদ্যবংশীয় ছিলেন এবং এই চক্রপাণি ও চৌপীড়া গ্রামের দত্তবংশীয় চক্রপাণি যে অভিন্ন ব্যক্তি তাহার কোনই প্রমাণ নাই।

(৬) 'শার্ঙ্গধর প্রকাশ'-প্রণেতা আঢ়মল্লের পিতামহ চক্রপাণি যে জাতিতে বৈদ্য ছিলেন তাহারও প্রমাণাভাব।

গ্রন্থকার গ্রন্থের দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম অধ্যায়ে যাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে ইতঃপূর্ব্বে কিছু বলা হইয়াছে—আর কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন।

অতঃপর বসন্তবাবুর অবান্তর কথাগুলি সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই :—

(ক) গৌড়ের সেনরাজগণ জাতিতে বৈদ্য ছিলেন না। বিজয়সেনের (দেওপাড়া) শিলালিপি ও লক্ষ্মণসেনের (মাধাই-নগর) তাম্রশাসনে তাঁহারা যে মূলতঃ দাক্ষিণাত্যের অন্তর্গত কর্ণাট প্রদেশের অধিবাসী ছিলেন এবং জাতিতে চন্দ্রবংশীয় 'ব্রহ্মক্ষত্রিয়' ছিলেন তাহা স্পষ্টরূপে লিপিবদ্ধ আছে। দাক্ষিণাত্যে অদ্যাপি এই 'ব্রহ্মক্ষত্রিয়' জাতি বর্ত্তমান আছে। এই 'ব্রহ্মক্ষত্রিয়' সম্বন্ধে ঐতিহাসিক Vincent A. Smith সাহেব তদীয় The Early History of India নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন—"There is a caste called Brahmakshatri corresponding to thes Brahmakshatriya [caste of the Sen dynesty of Bengal] the members of which are found all over the Punjab, Rajputana, Kathiawar, Guzrat and even the Deccan।" নিরপেক্ষ ঐতিহাসিক আবুল-ফজল আইন-ই আকবরীতে এই ব্রহ্ম-ক্ষত্রিয় সেনরাজগণকে কায়স্থ জাতীয় বলিয়াই উল্লেখ করিয়াছেন।

(খ) সন্ধ্যাকর নন্দী নিজেকে 'করণ্যানামগ্রণী' অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ করণগণের অগ্রণী বলিয়া আত্মপরিচয় প্রদান করিয়াছেন। 'করণ' অর্থে বৈদ্যজাতি বুঝায় না—কায়স্থ জাতিই বুঝায়।

(গ) বৈদ্যদেব যে জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন তাঁহার তাম্রশাসনে কোথায়ও একথা লিখিত হয় নাই। বরং তিনি যে কায়স্থ ছিলেন, তাহা বারেন্দ্রকায়স্থগণের কুলজি পাঠে জানা যায়।

(ঘ) মাধবকর ও বিজয় রক্ষিতের জাতি সম্বন্ধে কোন বিজ্ঞানসম্মত প্রমাণ এখন পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই।

(ঙ) মগধের 'গুপ্ত' রাজগণ জাতিতে কি ছিলেন তাঁহাদের কোন লিপি হইতে প্রমাণিত হয় নাই। গুপ্তবংশের প্রথম রাজা চন্দ্রগুপ্ত (১ম) লিচ্ছিবিবংশীয়া কুমারদেবীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। তাঁহার মুদ্রায় তাঁহার নিজনাম, মহিষীর নাম ও 'লিচ্ছিবি' এই জাতিগত নাম মুদ্রিত থাকা পরিদৃষ্ট হয়। মনুসংহিতার মতে এই লিচ্ছিবিগণ ব্রাত্যক্ষত্রিয়, সুতরাং মগধের গুপ্তরাজগণকে বৈদ্য বলিতে যাওয়া ধৃষ্টতা মাত্র।

গৌড়াধিপ শশাঙ্কের যে 'গুপ্ত' উপাধি ছিল তাহাকে এখন পর্য্যন্ত নিঃসন্দিগ্ধ রূপে প্রমাণিত হয় নাই। তিনি গুপ্তবংশীয় 'নরেন্দ্রগুপ্তে'র সহিত অভিন্ন হইলেও বলিতে হইবে যে তিনি কখনই 'বৈদ্য' ছিলেন না।

গৌড়ের 'পাল' রাজগণ জাতিতে সূর্য্যবংশীয় ক্ষত্রিয় ছিলেন। সন্ধ্যাকরনন্দী তাঁহার 'রামচরিতম্' কাব্যের প্রথম অধ্যায়ের সপ্তদশ শ্লোকে ও টীকায় পালরাজগণকে 'ক্ষত্রিয়' জাতীয় বলিয়াই লিখিয়াছেন। বৈদ্যদেবের তাম্রশাসনেও পালরাজগণকে 'মিহিরের কুলে' অর্থাৎ সূর্য্যবংশে জাত বলিয়া উল্লিখিত করা হইয়াছে। আবুল ফজল আইন-ই আকবরীতে তাঁহাদিগকে 'কায়স্থ' (অর্থাৎ ক্ষত্রিয়) বলিয়াই উল্লেখ করিয়াছেন। স্বয়ং ভরতমল্লিক লিখিয়াছেন 'বৈদ্য পালো ন বিদ্যতে' অর্থাৎ 'পাল' উপাধি বৈদ্যজাতি মধ্যে বিদ্যমান নাই। সুতরাং পালবংশীয় রাজগণ কোন মতেই জাতিতে বৈদ্য হইতে পারেন না।

শূরবংশীয় রাজগণও জাতিতে বৈদ্য ছিলেন না। স্বয়ং আবুলফজল আইন-ই আকবরীতে 'শূরবাজগণ'কে কায়স্থ বলিয়াই উল্লেখ করিয়াছেন। 'শূর' উপাধি বৈদ্যজাতি মধ্যে পরিদৃষ্ট হয় না। বিজয়সেনের তাম্রশাসন পাঠে অবগত হওয়া যায় যে তিনি 'শূর' বংশীয়া কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। সেনবংশ 'ব্রহ্মক্ষত্রিয়' সুতরাং 'শূরবংশ' ক্ষত্রিয় বা কায়স্থ হওয়াই সম্ভব।

'বর্দ্ধন' উপাধি বৈদ্যজাতি মধ্যে দৃষ্ট হয় না। 'বর্দ্ধন' রাজগণের সহিত 'গুপ্ত' রাজগণের বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছিল। চীনপরিব্রাজক বর্দ্ধন-বংশীয় সম্রাট্ হর্ষবর্দ্ধনকে 'বৈশ' জাতীয় বলিয়াই উল্লেখ করিয়াছেন।

বসন্তবাবুর 'চক্রপাণিদত্ত' নামক গ্রন্থ সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য শেষ হইল। গ্রন্থমধ্যে গ্রন্থকার কোন প্রকার ঐতিহাসিক গবেষণা, সাধারণ সংস্কৃত জ্ঞান, এমন কি সামান্য বিচারবুদ্ধির পরিচয় দিতে পারেন নাই! তিনি উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয়ের মক্স করিতে যাইয়া পদে পদে ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। সময়ে সময়ে অপ্রাসঙ্গিকভাবে অকারণ কায়স্থ জাতির প্রতি বিদ্বেষ প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহার গ্রন্থের ৩৯ পৃষ্ঠায় শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন ও চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত বিদ্যাসাগরের জীবনী হইতে "সংস্কৃত কলেজে শূদ্র জাতিরাও শিক্ষা পাইবে না কেন?" "শূদ্র ছাত্রগণের ব্যবস্থা", "শূদ্র বালকের পক্ষে সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়ন নিষিদ্ধ ছিল" গ্রন্থকারগণের এই সকল অসংযত উক্তি অকারণ উদ্ধৃত হইয়া 'কায়স্থ'কে শূদ্রের সহিত একপর্য্যায় ভুক্ত করিবার গুপ্ত ইচ্ছা প্রকাশিত হইয়াছে। অথচ স্বয়ং বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহার রিপোর্টে যে 'কায়স্থ'কে 'ক্ষত্রিয়' ও 'বৈদ্য'কে 'শূদ্র'

করিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন তাহা উল্লেখ করিতে সঙ্কোচ বোধ করিয়াছেন। ফল কথা গ্রন্থকার তাঁহার গ্রন্থে সত্যের মর্য্যাদা আদৌ রক্ষা করিতে পারেন নাই এবং তাঁহার জ্ঞানের অতিরিক্ত কথা বলিতে যাইয়া পদে পদে ভ্রমে পতিত হইয়াছেন।

শ্রীপ্রভাসচন্দ্র সেন বর্ম্মন্।

সমাজ-সমস্যা।

সমগ্র ভারতের সমাজ-কেন্দ্রে আজ যে বিপ্লব জাগিয়া উঠিয়াছে তাহা হইতেই বোঝা যায় কোথাও একটা গভীরতম মিথ্যার বীজ লুকাইয়া আছে, সেই পদে পদে বাধার সৃষ্টি করিতেছে—মানুষকে ঠিক পথে চলিতে দিতেছে না। জগতের ইতিহাস খুঁজিলে দেখা যায় প্রত্যেক বিপ্লবের মূলেই—এইরূপ একটা না একটা মিথ্যা—কোনো না কোনো পাপ—তাহার বিষ উদ্গীরণ করিয়াছে। ধর্ম্ম, রাজনীতি বা সমাজ সম্বন্ধীয় কোনো বিপ্লবই এই মিথ্যা ভিন্ন সম্ভবপর হয় নাই।

হিন্দু-সমাজের ভিতরেও যে একটা বিপ্লব জাগিয়া উঠিয়াছে, এখন আর তাহাতে কেহই সন্দেহ করে না—যাঁহারা বলেন, হিন্দু ধর্ম্ম আগে যেমন অচল, অনড় ছিল এখনও তাহাই আছে—তাঁহাদেরও মনে এ সন্দেহ নাই। দ্বারভাঙ্গার মহারাজ সমস্ত হিন্দুধর্ম্মের ধ্বজা খাড়া রাখিবার জন্য এত সভা-সমিতি করিয়া বেড়াইতেছেন তাহারও কারণ—তিনি জানেন বিপ্লব সুরু হইয়া গিয়াছে।

সমাজের দিকে ভালো করিয়া চাহিয়া দেখিলেও এই বিপ্লবের কথাটা সহজেই চোখে পড়ে। সমাজের ভিতর আজ ব্যভিচারের অন্ত নাই। প্রাধান্যের জন্য হানাহানি কাড়াকাড়ি মাতামাতি বাঁধ-ভাঙ্গা জল-স্রোতের ন্যায় ছুটিয়া চলিয়াছে। যাহা তাহার কর্ত্তব্য শাসন করেন না, অথচ প্রভুত্বের দাবী করেন, শূদ্র বড় কাজ

১। "যখন বৈদ্য কলেজে পড়িতে পারে, তখন কায়স্থ পারিবে না কেন? বৈদ্য শূদ্র বটে। আর যখন শোভাবাজারের রাজা কৃষ্ণকান্তদেবের জামাতা হিন্দু স্কুলের ছাত্র কালীপ্রসন্ন মিত্র সংস্কৃত কলেজে পড়িবার অধিকার পাইয়াছে, তখন অন্যান্য কায়স্থ পড়িতে পারিবে কেন? কায়স্থ ক্ষত্রিয়, আন্দুলের রাজা রাজনারায়ণ বাহাদুর তাহা প্রমাণ করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন।" (বিদ্যাসাগর মহাশয়ের রিপোর্ট।)

করিয়াও শূদ্র বলিয়াই সমাজে অস্পৃশ্য। সৎসাহস, ত্যাগ, কর্ম্মাসক্তি কোনো যুগে যে ভারতবর্ষে ছিল—আজিকার এই ভারতবাসীকে দেখিয়া তাহা ধারণাও করা যায় না।

আমাদের কথাতে যাঁহারা সন্দেহ প্রকাশ করিবেন—আমরা তাঁহাদিগকেই জিজ্ঞাসা করি, যে ব্রাহ্মণ হিন্দুধর্ম্মকে নবজীবনে উজ্জীবিত করিয়াছিলেন—ত্যাগের মন্ত্রে, কর্ত্তব্যের দীক্ষায় এই সমাজকে—অন্য সমাজ হইতে সম্পূর্ণ নূতন প্রেরণা—সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র অনুভূতি প্রদান করিয়াছিলেন, সে ব্রাহ্মণ আজ কোথায়? যে শ্রেষ্ঠত্বের গর্ব্বে তাঁহারা আর সমস্ত জাতিকে দূরে রাখিয়া চলিতেন, সে শ্রেষ্ঠত্ব যে আর তাঁহাদের নাই সে কথা প্রমাণ করা কঠিন নহে।

আমরা ব্রাহ্মণের সহিত ব্রাহ্মণেতর জাতির তুলনা করিয়া সেই কথাটা বুঝাইয়া দিতেছি। যে শিক্ষার গৌরবে ব্রাহ্মণ একদিন অত বড় হইয়াছিলেন—সেই শিক্ষাক্ষেত্রেই ব্রাহ্মণ আর আজ অদ্বিতীয় নহেন। এদেশে আজ একদিকে যেমন ব্রাহ্মণ অধ্যাপক জানকীনাথ ভট্টাচার্য্য আছেন—অন্যদিকে আবার তেমনি জ্ঞানের অগাধ সমুদ্র সুবর্ণ বণিক আছেন। রাজার ধর্ম্মাধিকরণে প্রতিভাবান ব্রাহ্মণ আশুতোষ আছেন মানি—কিন্তু লর্ড সিংহের মনীষা ও প্রতিভা তাঁহার অপেক্ষা কম নহে বিদেশের বিপুল প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্র হইতে তিনি যে গৌরবমুকুট কাড়িয়াছেন তাহা ভারতের মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। রাজনীতিক্ষেত্রে ব্রাহ্মণ সুরেন্দ্রনাথ যে আর আমাদের সর্ব্বাসর্ব্বস্ব নহেন—ভারতে চাণক্যের ন্যায় কূটবুদ্ধি সাহায্যে এই শাসন-সংস্কার যিনি সফল করিয়াছিলেন সেই ভূপেন্দ্রনাথের দিকে তাকাইলে বোঝা যায়। ব্রাহ্মণ ডাক্তার সুরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য অপেক্ষা নীলরতন সরকারের প্রতিভা যে শ্রেষ্ঠতর সে বিষয়ে বোধ হয় কাহারও সন্দেহ নাই—প্রসন্নকুমারের দানের কথা ভোলা কঠিন ... দানে সার তারকনাথ, সার রাসবিহারীর নাম চিরস্মরণীয় থাকিবে।

বিপ্লব আসে—বিপ্লব শেষ হইয়া যায়, কিন্তু তাহার গভীর দুঃখ, তাহার দুঃসহ উৎপীড়ন ব্যর্থ হয় না। সে সমস্তকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া তছনছ করিয়া রাখিয়া যায় সত্য, কিন্তু উর্ব্বর ভূমির উপর সৃজনের বীজও অজস্র ছড়াইয়া যায়। তাই প্রত্যেক বিপ্লবের পরেই দেখা যায়—নূতন জীবনের সাড়ায় জাতি সার্থক হইয়া উঠিয়াছে—জড়তা পরিহার করিয়া, হীনতা ঝাড়িয়া ফেলিয়া মানুষ আবার মনুষ্যত্বে মহান হইয়া উঠিয়াছে।

আমাদের সমাজেও বিপ্লব ঘনাইয়া আসিয়াছে—একদিন শেষও হইবে। তাহার বন্যায় আজ আমাদের ভিতর যে গ্লানি, যে হীনতা, যে দৈন্য সঞ্চিত হইয়া আছে তাহা সমস্তই ভাসিয়া যাইবে। সেই ধ্বংস-স্তূপের ভিতর হইতে আর এক মূর্ত্তি ধরিয়া নূতন ব্রাহ্মণ উঠিয়া আসিবে,—সে ব্রাহ্মণ ত্যাগে মহান, শিক্ষায় অতুল, ধর্ম্মে অদ্বিতীয়, সত্যে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া দেখা দিবে—তাঁহার কাজে এদেশ জাগ্রত হবে, তাঁহার আদর্শে এদেশ দিগ্বিজয়ে বাহির হইবে। আমরা সেই ব্রাহ্মণ চাই।

(হিন্দুস্থান)

কায়স্থ-পঞ্জী।

বিবাহ দ্বিজাচারে। ৫ই জ্যৈষ্ঠ নদীয়া জিলার চণ্ডীপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র মজুমদার বর্ম্মন্ মহাশয়ের দ্বিতীয় পুত্র শ্রীমান্ ভবেশচন্দ্র মজুমদার বর্ম্মার সহিত কাঁকিনা (রংপুর) নিবাসী শ্রীযুক্ত গতিগোবিন্দ রায় বর্ম্মন্ মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী উষারাণী দেবীর বিবাহ যজ্ঞোপবীত কুশণ্ডিকাসহ সম্পন্ন হইয়াছে। (১) উপরোক্ত বিবাহে বরপক্ষ যৌতুকাদি বাবদ কিছুই গ্রহণ করেন নাই।

বিনাপণে বিবাহ। ২০শে জ্যৈষ্ঠ। ৫৩ নং হরিঘোষের ষ্ট্রীট নিবাসী বাবু নগেন্দ্রনাথ দে মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান ক্ষিতীশনাথ দের সহিত ১২।২।১ নং সুকিয়া ষ্ট্রীট নিবাসী ৺রাখালচন্দ্র বসু মল্লিক মহাশয়ের ৪র্থ কন্যা শ্রীমতী রাধারাণীর। এই বিবাহে যৌতুকাদি বা কোন প্রকার দাবীদাওয়ার কথা ছিল না। আমরা বরকর্ত্তাদিগের আন্তরিক ধন্যবাদ দিয়া নবদম্পতীদিগের সুখ ও মধুময় জীবন প্রার্থনা করিতেছি।

প্রচার। ১৭ই জ্যৈষ্ঠ, সোমবার, ১৩২৭। যশোহর মাগুরা মহকুমার অন্তর্গত ...পুর গ্রামে শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু মহাশয়ের বাটীতে একটি কায়স্থ-সভার অধিবেশন হয়। এতদঞ্চলের স্বেচ্ছা-প্রচারক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র কবিকুসুম বাচস্পতি মহাশয়ের বক্তৃতায় এবং শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ বসু মহাশয়ের বিচার ও মীমাংসা অনুসারে উপস্থিত কায়স্থমণ্ডলী সত্বরই যজ্ঞোপবীত গ্রহণে স্বীকৃত হয়েন।

২০শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৭। নড়ালের অন্তর্গত মিঠাপুর গ্রামে শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের বাটীতে তদঞ্চলের একটী বিরাট্ কায়স্থ-সভার অধিবেশন হয়। শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ বসু মহাশয় ও সুপরিচিত কবিকুসুম মহাশয় কায়স্থ জাতির ক্ষত্রিয়ত্ব বিষয়ে ও উপনয়ন সংস্কারের আবশ্যকতা সম্বন্ধে সরল ও সুন্দরভাবে সাধারণকে বুঝাইয়া দেন। ফলে প্রায় ২৫ জন কায়স্থ সন্তান অচিরাৎ উপবীত গ্রহণে স্বীকৃত হয়েন।

২২শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৭। পরমেশ্বরপুর আর্য্যকায়স্থ-সমিতি ও ক্ষত্রিয় লাইব্রেরীর সুযোগ্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ বসু মহাশয়ের আহ্বানে এতদঞ্চলের কায়স্থ সাধারণের একটী মহতী সভার অধিবেশনে, আগামী বার্ষিক মহাধিবেশনে কলিকাতায় প্রেরণার্থ নিম্নলিখিত ব্যক্তিদ্বয় প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হয়েন। যথা পণ্ডিত শ্রীগোপালচন্দ্র কবিকুসুম দেববর্ম্মা, শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ বসু বর্ম্মা। উপনয়নকেন্দ্র, মিঠাপুর (যশোহর)

উপনয়ন। ৫ই জ্যৈষ্ঠ, বুধবার নদীয়া চণ্ডীপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত অখিলবন্ধু রায় বর্ম্মন্ মহাশয়ের বাটীর কেন্দ্রে কাঁকিনা রংপুর নিবাসী বারেন্দ্র শ্রেণীর শ্রীযুক্ত গুরুগোবিন্দ রায় এবং শ্রীযুক্ত গতিগোবিন্দ রায় মহাশয়দ্বয় যথাক্রমে ৬০ ও (…) বৎসর বয়সে উপনয়ন সংস্কার গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত মধুসূদন স্মৃতিরত্ন মহাশয় আচার্য্য ছিলেন।

১৩ই বৈশাখ, বগুড়া, শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র সেন বর্ম্মন্ মহাশয়ের বাটীর কেন্দ্রে নিম্নলিখিত তিনজন বারেন্দ্র কায়স্থ উপনয়ন গ্রহণ করিয়াছেন। ১। শ্রীযুক্ত জানকীনাথ চৌধুরী, সাং ক্ষেতলাল (বগুড়া)। ২। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ রায়, সাং আবাদপুর (বগুড়া)। ৩। শ্রীযুক্ত মথুরানাথ বল, সাং গোবিন্দপুর (বগুড়া)।

২৩শে জ্যৈষ্ঠ, বিক্রমপুর শেখরনগর গ্রামে শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ রায় বর্ম্মন্ রায় বাহাদুরের বাটীর কেন্দ্রে নিম্নলিখিত ২২ জন বঙ্গজ কায়স্থ যথারীতি উপনয়ন সংস্কার গ্রহণ করিয়াছেন, শ্রীযুক্ত মদনমোহন বিদ্যানিধি ও প্রসন্নচন্দ্র ভট্টাচার্য্য পুরোহিত ছিলেন। উপবীতিগণের নাম যথা :—

১। শ্রীযুক্ত পার্ব্বতীচরণ ঘোষ (৭১)। ২। শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত ঘোষ। (৬০) ৩। শ্রীযুক্ত বনমালী রায় (৬০)। ৪। শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ সরকার (৫০)। ৫। শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন ঘোষ। ৬। শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র দেব মজুমদার। ৭। শ্রীযুক্ত প্রমদাকান্ত দেব মজুমদার। ৮। শ্রীযুক্ত সুধীরচন্দ্র দেব মজুমদার। ৯। শ্রীযুক্ত শচীকান্ত পৈত। ১০। শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন দেব মজুমদার। ১১।

শ্রীযুক্ত প্রাণরঞ্জন পৈত। ১২। শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র ঘোষ। ১৩। শ্রীযুক্ত সন্তোষকান্ত পৈত। ১৪। শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র দেব মজুমদার। ১৫। শ্রীযুক্ত সুকুমার পৈত। ১৬। শ্রীযুক্ত সুকুমার দাস। ১৭। শ্রীযুক্ত অনাথবন্ধু পৈত। ১৮। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ পৈত। ১৯। শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ঘোষ। ২০। শ্রীযুক্ত নীরদরঞ্জন সুর। ২১। শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন ঘোষ। ২২। শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র নাহা।

৩১শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৭। পরমেশ্বরপুর আর্য্যকায়স্থ-সমিতির প্রযত্নে ও মনোথালী গ্রামের উপবীতি কায়স্থমণ্ডলীর ঐকান্তিক চেষ্টার ফলে জ্যৈষ্ঠসংক্রান্তি দিনে শ্রীযুক্ত শ্রীরাম শিরোমণি মহাশয়ের আচার্য্যত্বে ও স্বেচ্ছাপ্রচারক পণ্ডিত গোপালচন্দ্র কবিকুসুমবাচস্পতি মহাশয়ের অধ্যক্ষতায় নিম্নলিখিত উনিশজন দক্ষিণ রাঢ়ীয় কায়স্থ সন্তান যথারীতি ব্রাত্য প্রায়শ্চিত্ত অন্তে যজ্ঞোপবীত গ্রহণ করিয়াছেন। এতদর্থে মনোথালীনিবাসী শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত বর্ম্মা ও শ্রীযুক্ত কেশবলাল মিত্র বর্ম্মা মহাশয়দ্বয় সবিশেষ ধন্যবাদের যোগ্য।

মিঠাপুর, নিবাসী শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন বসু শ্রীযুক্ত কেশবলাল বসু, শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র ঘোষ, শ্রীযুক্ত মাখনলাল বসু, শ্রীযুক্ত ভূদেবচন্দ্র বসু, কিরণচন্দ্র বসু, শুকলাল বসু, ফটিকচন্দ্র বসু, যোগেন্দ্রনাথ বসু, নরেন্দ্রনাথ ঘোষ, হরিপদ দে, গিরিশচন্দ্র চন্দ্র, হৃদয়নাথ ভৌমিক, যতীন্দ্রনাথ মিত্র, বঙ্কিমচন্দ্র বসু, মতিলাল সেন, শুকলাল বসু, কামিনীকুমার বসু, ও শ্রীমনোরঞ্জন ঘোষ। এবং পরমেশ্বরপুর-নিবাসী শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বসু, শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বসু, শ্রীযুক্ত যাদবেন্দু বসু, শ্রীযুক্ত হৃদয়নাথ বসু, শ্রীযুক্ত কালীপদ বসু।

দ্বিজাচারে শ্রাদ্ধ:—৺গোবিন্দচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মন্ মহাশয়ের আদ্যশ্রাদ্ধ বিগত ১২ই জ্যৈষ্ঠ ত্রয়োদশাহে কাশীপুর (বরিশালে) সম্পন্ন হইয়াছে। একশত ব্রাহ্মণ এই শ্রাদ্ধে যোগদান করেন। এই শ্রাদ্ধ সম্পন্ন করিতে বহু বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিতে হইয়াছিল। তাঁহাদিগের গুরু পুরোহিত এবং সমাজপতি কল্প রাজকুমার ও বসন্তকুমার বসু এবং গিরীশচন্দ্র ও বরদাচন্দ্র গুহ বর্ম্মা মহাশয় দিগের বিশেষ চেষ্টা ও যত্নে এই কার্য্য সম্পন্ন হয়।

১৩ জ্যৈষ্ঠ লক্ষ্ণৌ সহরের প্রসিদ্ধ ডাক্তার রায় বাহাদুর মহেন্দ্রনাথ ওদেদার মহাশয়ের শ্রাদ্ধ তাঁহার ইচ্ছানুক্রমে তদীয় পুত্র গিরীন্দ্রনাথ ওদেদার মহাশয় হরিদ্বারে ত্রয়োদশাহে সম্পন্ন করিয়াছেন। ডাঃ মহেন্দ্রনাথের শেষজীবনে উপবীতী হইবার বাসনা ছিল; কিন্তু তাহা আর হইয়া উঠে নাই, তবুও তিনি তাঁহার শ্রাদ্ধ

১৩ দিনে সম্পন্ন করিতে বলিয়া গিয়াছিলেন। আমরা অবগত আছি তিনি তাঁহার জননী দেবীর শ্রাদ্ধও হরিদ্বারে গিয়া ত্রয়োদশাহে সম্পন্ন করিয়া আসিয়াছিলেন। আমরা ভগবানের নিকট তাঁহার আত্মার মঙ্গল প্রার্থনা করি।

২০শে জ্যৈষ্ঠ শেখরনগরের (ঢাকা) ৺চণ্ডীচরণ রায় মহাশয়ের আদ্যশ্রাদ্ধ তাঁহার পুত্র শ্রীযুক্ত জয়চন্দ্র রায় বর্ম্মন মহাশয় ত্রয়োদশ দিবসে সম্পন্ন করিয়াছেন। স্বর্গীয় রায় মহাশয়ের বয়স ৯১ বৎসর ছিল এবং তিনি রায় শ্রীনাথ রায়বাহাদুরের জ্ঞাতি ছিলেন।

পৈতা ছেঁড়ার মোকর্দ্দমা। যশোহর বাগুটিয়ার বাবু রামলাল সরকার বর্ম্মা, বিষ্ণুপুর জয়নগরে তাঁহার জনৈক আত্মীয়ের বাড়ী গিয়াছিলেন, তথায় একদিন সন্ধ্যার সময় নিকটস্থ পুষ্করিণী হইতে সন্ধ্যাহ্নিক ক্রিয়া সমাপন করিয়া আসিতেছেন, এমন সময় পথিমধ্যে অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ও সুরেন্দ্রনাথ হালদারদ্বয়ের সহিত তাঁহার দেখা হয়। রামলালবাবুর গলায় শুভ্র যজ্ঞোপবীত দেখিয়া ব্রাহ্মণদ্বয় ক্রোধে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া বলিয়া উঠিলেন শূদ্রের গলায় পৈতা? রামলালবাবু কহিলেন, আমি কায়স্থ, শূদ্র নহি—ক্ষত্রিয় দ্বিজাতি এবং আমার পৈতায় অধিকার আছে। একথা শুনিয়া অবিনাশ ভট্টাচার্য্য বলিলেন, পৈতা এখনি খুলিয়া ফেল। তাহাতে রামলালবাবু উত্তেজিতস্বরে প্রতিবাদ করিলে, মূর্খ বামুন দুইটী রামলালবাবুকে ধরিয়া বলপূর্ব্বক তাহার পৈতা ছিঁড়িয়া দেন। রামলালবাবু অপমান এবং ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ বলিয়া আলিপুরের সবডিভিসনাল ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট বিচারপ্রার্থী হইলে হাকিম মহোদয় ২৯৮ ও ৩৫৫ ধারা মতে আসামীদ্বয়কে সমন দেন। মকদ্দমা চলিতেছে। দুর্বৃত্তের রীতিমত শাস্তি হওয়া উচিত।

চন্দ্রদ্বীপ কায়স্থসভা। শ্রীরমেশচন্দ্র ঘোষ দস্তিদার বি, এ লক্ষ্মণকাঠী, বাটাজোর (বরিশাল) মহাশয় লিখিতেছেন—বঙ্গীয় কায়স্থ জাতি ভারতবর্ষব্যাপী বিরাট ক্ষত্রিয়বর্ণের একটা প্রবল শাখা, সংখ্যায় ১৪।১৫ লক্ষের উপর। পৌরাণিক যুগ হইতে মোগল শাসন পর্য্যন্ত বিদ্যা-বুদ্ধি বাহুবলে এই জাতি জন্মভূমির গৌরব রক্ষা করিয়াছে। সুচতুর আকবর স্বজাতিদ্রোহী মানসিংহের সাহায্যতায় যখন সমগ্র ভারতের স্বাধীনতা বিলুপ্ত করিতে উদ্যত হইয়া এই 'সুজলা সুফলা' বঙ্গভূমির প্রতি লোলুপ দৃষ্টি করিতেছিল এবং প্রবল মোগল বাহিনীর পদভরে বঙ্গভূমি কম্পিত হইতেছিল, তখনও এই জাতির বীর্য্যবহ্নি নির্ব্বাপিত হয় নাই। কিন্তু সেই বীরাগ্রগণ্য মহারাজ প্রতাপাদিত্য,

কেদার রায়, চাঁদ রায়, লক্ষ্মণমাণিক্য ও রাজা গণেশের বংশধরগণ পরস্পর ঐক্য, সহানুভূতি ও সমবেত চেষ্টার অভাবে নিদারুণ দারিদ্র্যে নিষ্পেষিত হইয়াও দীনহীন অবস্থায় অলসভাবে দিন কাটাইতেছে। চন্দ্রদ্বীপের কায়স্থ সমাজ একদিন বঙ্গে বিশেষ গৌরবান্বিত ছিল, কিন্তু আজ চন্দ্রদ্বীপের রাজধানী কচুয়া বা মাধবপাশার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে কে অশ্রুসংবরণ করিতে পারে? এই অধঃপতনের যুগেও যে জাতিতে কর্ণেল সুরেশ ও শৈলেন্দ্র, মধুসূদন ও কালীপ্রসন্ন, জগদীশচন্দ্র ও প্রফুল্লচন্দ্র, চন্দ্রমাধব ও রাসবিহারী, "বসু ও সিংহ" অরবিন্দ ও বিবেকানন্দের আবির্ভাব সম্ভব, সে জাতিকে জন্মভূমির ও জগতের কল্যাণার্থে অনেক কাজ করিবার আছে। কিন্তু সমবেত চেষ্টা ভিন্ন উন্নতি কোথায়? আমরা বরিশালের কায়স্থ সমাজের সর্ব্ববিধ মঙ্গল সাধনার্থ "চন্দ্রদ্বীপ-কায়স্থ-সভা ও চন্দ্রদ্বীপ-চিত্রগুপ্ত-ভাণ্ডার" প্রতিষ্ঠিত করিতে ইচ্ছুক। স্বদেশ-হিতৈষী কায়স্থ বন্ধুগণ, আমাদের চেষ্টার সফলতা, আপনাদের ঐকান্তিক ভালবাসা ও সহানুভূতির উপর নির্ভর করে। আশা করি কায়-মনো-বাক্যে এই শুভ চেষ্টায় সাহায্য করিয়া জন্মভূমির মঙ্গল সাধন করিবেন।

চন্দ্রদ্বীপ-কায়স্থ-সভার নিয়মাবলী ও কার্য্যপ্রণালী শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে। চন্দ্রদ্বীপ চিত্রগুপ্ত ভাণ্ডারে যিনি যাহা দিতে ইচ্ছা করেন উপরোক্ত ঠিকানায় প্রেরণ করিবেন। প্রাপ্তিস্বীকার "বরিশাল-হিতৈষীতে" স্বীকৃত হইবে।

আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু। আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয় রয়্যাল সোসাইটীর সদস্য শ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন ডাক্তার ওয়ালারের ইহাতে বাধা দিবার ইচ্ছার অভাব এবং চেষ্টার ক্রটী ছিল না। কিন্তু ফল বিপরীত হইয়াছে। যে সব জগদ্বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক হয়ত বসু মহাশয়ের আবিষ্ক্রিয়া-সমূহের নীরব অনুরাগী সমজদারই থাকিতেন, তাঁহারা প্রকাশ্য সভাগৃহে, মৌখিক এবং সংবাদপত্রে চিঠি লিখিয়া তাঁহার বৈজ্ঞানিক কার্য্যের সত্যমূলকতা ও গৌরব ঘোষণা করিয়াছেন। তাহা ভারতের নানা ইংরাজী দৈনিকে বাহির হইয়াছে। বিলাতের প্রধান বৈজ্ঞানিক পত্রে নেচারের সম্পাদক গ্রেগরী সাহেব এক সভায় বলিয়াছেন, পদার্থবিজ্ঞানের এক ক্ষেত্রে নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ নিয়ম আবিষ্কার যেমন মূল্যবান, বিজ্ঞানের অপর এক ক্ষেত্রে বসু মহাশয়ের আবিষ্কারগুলির গুরুত্বও তদ্রূপ। ইহা খুব উচ্চ প্রশংসা। শ্রীমতী এনিবেসাণ্টের নিউ ইণ্ডিয়ায় বসু মহাশয় সম্বন্ধে লেখা হইয়াছে—

"He has carried on a long and weary battle against western bigotry and prejudice, but has at last conquered and is recognised as one of the foremost scientific leaders of the world. We should say 'The foremost,' because he has opened up a new road."........শ্রীমতী এনি বেসাণ্টকে অনেকে কেবল থিয়সফিকেল সোসাইটীর নেত্রী ও রাজনৈতিক আন্দোলনকারিণী বলিয়াই

জানেন। কিন্তু তিনি যৌবনে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-এস্‌সী অপেক্ষা কঠিনতর বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন, বহু বিজ্ঞান শিক্ষা করিয়া আটটি বিজ্ঞান শিক্ষা দিবার সার্টিফিকেট পাইয়াছিলেন এবং বিজ্ঞানের অনেক ক্লাসে উচ্চবিজ্ঞান শিক্ষা দিতেন। অতএব আচার্য্য বসু বিজ্ঞানজগতে নূতন পথ খুলিয়া দিয়াছেন বলিয়া শ্রীমতী বেসাণ্ট যে তাঁহাকে বর্ত্তমান জগতের প্রধানতম বৈজ্ঞানিক বলিয়াছেন, তাঁহার এই মত হাসিয়া উড়াইয়া দিলে চলিবে না, অন্ততঃ ভাবিয়া দেখিতে হইবে।

(প্রবাসী)

শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্ত-বিলাপ।

একদা নিদ্রার বশে হেরিনু স্বপনে
বিরাট্ পুরুষ এক দিব্য জ্যোতির্ম্ময়,
চতুর্দ্দিক আলোকিত কায়-প্রতিভায়।
কিন্তু হেরিলাম তাঁর বদন মণ্ডলে
বিষাদ-কালিমা যেন রয়েছে অঙ্কিত।
এ হেন অপূর্ব্ব মূর্ত্তি হেরিয়া সহসা,
অব্যক্ত বিস্ময়ে ভয়ে পূরিল হৃদয়।
করযোড়ে সবিনয়ে জিজ্ঞাসিনু তাঁরে,
"কৃপা করি, মোরে দেব, দেহ পরিচয়।
কেন হেন দেবমূর্ত্তি বিষণ্ণ, করুণ?"
সহসা স্নেহের দৃষ্টি করিয়া সঞ্চার
কহিলেন ধীরে দেব ;—বৎস, কিবা কব,
দুঃখের কারণ মোর! কি দুর্ভাগ্য আহা
পবিত্র কায়স্থকুলে লভিয়া জনম
নাহি চিন' মোরে? বড় আশ্চর্য্য বিষয়!
সৃষ্টির আদিম যুগে ব্রহ্মকায় হ'তে
লভিনু জনম আমি, "চিত্রগুপ্ত" নাম—
কায়স্থের আদি পিতা, পুরাণ-বিখ্যাত।
দেবক্ষত্রিয়ের অংশে জনম আমার,
ব্রহ্মকায়োদ্ভবহেতু "কায়স্থ" আখ্যান।
দেব-নর-চিত্র-পূজা, নমস্কার সহ
ব্রাহ্মণে তর্পণে করে তোয়াঞ্জলি দান।
তোমাদের বংশবীজে না চিন' তোমরা
ইহার অধিক দুঃখ আছে কিবা আর?
ততোধিক দুঃখ পুনঃ কহিনু তোমারে—

ক্ষত্রকুলে জন্ম লভি, অজ্ঞানতা বশে
বিদ্বেষি চক্রান্ত বলে মোর বংশধর,
পবিত্র কায়স্থকুল করি কলঙ্কিত
ঘোর শূদ্রত্বের মসী সর্ব্বাঙ্গে লেপিয়া
সমাজের হিন্দুত্বের হীনতম স্তরে
অধঃপাতে নিপতিত, এ কি বিড়ম্বনা!
অকস্মাৎ সমুদ্ভূত বৌদ্ধের বিপ্লবে
হারাইয়া যজ্ঞসূত্র, দ্বিজত্ব-গৌরব,
সাজিয়াছে শূদ্রাধম, আমার সন্তান!
আত্মজ্ঞানহীন এই কুসন্তানগণ
মর্ম্মজ্বালা দিয়া মোরে অহোরাত্র হায়
অতিষ্ঠ করেছে এবে! আমা বিস্মরণে
আমার সন্তানগণ এবে শূদ্রাধম!
জগতের জীবদের পাপ-পুণ্যফল
নিয়ত লেখনী-মুখে যে করে বিচার,
তাহার সন্তানগণ, (সিংহ শিশু হয়ে,)
আত্মবিস্মৃতির বশে রবে শূদ্রাচারী?
কখনো না হবে তাহা। যাও বৎস যাও
হতভাগ্য কায়স্থের ঘুরি ঘরে ঘরে
ঘোষো এই মহা-বাণী,—"ছিড়ি মোহ পাশ
উঠরে কায়স্থকুল, দেখহ বিচারি'
কোন্ গিরিশৃঙ্গে তব মহোচ্চ আসন!
দেখ চেয়ে একবার বঙ্গের বাহিরে
সর্ব্বদেশে কায়স্থের সুপবিত্র গলে
দিব্য যজ্ঞ-সূত্র দোলে ; তবে তুমি কেন
মূর্খ প্রায় নিজ পায় মারিছ কুঠার?
আত্মসম্মানেরে কিগো দেহ জলাঞ্জলি!
ধনী হও, দীন হও, বারেন্দ্র, বঙ্গজ,
উত্তর-দক্ষিণ রাঢ়ী, পাঞ্জাবী, মান্দ্রাজী
সকলি কায়স্থ এক, বিচ্ছিন্ন হইয়া
দুর্ব্বল হতেছ কেন আপনা আপনি।
ধর যজ্ঞ-সূত্র গলে, দিব্য ভ্রাতৃভাবে
কর সবে আলিঙ্গন, প্রীতির পরশে,
জাগিবে নবীন ভাব, নবীন জীবন।
প্রণব গায়ত্রীধনে হও গরীয়ান্ ;
হিন্দুকুলে জন্ম লভি' অনার্য্যের মত
সমাজের হীনস্তরে রয়েছ পতিত,

আপন ইচ্ছায় কেন ? বুঝিতে না পারি।
"কায়স্থ" রাজার জাতি, রাজন্য-সম্ভব !
সুপবিত্র ক্ষত্রকুলে জনম যাহার—
সমগ্র ভারতভূমে যাহার বিস্তার
প্রভুত্ব অপ্রতিদ্বন্দী, তার বংশে হায়
হেন অপমান ঘোর ! কলঙ্ক-কালিমা !
বিধির বিচিত্র-লীলা ! ভাগ্যে ছিল হায়
ইহাও স্বচক্ষে হলো করিতে দর্শন !
আর নয়, যাও বৎস, উল্কাপিণ্ড মত
পড়' কায়স্থের গৃহে, জাগাও তাহারে !
তীব্র তিরস্কার করি ব'লো বজ্র-স্বরে—
"স্বপ্ন নয় ! দেখ চেয়ে কায়স্থ-সন্তান !
ঊর্দ্ধে দৃষ্টিপাত কর অনন্ত গগনে,
তব ভূত ভবিষ্যৎ করি আচ্ছাদন
কে অই—বিরাট্ মূর্ত্তি হের একবার !
আত্মজ্ঞান-নেত্র ভাই কর' উন্মীলন !
এখনও করযোড়ে,—গলবস্ত্র হয়ে
বল সবে সমস্বরে, "ক্ষমা কর দেব !
কর স্নেহ আশীর্ব্বাদ অধম সন্তানে !
আর নাহি উপেক্ষিব আদেশ তোমার।
ঘুচিয়াছে এতদিনে মোহের আঁধার !
ক্ষমা কর, এইবার চলিব সুপথে !"
নতুবা—নতুবা—ভাই রক্ষা নাই আর
এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাহি কোন মতে।
পিতৃক্রোধানল হতে বহ্নিরাশি হায়—
রুদ্রনেত্রানল সম আসিবে ছুটিয়া,
করিবেক ভস্মীভূত কায়স্থ জাতিরে,
ঘোর প্রত্যবায়-সিন্ধু প্রলয়-কল্লোলে
করিবে ভীষণ গ্রাস চিরদিন তরে !
জগতে বিলুপ্ত হবে কায়স্থের নাম !!

শ্রীগোপালচন্দ্র কবিকুসুম বাচস্পতি।

বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভা।

অষ্টাদশ বার্ষিক কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির চতুর্দ্দশ অধিবেশন।

২৬শে বৈশাখ, রবিবার, ১৩২৭ সাল। অপরাহ্ণ ৬টা।
সভাপতি কুমার মন্মথনাথ মিত্র বাহাদুরের ভবন।
৩৪ নং শ্যামপুকুর ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

উপস্থিত :—

১। শ্রীযুক্ত কুমার মন্মথনাথ মিত্র বাহাদুর (সভাপতি)।
২। শ্রীযুক্ত দয়ালচন্দ্র বসু।
৩। " রায় বিনোদবিহারী বসু।
৪। " মন্মথমোহন বসু বর্ম্মা।
৫। " অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ।
৬। " নীতীশচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা।
৭। " শরৎকুমার মিত্র বর্ম্মা।
৮। " মৃণালকান্তি ঘোষ বর্ম্মা।
৯। " অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক।
১০। " জ্ঞানেন্দ্রকুমার কাব্যার্ণব।
১১। " সরলচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা অগ্নিহোত্রী।
১২। " কিরণচন্দ্র দত্ত।
১৩। " নগেন্দ্রনাথ বসু বর্ম্মা (সম্পাদক)
" শ্রীশচন্দ্র মজুমদার বর্ম্মা (প্রচারক)।
" গিরিশচন্দ্র বসু বর্ম্মা (সাধারণ সভ্য)।

প্রথম প্রস্তাব। গত অধিবেশনের কার্য্য বিবরণ। কার্য্য বিবরণ পঠিত হইলে উহা গৃহীত হইল।

২য় প্রস্তাব। গত চৈত্র মাসের পরীক্ষিত হিসাব। পরীক্ষিত হিসাব উপস্থাপিত হইলে সম্পাদক নগেন্দ্র বাবু বলিলেন যে, "গত চৈত্র মাসে ১৩০০৵৫ টাকা খরচ হইয়াছে, ইহা মাসিক মঞ্জুরী ২৫০৲ টাকা অপেক্ষা বেশী। ইহার কারণ এই যে, কায়স্থ-পত্রিকার গত চৈত্র সংখ্যা পর্য্যন্ত সমস্ত খরচ মিটাইয়া দেওয়া হইয়াছে, বিবিধ মুদ্রণ বাবত প্রেসের সাবেক বিলের টাকাও শোধ করা

হইয়াছে। চৈত্র মাসের কর্ম্মচারিগণের বেতনের টাকাও সেই মাসের শেষে খরচ লেখা হইয়াছে। মোটের উপর ১৩২৬ সালের বঙ্গীয় সভার বাহিরের দেনা এক কপর্দ্দকও নাই, সমস্তই শোধ করা হইয়াছে। কেবল আমার চার্জ্জ লওয়ার পূর্ব্বে চিত্রগুপ্ত ভাণ্ডার হইতে যে টাকা সভার সাধারণ তহবিলে হাওলাত গৃহীত হইয়াছিল তাহাই পরিশোধ করিতে পারা যায় নাই। ইহা সেওয়ায় শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র মজুমদার ও মাখন লাল ধর বর্ম্মা প্রচারকদ্বয়ের কমিশন ইত্যাদি বাবত কিছু পাওনা থাকিতে পারে। এক্ষণে এই হিসাব মঞ্জুরার্থে উপস্থাপিত করিতেছি"। অমৃত বাবুর প্রস্তাবে ও নীতীশ বাবুর সমর্থনে সর্ব্বসম্মতি ক্রমে হিসাব মঞ্জুর হইল। শরৎ বাবু মতামত প্রকাশ করেন নাই। গত মাঘ, ফাল্গুন ও চৈত্রের সংক্ষিপ্ত ত্রৈমাসিক হিসাবও প্রদর্শিত হইল।

৩য় প্রস্তাব। মহামহোপাধ্যায় সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের পরলোকগমনে শোকপ্রকাশ। সম্পাদক নগেন্দ্রনাথ বসু বলিলেন যে, "কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ মহামহোপাধ্যায় সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় কায়স্থজাতির পরম হিতৈষী ছিলেন; তাঁহারই আন্তরিক চেষ্টায় কায়স্থ সন্তান দ্বিজাতি বলিয়া সংস্কৃত কলেজে টোল বিভাগে অধ্যয়নের অনুমতি পাইয়াছেন।" শরৎ বাবু বলেন যে বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের সভার সকল উদ্দেশ্যের সহিতই সহানুভূতি ছিল। স্বর্গীয় বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের জন্য সকলে সসম্মানে দণ্ডায়মান হইয়া শোকপ্রকাশ করিলেন এবং তাঁহার আত্মার কল্যাণের জন্য শ্রীভগবানের নিকট প্রার্থনা করিলেন এবং স্থির হইল যে, এই সমবেদনার সংবাদ সভাপতি মহাশয়ের স্বাক্ষরে তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিজনবর্গকে বিজ্ঞাপিত হউক।

৪র্থ প্রস্তাব। সহ-সম্পাদকের নূতন পদ প্রাপ্তিতে আনন্দ প্রকাশ। সম্পাদক নগেন্দ্র বাবু জানাইলেন যে, "মাননীয় স্বর্গীয় সার চন্দ্রমাধব ঘোষ মহাশয়ের পৌত্র সভার অন্যতম সহযোগী সম্পাদক শ্রীযুক্ত নীতীশচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা মহাশয় কলিকাতার জনৈক প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে নিযুক্ত হইয়াছেন।" এ সংবাদে সকলে আনন্দ প্রকাশ করিলেন।

৫ম প্রস্তাব। আগামী বার্ষিক অধিবেশন সম্বন্ধে। স্থির হইল যে, এবার কলিকাতার উপকণ্ঠে ২৪ পরগণার মধ্যে বেলেঘাটায় প্রদ্ধেয় সরকার মহাশয়দিগের আহ্বানে তাঁহাদের ভবনে আগামী ৫ই আষাঢ় শনিবার এবং ৬ই আষাঢ় রবিবার কায়স্থ-সভার ঊনবিংশ বার্ষিক অধিবেশন হইবে। এ সম্বন্ধে

তাঁহাদিগের সহিত পরামর্শ করিয়া সভা আহ্বানাদি সম্বন্ধে ব্যবস্থা করিবার সকল ভার সম্পাদকগণের উপর অর্পিত হইল।

৬ষ্ঠ প্রস্তাব। বিবিধ। সম্পাদক নগেন্দ্র বাবু জানাইলেন :—

(ক) "গত গুড্‌ফ্রাইডের ছুটীর সময় লক্ষ্ণৌ সহরে অল্‌ইণ্ডিয়া কায়স্থ কনফারেন্স এ বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার প্রতিনিধি স্বরূপ নিম্নলিখিত ৯ জন সভ্য তথায় যোগদান করিয়াছিলেন যথা :—(১) রায় বিনোদবিহারী বসু। (২) নিবারণচন্দ্র দত্ত। (৩) সুরেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ। (৪) সরলচন্দ্র ঘোষ অগ্নিহোত্রী। (৫) জ্ঞানেন্দ্রনাথ বসু (চৌখাম্বা কাশী)। (৬) গঙ্গাপ্রসন্ন ঘোষ বর্ম্মা। (৭) প্রেমানন্দ সিংহ। (৮) গৌরাঙ্গসুন্দর মিত্র। (৯) দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ ঘোষ বর্ম্মা। (শেষোক্ত ২ জন দিনাজপুরের কায়স্থ-সভা হইতেও প্রতিনিধি নিযুক্ত হন)। এ সংবাদে সকলে আনন্দ প্রকাশ করিলেন।

(খ) "গত বৎসর শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র মজুমদার প্রচারক মহাশয় প্রচারের জন্য যথেষ্ট যত্ন ও পরিশ্রম করিয়াছিলেন। তিনি কেবল পাথেয় লইয়াছেন ও নূতন সভ্যের জন্য কমিশন পাইয়াছেন। তিনি কিছু বোনাস পাওয়ার জন্য আশা করেন, এবং সেই মত যে দরখাস্ত করিয়াছেন তাহা উপস্থাপিত করিতেছি।" স্থির হইল শ্রীশ বাবুর যত্নে এপর্য্যন্ত কত জন নূতন সভ্য হইয়াছেন, আগামী অধিবেশনে তাহা জানান হউক। তদনুসারে তাঁহার পুরস্কারের ব্যবস্থা করা যাইবে।

(গ) "অদ্য সারদাচরণ আর্য্য-বিদ্যালয়ের সম্পাদকরূপে শ্রীযুক্ত শরৎকুমার মিত্র বর্ম্মা মহাশয় উক্ত বিদ্যালয়ের পরিচালন-সমিতির কার্য্য-বিবরণী ও হিসাবের খাতা পত্র দেখিতে পাঠাইয়াছেন, তাহা দেখিবার জন্য উপযুক্ত ব্যক্তির উপর ভার দেওয়া হউক।" স্থির হইল শ্রীযুক্ত অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক, মৃণালকান্তি ঘোষ ও কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয়গণের উপর পরীক্ষা করিবার ভার দেওয়া হউক এবং আগামী কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতির অধিবেশনের পূর্ব্বে তাঁহাদের মন্তব্য সভায় পাঠাইবার জন্য অনুরোধ করা হউক।

(ঘ) নূতন সভ্য নির্ব্বাচন। শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রকুমার বসুর প্রস্তাবে ও বিনোদ বাবুর সমর্থনে—শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ দত্ত হোসেনাবাদ (হাল সাং ২ নং হালদার পাড়া রোড্, কালীঘাট) সভ্য শ্রেণীভুক্ত হইলেন।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া রাত্রি ৭টার সময় সভা ভঙ্গ হয়।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু।
(সম্পাদক)

শ্রীমন্মথনাথ মিত্র।
(সভাপতি)

বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভা।

অষ্টাদশ বার্ষিক কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির পঞ্চদশ অধিবেশন।

২২শে জ্যৈষ্ঠ শনিবার, ১৩২৭ সাল, অপরাহ্ণ ৫৷৷৹টা।

সভাপতি কুমার মন্মথনাথ মিত্র বাহাদুরের ভবন।

৩৪ নং শ্যামপুকুর ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

উপস্থিত :—

১। শ্রীযুক্ত কুমার মন্মথনাথ মিত্র বাহাদুর (সভাপতি)।
২। „ মন্মথমোহন বসু বর্ম্মা।
৩। „ দয়ালচন্দ্র বসু।
৪। „ নিবারণচন্দ্র দত্ত।
৫। „ বিপিনকৃষ্ণ ঘোষ বর্ম্মা।
৬। „ মৃণালকান্তি ঘোষ বর্ম্মা।
৭। „ বাসন্তীচরণ সিংহ বর্ম্মা।
৮। „ ললিতাপ্রসাদ দত্ত বর্ম্মা।
৯। „ নীতীশচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা।
১০। „ কুমার অসীমকৃষ্ণ দেব বর্ম্মা।
১১। „ অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক।
১২। „ প্রেমানন্দ সিংহ।
১৩। „ রায় বিনোদবিহারী বসু।
১৪। „ গৌরাঙ্গসুন্দর মিত্র।
১৫। „ সরলচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা।
১৬। „ নগেন্দ্রনাথ বসু বর্ম্মা (সম্পাদক)।

শ্রীযুক্ত গঙ্গাপ্রসন্ন ঘোষ বর্ম্মা এবং শ্রীযুক্ত হীরালাল মিত্র বর্ম্মা ঘটকবাচস্পতি মহাশয় সভায় উপস্থিত হইতে না পারায় পত্র দ্বারা জানাইয়াছিলেন।

প্রথম প্রস্তাব। গত অধিবেশনের কার্য্য বিবরণ। কার্য্য-বিবরণ পঠিত হইলে উহা গৃহীত হইল।

২য় প্রস্তাব। গত ১লা বৈশাখ হইতে ১৫ই জ্যৈষ্ঠ পর্য্যন্তের পরীক্ষিত হিসাব—উপস্থাপিত হইলে এবং সংক্ষিপ্ত মাসিক হিসাব পঠিত হইলে উহা গৃহীত হইল।

৩য় প্রস্তাব। সার্জ্জন মেজর রায় বাহাদুর মহেন্দ্রনাথ ওদেদার ও উকিল জ্যোতিঃস্বরূপ মহাশয়দ্বয়ের পরলোকগমনে শোক প্রকাশ—সম্পাদক নগেন্দ্র বাবু বলিলেন যে সম্প্রতি লক্ষ্ণৌ সহরে যে নিখিল ভারতীয় কায়স্থ-সম্মেলন হইয়াছে তাহার প্রধান উদ্যোগী সার্জ্জন মেজর রায় বাহাদুর মহেন্দ্রনাথ ওদেদার মহাশয়ের এবং ডেরাডুনের প্রসিদ্ধ উকিল আমাদিগের পরম হিতৈষী জ্যোতিঃস্বরূপ মহোদয়ের অকাল মৃত্যুতে আমাদের যে জাতীয় ক্ষতি হইল তাহা পূরণ হইবার নহে। স্বর্গীয় মহাত্মাদ্বয়ের জন্য সকলে সসম্মানে দণ্ডায়মান হইয়া শোক প্রকাশ করিলেন এবং তাঁহাদের আত্মার কল্যাণের জন্য শ্রীভগবানের নিকট প্রার্থনা করিলেন এবং স্থির হইল যে এই সমবেদনার সংবাদ সভাপতি মহাশয়ের স্বাক্ষরে তাঁহাদের শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে বিজ্ঞাপিত হইবে।

৪র্থ প্রস্তাব। ১৩২৬ সালের কার্য্য-বিবরণীর খস্‌ড়া—মুদ্রিত খস্‌ড়া যাহা সমিতির সকল সভ্যের নিকট প্রেরিত হইয়াছিল তৎসম্বন্ধে আলোচনা আরম্ভ হইলে নগেন্দ্র বাবু জানাইলেন যে শ্রীযুক্ত শরৎকুমার মিত্র বর্ম্মা মহাশয় কোন কোন অংশ পরিবর্জ্জন ও পরিবর্ত্তনের ৪টা প্রস্তাব পত্র দ্বারা জ্ঞাপন করিয়াছেন। আলোচনার সময় ঐ সমস্ত বিবেচিত হইয়া মাত্র একটী প্রস্তাব গৃহীত হয়। আরও কয়েক স্থানে কিছু কিছু পরিবর্দ্ধিত হইয়া সর্ব্বসম্মতিক্রমে বার্ষিক কার্য্য-বিবরণী গৃহীত হয়।

৫ম প্রস্তাব। ১৩২৭ সালের আনুমানিক আয় ব্যয় বজেটের খস্‌ড়া—মুদ্রিত খস্‌ড়া যাহা সমিতির সকল সভ্যের নিকট প্রেরিত হইয়াছিল তৎসম্বন্ধে আলোচনা অন্তে কিছু পরিবর্ত্তিত হইয়া উহা গৃহীত হইল।

৬ষ্ঠ প্রস্তাব। বিবিধ :—

(ক) নগেন্দ্র বাবু জানাইলেন যে অদ্যকার সংবাদপত্রে ঘোষিত হইয়াছে যে দিনাজপুরের মহারাজকুমার জগদীশনাথ রায় বর্ম্মা বাহাদুরকে গবর্ণমেণ্ট হইতে 'মহারাজা' উপাধিতে ভূষিত করা হইয়াছে। এ সংবাদে সকলেই আনন্দ প্রকাশ করিলেন।

(খ) মাধবপুর-কায়স্থসম্মিলনের শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ সিংহ মহাশয়ের তত্রস্থ সাধারণ লাইব্রেরীর জন্য বিনামূল্যে 'কায়স্থ-পত্রিকা' পাইবার অনুরোধ পত্র পঠিত

হইলে সিংহ মহাশয় কায়স্থ-সভার একজন হিতৈষী এবং স্বেচ্ছা প্রচারক বলিয়া তাঁহার আবেদন মঞ্জুর হইল।

(গ) শ্রীযুক্ত সচ্চিদানন্দ দত্ত মহাশয়ের উড়িষ্যা প্রদেশে দুর্ভিক্ষের সাহায্য কল্পে সভা হইতে অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা সম্বন্ধীয় প্রস্তাবের পত্র পঠিত হইলে, স্থির হইল যে আগামী বার্ষিক অধিবেশনের জন্য সকলেই ব্যস্ত থাকায় এক্ষণে এ সম্বন্ধে কিছু করিতে পারা যায় না।

(ঘ) শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের বর্ণাশ্রমধর্ম্মীদিগের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য আগামী কাউন্সিল ইলেকসনে পৃথক্ নির্ব্বাচন বিষয়ে সভা হইতে চেষ্টা করার প্রস্তাব রাজনীতি সংসৃষ্ট বলিয়া গৃহীত হইল না।

(ঙ) শ্রীযুক্ত সরলচন্দ্র ঘোষ অগ্নিহোত্রী মহাশয়ের কায়স্থ-পত্রিকাকে Printing & Publishing Co. Ld. করা সম্বন্ধীয় প্রস্তাব বিবেচনা জন্তে ১ সপ্তাহের মধ্যে রিপোর্ট করিবার জন্য দয়াল বাবু, নিবারণ বাবু ও মৃণাল বাবুর উপর ভারার্পিত হইল।

(চ) নূতন সভ্য নির্ব্বাচন।—সভাপতি মহাশয়ের প্রস্তাবে ও বিনোদ বাবুর সমর্থনে (১) দিনাজপুরের মহারাজ জগদীশনাথ রায় বর্ম্মা বাহাদুর, নগেন্দ্র বাবুর প্রস্তাবে ও মৃণাল বাবুর সমর্থনে—(২) রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ এম্-এ-বি-এল্, (২৫ নং হরীশ মুখার্জ্জি রোড, ভবানীপুর কলিকাতা), (৩) শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা বেদান্তচিন্তামণি (১৪ নং গোপীকৃষ্ণ পাল লেন কলিকাতা) ও (৪) শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র বিশ্বাস (৩ নং শিবু বিশ্বাস লেন কলিকাতা), এবং নিবারণ বাবুর প্রস্তাবে ও বিনোদ বাবুর সমর্থনে (৫) বিলাসপুরের (C. P.) ব্যারিষ্টার রায় বাহাদুর নগেন্দ্রনাথ দে (৬ টাকায়) সভ্য নির্ব্বাচিত হন।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া রাত্রি ৮টার সময় সভা ভঙ্গ হয়।

স্বাক্ষর।
শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু।
সম্পাদক।

স্বাক্ষর।
শ্রীমন্মথনাথ মিত্র।
সভাপতি।

কায়স্থ-পত্রিকা

শ্রাবণ, ১৩২৭। } নবপর্য্যায় ১১শ খণ্ড ৪র্থ সংখ্যা।

আকাশযান।

আজকাল জগতের সকল সভ্য-দেশেই বিশেষতঃ ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জর্ম্মণী ও আমেরিকা প্রভৃতি স্থানে দিন দিন আকাশযানের বহুল প্রচার দেখা যাইতেছে। আকাশযান নির্ম্মাণ এবং তাহার পরিচালনার জন্য উক্ত রাজ্যসমূহে কোটী কোটী টাকা ব্যয় হইতেছে। কলিকাতাবাসী প্রত্যহই আকাশবাহী এরোপ্লেন স্বচক্ষে দর্শন করিতেছেন। এই আকাশযান সম্বন্ধে অনেকের বিশ্বাস যে ইহা অধুনা পাশ্চাত্যসভ্যতার বৈজ্ঞানিক উন্নতির নিদর্শন। অনেকে বিশ বৎসর পূর্ব্বে এরোপ্লেন, জেপেলীন, উড়োজাহাজ ইত্যাদি আকাশযানের কল্পনাও করিতে পারেন নাই।

আমাদের রামায়ণ ও মহাভারতে বিমান বা আকাশযানের বহুস্থানে উল্লেখ পাওয়া যায়। কিছুদিন পূর্ব্বে অনেকে সেই সকল বিমান বা আকাশযানের কথা কবিকল্পনা বলিয়া মনে করিতেন। কিন্তু বর্ত্তমান পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের চরম উন্নতি আকাশযান লক্ষ্য করিয়া আমাদের সেই পৌরাণিক কথাগুলি কবিকল্পনা বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া চলে না।

বর্ত্তমান মহাসমরে জেপেলীন বা উড়োজাহাজ ও এরোপ্লেনগুলি যেরূপ সম্ভাবনীয় ঘটনা ঘটাইয়াছে, সভ্যজগৎ বিস্ময়-বিমুগ্ধনেত্রে তাহা দর্শন করিয়াছেন। এখন সাধারণের বিশ্বাস জন্মিয়াছে, আকাশযানের সাহায্যে এক মহাদেশ হইতে অন্য মহাদেশে যাত্রা অসাধ্য ব্যাপার নহে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে দেখাইতে চেষ্টা

করিয়াছি, আমাদের এই ভারতবর্ষে বহুসহস্রবৎসর পূর্ব্বে আর্য্যসমাজে আকাশযান প্রচলিত ছিল। আকাশযান সাহায্যে দেশদেশান্তরে ইচ্ছামত যাতায়াত চলিত। এখন যেমন আকাশযান সাধারণের আয়ত্ত নহে, গবর্ণমেণ্টের অন্তরঙ্গ বিভাগের অধীন, পূর্ব্বকালে ভারতবর্ষেও আকাশযান সেইরূপ সাধারণের সম্পত্তি বলিয়া গণ্য ছিল না। ব্যক্তি বিশেষের নিজস্ব বা দেবস্ব বলিয়া গণ্য ছিল।

পুষ্পকরথ।

রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণ হইতে আমরা জানিতে পারি দেবতারা বিমান বা আকাশযানে ভ্রমণ করিতেন। রামায়ণে লিখিত আছে, চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা যক্ষরাজ কুবেরের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া পুষ্পকরথ প্রদান করেন। অমরগণের ন্যায় যক্ষরাজ কুবের এই পুষ্পকরথে চড়িয়া যেখানে ইচ্ছা গমনাগমন করিতেন। (রামায়ণ, উত্তরকাণ্ড ৩সর্গ)। কুবেরকে পরাজয় করিয়া লঙ্কাধিপ রাবণ সেই পুষ্পকরথ গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই পুষ্পকরথের এইরূপ পরিচয় পাওয়া যায়—

"নির্জ্জিত্য রাক্ষসেন্দ্রস্তং ধনদং হৃষ্টমানসঃ।
পুষ্পকং তস্য জগ্রাহ বিমানং জয়লক্ষণম্॥
কাঞ্চনস্তম্ভসংনীতং বৈদুর্য্যমণিতোরণম্।
মুক্তাজালপ্রতিচ্ছন্নং সর্ব্বকামফলপ্রদম্॥
মনোজবং কামগমং কামরূপং বিহঙ্গমম্।
মণিকাঞ্চনসোপানং তপ্তকাঞ্চনবেদিকম্॥
দেবাপবাহ্যমক্ষয্যং সদা দৃষ্টিমনঃসুখম্॥
বহ্বাশ্চর্য্যং ভক্তিচিত্রং ব্রহ্মণা পরিনির্ম্মিতম্॥
নির্ম্মিতং সর্ব্বকামৈস্তু মনোহরমনুত্তমম্।
ন তু শীতং ন চোষ্ণঞ্চ সর্ব্বর্ত্তুসুখমুত্তমম্॥

(রামায়ণ ৭।১৫।৩৫-৩৯)

"পুষ্পক নামক কামগামী রথ
কুবের ভ্রমিত যায়,
সেই মহারথ নিল দশানন
কত রত্ন শোভে তায়।

কিবা সে সুঠাম কনকের থাম
তোরণ বৈদুর্য্যময়;
তাহে মুক্তা ঝারি শোভে সারি সারি
শোভে নানা তরুচয়।
সেই সব গাছে ফুল ফুটে আছে
কোন গাছে দোলে ফল,
সকল ঋতুতে ফলফুল তাতে
সমুদ্ভবে অবিরল।
সেই রথখান সুখের নিদান
কামরূপী নভোগামী;
গতি তার কেহ না পারে বারিতে
উড়ে নভে, নামে ভূমি।
সে রথের বেগ মন সম দ্রুত
কনকমণির সিঁড়ি;
তপতকাঞ্চনে হয়েছে গঠিত
কিবা চারুতর পিঁড়ি।
সে পুষ্পকরথ দেবের বাহন
আঁখি-চিত-সুখকর;
অমরের সম অমর সে রথ
ধ্বংস নাই পূর্ব্বাপর।
বিশ্বকর্ম্মা নিজে মনোমত করি
নিরমিলা সেই রথ;
সর্ব্বকালে উহা চিরসুখপ্রদ
চড়ি পূরে মনোরথ।
অতি সুশীতল, কিম্বা উষ্ণ অতি
নহে সেই রথবর;
ত্রিলোক ভিতর সে রথ সোসর
রথ নাহি অন্যতর।"

(৺রাজকৃষ্ণ রায়ের অনুবাদ)

উত্তরকাণ্ডে ২৩শ সর্গ পাঠে মনে হয় এই পুষ্পকরথ বর্ত্তমান সবমেরিণের মত সমুদ্রগর্ভে পরিচালিত হইতে পারিত। যথা—

"পুষ্পকং ভেজিরে সর্ব্বে সান্ত্বিতা রাবণেন তু ॥৩
ততো রসাতলং রক্ষঃ প্রবিষ্টঃ পয়সাং নিধিম্।
দৈত্যোরগগণাধ্যুষ্টং বরুণেন সুরক্ষিতম্॥"৪

বর্ত্তমান উড়োজাহাজ বা এরোপ্লেন ঘণ্টায় ১০০ মাইল বা ১৫০ মাইল পর্য্যন্ত যাতায়াত করিতে পারে শুনা যাইতেছে। কিন্তু এই পুষ্পকরথের গতি তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী দ্রুত ছিল। উত্তরকাণ্ডের ৮৩ সর্গ হইতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। শ্রীরামচন্দ্র লঙ্কা হইতে ফিরিবার সময় অগস্ত্যাশ্রম অর্থাৎ দাক্ষিণাত্য হইতে অর্দ্ধদিনে পুষ্পকে বসিয়া অযোধ্যায় আসিয়াছিলেন। (গৌড়ীয় রামায়ণ)

যুদ্ধকাণ্ডে ১২৩।১২৪ সর্গে লিখিত আছে, শ্রীরামচন্দ্র সমস্ত বানরসৈন্য ও বিভীষণানুগামী রাক্ষসগণ সহ হংসযুক্ত সেই পুষ্পকরথে আরোহণ করিয়া লঙ্কা হইতে অযোধ্যায় একদিনে আগমন করিয়াছিলেন। সেই পুষ্পক রথের এইরূপ বর্ণনা আছে—

"ততঃ কাঞ্চনচিত্রাঙ্গং বৈদুর্য্যমণিবেদিকম্।
কূটাগারৈঃ পরিক্ষিপ্তং সর্ব্বতো রজতপ্রভম্॥
পাণ্ডুরাভিঃ পতাকাভির্ধ্বজৈশ্চ সমলঙ্কৃতম্।
কাঞ্চনং কাঞ্চনৈর্হৈম্যৈর্হেমপদ্মবিভূষিতৈঃ॥
প্রকীর্ণং কিঙ্কিণীজালৈর্মুক্তামণিগবাক্ষকম্।
ঘণ্টাজালৈঃ পরিক্ষিপ্তং সর্ব্বতো মধুরস্বনম্॥
তং মেরুশিখরাকারং নির্ম্মিতং বিশ্বকর্ম্মণা।
বৃহদ্ভির্ভূষিতং হর্ম্ম্যৈর্মুক্তারজতশোভিতৈঃ॥
তলৈঃ স্ফটিকচিত্রাঙ্গৈর্বৈদুর্য্যৈশ্চ বরাসনৈঃ।
মহার্হাস্তরণোপেতৈরুপপন্নং মহাধনৈঃ॥
উপস্থিতমনাধৃষ্যং তদ্বিমানং মনোজবম্।"

"মণি বিনির্ম্মিতবেদী শোভে রথোপরে,
পাণ্ডুবর্ণ ধ্বজা কত উড়ে তার শিরে।

রহে কত কূটাগার, সুবর্ণ-খচিত,
মুক্তাময় বাতায়ন, কিঙ্কিণী মণ্ডিত,
স্বর্ণময় হর্ম্ম্য—স্বর্ণনলিনী সজ্জিত,
আসন বৈদূর্য্যে—তল স্ফটিকে গ্রথিত,
বহুমূল্য আস্তরণ শোভে কত মত,
ভুবনে স্যন্দন সেই তুলনা-রহিত,
সুমধুরনাদী, দেবশিল্পীর রচিত,
অতি শীঘ্রগামী, মেরু শিখরের মত।"

(৺রাজকৃষ্ণ রায়ের অনুবাদ)

বহুদূর হইতে যেরূপ এরোপ্লেনের গমনাগমনের শব্দ সাধারণের কর্ণগোচর হইয়া থাকে, পুষ্পকরথও সেইরূপ ঘোরতর শব্দে মহাবেগে শূন্যপথে চালিত হইত।

"অনুজ্ঞাতস্তু রামেণ তদ্বিমানমনুত্তমম্।
হংসযুক্তং মহানাদমুৎপপাত বিহায়সম্॥"

(রামায়ণ ৬।১২৫।১)

বিমান।

পুষ্পকরথ ব্যতীত বিমানের কথা প্রথমেই উল্লেখ করিয়াছি। সংস্কৃতকোষসমূহে বিমানের অর্থ "দেবযান" লিখিত হইয়াছে। কিন্তু আমরা পুরাণ হইতে জানিতে পারি যক্ষ ও গন্ধর্ব্বেরাও বিমানযানে চড়িয়া ভ্রমণ করিতেন। শ্রীমদ্ভাগবতে লিখিত আছে গন্ধর্ব্বরমণীগণও নানালঙ্কার ও বসন ভূষণে বিভূষিত হইয়া বিমানযানে চড়িয়া দক্ষযজ্ঞ দর্শনে গমন করিয়াছিলেন—

"ব্রজন্তীঃ সর্ব্বতো দিগ্ভ্য উপদেববরস্ত্রিয়ঃ॥
বিমানযানং সপ্রেষ্ঠা নিষ্ককণ্ঠীঃ সুবাসসঃ॥"

(শ্রীমদ্ভাগবত ৪।৩।৬)

ভারতীয় আর্য্যসমাজে চেদিরাজ্যপ্রতিষ্ঠাতা মহারাজ বসুই সর্ব্বপ্রথম আকাশগামী স্ফাটিক বিমান ব্যবহার করিতেন। মহাভারতে আদিপর্ব্বে লিখিত আছে পুরুবংশীয় বসুরাজ ইন্দ্রের উপদেশে চেদিরাজ্য গ্রহণ করেন। পূর্ব্বে তাঁহার

কঠোর তপস্যাদর্শনে দেবগণ পর্য্যন্ত ভীত হইয়াছিলেন। ইন্দ্র তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য স্ফাটিক বিমান এবং বৈজয়ন্তী মালা প্রদান করেন। যথা—

"রাজোপরিচরোনাম ধর্ম্মনিত্যো মহীপতিঃ।
বভূব মৃগয়াং গন্তুং সদা কিল ধৃতব্রতঃ ॥১
স চেদিবিষয়ং রম্যং বসুঃ পৌরবনন্দনঃ।
ইন্দ্রোপদেশাজ্জগ্রাহ রমণীয়ং মহীপতিঃ ॥২
তমাশ্রমে ন্যস্তশস্ত্রং নিবসন্তং তপোনিধিং।
দেবাঃ শক্রপুরোগা বৈ রাজানমুপতস্থিরে ॥৩
ইন্দ্রত্বমর্হো রাজাহয়ং তপসেত্যনুচিন্ত্য বৈ।
তং সান্ত্বেন নৃপং সাক্ষাত্তপসঃ সংন্যবর্ত্তয়ন্ ॥৪
ইন্দ্র উবাচ।
লোকে ধর্ম্মং পালয় ত্বং নিত্যযুক্তং সমাহিতঃ।
ধর্ম্মযুক্তস্ততো লোকান্ পুণ্যান্ পশ্যসি শাশ্বতান্ ॥৬
দিবিষ্ঠস্য ভুবিষ্ঠস্ত্বং সখাভূতো মম প্রিয়ঃ।
রম্যঃ পৃথিব্যাং যো দেশস্তমাবস নরাধিপ ॥৭
সর্ব্বে বর্ণাঃ স্বধর্ম্মস্থাঃ সদা চেদিষু মানদ।
ন তেঽস্ত্যবিদিতং কিঞ্চিত্রিষু লোকেষু যদ্ভবেৎ ॥১২
দেবোপভোগ্যং দিব্যং ত্বমাকাশে স্ফাটিকং মহৎ।
আকাশগং ত্বাং মদ্দত্তং বিমানং উপপৎস্যতে ॥১৩
ত্বমেকঃ সর্ব্বমর্ত্ত্যেষু বিমানবরমাস্থিতঃ।
চরিষ্যস্যুপরিস্থো হি দেবো বিগ্রহবানিব ॥১৪
দদামি তু বৈজয়ন্তীং মালাং অম্লানপঙ্কজাং।
ধারয়িষ্যতি সংগ্রামে যা ত্বাং শস্ত্রৈরবিক্ষতং ॥১৫"

(৬৩ অধ্যায়)

চেদিপতি বসু স্ফাটিক বিমানে আরোহণ করিয়া গগনে বিচরণ করিতেন বলিয়া উপরিচর নামে প্রসিদ্ধ হন।* মহাভারতে উক্ত অধ্যায়ে লিখিত আছে

* "বসন্তমিন্দ্রপ্রাসাদে আকাশে স্ফাটিকে চ তং।
রাজোপরিচরেত্যেবং নাম তস্যাথ বিশ্রুতং ॥ ৩৩ ॥" (আদিপর্ব্ব ৬৩ অধ্যায়)

ইনিই শক্রধ্বজপূজার প্রবর্ত্তক। ইহারই পঞ্চপুত্র বৃহদ্রথ, প্রত্যগ্রহ, কুশাম্ব, মাবেল্ল ও যদু স্ব স্ব নামে প্রসিদ্ধ জনপদে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। ইহার প্রথম পুত্র বৃহদ্রথ মগধে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন।

বসুরাজের পরও মহাভারতে শাল্বনৃপতির বৈহায়সযানের উল্লেখ আছে। বিশ্বকর্ম্মীয় শিল্পসংহিতায় লিখিত আছে—

"স লব্ধ্বা কামগং যানং তমোধামদুরাসদম্।
যযৌ দ্বারবতীং শাল্বো বৈরং বৃষ্ণিকৃতং স্মরন্।
ক্বচিদ্ভূমৌ ক্বচিদ্ব্যোম্নি গিরিশৃঙ্গে জলে ক্বচিৎ ॥"

(শিল্পসংহিতা ১৮ অধ্যায়)

শাল্বনৃপতি মর্ত্ত্যধামে দুর্লভ কামগামী যান লাভ করিয়া বৃষ্ণিবংশের সহিত বৈরতানিবন্ধন (হিমালয় হইতে) দ্বারকায় গমন করিয়াছিলেন। সেই যান ইচ্ছামত ভূমি, আকাশ, গিরিশৃঙ্গ বা জলের মধ্য দিয়া চালিত হইয়াছিল।

বিশ্বকর্ম্মরচিত উক্ত শিল্পশাস্ত্রে পুষ্পকনির্ম্মাণেরও প্রসঙ্গ আছে—

"বাষ্পযোগে তু বৈ যানং চকার বিধিনন্দন।
অবিচ্ছেদগতির্যস্য বায়ুবৎ কামগামিনম্ ॥
নানোপকরণৈর্যুক্তং ভাস্বন্তং পুষ্পকং বিদুঃ ॥"

(শিল্পসংহিতা ১৮ অধ্যায়)

বিশ্বকর্ম্মা দীপ্তিশালী এই পুষ্পক যান বাষ্পযোগে নির্ম্মাণ করেন। উহা অবিচ্ছেদগতিযুক্ত, বায়ুবৎ কামগামী ও নানা উপকরণযুক্ত।

কেবল পৌরাণিক কথায় নহে, ভারতের ঐতিহাসিক যুগেও আমরা আকাশগামী বিমানের প্রসঙ্গ পাইয়াছি। বোধিসত্ত্বাবদানকল্পলতায় লিখিত আছে, পুরাকালে শ্রাবস্তিনগরীতে জেতবনবিহারে ভগবান্ বুদ্ধ অবস্থান করিতেছিলেন। তাঁহার নিকট অনাথপিণ্ডদ আসিয়া জানাইলেন, "ভগবন্! আমার কন্যা সুমাগধাকে পৌণ্ড্রবর্দ্ধনবাসী সার্থনাথের পুত্র বৃষভদত্ত বিবাহ করিতে অভিলাষী। আপনার আদেশ পাইলে তাঁহাকে কন্যাদান করিতে পারি।" বুদ্ধদেবের আদেশ লইয়া অনাথপিণ্ডদ বৃষভদত্তকে কন্যাদান করেন। সুমাগধা পতিগৃহে আসিলেন। একদিন তাঁহার শাশুড়ী তাঁহাকে বলিলেন, "তুমি পূজার

সামগ্রী সাজাইয়া রাখ, কল্য প্রাতে জগৎপূজ্য ভগবান্ জিন আমাদের গৃহে আসিতেছেন।" পরদিন মুণ্ডিতকেশ ও নগ্ন জৈনগণকে অন্তঃপুরে আসিতে দেখিয়া সুমাগধা লজ্জায় জড় সড় হইয়া শাশুড়ীকে বলিলেন, "ছি! ছি! কুলবধূগণের সম্মুখে দিগম্বরগণের আসিতে লজ্জা হইল না? সম্ভবতঃ অঙ্গনাগণ ইহাদিগকে পশুভিন্ন মনুষ্য বলিয়া মনে করেন না। সেই জন্যই তাঁহাদের লজ্জা হয় না।" বধূর মুখে এইরূপ কথা শুনিয়া বিষণ্ণভাবে তাঁহার শাশুড়ী বলিলেন, "তোমার পিতৃগৃহে কিরূপ লোকের পূজা হইয়া থাকে?"

সুমাগধা জানাইলেন, "আমার পিত্রালয়ে ভগবান্ বুদ্ধদেবের পূজা হয়।" সুমাগধার মুখে বুদ্ধদেবের মহিমা অবগত হইয়া শাশুড়ী ঠাকরুণ তাঁহাকে ডাকাইবার জন্য পীড়াপীড়ি করিলেন। তখন সুমাগধা অতি কাতর ও ভক্তিভাবে বুদ্ধদেবকে আহ্বান করিলেন। অন্তর্যামী ভগবান্ তাঁহার আহ্বানে বিচলিত হইলেন। আনন্দকে ডাকিয়া বলিলেন, "কল্য প্রাতঃকালে আমরা পৌণ্ড্রবর্দ্ধন নগরে যাইব। সুমাগধা আমার ও সঙ্ঘের পূজা করিবার জন্য প্রার্থনা করিতেছেন। পৌণ্ড্রবর্দ্ধন এখান হইতে শতষষ্টি যোজনেরও অধিক, এক দিনেই সেখানে যাইতে হইবে। যে সকল প্রভাবশালী ভিক্ষু আকাশমার্গে যাইতে সমর্থ তাঁহাদিগকেই নিমন্ত্রণশলাকা দিবে।" রাত্রিপ্রভাত হইলে ভিক্ষুগণ দেববেশ ধারণ করিয়া বিমানে চড়িয়া আকাশমার্গে পৌণ্ড্রবর্দ্ধনে আগমন করিলেন। বিমানবিহারী উজ্জ্বলমূর্ত্তি ভিক্ষুগণকে দর্শন করিয়া পৌণ্ড্রবর্দ্ধনবাসী সকলেই বিস্মিত হইয়াছিলেন। (সুমাগধাবদান)

জৈনদিগের শেষ শ্রুতকেবলী ভদ্রবাহুর চরিতপাঠে অবগত হওয়া যায়, মহাদুর্ভিক্ষে যে সময় সমস্ত আর্য্যাবর্ত্ত প্রপীড়িত তৎকালে মৌর্য্যরাজ চন্দ্রগুপ্তকে লইয়া ভদ্রবাহু বিমান সাহায্যে দক্ষিণাপথে যাত্রা করিয়াছিলেন।

এখন মোটামুটি আমরা হিন্দু, জৈন ও বৌদ্ধ এই তিন প্রধান সম্প্রদায়ের গ্রন্থেই আকাশযান বা বিমানের সন্ধান পাইতেছি। বিমানে চড়িয়া আরোহী বহুদূরবর্ত্তী স্থানসমূহ দর্শন করিতে পারিতেন রামায়ণ মহাভারতে তাহারও উল্লেখ আছে। যখন রামলক্ষ্মণ নাগপাশে আবদ্ধ হন তখন সীতাকে পুষ্পকে আরোহণ করাইয়া আকাশমার্গ হইতে ভূপতিত রামলক্ষ্মণকে দেখান হইয়াছিল। যখন রামচন্দ্র লঙ্কা লইতে পুষ্পকে চড়িয়া অযোধ্যা ফিরিয়া আসেন, তৎকালে তিনি পুষ্পক হইতে সীতাদেবীকে বহুস্থান দেখাইতে দেখাইতে আসিয়াছিলেন। এখন কথা এই বহু উচ্চ হইতে বিমানে চড়িয়া ভূতলস্থ নানাস্থান দর্শন

কিরূপ সম্ভাবনা ছিল? চর্ম্মচক্ষে কখনই এরূপ দূরদর্শন সম্ভবপর নহে। এখন যেমন টেলিস্কোপ সাহায্যে সুদূর আকাশমণ্ডলের নানাস্থান দর্শনের সুবিধা হইয়া থাকে, পূর্ব্বকালে বিমানযাত্রীদিগের সহিত সেইরূপ কোন দূরদর্শনযন্ত্রও থাকিত। এসম্বন্ধে শিল্পসংহিতায় এইরূপ প্রসঙ্গ আছে—

"মনোর্বাক্যং সমাধায় দেবশিল্পীন্দ্র শাশ্বতম্।
যন্ত্রং চকার সহসা দৃষ্ট্যর্থে দূরদর্শনম্।
পলালাগ্নে দগ্ধমৃদা কৃত্বা কাচমনশ্বরম্॥"

(শিল্পসংহিতা ১৮ অধ্যায়)

উক্ত বচনানুসারে প্রমাণিত হইতেছে যেরূপ আজকাল টেলিস্কোপ বা দূরদর্শনযন্ত্র অনশ্বর কাচ সাহায্যে প্রস্তুত হইয়া থাকে, পূর্ব্বকালেও কতকটা সেইরূপ মাটির পোড়ে খড় পোড়াইয়া তাহাতে কাচ প্রস্তুত করিয়া তদ্দ্বারা দূরদর্শন-যন্ত্র নির্ম্মিত হইত।

অবশেষে আমাদের বক্তব্য—উপরোক্ত প্রমাণানুসারে ভারতীয় আর্য্যসমাজে চেদিরাজ বসুই সর্ব্বপ্রথম আকাশযান ব্যবহার করিতেন। তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতার কথা এবং ইন্দ্রকর্ত্তৃক স্ফাটিক বিমান-দানের কথা আছে। এই আখ্যায়িকাটী রূপক মাত্র ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। পৌরাণিক সাহিত্যে নরলোকের অসাধারণ কৃতিত্ব মাত্রই দেবতার বর বা অনুগ্রহলব্ধ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। আমাদের মনে হয় বর্ত্তমান কালে যেমন আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয় বহুতর আবিষ্কার দ্বারা বৈজ্ঞানিক জগৎকে বিমুগ্ধ করিয়াছেন, তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী চেদিরাজ বসুও সেই প্রকার কঠোর তপস্যায় বা অসাধারণ অধ্যবসায় বলে তাৎকালিক মানব জগতের অসাধ্য ও অনধিগম্য স্ফাটিক বিমান আবিষ্কারে সমর্থ হইয়াছিলেন, মেঘবাহন ইন্দ্রের অনুকরণে বা ইন্দ্রের ন্যায় ঐশ্বর্য্য সম্পন্ন হইয়া স্ফাটিক বিমান নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। আমাদের কুলগ্রন্থে চেদিরাজ বসুই বঙ্গীয় বসুবংশের পূর্ব্বপুরুষ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছেন। অপ্রাসঙ্গিক হইলেও এস্থলে ইহার উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু।

ব্রাত্য-সংস্কারবিধিঃ ॥ *

দ্বিজাশুতোষেণ বিচিন্ত্য তারিণীং
নিধায় চিত্তে স্বগুরোঃ পদাম্বুজম্।
ব্রাত্যস্য সংস্কারবিধি বিরচ্যতে
দৃষ্ট্বা নিবন্ধাংশ্চ বহূন্ প্রযত্নতঃ ॥

বিস্তারত্বোপনাম শ্রীযুতগণপতিঃ প্রত্নতত্ত্বানুসারাদ্
দৃষ্ট্বানেকান্ নিবন্ধাননুগতবিষয়াংশ্চিন্তয়িত্বাতিযত্নাৎ।
সারং নাগোজিভট্টপ্রভৃতি মতচয়ং মাং প্রদর্শ্য প্রকৃষ্টাং
ভ্রান্তিং দূরং ব্যনৈষীদিতি সফলধিয়া জীবতাদেষ ধীরঃ ॥

ক্ষত্রিয়চিত্রগুপ্ততনয়ানাং কায়স্থানাং ক্ষত্রিয়ত্বেঽপি পুরুষপরম্পরয়া ব্রাত্যতামাপন্নানামেষাং সংস্কারার্হত্বমস্তি ন বেতি সংশয়পূর্ব্বকং নির্ণয়মাহ "ব্রাত্যস্তোমসরণৌ" পারস্করঃ—"ত্রিপুরুষং পতিতসাবিত্রীকানামপত্যে সংস্কারোনাধ্যাপনঞ্চ [পার°, ১।৫।৪২] তেষাং সংস্কারেপ্সবো ব্রাত্যস্তোমেনেষ্ট্বা কামমধীয়ীরন্ ব্যবহার্য্যা ভবন্তীতি বচনাৎ [পার°, ২।৫।৪৩] সংস্কারেপ্সব আত্মানং পাবয়িতুকামঃ (সংস্কারয়িতুকামঃ) ব্রাত্যস্তোমেনেষ্ট্বা ব্রাত্যস্তোমেন যজ্ঞবিশেষেণ ইষ্ট্বা ব্রাত্যস্তোমসংজ্ঞকং যজ্ঞং কৃত্বা ব্যবহার্য্যা ভবন্তি অধীয়ীরন্ বেদং পঠেয়ুঃ ইতি পারস্করগৃহ্যসূত্রীয়হরিহর-ভাষ্যাৎ।

অত্র যাজ্ঞবল্ক্যঃ "সাবিত্রীপতিতা ব্রাত্যা ব্রাত্যস্তোমাদৃতে ক্রতোঃ" ১।৩৮।

চিরাতীতপুরুষপরম্পরয়াপি চ অস্মর্য্যমাণোপনয়নসংস্কারাণাং সংস্কার্য্যত্বমাহ 'ব্রাত্যসংগ্রহে' নাগোজিভট্টঃ—"অথ কলৌ অব্রাহ্মণত্বে সতি শস্ত্রগ্রহণ-প্রজাপালনমাত্রেণ ক্ষত্রিয়সাদৃশ্যেন ক্ষত্রিয়পদব্যবহার্য্যাণাং দশ-বিংশতি-পুরুষপর্য্যন্তাস্মর্য্যমাণোপনয়নানাং তদগ্রেঽপি তাদৃশানাং উপনয়নসংস্কারো ভবতি নবেতি সন্দেহে

---

* এই পুস্তক প্রণয়ন করিতে নিম্নলিখিত পুস্তকগুলির সাহায্য গ্রহণ করিতে হইয়াছে:—
১। পারস্করগৃহ্যসূত্র। ২। হরিহরভাষ্য। ৩। মনু।
৪। যাজ্ঞবল্ক্য। ৫। বিষ্ণুপুরাণ। ৬। ব্রাত্যস্তোমসরণি (১০৫৯৮)
৭। ব্রাত্যসংগ্রহ বা নাগোজীভট্ট (৫৫২৭)
৮। ব্রাত্যশুদ্ধিসংগ্রহ (৫৭৭১) শেষের তিনখানি পুথি এসিয়াটিক সোসাইটির গবর্ণমেণ্টের সংগ্রহে দ্রষ্টব্য ॥

নির্ণয়ঃ ক্রিয়তে, তথাচ অর্জ্জুনপৌত্র-পরীক্ষিৎ-রাজ্যকালে মৈত্রেয়ং প্রতি পরাশরেণোপদিষ্টে বিষ্ণুপুরাণে চতুর্থেঽংশে সূর্য্যচন্দ্রবংশ্যানাং তত্তৎক্ষত্রিয়াণাং বংশসমাপ্তিমুক্ত্বা পরীক্ষিৎরাজ্যোত্তরং ক্ষেমকান্তান্ চন্দ্রবংশ্যান্ উক্ত্বা, উক্তং

"ব্রহ্মক্ষত্রস্য যো যোনির্বংশো দেবর্ষিসৎকৃতঃ।
ক্ষেমকং প্রাপ্য রাজানং স্বসংস্থান্ প্রাপ্স্যতে কলৌ ॥" ইত্যাদিনা চিরাতীতপুরুষপরম্পরয়া বিলুপ্তসংস্কারাণাং প্রায়শ্চিত্তং বিধায় সংস্কারার্হত্বমুক্তং তচ্চ প্রায়শ্চিত্তং মহারাজাধিরাজ-রাজেন্দ্রশ্রীসবাঈ-প্রতাপসিংহ-বিরচিত "ব্রাত্যশুদ্ধিসংগ্রহে" উক্তং যথা—'তচ্চং প্রায়শ্চিত্তং এককর্ত্তৃ ব্রহ্মচর্য্যোদ্দালকব্রতবারুকব্রতসাম্যসম্পত্তয়ে, উদ্দালকব্রতপ্রত্যাম্নায়ত্বেন চতুর্দ্দশপ্রাজাপত্যনির্ণয়াৎ। যথৈব সহস্র-ব্যাহৃতিতিলহোমাদেঃ প্রায়শ্চিত্তরূপত্বাদিত্যাদি বিবেচয়াম্বভূবেতি। যাজ্ঞবল্ক্যোঽপি—"উপপাতকশুদ্ধিঃ স্যাদেবং চান্দ্রায়ণেন বা।
পয়সা বাপি মাসেন পরাকেণাথ বা পুনঃ ॥ ৩।২৬৫ ॥"
মনুরপি—"এতদেব ব্রতং কুর্য্যুরুপপাতকিনো দ্বিজাঃ।
অবকীর্ণিবর্জ্জং শুদ্ধ্যর্থং চান্দ্রায়ণমথাপি বা ॥" ১১।১১৮।
অত্র "কালাতিক্রমে নিয়তবদিতি" পার° ২।৫।৪১। কালাতিক্রমে কালাতিক্রমোপলক্ষিতব্রাত্যত্বে নিয়তবৎ নিয়তেন উপপাতকনিবৃত্তিনিয়তেন প্রায়শ্চিত্তেন তুল্যং প্রায়শ্চিত্তং বিধেয়মিতি বহুবিধ-বৈকল্পিক-প্রায়শ্চিত্ত-পরিগ্রহায় কালাতিক্রমে নিয়তবদিতি সামান্যত্বেন সূত্রং রচিতমিতি দিক্।' অস্মিন্ সন্দর্ভে আপাততঃ আচার্য্যেণ পুরুষত্রয়পর্য্যন্তমপি বৃদ্ধিক্রমেণ পতিতসাবিত্রীকত্বে প্রায়শ্চিত্তমুক্ত্বা "তৎ প্রায়শ্চিত্তং বৃদ্ধিমৎ ত্রিপুরুষাদূর্দ্ধমপি পতিতসাবিত্রীকত্বে ভবেদপি" ইত্যনেন পুরুষপরম্পরাধিগত-ব্রাত্যভাবানাং অস্মর্য্যমানোপনয়নসংস্কারাণামপি যথাযথং প্রায়শ্চিত্তং বিধায় সংস্কার্য্যত্বং প্রতিপাদিতম্।

অত্রেয়ং ব্যবস্থা।

পুরুষপরম্পরয়া ব্রাত্যতামাপন্নানাং অস্মর্য্যমাণোপনয়নসংস্কারাণাং আদিপুরুষক্ষত্রিয়চিত্রগুপ্ততনয়ানাং গৃহপতীনাং কায়স্থানাং ক্ষত্রিয়াণাং অশ্বমেধাবভৃথস্নানাদপ্যতিপ্রশস্ততম-ব্রাত্যস্তোমোদ্দালকব্রতাদ্যশক্তৌ সাজ্য-তিল-করণক-সহস্রসংখ্যক-মহাব্যাহৃতিহোমং কৃত্বা দ্বাদশবার্ষিকব্রতাদ্যশক্তৌ চতুর্দ্দশপ্রাজাপত্যব্রতানুকল্পচতুর্দ্দশপয়স্বিনীধেনূস্তদুপযুক্তমূল্যং আঢ্যানাঢ্যভেদেন শাস্ত্রনির্দ্দিষ্টমূল্যং বা

প্রায়শ্চিত্তত্বেন দত্ত্বা ব্রাত্যধনত্বেন নির্দ্দিষ্টপ্রতোদাদি তন্মূল্যং বা দক্ষিণারূপেণ দত্ত্বা উপনয়নসংস্কারঃ সম্পাদনীয় ইতি।

অথ গৃহপতিভিন্নানাং তাদৃশানাং ব্রাত্যভাবাপন্নানাং ব্রাত্যস্তোমাদ্যশস্তৌ মহাব্যাহৃতিভিঃ সহস্রসংখ্যকং সাজ্যতিলহোমং বিধায় ব্রাত্যধনত্বেন নির্দ্দিষ্ট-প্রতোদাদি তন্মূল্যং বা দক্ষিণাত্বেন পরিকল্প্য সার্দ্ধসপ্তপয়স্বিনীধেনূস্তন্মূল্যং শাস্ত্রনির্দ্দিষ্টসার্দ্ধদ্বাবিংশতি-কার্ষাপণ-বরাটক-মূল্যং বা দত্ত্বা উপনয়নসংস্কারঃ সম্পাদনীয় ইতি।

আঢ্যাদিবিহিতধেনুমূল্যদানে নিতান্তাসমর্থানান্তু তাদৃশানাং পুরুষপরম্পরাধিগতব্রাত্যভাবানাং ক্ষত্রিয়চিত্রগুপ্ততনয়ানাং কায়স্থানাং চান্দ্রায়ণব্রতাদ্যসমর্থানাং যথাশক্তিদক্ষিণকং কেবলং সার্দ্ধসপ্তপয়স্বিনীধেনুমূল্যসার্দ্ধসপ্তকার্ষাপণবরাটক-মূল্যদানরূপং প্রায়শ্চিত্তং বিধায় উপনয়নসংস্কারো বিধাতব্যঃ ইতি বিদুষাং পরামর্শঃ॥

স্মৃতিরত্নোপাধিক—
শ্রীকুশধ্বজ দেবশর্ম্মণাম্।

তর্কতীর্থোপাধিক—
শ্রীআশুতোষ দেবশর্ম্মণাম্।

সন ১৩২৭সাল ২৮শে আষাঢ়।

অত্রেয়ং পদ্ধতিঃ।

পূর্ব্বেদ্যুর্যথাযথং সংযমাদিকং বিধায় প্রাতঃকৃত্যাদিস্নানান্তং কর্ম্ম সমাপ্য আসনে পূর্ব্বাভিমুখমুপবিশ্যাচম্য বিষ্ণুস্মরণং গুর্ব্বাদ্যর্চ্চনঞ্চ কৃত্বা অদ্যেত্যাদি অমুক-গোত্র শ্রীঅমুক বর্ম্মা পুরুষপরম্পরাধিগতব্রাত্যতাদোষোপশমনকামঃ ইয়ৎ সংখ্যক-পয়স্বিনীধেনুমূল্যেয়ৎসংখ্যক কার্ষাপণবরাটকমূল্যং যথাসম্ভবগোত্রনামভ্যঃ ব্রাহ্মণেভ্যঃ অহং সম্প্রদদে, ইত্যুৎসৃজ্য দক্ষিণাং দদ্যাৎ, তদ্‌যথা—অদ্যেত্যাদি মমৈতৎ

---

* গৃহপতীনাং ব্রাত্যানাং ধনান্যাহ ঃ—
১। উষ্ণীষম্। ২। প্রতোদঃ (বংশাদি দণ্ড)। ৩। জ্যাহোঢ় (জ্যারহিতধনুঃ)।
৪। বস্ত্রম্ বা রথঃ। ৫। নিষ্কং রাজতম্।
৬। অজিনে পার্শ্বসহিতে কৃষ্ণবলক্ষে আবিকে (পার্শ্বে বনাতমোড়া মৃগচর্ম্ম)।
এতৎ সর্ব্বং ব্রাত্যস্য স্বভূতং সম্পাদ্যং ধনং দক্ষিণার্থং দদ্যাৎ।
গৃহপতিব্যতিরিক্তানাং ব্রাত্যানাং সম্পাদ্য ধনান্যাহ।
১। উভয়প্রান্ত-সংলম্ব্যমান-দশাযুক্ত-বস্ত্রম্।
২। উপানৎ। ৩। মৃগচর্ম্ম—এতানি গৃহপতিভিন্নব্রাত্যাসম্পাদ্যধনানি॥

ব্রাত্যতাদোষোপশমনকামনয়া কৃতৈতৎ ইয়ৎ-সংখ্যক-ধেনুমূল্যদানকর্ম্মণঃ সাঙ্গতার্থং দক্ষিণামিদং যথাসম্ভবগোত্র নামভ্যো ব্রাহ্মণেভ্যঃ অহং সম্প্রদদে। ইতি দক্ষিণাং দত্ত্বা বিষ্ণুস্মরণাদিকং যথাযথং কুর্য্যাদিতি। যদি ধেনুদানং ক্রিয়তে তদা যথাযথমুহ-নীয়মিতি।

অথ তিলহোমঃ॥ আদৌ আচম্য গন্ধপুষ্পাভ্যাং নারায়ণাদ্যর্চ্চনং বিধায় স্বস্তি-বাচনং কুর্য্যাৎ; তাম্রপাত্রে সঘৃতাক্ষতান্ গৃহীত্বা "ওঁ কর্ত্তব্যেঽস্মিন্‌ব্রাত্যস্তোমানুকল্প তিলহোমকর্ম্মণি ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তোঽধিব্রুবন্তু" ইতি ত্রির্বাচয়েৎ; ব্রাহ্মণাস্তু "ওঁ পুণ্যাহম্"ইতি ত্রির্বদেয়ুঃ। ততঃ কর্ত্তব্যেঽস্মিন্ ব্রাত্যস্তোমানুকল্পতিলহোমকর্ম্মণি "ওঁ স্বস্তি ভবন্তোঽধিব্রুবন্তু" ইতি ত্রির্ব্বাচয়েৎ; ব্রাহ্মণা অপি "ওঁ স্বস্তিঃ" ইতি ত্রির্ব্বদেয়ুঃ; এবং ঋদ্ধিঞ্চ বাচয়িত্বা ব্রাহ্মণৈঃ"ওঁ ঋধ্যতাম্"ইতি ত্রিরুচ্যমানৈ"ওঁ স্বস্তি ন ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবাঃ স্বস্তি নঃ পূষা বিশ্ববেদাঃ। স্বস্তি নস্তার্ক্ষ্যো অরিষ্টনেমিঃ স্বস্তি নো বৃহস্পতির্দধাতু" ইতি স্বস্তিসূক্তং ব্রাহ্মণাঃ পঠেয়ুঃ। ততঃ সঙ্কল্পঃ—ওঁ বিষ্ণুরোঁতৎসদদ্য অমুকে মাসি অমুকপক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্র শ্রীঅমুকবর্ম্মা মমৈতৎ পুরুষপরম্পরা-ধিগত-ব্রাত্যতাদোষোপশমনকামঃ সাজ্যতিলকরণকসহস্র-সংখ্যক-মহাব্যাহৃতি-হোমমহং করিষ্যে ইতি সঙ্কল্প্য ঐশান্যাং দিশি ফলকুশাদি-সহিতং তাম্রাদিপাত্রং ন্যুব্জীকুর্য্যাৎ, ততঃ "ওঁ যজ্জাগ্রতো দূরমুদৈতি দৈবং তদু সুপ্তস্য তথৈবৈতি। দূরঙ্গমং জ্যোতিষাং জ্যোতিরেকং তন্মে মনঃ শিবসঙ্কল্পমস্তু" ইতি সঙ্কল্পসূক্তং পঠেৎ। ততো ব্রহ্মবরণং কৃত্বা হোতারং বৃণুয়াৎ—ওঁ বিষ্ণুরোঁতৎ-সদদ্যামুকমাসি অমুক পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্র শ্রীঅমুকবর্ম্মা মৎসঙ্কল্পিতৈ-র্হোমকর্ম্মণি হোতৃকর্ম্মকরণায় অমুকগোত্রং শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মাণং ভবন্তমহং বৃণে, ব্রাহ্মণস্তু"বৃতোঽস্মি"ইতি বদেৎ। সতি সম্ভবে আচার্য্যাদিবরণমপি কুর্য্যাৎ। ততো-হোতা যজুর্ব্বেদোক্তবিধিনা বহ্নিং সংস্থাপ্য ব্রহ্মস্থাপনাজ্যাঘারাজ্যভাগৌ মহাব্যাহৃতি-হোমঞ্চ কৃত্বা প্রকৃতকর্ম্মারম্ভে বরদনামানমগ্নিমাবাহ্য সম্পূজ্য মহাব্যাহৃতিহোমং কৃত্বা "ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ স্বাহা"ইতি হুত্বা 'ইদং অগ্নিবায়ুসূর্য্যেভ্যঃ' ইতি দেবতোদ্দেশক্রমেণ সহস্র হোমং সাজ্যতিলৈঃ সমাপ্য, পুনর্মহাব্যাহৃতিহোমং কৃত্বা, যথাশক্তি বিষ্ণু প্রভৃ-তিভ্যঃ দিক্‌পালাদিভ্যশ্চ একৈকাং আহুতিং দদ্যাৎ। ততঃ প্রায়শ্চিত্তহোমঃ—তত্রাদৌ সঙ্কল্পঃ—ওঁ অদ্যেত্যাদি শ্রীঅমুকবর্ম্মণঃ ব্রাত্যতাদোষোপশমনকামনয়া কৃতৈত-দ্হোমকর্ম্মণি যদ্বৈগুণ্যং জাতং তদ্দোষপ্রশমনায় "ত্বং নো অগ্নে" ইত্যাদির্ভিঃ পঞ্চভি-র্মন্ত্রৈঃ প্রায়শ্চিত্তহোমমহং করিষ্যে ইতি সঙ্কল্প্য, বিধুনামানমগ্নিমাবাহ্য-সম্পূজ্য "ওঁ ত্বন্নো অগ্নে বরুণস্য বিদ্বান্ দেবস্য হেড়ো অবযাসিসীষ্ঠাঃ। যজিষ্ঠো বহ্নিতমঃ শোশু-

চানো বিশ্বা দ্বেষাংসি প্রমুমুগ্ধ্যস্মৎ স্বাহা" ইতি হুত্বা ইদমগ্নীবরুণাভ্যাং ইতি দেবতোদ্দেশঃ। "ওঁ স ত্বং নো অগ্নেঽবমোভবোতী নেদিষ্ঠো অস্যা উষসো ব্যুষ্টৌ। অবযক্ষ্ব নো বরুণং ররাণো বীহি মৃড়ীকং সুহবো ন এধি স্বাহা" ইদং অগ্নীবরুণাভ্যাং। "ওঁ অয়াশ্চাগ্নেঽস্যনভি শস্তিপাশ্চ সত্যমিত্ব ময়া অসি। অয়ানো যজ্ঞং বহাস্যয়ানো ধেহি ভেষজং স্বাহা" ইদমগ্নয়ে। "ওঁ যে তে শতং বরুণ যে সহস্রং যজ্ঞিয়াঃ পাশা বিততা মহান্তঃ। তেভির্নো অদ্য সাবিতোত বিষ্ণুর্বিশ্বে মুঞ্চন্তু মরুতঃ স্বর্কাঃ স্বাহা" ইদং বরুণায় সবিত্রে বিষ্ণবে বিশ্বেভ্যো দেবেভ্যো মরুদ্ভ্যঃ স্বর্কেভ্যঃ। "ওঁ উদুত্তমং বরুণপাশমস্মদবাধমং বিমধ্যমং শ্রথায়। অথাবয়মাদিত্যব্রতে তবানাগসো অদিতয়ে স্যাম স্বাহা" ইদং বরুণায় ইতি প্রায়শ্চিত্তহোমং কৃত্বা, "ওঁ প্রজাপতয়ে স্বাহা, ইদং প্রজাপতয়ে। ওঁ অগ্নয়ে স্বিষ্টকৃতে স্বাহা, ইদমগ্নয়ে স্বিষ্টকৃতে" ইতি স্বিষ্টকৃদ্ধোমঞ্চ কৃত্বা ব্রহ্মদক্ষিণাং পূর্ণপাত্রং ব্রহ্মণে নিবেদ্য যজমানেন সহোত্থায় ঘৃতপূর্ণস্রুবং গৃহীত্বা "ওঁ মূর্ধানং দিবো অরতিং পৃথিব্যা বৈশ্বানর মৃত আজাতমগ্নিম্। কবিং সম্রাজমতিথিং জনানামাসন্না পাত্রং জনয়ন্ত দেবাঃ স্বাহা" ইতি পূর্ণাহুতিং দত্ত্বা কশ্যপঞ্চ কৃত্বা "ওঁ অগ্নে ত্বং সমুদ্রং গচ্ছ" ইত্যুক্ত্বা ঐশান্যাং দিশি দধ্যাদিকং নিক্ষিপেৎ "ওঁ পৃথিবি ত্বং শীতলা ভব" ইতি চ বদেৎ। ততো হোত্রাদিভ্যো দক্ষিণাং দদ্যাৎ, অচ্ছিদ্রাবধারণং বিষ্ণুস্মরণঞ্চ কুর্য্যাদিতি॥

অথ প্রায়শ্চিত্তচান্দ্রায়ণ-পদ্ধতিঃ।

পূর্ব্বেদ্যুঃ সংযমং বিধায় ব্রাহ্মে মুহূর্ত্তে উত্থায় প্রাতঃকৃত্যাদি স্নানান্তং কর্ম্ম পরিসমাপ্য আসনে পূর্ব্বাভিমুখমুপবিশ্যাচম্য বিষ্ণুস্মরণং কৃত্বা নারায়ণাদিভ্যো গন্ধপুষ্পাদিকং দত্ত্বা বামহস্তেন ধেনুমূল্যপাত্রং ধৃত্বা এতস্মৈ ইয়ৎপরিমিতধেনুমূল্যায় নমঃ ইতি ত্রিরভ্যর্চ্চ্য, এতে গন্ধপুষ্পে এতস্মৈ ইয়ৎ-পরিমিত-ধেনুমূল্যায় নমঃ ইতি গন্ধপুষ্পে দত্ত্বা, এতদধিপতয়ে শ্রীবিষ্ণবে নমঃ, এতৎ সম্প্রদানেভ্যো ব্রাহ্মণেভ্যো নমঃ ইতি কুশবারিপ্রোক্ষণং বিধায়, বিষ্ণুরোঁ তৎসদদ্য অমুকমাসি অমুকপক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্র-শ্রীঅমুকবর্ম্মা পুরুষপরম্পরাপরিপ্রাপ্তব্রাত্যতানিবৃত্তিকামঃ ইয়ৎসংখ্যক পয়স্বিনীধেনুমূল্যেয়ৎ-সংখ্যক-কার্ষাপণ-বরাটক-মূল্যং যথাসম্ভবগোত্রনামভ্যঃ ব্রাহ্মণেভ্যঃ অহং সম্প্রদদে ইত্যুৎসৃজ্য, দক্ষিণাং দদ্যাৎ, যথা—অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্র-শ্রীঅমুকবর্ম্মা পুরুষপরম্পরাপরিপ্রাপ্তব্রাত্যতানিবৃত্তিকামনয়া কৃতৈতৎ ইয়ৎসংখ্যকধেনুমূল্যদানকর্ম্মণঃ সাঙ্গতার্থং দক্ষিণামিদং যথাসম্ভবগোত্রনামভ্যো ব্রাহ্মণেভ্যঃ অহং সম্প্রদদে ইতি দক্ষিণাং দত্ত্বা বৈগুণ্যসমাধানং কুর্য্যাৎ, যথা—

বিষ্ণুরোঁ তৎসদদ্য অমুকমাসি অমুকপক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্র শ্রীঅমুকবর্ম্মা কৃতেঽস্মিন্ কর্ম্মণি যদ্বৈগুণ্যং জাতং তদ্দোষপ্রশমনায় ওঁ বিষ্ণুস্মরণমহং করিষ্যে ইত্যুক্ত্বা যথাশক্তি বিষ্ণুস্মরণং কুর্য্যাৎ; ততঃ কৃতৈতৎ কর্ম্মাচ্ছিদ্রমস্তু ইতি কর্ত্তা বদেৎ, "ওঁ অস্তু" ইতি ব্রাহ্মণাঃ বদেয়ুঃ। যদি ধেনুদানং ক্রিয়তে তদা ধেনুপদমুল্লিখ্য যথাযথং বক্তব্যম্। ততঃ কৃতাঞ্জলিঃ কর্ত্তা পঠেৎ "ওঁ যদসাঙ্গং কৃতং কর্ম্ম জানতা বাপ্যজানতা। সাঙ্গং ভবতু তৎ সর্ব্বং শ্রীহরের্নামানুকীর্ত্তনাৎ॥ ওঁ প্রীয়তাং পুণ্ডরীকাক্ষঃ সর্ব্বযজ্ঞেশ্বরো হরিঃ। তস্মিংস্তুষ্টে জগৎ তুষ্টং প্রীণিতে প্রীণিতং জগৎ॥" ইত্যুক্ত্বা এতৎকর্ম্ম শ্রীকৃষ্ণার্পিতমস্তু ইতি বদেৎ।

ততঃ শুদ্ধ্যর্থং পার্ব্বণশ্রাদ্ধং কর্ত্তব্যং, অসামর্থ্যে পার্ব্বণশ্রাদ্ধানুকল্পভোজ্যং দদ্যাদিতি॥ ততঃ গোগ্রাসং দত্ত্বাৎ, ঘাসমুষ্টিং গৃহীত্বা

"ওঁ সৌরভেয্যঃ সর্ব্বহিতাঃ পবিত্রাঃ পুণ্যরাশয়ঃ।
প্রতিগৃহ্ণন্তু মে গ্রাসং গাবস্ত্রৈলোক্যমাতরঃ॥"

ইত্যনেন গব্যৈ ঘাসমুষ্টিং দত্ত্বা

"ওঁ নমো গোভ্যঃ শ্রীমতীভ্যঃ সৌরভেয়ীভ্য এবচ।
নমো ব্রহ্মসুতাভ্যশ্চ পবিত্রাভ্যো নমো নমঃ" ইতি প্রণমেৎ॥

অথ পার্ব্বণশ্রাদ্ধানুকল্পভোজ্যত্রয়োৎসর্গবিধিঃ :—

আদৌ দেবপক্ষীয়ভোজ্যং বামহস্তেন ধৃত্বা—'এতস্মৈ সবস্ত্র-সোপকরণামান্নভোজ্যায় নমঃ' ইতি ত্রিঃসম্প্রোক্ষ্য, 'এতে গন্ধপুষ্পে এতস্মৈ সবস্ত্রসোপকরণামান্নভোজ্যায় নমঃ, এতদধিপতয়ে বিষ্ণবে নমঃ, এতৎসম্প্রদানায় ব্রাহ্মণায় নমঃ', ইত্যভ্যর্চ্চ্য 'বিষ্ণুরোঁ তৎসদদ্য অমুকমাসি অমুকপক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্র-শ্রীঅমুকবর্ম্মা শুদ্ধ্যর্থং পুরোরবমাদ্রবসো বিশ্বেষাং দেবানাং পার্ব্বণশ্রাদ্ধানুকল্পভোজ্যমিদং যথাসম্ভবগোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণায়াহং সংপ্রদদে' ইতি দদ্যাৎ; ততঃ পিতৃপক্ষীয় ভোজ্যং পূর্ব্বোক্তক্রমেণাভ্যর্চ্চ্য 'অদ্যেত্যাদি শ্রীঅমুকবর্ম্মা শুদ্ধ্যর্থং অমুকগোত্রস্য পিতুঃ অমুকবর্ম্মণঃ অমুকগোত্রস্য পিতামহামুকবর্ম্মণঃ অমুকগোত্রপ্রপিতামহামুকবর্ম্মণঃ পার্ব্বণশ্রাদ্ধানুকল্পভোজ্যমিদং যথাসম্ভব গোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণায় অহং সম্প্রদদে ইত্যুৎসৃজেৎ। ততঃ মাতামহপক্ষীয় ভোজ্যং বামহস্তেন ধৃত্বা পূর্ব্ববৎ অভ্যর্চ্চ্য 'বিষ্ণুরোঁ তৎসদদ্যেত্যাদি অমুকগোত্র শ্রীঅমুকবর্ম্মা শুদ্ধ্যর্থং অমুকগোত্রস্য মাতামহস্য অমুকবর্ম্মণঃ অমুকগোত্রস্য প্রমাতামহস্য অমুক বর্ম্মণঃ অমুকগোত্রস্য বৃদ্ধপ্রমাতামহস্য অমুক বর্ম্মণঃ পার্ব্বণশ্রাদ্ধানুকল্পভোজ্যমিদং শ্রীবিষ্ণুদৈবতং যথাসম্ভবগোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণায় অহং সম্প্রদদে' ইত্যুৎসৃজ্য, আদৌ

পিতৃপক্ষীয় দক্ষিণা ততো মাতামহপক্ষীয় দক্ষিণা ততো দেবপক্ষীয় দক্ষিণা দাতব্যা, দক্ষিণাবাক্যং যথা—বিষ্ণুরোঁতৎসদদ্যেত্যাদি অমুকগোত্র-শ্রীঅমুক বর্ম্মা শুদ্ধ্যর্থং অমুকগোত্রস্য পিতুঃ অমুকবর্ম্মণঃ পিতামহস্যামুকবর্ম্মণঃ প্রপিতা-মহস্য অমুকবর্ম্মণঃ কৃতৈতৎ পার্ব্বণশ্রাদ্ধানুকল্পভোজ্যদানকর্ম্মণঃ সাঙ্গতার্থং দক্ষিণা-মিদং রজতখণ্ডং শ্রীবিষ্ণুদৈবতং যথাসম্ভবগোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণায় অহং সম্প্রদদে। এবং মাতামহাদীনাং নামান্যুচ্চার্য্য দক্ষিণা দেয়া ; ততঃ 'অদ্যেত্যাদি অমুক-গোত্র শ্রীঅমুকবর্ম্মা শুদ্ধ্যর্থং কৃতৈতৎ পুরোরবমাদ্রবসোর্বিশ্বেষাং দেবানাং পার্ব্বণবিধিক-শ্রাদ্ধানুকল্প-ভোজ্যদান-কর্ম্মণঃ সাঙ্গতার্থং দক্ষিণামিদং রজতখণ্ডং শ্রীবিষ্ণুদৈবতং যথাসম্ভবগোত্রনাম্নে ব্রহ্মণায়াহং সম্প্রদদে' ইতি প্রত্যেকং দক্ষিণা দাতব্যা। ততঃ 'কৃতৈতদ্ভোজ্যদানকর্ম্মাছিদ্রমস্তু' ইতি বদেৎ, 'ওঁ অস্তু' ইতি প্রতিবাক্যং ব্রাহ্মণো বদেৎ, ততঃ পূর্ব্বোক্তক্রমেণাচ্ছিদ্রাবধারণং বিষ্ণুস্মরণঞ্চ কর্ত্তব্যমিতি ॥

পক্ষব্রহ্মমুখাষ্টচন্দ্রবিমিতে শাকে বিধোর্বাসরে
বঙ্গে ব্রাত্যবিধিঃ সমাপ্তিমগমৎ সৌম্যাহ্বগেহং গতে।
সূরে ধীরবরা বিমৎসরধিয়ঃ শাস্ত্রার্থ-পারংগতাঃ
দিক্ কালান্ প্রবিচার্য্য সাম্প্রতমহো গৃহ্ণন্তু চৈনং মুদা ॥

উক্ত ব্রাত্যসংস্কারবিধির সারাংশ।

চিত্রগুপ্ত ক্ষত্রিয় ; তাঁহার তনয় বঙ্গীয় কায়স্থগণ ক্ষত্রিয় হইলেও পুরুষ-পরম্পরায় ব্রাত্য (অর্থাৎ সংস্কার-বিহীন) হওয়ায়, ইহাদের সংস্কারযোগ্যতা আছে কিনা এইরূপ সংশয় উত্থাপন করিয়া নির্ণয় করা হইতেছে। এবিষয়ে 'ব্রাত্যস্তোম সরণি' পুস্তকধৃত 'পারস্করের' প্রমাণ এইরূপ—তিনপুরুষ সাবিত্রী পতিত হইলে তাহাদের সন্তানবর্গের সংস্কার ও অধ্যাপনা হইবে না ; কিন্তু যদি তাহারা সংস্কার-ইচ্ছু হয় তাহা হইলে ব্রাত্যস্তোম নামক যজ্ঞ করিয়া সংস্কার গ্রহণ ও বেদপাঠ করিবার যোগ্য হইবে। যাজ্ঞবল্ক্যও বলিয়াছেন—সাবিত্রীবিহীনকেই ব্রাত্য কহে, তাহাদের ব্রাত্যস্তোমযজ্ঞ ব্যতিরেকে শুদ্ধি হয় না। এবং বহুকাল হইতে পুরুষ-পরম্পরায় যাহাদের উপনয়ন-সংস্কার স্মরণ হয় না, তাহাদের সংস্কার সম্বন্ধে নাগোজীভট্ট কৃত 'ব্রাত্য-সংগ্রহ' নামক গ্রন্থে এইরূপ আছে,—কলিতে ব্রাহ্মণত্ব বিরল হওয়ায় শস্ত্রগ্রহণ ও প্রজাপালনমাত্র ক্ষত্রিয়সাদৃশ্য প্রযুক্ত ক্ষত্রিয়পদবাচ্য ক্ষত্রিয়দিগের দশ বিংশতিপুরুষ পর্য্যন্ত উপনয়ন সংস্কারের স্মরণমাত্রও না থাকায়, এমন কি তাহার

পূর্ব্ব পূর্ব্ব পুরুষানুক্রমে উপনয়ন সংস্কারের অভাব হওয়ায়, ইহাদের উপনয়ন সম্ভব হইবে কি না, এই সন্দেহ উত্থাপন করিয়া নিশ্চয় করা হইল যে, বিষ্ণু-পুরাণের চতুর্থ অংশে মৈত্রেয় প্রতি পরাশরের উপদেশে কথিত আছে যে, অর্জ্জুন-পৌত্র পরীক্ষিতের রাজ্যকালে সূর্য্য-চন্দ্র-বংশীয় ক্ষত্রিয়গণের বংশ সমাপ্ত হইবে, এবং পরীক্ষিতের রাজ্যের পর ক্ষেমক চন্দ্রবংশের শেষ রাজা হইবে, তাহার প্রমাণ এই যে, ব্রহ্মক্ষত্রের উৎপত্তির আকরস্বরূপ দেবর্ষিবৃন্দের সৎকারযোগ্য বংশ, ক্ষেমক নামক নরপতিকে লাভ করিয়া নিজের শেষদশা প্রাপ্ত হইবে অর্থাৎ বংশটির লোপ হইবে। ইত্যাদি বলিয়া উত্তরোত্তর প্রসঙ্গ ক্রমে বলা হইল যে চিরকাল পুরুষ-পরম্পরায় লুপ্তসংস্কার ক্ষত্রিয়গণ প্রায়শ্চিত্ত করিয়া উপনয়ন-সংস্কার গ্রহণ করিবে। সেই প্রায়শ্চিত্ত যে কি প্রকার তাহা মহারাজাধিরাজ সবাঈ প্রতাপসিংহবিরচিত "ব্রাত্যশুদ্ধিসংগ্রহে" এইরূপ লিখিত আছে। সেই প্রায়শ্চিত্ত, প্রত্যেকের পক্ষেই ব্রহ্মচর্য্য, উদ্দালকব্রত বা যাবক ব্রত। ইহাদের মধ্যে যে উদ্দালক-ব্রত তাহা বেদানুসারে চতুর্দ্দশ প্রাজাপত্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। আরও মহাব্যাহৃতি দ্বারা সহস্র তিলহোমও প্রায়শ্চিত্তরূপে বিবেচিত হইয়াছে। যাজ্ঞবল্ক্য বলেন যে, চান্দ্রায়ণ, একমাস পয়োব্রত বা পরাক ব্রত দ্বারা উপপাতকের শুদ্ধি হয়। মনুও বলেন অবকীর্ণী অর্থাৎ ব্রত-লঙ্ঘন-কারী ব্যতীত উপপাতকযুক্ত দ্বিজগণ শুদ্ধির নিমিত্ত চান্দ্রায়ণ করিবে। কালাতিক্রম হেতুক ব্রাত্যভাব হইলে উপপাতক নিবর্ত্তক প্রায়শ্চিত্ত করিবে। এইসূত্রে নানা প্রকার সংশয়-স্থলে উপপাতক-প্রায়শ্চিত্ত লাভের জন্য সামান্যাকারে উক্তরূপ সূত্র রচনা করিয়াছেন, এইরূপ স্থলে এই রীতিই অবলম্ব-নীয়। এই সন্দর্ভে তিনপুরুষ পর্য্যন্ত সাবিত্রী পতিত হইলে প্রায়শ্চিত্তের বিধান করিয়া ইহার অব্যবহিত পরেই সেই প্রায়শ্চিত্ত তিনপুরুষের ঊর্দ্ধেও সাবিত্রী পতিত হইলে হইবে বলা হইয়াছে। ইহাতে এই স্থির হইল যে, যাহারা বহুপুরুষপরম্পরায় ব্রাত্যভাবাপন্ন এবং যাহাদের উপনয়ন সংস্কার স্মৃতিপথেও আসে না তাহাদেরও যথাবিধি প্রায়শ্চিত্তের পর উপনয়ন-সংস্কার হইতে পারিবে।

ব্যবস্থা :—

পুরুষ-পরম্পরায় যাহারা ব্রাত্য হইয়াছেন যাহাদের উপনয়ন-সংস্কার-কথা স্মৃতিপথেও আসে না এমন চিত্রগুপ্ততনয় গৃহপতি কায়স্থ ক্ষত্রিয়গণ, অশ্বমেধযজ্ঞে অবভৃথ-স্নান অপেক্ষায় অতি প্রশস্ত বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে যে ব্রাত্যস্তোম নামক যজ্ঞ ও উদ্দালকব্রত সেই ব্রাত্যস্তোম প্রভৃতি কার্য্যের অসামর্থ্যপক্ষে তিলাজ্যদ্বারা

সহস্র মহাব্যাহৃতিহোম করিয়া দ্বাদশবার্ষিক ব্রতের অনুকল্প চতুর্দ্দশটি দুগ্ধবতী গাভী বা তাহার মূল্য (অর্থাৎ শাস্ত্রে ধনাঢ্য ব্যক্তির পাঁচকাহন করিয়া ধেনুমূল্য, মধ্যবিত্ত ব্যক্তিগণের তিনকাহন হিসাবে ধেনুমূল্য, নিঃস্বব্যক্তির পক্ষে এককাহন হিসাবে ধেনমূল্য যাহা নির্দ্দিষ্ট আছে তাহাই) প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ দান করিয়া ও ব্রাত্যদমন বলিয়া যাহা শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট হইয়াছে সেই সকল দক্ষিণা দিয়া উপনয়ন-সংস্কার গ্রহণ করিবেন।

গৃহপতি ভিন্ন যে সমস্ত পূর্ব্বোক্তরূপ ব্রাত্য-কায়স্থ ক্ষত্রিয়, তাঁহারা ব্রাত্যস্তোম যজ্ঞে অসমর্থ পক্ষে মহাব্যাহৃতি দ্বারা সহস্র সঘৃততিলহোম করিয়া ব্রাহ্মণ (পুরোহিতাদি) দক্ষিণার সহিত সার্দ্ধসপ্ত দুগ্ধবতী গাভী বা তাহার প্রকৃত মূল্য বা শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট সার্দ্ধ দ্বাবিংশতি কার্ষাপণ (সাড়ে বাইস কাহন কড়ির) মূল্য দান করিয়া উপনয়ন-সংস্কার গ্রহণ করিবেন। এবং আঢ্যমধ্যবিত্তভেদে (শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট) ধেনুমূল্য দান করিতে নিতান্ত অসমর্থ যে সমস্ত পুরুষানুক্রমে ব্রাত্য চিত্রগুপ্ততনয় কায়স্থ ক্ষত্রিয়, তাহারা যথাশক্তি দক্ষিণার সহিত কেবল মাত্র সাড়ে সাতকাহন ধেনুমূল্য দান স্বরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিয়া উপনয়ন-সংস্কার গ্রহণ করিবেন, ইহা পাণ্ডিতগণের মতানুসারে ব্যবস্থা।

শ্রী আশুতোষ তর্কতীর্থ।

ব্রাহ্মণসভা ও কায়স্থ।

ব্রাহ্মণসভার মুখপত্র "ব্রাহ্মণসমাজ" নামক পত্রিকার ফাল্গুন-সংখ্যায় শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ স্মৃতিতীর্থ "সংবাদ" দিয়াছেন যে ফাল্গুন-সংখ্যা কায়স্থপত্রিকায় চট্টগ্রামের যে সকল ব্রাহ্মণ পণ্ডিত কায়স্থদের উপনয়ন ও ত্রয়োদশাহশ্রাদ্ধাদিক্রিয়া সম্পন্ন করাইয়াছিলেন বলিয়া প্রচারিত হইয়াছে তাঁহারা প্রায়শ্চিত্ত করিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যে আর এমন "ধর্ম্মবিগর্হিত" কার্য্য করিবেন না; আর পণ্ডিত প্রবর শ্রীযুক্ত নবকুমার তর্ক পঞ্চানন প্রভৃতি তীব্রভাবে কায়স্থ সংজ্ঞাধারী শূদ্রের উপনয়ন ও ত্রয়োদশাহ শ্রাদ্ধাদি যে সম্পূর্ণ অশাস্ত্রীয় ও সমাজকে নরকস্থ করার কারণ তাহা তীব্রভাবায় ব্যক্ত করিয়াছেন।" চট্টগ্রামের একদল ব্রাহ্মণকে কায়স্থদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতে ব্রাহ্মণসভা সমর্থ হইয়াছেন তাহা বিলক্ষণ প্রতীতি হইতেছে। উক্ত পত্রিকার চৈত্র সংখ্যাতেও দেখিলাম শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র মোহন ভট্টাচার্য্য সিদ্ধান্তবাগীশ "অসবর্ণ-বিবাহ" প্রবন্ধে কায়স্থজাতিকে "কায়স্থ-শূদ্র" নামে অভিহিত করিয়াছেন।

ব্রাহ্মণসভা যে কায়স্থবিদ্বেষ ও বিদেশাগত-সংস্কার-বিদ্বেষ-মূলে স্থাপিত হইয়াছিল তাহা কাহারও অবিদিত নহে। তথাপি আমরা আশা করিয়াছিলাম যে ব্রাহ্মণসভা ক্রমে বিদ্বেষবুদ্ধি ত্যাগ করিয়া স্বজাতির সংস্কারে ও ব্রাহ্মণোচিত সত্য পথ অনুসরণে রত হইবেন। কিন্তু তাহা হইবার নহে। বোধ হয় ওরূপ বিদ্বেষ বুদ্ধি যাহাদের নাই তাহারা ব্রাহ্মণসমাজের লেখক হইতেই পারেন না। ব্রাহ্মণসভার ধুরন্ধরদিগকে জিজ্ঞাসা করি "কায়স্থশূদ্র" নামে কোন জাতির নাম কোন শাস্ত্রে পাইয়াছেন কি? আর লেখকতাবৃত্তি শূদ্রবৃত্তি বলিয়া কোন শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে কি? ব্রাহ্মণসমাজের লেখকগণ সকলেই ব্রাহ্মণ এবং শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত। তাঁহারা নিশ্চয়ই জানেন যে বিষ্ণুসংহিতায় ও মিতাক্ষরায় কায়স্থেরাই রাজার লেখক ও গণক বলিয়া উক্ত হইয়াছেন, আর বৃহৎপরাশরসংহিতায় ও নীতিশাস্ত্রে কায়স্থকেই লেখক নিযুক্ত করিতে রাজা আদিষ্ট হইয়াছেন। তাঁহারা ইহাও জানেন যে শাস্ত্রমতে কায়স্থ-হস্ত-লিখিত না হইলে কোন দলিল বা রাজশাসন প্রমাণ বলিয়া গণ্য হইত না। আমরা মহাভারতে দেখিতে পাই এই গণক ও লেখকগণ সতত রাজার আয়ব্যয় বিভাগের কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছেন, নারদসংহিতা ও শুক্রনীতিসারে এই গণক ও লেখক রাজ্যের সাধনাঙ্গ বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। আর মৎস্যপুরাণ, গরুড়পুরাণ, বিবিধ স্মৃতিনিবন্ধ ও নীতিশাস্ত্রে গণক ও লেখকগণ শব্দাভিধানতত্ত্বজ্ঞ, গণনাকুশল, নানালিপিজ্ঞ, উপায়বাক্যকুশল, সন্ধিবিগ্রহকারী, মেধাবী, শুচি, সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, সর্ব্বশাস্ত্রসমালোকী এবং শ্রুতাধ্যয়নসম্পন্ন বলিয়াও উক্ত হইয়াছেন। অতএব এই গণক ও লেখক যে দ্বিজাতি তদ্বিষয়ে সন্দেহ থাকিতেছে না। এইরূপ শ্রেষ্ঠকার্য্য, উজ্জ্বল লক্ষণ ও পবিত্র চরিত্র যে শ্রেষ্ঠ দ্বিজাতি ব্যতীত কাহারও হইতে পারে না তাহা সহজবোধ্য। ব্রাহ্মণসমাজের শাস্ত্রজ্ঞ লেখকগণ তাহা সম্যক্ অবগত আছেন। ভার্গব শুক্রাচার্য্য-প্রণীত নীতিশাস্ত্রে একই বচনে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈশ্য ও শূদ্রের পৃথক্ কার্য্য উল্লিখিত হইয়াছে তাহাও তাঁহারা জানেন। তথাপি তাঁহারা কায়স্থ শূদ্র" বা "কায়স্থসংজ্ঞাধারী শূদ্র" বলিতেছেন কেন? তাহার একমাত্র উত্তর —"বিদ্বেষ"। বিদ্বেষ সত্যদর্শনের বিষম অন্তরায়। হিন্দুর চিরপোষিত ব্রাহ্মণত্বের আদর্শ—সত্যদর্শন ও জিতেন্দ্রিয়তা। ব্রাহ্মণসভা বিদ্বেষমূলে উদ্ভূত, সুতরাং এই আদর্শের প্রতি তাঁহার আন্তরিক অনুরাগ থাকিতে পারে না। ব্রাহ্মণসভার কর্ণধার শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় জ্ঞানমহার্ণব, কিন্তু তিনিও ধর্ম্মশাস্ত্রের অনুবাদে গণক শব্দের অর্থ "পোদ্দার" এবং লেখক শব্দের অর্থ "মুহুরি" লিখিয়া

ছেন। রাজ্যের সাধনাঙ্গ গণক ও লেখকগণ যে সামান্য পোদ্দার ও মুহুরী ছিলেন না, তাঁহারাই যে তৎকালে বর্ত্তমানের একাউন্টেন্ট্ জেনারেল, ফাইন্যান্স্ মিনিষ্টার, সন্ধিবিগ্রহসচিব, ডিপ্লোমেটিক্, সেক্রেটেরী, অণ্ডার-সেক্রেটেরী প্রভৃতির কার্য্য করিতেন শাস্ত্রবাক্য হইতেই তাহা সম্যক্ প্রমাণিত হয়। প্রাচীন হিন্দুরাজগণের তাম্রশাসনাদিও তদ্বিষয়ে সুস্পষ্ট সাক্ষ্য দিতেছে। তর্করত্ন মহাশয়ের তাহা অবিদিত নহে। তথাপি কেবল কায়স্থকে ছোট করিয়া রাখিবার অভিপ্রায়েই তিনি গণক ও লেখক অর্থে পোদ্দার ও মুহুরী লিখিয়াছেন। তাঁহার ন্যায় পণ্ডিতের পক্ষে এরূপ কার্পণ্য নিতান্ত অশোভন, এতদপেক্ষা অধিক আর কিছু বলিতে চাহি না।

আমরা ব্রাহ্মণ চাই, যথার্থ ব্রাহ্মণের অভ্যুদয় চাই, যাঁহারা অকুণ্ঠিত ভাবে সত্যকে হৃদয়ে ধারণ করিতে পারেন এবং নির্ম্মল, নিরপেক্ষ চিত্তে তাহা ব্যক্ত করিতে পারেন এমন ব্রাহ্মণের অভ্যুদয় চাই। ব্রাহ্মণসভা যদি সমাজের এই ইচ্ছা সফল করিতে পারেন তবেই তাহার সার্থকতা, নতুবা উহা নিরর্থক।

অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বলিয়া থাকেন কায়স্থজাতি মূলে দ্বিজাতি হইলেও নানা কারণে এখন তাহার পাতিত্য ও শূদ্রত্ব ঘটিয়াছে। যদি এই বুদ্ধিই "কায়স্থ-শূদ্র" সংজ্ঞার জনক হয়, তবে বলিব সেখানেও সত্যদর্শনের একান্ত অভাব। নানা কারণে শূদ্রত্ব কাহার না ঘটিয়াছে? ইহা স্মরণ রাখা একান্ত আবশ্যক যে শাস্ত্রমতে ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব রক্ষা যত কঠিন ক্ষত্রিয়ের ক্ষত্রিয়ত্ব বা বৈশ্যের বৈশ্যত্ব রক্ষা তত কঠিন নহে। বাঙ্গালাদেশে বহুকাল যাবৎ বেদাধ্যয়ন লুপ্ত হইয়াছে। অধুনা ব্রাহ্মণসভা বেদবিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন, ইহাতে আমরা সুখী হইয়াছি। ব্রাহ্মণসভা যদি কোন গৌরবের কাজ করিয়া থাকেন তবে ইহাই সেই কাজ। মনু বলিতেছেন—যে দ্বিজ (সাবিত্রীগ্রহণান্তে) বেদ অধ্যয়ন না করিয়া অন্য শাস্ত্র পাঠে শ্রম করেন তিনি জীবিত কালেই সবংশে শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হন। বিষ্ণুসূত্রেও ঠিক এই কথা দেখিতে পাই। বশিষ্ঠ পরাশরাদি সংহিতাতেও বেদাধ্যয়নহীন ব্রাহ্মণের বৃষলত্ব উক্ত হইয়াছে। সুতরাং কেবল যজ্ঞোপবীত রক্ষা করিয়া এবং ব্যাকরণ, কাব্য, ন্যায় ও স্মৃতিশাস্ত্র পাঠ করিয়াই বঙ্গীয় ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব অটুট রহিয়াছে একথা বলা চলে না। হরিবংশে ও মহাভারতে উক্ত হইয়াছে, যাহাদের বেদার্থজ্ঞান হয় নাই এবং যাহারা প্রাতে ও সন্ধ্যায় সন্ধ্যোপাসনা করে না ধার্ম্মিক রাজা ঐ রূপ সমুদয় ব্রাহ্মণের দ্বারা শূদ্রকার্য্য করাইবেন। আর মনু, যাজ্ঞবল্ক্য, অত্রি, দক্ষ সকলেই একবাক্যে বলিতেছেন, বেদাধ্যয়নহীন

ব্রাহ্মণকে দৈব ও পৈত্র কার্য্যে কদাচ নিয়োগ করিবে না বা ভোজন করাইবে না। সুরাপায়ী, কুসীদজীবী, চিকিৎসাজীবী, নক্ষত্রজীবী প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণও সর্ব্বথা বর্জ্জনীয়। পরাশর বলিতেছেন, যে ব্রাহ্মণ দক্ষিণাগ্রহণ করিয়া শূদ্রযাজন করে সে ব্রাহ্মণ শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয়, আর ঐ ব্রাহ্মণ-যাজিত শূদ্রই (ক্রমে উৎকর্ষ লাভ করিয়া) ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হয়। ইহার কোন কথাই ব্রাহ্মণ-সমাজের লেখকগণের অবিদিত নহে।

কিন্তু এখন শূদ্রযাজন ত ভাল কথা, গণিকাযাজন করিয়াও উদরপূর্ত্তি হয় না। কৌলীন্য প্রথার ফলে কত ব্রাহ্মণ অন্ত্যজাদিকুলজাত "ভরার মেয়ে" বিবাহ করিয়া বংশরক্ষা করিয়াছেন, আর শাস্ত্রবিরোধী কত শত পাপে লিপ্ত হইয়াছেন তাহার ইয়ত্তা নাই। ইহাও ব্রাহ্মণসভার অবিদিত নহে। কেবল সুবিধার কথা এই যে একালে কোন পাপেই ব্রাহ্মণের পাতিত্য বা শূদ্রত্ব হয় না, পাতিত্য ও শূদ্রত্ব কেবল ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের জন্য। রঘুনন্দনই যখন এইরূপ ঘোষণা করিয়াছেন তখন ব্রাহ্মণসভা আর না করিবেন কেন? এইরূপ পক্ষ পাতিতা, আত্মদোষের প্রতি এইরূপ অন্ধতা শাস্ত্রজ্ঞ ও মনস্বী ব্যক্তিদিগের যোগ্য নহে এবং কোন আত্মসম্মানবোধবিশিষ্ট জাতি তাহা সহ্য করিবে না। কায়স্থকে শূদ্র বলিয়া গাল না দিয়া নিজ সমাজের শূদ্রত্বের সংশোধন করাই ব্রাহ্মণসভার প্রথম কর্ত্তব্য।

বাধ্য হইয়া এত কথা লিখিতে হইল। কিন্তু তাই বলিয়া আমরা ব্রাহ্মণ সমাজের প্রতি শ্রদ্ধাহীন বা আস্থাহীন হই নাই। আজও বঙ্গদেশে যথার্থ ন্যায়দর্শী, বিশুদ্ধবংশজাত ব্রাহ্মণের একান্ত অভাব হয় নাই। পাতিত্য অল্পাধিক সকলেরই ঘটিয়াছে, ব্রাহ্মণেরও ঘটিয়াছে, কায়স্থেরও ঘটিয়াছে। তথাপি ব্রাহ্মণ জাতি আজও ধর্ম্মে কর্ম্মে শীর্ষস্থানীয়, জ্ঞান ও প্রতিভায় মণ্ডিত। পক্ষান্তরে কায়স্থজাতিও প্রতিভার প্রদীপ্ত হুতাশন, তাঁহার আর্য্যতেজ আজও মলিন হয় নাই। শাস্ত্রের পাতার সহিত মিলাইয়া দেখিলে দেখা যাইবে কায়স্থ তাহার ক্ষত্রিয়ত্ব যতটা বজায় রাখিয়াছে, ব্রাহ্মণ তাঁহার ব্রাহ্মণত্ব তদপেক্ষা অধিক রাখিতে পারেন নাই। বর্ণাশ্রমধর্ম্ম রক্ষা করিতে হইলে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র সবই চাই। ব্রাহ্মণসভার এ বিষয়ে যদি কিছু করণীয় থাকে তবে নিরপেক্ষভাবে যাহার যে স্থান প্রাপ্য তাহাকে সেই স্থানে প্রতিষ্ঠিত করিতে যত্নবান্ হউন, বিদ্বেষবুদ্ধি ত্যাগ করুন। নতুবা নিজ পাতিত্য লুকাইয়া রাখিয়া কেবল পরকে শূদ্র বলিলে সমাজে কোন প্রতিষ্ঠালাভ হইবে না। তাহাতে ব্রাহ্মণের জাতীয় গৌরব বাড়িবে না, বরং হ্রাস হইবে ইহা নিশ্চয় বলা যাইতে পারে।

শ্রীঅখিলচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার।

কায়স্থ-পঞ্জি।

বিবাহ দ্বিজাচারে ও বিনাপণে। ১৬ই আষাঢ় খুলনা জেলার মহেশ্বরপাশানিবাসী শ্রীযুক্ত রাজচরণ গুহ মজুমদার বর্ম্মা মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান বিভূতি ভূষণের সহিত মূলঘর নিবাসী শ্রীযুক্ত কালীপ্রসাদ ঘোষ বর্ম্মার দ্বিতীয়া কন্যা শ্রীমতী ইন্দুপ্রভা দেবীর।

বিবাহে কৌলীন্য বর্জ্জন। ২৩ জ্যৈষ্ঠ ছোট-জাগুলিয়া নিবাসী (হাল সাকিন কলিকাতা) দিনাজপুরের সবজজ শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ সনৎকুমারের সহিত বরিশাল রায়েরকাঠী নিবাসী শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী সুষমার। পাত্র পক্ষ উপবীতী। সুরেন্দ্র বাবু মৌলিকের সহিত জ্যেষ্ঠ পুত্রের বিবাহ দিয়া এ বিষয়ে পথপ্রদর্শক হইয়াছেন বটে, কিন্তু তিনি চারি হাজার টাকা নগদ ও ৫ হাজার টাকার অলঙ্কারাদি লইয়াছেন শুনা যায়। ইহা কি ক্ষত্রিয়োচিত হইল? লোকে বলিবে তিনি অর্থলোভে কুলবর্জ্জন করিয়াছেন।

বিবাহ বিনাপণে। (ক) ২৪শে আষাঢ় চাঁদসী-নিবাসী (হাল সাকিন অখিলমিস্ত্রীলেন, কলিকাতা) শ্রীযুক্ত কেদারনাথ বসু মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান্ কালিদাস বসুর সহিত কাঁচাবালিয়া নিবাসী শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ গুহ বিশ্বাস মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী গৌরীর। কেদার বাবু ৪টী কন্যার বিবাহে পণ ও অলঙ্কারাদি প্রচুর পরিমাণে প্রদান করিয়া অবশেষে একমাত্র পুত্রের বিবাহে এক কপর্দ্দকও গ্রহণ করেন নাই। তিনি সম কুলীন ঘরের গরীবের কন্যা গ্রহণ করিয়াছেন। শুনা যায় তিনি পূর্ব্বেই কন্যাপক্ষকে বলিয়া দিয়াছিলেন যে তিনি টাকাকড়ি, বস্ত্রালঙ্কার কিছুই চাহেন না, কেবল বিবাহ করাইয়া দিলেই হইবে। কাজেও ঠিক তাহাই হইয়াছে, বিবাহের পর পুত্রবধূকে বস্ত্রালঙ্কারে সাজাইয়া ঘরে আনিয়াছেন। উভয় পক্ষ অনুপনীত হইলেও শূদ্রোচিত দাস দাসী শব্দ বিবাহ-মন্ত্রে ব্যবহার করেন নাই। কেদার বাবু কায়স্থ সভার সভ্য।

(খ) কাড়াপাড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র বসু চৌধুরী (জমিদার) মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান্ প্রণবচন্দ্র বসুর সহিত পুলিশ কোর্টের উকীল শ্রীযুক্ত সুনীতি ভূষণ গুহ রায় চৌধুরী মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী আপেলের। পূর্ণ বাবু পণ গ্রহণ করেন নাই, অলঙ্কারাদিও দাবি করেন নাই, সুনীতি বাবু স্বেচ্ছায় যাহা দিয়াছেন। পূর্ণ বাবু অনুপনীত হইলেও দাস দাসী শব্দ ব্যবহার করেন নাই, এবং

বিবাহসভায় এ বিষয়ে দৃঢ়সঙ্কল্প প্রদর্শন করিয়াছিলেন। এজন্য তিনি ধন্যবাদার্হ।

(গ) এসিষ্টাণ্ট পোসিডেন্সী পোষ্ট মাষ্টার বানরিপাড়ানিবাসী শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র গুহ ঠাকুরতা মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্রের সহিত মালখানগরনিবাসী শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র বসু মহাশয়ের কন্যার। বিবাহে দাস দাসী শব্দ ব্যবহার হয় নাই। প্রবোধ বাবু কায়স্থসভার সভ্য।

মাননীয় কায়স্থপত্রিকা সম্পাদক মহাশয় মান্যবরেষু।

কায়স্থসভার অনিষ্ট চেষ্টা।—"বঙ্গদেশীয় কায়স্থসভার" ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক শ্রীযুক্ত শরৎকুমার মিত্র বর্ম্মা মহাশয় গত ৩১শে জুলাই শনিবার স্কটীশচার্চ্চ কলেজে "বঙ্গীয় কায়স্থসমাজ" নামে এক সভা আহ্বান করেন। বঙ্গদেশীয় কায়স্থসভার অল্প কয়েকজন সভ্যকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। কিন্তু সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপনদ্বারা কায়স্থসাধারণকে আহ্বান করিয়াছিলেন। তথাপি সভাতে অতি অল্প লোকই উপস্থিত হইয়াছিল। এমন কি সভার আহ্বানপত্রে যে ২।৪ জন পরিচিত কায়স্থের নাম ছিল তাঁহারাও উপস্থিত হন নাই। আহ্বানপত্রে একটী নাম আছে "নগেন্দ্রনাথ বসু"। ইহা দেখিয়া অনেকে ভ্রমে পড়িয়াছিলেন যে বঙ্গদেশীয় কায়স্থসভার সম্পাদক নগেন্দ্রবাবুই এই সভা আহ্বান করিতেছেন। পরে অনেকে জানিতে পারিয়াছেন যে এই "বঙ্গীয় কায়স্থ সমাজের" সহিত কায়স্থসভার সম্পাদক নগেন্দ্রবাবুর কোন সম্বন্ধ নাই। বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভার বিরুদ্ধেই এই সভা আহূত হইতেছে জানিয়াই আমি উপস্থিত হইয়াছিলাম। সভার সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত সাধারণের অবগতির জন্য কায়স্থ-পত্রিকায় প্রকাশ করা সঙ্গত বিবেচনা করিয়া এই পত্র পাঠাইলাম। আশা করি প্রকাশ করিয়া বাধিত করিবেন।

ফরিদপুরের শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনারায়ণ সিংহ মহাশয়কে সভাপতি করা হয়। শ্রীযুক্ত সরলচন্দ্র অগ্নিহোত্রী এবং শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার উপস্থিত হইয়াছিলেন। সরলবাবু প্রথমেই সভার উদ্দেশ্য এবং ইহা বঙ্গদেশীয় কায়স্থসভার প্রতিকূলতা করিবার জন্য আহূত হইয়াছে কিনা জানতে চাহেন। তদুত্তরে সভার পক্ষ হইতে বলা হয় যে উহা "বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভার প্রতিযোগী ও প্রতিদ্বন্দ্বীসভা"। সরলবাবু এই আত্মঘাতী উদ্দেশ্যের প্রতিবাদ করেন। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু বর্ম্মা এবং শ্রীযুক্ত রাসবিহারী ঘোষ বর্ম্মা, উপনয়ন সংস্কার বিশেষ ভাবে বিস্তার করাই নূতন সভার মুখ্য উদ্দেশ্য বলিয়া প্রকাশ করেন। পরে গিরিশ বাবু বলেন—"বঙ্গদেশীয় কায়স্থসভ" ও "বঙ্গীয় কায়স্থ সমাজ" এই দুইটী নামের ব্যাপকতা সমান। সম-উদ্দেশ্য বিশিষ্ট, সমভূমিব্যাপী এইরূপ দুইটী সভা হইতে পারে না। যদি উপনয়ন বিস্তারই মুখ্য উদ্দেশ্য হয় তবে এই সভার "বঙ্গীয় আনুষ্ঠানিক কায়স্থ সমাজ"—এই নাম হউক; নাম ও উদ্দেশ্যে পার্থক্য

না থাকিলে বঙ্গদেশীয় কায়স্থসভার সভ্যগণ এই নূতন সভায় যোগ দিতে পারেন না। কিন্তু সভার পক্ষ হইতে কোন উদ্যোগী সভ্য এইরূপ নাম পরিবর্ত্তনের বিরুদ্ধ মত প্রকাশ করেন। তৎপর শ্রীযুক্ত কেদারনাথ বসু, গিরিশ বাবু, সরল বাবু সহ আমরা প্রায় ১০।১১ জন চলিয়া আসি এবং অনধিক ৩০ জন লোক সভাস্থলে থাকেন। এই সভাকেই একটা বিরাট কায়স্থসভা বলিয়া প্রচার করা হইতেছে।

বশংবদ—শ্রীঅনাদিনাথ সিংহ

বিবাহে ব্যয়বাহুল্য। (ক) ২৪ আষাঢ় শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন মহাশয়ের কন্যার সহিত ঝামাপুকুর নিবাসী শ্রীযুক্ত গোপীনাথ ঘোষ মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান্ অজেন্দ্র কৃষ্ণের। পাত্রপক্ষ দাবি দাওয়া না করিলেও শুনা যায় হীরেন্দ্রবাবু প্রায় দশহাজার টাকার যৌতুকাদি প্রদান করিয়াছেন। হীরেন্দ্র বাবু পণপ্রথার বিরোধী। কিন্তু এই ভাবে বড় লোকেরা যৌতুক দান করিলে তাহাও একটা কুপ্রথায় পরিণত হইবে এবং গরীবের কন্যাদায়ক্লেশ কিছুমাত্র হ্রাস হইবে না। আমরা এ বিষয়ে হীরেন্দ্র বাবুর চিন্তা আকর্ষণ করি।

(খ) ২৪ আষাঢ় হোগলকুঁড়ে নিবাসী ৺ক্ষেত্রচন্দ্র গুহ মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান্ সুবোধচন্দ্রের সহিত বাগবাজার নিবাসী শ্রীযুক্ত জীবনকৃষ্ণ ঘোষ মহাশয়ের কন্যার। এস্থলেও পাত্রপক্ষের দাবিদাওয়া না থাকিলেও কন্যাপক্ষ যৌতুকাদিতে বিশেষ ব্যয়বাহুল্য করিয়াছেন শুনা যায়।

(গ) ১৪ই আষাঢ় বেথুনরো নিবাসী অবসরপ্রাপ্ত সবজজ শ্রীযুক্ত অমূল্য চন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের কন্যার সহিত ভবানীপুরনিবাসী শ্রীযুক্ত বেচারাম দত্ত রায় মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান্ প্রসাদ দাস দত্তের। এই বিবাহে দুই হাজার নগদ ও ৩ হাজার টাকার গহনা ইত্যাদির কথা শুনা যায়।

(ঘ) সোণারপুর হরিনাভি নিবাসী শ্রীমান্ মণীন্দ্রনাথ মিত্রের বিবাহেও নগদ ও গহনার কথা শুনা যায়।

(ঙ) যশোহর কলাগাছিনিবাসী শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন মিত্র মহাশয়ের কন্যার বিবাহেও এম্, বি, পাশ পাত্র নগদ ও গহনা লইয়াছেন শুনা যায়।

(চ) বিডন ষ্ট্রীট নিবাসী শ্রীযুক্ত ভুপেন্দ্রকুমার দত্ত মহাশয়ের পৌত্রী শ্রীযুক্ত সাগরচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী কমলার সহিত এল্‌গিন রোড নিবাসী রায় বাহাদুর জানকীনাথ বসু মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান সুনীলচন্দ্রের। এই বিবাহে বহু ব্রাহ্মণ পণ্ডিত নিমন্ত্রিত হইয়া বিদায় পাইয়াছিলেন। এইরূপ প্রথা পূর্ব্বে ছিল; এখনও থাকা ভাল। তবে শাস্ত্রানুসারে পাত্রাপাত্র বিচার কর্ত্তব্য, তৎপ্রতি দাতার মনোযোগে থাকা উচিত। এই বিবাহে অন্যান্য অনেক বিষয়ে যে ব্যয় বাহুল্য হইয়াছে তাহা সমর্থনযোগ্য নহে।

ক্রমশঃ

বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার

অষ্টাদশ বার্ষিক অধিবেশনের বিবরণ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

সভার প্রথম দিবসের কার্য্যান্তে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু বর্ম্ম প্রাচ্যবিদ্যা-মহার্ণব নূতন সভ্য মনোনয়ন সম্বন্ধে প্রথম প্রস্তাব উপস্থিত করেন। মনোনীত সভ্যগণের নাম স্থানাভাবে আষাঢ়-সংখ্যায় দেওয়া হয় নাই।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু বর্ম্মা।

ঃ শ্রীযুক্ত পরেশচন্দ্র গুহ,
"অমৃতবাজারপত্রিকা" কার্য্যালয়।
ঃ „ বিমলকান্তি ঘোষ, এম্, এ,
বি-এল্ "অমৃতবাজার" কার্য্যালয়।
ঃ „ কিরণচন্দ্র রায়, বাগহুলী,
পোঃ মোংাট, ফরিদপুর।
ঃ „ জ্ঞানেন্দ্রমোহন রায়,
নবরত্নপাড়া, পাবনা।
ঃ „ সত্যেন্দ্রমোহন রায়,
১৭ নং ডালিমতলা লেন, কলিকাতা।
ঃ „ হেমচন্দ্র চৌধুরী,
৯ নং কালীঘাট রোড, কলিকাতা।
ঃ „ পূর্ণচন্দ্র রায়, বগুড়া।
ঃ „ যোগেশচন্দ্র সরকার,
উকীল রংপুর।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষবর্ম্মা

ঃ „ সরসীলাল সরকার,
সিভিল সার্জ্জন, খুলনা।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ সরকার।

ঃ শ্রীবিপিনবিহারী ঘোষ,
এম-এ, বি-এল,
৫১ নং তালপুকুর রোড্, বেলেঘাটা।

ঃ শ্রীরবীন্দ্রনাথ বসু, বি-এ,
৫৩ নং তালপুকুর রোড্, ঐ
ঃ „ আশুতোষ বসু, ৪নং প্যারি-
মোহন সুরের গার্ডেন লেন, ঐ
ঃ „ বিজয়কিশোর মিত্র,
১।৪৭ নং চড়কডাঙ্গা ঐ
ঃ „ হরিপদ মিত্র,
৪৩নং ষষ্ঠীতলা রোড্, নাড়িকেলডাঙ্গা।
ঃ „ নরেন্দ্রনাথ সিংহ,
৫৯ নং চড়কডাঙ্গা রোড্ বেলেঘাটা।
ঃ „ জ্ঞানেন্দ্রনাথ সিংহ,
৫৯ নং চড়কডাঙ্গা রোড, বেলেঘাটা।
ঃ „ ললিতমোহন রায় চৌধুরী,
৭৩ নং নাড়িকেলডাঙ্গা নর্থরোড্।
ঃ „ আশুতোষ ঘোষ,
৬৮ নং বেলেঘাটা মেন্‌রোড্।
ঃ „ বঙ্কবিহারী মল্লিক চৌধুরী, উকিল
১০২এ বেলেঘাটা মেনরোড্।
ঃ „ মহেন্দ্রনাথ বসু,
৩২ নং তালপুকুররোড্, বেলেঘাটা।
ঃ „ অপূর্ব্বচন্দ্র বসু, ৫ নং কালী-
তারা বসুর লেন, বেলেঘাটা।

দঃ শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দেব,
ষষ্ঠীতলা রোড, নারিকেলডাঙ্গা।
দঃ „ পঞ্চানন ঘোষ,
১০৩ নং বেলেঘাটা মেনরোড্।
স্বাঃ „ রোহিণীনাথ বসু,
টাকী, হাসাং চিৎপুর টোলষ্টেশন।
দঃ „ ডাক্তার শশিভূষণ মিত্র, ২নং
প্যারিমোহন সুরের গার্ডেন লেন, ঐ
দঃ „ মহেন্দ্রনাথ মিত্র,
৭৩ নং নারিকেলডাঙ্গা নর্থরোড্।
দঃ „ শচীন্দ্রনাথ সিংহ,
১৮নং ষষ্ঠীতলা রোড্,
নারিকেলডাঙ্গা।
দঃ „ হরিদাস বসু,
৯।এ চড়কডাঙ্গা রোড্, বেলেঘাটা।
দঃ „ নগেন্দ্রনাথ বসু,
৬৮নং চড়কডাঙ্গা রোড, বেলেঘাটা।
দঃ „ অখিলেশ্বর মিত্র,
৬৩নং চড়কডাঙ্গা রোড্, বেলেঘাটা।
দঃ „ রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ, ৮নং হর-
মোহন ঘোষের লেন, ঐ
দঃ „ গোপালচন্দ্র চন্দ্র,
৩৭নং চড়কডাঙ্গা রোড্, বেলেঘাটা।
দঃ „ জগবন্ধু বসু,
৯বি, তালপুকুর রোড্, ঐ
দঃ „ সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ,
১০।১১ নং বেলেঘাটা মেন রোড্।
দঃ „ নলিনীকান্ত বসু,
৫৩নং তালপুকুর রোড্,
বেলেঘাটা।

দঃ শ্রীপ্রকাশচন্দ্র বসু,
৮ নং হেরম্বদাসের লেন, ঝামাপুকুর।
দঃ „ সুরেন্দ্রনারায়ণ দেব।
৮দেবনারায়ণ দেবের বাটী, ইটালি।
দঃ „ নৃপেন্দ্রনারায়ণ দেব, ঐ
দঃ „ শচীন্দ্রনারায়ণ দেব, ঐ
দঃ „ ইন্দ্রনারায়ণ দেব, ঐ
বঃ „ সতীশচন্দ্র ঘোষ,
১০৪।১ নং বেলেঘাটা, মেনরোড্।
দঃ „ অতুলচন্দ্র হালদার,
২৭।এ হরমোহন ঘোষের লেন, ঐ
দঃ „ বিষ্ণুপদ দেব, ২৭ বি ঐ ঐ
দঃ „ কিশোরিমোহন বসু,
৯ নং বিশ্বাস নর্শারী লেন, ঐ
দঃ „ ডাক্তার সুরেন্দ্রকুমার বসু,
৫২ নং তালপুকুর রোড, ঐ
দঃ „ নরেন্দ্রকুমার বসু,
৪৫।১ নং তালপুকুর রোড্ ঐ
দঃ „ হীরালাল ঘোষ,
ঝিকরগাছা, যশোহর।
দঃ „ মোহিনীমোহন মিত্র, মহতাব
কম্পাউণ্ড লেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
দঃ „ গণেশচন্দ্র ঘটক, ২৩নং মদন
মিত্রের লেন, শ্যামবাজার।
প্রস্তাবক—শ্রীগণপতি সরকার বিদ্যারত্ন।
শ্রীযুক্ত ঈশ্বরীপ্রসাদ রায় বর্ম্মা,
শ্রীশঙ্কর, হাং সাং ৪৩।৩নং
কংগ্রেসন ষ্ট্রীট।
দঃ „ রমেন্দ্রলাল মিত্র, রাজা রাজেন্দ্র-
লাল মিত্রের রোড, বেলেঘাটা।

দঃ শ্রীসৌরেন্দ্রনাথ মিত্র
জমিদার, বারঘারী, হুগলী।
দঃ „ প্রভাসচন্দ্র মিত্র,
কোণা "ঈশানলজ" হালিসহর পোঃ,
দঃ „ গিরিশচন্দ্র বিশ্বাস,
৪৫ নং প্যারিমোহন সুরের
গার্ডেন লেন, বেলেঘাটা।
দঃ „ আনন্দগোপাল ঘোষ,
৫নং তালপুকুর, বাইলেন, ঐ
দঃ „ সজনীমোহন ঘোষ,
৬২।ডি তালপুকুর রোড, ঐ
দঃ „ সুরেশচন্দ্র সরকার,
৮৯ দেবলেন, ইটালী।
দঃ „ হারাণচন্দ্র বসু,
২৯নং চড়কডাঙ্গা লেন, শুঁড়া।
দঃ „ অশ্বিনীকুমার ঘোষ,
৪ নং ঐ
প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বসু বর্ম্ম
বিদ্যালঙ্কার।
শ্রীযুক্ত কেদারনাথ বসু, অনারারি
প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট,
২৮।৩নং অখিলমিস্ত্রীর লেন।
প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত নীতীশচন্দ্র ঘোষবর্ম্মা,
এম্-এ, বি-এল্।
শ্রীযুক্ত মধুসূদন সরকার, এম-এ
অধ্যাপক, স্কটিস্‌চার্চ কলেজ।
„ নিখিলনাথ রায়, বি-এল
উকীল, আলীপুর।
„ বিপিনচন্দ্র বসু, বি-এল
উকীল, হাইকোর্ট।

বঃ শ্রীসতীশচন্দ্র বর্ম্মা, বি-এল
উকীল, আলীপুর।
১৯নং বরাপাড়া লেন, কলিকাতা।
„ শ্রীযুক্ত ডাক্তার শিবচন্দ্র বসু,
৩৯ নং পদ্মপুকুর রোড।
প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত গঙ্গাপ্রসন্ন ঘোষবর্ম্মা।
উঃ শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী বসু,
উকীল, হাওড়া।
„ সুধীরকৃষ্ণ সিংহ,
পাঁচঘরা, হুগলী।
„ ডাক্তার শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদচন্দ্র সিংহ,
বালিয়াকান্দী, মুর্শিদাবাদ।
„ শ্রীযুক্ত শশাঙ্কশেখর সিংহ ঐ
„ „ শ্রীমোহন সিংহ, ঐ
প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত ইন্দ্রনারায়ণ ঘোষ।
„ শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বসু, ভাগলপুর।
প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত সরৎচন্দ্র অগ্নিহোত্রী
দঃ শ্রীযুক্ত কেদারনাথ মিত্র বর্ম্মা,
ম্যানেজার ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক, এলাহাবাদ।
দঃ শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ সিংহ বি-এল
উকীল, কটক।
প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত মাধমলাল ধর বর্ম্মা।
বঃ যদুনাথ ঘোষ, সমাজ ইশিবপুর,
ফরিদপুর।
„ „ পূর্ণচন্দ্র দেব, ১৭ রসী
পোঃ সদরপুর, ফরিদপুর।
„ „ কুঞ্জবিহারী মজুমদার দেববর্ম্মা,
বি-এ, খালিয়া, ফরিদপুর।
বঃ „ সুরেন্দ্রনাথ দত্ত বর্ম্মা,
মালিগ্রাম, ফরিদপুর।

বঃ শ্রীপ্রসন্নকুমার বসু উকীল, ফরিদপুর

বঃ „ রমেশচন্দ্র ঘোষ দস্তিদার, বি,এ,
লক্ষ্মণকাঠী, বাটাজোর পোঃ,
বরিশাল।

বঃ „ সরোজকুমার দেববর্ম্মা রায় এম-এ
ছোটভাকলা, পাঁচুরীয়া, ফরিদপুর।
হাং সাং ভাটপাড়া, ২৪ পরগণা।

বঃ „ নিবারণচন্দ্র গুহ,
শ্যামপুর, পোঃ সদরপুর, ফরিদপুর।

দঃ „ কিরণচন্দ্র ভৌমিক দেববর্ম্মা,
বিষ্ণুপুর, রয়েড়া পোঃ, যশোহর।

বঃ „ পত্তাকিচরণ দাস,
হাং সাং ওয়েলিসলী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

বঃ ডাক্তার শ্রীযুক্ত তারিণীচরণ ঘোষ,
বাহাদুরপুর, হবিগঞ্জ ফরিদপুর।

বঃ „ অম্বিকাচরণ দত্ত,
লাকসাম, ত্রিপুরা।
হাং সাং ধাপালক্ গেট, বেলেঘাটা।

বঃ „ মহানন্দ দত্ত মোক্তার,
মাদারিপুর, ফরিদপুর।

বঃ রায় সাহেব শ্রীযুক্ত বিনোদলাল ঘোষ
বি, এল, মাদারিপুর, ফরিদপুর।

দঃ রায় শ্রীযুক্ত অমৃতলাল রাহা বাহাদুর
চেয়ারম্যান ডিঃ বোর্ড, খুলনা।

দঃ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ চৌধুরী,
রূপাপাৎ, ফরিদপুর।

বঃ „ মতিলাল বসু জমিদার,
পৈলামপটী, ফরিদপুর।

বঃ „ প্রমথনাথ বসু এম-এ বি এল,
মহারাজপুর ফরিদপুর।

বঃ শ্রীরতিকান্ত রাহা,
৯৫নং বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

দঃ „ দুর্গামোহন ঘোষ,
৬২।৪ তালপুকুর রোড, বেলেঘাটা।

বঃ „ মুকুন্দলাল দেব, মাদলা, বগুড়া
প্রস্তাবক শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র কবিকুসুম।

দঃ শ্রীযুক্ত সীতানাথ বসু, বর্ণী, যশোহর

দঃ „ ত্রৈলোক্যনাথ বসু বর্ম্মা,
সম্পাদক পরমেশ্বরপুর কায়স্থ সমিতি।
পোঃ হরিতলা (যশোহর)
প্রস্তাবক শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ বসু বর্ম্মা।

বঃ শ্রীচন্দ্রমোহন ঘোষ,
পট্টি, ইদীলপুর, ফরিদপুর।

বঃ „ হরিপ্রসাদ গুহ রায়,
বানরীপাড়া, বরিশাল।

বঃ „ দুর্গাপ্রসন্ন রায়, এম্ এ, বিএল
৩নং সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীট, কলিকাতা

বঃ „ হরেন্দ্রচন্দ্র পাল এম এ, বিএল
৩নং সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বঃ „ সত্যচরণ দেব, অনারারী ম্যাজি
ষ্ট্রেট, চৌমোহানী, নোয়াখালী।

বঃ „ শ্রীশচন্দ্র বসু, বরদীয়া, ত্রিপুরা।

বঃ „ সত্যেন্দ্রনাথ মিত্র,
উকীল হাইকোর্ট, ১।১২ পটুয়াটোলা
লেন, কলিকাতা।
প্রস্তাবক শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র রাহা বর্ম্মা

দঃ শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ দত্ত এম এ,
১১নং বাহির মির্জাপুর রোড, কলিকাতা

দঃ „ সতীশচন্দ্র মিত্র,
১৮।২নং ক্যানেল ওয়েষ্টরোড কলিকাতা

দ্বিতীয় দিনের কার্য্য।

বেলা সাড়ে বারঘটিকা হইতে জনসমাগম আরম্ভ হয়। এই দিনে জনতা পূর্ব্বদিবস অপেক্ষা বহুল পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিল। বেলা দুই ঘটিকা হইতে তিন ঘটিকা পর্য্যন্ত "বিষয়-নির্ব্বাচন-সমিতির" অবশিষ্ট কার্য্য সম্পাদিত হইবার পর, দ্বিতীয় দিনের কার্য্যারম্ভ হয়।

প্রারম্ভে শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ সরকার মহাশয় রচিত নিম্নলিখিত সঙ্গীত বিখ্যাত গায়ক শ্রীযুক্ত হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কর্ত্তৃক গীত হয়।

লগ্‌নি—খং

অতীত গৌরব করিয়া স্মরণ
আজি সম্মিলনে কর দৃঢ় পণ
আর্য্য-সুত মোরা কায়স্থ নন্দন
আমরা ক্ষত্রিয় ভারতভূষণ—

ছুটিবে অমনি বিজলি শিরায়
রোমাঞ্চিত হবে পুলকিত কায়
আনন্দাশ্রুধারা নয়ন-কোণায়
বহিবে সুরভি মলয় পবন।

যশ সূর্য্য তব উদিবে আবার
উজলি জগত মাতাবে সংসার
দূরে যাবে তব শূদ্রত্ব ব্যাভার
উদিবে আবার ধর্ম্ম-সনাতন।

মহানন্দে তবে পরাণ মাতায়ে
চল ভাই সবে যাইগো চলিয়ে
জননী জনমভূমিরে হাসায়ে
ঐই দেখ পূর্ব্বে উদিছে তপন॥

তৎপরে পণ্ডিত শ্রীযুত গোপালচন্দ্র কবিকুসুম বাচস্পতি মহাশয় তদীয় স্বরচিত নিম্নলিখিত গীত স্বয়ং গান করিয়া শ্রোতৃবর্গের মনোরঞ্জন করেন।

(গীত)

এ শুভ মাহেন্দ্রযোগ কেলায় চলিয়া যায়।
এখনো ঘুমায়ে কেগো, ধিক্ শত ধিক্ হায়!!
ক্ষাত্র-কুলে জন্ম পেয়ে, ঘৃণিত শূদ্রত্ব লয়ে,
এখনো যাপিছ কাল, কোন্ অর্ব্বাচীন হায়!!
জাতীয় গৌরব রবি সমুদিত পূর্ব্বাকাশে—
আশার কানন আজি মোদিত কুসুম-বাসে,
দূরে দিগঙ্গনাদলে, হাসিতেছে কুতূহলে,
হৃদয়ের শতদলে, আবাহন কর তায়॥
বহু ভাগ্যবশে ভাই, দিব্য যজ্ঞ-সূ--বেশে—
"মঙ্গল" এসেছে অই দেখ তব দ্বারদেশে ;—
যদ্যপি কায়স্থ হও, সমাদরে বরি' লও,
দূরে যাবে পাপতাপ, সুপবিত্র প্রতিভায়!!

এ মধু-মিলনে সকল হৃদয় হ'য়ে যা'ক মধুময়!
ধুয়ে মুছে যা'ক্ মনের কালিমা ঘুচে যা'ক্ লাজ ভয়!!
ঐ যে আসিছে দুকুল ভাঙ্গিয়া—পতিত-পাবনী-ধারা—
কুল্-কুল্-রবে কলুষ নাশিয়া—বহিছে আপনা-হারা ;—
এ নব-গঙ্গাজলে, অবগাহি' দলে দলে,
এস ভাই ভাই, সুখে ভেসে যাই, বলো মুখে জয় জয়!!

সঙ্গীতান্তে মাননীয় সভাপতি মহোদয় কর্ত্তৃক নিম্নলিখিত দ্বিতীয় প্রস্তাব সমুত্থাপিত হয়।

২য় প্রস্তাব। সভার পূর্ব্ব পূর্ব্ব অধিবেশনে শাস্ত্রসম্মত ব্যবস্থানুসারে দ্বিজোচিত উপনয়নাদি দশবিধ সংস্কার প্রতিপালন ও ত্রয়োদশাহে শ্রাদ্ধ সম্পাদন অবশ্যকর্ত্তব্য বলিয়া যে মন্তব্য গৃহীত হইয়া আসিতেছে এই সভা তাহা সম্পূর্ণ অনুমোদন করিতেছেন। কায়স্থমণ্ডলী এতদ্বিষয়ে ঔদাসীন্য পরিত্যাগ করেন, তজ্জন্য এই সভা বিশেষ ভাবে অনুরোধ করিছেন।

প্রস্তাব উত্থাপিত হইলে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত আশুতোষ তর্কতীর্থ ও শশিভূষণ স্মৃতিরত্ন মহাশয় উহা সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করেন।

তৎপরে শ্রীযুক্ত হেমেচন্দ্র বিদ্যাবিনোদ ও হীরালাল মিত্র বর্ম্মা মহাশয়দ্বয় সুদূর পল্লীগ্রামে উপবীতী কায়স্থগণের নির্য্যাতনের জন্য বিদ্বেষী ব্রাহ্মণগণের একান্ত চেষ্টা প্রভৃতির বিষয় বিশদরূপে বর্ণন করেন এবং সভার অনুপনীত নেতৃগণকে উপবীত গ্রহণ জন্য বিশেষ ভাবে অনুরোধ করেন।

সভাপতি মহাশয় তদুত্তরে বলেন যে তিনি উপবীত গ্রহণ করিতে বহুদিন পূর্ব্বেই ইচ্ছা করিয়া ছিলেন, কিন্তু তাঁহার মাতৃদেবীর নিষেধ হেতু ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত করিতে পারিতেছেন না। মফস্বলে উপবীতী কায়স্থগণের প্রতি পীড়ন হইলে এখানকার কায়স্থগণ দূর হইতে তাহার কি করিবেন। তবে যদি আর্থিক সাহায্য দ্বারা কোন প্রতীকার হয়, তবে তাহা জানাইলে তিনি তাহার ব্যবস্থা করিতে যত্ন করিবেন। কিন্তু মফঃস্বলের প্রতিনিধিগণ তাহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া তাঁহাকে উপবীত গ্রহণ করিতে বিশেষ অনুরোধ করিলে তিনি বলেন তিনি এ বিষয়ে যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন। তৎপর প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

৩য় প্রস্তাব। ক্ষত্রিয়বর্ণোচিত 'দেবী' ও 'বর্ম্মা' উপনাম ব্যবহার করিবার জন্য এই সভা কায়স্থ-সমাজের স্ত্রী পুরুষ সকলকেই অনুরোধ করিতেছেন।

প্রস্তাবক— সভাপতি

সর্ব্বসম্মতিক্রমে এই প্রস্তাবটী পরিগৃহীত হয়।

৪র্থ প্রস্তাব। (ক) বঙ্গের উত্তররাঢ়ীয়, দক্ষিণরাঢ়ীয়, বঙ্গজ ও বারেন্দ্র শ্রেণীর মধ্যে আন্তর্গণিক বিবাহাদি কার্য্য প্রচলনের বাধা নাই এবং তাহার আবশ্যকতা ও কর্ত্তব্যতা এই সভা নির্দ্দেশ করিতেছেন। (খ) বিবাহের ক্ষেত্র সম্প্রসারণ জন্য মৌলিকে মৌলিকে বিবাহের কর্ত্তব্যতা এই সভা ঘোষণা করিতেছেন।

সভাপতি মহাশয়ের প্রস্তাবে সর্ব্বসম্মতিক্রমে এই প্রস্তাব গৃহীত হয়।

৫ম প্রস্তাব। ভারতবর্ষের সকল প্রদেশের কায়স্থদিগের এক সমাজভুক্ত হওয়া এবং সকলের শাস্ত্রবিহিত সমান সদাচারী হওয়া সম্বন্ধে যে সকল প্রস্তাব নিখিল-ভারতীয়-কায়স্থ-মহাসম্মেলনের পূর্ব্ব পূর্ব্ব অধিবেশনে গৃহীত হইয়াছে, এই সভা সেই সকল প্রস্তাব গ্রহণ করিতেছেন।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্ এ, বি এল,
অনুমোদক— ,, মন্মথমোহন বসুবর্ম্মা এম্ এ, (হুগলী)
সমর্থক— ,, গঙ্গাপ্রসন্ন ঘোষ বর্ম্মা (মতিহারী)

সর্ব্ব সম্মতিক্রমে প্রস্তাবটী গৃহীত হয়।

৬ষ্ঠ প্রস্তাব। বিবাহাদি সামাজিক ক্রিয়ার ব্যয় সঙ্কোচ ও অধুনা প্রচলিত সমাজের সর্ব্বনাশকর পণপ্রথার উচ্ছেদসাধনের উদ্দেশ্যে কায়স্থসভা হইতে এপর্য্যন্ত যে সকল উপায় অবলম্বিত হইয়াছে, তাহা কিয়ৎপরিমাণে সফল হইলেও তদ্বিষয়ে সম্পূর্ণ সাফল্য লাভের প্রত্যাশায় এই সভা সমগ্র কায়স্থ-সমাজ ও সমাজের নেতৃবর্গের সহানুভূতি প্রার্থনা করিতেছেন এবং প্রত্যেক কায়স্থকেই বিশেষতঃ বরকর্ত্তাদিগকে স্বতন্ত্রভাবে মনোযোগী হইতে ও স্ব স্ব কর্ত্তব্য পালন করিয়া জাতীয় কল্যাণসাধনে সহায়তা করিতে সানুনয় অনুরোধ করিতেছেন ও এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য পল্লী সমিতি এবং সকল প্রধান কেন্দ্র বা স্থানে সমিতি গঠন করিতে অনুরোধ করিতেছেন।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র দত্ত (কলিকাতা)

অনুমোদক— ,, নরেন্দ্রনাথ সিংহ।

নরেন্দ্রনাথ বাবু তাঁহার বক্তব্যে এইরূপ প্রকাশ করিয়াছেন,—

এই সভার প্রধান ও প্রথম উদ্দেশ্য এই যে শূদ্রত্ব প্রত্যাখ্যান করিয়া ক্ষত্রিয়ত্ব লাভ করা। ক্ষত্রিয় হইতে হইলে ক্ষত্রোচিত আচার ও ব্যবহার সর্ব্বপ্রথম আবশ্যক, কারণ তাহা না হইলে এই সভার দ্বারা আশানুরূপ ফল পাওয়া যাইতে পারে না, বরং ইহার স্থায়িত্ব ও উপকারিতা সম্বন্ধে সংশয় হইতে পারে। কিন্তু কেবল যজ্ঞোপবীত ধারণ করিয়া ত্রয়োদশ দিনে শ্রাদ্ধ সম্পাদন করিলেই শূদ্রত্ব দূর হইতে পারে না। ইহা বোধ হয় প্রত্যেক ব্যক্তিই অবগত আছেন যে ক্ষত্রিয়েরা অসহায় ও আশ্রয়হীনকে প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়া রক্ষা করিয়া থাকেন। সেই কারণে যাঁহারা এই সভার সভ্য শ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন তাঁহাদের নিকট আমার বিনীত নিবেদন এই যে কাল বিলম্ব না করিয়া যাহাতে আমরা কার্য্যের দ্বারা প্রতিপন্ন করিতে পারি যে এই সভা দেশের হিতকর কার্য্য করিতে ব্যগ্র হইয়াছেন, তাহাতে তাঁহারা যত্নবান হউন। যদি কায়স্থ জন-সমাজ উদাহরণ দ্বারা বুঝিতে সক্ষম হয়েন যে এই সভা বাস্তবিক দেশের সামাজিক অভাব ও অভিযোগ দূর করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, তাহা হইলেই স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া বহুতর কায়স্থ মহোদয় এই সভার সভ্য হইবার জন্য ইচ্ছুক হইবেন। এই কথা বলা বাহুল্য যে উদাহরণ দ্বারা যেরূপ লোককে বশীভূত করা যায়—সেইরূপ অন্য কোন উপায় দ্বারা হইতে পারে না।

বর্ত্তমান সময়ে বিবাহপণ যে কায়স্থসমাজের একটী বিশেষ অবনতির ও সর্ব্বনাশের কারণ হইয়া পড়িয়াছে, তাহা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিতে

পারেন না। কত পরিবার যে এই বিবাহপণ দিয়া সর্ব্বস্বান্ত হইয়া পথের ভিখারী হইয়াছেন তাহার ইয়ত্তা নাই এবং কতপরিবার যে অর্থাভাবে কন্যার বিবাহ দিতে অক্ষম হইয়া বিশেষ অশান্তিতে বাস করিতেছেন তাহারও ইয়ত্তা নাই। স্নেহলতার জীবনত্যাগ বোধ হয় সকলেই অবগত আছেন। বিবাহপণ সমাজের কতদূর সর্ব্বনাশকর হইয়া দাঁড়াইয়াছে এই ঘটনা তাহার জলন্ত দৃষ্টান্ত। ইহা দেখিয়াও কি আমাদের চক্ষু খুলিবে না,—এখনও কি আমরা চুপ করিয়া থাকিব? যদি পিতাকে বিবাহপণ হইতে রক্ষা করিবার জন্য প্রাণত্যাগ—আমাদের হৃদয়াকর্ষণ করিতে না পারে তাহা হইলে আমরা কিরূপে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জীব মনুষ্য বলিয়া পরিগণিত হইতে পারি? অতএব ভ্রাতৃবর্গ, যাঁহারা এই সভার সভ্যশ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন যদি তাঁহারা এখনও নিজ দৃষ্টান্ত দ্বারা এই অহিতকর ও সর্ব্বনাশকর পণপ্রথা সংস্কার করিতে বিরত থাকেন তাহা হইলে জাতীয় উন্নতির আশা সমূলে নির্ম্মূল হইয়া সামাজিক অবস্থা কতদূর শোচনীয় হইবে তাহা একবার হৃদয়ঙ্গম করুন। এই সর্ব্বনাশকর পণপ্রথার সংস্কার করিতে হইলে যে প্রত্যেক পল্লীতে সমিতি গঠন আবশ্যক তাহাতে কাহারও অমত হইতে পারে না। সেই কারণে অদ্য সভায় এই স্থানে একটী সমিতিগঠন হউক, ইহাই আমার প্রস্তাব। যাহাতে এই সমিতির সভ্যগণ এই মহৎ কার্য্য উদ্ধার করিতে পারেন, তাহার জন্য যতদূর শ্রম ও স্বার্থত্যাগ আবশ্যক, বোধ হয় তাহা করিতে কেহই পশ্চাৎপদ হইবেন না।" সর্ব্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাব গৃহীত হয়।

৭ম প্রস্তাব। কায়স্থ-সভার স্থায়িত্ব-কামনায়, দরিদ্র কায়স্থ বালক বালিকাগণের শিক্ষালাভের এবং সহায়হীনা কায়স্থ বিধবাদিগের যথাসাধ্য সাহায্য করার জন্য এবং শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেবের পূজা, আগন্তুক বৈদেশিক কায়স্থগণের অবস্থান, শাস্ত্রগ্রন্থ ও কায়স্থজাতি সম্বন্ধীয় পুস্তক সংরক্ষণ, সভার আফিসের নিয়মিত কার্য্য ও মাসিক অধিবেশন প্রভৃতি কার্য্য নির্ব্বাহার্থ কলিকাতার কোন সদর রাস্তার উপর শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্ত দেবের একটী মন্দির স্থাপনের ও গৃহাদি নির্ম্মাণের জন্য 'চিত্রগুপ্তভাণ্ডার' স্থাপিত আছে, এই সভা তদ্‌ভাণ্ডারে সাধ্যানুসারে সাহায্য করিতে সহৃদয় কায়স্থ মাত্রেরই নিকট প্রার্থনা করিতেছেন; বিশেষতঃ বিবাহাদি সামাজিক কার্য্য উপলক্ষে এই ভাণ্ডারে প্রত্যেক কায়স্থকে অবস্থানুরূপ সাহায্য দান করিতে অনুরোধ করিতেছেন।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী ঘোষ এম্ এ, বি এল।

অনুমোদক—শ্রীগণপতি বিদ্যারত্ন।

প্রস্তাব অনুমোদিত হইলে শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বসু বিদ্যালঙ্কার সভাপতি মহাশয়ের অনুমতি লইয়া প্রস্তাব সম্বন্ধে কয়টী যুক্তিযুক্ত কথা বলেন। তিনি বলেন, "বাঙ্গালার কায়স্থসমাজ অতিবৃহৎ, এই সমাজে অসংখ্য দরিদ্র ছাত্র এবং বিধবা আছেন যাঁহাদের সাহায্য করা আবশ্যক। নিয়মানুসারে চিত্রগুপ্ত ভাণ্ডারের মূলধন সভা ব্যয় করিতে পারিবেন না, কেবল তাহার সুদের দ্বারা ভাণ্ডারের সমস্ত উদ্দেশ্য সাধন করিতে হইবে। সুতরাং ৪।৫ লক্ষ টাকা ভাণ্ডারে সঞ্চিত না হইলে উদ্দেশ্য সাধন হইতে পারে না। কিন্তু গরীবলোকদের নিকট হইতে সামান্য সামান্য সাহায্য লইয়া এইরূপ বৃহৎ ফণ্ড গঠিত হইতে পারে না। যদি বড়লোকেরা এই ভাণ্ডারের জন্য বড় হাতে টাকা না দেন তবে দুইচারি পুরুষেও প্রয়োজনানুরূপ অর্থ সংগৃহীত হইবে না। তিনি উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ হিতকরী সভার দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়া বলেন যে তাঁহারা প্রতিবৎসর নিজসমাজের বিধবা ও যোগ্য বালকগণের সাহায্যার্থে ৬।৭ হাজার টাকা ব্যয় করিয়া থাকেন। শ্রোতৃবর্গ শুনিয়া বিস্মিত হইবেন যে অদ্য অনধিক ৩ঘণ্টাকাল মধ্যে উত্তররাঢ়ীয় নেতৃগণ উপরোক্ত উদ্দেশ্যে ৭॥০ হাজার টাকা চাঁদা তুলিয়াছেন। দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দান সংগ্রহ করিয়া এরূপ কার্য্য কখনও করিতে পারিতেন না। বড় লোকদের এইরূপ ত্যাগস্বীকার ব্যতীত এই শুভ প্রস্তাবের উদ্দেশ্য কিছুতেই সফল হইবে না।" অতঃপর প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

৮ম প্রস্তাব। এই সভা কায়স্থদিগের নানাবিধ উচ্চ শিক্ষার এবং বিবিধ শিল্প ও কলাবিদ্যা শিক্ষার বিশেষ আবশ্যকতা উপলব্ধি করিতেছেন ও যাহাতে কায়স্থ জাতির মধ্যে সংস্কৃত শিক্ষার ও আয়ুর্ব্বেদশিক্ষার বিস্তৃতি হয় এবং হিন্দু শাস্ত্রানুমোদিত ও সময়োপযোগী স্ত্রীশিক্ষার বিস্তার হয়, তদ্বিষয়ে মনোযোগী হইতে সকলকে সানুনয় অনুরোধ করিতেছেন।

প্রস্তাবক—রায় যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ বাহাদুর। অনুমোদক—রায় বিনোদবিহারী বসু

রায় যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ বাহাদুর এই প্রস্তাবে নিম্নোক্তরূপ সারগর্ভ বক্তৃতা করেন :—

"এমন এক সময় ছিল যে কায়স্থসমাজ সমস্ত সমাজের প্রতিপালক ও চালক ছিল। বাঙ্গালার প্রায়সমস্ত জমিদারী কায়স্থের ছিল। আজ সে অবস্থা না থাকিলেও কায়স্থ সমাজে অবস্থাপন্ন লোক নাই এমন বলা যায় না। পূর্ব্ববর্ত্তী ৭ম প্রস্তাবের সমর্থনে গিরিশ বাবু যাহা বলিয়াছেন, আমিও তাহাই বলিতেছি; এই ভাবে ৵০ আনা ।০ আনা আদায় দ্বারা কোন কার্য্য হইবে না। শিল্প

বিজ্ঞান সমিতির জন্য ।০ আনা ফণ্ড করা হইয়াছিল, কিন্তু তাহাতে কোন কাজ হয় নাই, বড়লোকদের বড় সাহায্যেই কাজ হইয়াছে, এখনও হইতেছে। এবং শুধু বক্তৃতা দ্বারাও কার্য্য হয় না। প্রাণ থাকা চাই। যদি আমাদিগকে কায়স্থ-সভা রক্ষা করিতে হয়, তবে উপযুক্তরূপে মনঃ প্রাণ ও অর্থনিয়োগ করা আবশ্যক। যদি উদ্দেশ্যের অনুরূপ কার্য্য আমরা না করিতে পারি, তবে সভা রাখিয়া ফল কি? অনেকে বলেন সাম্প্রদায়িক ভাব ভাল নয়, কিন্তু আমি বলি, অনেক বিষয়ে সাম্প্রদায়িক ভাব অতি আবশ্যক। যখন ভারতে প্রত্যেক জাতি আপনাতেই সীমাবদ্ধ, বিবাহ ও উত্তরাধিকার নিজ জাতিতেই পর্য্যাপ্ত, তখন প্রত্যেক জাতিরই কর্ত্তব্য আপন জাতির উন্নতির জন্য চেষ্টা করা। আত্মরক্ষার জন্যই তাহা কর্ত্তব্য। আর প্রত্যেক জাতি উন্নত হইলে সমস্ত দেশই উন্নত হইয়া যায়। অর্থকরী শিল্প ও বিজ্ঞান শিক্ষা এখন দেশের পক্ষে একান্ত আবশ্যক, কায়স্থ জাতির পক্ষেও তাহা অত্যাবশ্যক। এই উদ্দেশ্য সাধন করিতে হইলে প্রচুর অর্থ সংগ্রহকরা আবশ্যক। আমার বিবেচনায় আপনাদের মধ্য হইতে কোন উপযুক্ত ব্যক্তি নেতা হইয়া যাহাতে উপযুক্ত অর্থ সঞ্চয় হয় তৎপক্ষে চেষ্টা করুন। আমি যদিও শিল্প বিজ্ঞানসমিতির কার্য্যে লিপ্ত আছি তথাপি এক্ষেত্রেও যতদূর সাধ্য সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছি। আমি কথায় বা কেবল রিজলিউসনের পক্ষপাতী নহি, আমি কায চাই।" সর্ব্বসম্মতিক্রমে এই প্রস্তাব গৃহীত হয়।

নবম প্রস্তাব। সমুদ্র যাত্রা শাস্ত্রানুমোদিত এবং কায়স্থগণের তাহাতে কোন বাধা নাই, এই সভা তাহা নির্দ্দেশ করিতেছেন।

প্রস্তাবক—কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনারায়ণ রায় বর্ম্মা।

অনুমোদক—শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রচন্দ্র রায় তত্ত্বনিধি।

সমর্থক— „ গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন।

সর্ব্বসম্মতিক্রমে এই প্রস্তাব গৃহীত হইল।

দশম প্রস্তাব। কায়স্থ-সভার উদ্দেশ্যগুলি কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য সকল কায়স্থপ্রধান স্থানে শখা-সমিতি গঠিত হউক, এবং সভার আর্থিক অবস্থা অনুসারে স্থায়ী বৃত্তিভোগী প্রচারক নিযুক্ত করা হউক। প্রচার সমিতির কার্য্যে সর্ব্ব বিষয়ে সহায়তা করিবার জন্য এই সভা কায়স্থ মাত্রকেই অনুরোধ করিতেছেন।—প্রস্তাবক—কুমার অসীমকৃষ্ণ দেববর্ম্মা বাহাদুর (শোভাবাজার)

অনুমোদক—পণ্ডিত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন।

সমর্থক— „ গোপালচন্দ্র কবিকুসুম বাচস্পতি।

একাদশ প্রস্তাব। "হরিদ্বার ঋষিকুল আশ্রমে" বিদ্যার্থী কায়স্থবালকের প্রবেশাধিকার রহিত করার তীব্র প্রতিবাদ স্বরূপে নিখিল-ভারতবর্ষীয় কায়স্থ-সম্মেলনের বিগত অধিবেশনে যে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে, এই সভা তাহার সম্পূর্ণ অনুমোদন করিতেছেন।

প্রস্তাবক—শ্রীযুত গৌরাঙ্গসুন্দর মিত্র বর্ম্মা এম্ এ, বি এল্,
অনুমোদক—শ্রীযুত সরলচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা অগ্নিহোত্রী।

এই প্রস্তাব অনুমোদনকল্পে শ্রীযুত অগ্নিহোত্রী মহাশয় এক ওজস্বিনী বক্তৃতায় শ্রোতৃবর্গের হৃদয়ে অপূর্ব্ব উন্মাদনা জাগ্রত করেন।

দ্বাদশ প্রস্তাব। ৺দেবরাণী ও মহেন্দ্রনাথ গুহ ভাণ্ডার বাবত ৫০০৲ টাকা মায় সুদ যাহা কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি কর্ত্তৃক সভার টাকা বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে এবং যাহা ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক শ্রীযুক্ত শরৎকুমার মিত্র বর্ম্মা মহাশয়ের নিকট আছে তাহা এই সভা বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভার সম্পত্তি বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন এবং উক্ত শরৎকুমার মিত্র বর্ম্মা মহাশয়কে তাহা সভায় প্রত্যর্পণ করিতে অনুরোধ করিতেছেন।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ বর্ম্ম বেদান্তচিন্তামণি।
অনুমোদক—শ্রীনিবারণচন্দ্র দত্ত।

প্রস্তাবক কৃষ্ণবাবু বলেন, "শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রচন্দ্র গুহ রায়বর্ম্মা তাঁহার নিজের ও তাঁহার মাতা দেবরাণী দেবীর স্মৃতিরক্ষার্থে ৫।৬ বৎসর পূর্ব্বে ৫০০৲ টাকা কায়স্থসভাকে দান করেন। দানের মর্ম্ম এই যে এই টাকার সুদ হইতে এই দুই ব্যক্তির নামে কায়স্থসভার সভ্যপদের চাঁদা আদায় দিয়া অবশিষ্ট প্রত্যবায় কার্য্যে ব্যয় হইবে। এই টাকা ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক শরৎবাবুর নিকট আছে। কিন্তু তিনি ঐটাকা কায়স্থ সভাকে দিতে সম্মত হন নাই। কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতি কাগজ পত্র বিশেষরূপ পরীক্ষা করিয়া উহা কায়স্থ সভার সম্পত্তি বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, এবং শরৎ বাবুর নিকট ঐ টাকা চাহেন। শরৎ বাবু জানাইয়াছেন যে ঐটাকাতে কায়স্থ সভার দাবি চলিতে পারে না। সুতরাং শেষ মীমাংসার জন্য বার্ষিক অধিবেশনে এই প্রস্তাব উত্থাপন করা স্থির হয়। তদনুসারে আপনাদের নিকট এই প্রস্তাব উপস্থিত করা হইল।"

প্রস্তাবক যখন তাঁহার মন্তব্য প্রকাশ করিতেছিলেন তখনই শরৎ বাবুর পক্ষের কএকজন তরুণ যুবক বিশেষ গোলযোগ আরম্ভ করেন। "দাতা মহেন্দ্রবাবুর পত্রখানা কেন পঠিত হইতেছে না"—বলিয়া তাহারা চিৎকার করিতেছিলেন।

তখন নিবারণ বাবু বলিলেন, "এই দান সম্বন্ধে দাতার কোন মতামত এখন বিবেচিত হইতে পারে না। সভাপতির নিকট দাতার নামযুক্ত একখানা পত্র উপস্থিত হইয়াছে। তাহা গোপন করিবারও প্রয়োজন নাই, প্রকাশ করিবারও প্রয়োজন নাই।" পত্রে কি লেখা আছে তাহা জানিবার আগ্রহ লক্ষ্য করিয়া সভাপতি মহাশয় উহা পাঠ করিতে বলেন। পত্র পঠিত হয়। তাহার মর্ম্ম এইরূপ:—"ভারতে বারটী সভা আছে, তাহাতে আমি ৫০০৲ টাকা দান করিয়াছি, কায়স্থ সভাকে টাকা দেই নাই, শরৎবাবুকে বিশেষ শ্রদ্ধা করি, তাঁহার নিকট টাকা দিয়াছি।" উপস্থিত সভ্যগণ কৃষ্ণবাবুর মন্তব্য ও এই পত্র হইতে প্রকৃত অবস্থা বুঝিতে না পারায় সভাপতি মহাশয় শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বসু বিদ্যালঙ্কার মহাশয়কে "মহেন্দ্রনাথ ও দেবরাণী" ফণ্ডের আনুপূর্ব্বিক অবস্থা ব্যক্ত করিতে আহ্বান করেন। গিরিশ বাবু বলেন :—

"১৩১৫ সাল হইতে ১৩২৫ সাল পর্য্যন্ত শরৎবাবু সভার সম্পাদক ছিলেন। তিনি সম্পাদকরূপে নিজনামে কায়স্থসভার যে সকল বিবরণ কায়স্থপত্রিকায় প্রকাশ করিয়াছেন সেই বিবরণে মহেন্দ্র বাবুর দান সম্বন্ধে সময় সময় যে মন্তব্য লিপিবদ্ধ হইয়াছে তাহার মর্ম্ম সভাপতি মহাশয়ের আদেশ মতে আপনাদের নিকট উপস্থিত করিতেছি।" গিরিশ বাবু যে লিখিত বিবরণ পাঠ করেন তাহার অবিকল নকল নিম্নে দেওয়া হইল :—

কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির ১৩২০ সালের ৬ষ্ঠ অধিবেশন।

"উপবীতী কায়স্থগণের অগ্রণী ধর্ম্মপ্রাণ বঙ্গজকায়স্থকুলভূষণ শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ গুহ রায় মহাশয় প্রস্তাব করেন—তিনি বঙ্গদেশীয় কায়স্থসভার কল্যাণার্থে এক কালীন ৫০০৲ টাকা প্রদান করিতে ইচ্ছুক, ঐ টাকার বার্ষিক সুদ হইতে (বর্ত্তমান কালে তাঁহারা যে দুইজন সভার সভ্য আছেন তাঁহারা লোকান্তরে গমন করিলেও) সম্পাদক মহাশয় তাঁহাদের নামে প্রতি বৎসর ৪৲ টাকা হিসাবে বার্ষিক চাঁদা লইবেন, এবং যথারীতি তাঁহার মনোনীত উত্তরাধিকারীকে পত্রিকা প্রদান ও আমন্ত্রণ করিবেন। সুদের অবশিষ্ট টাকা শিক্ষার্থ কিম্বা বিবাহের সাহায্যে ব্যয় না হয় তবে কি ভাবে আসল টাকা স্থির রাখিয়া সুদ দ্বারা সভার উন্নতি হয় তাহা মাননীয় শ্রীযুক্ত সরিদাচরণ মিত্র মহাশয়ের সহিত পরামর্শ করিয়া আগামী মাসিক অধিবেশনে প্রকাশ করিবেন। মহেন্দ্রবাবুর এই সৎ প্রস্তাবে সভাস্থ সকলে তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ দিলে সভা ভঙ্গ হয়। (কায়স্থপত্রিকা ১৩২০। মাঘ সংখ্যা দ্রষ্টব্য)

১৩২০ সালের নবম অধিবেশন. ২২শে ফাল্গুন—

"শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ গুহ রায় ও শ্রীমতী দেবরাণী দেবীর (সভায় দেওয়ার নিমিত্ত টাকার) দান পত্রের (ট্রাষ্ট পত্র) খসড়া সভায় পঠিত হইলে উপস্থিত সদস্যগণ সকলেই সাতিশয় আনন্দ প্রকাশ করিলেন। মহেন্দ্রবাবু ও তদীয় মাতার এই সাধু সংকল্পে সভার সকলে তাঁহাদের

আন্তরিক ধন্যবাদ দিলেন। অতঃপর স্থির হইল দাতৃদ্বয়ের অর্থ সভা পাইলে ট্রাষ্ট পত্রানুযায়ী কার্য্য করিবেন।" (কায়স্থপত্রিকা ১৩২১। বৈশাখ সংখ্যা দ্রষ্টব্য)

১৩২২ সালের ৫ম অধিবেশন, ২৬শে ভাদ্র—

মহেন্দ্রনাথ গুহ বর্ম্মা মহাশয়ের দান সম্বন্ধে। সম্পাদক মহাশয় বলিলেন, "গতবর্ষের প্রতিশ্রুতি অনুসারে শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ গুহ রায় বর্ম্মা গত মাসিক অধিবেশনে যে ২০১৲ টাকা দান করিয়াছেন এবং তৎসঙ্গে যেরূপ লিখিয়াছেন, তাহাতে লিখা আছে "এই প্রদত্ত টাকার ১৲ টাকা চিত্রগুপ্ত ভাণ্ডারে, অবশিষ্ট দুইশত টাকা দাদন করিয়া তাহার সুদ হইতে প্রতিবৎসর আমার চাঁদা ৩৲ টাকা কাটিয়া লইয়া বাকী যে সুদের টাকা থাকিবে তদ্বারা প্রচার কার্য্যে সাহায্য করা হইবে।" ঐ দুইশত কি ভাবে জমা করা হইবে? সর্ব্বসম্মতি ক্রমে স্থির হইল Mohendra Chandra Guha Ray's trust বলিয়া জমা করতঃ তাহার সুদ যথানির্দ্দেশক্রমে ব্যয় করা হউক।" (কায়স্থপত্রিকা ১৩২২। পৌষ)

১৩২২ সালের বার্ষিক অধিবেশনের সম্পাদকীয় মন্তব্যের এক স্থানে আছে—"শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ গুহ বর্ম্মা রায় এবং দেবরাণী গুহের দান গ্রহণ বিশেষ উল্লেখ যোগ্য।"

১৩২৩ সালের ৮ম অধিবেশন। (২৯শে মাঘ)

"দেবরাণী গুহ ভাণ্ডার। সম্পাদক শরৎ বাবু বলিলেন 'দেবরাণী গুহ ভাণ্ডারের টাকার সুদ হইতে প্রতি বর্ষেই খরচের ব্যবস্থা আছে, এবং তজ্জন্য উক্ত ভাণ্ডারের টাকা এতদিন ফেলিয়া রাখা ভাল হয় নাই বিবেচনায়, বিশেষতঃ আমার জানিত বিশ্বাসী লোক শতকরা বার্ষিক ৬৲ টাকা সুদে ছয় মাসের জন্য ঐ টাকা ধার লইতে চাহিতে আমি ঐ হারে ধার দিয়াছি। কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতির শেষ অধিবেশনের পর উক্ত লোকটি ধার চাহেন। আমিও দেখিলাম যে অত সুদ সহজে পাওয়া যাইবে না এবং বৎসরের প্রথমেই কোম্পানীর কাগজ কিনিলে এক বৎসরে যাহা সুদ পাওয়া যাইত এখন ৬৲ টাকা সুদে ধার দিলে ৬ মাসে প্রায় এক বৎসরের ৩।৹ হিসাবে দাঁড়াইবে। এখন সমিতি এই ধার দেওয়া মঞ্জুর করুন, আমার প্রস্তাব এবং এই টাকার জন্য আমিই দায়ী থাকিলাম।" সর্ব্বসম্মতিক্রমে তাহাই মঞ্জুর হইল।

মহেন্দ্রনাথ গুহভাণ্ডার। উপরি লিখিত (ক) দফার দেবরাণী গুহ ভাণ্ডার যে কারণে ৬৲ টাকা সুদে ধার দেওয়া হইয়াছে সেই কারণে মহেন্দ্রনাথ গুহ ভাণ্ডারের টাকাও ধার দেওয়া মঞ্জুর হইল। (কায়স্থপত্রিকা ১৩২৩। চৈত্রসংখ্যা)

১৩২৫ সালের চতুর্থ অধিবেশন, ২২শে ভাদ্র। (২৫ সালের পৌষ সংখ্যায় দ্রষ্টব্য)

"চিত্রগুপ্ত ও দেবরাণী-মহেন্দ্রনাথ গুহভাণ্ডার সম্বন্ধে। বিনোদ বাবু বলিলেন যে "এই সকল ভাণ্ডারের টাকা হ্যাণ্ড নোটে দাদন না করিয়া তাহা দ্বারা ওয়ারবণ্ড বা কোম্পানীর কাগজ খরিদ করিয়া ধন রক্ষকের নিকট জিম্মা রাখা আবশ্যক। সম্পাদক শরৎ বাবু বলিলেন "পূর্ব্বে যে ৫০০৲ টাকা হ্যাণ্ডনোটে দেওয়া হইয়াছে তাহা আগামী ৩১শে জানুয়ারীর ভিতর আদায় করিতে পারিব; তাহার পূর্ব্বে হইবে না। অবশিষ্ট ১২৫৲ টাকা চিত্রগুপ্তভাণ্ডারের, বার্ষিক ১০৲ টাকা সুদে দেওয়া হইয়াছে। তাহাতে বজেট কমিটির মন্তব্যে আমার প্রতি যে কটাক্ষ

করিয়াছেন, তাহার আবশ্যকতা ছিল না, আমি নিজ হইতেই সেই টাকা এখনই প্রত্যর্পণ করিতেছি, আপনারা ধনরক্ষকের নিকট গচ্ছিত রাখুন।" যতীন্দ্রবাবু বলিলেন "টাকা আপনার নিকট থাকিলেও যাহা আমার নিকট থাকিলেও তাহাই। টাকা আপনার নিকটই থাকুক।" কুমার অসীমকৃষ্ণ দেব বলিলেন "এই ১২৫৲ টাকা ও এই হ্যাণ্ড নোটের দাদনেই থাকুক।" তখন অধিকাংশ সভ্য উহা সমর্থন করিলেন। অতঃপর সম্পাদক শরৎবাবু বলিলেন, "দেবরাণী গুহ ও মহেন্দ্রনাথ গুহ ভাণ্ডারের টাকা দানকারী স্বয়ং মহেন্দ্রনাথ গুহরায় মহাশয়ই কোম্পানীর কাগজ খরিদ দ্বারা ভাণ্ডারের আয় বাড়াইতে অনিচ্ছুক। তিনি সাধারণ ভাবে সুদে টাকা দাদন দিয়া ভাণ্ডারের আয় করিতে অনুরোধ জানাইয়াছিলেন। এই টাকা যে ধন রক্ষকের নিকট রাখিতে হইবে সভার নিয়মাবলীতে এমন কোন বিধি দৃষ্ট হয় না। বিশেষতঃ দাতা তাহার দান পত্রে আমাকেও একজন ধন রক্ষক নিযুক্ত করিয়াছেন। সুতরাং উক্ত টাকা আমার নিকট থাকায় কোন দোষ নাই।"

দাতা ট্রাষ্ট পত্র করিয়া শরৎ বাবুকে তাহাতে ট্রাষ্টী করিয়াছিলেন—শরৎবাবুর এই উক্তির সত্যতা সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া (শরৎবাবু ১৩২৬ সাল হইতে সম্পাদক পদ ত্যাগ করিলে) নূতন সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু ও বিজয়চন্দ্র সিংহ শরৎবাবুর নিকট হইতে ঐ ট্রাষ্ট পত্র চাহিয়া ১৭।৫।২৬ তারিখে এক পত্র লেখেন। তাহার অবিকল নকল এই:—

মান্যবর শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র মিত্র বর্ম্মা

মহাশয় মান্যবরেষু—

সবিনয় নিবেদন,

মহাশয় অবগত আছেন যে, বিগত ১লা ভাদ্রের কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতির ষষ্ঠ অধিবেশনে নিম্নলিখিত প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে যথা:—

"কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতির পূর্ব্ব অধিবেশনের কার্য্যবিবরণী হইতে জানা যায় যে, শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ গুহ রায় মহাশয় এক দানপত্র অনুসারে ১৩২২ সালে ৫০০৲ টাকা সভাকে দান করেন, যে টাকা মহেন্দ্রনাথ ও ৺দেবরাণী গুহ রায় ভাণ্ডার বলিয়া পৃথক্ ভাবে রক্ষিত হইয়া আসিতেছে, ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক শ্রীযুক্ত শরৎকুমার মিত্র মহাশয় উল্লিখিত দানপত্র অনুসারে উক্ত ভাণ্ডারের একজন ধনরক্ষক বিধায় তাহার নিকট ঐ টাকা আছে তিনি স্বীকার করেন, এইরূপ গত ১৩২৫ সালের কার্য্য বিবরণীতে দেখা যায়। এক্ষণে এই সভা তাঁহার নিকট হইতে সুদ সহ উক্ত ৫০০৲ টাকা ও দান পত্র খানি সভার বর্ত্তমান সম্পাদক দ্বয়ের নিকট দুই সপ্তাহের মধ্যে অর্পণ করিতে শরৎবাবুকে অনুরোধ করিতেছেন।"

তদনুসারে আপনার নিকট যে আসল ৫০০৲ টাকা আছে তাহা মায় সুদ এবং দানপত্র আমাদিগকে অর্পণ করিয়া বাধিত করিবেন, ইতি।

বশংবদ

১৭।৫।২৬।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু

শ্রীবিজয়চন্দ্র সিংহ

২০।৫।২৬ তারিখে শরৎবাবু এই পত্রের উত্তর দেন এবং জানাইতে বাধ্য হন যে ট্রাষ্টপত্র আদৌ সম্পাদিত হয় নাই। শরৎ বাবুর উত্তরের অবিকল নকল এই:—

৮৪নং গ্রে ষ্ট্রীট—কলিকাতা
২০।৪।২৬

মান্যবর বঙ্গদেশীয় কায়স্থসভা-সম্পাদক মহাশয়দ্বয়—

সমীপেষু—

টাষ্ট পত্রের খসড়ায় মহেন্দ্র বাবুর মনের ভাব সম্পূর্ণরূপে ও বিশদরূপে প্রকাশ ছিল না বলিয়া কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতিতে পাঠের অব্যবহিত পরেই তাঁহাকে ফেরত দেওয়া হইয়াছিল; তিনিও আমার পিতাঠাকুরের সহিত পরামর্শ করিয়া সম্পূর্ণরূপ লিখিয়া দিবেন বলিয়া ফেরত চাহিয়াছিলেন। খসড়া তাঁহারই নিকট থাকা সম্ভব, আমার কাছে নাই এবং আপনাদের দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। মহেন্দ্র বাবুর কখনই ইচ্ছা ছিল না যে সভাকে উক্ত ৫০০৲ পাঁচ শত টাকা একেবারে দিবেন। তিনি উক্ত টাকা আমার নিকট জমা রাখিয়াছিলেন এবং তাহার সুদের কিয়দংশ মাত্র আপনাদের সভাকে প্রতিবৎসর দেওয়া অভিপ্রায় ছিল। আমিই চেষ্টা করিতেছিলাম যাহাতে উক্ত ৫০০৲ পাঁচ শত টাকা এককালীন সভাকে দান করেন। কিন্তু তাহা কার্য্যে পরিণত হয় নাই, এবং এখন তিনি মন স্থির করিয়া নূতন ট্রাষ্ট পত্র সম্পাদন করিয়াছেন। উক্ত টাকা আমার ও যতীন বাবুর নিকটে থাকা তাঁহার বরাবর অভিপ্রায় ছিল ও এখনও আছে। অপরের হস্তে দিতে তিনি বরাবর নিষেধ করিয়াছেন। এখন যেরূপ ট্রাষ্ট পত্র সম্পাদন করিয়াছেন তদনুযায়ী আপনারা সুদ হইতে বাৎসরিক কিছু কিছু লইতে যদি অনিচ্ছুক হন, সুদ কিরূপে ব্যয় হইবে তাহারও তিনি ব্যবস্থা করিয়াছেন। যাহাই হউক, ঐ টাকায় সভার কোন দাবী চলিতে পারে না এবং আমিও আপনাদের দিতে পারি না। ইতি—

বশংবদ—

শ্রীশরৎকুমার মিত্র।

এই বিবরণ পাঠান্তে গিরিশবাবু বলিলেন,—

গত কল্য বিষয়নির্ব্বাচন সমিতির অধিবেশনে এ বিষয়ে বিস্তর আলোচনা হইয়াছে। অদ্যও শরৎবাবুর প্রকাশিত কাগজ পত্রে যেমন বিবরণ আছে তাহাই আপনাদের নিকট উপস্থিত করিলাম। এক্ষণে আপনারা বিবেচনা করুন "দেববাণী ও মহেন্দ্রনাথ গুহ ভাণ্ডার" কায়স্থ সভার সম্পত্তি কিনা।

এই বৃত্তান্ত অবগত হইয়া শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ সিংহ এবং আরও অনেকে প্রস্তাবের অনুকূলে মত প্রকাশ করিতে লাগিলেন। কিন্তু হাইকোর্টের উকীল শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্ত ঘোষ মহাশয় বলিতে লাগিলেন, "দাতা যখন দান অস্বীকার করিতেছেন, তখন কায়স্থসভার পক্ষে এই টাকার দাবি ত্যাগ করাই ভাল।" তখন শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় এ বিষয়ে তাঁহার মন্তব্য প্রকাশ করিতে অগ্রসর হইলেন। হীরেন্দ্রবাবু দণ্ডায়মান হইয়াই অসংখ্য করতালি ধ্বনিতে অভিনন্দিত হইলেন এবং তাঁহার মন্তব্য সকলে উৎকর্ণ হইয়া শ্রবণ করিতে লাগিলেন। হীরেন্দ্রবাবু বলিলেন—"শরৎ বাবু এই টাকা কায়স্থসভাকে দিতে অসম্মতি

প্রকাশ করিলে কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির কতিপয় সভ্যকে লইয়া একটী সাব্ কমিটী গঠিত হয়, আমিও তাহার একজন সভ্য ছিলাম। আমরা অতি ধীর ভাবে এই বিষয়টী বিবেচনা করিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছি যে দেবরাণী ও মহেন্দ্রনাথ ভাণ্ডার কায়স্থসভার সম্পত্তি। আমি বিশ্বাস করি এমন কোন আদালত নাই যেখানে কায়স্থসভার এই দাবী ডিক্রি না হইবে। দাতার বর্ত্তমান পত্র নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর মনে করি। সভাকে টাকা দান করিয়া এক্ষণে তাহা প্রত্যাহার করিবার জন্য তিনি একটা ব্যর্থ চেষ্টা করিতেছেন। দান করিয়া তাহা প্রত্যাহার করিবার চেষ্টা অনেকে করিয়াছেন, তাহা লইয়া হাইকোর্টে ২।৪টী মামলাও হইয়াছে, তাহার ফলাফল অভিজ্ঞ উকীল চন্দ্রকান্ত বাবুর অবিদিত নহে। ইহাই বাস্তবিক তামসিক দান। কিন্তু তাই বলিয়া কায়স্থসভা তাহার ন্যায্য দাবি ত্যাগ করিতে পারে না। শরৎবাবুর অবস্থা প্রায় ষ্টেক্‌হোল্‌ডারের (Stakeholderএর) মত; দাতা বলিতেছেন টাকা সভাকে দিওনা, সভাও তাহার টাকা ন্যায়তঃই চাহিতেছেন। রিজলিউসনে শরৎবাবুর প্রতি কোন দোষারোপ করা হয় নাই, সভার টাকা সভার হস্তে প্রদান করিতে তাঁহাকে অনুরোধ করা হইয়াছে। এই রিজলিউসন গৃহীত হইতে কোন আপত্তি হইতে পারে না। আমার মতে ইহা গৃহীত হওয়া উচিত।"

তখন শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় বলিলেন,—

"হীরেন্দ্রবাবু বলিতেছেন শরৎবাবু Stake-holder, যদি তাহাই হয় তবে এই রিজলিউসন করিয়া লাভ কি? আর রিজলিউশনটী অনুরোধজ্ঞাপক হইলেও তাহাতে শরৎবাবুর প্রতি দোষারোপ হয় না এমন বলা যাইতে পারে না।" তৎপরে শরৎ বাবু বলেন যে দাতা কায়স্থসভাকে টাকা দেন নাই, ব্যক্তিগত ভাবে তাঁহার নিকট টাকা দিয়াছেন, তবে তিনি টাকাটা কায়স্থসভায় আনিতে চেষ্টা করিয়াছেন। যাহা হউক, দাতা যখন নিষেধ করিতেছেন তখন তিনি কায়স্থসভাকে টাকা দিবেন না। এই সময়ে হাইকোর্টের উকীল শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী মল্লিক মহাশয় একটি সংশোধিত প্রস্তাব উপস্থিত করেন, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসুবর্ম্মা তাহার সমর্থন করেন। কিন্তু এতক্ষণে প্রায় সকলের ধারণা হইয়াছিল যে দাতার ইচ্ছানুসারে শরৎবাবু কার্য্য করিতেছেন না, করিতে বাধ্যও নহেন, সম্পাদকপদ ত্যাগ করা অবধি শরৎ বাবু সভার বিরুদ্ধাচরণ করিতেছেন, দেবরাণী ভাণ্ডারের টাকা না দেওয়ার চেষ্টাও সেই জন্যই, রায় যতীন্দ্রনাথ প্রভৃতি কেবল গোলমাল ও শরৎবাবুর সহিত বিরোধ-নিবারণের জন্য মূল

প্রস্তাবটী নাকচ করিতে চাহিতেছেন। সুতরাং সংশোধিত প্রস্তাব গ্রাহ্য হইল না এবং মূল প্রস্তাবই অধিকাংশের মতে গৃহীত হইল।

তৎপর শরৎ বাবু বলিলেন, "আমি কায়স্থসভার সভ্যপদ ত্যাগ করিলাম।" এই বলিয়া তিনি সভা হইতে চলিয়া গেলেন। তাঁহার সঙ্গে আর দুইটী লোকও চলিয়া গেলেন।

ত্রয়োদশ প্রস্তাব। স্বর্গীয় সারদাচরণ মিত্র মহাশয় তৎ-প্রতিষ্ঠিত "সারদাচরণ-আর্য্য-বিদ্যালয়" কায়স্থসভাকে দান করিয়া গিয়াছেন; তাহার উন্নতিকল্পে সাহায্য করিবার জন্য এই সভা সকল কায়স্থকে অনুরোধ করিতেছেন এবং উক্ত বিদ্যালয়ের আয় ব্যয়াদির বার্ষিক বিবরণ সভার বার্ষিক বিবরণের সহিত প্রকাশিত করিবার আবশ্যকতা নির্দ্দেশ করিতেছেন এবং বিদ্যালয়ের সম্বন্ধে কর্ত্তব্য অবধারণ ও সম্পাদন করিতে কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতির উপর বিশেষ ভার অর্পণ করিতেছেন।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত দয়ালচন্দ্র বসু।

অনুমোদক—শ্রীযুক্ত কুমার অসীমকৃষ্ণ দেব বর্ম্মা বাহাদুর।

চতুর্দ্দশ প্রস্তাব। সভার বর্ত্তমান আয় দ্বারা আবশ্যকীয় ব্যয় নির্ব্বাহ হইতেছে না বলিয়া এই সভা নির্দ্দেশ করিতেছেন যে অতঃপর সভ্যগণের বার্ষিক চাঁদা ৩৲ টাকা স্থলে ৬৲ টাকা নির্দ্ধারিত হউক।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত নীতীশচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা।

অনুমোদক—শ্রীযুক্ত দয়ালচন্দ্র বসু।

এই প্রস্তাব সম্বন্ধে অনেকে আপত্তি করেন। বার্ষিক চাঁদা বৃদ্ধি করিলে সভ্য সংখ্যা কমিয়া যাইবে এবং সভার উদ্দেশ্য ব্যাহত হইবে এই আপত্তিতে (অধিকাংশের মতে) প্রস্তাব গৃহীত হয় নাই।

পঞ্চদশ প্রস্তাব। কায়স্থসভার নিয়মাবলী নিম্নোক্তরূপে সংশোধিত করা হউক। ১৩ (ঈ) নিয়মের প্রথমাংশ এবং ২৭ ও ২৮ (অ) নিয়ম পরিবর্ত্তিত হইয়া নিম্নোক্তরূপ হউক :—

১৩। (ঈ)—মূল সভা, শাখা সভা ও অভ্যর্থনা সমিতির সভা এবং উপরোক্ত ১৩ (অ) দফার লিখিত প্রতিনিধি ব্যতীত কেহই সাধারণ সভায় ভোট দিতে পারিবেন না।

২৭। সভার কর্ম্মচারিগণ এবং ২৮ নিয়মের লিখিত নির্ব্বাচিত ৮০ জন সভ্যকে লইয়া কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি গঠিত হইবে। সভার সভাপতি, সহযোগী

সভাপতিগণ, সদস্য, ধনরক্ষক, সম্পাদক ও সহযোগী সম্পাদকগণ, আয় ব্যয়ের পরীক্ষকদ্বয়, পত্রিকার সম্পাদক ও সহযোগী সম্পাদক কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির ৯২ পদে যথাক্রমে প্রতিষ্ঠিত থাকিবেন।

২৮। (অ) যথাসম্ভব দক্ষিণরাঢ়ীয় ২০ জন, বঙ্গজ ২০ জন, উত্তররাঢ়ীয় ২০ জন ও বারেন্দ্র ২০ জন সভার বার্ষিক অধিবেশনে কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সভ্য নির্ব্বাচিত হইবেন। নির্ব্বাচনকালে মফঃস্বল হইতে অধিবেশনে উপস্থিত হইতে পারিবেন এরূপ উপযুক্ত সংখ্যক সভ্য যাহাতে পাওয়া যায় তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে। কিন্তু সমিতি বিশেষ প্রয়োজন বোধ করিলে সভ্য সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে পারিবেন।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র দত্ত।

অনুমোদক—শ্রীযুক্ত রায় বিনোদ বিহারী বসু।

এই প্রস্তাব অনুমোদিত হইলে শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় সম্পাদকের দায়িত্ব অবিভক্ত রাখার উদ্দেশ্যে প্রস্তাব করেন যে সম্পাদক ২ জন স্থলে ১ জন করা হউক। শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বসু বর্ম্মা ইহা সমর্থন করিলে ইহা সর্ব্বসম্মতিক্রমে মূল প্রস্তাবসহ পরিগৃহীত হয়।

ষোড়শ প্রস্তাব। নিম্নোক্তরূপে বঙ্গদেশীয়-কায়স্থ-সভার উনবিংশবর্ষের কর্ম্মচারিনিয়োগ ও কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি গঠিত হইক।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু বর্ম্মা এম্ এ মহাশয় প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া বলেন, "উত্তররাঢ়ীয় সমাজ হইতে এবার সভাপতি নির্ব্বাচিত হইবেন। মহারাজ জগদীশনাথ রায় বর্ম্মা প্রমুখ সমাজনেতৃগণের অভিপ্রায় মতে প্রস্তাব করিতেছি যে পাইকপাড়ার শ্রীযুক্ত কুমার মণীন্দ্রচন্দ্র সিংহ বাহাদুরকে উনবিংশবর্ষের সভাপতি-পদে বরণ করা হউক। আর দক্ষিণরাঢ়ীয় সমাজ হইতে মাননীয় শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দে বর্ম্মা সি, আই, ই, আই, সি, এস্ মহোদয়, বঙ্গজ সমাজ হইতে রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ এম এ, বি এল, মহোদয়, বারেন্দ্র সমাজ হইতে শ্রীযুক্ত কুমার ক্ষিতীশভূষণ রায় বর্ম্ম বাহাদুর এবং উত্তররাঢ়ীয় সমাজ হইতে শ্রীযুক্ত কুমার শরদিন্দুনারায়ণ রায় বর্ম্ম এম এ, প্রাজ্ঞ মহোদয় সহযোগী সভাপতি মনোনীত হউন; শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম এ বি এল শ্রীকণ্ঠ মহোদয় কোষাধ্যক্ষ থাকুন। সভার কার্য্যে সতত যত্নবান্ রায় শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী বসু বি এ মহাশয় সম্পাদক হউন। আর দক্ষিণরাঢ়ীয় সমাজ হইতে শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র বসু বি, এল, বারেন্দ্র সমাজ হইতে লেফটেনেণ্ট শ্রীযুক্ত নলিনীমোহন রায়

চৌধুরী বি এ, বঙ্গজ সমাজ হইতে শ্রীযুক্ত নীতীশচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা এম এ, বি এল, প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেট এবং উত্তররাঢ়ীয় সমাজ হইতে শ্রীযুক্ত প্রেমানন্দ সিংহ এম এ, বি এল, সহযোগী সম্পাদক হউন। শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন পত্রিকা-সম্পাদক নিযুক্ত হউন। শ্রীযুক্ত ললিতাপ্রসাদ দত্ত বর্ম্মা ও শ্রীযুক্ত বসন্ত-কুমার সেন বর্ম্মা আয়-ব্যয় পরীক্ষক নিযুক্ত হউন। যতদূর সম্ভব চারি সমাজের উপস্থিত নেতৃগণের অভিপ্রায় মতে এই প্রস্তাব উপস্থিত করিলাম। আশা করি আপনারা ইহা গ্রহণ করিবেন। আর আমি প্রস্তাব করিতেছি যে রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু বর্ম্ম প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় সভার সদস্যপদে বৃত হউন।

তৎপর দক্ষিণরাঢ়ীয় সমাজের শ্রীযুক্ত কুমার অসীমকৃষ্ণ দেব বর্ম্মা, উত্তররাঢ়ীয় সমাজের শ্রীযুক্ত গৌরাঙ্গসুন্দর মিত্র বর্ম্মা এম এ, বি এল, বঙ্গজ সমাজের শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ তত্ত্বনিধি এবং বারেন্দ্র-সমাজের শ্রীযুক্ত রামগোপাল মজুমদার বর্ম্মা প্রস্তাব সমর্থন করিলে উহা সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। রায় বিনোদ-বিহারী বসু মহাশয় সম্পাদকপদ গ্রহণে অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু সকলে তাঁহাকে উক্ত পদ গ্রহণ করিতেই অনুরোধ করেন।

তৎপর সভাপতি মহাশয় প্রত্যেক সমাজের উপস্থিত সভ্যগণকে তাঁহাদের নিজ নিজ সমাজ হইতে যাঁহারা কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সভ্য হইবেন তাঁহাদের নামের তালিকা প্রস্তুত করিয়া উপস্থিত করিতে বলেন। তদনুসারে কার্য্য চলিতে থাকিলে তদবসরে একটী সুললিত সঙ্কীর্ত্তন গীত হয়।

তৎপরে চারি সমাজ হইতে প্রদত্ত তালিকা সভাপতি মহাশয়ের নিকট উপস্থিত হইলে সভাপতি মহাশয়ের আদেশে তাহা পঠিত হয় এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। নিম্নে তালিকা প্রদত্ত হইল :—

উত্তররাঢ়ীয়

(১) মহারাজ জগদীশনাথ রায় বর্ম্মা বাহাদুর, দিনাজপুর।
(২) মহাশয়জী শ্রীযুক্ত তারকনাথ ঘোষ চম্পানগর, ভাগলপুর।
(৩) কুমার কুমারেন্দ্রদেব রায় মহাশয়, বাঁশবেড়িয়া, হুগলী।
(৪) শ্রীযুক্ত গোপীমোহন সিংহ, ত্রিবেণী, হুগলী
(৫) শ্রীযুক্ত ইন্দ্রনারায়ণ ঘোষ বি এল ভাগলপুর।
(৬) „ কুমার সতীশকণ্ঠ রায়, চাঁচড়া, যশোহর।
(৭) মাননীয় রায় পূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ বর্ম্মা বাহাদুর, বাঁকিপুর, পাটনা।
(৮) শ্রীযুক্ত গঙ্গা প্রসন্ন ঘোষ বর্ম্মা, মতিহারী, বিহার।

(৯) শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র সিংহ বর্ম্মা, ১নং করিজচার্চ্চ্ লেন, কলিকাতা।
(১০) „ নরেশচন্দ্র সিংহ বর্ম্মা, এম, এ, বি, এল, মহেন্দু পোঃ পাটনা।
(১১) „ চারুচন্দ্র সিংহ বি, এল, ৮২ নং শাঁখারী পাড়া রোড্, ভবানীপুর, কলিকাতা।
(১২) „ পূর্ণচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা, বি, এল, উকীল, গয়া।
(১৩) „ সত্যেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা মৌলিক, ১৫৪নং লোয়ার সার্কুলার রোড, কলিকাতা।
(১৪) শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনারায়ণ ঘোষ বর্ম্মা বি, এ, ১২নং রামনারায়ণ ভট্টাচার্য্য ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
(১৫) „ ডাক্তার মানদাকান্ত রায় এম, বি, ১৪নং রাজাবাগান জংসন রোড, কলিকাতা।
(১৬) „ গৌরাঙ্গসুন্দর মিত্র বর্ম্মা, এম, এ, বি, এল, দিনাজপুর।
(১৭) „ দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ ঘোষ বর্ম্মা রায়, দিনাজপুর।
(১৮) „ বাসন্তীচরণ সিংহ, এম,এ, বি, এল, ১০ ক্রিক লেন, কলিকাতা।
(১৯) „ প্যারীমোহন ঘোষ পোপাড়া, মুর্শিদাবাদ।
(২০) „ শ্রীমোহন সিংহ, বি, এল,

দক্ষিণরাঢ়ীয়

(১) শ্রীযুক্ত কুমার মন্মথনাথ মিত্র বাহাদুর ৩৪ নং শ্যামপুকুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
(২) „ রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ, ৮নং হরমোহন ঘোষের লেন, বেলেঘাটা।
(৩) „ জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র বসু মল্লিক ১৮নং রাধানাথ মল্লিক লেন, কলিকাতা।
(৪) „ কুমার অসীমকৃষ্ণ দেব বর্ম্মা শোভাবাজার রাজবাটী, ৮নং রাজা নবকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
(৫) „ নিবারণচন্দ্র দত্ত, ১৫৭।৩নং অপার সার্কুলার রোড্, কলিকাতা।
(৬) „ দয়ালচন্দ্র বসু ৯০ নং মৃজাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
(৭) শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র সিংহ ১৪৭ নং বারাণসী ঘোষ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
(৮) „ অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক, শিবশঙ্কর মল্লিক লেন, কলিকাতা।
(৯) „ নরেন্দ্রনাথ সিংহ, ৫৯ নং চড়কডাঙ্গা রোড, বেলেঘাটা।
(১০) „ বিধুভূষণ সরকার ৬৯নং বেলেঘাটা রোড, কলিকাতা।
(১১) „ সুরেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ (জোড়া-বাগান) ৭০ নং মাণিকতলা মেন্ রোড্।
(১২) „ জিতেন্দ্রনাথ রায় বি, এ, জমিদার (হাটরোড়িয়া) হাঃ টালা।
(১৩) „ কিরণচন্দ্র দত্ত, ১নং লক্ষ্মীদত্ত লেন, কলিকাতা।

(১৪) শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, এম, এ, বি, এল, ১৩৯ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট।

(১৫) „ মন্মথমোহন বসু বর্ম্মা এম্, এ, (হুগলী) ৪নং গোকুল মিত্রের লেন, কলিকাতা।

(১৬) „ সরলচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা অগ্নিহোত্রী, ৯০ মাণিকতলা ষ্ট্রীট।

(১৭) শ্রীযুক্ত আশুতোষ সরকার ৯নং আরপুলি লেন, কলিকাতা।

(১৮) „ অমৃতলাল সিংহ বর্ম্মা ১৫।১।১ এ, বলরাম ঘোষের ষ্ট্রীট।

(১৯) „ ঋষীন্দ্রনাথ সরকার, এম,এ, বি, এল ২০নং শাঁখারীটোলা লেন।

(২০) „ ভূপেন্দ্রনাথ বসু, ১৭ নং বৃন্দাবন পাল লেন, কলিকাতা।

বঙ্গজ

(১) শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার বসু বর্ম্মা, এম, এ, বি, এল, (মালখানগর) ৩২নং কাঁসারীপাড়া রোড,

(২) রায় সাহেব ঈশানচন্দ্র ঘোষ, এম, এ, ১৩নং প্রেমচাঁদ বড়াল্‌র ষ্ট্রীট

(৩) „ চন্দ্রকুমার ঘোষ রায়, নরোত্তমপুর, বানরীপাড়া পোঃ বরিশাল।

(৪) শ্রীযুক্ত সূর্য্যকুমার গুহ বর্ম্মা ঠাকুরতা, উকীল, হাইকোর্ট।

(৫) „ রায় সাহেব নন্দকুমার বসু-বর্ম্মা, রাজানগর, ঢাকা।

(৬) „ মাননীয় রায় বাহাদুর শ্রীনাথ রায় বর্ম্মা, বি, এল, (শেখরনগর) হাং ১৩০ নং পূর্ব্বদরজা, ঢাকা।

(৭) „ রবীন্দ্রনাথ বসু ৫৩নং তালপুকুর রোড্, বেলেঘাটা।

(৮) „ ক্ষেত্রগোপাল সরকার বর্ম্মা, বি, এল, উকীল, ফরিদপুর।

(৯) „ রসিকলাল দেব বর্ম্মা (ফরিদপুর) ২০নং অপার চিৎপুর রোড।

(১০) „ সতীশচন্দ্র ঘোষ, এম, এ, ৯৪ নং বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

(১১) শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র গুহ বর্ম্মা ভাঙ্গা, ফরিদপুর।

(১২) „ গিরিশচন্দ্র বসু বর্ম্মা বিদ্যালঙ্কার, চাঁদসী, রবিশাল।

(১৩) „ কেদারনাথ ঘোষ বর্ম্মা, ধাপ, রংপুর।

(১৪) „ কেদারনাথ দেব বর্ম্মা ১৬নং মাণিক বসুর ঘাট ষ্ট্রীট।

(১৫) „ কামিনীকুমার দাস, মারচেণ্ট ষ্ট্রাণ্ডরোড্, চট্টগ্রাম।

(১৬) „ সুরেশচন্দ্র গুহ, ৫১নং শুকিয়া ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

(১৭) „ নিবারণচন্দ্র বসু বর্ম্মা, (বরদিয়া, ত্রিপুরা) বড়বাজার, কলিকাতা।

(১৮) „ চন্দ্রমোহন ঘোষ, ইদিলপুর ১১ চন্দ্রকুমার মণ্ডল লেন, ইটালী।

(১৯) „ অশ্বিনীকুমার দত্ত এম্, এ, বি, এল, বরিশাল।

(২০) „ মহেন্দ্রনাথ রায় বর্ম্মা তত্ত্বনিধি, ভেলানগর, ভোলাচঙ্গ, ত্রিপুরা

বারেন্দ্র

(১) রাজা মহেন্দ্ররঞ্জন রায় চৌধুরী, এম, বি, ই, কাকিনা, রংপুর।

(২) „ রায় বাহাদুর বিশ্বম্ভর রায় উকীল, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

(৩) „ বৃন্দাবনচন্দ্র রায় চৌধুরী বর্ম্মা, পয়দা, পাবনা।

(৪) „ কৃষ্ণচরণ মজুমদার বর্ম্মা, কুসুম্বি, রাজসাহী।

(৫) „ মহেন্দ্রনারায়ণ বর্ম্মা রায় চৌধুরী জমিদার নিমতিতা, মুরশিদাবাদ

(৬) „ প্রতাপচন্দ্র সেন বর্ম্মা, বি, এল, উকীল, বগুড়া।

(৭) „ বেণীমাধব সরকার বর্ম্মা, পাবনা।

(৮) „ রামগোপাল মজুমদার বর্ম্মা উকীল, কুষ্টীয়া, নদীয়া।

(৯) „ সুরেন্দ্রনারায়ণ রায় বর্ম্মা, ঘুঘুডাঙ্গা, কলিকাতা।

(১০) „ যাদবানন্দ রায় বর্ম্মা, এম, এ, বি, এল, ঘুঘুডাঙ্গা ঐ।

(১১) শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ সরকার বর্ম্মা, উকীল, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

(১২) „ যোগেন্দ্রনাথ সরকার বর্ম্মা, জমিদার মাদলা, বগুড়া।

(১৩) „ অশ্বিনীকুমার দত্ত বর্ম্মা কুষ্টিয়া, নদীয়া।

(১৪) „ ত্রৈলোক্যমোহন নন্দী নাটোর, রাজসাহী।

(১৫) „ রাইচরণ রায় বর্ম্মা, পাবনা।

(১৬) কৃষ্ণলাল রায় বর্ম্মা, বনওয়ারী নগর, পাবনা।

(১৭) „ হেমচন্দ্র সরকার বর্ম্মা, এম, এ, ইনস্পেকটর অব স্কুলস্, ঢাকা

(১৮) „ দীনেশচন্দ্র রায় বর্ম্মা, ৭৮।২নং বারাণসী ঘোষ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

(১৯) „ ভবানীনাথ রায়, চিথলীয়া, নদীয়া।

(২০) অধ্যাপক যদুনাথ সরকার, প্রিন্সিপ্যাল, রাভেন্স কলেজ, কটক।*

* এ স্থলে সভ্যগণের অবগতির জন্য জানাইতেছি যে বার্ষিক অধিবেশনের অব্যবহিত পরেই গত ১৩ই আষাঢ় ঊনবিংশ বর্ষের কা: নিঃ সমিতির যে প্রথম অধিবেশন হয় তাহাতে রায় বিনোদবিহারী বসু মহাশয় সম্পাদক পদ এবং শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র বসু মহাশয় সহযোগী সম্পাদক পদ ত্যাগ করায় রায় সাহেব নগেন্দ্রনাথ বসু বর্ম্ম মহাশয় সভার সম্পাদক এবং শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ বর্ম্মা সহযোগী সম্পাদক মনোনীত হন এবং নগেন্দ্র বাবু সদস্য পদ ত্যাগ করিলে রায় বিনোদবিহারী বসু মহাশয় সদস্য পদে বৃত হন। তৎপরে শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বসু, রায় সাহেব নগেন্দ্রনাথ বসু, কুমার শরদিন্দুনারায়ণ রায় এবং শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ মহাশয়দিগের প্রস্তাবে বঙ্গজ সমাজের শ্রীযুক্ত প্রমোদরঞ্জন রায়চৌধুরী জমীদার ১৮-বাড়ী, শ্রীযুক্ত দুর্গাকুমার রায় এম, এ, বি এল, নোয়াখালি; দক্ষিণরাঢ়ীয় সমাজ হইতে রায় বাহাদুর অমৃতলাল রাহা, (খুলনা) শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা বেদান্তচিন্তামণি (কলিকাতা);

সপ্তদশ প্রস্তাব। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সরকার ও তাঁহার অনুজদ্বয় বঙ্গদেশীয়-কায়স্থ-সভার অষ্টাদশ বার্ষিক অধিবেশন তাঁহাদের স্বভবনে আহ্বান করিয়া এবং তাহার সমুদয় ব্যয়ভার বহন করিয়া যে মহত্ব ও স্বজাতিপ্রীতির পরিচয় দিয়াছেন তজ্জন্য এই সভা তাঁহাদিগকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছেন। প্রস্তাবক—সভাপতি।

অষ্টাদশ প্রস্তাব। এই সভা, ব্রাহ্মণগণ, উপস্থিত কায়স্থ ভ্রাতৃগণ, গত বর্ষের সম্পাদক, প্রচারক ও অন্যান্য কর্ম্মচারিগণকে, অভ্যর্থনা-সমিতি ও স্বেচ্ছা-সেবকগণ এবং সভার কার্য্যে আর যাঁহারা সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছেন; বিশেষতঃ সম্পাদক শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র সিংহ মহাশয় সভার ব্যয় হ্রাসের জন্য গত ত্রয়োদশ মাস কাল তাহার নিজ গৃহে সভার কার্য্যালয় রক্ষা ও তাড়িত আলোকের ব্যবস্থা করাতে এই সভা তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন। প্রস্তাবক—সভাপতি।

ঊনবিংশ প্রস্তাব। সভাপতিকে ধন্যবাদ।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ সরকার।

অনুমোদক—,, রবীন্দ্রনাথ বসু বি এল।

তৎপরে ইটালীর সুপ্রসিদ্ধ দেববংশীয় শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনারায়ণ দেব মহাশয় নিম্নলিখিত বিদায়-সঙ্গীত গান করিয়া শ্রোতৃবর্গকে মুগ্ধ করেন :—

ভৈরব—চৌতাল।

আজি শুভদিনে শুভ সম্মিলনে
চারি ভাই কিবা মিলিল
সুখের লহরী মলয় হিল্লোলে
নাচিয়া নাচিয়া ছুটিল।

ঊষারাণী ওই লোহিত বরণ
করে কলরব বিহঙ্গমগণ
পূরব আকাশে তরুণ তপন
কাল নিশি ওই পোহাইল।

সুলক্ষণ চিহ্ন হেরি চারিদিকে
মাতিছে পরাণ পরম পুলকে
উৎফুল্ল সকলে আশার আলোকে
নবীন জীবন সঞ্চার হইল।

নবীন উৎসাহে ভরিল ভুবন
জাগিছে নিরখি ক্ষত্রবীরগণ
অনার্য্য অখ্যাতি করি বিসর্জ্জন
বিরহ নিশির ভোগ ফুরাইল।

একতা সূত্রে বাঁধিয়া বন্ধন
চলিল কায়স্থ ক্ষাত্রয় নন্দন
আশার প্রবাহ বহিল পবন
বিষাদ রজনী প্রভাত হইল।

সঙ্গীত অন্তে রাত্রি ৯টায় সভা ভঙ্গ হয়।

উত্তররাঢ়ীয় সমাজ হইতে শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনারায়ণ সিংহ (আলীপুর) এবং বারেন্দ্র সমাজের শ্রীযুক্ত সরসীলাল সরকার সিভিলসার্জ্জন (খুলনা), কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সদস্যরূপে গৃহীত হন।

কায়স্থ-পত্রিকা

ভাদ্র, ১৩২৭। } নবপর্য্যায় ১১শ খণ্ড ৫ম সংখ্যা।

কার্য্য-কারণ সম্বন্ধ নির্ণয়।

দর্শনের প্রধান অংশ হইতেছে কার্য্য-কারণ সম্বন্ধ নির্ণয়। এই সম্বন্ধ নির্দ্দেশে দর্শনেরই একমাত্র অধিকার মনে করিতে হইবে না; ইহার আরও অধিকারী আছে। দার্শনিক জ্ঞান ব্যতীত সাধারণ জ্ঞানেরও এ অধিকার আছে এবং সাধারণে সেই সাধারণ অধিকারের সর্ব্বদা সদ্ব্যবহার করিতে ত্রুটী করিতেছেন না, কার্য্য-কারণ সম্বন্ধ নির্ণয় করিতে সর্ব্বদা অগ্রসর হইতেছেন। বিজ্ঞান যেমন সাধারণ জ্ঞান হইতে স্বতন্ত্র কোন দিব্য জ্ঞান বা অতীন্দ্রিয় জ্ঞান নহে, সাধারণ পদার্থ জ্ঞানেরই বিশেষ অবস্থা; দার্শনিক কার্য্য-কারণ সম্বন্ধ-নির্ণয়ও তদ্রূপ সাধারণ জ্ঞানের বিশেষ অবস্থা মাত্র। তবে কথা কথা হইতেছে এই যে, এই সম্বন্ধ নির্ণয় অনেক স্থলে দুরূহ, সাধারণ জ্ঞানের দ্বারা নির্ণীত কারণ অনেক স্থলে ভ্রান্ত এবং অপর্য্যাপ্ত হইয়া পড়ে; ঐরূপ নির্দ্দেশের বশবর্ত্তী হইয়া আমরা বিপথে গমন করিয়া থাকি। এই বিপত্তি নিরাকরণের জন্য দার্শনিক জ্ঞানের আবশ্যক, আবার একশ্রেণীর দার্শনিক হইতে এই বিপত্তির নিরাকরণ না হইয়া যথেষ্ট বৃদ্ধি হইতে দেখা যায়। বৌদ্ধ দার্শনিক বলিলেন 'সর্ব্বং শূন্যং', আবার বলিলেন 'সর্ব্বং ক্ষণিকং'। এখন সব কি করিয়া শূন্য হয়, আর শূন্য কি করিয়া ক্ষণিক হয়? এই শ্রেণীর দার্শনিক * এবং তাহাদের কার্য্য-কারণ সম্বন্ধ নির্দ্দেশের উপর সর্ব্বদেশের জনসাধারণের অশ্রদ্ধা জন্মিয়াছে, কিন্তু যাহা প্রকৃত দর্শন তাহার সাহায্য ভিন্ন এই সম্বন্ধ যথাযথ নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে না। উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে।

* ইহাদের চিন্তার যে ঐতিহাসিক মূল্য আছে তাহার আলোচনা এরূপ প্রবন্ধের অনুপযোগী।

অধুনাতন বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদিত শিক্ষা ও উপাধি প্রাপ্ত না হইলে কয়েকটি ব্যবসায় অবলম্বন করিবার অধিকার জন্মে না। আবার ঐরূপ উপাধি প্রাপ্ত ব্যক্তির ঐরূপ অধিকার জন্মিয়াছে ভিন্ন, জ্ঞানের উপর বিশেষাধিকার যে জন্মে নাই, একথা নিজেরাই অনেকে জানেন না। ঐরূপ উপাধিধারী, বয়ঃস্থ এবং নিজ ব্যবসায়ে কৃতী কোন ব্যক্তি তাস খেলিতেছেন; খেলিয়া হারিলেন। আর এক বাজি খেলিলেন, সে বাজিও হারিলেন। এইরূপে আরও ২।৪ বাজী হারিয়া আমাকে বলিলেন, 'মহাশয় আপনি বড় তাস পান।' এই বলিয়া রণে ভঙ্গ দিলেন। আমি ইঁহাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিলাম, "আপনার বলা উচিত 'আপনি ভাল তাস পাইয়াছিলেন।' 'তাস পা'ন' এরূপ সিদ্ধান্ত করিবার উপযুক্ত কারণ আপনার নাই।" একজন যদি ১০০ বার ভাল তাস পাইয়া থাকে, তবুও অতীত ভিন্ন ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কোন তত্ত্ব সংস্থাপন করিবার অধিকার কাহারও জন্মে না; অর্থাৎ ১০০ বার ভাল তাস পাইয়াছে ইহাই সিদ্ধান্তের বিষয় হইবে, ১০১ বারে পাইবে কিংবা ভবিষ্যতে কোন বিশেষ বারে তাস পাইবে বা তাস পাইবার সহিত সে কোন বিশেষসম্বন্ধবিশিষ্ট, এরূপ কোন সিদ্ধান্ত করা অযৌক্তিক। এরূপ কার্য্য কারণ সম্বন্ধ যে নির্দ্দেশ করে সে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধি ধারণ করিলেও এ বিদ্যাতে তাহার শ্রদ্ধেয় বৃদ্ধপ্রপিতা-মহীর অপেক্ষা বেশী অগ্রসর হইতে পারে নাই। চন্দ্রসূর্য্য গ্রহণ, ভূকম্পন, ঝটিকা, সর্পদংশন, বসন্তরোগাদির কার্য্যকারণ সম্বন্ধ নির্দ্দেশ পক্ষে তাঁহার বিদ্যাকে অতিক্রম করিবার ক্ষমতা অর্জ্জন করিতে পারে নাই; ভাল তাস পাইবার সহিত কাহারও নিত্য সম্বন্ধ থাকিতে পারে, একের অপেক্ষা অপরের বেশী স্বাভাবিক অধিকার থাকিতে পারে, এরূপ কার্য্য কারণ সম্বন্ধ কল্পনা করা যাইতে পারে না। এই উচ্চ শ্রেণীর আর একজন বলিলেন—'এরূপ সম্বন্ধ আছে আমি অনেকবার দেখিয়াছি। আমি দেখিয়াছি ব্যক্তিবিশেষ অধিকাংশ বারই ভাল তাস পাইয়া থাকে।' ইহার সামঞ্জস্য কি? অনেক পাঠক সহজেই বুঝিতেছেন যে তাসের সাহেব বিবি এমন কি গোলামের সহিতও মনুষ্য বিশেষের কুটুম্বিতা থাকিতে পারে না; ইহাদের 'বসুধৈব কুটুম্বকং,' সকলের সহিত ইহাদের সমান সম্পর্ক। অথচ একজন লোক বিপরীতরূপ সংস্কার কি উপায়ে সংগ্রহ করিল? ইহাকে বলিলাম,—"আপনি কি আপন এবং সেই ভাগ্য-বান্ ব্যক্তি যত তাস পাইয়াছে এবং আরও, বহুতর ব্যক্তি যত তাস পাইয়াছে, তাহার হিসাব রাখিয়াছেন? তাহা না রাখিয়া থাকিলে এবং ঐ হিসাব হইতে

বাহির করিয়া না থাকিলে এরূপ সিদ্ধান্ত কিরূপে করিতে পারেন?" "আমি সাধারণতঃ যাহা দেখিয়াছি, হিসাব নিকাষ না করিয়াও তাহা হইতে এরূপ সিদ্ধান্ত করিতে পারি। কেন? Luck কি একটা কারণ নয়?" আজকালকার দিনে হাঁচি টিকটিকীর দোহাই দেওয়া চলে না, ও গুলা নিতান্তই কুসংস্কার পরিপূর্ণ। কিন্তু ঐ হাঁচি টিকটিকীর বৈমাত্র ভ্রাতা Luckএর দোহাই দিলে যে সেই কুসংস্কারই ব্যক্ত করা হয় তাহা তিনি জানেন না। যেমন বাঙ্গালীর ছেলে বিলাতে প্রসূত হইলে তাহার আর দেশীয় দুর্দ্দশা থাকে না, তেমনি আমাদের পূর্ব্বপরিচিত অদৃষ্টকে বিলাতি Luckএ পরিণত করিলে তাহার জন্মদোষ কাটিয়া যায়। এই বাবুটির মনোভাব এরূপ ভাবে কেন গঠিত হইল; অর্থাৎ হিসাব নিকাষ না করিয়াই একজন ভাল তাস পায় আর একজন পায় না, অর্থাৎ একজন আর এক জন অপেক্ষা ভাল তাসের সহিত নিত্য-সম্বন্ধ বিশিষ্ট এরূপ সিদ্ধান্ত করিতে তিনি অধিকারী, তাহার এরূপ মনোভাব কেন গঠিত হইল তাহার কারণ নির্দ্দেশ করা যাইতেছে। এক জামাই পূজার ছুটিতে শ্বশুরবাড়ী গিয়াছেন, সঙ্গে একটী বন্ধুও গিয়াছেন। বন্ধু ছিলেন একটু পেটরোগা। দেশটী পাড়াগাঁ। বন্ধুটী মধ্যাহ্নের চর্ব্বচুষ্য ভোজ্যের যথেষ্ট সদ্ব্যবহার করিয়া নিভৃত এক গর্ত্তের ধারে বসিয়া আচমন করিতেছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে বমন করিতেছেন। জামাই তাহাকে ধরিয়া ফেলিয়া বলিল, 'ও কি করিতেছ?' 'ভাই, মাছি খাইয়া ফেলিয়াছিলাম'। পর দিনও এই দৃশ্যের পুনরভিনয় হইতেছে; জামাই বলিতেছে, "আঃ আবার ও কি করিতেছ!" বন্ধুটী বলিলেন, 'এই তোমার রামাচাকর, ওর নজর ভয়ানক খারাপ; আমি কতদিন দেখিতেছি, আহারের সময় ও নজর দিলে আমি কিছুতেই আর তাহা পেটে রাখিতে পারি না।'

এই বন্ধুর যে উক্তি, আমাদের পূর্ব্ব কথিত Luck-বাদী বাবুটীরও তাহাই উক্তি; তবে পার্থক্য এই যে, বন্ধুটী কতকটা জানিয়া শুনিয়া নিজের পেটের অপরাধ অন্যের স্কন্ধে ফেলিতেছেন, আর এই বাবুটি না জানিয়াই, নিজের মনকে প্রবঞ্চনা করিয়া, তাহা করিতেছেন। জানিয়া শুনিয়া আমরা যেমন নিজেদের দোষ পরের ঘাড়ে চাপাইয়া সর্ব্বদা নিজের মর্য্যাদা পরের কাছে বহাল রাখিতে চাই, সেইরূপ মনকে বঞ্চনা করিয়া নিজের দোষ পরের ঘাড়ে চাপাইয়া নিজের কাছেও আত্মমর্য্যাদা যথা সম্ভব বহাল রাখিবার প্রবৃত্তি সকলেরই বলবতী। আমাদের জামায়ের বন্ধুটি যেমন উদরদোষে দুষ্ট, আমার এই অদৃষ্টবাদী বন্ধুটীও সেইরূপ কোন একটা বিশেষ দোষে দূষিত ছিলেন—তাস খেলিবার বুদ্ধি এবং

কৌশলের অভাব তাঁহার যথেষ্ট ছিল। এই বুদ্ধির অভাব নিজের মনের কাছে ধরা পড়িয়া না যায় এই জন্য তিনি অদৃষ্টবাদী; এই জন্যই তিনি লিখিত হিসাব নিকাষ না করিয়াও একব্যক্তি অন্য ব্যক্তির অপেক্ষা ভাল তাসের সহিত নিত্য-সম্বন্ধবিশিষ্ট এরূপ সিদ্ধান্ত করিতে ব্যগ্র। যাহাদের কাছে খেলায় হারিয়া থাকেন, নিজের বিদ্যাবুদ্ধির অপেক্ষা তাহাদের বিদ্যাবুদ্ধির শ্রেষ্ঠত্ব অস্বীকার করিবার এই একমাত্র উপায়। যখন হার হইল তখনই সান্ত্বনা পড়িয়া রহিয়াছে,—'বিদ্যাবুদ্ধির অভাব অপেক্ষা প্রাচুর্য্যই রহিয়াছে, তবে বরাতের দোষ।' এইরূপ মনে করিলে নিজের কাছে আত্মমর্য্যাদা রক্ষা করিবার সুবিধা হয়, অন্যথায় নিজের কাছেই নিজের বিদ্যাবুদ্ধির অভাব স্বীকার করিতে হয়। ফাঁসিকাঠে চড়িবার পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত মনের কাছে এ কবুল আমরা করিতে চাই না।

অদৃষ্টের কার্য্যকারিতা সম্বন্ধে বিশুদ্ধ দার্শনিক আলোচনা জটিল হইবে। তাহা না করিয়াও, অনুচিত ক্ষেত্রে ইহার কার্য্যকারিতা আরোপ করিলে অমঙ্গল হইবে ইহা দেখান আবশ্যক, বা পুরুষকারের অভাব মাত্র যে স্থলে কারণ, সেস্থলে অদৃষ্টকে কারণ স্বরূপে স্থাপন করিতে যাওয়া অবৈধ।

এইরূপ কারণ নির্দ্দেশ যে কেবল তাস খেলার মজলিসে হইয়া থাকে তাহা নহে; সংসার ক্ষেত্রের সর্ব্ব মজলিসেই এরূপ চেষ্টা দেখিতে পাওয়া যায়, উদাহরণ স্বরূপ তাস খেলার কথা বলা হইতেছে। ব্যবহারজীবীর একটা মজলিসে গেলে দেখা যাইবে, এই অদৃষ্টবাদের বহু উপাসক তথায় বিরাজ করিতেছেন। যাঁহার জুতা যত ছেঁড়া আর গাউন যত মলিন তিনি তত সাত্ত্বিক অদৃষ্টবাদী। অদৃষ্ট এই মজলিসে কার্য্য করিতেছে সত্য, কিন্তু অধিকাংশ স্থলে নিজের অযোগ্যতাই নিজের উন্নতির প্রতিরোধক। কাহার অযোগ্যতা কোথায় তাহা দেখান এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে, হইতেও পারে না; সাধারণ ভাবে দেখান যাইতে পারে যে, পূর্ব্বের কথিত ব্যক্তিগণের ন্যায় যিনি নিজের দোষ অদৃষ্টের ঘাড়ে চাপাইয়া যত নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিবেন, তিনি তত নিজের দোষ আবিষ্কার করিতে অসমর্থ হইবেন; তাঁহার দুর্দ্দশা তত দীর্ঘায়ু হইয়া উঠিবে। পরের দোষ আবিষ্কার করা যত সহজ, আমরা সাধারণ কথাতেই জানি, নিজের দোষকে আকরাইয়া ধরা তত শক্ত; ধরিলেও অনেক বার তাহা পিছলাইয়া যায়। এখন নিজের দোষকে সবলে আকর্ষণ করিয়া দূরে ছুঁড়িয়া ফেলিতে না পারিলে শত আরাধনাতেও হয়ত অদৃষ্টদেবী রজতবর্ষণ করিবেন না। মাইকেলের মেঘনাদবধে যেমন আছে সন্তান নিশ্চিন্তে নিদ্রা যাইতেছে, মাতা সারারাত জাগিয়া মশা

তাড়াইতেছেন, অদৃষ্টদেবী কি আমাদের সকলের হইয়া তাহা করিতে আসিবেন? এইজন্য অযথা অদৃষ্টবাদের বিশেষ প্রতিবাদ করা আবশ্যক।

আমরা সজ্ঞানে ও অজ্ঞানে নিজের দোষ পরের ঘাড়ে চাপাইয়া নিজের অহঙ্কার বজায় রাখিতে চাই। এই প্রবৃত্তি সকলেরই আছে। তবে উচ্চ প্রকৃতি লইয়া অনেকে জন্মিয়াছেন, তাঁহাদের বিশেষ নাই। যাঁহারা সেরূপ উচ্চ প্রকৃতি পূর্ব্ব পুরুষ হইতে প্রাপ্ত হয়েন নাই, তাহাদেরও হতাশ হইবার আবশ্যক নাই। নিজের এই দুর্ব্বলতার সন্ধান করিতে হইবে, তাহার সহিত জীবনব্যাপী সংগ্রাম করিতে হইবে। নিজের দোষ পরের ঘাড়ে চাপাইবার প্রবৃত্তি আমাদিগকে অন্ধ করিয়া রাখে, তাহা নিজের দোষ বলিয়া ধরিতে পারি না, কাহার ঘাড়ে চাপাইব সর্ব্বদা তাহারই অনুসন্ধানে ব্যস্ত থাকি। এখন কাহার ঘাড়ে দোষ চাপাইবার সুবিধা?—যে আপত্তি করিবে না। পরের বিদ্যা, বুদ্ধি, স্বভাবের অভাবজনিত দোষ বহন করিবার স্কন্ধ অদৃষ্টের যথেষ্ট উদার। অদৃষ্টের ঘাড়ে আমাদের নিজেদের দোষের পর্ব্বত প্রমাণ বোঝা চাপাইয়া দিলেও অদৃষ্ট কথা কহে না, এজন্য যাহার যত মলিনতার বোঝা অদৃষ্টের ঘাড়ে চাপান হইয়া থাকে। কিন্তু যে স্থলে দৃষ্টকারণ থাকা সম্ভব সেস্থলে অদৃষ্টকে কারণ স্বরূপে স্থাপনা করা ন্যায়শাস্ত্রবিরুদ্ধ—

'সম্ভবতি দৃষ্টফলকত্বে অদৃষ্টফলকল্পনায়া অনার্য্যত্বাৎ।'

সিদ্ধান্তমুক্তাবলী।

ব্রিজনামক তাস খেলার ২টা পৃথিবীব্যাপী আইন আছে:—

১। যে ব্যক্তি সর্ব্বাপেক্ষা ছোট তাস কাটিবে, বসিবার স্থান নির্ব্বাচনের অধিকার সে পাইবে।

২। কাল তাস লইবে কি লাল তাস লইবে তাহা নির্ব্বাচনের অধিকার সে পাইবে।

এখন বসিবার আসন কয়েকটীর মধ্যে অধিকতর শারীরিক সুবিধাবিশিষ্ট কোন আসন যদি থাকে তবে এই আইনের প্রথমটার উদ্দেশ্য তখনই বুঝা যায়: সেই স্থান অধিকার কল্পে বিবাদসৃষ্টির প্রতিষেধ। এ আইনের উদ্দেশ্য কিন্তু তাহা নহে; এবং সেরূপ কোন উদ্দেশ্য থাকিলেও জাপান হইতে আমেরিকা পর্য্যন্ত বিস্তৃত ব্রিজখেলকসম্প্রদায় তাহা অবগত নহেন; এ আইনের অন্য কোন মহদুদ্দেশ্য ব্যক্ত করিয়া তাহারই অনুসরণ করিয়া থাকেন। এই উদ্দেশ্য হইতেছে: সব বসিবার আসনের শক্তি সমান নহে। কেবল আরোহীর রক্ত

শোষণ করিবার ক্ষমতার যে তারতম্য আছে তাহা নহে, এক একটা আসন যে কেবল রক্তশোষক কীটের আনন্দবাজার তাহা নহে, উহা আরও কিছুর উপনিবেশ। এখন তাহার আদিম সংস্কৃত নাম দিলে অত্যন্ত বিসদৃশ শুনাইবে; ঐ সমস্ত আসনের কোন রন্ধ্রে, অদৃষ্ট দেবী যে উপনিবেশ সংস্থাপন করিয়াছেন তাহা বলাই চলে না। আদিম সংস্কৃত অভিধা ছাড়িয়া দিয়া ভাষায় বলিতে গেলে দেবী শব্দ ত্যাগ করিয়া শুধু অদৃষ্ট বা ভাগ্য বলিতে হয়; কিন্তু আমাদের বাঙ্গালা দেশে এবং তাহা ছাড়াইয়া কাশী কোশল মিথিলা গান্ধার হইতে সেতুবন্ধ পর্য্যন্ত ভূখণ্ডে, ভাগ্য বা অদৃষ্ট মানুষেই অবস্থান করে এইরূপ সংস্কার প্রচলিত আছে। অন্ততঃ মানুষ ছাড়াইয়া জীবজন্তুতে বাস করিতে পারে, কিন্তু ময়ূরাসন প্রভৃতি দুই চারিটা আসন বাদ দিয়া সাধারণ বিপণিজাত আসনের মধ্যে সে ভাগ্য, বা অদৃষ্ট থাকিতে পারে ইহা এতৎ প্রদেশে বিশেষ জানা নাই। এ দেশের ব্রিজ-খেলকও কিন্তু সর্ব্বদাই দিব্যচক্ষে আসনাভ্যন্তরবিহারিণী অদৃষ্ট মহাশক্তির সাক্ষাৎ পাইতেন। যে এই খেলা জানে না সাধারণ বুদ্ধিতে সে উপলব্ধি করিতে পারিবে না যে, আসনের ভিতরে অদৃষ্ট কি করিয়া ঢুকিতে পারে। অথচ এই ক্রিয়াতে অভিজ্ঞ ব্যক্তি অন্যরূপ উপলব্ধি কেন করে? এ উপলব্ধি যদি ভ্রান্তি হয় তবে অভিজ্ঞতার দ্বারা, বহু চেষ্টা যত্ন আয়াসের দ্বারা, ভ্রান্তিকে সংগ্রহ করা গিয়াছে বলিতে হইবে। যদি বলা যায় ভ্রান্তি নহে সত্য, আমার অভিজ্ঞতা হইতে এই সত্যের সন্ধান পাইয়াছি, কেন আসনের কার্য্যকারিতা জন্মে তাহা নির্দ্দেশ করিতে পারি না, কিন্তু এরূপ কার্য্যকারিতা যে আছে তাহা আমার অভিজ্ঞতা হইতে বলিতে পারি। এখন দর্শন হইল এই অভিজ্ঞতা। ইহা তোমার আমার অভিজ্ঞতা নহে, উচ্চ ব্যক্তিবর্গের অভিজ্ঞতা। এই উচ্চ অভিজ্ঞতাকে শ্রেষ্ঠতা প্রদান করাই তোমার আমার পক্ষে অভিজ্ঞতা—অন্য চেষ্টা দুর্ব্বুদ্ধি। আরও কথা এই যে, এরূপ স্থলে, অর্থাৎ আসন কিরূপে কর্তৃত্ব করিতেছে তাহা জানিবার অসুবিধার স্থলে, এই কার্য্য কে করিতেছে তাহা জানি না এরূপ মনোভাব সঙ্গত। আসনকে কর্তৃত্ব প্রদান করিলে কার্য্য-কারণ অবৈধ উপায়ে নির্ণীত হয়। আসন কি কার্য্যের কারণ হইতেছে তাহা যখন জানা যাইতেছে না, তখন এই কার্য্যের কারণ অজ্ঞাত ইহা বলিলে কি বিশেষ পাপ হয়? এরূপ অবৈধ কার্য্যকারণ সম্বন্ধ নির্দ্দেশের কুফল এই হয় যে বৈধ কারণানুসন্ধান প্রবৃত্তি নিরস্ত হয়, জ্ঞানের বিস্তারের পরিবর্ত্তে কুসংস্কার মনে আধিপত্য স্থাপন করে। এই আসনে বসিয়া অমুক ভাল তাস পাইল,

অতএব সিদ্ধান্ত হইল যে এই আসনে উপবেশনই উহার ভাল তাস প্রাপ্তির কারণ। ইহাকে কাকতালীয় ন্যায় বলে—ইহা নিষিদ্ধ।

এখন তাসের মজলিসের ব্যাপার লইয়া আমি ব্যস্ত নহি, সাধারণ মানব মজলিসের ব্যাপার লইয়া ব্যস্ত হইতেছি। প্রকৃত কার্য্যক্ষেত্রে এইরূপ ভ্রান্তি যাহা হইতেছে তাহার ২।১ টা উদাহরণ দেওয়া যাউক।

যে সমস্ত কুসংস্কার দেশে বহুদিন হইতে প্রচলিত রহিয়াছে, বাল্যকাল হইতে যাহার সত্যতা শুনিয়া আসিতেছি, তাহা নিতান্ত হাস্যকর অসত্য হইলেও অভ্যাস বশতঃ ধরিতে পারি না। কিন্তু ঐ শ্রেণীর ভিন্ন দেশ, ভিন্ন সমাজ প্রচলিত কুসংস্কার ব্যক্ত করিবামাত্র তাহার দোষ দেখিতে পাই; এজন্য ভিন্ন শ্রেণীয় কাকতালীয় বিচারের উদাহরণ হইতে আরম্ভ করা যাউক। প্রথমেই ১৩ সংখ্যা ইয়ুরোপে কিরূপ ভীতি উৎপাদন করে তাহার উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই ১৩ সংখ্যার কোন স্বাধীন কার্য্যকারিতা থাকিতে পারে না, আনুষঙ্গিক অবস্থা মাত্র হইতে পারে। কাক বসিল তাল পড়িল, ইহা যেমন সমসাময়িক অবস্থা মাত্র, একে অন্যের কারণ হইতে পারে না, তেমন কোন টেবিলে ১৩ জন খাইতে বসিয়াছিল তাহাদের মাথায় বজ্রাঘাত হইল, কোন বাড়ীতে ১৩নং ছিল সেখানে জোড়া মরা মরিল ইত্যাদি ঘটনা সমসাময়িক অবস্থা মাত্র—একে অন্যের কারণ নহে। মণি সম্বন্ধে আমাদের দেশেও যথেষ্ট কুসংস্কার আছে। হোপ ডায়মণ্ডের কথা বলিলে এ সম্বন্ধে বর্ত্তমানের সভ্য জাতির মধ্যে যাহারা খাতির করিয়া আমাদিগকে অর্দ্ধসভ্য বলিয়া আপ্যায়িত করিয়া থাকেন তাঁহাদের মনোভাবের অবস্থা বেশ জানা যাইবে। এই হীরকখণ্ড কেহ ব্যবহার করিত, কিন্তু মোটর গাড়ী চাপা পড়িয়া মরিল তার পুত্র, অমনি দোষ হইল এই নিতান্ত নির্দ্দোষ জড় পদার্থের। গত ৬ই আগষ্ট তারিখের সংবাদপত্রে দেখা গেল America Cup Race করিবার সময় Shamrock IV অনেক গুলি ভাগ্যবিধায়ক পদার্থ বহন করিয়াছিল; Shamrock গাছের পাতা তাহাতে ছিল, ঐ পাতায় আবার চারিটা পাতা এক গুচ্ছে ছিল; Clover গাছের পাতা ছিল, উচ্চিংড়া ২।৪ টাও ছিল; ইহাতেও America Cup জয় করা গেল না! এইরূপ কুসংস্কার সভ্যতাভিমানী ইয়ুরোপ আমেরিকার জাতিগণের মধ্যে যে কত আছে এবং তাহা যে কিরূপ হাস্যকর, তাহা লইয়া একখান বৃহৎ গ্রন্থ লেখা চলিতে পারে। আমাদের দেশে মণি মন্ত্র ঔষধি—যে ঔষধি বিজ্ঞানসম্মত নহে—তৎসম্বন্ধে কুসংস্কার অত্যন্ত বেশী। একজন

কোন মাদুলি ধারণ করিল, আর তাহার জ্বর সারিয়া গেল, অমনি শত শত লোক সেই মাদুলি ধারণ করিয়া তাহার উপর আস্থা স্থাপন করিয়া বসিয়া রহিল, রোগ আরোগ্যের প্রকৃত কারণ প্রয়োগ করিতে নিরস্ত হইল, তাহার ফলে অনেকেরই অপমৃত্যু ঘটিল। একটা বাড়ীতে বাস করিয়া উপর্য্যুপরি কয়েক পরিবারের মধ্যে কতক লোক মরিয়া গেল, সেই বাড়ীটাই অমনি যমরাজের প্রভাবের কারণ হইয়া দাঁড়াইল। এরূপ অবস্থায় বসতবাড়ী আধাকড়িতে বেচিয়া সদ্যমৃত্যুর গ্রাস হইতে অব্যাহতি পাইতে দেখা যায়।

আর একটা বিশেষ অনিষ্ট হয়, সেই জন্যই এ প্রবন্ধ লিখিতে হইল। অপ্রকৃতকারণ-নির্ণয়-প্রবৃত্তি, প্রকৃত কারণ-নির্ণয়-প্রবৃত্তির প্রতিকূল। যে জাতি পূর্ব্বোক্ত রূপ কারণ নির্দ্দেশ করিতে যে পরিমাণে অভ্যস্ত হইয়া পড়ে প্রকৃত কারণ নির্ণয়ে সেই জাতি সেই পরিমাণে অশক্ত, আরও বিশেষ কথা উদাসীন, হইয়া পড়ে। আমাদের দেশের ঐতিহাসিক গ্রন্থ, কিম্বদন্তি প্রভৃতির আলোচনা করিলে এই বিষয়ের বিশেষ উপলব্ধি হয়। অনেকটা আধুনিককালেরও ব্যক্তিগণের জীবনচরিত বলিয়া যাহা প্রচলিত আছে, যথা কবীর, তুলসীদাস, জয়দেব প্রভৃতির জীবনচরিত, তাহা পাঠ করিলে স্পষ্ট প্রতীত হইবে যে যে জাতি এই সমস্ত গ্রন্থ লিখিতে পারে এবং বিশ্বাস করিতে পারে, প্রকৃত কার্য্যকারণ সম্বন্ধ নির্দ্দেশ পক্ষে সে জাতি কত অনুপযোগী হইয়া পড়িয়াছে। অনৈসর্গিক কার্য্যকারণ সম্বন্ধ নির্দ্দেশ প্রবৃত্তি, অসত্যতা, অজ্ঞতা, জীবনসংগ্রামে অনুপযোগিতা, সর্ব্ব সমাজের মধ্যে একত্র বিরাজ করিতে দেখা যায়। এ রোগ আমাদের দেশে এত বাড়িয়া উঠিয়াছিল যে ম্যালেরিয়া অপেক্ষাও তাহা জাতিধ্বংসকারক হইয়া পড়িয়াছিল। য়ুরোপীয় বিজ্ঞানের কল্যাণে বর্ত্তমানে তাহা কমিতেছে, কিন্তু এখনও যথেষ্ট আছে। এ রোগেরও কুইনাইন আবশ্যক, জ্বরাধিকারে তিক্তই ব্যবস্থা, এ রোগগ্রস্ত অনেকে মুখবিকৃতি করিবেন, তাহা অনুমেয়।

শ্রীজিতেন্দ্রনাথ রায়।

মাধব বসুর ঢাকুরী*

কহি বিবরিয়া শুন মন দিয়া,
কিছু নিবেদন মাত্র।
কোলাঞ্চ নগরে অতি সমাদরে,
ভূপতির পঞ্চ পুত্র ॥
গৌড়দেশবাসী রাজ্য অভিলাষী
আদিশূর নৃপরায়।
যেন তুল্য ব্রহ্মা সৃষ্টি কৃতকর্ম্মা,
আদিশূর মহাশয় ॥
কোলাঞ্চের দেশ শুন সবিশেষ,
হৃদয় হইল খেদ।
সেই দ্বিজ আনি শুন নৃপমণি,
পুরাণ পড়াবে বেদ।
কিবা মনে গণি পাত্র কহ শুনি,
শুনিয়া ভাবয়ে তারা।
যজ্ঞারম্ভ কর শুন নৃপবর,
তবে দ্বিজ আসি পারা ॥
শুনি যুক্তিযুক্ত বচন নিষত,
দূত পাঠাইল রাজ।
করি প্রণিপাত সভে জুড়িহাত
নিবেদন করি কাজ ॥
আদিশূর রাজা গৌড়ে মহাতেজা,
লইবে যজ্ঞের দীক্ষা।
তুমি গেলে সবে তবে যজ্ঞ হবে,
আছেন এই উপেক্ষা ॥

---

* বহুদিন হইল আমরা এই প্রাচীন ঢাকুরীর এক খণ্ডিত পুথি পাই। সম্প্রতি বর্ত্তমান পুথিখানি হস্তগত হইয়াছে। ইহাতে ঐতিহাসিক ও অনৈতিহাসিক উভয় কথাই লেখা আছে। গায়বীজপুরুষগণের পূর্ব্বপিতৃগণের নাম থাকায় প্রয়োজন বোধে প্রকাশিত হইল। সম্পাদক।

শুনিয়া এতেক শক্তি পরতেক,
মনেতে বিষাদ হৈলা।
যজ্ঞ আরাধনা যার সর্ব্বজনা,
অত্যন্ত হরিষ পাইলা ॥
আদিশূর রাজা গৌড়ে মহাতেজা
বিষাদে কুপিল অতি।
আমা হৈতে রাজা কেবা আছে তেজা
স্মরণে না শুনি ক্ষিতি ॥
মন্ত্রী কহে দৃঢ় শুন ওহে মূঢ়,
ভূপের ঈশ্বর তিনি।
আর কে ভূপতি আছে বসুমতী
কর্ণেতে নাহিক শুনি ॥
পুনঃ ভক্তি ভাবে দ্বিজবর তবে,
দয়া হৈল যজ্ঞ নি।
দ্বিজ নাহি যাবে তবে বিঘ্ন হবে,
অগ্নিস্তম্ভব্রত জানি ॥
দেহ পরিরাজ গৌড় রাজ্যমাঝ,
যথা গৌড়পালধাম।
সঙ্গে পারিষদ দেহ পরিষদ্,
রূপে গুণে অনুপাম।
সোম-ঘোষবংশ মুখ্যঅবতংশ,
মকরন্দ অরবিন্দ।
শেষে সৃষ্টিধর ঘোষে পরাৎপর,
কহিব যেন সানন্দ ॥
বীরনাথ বসু হৈল দুই শিশু,
দশরথ সিন্ধুনাথে।
শম্ভুমিত্র নাম সুত অনুপাম,
কালীআদি তিন সুতে ॥
ত্রিলোচন মিত্র পরম পবিত্র,
আর মিত্র দাশরথী।

অহঙ্কার দত্ত পরম মহত্ত্ব,
তস্য সুত শুন ইতি ॥
শ্রীপুরুষোত্তম দত্তকুলোত্তম,
দত্তকুলে দুইজন।
গুহ ত্রিবিক্রমে তিনপুত্র ক্রমে,
শুন সভে সভাজন ॥
দশরথ জ্যেষ্ঠ দয়াবন্ত শ্রেষ্ঠ,
শুচিরথ সর্ব্বশেষে।
রাজা আজ্ঞা পাইয়া ইষ্টস্মরণ লইয়া
চলিলেন গৌড়দেশে ॥
ভট্টনারায়ণ সঙ্গে নিরূপণ,
ঘোষ মকরন্দ সার।
দক্ষ দ্বিজনাথে বসু দশরথে,
ক্রমে নিবেদিব আর ॥
ছান্দড় দ্বিজ সে কানুমিত্র সাজে,
পশ্চাৎ হইয়া যান।
বেদগর্ভ শর্ম্মা পুণ্যতেজ কর্ম্মা,
পুরুষোত্তমের পয়ান ॥
শ্রীহরি দ্বিজেতে গুহ দশরথে,
গৌড় দেশেতে চলিল।
পঞ্চ দ্বিজনাথ পঞ্চ পাত্র সাথ,
সবে সাজিতে লাগিল ॥
মুখে গোঁপদাড়ি শিরে জটাবেড়ী,
করপদে দীর্ঘনখ।
লম্ববান্ বস্ত্র তরকোচ অস্ত্র,
পৃষ্ঠে কামান গণ্ডলিখ ॥
অসি চর্ম্ম পাশ দেখি লাগে ত্রাস,
চরণ যুগলে মোজা।
আঙ্গরাখা গায় শরাসন রয়,
রবির কিরণ তেজা ॥

চলে দ্বিজগণে বৃষ আরোহণে,
দ্বিতীয়তঃ বৈশ্বানর।
মুখে বেদ বাণী অগ্নি হয় পাণি,
ক্ষিতি কাঁপে সসাগর॥
প্রতাপে প্রচণ্ড দীপ্ত রবি খণ্ড,
হেলায় জিনিল ক্ষিতি।
চলে দ্বিজগণে বৃষ আরোহণে,
স্থির হইল বসুমতী॥
আসি এইরূপে গৌড়ের অধিপে,
আদিশূর সিংহদ্বারে।
দ্বিজ আগমন দেখি সর্ব্বজন,
কহেত রাজার তরে॥
শুন অপরূপ দেখিলাম ভূপ,
কোলাঞ্চ দ্বিজের ঠাট।
চলে দ্বিজগণে বৃষ আরোহণে,
ধুলায় পুরিয়া বাট॥
শরাসন বাঁধা চক্ষে লাগে ধাধা
মোজা যে যুগল পায়।
অসিচর্ম্ম সাথে পাগ আছে মাথে,
দোশালা পামরী গায়॥
ব্রহ্মচারী প্রায় দেখিলাম রায়,
আচার বুঝিতে নারি।
লম্ববান্ বস্ত্র তরকোচ অস্ত্র,
দাড়িচুল নখ ভারি॥
কবরী শিরায় নাহি বুঝি প্রায়,
বুঝি দেশাচার জানি।
দ্বিজ আচরণ শুনিয়া রাজন্,
না আইলা সম্ভ্রম গণি॥
দেখি রাজনীত বুঝিলা ইঙ্গিত,
ফিরিতে হইল সাধ।

অর্ঘ্য ছিল হাতে মল্ল কাষ্ঠমাথে,
রাখিলেন আশীর্ব্বাদ॥
দেশপানে যাই অতিবেগে ধাই,
উষ্মায় পূরিত দেহ।
পঞ্চম অসুর দেখি ভয়ঙ্কর,
সভয়ে চমকে কেহ॥
রাজাস্থানে যায় অতি বেগে ধায়
কহিল সকল বাণী।
মল্লকাষ্ঠ সাথে অর্ঘ্য থুইয়া তাথে,
দেশে গেলা দ্বিজমণি॥
মল্লকাষ্ঠ বাণী শুনি নৃপমণি
কহে রাজা আদিশূরে।
আগুবাড়াইয়া পদ দড়াইয়া,
ধর দ্বিজ কত দূরে॥
শতে শতে যত ধায় গতি দ্রুত,
কুঠার বাঁধিয়া গলে।
রাজা আসি শেষে কহে স্তুতিভাষে
দ্রুত পড়ে পদতলে॥
আমি মূঢ়মতি না জানি ভকতি,
তুমি সে দেবের রাজ।
কর দ্বিজ উষ্ম আমি হব ভস্ম,
এ হেন নহিবে কাজ।
দ্বিজবর কয় শুন সদাশয়,
ব্রাহ্মণ কোলাঞ্চদেশী।
আমি দ্বিজগণ কর বিড়ম্বন,
কি হেতু এমন বাসী॥
দেশাচার ধর অবধান কর,
শুনহে গৌড়ের রায়।
দেখবে এমন মোরা পঞ্চজন,
যোদ্ধা দ্বিজ বেশ প্রায়॥

ব্রহ্মচারী জানি পঞ্চ দ্বিজমণি,
বৃষ আরোহণে স্থির।
শরেতে শাঁপেতে সকল দহিতে,
পারি এক দ্বিজবীর॥
রাজা বলে বাণী মিথ্যা নহে জানি,
অসাধ্য তোমায় নয়।
তব আশীষিয়ে মল্লকাষ্ঠ জীয়ে,
দেখি মনে লাগে ভয়॥
হেন অপরূপ দেখিলেন ভূপ,
সঙ্গে সাথী পঞ্চজন।
যোদ্ধা বেশ ধন্য সাথে করি পুণ্য,
ফির এই মনে লয়॥
আসি বিবরণ ভট্টনারায়ণ,
কহিছে অমৃত ভাষ।
দশে পঞ্চরত্ন করি বহু যত্ন,
তনয় পাঠায় পাস॥
সোমঘোষ বংশ মুখ্য অবতংস,
মকরন্দ ঘোষ নাম।
কুলে রাজধানী সর্ব্বলোকে জানি,
কোলাঞ্চে রহিল ধাম॥
ঘোষ কহে বাণী শুন নৃপমণি,
পুরুষক্রমে অনুদাস।
নৃপবলে ধন্য ঘোষ বড় পুণ্য,
হৃদয় জন্মে যে আশ॥
যে হয় প্রধান সর্ব্বত্র সমান,
তুমি মুখ্য কুলরাজ।
দক্ষ পানে চাইয়া যুগপাণি হইয়া,
জিজ্ঞাসিতে বাসি লাজ॥
দ্বিজবর কয় শুন সদাশয়,
বীরনাথ বসুসুত।

দশরথ নাম কুল অনুপাম,
সঙ্গেতে সমৃদ্ধিযুত॥
বসু কহে বাণী শুন নৃপমণি,
দ্বিজকৃপা আছি চিহ্ন।
রাজা বলে বট তুমি নহে খাট
কুলে শীলে অগ্রগণ্য॥
ছান্দড়ের প্রতি রাজা করে স্তুতি,
কি নাম সন্তান কার।
দ্বিজবর কয় শুন সদাশয়,
শম্ভুমিত্র অবতার॥
মিত্র কালিদাস কুলে শীলে আশ
আমার ভকত যেবা।
মিত্র কহে বাণী শুন নৃপমণি,
পুরুষক্রমে গুরুসেবা॥
রাজা বলে মিত্র পরম পবিত্র,
বচন মধুর ভাব।
দেখি ভবজন দ্বিজ পদে শুন
মনেতে করিয়া লাভ॥
বেদগর্ভের তরে রাজা আদিশূরে,
দত্তের জিজ্ঞাসে কুল।
দ্বিজবর কয় শুন মহাশয়,
অহঙ্কার দত্ত মূল॥
শ্রীপুরুষোত্তম দত্ত কুলোত্তম,
কোলাঞ্চ নগরবাসী।
পুরুষোত্তম দত্তে কহিছে মুহূর্ত্তে,
দ্বিজের সংহতি আসি॥
আমরা কুলীন জানে সর্ব্বজন,
কোলাঞ্চ নগরে ধাম।
শুনি আদিশূর বলে কটুত্তর,
দত্ত তোরে বিধি বাম॥

রাজা বলে দত্ত ছাড়হ মহত্ত্ব,
কহত কুৎসিত কথা।
ইন্দ্র সুরপতি দ্বিজপদে মতি,
শঙ্কর বিরিঞ্চি ধাতা॥
বিষ্ণু রবি শশী দ্বিজপদে ভূষি,
দত্ত সে না জানে মূল্য।
ঘোষ বসু মিত্র পরম পবিত্র,
নহিবে ইহার তুল্য॥
এত শুনি দত্ত দূরে গেল মহত্ত্ব,
পাইল পরম লাজ।
কুলহীন হৈল সঙ্গে মাত্র রৈল,
হুইয়া মৌলিকরাজ॥
শ্রীহরি দ্বিজেরে কহে নৃপবরে,
ইহার শুনিব কথা।
গুহ ত্রিবিক্রমে সুত অনুক্রমে,
শুনি হাসিল সর্ব্বথা॥
গুহ দশরথে সেবে অনুব্রতে,
সভা হাসে ঘনে ঘনে।
পদ্য শুনি সবে হাসে কলরবে,
গুহ শুনি মনে মনে॥
এই সঙ্গে বাস নাহি মোর আশ,
বঙ্গেতে চলিয়া যাব।
এথা থাকা ভাল নাহি কোন কাল,
পরম লজ্জা যে পাব॥
ঘোষ বসু মিত্র পরম পবিত্র,
কুলীন হইলা তবে।
গুহ গেল বঙ্গে, দত্ত রৈল সঙ্গে,
শ্রেষ্ঠ যে মৌলিক ভাবে॥
ব্রহ্ম সংস্থাপন করিয়া রাজন,
দিঘা ঘাটী ভূমিবর্ত্তী।

নিত্য নৌতুন মানে দ্বিজেরে সম্মানে,
মহারাজ চক্রবর্ত্তী॥
করি যজ্ঞকাজ সঙ্গে মহারাজ,
পূজা করি দ্বিজগণে।
মল্লিকা মালতি পুরে অবস্থিতি,
নিত্য যে নৌতুন মনে॥
ঘোষ বসু মিত্র পরম পবিত্র,
দত্ত যে রহিলা সাথে।
পশ্চাতে ছয় ঘর আনি নৃপবর,
সমাজ পুরিলা তাথে।
দেবেতে হরিরাম পালেতে শ্রীরাম,
আর গিরিধর কর।
সেনেতে চরণ দাসেতে শরণ,
সিংহেতে মুরারি ধর॥
কায়স্থের দশ সমাজের যশঃ,
কহিতে সে অনুপাম।
আসি গৌড় মাঝে করিয়া সমাজে,
ছাড়িয়া কোলাঞ্চ ধাম॥
কুলীনের ঘর তিন অতঃপর,
আদান প্রদান লবে।
মৌলিকের কাজ শুন মহারাজ,
আদ্যরস দান দিবে॥
কবিতার ছন্দ যদি থাকে মন্দ,
সুজনে করিবে দোষ।
সারদার পদ আমার সম্পদ,
কহে মাধব বসু তোষ॥

কায়স্থজাতি ও অন্নসমস্যা।

বর্ত্তমান সময়ে ভারতবর্ষে ঘোর অন্নসমস্যা উপস্থিত হইয়াছে। মহাসমরের প্রাক্কালে বহু চিন্তাশীল প্রাজ্ঞগণ ব্যক্ত করিয়াছিলেন যে সমরোত্থিত বিষ ইউরোপ অতিক্রম করিয়া ভারতবর্ষে বিস্তারিত হইবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু এখন দেখা যাইতেছে যে এই বিষ যুদ্ধভূমির কেন্দ্র হইতে বহির্গত হইয়া সুদূরবর্ত্তী পারস্য, ভারতবর্ষ, চীন প্রভৃতি দেশে প্রবেশ করিয়া জন সমাজকে বিদ্ধস্ত করিতেছে। কেন্দ্রভূমি-স্থিত প্রতিদ্বন্দ্বিগণ এখন বিষমুক্ত হইয়া মস্তক উত্তোলন করিয়াছেন, আমরা এখন ইহার ক্রিয়ায় জর্জ্জরিত। যেমন নদী পর্ব্বতভূমি হইতে উৎপন্ন হইলেও ইহার রুদ্রভাব নিম্নভূমিকেই সন্ত্রস্ত করে, সেইরূপ গত মহাসমরের বিষময় ফল আমরাই অধিক দিন ভোগ করিব ইহাতে সন্দেহ নাই। যাহারা মনে করেন যে অনতিবিলম্বে অন্নবস্ত্র পূর্ব্ববৎ সুলভ হইবে আমি তাহাদিগকে সমর্থন করিতে পারি না। এই মহাসমরে আমরা কি ভয়ঙ্কর রূপে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছি! তাহার প্রতিবিধান অসম্ভব।

পাট আমাদের প্রধান পণ্য। নিম্নস্থ তালিকায় দৃষ্ট হইবে যে গত পাঁচ বৎসরে আমরা পাট বিক্রয়ে কত ক্রোর টাকা লোকসান দিয়াছি, অধিকন্তু কত ক্রোর টাকা অধিক ব্যয়ে ভিন্ন দেশ হইতে বস্ত্র খরিদ করিতেছি।

	রপ্তানি—পাট	আমদানী—
বৎসর	মূল্য	বস্ত্র ও কার্পাসসূত্রের প্রস্তুত অন্যান্য জিনিষের মূল্য।
১৯১৩-১৪	৩০,৮২,৬৫,০০০ টাকা	৫৪,২৮,৭৮,৫০০ টাকা
১৯১৪-১৫	১৩,৯১,০২,০০০ ,,	৪৮,৬৯,০৪,৫০০ ,,
১৯১৫-১৬	১৫,৬৪,২০,০০০ ,,	৬০,৩৭,৭৪,০০০ ,,
১৯১৬-১৭	১৬,২৮,৮০,৫০০ ,,	৬৩,৩৪,৩৫,০০০ ,,
১৯১৭-১৮	৬,৪৫,৩৭,৪০০ ,,	৬৮,২৪,২০,৫০০ ,,
১৯১৮-১৯	১২,৬২,০০,০০০ ,,	

এইস্থলে প্রকাশ করা উচিত যে যদিও বস্ত্র ও কার্পাসসূত্রের অন্যান্য জিনিষের মূল্যের জন্য উত্তরোত্তর অধিক টাকা বিদেশে পাঠাইতেছি অন্যদিকে ঐ বস্ত্রের পরিমাণ অনেক হ্রাস হইতেছে। অর্থাৎ জিনিষ দিন দিন কম আসিতেছে কিন্তু মূল্য দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে। উদাহরণ স্বরূপ আমাদের অতি প্রয়োজনীয় মাত্র ধুতি ও শাড়ীর আমদানি ও মূল্যের তালিকা নিম্নে প্রদান করিতেছি—

ধুতি ও শাড়ীর আমদানী

বৎসর	মাপ	মূল্য
১৯১৪—১৫	১০,৩০,৭৯,৪৪৬	১,৮৭,৯৮,৮১০ টাকা
১৯১৫—১৬	৫,১৯,৬৯,৫৪৯	১,৫৩,৪১,৩৪৫ ,,
১৯১৬—১৭	৬,৩৪,৯৬,১৮২	১,৪৫,৭৭,৭২০ ,,
১৯১৭—১৮	৪,১৬,২২,৮৫৪	১,৩১,৫৫,৮৫৫ ,,
১৯১৮—১৯	৩,৫৭,৯৬,৯৮৬	১,৭১,৮৯,৬৫৫ ,,

কোন্ সনে প্রতি টাকায় কত গজ কাপড় আমদানী হইয়াছে তাহা বলিলে উপরোক্ত হিসাব অধিক পরিষ্কার রূপে উপলব্ধি করা যাইবে।

১৯১৪—১৫	প্রতিটাকায়	৫½ গজ
১৫১৬—১৬	,,	৫ ,,
১৯১৬—১৭	,,	৪ ,,
১৯১৭—১৮	,,	৩ ,,
১৯১৮—১৯	,,	২ ,,

উপরোক্ত বাণিজ্য বিপর্য্যয়ের ফলেই ঘরে ঘরে হাহাকার উপস্থিত হইয়াছে। ভদ্র শ্রেণীর জাতি সকল অধিকতর রূপে ইহার ফল গ্রহণ করিতেছেন। কৃষক-সম্প্রদায় অসম্ভবনীয় ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইলেও খাদ্য শস্যের মূল্যবৃদ্ধি ও কায়িক পরিশ্রমের মূল্যবৃদ্ধি দ্বারা তাহারা অনেক সাহায্য পাইতেছেন; কিন্তু কলমপেসী ভদ্রজাতির দুঃখ বর্ণনাতীত। দুঃস্থ কোন কৃষক প্রয়োজন কালে মহাজনের নিকট হইতে ঋণ প্রাপ্ত হয়; কিন্তু জমী জমাবিহীন দুঃস্থ ভদ্রলোককে কে কখন ঋণ দিয়া থাকে? বঙ্গদেশে ভদ্র শ্রেণীর অন্তর্গত ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্য প্রধান। তন্মধ্যে দেখিতেছি কায়স্থ জাতি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিপদাপন্ন। দুঃস্থ ব্রাহ্মণ হিন্দুর বাটীতে আতিথ্য লইতে শঙ্কিত হন না। পূজাপার্ব্বণে তাঁহারা কখনও কোন বাড়ী হইতে অভুক্ত ও রিক্ত হস্তে প্রত্যাবর্ত্তন করেন না। বৈদ্যগণও পৈতৃক ব্যবসায়বলে কিছু কিছু উপার্জ্জন করিতে পারেন। কিন্তু কায়স্থ জাতির উপায় কি? পূর্ব্বাবধি কায়স্থগণ মসীপেষা দ্বারা জীবিকা উপার্জ্জন করিয়া আসিতেছিলেন। পূর্ব্বকালে সাধারণতঃ অন্যান্যজাতি হিসাব পত্র রাখিতে মস্তক পরিচালন করা আবশ্যক মনে করিতেন না। তজ্জন্য প্রত্যেক অবস্থাপন্ন ব্যক্তি এক এক জন কায়স্থ মুন্সী নিয়োগ করিতেন। এই প্রথা

এখনও ভারতবর্ষের কোন কোন স্থলে বর্ত্তমান আছে। রাজসরকারের কার্য্য ত কায়স্থের একায়ত্ত ছিল। তৎকালে কায়স্থ ভিন্ন অন্যজাতির কলমপেষা অনুচিত বলিয়া লোকের বিশ্বাস ছিল। কিন্তু বর্ত্তমানে কমলপেষা সর্ব্ব সাধারণের মধ্যে বিস্তারিত হওয়ায় কায়স্থদিগকে স্বকীয় ব্যবসায় হইতে প্রায় অপসারিত হইতে হইয়াছে। তৎপরে বর্ত্তমানে খাদ্য দুর্ম্মূল্যে বিক্রয় হওয়ায় কায়স্থদিগের ঘোর বিপদ্ উপস্থিত হইয়াছে।

অল্পাধিক পরিমাণে ব্রাহ্মণাদি সমুদায় উচ্চশ্রেণীর জাতিসমূহ ঘোর দারিদ্রের হস্তে আবদ্ধ। এই অন্নসমস্যার একমাত্র উপায় এই যে তাহাদিগকে এখন কায়িক পরিশ্রমের কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। বেতন লইয়া কায়িক পরিশ্রম করাকে এতদ্দেশে মজুরী বলে। ইহা বর্ত্তমান সমাজে নিন্দনীয়। সততার সহিত নিকৃষ্ট কার্য্যও নিন্দনীয় নহে, তাহা সকলের বুঝা উচিত। ইহাতে আপদ্ উপস্থিত হইবে সন্দেহ নাই। তবে তাহারা কৃষিকর্ম্মে ত নিয়োজিত হইতে পারেন? যদি কৃষকের ন্যায় স্বহস্তে সমস্ত কার্য্য পরিচালন করিতে পারেন, তবে সামান্য জমী ও সামান্য মূলধন দ্বারা সহজে তাহাদের জীবিকা অর্জ্জন হইতে পারে। দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের দেশে কৃষিও অপকর্ম্মের মধ্যে পরিগণিত।

হলকর্ষণে নিপুণ ছিলেন বলিয়াই আর্য্যগণের পূর্ব্বপুরুষ আর্য্য নামে খ্যাত হইয়াছিলেন। আর্য্যদিগের সর্ব্বপ্রধান গ্রন্থ বেদ ও পুরাণ পাঠে অবগত হওয়া যায় রাজা এবং ঋষিগণ স্বহস্তে হল চালনা করিতেন। রাজর্ষি জনক যে কেবল ব্রহ্মবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন তাহা নয়, কৃষিশাস্ত্রেও তিনি তৎকালে অদ্বিতীয় ছিলেন। ভূমি-কর্ষণের সময়ে তিনি সীতা লাভ করেন। মহারাজনীতিজ্ঞ ও ধর্ম্মসংস্থাপক ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণদেবের অগ্রজ মহাবাহু হলধর হল পরিত্যাগ করিয়া গমনাগমন করিতেন না।

ইহা অনুমান করা যায় যে পূর্ব্বকালে আর্য্যগণ কৃষিবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন, কিন্তু এই বিদ্যা অনার্য্যের অজ্ঞাত ছিল। তজ্জন্য ভারতবর্ষের অনার্য্যগণ যুদ্ধ শিল্প প্রভৃতিতে শ্রেষ্ঠতা লাভ করিলেও কৃষিবিদ্যায় অজ্ঞতানিবন্ধন তাহারা অচিরাৎ অল্পসংখ্যক আর্য্যকর্ত্তৃক পরাভূত হইয়াছিলেন। আর্য্যগণ কেবলমাত্র বন্যজন্তু ও ফলমূল ভক্ষণ দ্বারা জীবন ধারণ করিতেন, এইজন্য তাহাদিগকে আর্য্যগণ রাক্ষস বানর প্রভৃতি আখ্যায় অভিহিত করিতেন। যে জাতি আহারের জন্য নির্দ্দিষ্ট সঞ্চিত শস্যের পরিবর্ত্তে অনির্দ্দিষ্ট বন্য জন্তুমাংসের উপর নির্ভর করে, তাহারা কখনও সম্মুখ সমরে প্রবৃত্ত হইতে পারে না। সম্মুখ সমরে পরাস্ত হইয়া অনার্য্যগণ দস্যুবৃত্তি

অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছিল। তাই আমরা দেখিতে পাই যে অনার্য্যগণ অকস্মাৎ কোথায় উপস্থিত হইয়া আর্য্যদিগের ধনরত্ন শস্য গো হরণ করিয়া পলায়ন করিত। অনার্য্যের শ্রেষ্ঠ রাজা রাবণ আর্য্যদিগের শ্রেষ্ঠত্বের প্রকৃত কারণ যে কৃষিবিদ্যা তদ্বিষয় বিশেষরূপে অবগত হইয়াছিলেন। অনুমান করা যায় যে কৃষিবিদ্যা লাভের জন্য তিনি একদা কৃষিতত্ত্বজ্ঞ রাজর্ষি জনকের দ্বারে উপস্থিত হইয়াছিলেন, কিন্তু অকৃতকার্য্য হইয়া ক্ষুণ্ণমনে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। সে যাহা হয় হউক, মূল কথা এই যে রামায়ণ মহাকাব্যের মূলেই হলকর্ষণ। হলকর্ষণ হইতেই সীতালাভ। তৎপরে সীতার সহিত রামচন্দ্রের বিবাহ ও অযোধ্যা-মিথিলায় বন্ধুত্ব স্থাপন। অযোধ্যায় গৃহবিচ্ছেদ হেতু রামচন্দ্র সস্ত্রীক বনে গমন করেন। তথায় চিরশত্রু রাজা রাবণ কর্ত্তৃক সীতাহরণ, তজ্জন্য রাবণবধ। মহাবীর রামচন্দ্র সীতা উদ্ধার করিয়া অযোধ্যায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন ও রাজকার্য্য স্বহস্তে গ্রহণ করেন। প্রজাবৎসল রাজা রামচন্দ্র রাজকার্য্যে মগ্ন হওয়ায় আর্য্য ও অনার্য্যপূজ্যা সীতা দেবী স্বামীর প্রেম হইতে বঞ্চিতা হন ও বনে গমন করেন।—এই সমস্ত ঘটনার মূলে কিন্তু হলকর্ষণ। যদি হলকর্ষণ গৌরবজনক না হইত তাহা হইলে রাজর্ষি জনক হলধারণ করিতেন না, কিম্বা হলকর্ষণ হইতে সীতাদেবীর জন্মলাভ হইত না। তিনিতো সরোবরের অদ্বিতীয়া কমলা রাণীর সুরক্ষিতা কেশরমণি হইতে উৎপন্ন হইতে পারিতেন। আমাদের এই পৌরাণিক ঘটনার বিবৃতির উদ্দেশ্য এই যে কৃষিবিদ্যা সাধারণ বিদ্যা নহে। অজ্ঞের হস্তে যেমন হীরকের কোন মূল্য নাই, তদ্রূপ অজ্ঞের হস্তে কৃষিবিদ্যারও সেইরূপ দুর্দ্দশা উপস্থিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে আর্য্যের সন্তানগণ তাহাদের জগৎপূজ্য পূর্ব্বপুরুষদিগের কৃষিবিদ্যা ঘৃণার চক্ষে অবলোকন করেন। তাহারা এখন জানেন না যে কোন্ জমীতে কোন্ শস্য উৎকৃষ্ট রূপে উৎপন্ন হইতে পারে, কোন্ মৃত্তিকায় কোন্ শস্যে কোন্ সার প্রয়োগ করা আবশ্যক। তাহারা জানেন না যে কোন্ প্রণালী অবলম্বনে অল্প দিনে, অল্পব্যয়ে শস্য উৎপন্ন করা যায়। এই সব তত্ত্ব লাভ করিতে হইলে স্বহস্তে হলধারণ করিতে হইবে এবং নানারূপ গবেষণার আশ্রয় লাভ করিতে হইবে।

গত ইউরোপের মহাসমরে শিক্ষা দিতেছে যে কায়িক বলে কিম্বা অর্থবলে অথবা অস্ত্রের শ্রেষ্ঠতায় কোন জাতি বিজয়ী হইতে পারে না। জার্ম্মান কিম্বা রুষিয়া অন্যান্য প্রতিদ্বন্দ্বী জাতি হইতে এই সকল বিষয়ে হীন ছিলেন না। কিন্তু যখন তাহাদের রাজ্যে খাদ্যাভাব উপস্থিত হইল তখনই সৈন্যদল ও প্রজাকুলের মধ্যে ঘোর

বিদ্রোহানল প্রজ্বলিত হইল এবং ফুৎকারে জারের বিশাল সাম্রাজ্য ও কাইজারের প্রবল রাজ্য ভস্মসাৎ হইয়া গেল। অর্দ্ধপৃথিবীর অধীশ্বর রুষিয়ার জার প্রাণে নিহত হইলেন এবং অতিদর্পী জার্ম্মানের কাইজার পলায়ন করিয়া একটী সামান্য রাজার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া প্রাণে মাত্র বাঁচিলেন। এদিকে কৃষিপ্রধান মার্কিনরাজ্যের সাহায্য লাভ করিয়া ইংরেজ ও ফরাসী জাতি বিজয় লাভ করেন। অতএব দেখা যায় সে খাদ্যাভাব হইলে রাজার রাজত্ব থাকে না ও বলীর বল লুপ্ত হয়। খাদ্যাভাব হইলে মহর্ষিরও ধর্ম্ম-কর্ম্ম বিনষ্ট হয়। এতদ্দেশে মিথ্যা কথা জুয়াচুরীর আধিক্যের কারণ ঘোর অন্নাভাব। অতএব খাদ্যের উৎপত্তি মূল কৃষিকর্ম্ম কখনও ঘৃণিত হইতে পারে না। প্রাচীন আর্য্যদিগের ন্যায় কৃষিকর্ম্মকে পূজ্য ও শীর্ষস্থানীয় জ্ঞান করিতে হইবে। কৃষি ব্যতীত বাণিজ্য চলে না। প্রত্যেকের প্রয়োজনীয় খাদ্য সঞ্চয় করিয়া উদ্বৃত্ত ফসল বিক্রয় করিয়া অর্থ সংগ্রহ করা কর্ত্তব্য। তদ্দ্বারা গৃহস্থ প্রয়োজনীয় অন্যান্য সামগ্রী ক্রয় করিবেন ও বাসোপযোগী ঘর বাড়ী প্রস্তুত ও স্কুল ডাক্তারখানা স্থাপন, পুষ্করিণী খনন প্রভৃতি সৎকার্য্যে ব্যয় করিবেন। ইহা অপেক্ষা মানবের আর কোন সুখ কামনা করা উচিত নহে। আমাদের একান্ত অনুরোধ যে কায়স্থ-যুবকগণ কৃষিকর্ম্মে নিয়োজিত হউন। প্রয়োজন হইলে কায়স্থসভা তাহাদিগকে যথাসম্ভব সাহায্য করুন।

সব চাষ সব সময়ে লাভজনক হয় না। কোন্ চাষ কখন কি প্রকারে করিতে হইবে, সাধারণ অজ্ঞকৃষক অপেক্ষা ভদ্র যুবকগণ তাহা ভাল বুঝিবেন। সাধারণ কৃষকগণ সার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। কোন্ সার কোন্ স্থলে প্রয়োগ করিয়া লাভবান্ হওয়া যায়, তৎসম্বন্ধে বর্ত্তমান কৃষকদিগের কোন জ্ঞান নাই। গোবর ও খৈল সারও সকল স্থলে ব্যবহৃত হয় না। হাড়, সুপার, সোরা প্রভৃতি সারের নাম তাহারা কখনও জানে না। নানা রূপ নূতন নূতন কৃষিযন্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে, এতদ্দেশীয় কৃষকগণ তাহা কখনও দেখে নাই। এইসব বিষয়ে শিক্ষিত ভদ্র যুবকগণ সাধারণ কৃষক অপেক্ষা নিশ্চয়ই অনেক শ্রেষ্ঠ হইবেন। বর্ত্তমানে ইক্ষু, কার্পাস, তামাক প্রভৃতির চাষ বিশেষ লাভজনক। কোন ভদ্রলোক কৃষিকর্ম্মে নিয়োজিত হইলে তিনি উপদেশাদি দ্বারা লেখক কর্ত্তৃক বিশেষরূপ সাহায্য পাইবেন। কৃষি অবলম্বনে তাহাদের অন্নলাভ হইবে; পরন্তু সাধারণ কৃষকগণ তাহাদের অনুকরণ করিয়া উন্নতপ্রণালীসম্মত কৃষিকর্ম্মের দ্বারা অধিক লাভবান্ হইবে সন্দেহ নাই।

শ্রীনিবারণচন্দ্র চৌধুরী

সিদ্ধ মহাযোগ।

প্রথম অধ্যায়—যোগতত্ত্ব।

(ক) যোগের সংজ্ঞা।

অধুনা 'যোগ' শব্দটি আবালবৃদ্ধ প্রায় সকলের মুখেই শুনা যায়। কেহ বা বিপক্ষে কেহ বা স্বপক্ষে আলোচনা করেন। যাহারা স্বপক্ষে বলেন, তাহাদের মধ্যেও অনেকে ইহার তত্ত্ব অবগত নহেন; আর যাহারা বিরুদ্ধবাদী তাহারা দূর হইতেই ইহাকে ঐহিক ইষ্ট সাধনের অন্তরায়, সাধুগণের ব্যবসায় মাত্র স্থির করিয়া রাখিয়াছেন। আবার অনেকে ইহাকে সাধারণ মানবের অনধিগম্য অদ্ভুত শক্তি বিশেষ মনে করিয়া যেন ভয়ে ভয়ে দূরে সরিয়া রহিয়াছেন। আজ এই ভয় ও ভ্রম অপনয়ন করা দেশমঙ্গলের জন্য আবশ্যক বোধ করিতেছি। বাস্তবিক যোগ একটা অদ্ভুত পদার্থ নহে, ইহা সাধারণ নরনারীর অনধিগম্য নহে, ইহা ঐহিক ইষ্ট সাধনেরও অন্তরায় নহে, পরন্তু ইহাই ভগবৎপ্রাপ্তির এবং সংসারধর্ম্ম পালনেরও শ্রেষ্ঠ উপায়। সদ্‌গুরুর সন্নিধানে ইহা সহজসাধ্য, ইহা দেহ মন ও আত্মার অসাধারণ বল ও অনির্ব্বচনীয় শান্তির প্রস্রবণ। আমি এই যোগতত্ত্বে দেশের উদীয়মান নরনারীবর্গের চিত্তবৃত্তি আকর্ষণ করিতেছি।

গীতায় ভগবান্ বলিতেছেন—"যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলম্"। যোগই সকল কর্ম্মের কৌশল। কি ঐহিক, কি পারমার্থিক—সকল কর্ম্মসাধনের যোগই শ্রেষ্ঠ উপায়। যোগ সাধন দ্বারা শরীর ও মনের বলসঞ্চয় হয়। এই বলই তামসিক জড়তা দূর করিয়া কর্ম্মে সাত্ত্বিক প্রবৃত্তির উদ্বোধন করে। যোগ দ্বারাই ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষরূপ চতুর্ব্বর্গ লাভ সহজ হইয়া থাকে।

যোগাভ্যাস দ্বারা বাসনারাহিত্য জন্মে, মোহ দূরীভূত হয়। বাসনা প্রবল থাকাতেই জীব ভ্রমপ্রমাদাদি দ্বারা বিচলিত হয়। সুতরাং উহাই কর্ম্ম সংসাধনের প্রবল অন্তরায়। স্থূল বুদ্ধিতে লোকে মনে করে বাসনার প্রবলতাই কর্ম্ম সাধনের প্রকৃষ্ট উপায়। বস্তুতঃ তাহা নহে; স্বার্থজনিত আকাঙ্ক্ষার তিরোধানই কর্ম্মসাধনে শ্রেষ্ঠ পথ। একটি সাধারণ দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিতেছি। আজকাল নানাস্থানে সেবাব্রতধারী যুবকদল গঠিত হইয়াছে। ইহারা জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে দুঃস্থ ও রুগ্ন ব্যক্তিগণের সেবা করিয়া থাকে। যে ভাবে প্রাণ দিয়া সেবা করে তাহা দেখিলে অপার আনন্দ হয়। আপন জনে এমন ভাবে সেবা করিতে পারে না। বস্তুতঃ

নিষ্কাম পরসেবা যেমন নিখুত হয়, সকাম স্বজনসেবা তেমন হয় না। মাতা পিতা আদি সকাম সেবকদিগের দ্বারাই সুন্দররূপ শুশ্রূষা অনেক সময় অসম্ভব হইয়া উঠে। বাসনা, মোহ যাহার মধ্যে যত বেশী তাহার দ্বারাই তত বেশী অসম্ভব হয়। পক্ষান্তরে নিষ্কাম সেবকগণ কেবল কর্ত্তব্যবুদ্ধিতে সেবা করিয়া থাকে, আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত স্থির বুদ্ধির সহিত কাজ করিতে পারে, মোহ বা আকাঙ্ক্ষা না থাকায় তাহাদের বুদ্ধি বিচলিত হয় না। তাহারা যে শ্রম ও কষ্ট স্বীকারপূর্ব্বক শৃঙ্খলা ও বিবেচনার সহিত স্বার্থ চিন্তার উদ্বেগপরিশূন্য হইয়া কাজ করে তাহাই তাহাদের যোগ।

আমি বলিতেছি না যে ইহারা যোগসিদ্ধ বা সম্যক্ নিষ্কামধর্ম্মী, কিন্তু ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে এই সেবাব্রতে তাহারা নিঃস্বার্থ, কেবল কর্ত্তব্যবুদ্ধি-বশবর্ত্তী। এ স্থলে এই দৃষ্টান্ত যোগচর্চ্চার উদাহরণ রূপে উল্লিখিত হয় নাই, এতদ্দ্বারা কেবল ইহাই প্রদর্শন করা উদ্দেশ্য যে আসক্তিশূন্যতাই কর্ম্মসাধনের কৌশল। কেবল সেবা বলিয়া নহে, যে কোন কার্য্য হউক না কেন, কামনা থাকিলেই বুদ্ধি বিচলিত হওয়ার সম্ভাবনা আছে। বাসনা যত প্রবল মন ও বুদ্ধি ততই চঞ্চল হইয়া থাকে। বাসনাজনিত বুদ্ধির চঞ্চলতাই কর্ম্ম সাধনের অন্তরায়, আর বুদ্ধির স্থিরতাই কর্ম্মের কৌশল। যোগদ্বারা নিষ্কামভাব ও বুদ্ধির স্থিরতা লাভ হয়, এজন্য যোগই কর্ম্মের কৌশল—"যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলম্।"

যোগকে কর্ম্মের কৌশল বলা হইল, কিন্তু যোগ কি?—"সমত্বং যোগ উচ্যতে।" ভগবান্ বলিতেছেন—"সমত্বই যোগ নামে উক্ত হয়।" সমত্ব কি?—ভগবান্ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন, "সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা যোগস্থঃ কুরু কর্ম্মাণি।" কর্ম্মের সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে সমভাবাপন্ন হইয়া (সিদ্ধিলাভে উৎফুল্ল বা অসিদ্ধিতে ম্রিয়মাণ না হইয়া) যে কর্ম্ম সাধন তাহাই সমত্ব। এই সমত্বসাধন কিরূপে হইবে?—"সঙ্গং ত্যক্ত্বা।" আসক্তি ত্যাগ করিয়া, ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিয়া, কেবল কর্ত্তব্য জ্ঞানে কর্ম্ম করিলে সমত্ব লাভ হইবে—

এক্ষণে গীতার যে তিনটি শ্লোকে যোগের সংজ্ঞা প্রদত্ত হইয়াছে তাহার সম্যক্ অর্থগ্রহণ আবশ্যক।

"যোগস্থঃ কুরু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে ॥ ৪৮
দূরেণ হ্যবরং কর্ম্ম বুদ্ধিযোগাদ্ধনঞ্জয়।
বুদ্ধৌ শরণমন্বিচ্ছ কৃপণা ফলহেতবঃ ॥ ৪৯

বুদ্ধিযুক্তো জহাতীহ উভে সুকৃতদুষ্কৃতে।
তস্মাদ্ যোগায় যুজ্যস্ব যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলম্ ॥" ৫০।২ অঃ

অর্থ।—হে ধনঞ্জয় (ধনরাশি জয় করিয়া পূর্ণকাম হওয়ায় বক্ষ্যমাণ উপদেশের যোগ্যাধিকারী অর্জ্জুন), সঙ্গ (আসক্তি) ত্যাগ করিয়া, সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে সমভাবাপন্ন হইয়া, যোগযুক্ত হইয়া সকল কর্ম্ম কর, সমত্বই যোগ নামে উক্ত হইয়াছে। এই বুদ্ধিযোগ (অনাসক্তভাবরূপ জ্ঞানযোগ) হইতে কর্ম্ম (বেদোক্ত সকাম কর্ম্ম) দূরেণ হি অবরং (বহু নিকৃষ্ট)। অতএব এই বুদ্ধিতেই (জ্ঞানযোগে) আশ্রয় অন্বেষণ কর, ফলই যাহাদের কর্ম্মের হেতু তাহারা কৃপণ (দীনভাবাপন্ন, কর্ম্মের ফলাফল চিন্তায় সতত ক্লিষ্ট)। যিনি এইরূপ (অনাসক্তি ও সমত্ব) বুদ্ধিযুক্ত তিনি ইহলোকে সুকৃত দুষ্কৃত (পুণ্য ও পাপ কর্ম্ম) উভয়কেই অতিক্রম করেন (আসক্তি না থাকায় পাপপুণ্য কিছুই তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না)। অতএব হে অর্জ্জুন, এই যোগের জন্য যত্নবান্ হও, যোগই সর্ব্বকর্ম্মের কৌশল।

অতঃপর দর্শনে ও শ্রুতিতে যোগের যে সংজ্ঞা প্রদত্ত হইয়াছে তাহার উল্লেখ করিতেছি।—

পাতঞ্জল দর্শন বলিতেছেন—"যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ।" চিত্তবৃত্তির নিরোধই যোগ। শাণ্ডিল্যোপনিষদে উক্ত হইয়াছে—

"দ্বৌ ক্রমৌ চিত্তনাশস্য যোগো জ্ঞানং মুনীশ্বর।
যোগস্তদ্বৃত্তিরোধোহি জ্ঞানং সম্যগবেক্ষণম্ ॥"

অথর্ব্বা ঋষি শাণ্ডিল্যকে কহিতেছেন—"হে মুনিশ্রেষ্ঠ, চিত্তনাশের (বিষয়ে অনুরাগ নাশের) দুইটি ক্রম (পূর্ব্বাপর উপায়) আছে,—যোগ আর জ্ঞান। চিত্তের বৃত্তিরোধই যোগ, আর সম্যক্ অবেক্ষণ (বিশেষ রূপ দর্শন বা বিচার)-ই জ্ঞান।

এখানেও দেখা যায় চিত্তবৃত্তির নিরোধই যোগ। চিত্তবৃত্তি কি?—বিষয়রাশিতে আসক্তি হেতু চিত্তের বিবিধ আকার প্রাপ্তি। বিবিধ বিষয়সঙ্গহেতু সিদ্ধি-অসিদ্ধি, সুখ-দুঃখ, মান-অপমানাদির বশে এক চিত্তই রাগদ্বেষাদি বিবিধ রূপ ধারণ করে, বিবিধ আকারে ব্যক্ত হয়। চিত্তের এই যে বিবিধ পরিণতি বা প্রবৃত্তি, তাহাই চিত্তবৃত্তি। এই চিত্তবৃত্তিকে পরাজয়পূর্ব্বক সর্ব্বপ্রকার দ্বন্দ্বসহিষ্ণু হইয়া সমত্বরূপ স্থির বুদ্ধি বা যোগ লাভ করা যায়।

কঠোপনিষদ্ বলিতেছেন—

"যদা পঞ্চাবতিষ্ঠন্তে জ্ঞানানি মনসা সহ।
বুদ্ধিশ্চ ন বিচেষ্টতি তমাহুঃ পরমাং গতিম্।
তাং যোগমিতি মন্যন্তে স্থিরামিন্দ্রিয়ধারণাম্।
অপ্রমত্তস্তদা যোগী ভবতি প্রভবাপ্যয়ৌ॥"

যে অবস্থায় (পঞ্চেন্দ্রিয়সাধ্য দর্শন শ্রবণাদি) পঞ্চ প্রকার জ্ঞানসমূহ মনের সহিত একীভূত হইয়া স্থিরভাবে অবস্থিতি করে (ইন্দ্রিয়গণ ও মন আর বাহ্যবিষয়ে ধাবিত হয় না), বুদ্ধিও কোন বিষয়ে ধাবিত হয় না, সেই অবস্থাকেই পরমা গতি বলে। এই স্থিরা ইন্দ্রিয়ধারণা (মন ও বহিরিন্দ্রিয়গণের অচঞ্চল অবস্থা)-ই যোগনামে গণ্য হয়। এই অবস্থা প্রাপ্ত হইলে যোগী প্রভব ও অপ্যয়ে (সম্পদে ও বিপদে) অপ্রমত্ত হইয়া থাকেন—সম্পদে উৎফুল্ল হন না, বিপদেও অভিভূত হন না।

মনের অচঞ্চল অবস্থা সাধনই মনোবৃত্তির নিরোধ, আর সম্পদ্ ও বিপদ্ উভয় অবস্থায় প্রমাদরহিত বা সমভাবাপন্ন থাকাই সমত্ব। অতএব চিত্তবৃত্তি নিরোধ ও সমত্ব মূলতঃ একই কথা। ফলতঃ যোগের সংজ্ঞা সম্বন্ধে পাতঞ্জল সূত্র, গীতা ও শ্রুতি এক কথাই বলিতেছেন। গীতায় সমত্ব সম্বন্ধে আরও অনেক উপাদেয় কথা আছে। নিম্নে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত হইল :—

ভগবান্ বলিতেছেন,—

"নির্দ্বন্দ্বো নিত্যসত্ত্বস্থো নির্যোগক্ষেম আত্মবান্।" হে অর্জ্জুন, নির্দ্বন্দ্ব হও—সুখ দুঃখ, সুকৃত দুষ্কৃত, মান অপমান, শীত উষ্ণ, আলো অন্ধকার প্রভৃতি যত দ্বন্দ্ব অর্থাৎ বিপরীত দ্বিত্ব ভাব (pairs) আছে তুমি তাহার অতীত হও, এ সমুদয়ই অস্থায়ী, অতএব নিত্য (অনশ্বর) যে সত্ত্ব বা পরমাত্মা তুমি তাহাতেই অবস্থিত হও, যোগক্ষেম (অলব্ধ বস্তুর লাভ ও লব্ধ বস্তুর রক্ষার বাসনা) হইতে মুক্ত হও, আর আত্মবান্ হও—নিজকে নিজের আয়ত্ত কর।

যোগপ্রভাবে মুনিত্ব লাভ হয়। মুনি কাহাকে বলে? ভগবান্ বলিতেছেন—

"দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ।
বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধী র্মুনিরুচ্যতে॥" ৫৬।২য় অঃ।

দুঃখের মধ্যে যাঁহার মন উদ্বিগ্ন হয় না, সুখের মধ্যেও যিনি স্পৃহাশূন্য, যিনি রাগ (বিষয়ে অনুরাগ বা আসক্তি), ভয় ও ক্রোধের অতীত হইয়াছেন, এমন স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তিই মুনিপদবাচ্য।

গীতায় যোগীর লক্ষণ আরও বিশেষ রূপে উক্ত হইয়াছে, যথা :—

"জিতাত্মনঃ প্রশান্তস্য পরমাত্মা সমাহিতঃ।
শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু তথা মানাপমানয়োঃ॥৭
জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা কূটস্থো বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
যুক্ত ইত্যুচ্যতে যোগী সমলোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চনঃ॥৮
সুহৃন্মিত্রার্য্যুদাসীনমধ্যস্থদ্বেষ্যবন্ধুষু।
সাধুষ্বপি চ পাপেষু সমবুদ্ধি র্বিশিষ্যতে॥" ৯। ৬অঃ।

যিনি আত্মজয়ী (নিজ দেহ, মন ও ইন্দ্রিয়কে যিনি বশীভূত করিয়াছেন), গভীর শান্তভাবে যিনি মগ্ন, তাঁহার পরমাত্মা * শীত-উত্তাপ, সুখ-দুঃখ, মান-অপমান সকল অবস্থাতেই সমাহিত (অচঞ্চল)। যাহার আত্মা জ্ঞানবিজ্ঞানেই (বিশ্বের অনন্ত রহস্যজ্ঞানেই) পরিতৃপ্ত, (যাহার তৃপ্তির জন্য বিষয়সঙ্গ আবশ্যক হয় না), যিনি কূটস্থ (সর্ব্বাবস্থায় নির্ব্বিকার), সুতরাং জিতেন্দ্রিয়, মৃৎপিণ্ড, প্রস্তর ও কাঞ্চনে যাহার তুল্য বোধ, এমন যোগী ব্যক্তিই যুক্ত (যোগারূঢ়) বলিয়া উক্ত হইয়া থাকেন। সুহৃদ্, মিত্র, অরি, উদাসীন, মধ্যস্থ, দ্বেষ্য, বন্ধু, সাধু, পাপী—সকলে যাহার সমত্ববোধ তিনিই বিশিষ্ট যোগী।

মনন, অভ্যাস ও নিদিধ্যাসন এই তিনটী যোগলাভের ক্রম, মনন বা চিন্তা দ্বারা সমত্ব উপলব্ধি করিতে হয়, অভ্যাসদ্বারা তাহাকে চরিত্রে প্রতিষ্ঠিত করিতে হয়, এবং নিদিধ্যাসন বা একাগ্র মনে ধ্যান দ্বারা পূর্ণ সমত্ব বুদ্ধি বা সর্ব্বত্র আত্মদর্শনরূপ বিভূতি লাভ হয়। যাঁহার অন্তরে, চরিত্রে ও আচরণে সর্ব্বদা সর্ব্বাবস্থায় এই সমত্বের সংস্কার দেদীপ্যমান তিনিই বিশিষ্ট যোগী।

---

* "পরমাত্মা" অর্থ শ্রেষ্ঠ আত্মা, যাহা প্রকৃত "আত্মা" পদবাচ্য। এই শ্লোকে 'জিতাত্মনঃ' পদে দেহ ও ইন্দ্রিয়াদির সমষ্টিরূপ অনুভূতিকে অর্থাৎ অজ্ঞানীদিগের দেহাত্মবোধকে আত্মা শব্দে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, সুতরাং ঐ ভ্রান্তবুদ্ধিজাত আত্মা হইতে প্রকৃত আত্মাকে পৃথক্ করিয়া বুঝাইবার জন্য পরে পরমাত্মা শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। আত্মা বা চিৎই বিষয়সঙ্গহেতু চিত্তরূপে পরিণত হয়; আবার যখন বিষয়ভাবনাজাত বৃত্তিসমূহের সম্যক্ রোধ হেতু সর্ব্বত্র সমত্ব বোধ জন্মে ও পরম স্থিরতা-ভাবের উদয় হয়, তখন ঐ চিত্তকেই চিৎ বা আত্মা বলা যায়। বাস্তবিক 'চিৎ' আর 'চিত্ত' দুই বিভিন্ন বস্তু নহে; আত্মা যখন বিষয়সঙ্গহেতু স্বরূপচ্যুত হন, তখনই তাহাকে 'চিত্ত' বলা হয়, আর যখন স্বীয় স্বরূপে অবস্থান করেন, তখন তাঁহাকে 'চিৎ' বলা হয়।

এই সমত্বরূপ যোগ সম্বন্ধে শ্রুতি আরও বলিতেছেন,—

"যোঽপানপ্রাণয়োরৈক্যং স্বরজোরেতসোস্তথা।*
সূর্য্যাচন্দ্রমসোর্যোগো জীবাত্মপরমাত্মনোঃ॥
এবং তু দ্বন্দ্বজালস্য সংযোগো যোগ উচ্যতে॥"

যোগশিখোপনিষদ্।

অর্থ—প্রাণ ও অপান বায়ুর, ঈড়া ও পিঙ্গলা বাহিত শ্বাস দ্বয়ের, প্রকৃতি ও পুরুষ এবং জীবাত্মা ও পরমাত্মার যোগ এবং (এতদ্ধেতু রাগ-দ্বেষ, শীতোষ্ণ, সুখ দুঃখ, মানাপমানাদি বিবিধ) দ্বন্দ্বসমূহেরও যে সংযোগ বা সমত্ব সাধন, তাহাকেই যোগ বলে।

বাস্তবিক চিত্তবৃত্তির নিরোধ হইলেই চিত্ত, চিৎ (অর্থাৎ চৈতন্য) স্বরূপ প্রাপ্ত হয়। ইহাই জীবাত্মা ও পরমাত্মা বা প্রকৃতি ও পুরুষের যোগ। প্রাণ ও অপান-বায়ুর ঐক্যসাধন দ্বারাই ইহা সাধিত হয়। তাহা কিরূপে হয়, এই প্রবন্ধে তাহাই বিস্তারিতরূপে প্রদর্শন করিব।

যোগের সংজ্ঞা সম্বন্ধে শ্রুতি, স্মৃতি ও দর্শন, সকল শাস্ত্রেরই একই অভিপ্রায়। এখন প্রশ্ন এই যে যোগের কথা বলা হইল, ইহার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা ও সাধনপ্রণালী কি? (ক্রমশঃ)

দীক্ষা ও হিন্দুধর্ম্ম।

দীক্ষা শব্দটি হিন্দু মাত্রের নিকট সুপরিচিত। এই দীক্ষা ব্যাপার বঙ্গ প্রভৃতি তন্ত্রপ্রধান দেশে বহুল ভাবে প্রচলিত। দীক্ষা বলিতেই প্রত্যেক হিন্দুর মনে এক ধারণা জন্মে। সেই ধারণা হইতেছে "গুরুমুখাৎ স্বেষ্টদেবমন্ত্রগ্রহণম্" —গুরুর নিকট তন্ত্রোক্ত ইষ্টমন্ত্র গ্রহণ। তন্ত্রে দীক্ষার অর্থ—

"দিব্যজ্ঞানং যতো দদ্যাৎ কুর্য্যাৎ পাপস্য সংক্ষয়ম্।
তস্মাদ্ দীক্ষেতি সা প্রোক্তা মুনিভিস্তন্ত্রবেদিভিঃ॥" গোতমীয়তন্ত্র।

(যেহেতু দিব্যজ্ঞান দেয়, পাপ ক্ষয় করে, অতএব তন্ত্রজ্ঞ মুনিগণ কর্ত্তৃক ইহা দীক্ষা বলিয়া কথিত হয়।)

"দদাতি যস্মাদিহ দিব্যভাবং মায়াময়ে কর্ম্ম চ সংক্ষিণোতি।
ফলং চতুর্বর্গভবঞ্চ যস্মাৎ, তস্মাত্তু দীক্ষেত্যভিধানমস্যাঃ॥" রাধবভট্ট।

* সূর্য্য—পিঙ্গলা নাড়ী, চন্দ্র ইড়া নাড়ী। রজঃ প্রকৃতি, রেতঃ চিৎ বা পুরুষ (রাজযোগ অধ্যায়ে বিশেষ প্রমাণ দ্রষ্টব্য)।

(যাহাতে এই মায়াময় সংসারে দিব্যভাব দেয়, কর্ম্মক্ষয় করে, এবং চতুর্বর্গ ফল লাভ হয় তাহার নাম দীক্ষা।)

এই দীক্ষা তন্ত্রের বিষয় এবং তান্ত্রিক দিগের নিজস্ব। ইহা হইতেই গুরু-শিষ্যের উৎপত্তি। বৈদিক যুগেও গুরু-শিষ্য সম্বন্ধ ছিল। কিন্তু উভয়ের প্রভেদ যথেষ্ট।

তন্ত্রে দীক্ষা একটি প্রধান অঙ্গ। এই দীক্ষা সুধু দ্বিজাতির জন্য নহে, শূদ্রেরাও ইহার অধিকারী। তন্ত্রমতে দীক্ষা গ্রহণ অবশ্য কর্ত্তব্য। দীক্ষিত না হইলে দেহ পবিত্র হয় না, হাতের জল শুদ্ধ হয় না, কোন ধর্ম্মকার্য্যের উপযোগী হয় না, এমন কি মৃত্যুর পর প্রেতত্বমোচনও হয় না। তাহার প্রমাণ এই যে,—

"অদীক্ষিতস্য মরণে প্রেতত্বং ন চ মুঞ্চতি॥ গোবিন্দবৃন্দাবনে।
অদীক্ষিতানাং মর্ত্ত্যানাং দোষং শৃণু বরাননে!
অন্নং বিষ্ঠাসমং তস্য জলং মূত্রসমং স্মৃতম্।
তৎকৃতং তস্য বা শ্রাদ্ধং সর্বং যাতি হ্যধোগতিম্॥ মৎস্যসূক্তে।
"নাদীক্ষিতস্য কার্য্যং স্যাৎ তপোভি র্নিয়মব্রতৈঃ।
ন তীর্থক্ষেত্রগমনৈ র্ন চ শারীরযন্ত্রণৈঃ।
তস্মাৎ সর্বপ্রযত্নেন গুরুণা দীক্ষিতো ভবেৎ॥" কুলার্ণবে।
অনীশ্বরস্য মর্ত্ত্যস্য নাস্তি ত্রাতা যথা ভুবি।
তথা দীক্ষাবিহীনস্য নেহ স্বামী পরত্র চ॥"

সারচিন্তামণিধৃত দত্তাত্রেয়জামলে।

(অদীক্ষিত ব্যক্তি মরিলে তাহার প্রেতত্ব মোচন হয় না। হে বরাননে! অদীক্ষিত ব্যক্তির দোষ শুন। তাহার অন্ন বিষ্ঠাতুল্য, জল মূত্রতুল্য; তাহার কৃত বা তাহার জন্য কৃত শ্রাদ্ধের অধোগতি হয়। অদীক্ষিতের তপস্যা, নিয়ম, ব্রত, তীর্থগমন ও শরীর দ্বারা সংযমে কোন ফল হয় না। এইজন্য সর্ব্বপ্রযত্নে গুরুর নিকট দীক্ষিত হইবে। প্রভুবিহীন ব্যক্তির যেমন কেহ পৃথিবীতে রক্ষা কর্ত্তা থাকেনা তেমনই দীক্ষাহীন ব্যক্তির ইহকালে ও পরকালের কেহই ত্রাণকর্ত্তা থাকে না।)

যাহা দীক্ষারূপে গ্রহণ করা হয়, তাহাকে মন্ত্র কহে। মন্ত্রের লক্ষণ এইরূপ—

"মননং বিশ্ববিজ্ঞানং ত্রাণং সংসারবন্ধনাৎ।
যতঃ করোতি সংসিদ্ধৌ মন্ত্র ইত্যভিধীয়তে॥" পিঙ্গলামতে।

অন্যত্র—"মননাত্রায়তে যস্মাত্তস্মান্ মন্ত্রঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥"

(যাহাতে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের স্বরূপচিন্তার উপযোগী করে, সংসারবন্ধনমুক্ত করে, তাহাকেই মন্ত্র বলে। যাহা হইতে চিন্তা বা অনুমান দূরীভূত হয়, তাহাকে মন্ত্র বলে।)

স্মৃতির ন্যায় তন্ত্রেও শূদ্রের স্বাহা ও প্রণব উচ্চারণের অধিকার নাই :—

"স্বাহাপ্রণবসংযুক্তং শূদ্রে মন্ত্রং দদদ্দ্বিজঃ।
শূদ্রোনিরয়মাপ্নোতি ব্রাহ্মণো যাত্যধোগতিম্॥" দেবীজামল॥

(ব্রাহ্মণ ওঁকারযুক্ত মন্ত্র শূদ্রকে প্রদান করিলে পর, সেই শূদ্র নরকে যায় এবং ঐ ব্রাহ্মণেরও অধোগতি হয়।) মহাকপিলপঞ্চরাত্র, বিশ্বসার-তন্ত্র প্রভৃতিরও এই মত।

কিন্তু ভূতশুদ্ধিতন্ত্রে আছে :—

"তন্ত্রোক্তং প্রণবং দেবি বহ্নিজায়াঞ্চ পার্বতি।
প্রজপেৎ সততং শূদ্রো নাত্র কার্য্যা বিচারণা॥
শক্তিবিদ্যান্বিতা স্বাহা জায়তে যদি পার্বতি।
প্রজপেৎ সততং শূদ্রস্তদা সিদ্ধিঃ প্রজায়তে॥"

(হে দেবি! পার্বতি! শূদ্র সর্বদা তন্ত্রোক্ত প্রণব অর্থাৎ ওঁকার ও স্বাহা শব্দ জপ করিবে; ইহাতে কোনরূপ সংশয় নাই। হে পার্বতি! যদি স্বাহা শক্তিবীজযুক্ত হয় এবং উহা শূদ্র জপ করে, তাহা হইলে তাহার সিদ্ধিলাভ হয়। কিন্তু এই মত অপর সকল তন্ত্রের বিরোধী।

তন্ত্রে দীক্ষা দিবার নানারূপ মন্ত্র আছে। সাধারণতঃ ইহার ভেদ পাঁচ প্রকার—সৌর, গাণপত্য, শৈব, বৈষ্ণব ও শাক্ত। উপস্থিত বঙ্গদেশে শেষের দুইটি বহুল ভাবে প্রচলিত রহিয়াছে। এই তন্ত্রোক্ত মন্ত্র একাক্ষরী, দ্বি অক্ষরী হইতে পঞ্চদশ অক্ষরী প্রভৃতি নানারূপ আছে। তন্ত্রের মন্ত্রগুলির নাম বীজ। এই বীজ দেব বা দেবী ভেদে ভিন্ন ভিন্ন। তন্ত্রোক্ত মন্ত্রের একটি উদাহরণ দেখাইতেছি—"হ্রাঁ হ্রীঁ সঃ" ইহা সূর্য্যের একটি মন্ত্র। তন্ত্রে নানাবিধ দেবদেবী থাকায় মন্ত্রও নানা প্রকার হইয়াছে, এবং প্রতি দেব বা দেবীর ছোট বড় কত রকম মন্ত্র আছে।

তন্ত্রাচারে মন্ত্র বা দীক্ষা লইবার বেশ একটি প্রণালী আছে। যে মন্ত্রে দীক্ষা হইবে, সেই মন্ত্রটি প্রথমে দীক্ষাগ্রহণকারীর নামের সহিত তন্ত্রোক্ত কুলাকুল চক্র, ঋণীধনীচক্র প্রভৃতি দ্বারা বিচার করিয়া মন্ত্রটি শুদ্ধ হইল কি না গুরু দেখিয়া লইবেন অর্থাৎ ঐ মন্ত্র দীক্ষাগ্রহণেচ্ছু ব্যক্তির অনুকূল হইবে কি না তাহাই দেখা

হইবে। ঐ সকল চক্রাদির বিচারে মন্ত্রশুদ্ধি অর্থাৎ গ্রহণযোগ্য হইলে দীক্ষাদাতা গুরু দীক্ষার দিন স্থির করিবেন। দীক্ষায় প্রশস্ত মাস, বার, তিথি, নক্ষত্র, যোগ, করণ, পক্ষ ও লগ্ন প্রভৃতি দেখিতে হয়। ইহা ব্যতীত গ্রহণ কালে বা পীঠস্থান প্রভৃতিতে মন্ত্রগ্রহণে কালশুদ্ধির আবশ্যক হয় না। আরও একটু বিশেষ হইতেছে যে, গুরু ইচ্ছা করিয়া শিষ্যকে মন্ত্র দিলে কালাকাল লগ্ন দিন প্রভৃতি কিছুই দেখিতে হয় না। এমন কি স্নান করিয়া শুদ্ধ হইবারও প্রয়োজন নাই। তাহার প্রমাণ হইতেছে—

"যদৈবেচ্ছা তদা দীক্ষা গুরোরাজ্ঞানুরূপতঃ।
ন তিথি র্ন ব্রতং হোমো ন স্নানং ন জপক্রিয়া॥" তন্ত্রসার।
"শিষ্যানাহূয় গুরুণা কৃপয়া দীয়তে যদা।
তদা লগ্নাদিকং কিঞ্চিন্ন বিচার্য্যং কথঞ্চন॥ শব্দকল্পদ্রুমধৃত বচন।

আর দীক্ষার মন্ত্র শিষ্যের ডান কানে তিনবার বলিয়া দিতে হয়—"দক্ষকর্ণে বদেন্মন্ত্রং ত্রিবারং পূর্ণমানসঃ" (গৌতমীয়ে)। এই গুরুদত্ত মন্ত্র প্রকাশ করা নিষেধ—"মন্ত্রং বিদ্যামক্ষমালাং ন কদাচিৎ প্রকাশয়েৎ" (তারা প্রদীপে)। বৈদিক গায়ত্রী দীক্ষা দিবার ব্যবস্থাও তন্ত্রে রহিয়াছে। এখানেও গায়ত্রী কাণে দিতে বলা হইয়াছে। বৈদিক সাবিত্রী কাণে বলা বেদাচারবিরোধী। তন্ত্রোক্ত মতে দীক্ষিত হইবার কোন নির্দ্দিষ্ট বয়স নাই।

তন্ত্রে গুরুশিষ্যের সম্বন্ধ বড় জাঁকাল। মন্ত্রদাতাই গুরু।

যন্মুখাত্তু মহামন্ত্রঃ শ্রূয়তেঽভ্যস্যতেঽপি বা।
স গুরুঃ পরমো জ্ঞেয় স্তদাজ্ঞা সিদ্ধিদায়িনী। পিচ্ছিলা তন্ত্র।

(যাঁহার মুখ হইতে মহামন্ত্র অর্থাৎ ইষ্টমন্ত্র শ্রুত বা অভ্যস্ত হয়, তিনি পরম গুরু। তাঁহার আজ্ঞাই সিদ্ধিদানে সমর্থ।)

দীক্ষা বা মন্ত্র দিবার একমাত্র গুরুরই অধিকার। তন্ত্রোক্ত গুরু শব্দের অর্থ এই,— "গুহ্যাগমার্থতত্ত্বানুসন্ধানাদ্বোধনাদপি।
রুদ্রাদি দেবরূপত্বাদ্ গুরুরিত্যভিধীয়তে॥" কুলার্ণবে।

(গুহ্য আগম অর্থাৎ তন্ত্রশাস্ত্রের তত্ত্বানুসন্ধান ও বোধ করাইয়া দেন, এবং রুদ্র প্রভৃতি দেবগণের স্বরূপ হইয়া থাকেন এইজন্য গুরু নামে অভিহিত হন।)

শিষ্য শব্দের ব্যুৎপত্তি 'কুলার্ণবে' লিখিত হইয়াছে,—

"শরীরমর্থং প্রাণাংশ্চ সদ্‌গুরুভ্যো নিবেদ্য যঃ।
গুরুভ্যঃ শিষ্যতে যোগং শিষ্য ইত্যভিধীয়তে॥"

(ধন প্রাণ ও শরীর সদ্‌গুরুকে অর্পণ করিয়া গুরুর নিকট হইতে যিনি তন্ত্রযোগ শিক্ষা করেন, তিনি শিষ্য নাম পাইয়া থাকেন।)

তন্ত্রাচারে শিষ্যের নিকট গুরুদেব স্বয়ং ভগবান্—"গুরুস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।" গুরু যাহা বলিবেন তাহাই শাস্ত্র—

"নির্গতং যদ্ গুরোর্বক্ত্রাৎ সর্ব্বং শাস্ত্রং তদুচ্যতে" (যোগিনীতন্ত্রে)। গুরুর কার্য্য নিজেই করিবে—"গুরুকার্য্যে স্বয়ং শক্তো ন পরং প্রেরয়েৎ প্রিয়ে"—(যোগিনীতন্ত্রে)। গুরুর আজ্ঞা সৎ হউক বা অসৎ হউক পালন করিবে—"গুরুণা সদসদ্ বাপি যদুক্তং তন্ন লঙ্ঘয়েৎ।" (গুরুগীতা) শিষ্য আরম্ভ করিবে কি ?—

"বন্ধুভৃত্যপুরৈঃ ভূত্যৈঃ সহিতোঽপ্যতিভক্তিমান্।
গচ্ছন্ তিষ্ঠন্ স্বপন্ জাগ্রৎ জপন্ জুহ্বৎ প্রপূজয়েৎ।
গুর্ব্বাজ্ঞামেব কুর্বীত তদ্‌গতেনান্তরাত্মনা ॥
অভিমানো ন কর্ত্তব্যো জাতিবিদ্যাধনাদিভিঃ।
সর্ব্বদা সেবয়েন্নিত্যং শিষ্যঃ শ্রীগুরুসন্নিধৌ ॥" রুদ্রযামলে।

(জাগ্রৎ-স্বপ্ন-স্থিতি-গতি-জপ-হোম) সকল অবস্থাতেই বন্ধু, ভৃত্য ও ভৃত্য-বসতি স্থানের সহিত নিরতিশয় ভক্তি সহকারে গুরুর পূজা করিবে। তদ্‌গত চিত্তে গুরুর আজ্ঞা পালন করিবে। জাতি, বিদ্যা ও অর্থাদির অভিমান করিবে না। শিষ্য গুরুর নিকট সর্ব্বদা সেবক ভাবে থাকিবে।)

যোগিনীতন্ত্র, রুদ্রযামল প্রভৃতি তন্ত্রানুসারে স্বামী পত্নীকে, পিতা পুত্র কন্যাকে, ভ্রাতা ভ্রাতাকে দীক্ষিত করিবার অধিকারী নহে; কিংবা কনিষ্ঠ সহোদরের নিকট বা শক্রপক্ষের নিকট দীক্ষা লওয়া নিষেধ।

কিন্তু সিদ্ধ মন্ত্র হইলে এই বিষয়ের ব্যতিক্রমে দোষ হয় না। যে হেতু,

"যদি ভাগ্যবশেনৈব সিদ্ধবিদ্যাং লভেৎ প্রিয়ে।
তদৈব তান্তু দীক্ষেত ত্যক্ত্বা গুরুবিচারণা ॥" (সিদ্ধযামল)

(যদি ভাগ্যক্রমে সিদ্ধবিদ্যালাভের সম্ভাবনা হয় তবে তাহা গ্রহণ করিবে; আর গুরুর বিচার করিবে না।)

তন্ত্র মতে স্ত্রীলোকেও দীক্ষা দিবার অধিকারিণী। অবশ্য ইহা বেদাচারের বহির্ভূত।

গুরুকরণ লইয়া তন্ত্রে মতদ্বৈধ দেখা যায়। একদল বলেন এক মাত্র কুল-গুরুই দীক্ষা দিবার অধিকারী। কুলগুরু বলিতে বুঝিতে হইবে যে, পূর্ব্বপুরুষ

পিত্রাদিকে যিনি বা যে বংশ মন্ত্র দিয়াছেন। ইহাদের মতে এই কুলগুরু ত্যাগ করা যায় না। প্রমাণ এই,—

"পৈত্রং গুরুকুলং যস্তু ত্যজেদ্‌বৈ ধর্ম্মমোহিতঃ।
স যাতি নরকং ঘোরং যাবচ্চন্দ্রার্কতারকম্ ॥" পিচ্ছিলাতন্ত্রে।

(যে ব্যক্তি ধর্ম্মমূঢ় হইয়া পৈতৃক গুরুকুল ত্যাগ করে সে চন্দ্র সূর্য্য ও তারকার স্থিতিকাল পর্য্যন্ত নরক ভোগ করে।)

সুধু ইহাই নহে। তাঁহাদের মতে—

"গুরোস্তু সন্ততিং ত্যক্ত্বা ন গুর্বন্তরমাশ্রয়েৎ ॥" রুদ্রযামল।

"গুরোরভাবে চার্ব্বঙ্গি ! গুরুপত্নীং প্রপূজয়েৎ।
তদভাবে চ চার্ব্বঙ্গি ! গুরুপুত্রং সমর্চ্চয়েৎ।
তদভাবে বরারোহে ! গুরুকন্যাঞ্চ পূজয়েৎ।
তদভাবে চ চার্বঙ্গি ! গুরুস্নুষাং প্রপূজয়েৎ।
এষামভাবে চার্বঙ্গি ! গুরুগোত্রং প্রপূজয়েৎ।
তদভাবে বরারোহে ! তথা মাতামহস্য চ।
মাতুলং মাতুলানীং বা পূজয়েদ্ বিধিনামুনা ॥" কুলাগম।

(গুরুবংশ ত্যাগ করিয়া অন্য গুরু করিবে না। হে সুন্দরদেহযষ্টিধারিণি ! গুরুর অভাবে গুরুপত্নীর পূজা করিবে। তাহার অভাবে গুরুপুত্রের অর্চ্চনা করিবে। তাহার অভাবে গুরুকন্যা, তাহার অভাবে গুরুপুত্রবধূ. তাহার অভাবে গুরুগোত্রের লোক, তাহার অভাবে গুরুর মাতামহ, মাতুল বা মাতুলানীর বিধিপূর্ব্বক পূজা করিবে।)

অন্য দল কুলগুরু বা গুরুত্যাগ বলিয়া কিছু আছে, এরূপ স্বীকার করেন না। তাঁহারা পিতৃগুরু বা পিতৃগুরুবংশীয় লোকের নিকট দীক্ষা না লইলে পাপ হয়, এরূপ শাস্ত্রকে অপ্রমাণ বলেন। তাঁহাদের মতে উপযুক্ত ব্যক্তি দেখিয়া গুরুকরণ কর্ত্তব্য। প্রমাণ এই—

"জ্ঞানান্ মোক্ষমবাপ্নোতি তস্মাজ্‌জ্ঞানং পরাৎপরম্।
অতো যো জ্ঞানদানং হি ন ক্ষমেত্তং ত্যজেদ্‌গুরুম্ ॥
অজ্ঞানিনং বর্জয়িত্বা শরণং জ্ঞানিনাং ব্রজেৎ।
মধুলুব্ধো যথা ভৃঙ্গঃ পুষ্পাৎ পুষ্পান্তরং ব্রজেৎ ॥
জ্ঞানলুব্ধস্তথা শিষ্যো গুরোর্গুর্বন্তরং ব্রজেৎ ॥" কামাখ্যাতন্ত্র।

(জ্ঞান হইতে মোক্ষ হয়, সেই হেতু জ্ঞানই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। অতএব যিনি জ্ঞানদানে অসমর্থ সে গুরুকে ত্যাগ করিবে। অজ্ঞানীকে ত্যাগ করিয়া জ্ঞানীর শরণ লইবে। ভ্রমর যেমন মধুর লোভে এক ফুল হইতে অন্য ফুলে যায়, তেমন জ্ঞানলুব্ধ শিষ্যও এক গুরু ছাড়িয়া অন্য গুরুর নিকট যাইবে।)

সুতরাং গুরু লইয়া তন্ত্রে এই দুই মত চলিতেছে।*

পূর্ব্বেই বলিয়াছি তন্ত্রোক্ত গুরু শিষ্যের নিকট ঈশ্বর। এই গুরু সম্বন্ধে তন্ত্রের মত এইরূপ—

"গুরুরেকঃ শিবঃ সাক্ষাৎ গুরুঃ সর্ব্বার্থসাধকঃ।
গুরুরেব পরং তত্ত্বং সর্ব্বং গুরুময়ং জগৎ ॥ মুণ্ডমালাতন্ত্রে।
"গুরুঃ পিতা গুরুর্মাতা গুরুর্দেবো গুরুর্গতিঃ।
শিবে রুষ্টে গুরুস্ত্রাতা গুরৌ রুষ্টে ন কশ্চন ॥
শরীরদঃ পিতা দেবি! জ্ঞানদো গুরুরেব চ।
গুরো র্গুরুতরো নাস্তি সংসারে দুঃখসাগরে ॥" জ্ঞানার্ণবে।
"উৎপাদকব্রহ্মদাত্রো র্গরীয়ান্ ব্রহ্মদঃ পিতা।
তস্মান্ মন্যেত সততং পিতুরপ্যধিকং গুরুম্ ॥ গুরুমাহাত্ম্যে।
অবিদ্বো বা সবিদ্যো বা গুরুরেব চ দৈবতম্।
অমার্গস্থোঽপি মার্গস্থো গুরুরেব সদা গতিঃ ॥" নিগমকল্পদ্রুমে।

(গুরুই সাক্ষাৎ অদ্বিতীয় শিব গুরুই সকল অভীষ্টদাতা। গুরুই পরম তত্ত্ব। সকল জগৎই গুরুময়। গুরুই পিতা, গুরুই মাতা, গুরুই দেবতা, গুরুই গতি। শিব রুষ্ট হইলে গুরু রক্ষা করিতে পারেন, কিন্তু গুরু ক্রুদ্ধ হইলে আর ত্রাণকর্ত্তা নাই। পিতা শরীরদাতা; গুরু জ্ঞানদাতা। এই সংসার-রূপ দুঃখের সমুদ্রে গুরু অপেক্ষায় গুরুতর কেহ নাই। জন্মদাতা ও ব্রহ্মদাতা উভয়েই পিতা; এই উভয়ের মধ্যে ব্রহ্মদাতা পিতাই শ্রেষ্ঠ; অতএব জন্মদাতা পিতা অপেক্ষাও গুরুকে অধিক মনে করিবে। বিদ্বান্‌ই হউক আর মূর্খই হউক গুরু দেবতা। গুরু সৎপথেই থাকুন, আর অসৎপথেই থাকুন তিনি শিষ্যের একমাত্র গতি অর্থাৎ মুক্তির কারণ।)

* বঙ্গদেশে যেমন বংশগত গুরুর প্রভাব, ভারতের অন্য কোন প্রদেশে তেমন দৃষ্ট হয় না। পশ্চিম ভারতের অনেক রাজা মহারাজই গৃহত্যাগী সাধু মহাত্মগণের শিষ্য, তাঁহাদের বংশের গুরু নাই। গৃহস্থ গুরু হইতে মন্ত্র না লইয়া সন্ন্যাসী গুরু হইতে মন্ত্র লইলে কোন অকল্যাণ হইবে এ ধারণাও তদ্দেশে নাই।

ইহাই তন্ত্রাচারে গুরু ও শিষ্যের সম্পর্ক। তন্ত্রে গুরুকে দেবতার সহিত ভেদ করা হইয়াছে,—

"গুরৌ মানুষবুদ্ধিস্তু মন্ত্রে চাক্ষরবুদ্ধিকম্।
প্রতিমাসু শিলাবুদ্ধিং কুর্ব্বাণো নরকং ব্রজেৎ ॥" জ্ঞানার্ণবে।
"গুরুং ন মর্ত্ত্যং বুধ্যেত যদি বুধ্যেত তস্য তু।
ন কদাচিৎ ভবেৎ সিদ্ধি র্ন মন্ত্রৈ র্নৈব পূজনৈঃ ॥" নিত্যানন্দে।
"গুরুরেকঃ শিবঃ সাক্ষাৎ"—ইত্যাদি মুণ্ডমালাতন্ত্রে।

(গুরুতে মানুষবুদ্ধি, মন্ত্রে অক্ষরবুদ্ধি ও প্রতিমাতে শিলাবুদ্ধি করিলে নরকগামী হয়। গুরুকে মনুষ্য মনে করিবে না; যদি তাহাকে মানুষ ধারণা করে, তাহা হইলে মন্ত্র ও পূজায় সিদ্ধি লাভ হয় না। গুরুই সাক্ষাৎ শিব।)

গুরুকেই ইষ্টদেব জ্ঞানে ধ্যান করিবে, ইহাই তন্ত্রের আদেশ—

"গুরো র্মূর্ত্তেঃ সদা ধ্যানং গুরোস্তত্ত্বং সদা জপেৎ।"
বিশ্বসারতন্ত্রীয় গুরুগীতা ॥

"শ্রীগুরোশ্চরণাম্ভোজং ধ্যায়েদ্ যশ্চ সদৈবকম্।
ভুক্তয়ে মুক্তয়ে বীর নান্যো ভক্ত স্ততোঽধিকঃ ॥" যোগিনীতন্ত্রে ॥

(সর্ব্বদা গুরুমূর্ত্তির ধ্যান করিবে ও গুরুতত্ত্বের জপ করিবে। হে বীরসাধক! যিনি ভোগ ও মুক্তির জন্য গুরুর চরণ-কমল সর্ব্বদা ধ্যান করেন, তাঁহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠভক্ত আর কেহই নাই।)

গুরুকে রীতিমত পূজা করিবার বিধান রহিয়াছে—

"গুরুপূজাং বিনা দেবি ইষ্টপূজাং করোতি য।
মন্ত্রস্য তস্য তেজাংসি হরতে ভৈরবঃ স্বয়ম্ ॥" মুণ্ডমালাতন্ত্রে।
"ত্রিসন্ধ্যং পূজয়েদ্ যস্তু গন্ধপুষ্পৈর্জগদ্‌গুরুম্।
তস্য কিং মন্ত্রপূজাদি বিধানৈ র্নাস্য জাপকৈঃ ॥" গুরুতন্ত্রে।

(হে দেবি! গুরুপূজা না করিয়া যে ব্যক্তি ইষ্টদেবতার পূজা করে, স্বয়ং ভৈরব তাহার মন্ত্রের তেজ হরণ করেন। যে ব্যক্তি ত্রিসন্ধ্যা গন্ধপুষ্পদ্বারা গুরুর পূজা করে তাহার আর জপমন্ত্র পূজাদির প্রয়োজন কি? অর্থাৎ তাহার আর কিছুরই আবশ্যক নাই।)

ইহাই তন্ত্রাচারের দীক্ষা। দীক্ষা বলিতে এত বড় ব্যাপার বুঝিতে হয়।

বেদ, স্মৃতিসংহিতা, সুপ্রাচীন মহাভারত ও রামায়ণেও দীক্ষার কথাও নাই। সুতরাং জানা যাইতেছে যে, প্রাচীন কালে হিন্দু জাতির মধ্যে এরূপ দীক্ষা

ব্যাপার ছিল না। বেদ প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্রে দীক্ষা স্থানীয় উপনয়ন সংস্কার অর্থাৎ গায়ত্রীশিক্ষার বিধি আছে। ইহা অদ্যাপি হিন্দুসমাজে বর্ত্তমান; এবং ইহা একমাত্র দ্বিজাতিগণের জন্য। শূদ্রেরা ইহার অধিকারী নহে। উপনয়নের একটি বিহিত বয়স আছে। ঐ নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উপবীত না হইলে, প্রায়শ্চিত্ত করিয়া উপনয়ন গ্রহণ করিলে সাবিত্রী-শিক্ষা-লাভের-যোগ্য হয়।

উপনয়নপ্রদানকারী আচার্য্য বা গুরু এবং উপনয়নগ্রহণকারী মাণবক, ব্রহ্মচারী বা শিষ্য। গুরু গায়ত্রী বা সাবিত্রী উপদেশ কালে শিষ্যকে উচ্চারণ সহ শিক্ষা দিয়া থাকেন। তান্ত্রিক দীক্ষার ন্যায় এই বৈদিক সাবিত্রী কানে কানে বলিয়া দিবার রীতি নাই। কিংবা এই গায়ত্রী শূদ্র ব্যতীত দ্বিজাতির নিকট প্রকাশ করা নিষিদ্ধ নহে। এই উপনয়ন-সংস্কারকে বৈদিক দীক্ষা বলা যাইতে পারে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি তন্ত্রোক্ত গুরু-শিষ্যের সম্বন্ধ বৈদিকাচারের গুরু-শিষ্যের সম্বন্ধ হইতে বিভিন্ন। এই উপনয়নের গুরু ঈশ্বর বা দেবতা নহেন, মনুষ্য। ইনি পিতামাতার ন্যায় পূজনীয়। ইনি সম্বৎসরের মধ্যে শিষ্য-গৃহে একবার আসিলে শিষ্য তাঁহাকে মধুপর্ক ও প্রণামী দিয়া অভ্যর্থনা করিবে; কিন্তু একবারের অধিক আসিলে তাঁহাকে কেবল মধুপর্ক দিয়া অভ্যর্থনা করিবে। এই গুরুর মৃত্যুতে শিষ্যের তিন দিন অশৌচ হয়। ইহাই বেদ ও স্মৃতিশাস্ত্র-সম্মত সনাতন আচার। কিন্তু তান্ত্রিক গুরুর মৃত্যুতে অশৌচ নাই; যেহেতু তন্ত্রমতে গুরু নিত্য।

বাল্মীকি-রামায়ণ ও মহাভারত অতি প্রাচীন গ্রন্থ। এই দুইখানি অষ্টাদশ মহাপুরাণ ও উপপুরাণ অপেক্ষাও প্রাচীন। দীক্ষা সম্বন্ধে এই দুই গ্রন্থে কিছু পাওয়া যায় না। কিন্তু রামায়ণের আদিকাণ্ডের অন্তর্গত বালকাণ্ডের অষ্টম সর্গের চব্বিশ শ্লোকে দীক্ষা শব্দ আছে—

"উবাচ দীক্ষাং বিশত যক্ষ্যেঽহং সুতকারণাৎ।
তাসাং তেনাতিকান্তেন বচনেন সুবর্চসাম্॥"

(দশরথ তাঁহার মহিষীগণকে বলিলেন—পুত্রের নিমিত্ত যাগ করিব, এই যজ্ঞে দীক্ষিত হও; ইত্যাদি) এখানে এই দীক্ষাশব্দ যজ্ঞদীক্ষার কথা প্রকাশ করিতেছে। এই দীক্ষার অর্থ হইতেছে যজ্ঞে প্রবৃত্তি বা নিযুক্তি। তান্ত্রিক দীক্ষার সহিত ইহার কোন সম্বন্ধ নাই। বেদ, স্মৃতিসংহিতা, রামায়ণ এবং মহাভারতে তন্ত্র সম্বন্ধীয় কোন কথার উল্লেখ দেখা যায় না।

তন্ত্রের রীতিতে দীক্ষা বা মন্ত্র দিবার কথা কোন কোন মহাপুরাণে

উল্লেখ আছে। সেখানে মন্ত্রের শুদ্ধি সম্বন্ধীয় কোন কথা নাই। তন্ত্রোক্ত বীজও কোন কোন মহাপুরাণে দেখা যায়। কিন্তু ঐ বীজ-মন্ত্রের দীক্ষার কথা পাওয়া যায় না। সেখানে ঐ বীজমন্ত্রগুলি কেবল দেবী-দেবীর পূজার জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। পদ্মপুরাণ পাতালখণ্ডে ৫১ অধ্যায়ে বিষ্ণু-মন্ত্রগ্রহণের কথা আছে, তাহাতে মন্ত্রটি যে কাণে কাণে দিতে হইবে, ইহাও বলা হইয়াছে। কিন্তু ঐ মন্ত্রে তন্ত্রের বীজ নাই। আর সেখানে গুরুকে ইষ্টদেবতার সহিত অভেদ করে নাই।

এখন কথা হইতেছে যে, যদি প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্রে দীক্ষা ছিল না, তবে ইহা কোথা হইতে আসিল এবং কি করিয়া কোন্ সময়েই বা হিন্দুসমাজে প্রবেশ করিল? ইহা স্থির করিতে হইলে ইতিহাসের আশ্রয় গ্রহণ ব্যতীত গত্যন্তর নাই। বেদ স্মৃতিসংহিতা রামায়ণ ও মহাভারতের সময় এরূপ দীক্ষা ব্যাপার ছিল না। সুতরাং মহাভারতের পর কোনও সময় এই দীক্ষা হিন্দু-সমাজে প্রবেশ লাভ করিয়াছে, ইহা সুনিশ্চিত। পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি যে, পদ্মপুরাণে দীক্ষা দিবার কথা বলিয়াছে। অতএব ঐ পদ্মপুরাণের সময়ে বা তাহার অনতি-কাল পূর্ব্বে দীক্ষা হিন্দুসমাজে অল্পবিস্তর স্থানলাভ করিয়াছে। বৌদ্ধগ্রন্থ আলোচনায় আমরা দেখিতে পাই যে বৌদ্ধদের মধ্যে কাণে মন্ত্র লওয়া বা দীক্ষা গ্রহণ ছিল। বৌদ্ধেরা গুরুকে ভজন করিত। গুরুই তাহাদের একমাত্র উপাস্য এবং শান্তির কারণ। এই জন্য বৌদ্ধদিগকে 'গুভাজু' বলে; আর বৌদ্ধেরা হিন্দুদিগকে 'দেবভাজু' বলে। অর্থাৎ হিন্দুরা গুরুর উপাসনা না করিয়া দেবতার উপাসনা করে এবং দেবতাই তাহাদের ইষ্টসিদ্ধি ও মুক্তির কারণ। হিন্দুধর্ম্ম ও বৌদ্ধধর্ম্মের প্রধান প্রভেদ এই যে, হিন্দুরা দেবভজনকারী, আর বৌদ্ধেরা গুরুভজনকারী। মন্ত্রদাতা গুরুই বৌদ্ধদের ইহকাল ও পরকাল। তন্ত্রোক্ত দীক্ষামন্ত্র দেবদেবীসম্পর্কীয় হইলেও, তন্ত্রমতে গুরু ভিন্ন গতি নাই। ইহা হইতে দেখা যাইতেছে যে, তন্ত্রের মতে আর বৌদ্ধধর্ম্মের মতে বেশ মিল রহিয়াছে, বিশেষ কিছু প্রভেদ নাই।

বৌদ্ধদিগের গ্রন্থে দেখা যায় যে, বুদ্ধদেবের মৃত্যুর প্রায় একশত বৎসর পরে বৌদ্ধসঙ্ঘের মধ্যে ঘোরতর গোলযোগ উপস্থিত হয়। তাহার ফলে বৌদ্ধদিগের মধ্যে দুইদল হয়। ক্রমশঃ ঐ দুইদল হইতে মন্ত্রযান, বজ্রযান, সহজযান, কালচক্র-যান প্রভৃতি নানা যানের উৎপত্তি হয়।

সম্ভবতঃ এই সকল যানের মধ্যে তন্ত্রের প্রথম বিকাশ হয়। সহজযানদিগের

মত আলোচনা করিলে উহা যে তন্ত্রের আদিভূমি তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম্, এ ; সি, আই, ই মহাশয় তাঁহার "বৌদ্ধধর্ম্মে" বলিয়াছেন—"সহজপন্থীর শাস্ত্র স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দিতেছে, যে যদি তোমার বোধলাভের ইচ্ছা থাকে, তবে পঞ্চকাম উপভোগ কর।" হইতেই বৌদ্ধদিগের তন্ত্রের সৃষ্টি। বৌদ্ধদিগের অনেক তন্ত্রগ্রন্থ আছে। বৌদ্ধধর্ম্মের সহিত হিন্দুধর্ম্মের সংঘর্ষের ফলে বৌদ্ধদিগের তন্ত্র হিন্দুধর্ম্মের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। হিন্দুরা ঐ তন্ত্রকে নিজের মত করিয়া লইয়াছে। পদ্মপুরাণে যে দীক্ষার কথা আছে, সম্ভবতঃ বৌদ্ধপ্রভাবকালে ঐ অংশ ঐ পুরাণে যোজিত হইয়াছে। কাহারও মতে ঐ পুরাণ ঐ সময়েরই রচনা। তাহা হইলে বলা যাইতে পারে যে ঐ দীক্ষাপ্রণালী বৌদ্ধদিগের দেখাদেখি হিন্দুরা সুবিধা বুঝিয়া গ্রহণ করিয়াছে। যাহাই হউক মহাভারতের পরে কাণে মন্ত্র দেওয়ার রীতি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। তান্ত্রিক বীজমন্ত্র গ্রহণ, ইহা সম্পূর্ণ বৌদ্ধ প্রভাবের ফল। এইজন্য শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার "বৌদ্ধধর্ম্মে" বলিয়াছেন, "বাঙ্গালীদের মধ্যে যে তন্ত্রশাস্ত্র চলিতেছে তাহাতে বৌদ্ধধর্ম্মের গন্ধ ভর ভর করে।" একথা খুব সত্য ; কেননা তন্ত্রের শক্তি লইয়া পূজা, সহজযানের 'যুগনদ্ধ' ভাব হইতে আসিয়াছে। আর তন্ত্রের গুরুর সহিত দেবতার অভেদজ্ঞান ও গুরুপূজা এই দুইটি বৌদ্ধপ্রভাবের প্রকৃষ্ট প্রমাণ। সুতরাং বেশ দেখা যাইতেছে যে হিন্দুদিগের তন্ত্রের মূল ভিত্তি বৌদ্ধধর্ম্ম। অতএব বৌদ্ধধর্ম্ম এদেশ হইতে দূরীভূত হইলেও হিন্দুধর্ম্মের মধ্যে তাহার যে জড় বা বীজ রাখিয়া গিয়াছিল, তাহা কালক্রমে হিন্দুতন্ত্র নামে প্রকাণ্ড বৃক্ষে পরিণত হইয়াছে। এই বৃক্ষের প্রাণ যাহাই থাকুক, এখন ইহার ত্বক্ বেমালুম হিন্দুত্ব ছাঁচে ঢালিয়া লওয়া হইয়াছে। বাহির হইতে এই তন্ত্রকে হিন্দুধর্ম্ম ব্যতীত আর কিছু বলিবার উপায় নাই। সুতরাং হিন্দুরা অজ্ঞাতভাবে বৌদ্ধধর্ম্মের তন্ত্রাচার মানিয়া আসিতেছে।

উপস্থিত হিন্দুদিগের মধ্যে যে তান্ত্রিক দীক্ষা বা তান্ত্রিক সন্ধ্যা চলিতেছে, ইহাই হিন্দুধর্ম্মের উপর বৌদ্ধধর্ম্মের অক্ষুণ্ণ প্রভাব। প্রকৃত প্রস্তাবে তন্ত্র বৌদ্ধধর্ম্মের অঙ্গ, ইহা সনাতন হিন্দুধর্ম্ম নয়।

শ্রীগণপতি সরকার বিদ্যারত্ন।

প্রেমে বিরহ।

চাতক ধায়রে হায় নব বারি পিয়াসায়
তৃষায় আকুল কণ্ঠে মেঘরাজ পাশে,
কতই কাতর স্বরে ডাকয়ে জলদবরে
সুদূর গগনে পশি বারিপান আশে। ১।
যদি রে অপর জলে এ বিশ্ব সংসার তলে
প্রবল পিপাসা তার যাইত মিটিয়া,
তবে কি সে মেঘরাজে শঙ্কা ভয় ত্যজি লাজে
ডাকিত আকুল প্রাণে আঁখি নীরে তিতিয়া ? ২।
সুপেয় শীতল নীরে তৃষ্ণা যদি যেত দূরে—
আছে ত পৃথিবী মাঝে মান-সরোবর,
বিমল সলিলে যার মন্দাকিনী মানে হার ;
কভু কি সে তার আশে হয় অগ্রসর ? ৩।
সদাই স্ফটিক জল নিরখিয়ে মেঘদল
যাচিতেছে সকাতরে আকাশেতে পশিয়া ;
যাচিলে মানীর কাছে বিফলে না ক্ষতি আছে
তাই বারে বারে যাচে বুঝেও না বুঝিয়া। ৪।
কভু কিরে পিকবঁধু ত্যজয়ে আপন বধূ
ঋতুরাজ প্রিয়া হেরে কুরূপা বলিয়া ?
আদরে আনন্দে তারে কতই সোহাগ ভরে
ভুলি অন্য রূপতৃষা মধুর হাসিয়া। ৫।
পর্ব্বত-শিখরে শিখী নভে নবঘন দেখি
বিহরে উন্মত্ত প্রাণে সুখস্রোতে ভাসিয়া,
মধুর নিনাদ ভরে কলাপ বিস্তার করে
নাচয়ে প্রফুল্ল হৃদে প্রেমানন্দে মাতিয়া। ৬।
হেরি নভে দিনমণি বিকসয়ে কমলিনী,
ফুল্ল সৌদামিনী যেন প্রাণ কান্তে হেরিয়া,
বিমল প্রেমের টানে হাসয়ে সরস প্রাণে
পরশন নাহি চায় আবেশেতে ভরিয়া। ৭।
মধুর বিধুর করে কুমুদিনী সরোবরে
হাসয়ে পুলক ভরে চাঁদনী-নিশায়,
দুখের দিবসে হায়, কভু নাহি ফিরে চায়
নিশাগমে নিশানাথে পাইবে আশায়। ৮।
অমিয় প্রেমের ডোরে বদ্ধ যারা এ সংসারে
ক্ষণিক বিরহ বশে আকুল কি হয় ?
প্রেমের বিচ্ছেদ বিনা প্রেম যে রে সুখহীনা,
তাই সারাদিন চাঁদ হয় না উদয়। ৯। শ্রীবিধুভূষণ সরকার

কায়স্থ-পঞ্জি।

আনন্দজ্ঞাপন।—বিলাতে Central Asian Society (মধ্য-এসিয়ার তত্ত্বানুসন্ধান-সমিতি) নামে একটী অতি সম্ভ্রান্ত সমিতি আছে। ইংলণ্ডের খ্যাতনামা সুধীবর্গ তাহার সভ্য। গত জুলাই মাসে বঙ্গের গভর্ণর লর্ড রোনাল্ডসে বাহাদুরের প্রস্তাবে রায়সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু বর্ম্ম প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব সিদ্ধান্তবারিধি, তত্ত্ব-চিন্তামণি, শব্দরত্নাকর, এম্ আর এ এস্ মহোদয় উক্ত সমিতির সভ্য মনোনীত হইয়াছেন। কায়স্থ-সভার সম্পাদক জ্ঞানমহার্ণব নগেন্দ্রনাথের সম্মানে কায়স্থসভা গৌরবান্বিত হইয়াছেন।

উপনয়ন।—অনরেবল রায় শ্রীনাথ রায় বর্ম্ম বাহাদুরের উদ্যোগে ঢাকা নগরে নিম্নোক্ত কায়স্থগণ উপনয়ন গ্রহণ করিয়াছেন। ২৪শে শ্রাবণ—গবর্ণমেণ্ট উকিল রায় শশাঙ্ককুমার ঘোষ বাহাদুরের পুত্র (১) শ্রীশিশিরকুমার ঘোষ (২) শ্রীবিমলকুমার ঘোষ (পাওলদিয়া)। ২৬শে শ্রাবণ—শ্রীহরিনারায়ণ রায় (৭৮ বর্ষ) ২। শ্রীযদুনাথ রায় ৩। সতীনাথ রায় ৪। দেবেন্দ্রনাথ রায় ৫। জানকীনাথ রায় ৬। রাধানাথ রায় ৭। নগেন্দ্রনাথ রায় ৮। ধীরেন্দ্রনাথ রায় ৯। সমরেন্দ্রনাথ রায় ১০। হেমচন্দ্র রায়—সাং নবরায়ের গলি ঢাকা ১১। জ্যোতিষচন্দ্র দত্ত সাং খানখানাপুর ১২। হেমেন্দ্রচন্দ্র হোড় ১৩। ভূপেন্দ্রচন্দ্র হোড় সাং দোকাছি বিক্রমপুর।

বিনাপণে বিবাহ।—বাগুটীয়ার ঘোষবংশীয় ৩৯।১ মদন বড়াল লেন নিবাসী শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রলাল ঘোষের জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীমান মনীন্দ্রনাথের সহিত ৮৯।২ মস্‌জীদবাড়ী ষ্ট্রীট নিবাসী উকীল শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়ের জ্যেষ্ঠাকন্যা শ্রীমতী কমলার। দ্বাদশবর্ষীয়া কমলা গৃহকার্য্যে মাতার দক্ষিণহস্ত, সুলক্ষণা, বুদ্ধিমতী, ব্রাহ্মবালিকাবিদ্যালয়ের পঞ্চমশ্রেণীর বার্ষিক পরীক্ষায় প্রথম হইয়া স্বর্ণ ও রৌপ্যপদক পাইয়াছে। মহেন্দ্রবাবু কোনরূপে অর্থগ্রহণ না করিয়া এই গুণবতী নিরাভরণা কমলার সহিত তাঁহার যোগ্য সুশ্রী পুত্রের বিবাহ দিয়াছেন, পরন্তু নিজে প্রায় ৩ হাজার টাকা ব্যয় করিয়াছেন। মহেন্দ্রবাবুর এই সদ্দৃষ্টান্তের প্রতি আমরা কায়স্থ সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। সংবাদদাতা শ্রীযুক্ত অধরচন্দ্র বসু মহাশয় এ বিষয়ে যে যুক্তিপূর্ণ সুদীর্ঘ পত্র লিখিয়াছেন স্থানাভাবে তাহা প্রকাশ করা হইল না।

বঙ্গদেশীয় কায়স্থসভা।

অষ্টাদশ বার্ষিক কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির ষোড়শ অধিবেশন

২৮শে জ্যৈষ্ঠ ১৩২৭, শুক্রবার অপরাহ্ণ ৬॥ টা,

কুমার মন্মথনাথ মিত্র বাহাদুরের ভবন,

৩৪নং শ্যামপুকুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

উপস্থিত—

শ্রীযুক্ত কুমার মন্মথনাথ মিত্র বাহাদুর (সভাপতি)।

" রায় বিনোদবিহারী বসু। ৯। শ্রীযুক্ত অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক।

" দয়ালচন্দ্র বসু। ১০। " নিবারণচন্দ্র দত্ত।

" মন্মথমোহন বসুবর্ম্মা। ১১। " নগেন্দ্রনাথ বসুবর্ম্মা (সম্পাদক)।

" হীরালাল মিত্রবর্ম্মা।

" বাসন্তীচরণ সিংহবর্ম্মা। ১২। " মাখনলাল ধরবর্ম্মা (প্রচারক)।

" নীতীশচন্দ্র ঘোষবর্ম্মা।

" সরলচন্দ্র ঘোষবর্ম্মা ১৩। " কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষবর্ম্মা } সাধারণ সভ্য

(অগ্নিহোত্রী) ১৪। " গিরিশচন্দ্র বসুবর্ম্মা }

রায় বাহাদুর বিশ্বম্ভর রায় মহাশয় এবং শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন সরকার বর্ম্মা মহাশয় সভায় উপস্থিত হইতে না পারায় দুঃখ প্রকাশ করিয়া পত্র লিখিয়াছেন।

১ম প্রস্তাব। গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পঠিত হইলে উহা গৃহীত হইল।

২য় প্রস্তাব। গত ১৩২৬ সালের ১লা বৈশাখ হইতে ১৩২৭সালের ১৫ই জ্যৈষ্ঠ পর্য্যন্তের বাৎসরিক পরীক্ষিত হিসাব পঠিত হইলে উহা গৃহীত হইল। নগেন্দ্রবাবু জানাইলেন অন্যতম আয়ব্যয়পরীক্ষক শ্রীযুক্ত জগচ্চন্দ্র পালবর্ম্মা মহাশয়কে অনেকবার অনুরোধ করা সত্ত্বেও তিনি যে পর্য্যন্ত হিসাব পরীক্ষা করিয়াছিলেন তৎপরে আর তাঁহার হিসাব পরীক্ষা করার সুবিধা হয় নাই, একারণ আলোচ্য হিসাবে মাত্র একজন আয়ব্যয়পরীক্ষকের দস্তখত আছে।

৩য় প্রস্তাব। আগামী বার্ষিক অধিবেশনের প্রস্তাবাবলীর খসড়া—

আলোচনা অন্তে স্থির হইল যে গৃহীত প্রস্তাবাবলীর খসড়া মুদ্রিত করিয়া আগামী বার্ষিক অধিবেশনে বিষয়-নির্ব্বাচন সমিতিতে উপস্থাপিত করা হইবে।

৪র্থ প্রস্তাব। ১৩২৭ সালের কর্ম্মচারী সম্বন্ধে পরামর্শ—আলোচনা অন্তে কর্ম্মচারিগণের নামের তালিকা যেরূপ স্থিরীকৃত হইল তাহার খসড়া উপদেশ (Recommendation) স্বরূপ আগামী বার্ষিক অধিবেশনে বিষয়নির্ব্বাচন সমিতিতে উপস্থাপিত করা হইবে।

৫ম প্রস্তাব। বিবিধ :—

(ক) বিগত ২৬শে বৈশাখের চতুর্দ্দশ অধিবেশনে "সারদাচরণ আর্য্যবিদ্যালয়" সম্বন্ধে যে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল তদনুসারে শ্রীযুক্ত অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক, সূর্য্য কান্তি ঘোষ ও কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয়গণ যে মন্তব্য লিখিয়া পাঠাইয়াছেন, নগেন্দ্র বাবু তাহা পাঠ করিলেন যথা :—

"ইং ১৯১৫।২৭শে নভেম্বরের দানপত্রের (Grant এর) মর্ম্মমত ঐ বিদ্যালয় বঙ্গদেশীয় কায়স্থসভার তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হইয়া আসিতেছে বলিয়া বোধ হইল না। হিসাব পত্র কখনও পরীক্ষা (audit) করান হয় নাই। বিদ্যালয়-কমিটীতেও উহা মঞ্জুরার্থ কখনও উপস্থাপিত করা হয় নাই। সভার কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতিতেও বিচারার্থ প্রেরিত হয় নাই। আয়ব্যয়ের কোন বজেট মঞ্জুর করান হয় নাই। স্কুলের আয়ব্যয়ের সমতা আছে বটে, কিন্তু আবশ্যকীয় আসবাবপত্রে খরচ না করিয়া বিনা অনুমতিতে (Sanction এ) বোর্ডিংয়ের কার্য্যেব্যয় করা হইয়াছে। আয় অপেক্ষা ব্যয় বেশী। দেখা যায় গত বর্ষে স্কুল বিল হইতে ৫০০৲ টাকা বোর্ডিংয়ের তহবিলে দেওয়া হইয়াছে। উক্ত দানপত্র কোন নিয়মে ওরূপ করার অধিকার কাহারও নাই। এরূপ গুরুতর বিষয় সম্বন্ধে বিদ্যালয়কমিটী এবং সভার কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতি হইতে মঞ্জুরী লওয়া হয় নাই। বৃত্তির (scholarship এর) খরচ স্কুলের আয়ের অনুপাতে অধিক মনে হয়।

এ অবস্থায় পুরস্কার (prize) বিতরণের টাকার অভাব (deficit) তাহা কায়স্থসভা হইতে দিবার কোন সঙ্গত কারণ দেখি না।"

এ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা অন্তে স্থির হইল যে, গত ৪ঠা মাঘের একাদশ অধিবেশনে এই বিদ্যালয় সম্বন্ধে যে মন্তব্য গৃহীত হইয়াছিল তাহা পরিবর্তন করার কোন কারণ নাই।

(খ) নগেন্দ্র বাবু জানাইলেন যে, ত্রিপুরা জেলার ব্রাহ্মণবেড়িয়ার

সভার সভ্য কৈলাসচন্দ্র দেব মহাশয় পরলোক গমন করিয়াছেন, সকলে এসংবাদে দুঃখ প্রকাশ করিলেন।

(গ) নূতন সভ্য নির্ব্বাচন। শ্রীযুক্ত মাখনলাল ধর বর্ম্মার প্রস্তাবে এবং নগেন্দ্র বাবুর সমর্থনে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ সভার সভ্য নির্ব্বাচিত হন :—

শ্রীযুক্ত সূর্য্যকুমার গুহ বর্ম্মা ঠাকুরতা এম্ এ, বি এল, উকীল হাইকোর্ট ৭৪ নং লেনস্‌ডাউন রোড, কলিকাতা।
” প্রমোদরঞ্জন রায় চৌধুরী, জমিদার আঠারবাড়ী ময়মনসিংহ।
” লালমোহন গুহ ডেপুটী সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট, সালধ পোঃ ঘড়িশার (ফরিদপুর)
” রাসবিহারী মিত্র, ডেঃ ম্যাজিষ্ট্রেট সালধ পোঃ ঘরিশার ফরিদপুর।
” কালীপ্রসন্ন ঘোষ উকীল, কমলপুর, (ফরিদপুর)।
” নলিনীভূষণ গুহ, চাওচা (ফরিদপুর), হাং সাং ৫৭।১নং চেৎলা ২৪পঃ।
” চন্দ্রকান্ত বসু, সমাজ ইশিবপুর (ফরিদপুর) হাং সাং চেৎলা ব্রীজরোড।
” ক্ষেত্রগোপাল সরকার বর্ম্মা বি এল, ফরিদপুর।
” বিজয়গোপাল সরকার বর্ম্মা ঐ।
” নন্দগোপাল সরকার বর্ম্মা ঐ।
” বিরাজমোহন দাস, ব্রাহ্মন্দী, (ফরিদপুর)। হাং সাং ২।১ কার্ত্তিক
” রজনীকান্ত নাগ এঃ ষ্টেশন মাষ্টার (পোড়াদহ, নদীয়া)।
” নগেন্দ্রকুমার বসু ঠাকুর, মালখানগর (ঢাকা)।
” রসিকলাল গুহ, লক্ষ্মীপুর, (ফরিদপুর)। হাং সাং জয়পুরহাট (বগুড়া)।
” রসিকলাল বসু, পুলিস ইন্‌স্পেক্টার চতুল, পোঃ বোয়ালমারী, ফরিদপুর।
” চন্দ্রমোহন বসু মজুমদার, জমিদার, কাইচাল (ফরিদপুর) হাং সাং তেজপুর।
” রাসবিহারী দাস, তেজপুর, (আসাম)।
” পূর্ণচন্দ্র সোম বর্ম্মা, পেস্কার, সবডিভিযন্যাল অফিসার, মাদারিপুর, (ফরিদপুর)।
” হেমন্তকুমার দাসবর্ম্মা, চণ্ডাদাসদী, ভাঙ্গা, ফরিদপুর।

২০। শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র দাসবর্ম্মা, চণ্ডীদাসদী, ভাঙ্গা, ফরিদপুর।
২১। „ রসিকলাল দাস, চণ্ডীদাসদী, ভাঙ্গা ফরিদপুর।
২২। „ রাসবিহারী দাস বর্ম্মা, মাণিকদী, ভাঙ্গা ফরিদপুর।
২৩। „ শ্রীশচন্দ্র মিত্রবর্ম্মা, দোলকুণ্ডী পোঃ হাট শিরুয়াইল, (ফরিদপুর), হাং সাং বাউফল (বরিশাল)।
২৪। „ রেবতীমোহন দেববর্ম্মা, দোলকুণ্ডী, (ফরিদপুর), হাং সাং দম্‌দমা, পোঃ পাঁচবিবি (বগুড়া)।
২৫। „ কামিনীকুমার ঘোষবর্ম্মা, চণ্ডাদাসদী, ভাঙ্গা (ফরিদপুর)।
২৬। „ অম্বিকাচরণ ভদ্রবর্ম্মা, কাগদী, পোঃ খান্দারপাড়, (ফরিদপুর)।
২৭। „ শ্রীশচন্দ্র কর, রাঘদী, (ফরিদপুর)।
২৮। „ অক্ষয়কুমার দেব, আলেপুর, পোঃ উমেদপুর, (ফরিদপুর)।
২৯। „ গোপালচন্দ্র দাসবর্ম্মা, শানেরপাড় পোঃ রাজৈর, (ফরিদপুর)।
৩০। „ বেনোয়ারী লাল বসু, নায়েব, পাঁচচর তাজহাট রাজকাছারী, পোঃ পাঁচচর, (ফরিদপুর)।
৩১। „ নিবারণচন্দ্র ঘোষ, উকীল ভাঙ্গা, (ফরিদপুর)।
৩২। „ রাজকুমার দত্তবর্ম্মা, মাণিকদী পোঃ ভাঙ্গা, (ফরিদপুর)।
৩৩। „ মথুরানাথ মজুমদার দেববর্ম্মা গৈনডুবি, পোঃ মাণিকদহ (ফরিদপুর)।
৩৪। „ গঙ্গাচরণ কর বি এল্, ভাঙ্গা, (ফরিদপুর)।
৩৫। „ মহেন্দ্রনাথ দত্তবর্ম্মা, মাণিকদী, ভাঙ্গা (ফরিদপুর)।
৩৬। „ জ্ঞানদাচরণ মজুমদার, জিয়াগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ হাং সাং গোদাগারী পোঃ (রাজসাহি)।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া রাত্র ৮॥ টার সময় সভাভঙ্গ হয়।

স্বাক্ষর
শ্রীপ্রেমানন্দ সিংহ
সহঃ সম্পাদক।

স্বাক্ষর
শ্রীমণীন্দ্রচন্দ্র সিংহ
সভাপতি।
১৩।৩।২৭।

বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভা।

ঊনবিংশ বার্ষিক কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির প্রথম অধিবেশন।

১৩ই আষাঢ় ১৩২৭ সাল, রবিবার অপরাহ্ণ ৬॥০ টা

কুমার মন্মথনাথ মিত্র বাহাদুরের ভবন,
৩৪ নং শ্যামপুকুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

উপস্থিত :—

১। শ্রীযুক্ত কুমার মণীন্দ্রচন্দ্র সিংহ (সভাপতি)।
২। „ „ মন্মথনাথ মিত্র বাহাদুর
৩। „ „ শরদিন্দুনারায়ণ রায়
৪। „ রায় বিনোদবিহারী বসু।
৫। „ মহেন্দ্রচন্দ্র রায়বর্ম্মা তত্ত্বনিধি
৬। „ দয়াল চন্দ্র বসু।
৭। „ সরলচন্দ্র ঘোষ অগ্নিহোত্রী।
৮। „ অমৃতলাল সিংহবর্ম্মা।
৯। „ নগেন্দ্রনাথ বসুবর্ম্মা প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব।
১০। „ মৃণালকান্তি ঘোষবর্ম্মা।
১১। „ গিরিশচন্দ্র বসুবর্ম্মা বিদ্যালঙ্কার।
১২। „ নিবারণচন্দ্র দত্ত।
১৩। „ সুরেশচন্দ্র গুহ।
১৪। „ রসিকলাল দেববর্ম্মা।
১৫। „ সতীশচন্দ্র ঘোষ।
১৬। শ্রীযুক্ত চন্দ্রমোহন ঘোষ।
১৭। „ নরেন্দ্রনাথ সিংহ।
১৮। „ বাসন্তীচরণ সিংহ।
১৯। „ মন্মথমোহন বসুবর্ম্মা।
২০। „ ভূপেন্দ্রনাথ বসুবর্ম্মা।
২১। „ বিধুভূষণ সরকার।
২২। „ গণপতি সরকার।
২৩। „ রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ।
২৪। „ রবীন্দ্রনাথ বসু।
২৫। „ অধ্যাপক যদুনাথ সরকার।
২৬। „ আশুতোষ সরকার।
২৭। „ রায় বিশ্বম্ভর রায় বাহাদুর।
২৮। „ মাখনলাল ধরবর্ম্মা (প্রচারক)।
২৯। „ প্রেমানন্দ সিংহ (সহঃ সম্পাদক)।

শ্রীযুক্ত ইন্দ্রনারায়ণ ঘোষ (ভাগলপুর), শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ ঘোষরায় বর্ম্মা (দিনাজপুর রাজবাটী), শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রগোপাল সরকার বর্ম্মা (ফরিদপুর), মহাশয়গণ সভায় উপস্থিত হইতে না পারায় দুঃখ প্রকাশ করিয়া পত্র লিখিয়াছেন।

১ম প্রস্তাব। গত অধিবেশনের কার্য্য বিবরণ—কার্য্য বিবরণ পঠিত হইলে উহা গৃহীত হইল।

২য় প্রস্তাব। সম্পাদক মনোনয়ন সম্বন্ধে রায় বিনোদবিহারী বসু মহাশয়ের পত্র—তিনি লিখিয়াছেন, "গত বার্ষিক অধিবেশনে আমার আপত্তি সত্বেও আমাকে বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভার সম্পাদক নিযুক্ত করা হইয়াছে। শারীরিক অসুস্থতা হেতু আমি এই দায়িত্ব ভার গ্রহণ করিতে সম্পূর্ণ অসমর্থ। এ কারণ সভার কার্য্য পরিচালনার্থে অবিলম্বে অন্য কোন উপযুক্ত ব্যক্তিকে সম্পাদক নিযুক্ত করা আবশ্যক।" পত্র পঠিত হইলে সকলেই বিনোদবাবুকে উহা প্রত্যাহার করিতে বিশেষ ভাবে অনুরোধ করেন, কিন্তু তিনি পদ গ্রহণে বরাবর অসম্মতি প্রকাশ করায় দয়ালবাবু শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়কে সম্পাদক নিযুক্ত করার প্রস্তাব করেন এবং সকলেই উহা সমর্থন করেন। নগেন্দ্রবাবু জানাইলেন—"আমার শারীরিক অবস্থা ভাল নহে, তাহার উপর "কায়স্থ-সমাজ" নামে একটী প্রতিদ্বন্দ্বী সভার সূচনা আজ কয়েক মাস হইতে হইতেছে। উক্ত সমাজের একখানি আমন্ত্রণপত্র জনৈক আমন্ত্রিত ব্যক্তি আমাকে দিয়া গিয়াছেন। এই পত্রে স্বাক্ষরকারিগণের মধ্যে "নগেন্দ্রনাথ বসু" নামে জনৈক কায়স্থের নাম দেখা যায় এবং তাঁহাকে আমার সহিত অভিন্ন মনে করিয়া কয়েক ব্যক্তি সেই পত্রসহ আমার নিকটে উপস্থিত হইয়াছিলেন। (পত্র পঠিত হইল)। এই পত্রের মর্ম্ম হইতে আপনারা বুঝিতে পারিতেছেন যে কায়স্থ-সভাকে ক্ষতিগ্রস্ত করিতে একটি নূতন সভার সূচনা হইতেছে। কায়স্থ সভার এই দুর্দ্দিনে আমার ভগ্ন শরীর দ্বারা বিশেষ কোন কার্য্য হইবার সুবিধা দেখিতেছি না। এ সময় একজন সুদক্ষ ও কর্ম্মঠ সম্পাদকের প্রয়োজন। উপস্থিত সকল সভ্যই নগেন্দ্র বাবুর উক্তির সমর্থন করিয়া তাঁহাকে সর্ব্ব বিষয়ে উপযুক্ত ভাবে সাহায্য করিতে সম্মত হওয়ায় তিনি তাঁহার সদস্যপদ পরিত্যাগ করিয়া সম্পাদক পদ গ্রহণ করেন এবং সদস্যপদে বিনোদ বাবুকে প্রস্তাব করেন। শ্রীযুক্ত গণপতি বিদ্যারত্ন মহাশয় সমর্থন করিলে এই প্রস্তাবটী সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

অতঃপর নগেন্দ্রবাবু জানাইলেন যে গত বার্ষিক অধিবেশনে শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র বসু মহাশয়কে অন্যতম সহযোগী সম্পাদক নির্ব্বাচিত করা হইয়াছিল, কিন্তু এই পদগ্রহণে তিনি অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। গিরিশবাবু তাঁহার স্থলে অমৃতবাজারের শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ বর্ম্মা মহাশয়কে সভার সহযোগী সম্পাদক এবং নগেন্দ্রবাবু শ্রীযুক্ত নিবারণ চন্দ্র চৌধুরী মহাশয়কে সহযোগী পত্রিকা

সম্পাদক নির্ব্বাচন প্রস্তাব করেন। এই প্রস্তাবদ্বয় সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

৩য় প্রস্তাব। কার্য্যালয়ের স্থান—কুমার মন্মথনাথ মিত্র মহাশয় সভার কার্য্যালয় নগেন্দ্রবাবুর বিশ্বকোষ আফিসে স্থানান্তরিত করার প্রস্তাব করেন। সভাপতি কুমার মণীন্দ্রচন্দ্র সিংহ ও কুমার শরদিন্দুনারায়ণ রায় মহাশয় উহা সমর্থন করিলে এই প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

৪র্থ প্রস্তাব। কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতিতে অতিরিক্ত সভ্য গ্রহণ সম্বন্ধে পত্র আলোচনার পর স্থির হইল বিভিন্ন শ্রেণী হইতে নিম্নোক্ত ব্যক্তিগণকে সমিতির অতিরিক্ত সভ্য গ্রহণ করা হউক।

(উ) (১) শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনারায়ণ সিংহ, ৫নং আলিপুর রোড।
(দ) (২) „ রায় বাহাদুর অমৃতলাল রাহা, খুলনা
(দ) (৩) „ কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা ১৪নং গোপীকৃষ্ণ পালের লেন
(ব) (৪) „ প্রমোদরঞ্জন রায় চৌধুরী, জমিদার, আঠারবাড়ী।
(ব) (৫) „ দুর্গাকুমার রায় এম এ, বি এল (নোয়াখালি)
৩নং সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীট, কলিকাতা
(বা) (৬) ডাক্তার সরসীলাল সরকার, সিভিল সার্জ্জন, খুলনা

৫ম প্রস্তাব। প্রচার-সমিতি গঠন। প্রচার-কার্য্য উত্তমরূপে পরিচালন করা আবশ্যক বিবেচিত হওয়ায় সর্ব্বসম্মতিক্রমে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে লইয়া প্রচার সমিতি গঠিত হইল।—

(১) কুমার শরদিন্দু নারায়ণ রায় বর্ম্মা—ভবানীপুর
(২) শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসু বর্ম্মা—শ্যামবাজার
(৩) „ মন্মথমোহন বসু বর্ম্মা—বাগবাজার
(৪) „ সরলচন্দ্র অগ্নিহোত্রী—মাণিকতলা ষ্ট্রীট
(৫) „ গিরিশচন্দ্র বসু বিদ্যালঙ্কার—রবিশাল
(৬) „ মৃণালকান্তি ঘোষ বর্ম্মা—অমৃতবাজার পত্রিকা অফিস
(৭) „ মহেন্দ্রনাথ রায় বর্ম্মা তত্ত্বনিধি—ত্রিপুরা
(৮) „ রায় বিশ্বম্ভর রায়:বাহাদুর—কৃষ্ণনগর
(৯) „ রায় বাহাদুর শ্রীনাথ রায়—ঢাকা
(১০) „ যোগেশচন্দ্র গুহ বর্ম্মা—ফরিদপুর, ভাঙ্গা
(১১) „ চন্দ্রমোহন ঘোষ—ইদিলপুর

প্রচার কার্য্যের সুনির্ব্বাহের জন্য সকল সভ্যের নিকট হইতে উপযুক্ত চাঁদা আদায়ের আবেদন করা স্থির হইল।

অতঃপর কুমার মন্মথনাথ মিত্র বাহাদুর পরবর্ত্তী কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতির অধিবেশনে চিত্রগুপ্তভাণ্ডার সমিতির সভ্যগণের নাম উত্থাপন করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন এবং শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ সিংহ মহাশয় ঐ ভাণ্ডার হইতে যাহারা সাহায্য পান তাঁহাদের নাম (Particulars) জানাইতে অনুরোধ করায় সেই প্রস্তাবও গৃহীত হয়।

৬ষ্ঠ প্রস্তাব। সারদাচরণ-আর্য্য-বিদ্যালয় সম্বন্ধে কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ। স্কুল কমিটীর সভ্য শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু মহাশয় বিদ্যালয় সম্বন্ধে শাখা সমিতির মন্তব্যের প্রতিবাদ করেন। মৃণালবাবু তাহার প্রতিবাদের উত্তর প্রদান করেন। ইহা লইয়া কিঞ্চিৎ বাদানুবাদ হয়। মৃণালবাবু অবশেষে বলেন যে বিদ্যালয়ের আয়-ব্যয় সম্বন্ধে কখনও ম্যানেজিং কমিটীর বা কায়স্থ সভার Sanction লওয়া হইয়াছে বা আয়-ব্যয় Audit করান হইয়াছে স্কুলের কোন রেকর্ডে তাহার কোন প্রমাণ নাই। মন্মথবাবু স্বীকার করেন যে আয় ব্যয় সম্বন্ধে ম্যানেজিং কমিটী দৃষ্টি রাখেন নাই এবং তজ্জন্য যে দোষ হইয়াছে, তাহা কমিটীর দোষ। তবে স্কুলের তহবিল হইতে বোর্ডিংএর জন্য ব্যয় করাতে কোন দোষ হয় নাই, কারণ উহা বোর্ডিংস্কুল। অবশেষে স্কুল পরিচালন সম্বন্ধে কি কর্ত্তব্য তাহা স্থির করার জন্য নিম্নোক্ত সভ্যগণকে লইয়া একটী সবকমিটী গঠিত হয়।

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত
" অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক
" সতীশচন্দ্র ঘোষ
" মৃণালকান্তি ঘোষ
শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু
" নরেন্দ্রনাথ সিংহ
" নিবারণচন্দ্র দত্ত
এবং সভাপতি, সদস্য ও সম্পাদক।

বিবিধ। (ক) কর্ম্মাধ্যক্ষ বিভূতিভূষণ বসু মহাশয়ের কার্য্যত্যাগপত্র পঠিত হইলে পত্রের ভাব শুনিয়া সকলেই সাধুবাদ করিলেন। এ সম্বন্ধে সম্পাদক মহাশয়ের উপর কার্য্য করিবার ভার অর্পিত হইল।

(খ) প্রচারক মাখনলাল ধর বর্ম্মার বেতন বৃদ্ধির প্রার্থনাপত্র পঠিত হইল, সভার তহবিলে টাকা না থাকায় প্রচারের জন্য চাঁদা আদায়ের কথা হয়। শ্রীযুক্ত সরলচন্দ্র অগ্নিহোত্রী মহাশয় বলেন যে সভা হইতে পাথেয় খরচ ব্যতীত মাসিক মাত্র দশ টাকা বৃত্তি মাখনবাবু পাইতেছেন। ভাঙ্গা কায়স্থ সভা হইতে মাসিক ১৫৲ টাকা পাইতেন, তাহাও এখন বন্ধ হইয়াছে। বর্ত্তমান দুর্দ্দিনে কায়স্থ

সভা হইতে তাহাকে মাসিক ৩০৲ টাকা হারে না দিলে তাঁহার চলিতে পারে না। তাহাতে কেহ কেহ বলেন যে ১০৲ টাকা হইতে একেবারে ৩০৲ টাকা করা ঠিক নহে, ২৫৲ টাকা পর্য্যন্ত দেওয়া যায় কি না দেখা উচিত। শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বসু বলেন যে প্রচারসমিতি গঠিত হইয়াছে, এ বিষয়ে প্রচারসমিতির উপরই ভার থাকুক, যেরূপ অবস্থা দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে বর্ত্তমান বর্ষে বিশেষ ভাবে প্রচারকার্য্য পরিচালন করিতে প্রায় ২০০০৲ দুই হাজার টাকা আবশ্যক হইবে। প্রচার-সমিতিই টাকা আদায়ের ব্যবস্থা করিবেন। তখন সরল বাবু বলেন যে মাখন বাবুর এখনই চলিতেছে না, সুতরাং এখনি একটা ব্যবস্থা হওয়া আবশ্যক। শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ সিংহ মহাশয় বলেন, যখন প্রচারক রাখিতেই হইবে, তখন আপাততঃ কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির প্রত্যেক সভ্যের নিকট হইতেই চাঁদা আদায় করা হউক। শ্রীযুক্ত কুমার মন্মথনাথ মিত্র বাহাদুর, শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ সরকার প্রভৃতি এই প্রস্তাব সমর্থন করিলে নিম্নলিখিত প্রতিশ্রুতি পাওয়া যায় ও মাখন বাবুকে প্রচার কার্য্যে রাখা স্থির হয়। অনুপস্থিত কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির সভ্যগণের নিকট হইতে চাঁদা আদায়ের ব্যবস্থা করিতে সম্পাদকের উপর ভার অর্পিত হয়।

প্রচারভাণ্ডারে বার্ষিক দান—

১।	কুমার মণীন্দ্রচন্দ্র সিংহ বাহাদুর—	২৫৲
২।	" মন্মথনাথ মিত্র বাহাদুর—	২৫৲
৩।	রায় বাহাদুর বিশ্বম্ভর রায়—	২৫৲
৪।	শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ সরকার—	২৫৲
৫।	" গণপতি বিদ্যারত্ন—	৫৲
৬।	" চন্দ্রমোহন ঘোষ—	৫৲
৭।	" দয়ালচন্দ্র বসু—	১২৲
৮।	" বাসন্তীচরণ সিংহ—	১০৲
		১৩২৲

প্রচারভাণ্ডারে এককালীন দান—

১।	রায় বিনোদবিহারী বসু—	২৫৲
২।	শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যা মহার্ণব—	২৫৲
৩।	" আশুতোষ সরকার—	১০৲
৪।	অধ্যাপক সতীশচন্দ্র ঘোষ—	৫৲

৫।	অধ্যাপক যদুনাথ সরকার—	১০৲
৬।	শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র দত্ত—	১২৲
৭।	„ মহেন্দ্রনাথ রায় বর্ম্মা—	২৫৲
৮।	„ নরেন্দ্রনাথ সিংহ—	১২৲
৯।	„ রবীন্দ্রনাথ বসু—	৫৲
১০।	„ রাজেন্দ্রকুমার ঘোষ—	৫৲
		১৩৪৲

(গ) সভ্যনির্ব্বাচন—

প্রস্তাবক শ্রীযুক্ত রঞ্জনবিলাস রায় চৌধুরী সমর্থক শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ বর্ম্মা

(১) শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ঘোষ উকীল—১৯ নং ষষ্ঠীতলা রোড, খিদিরপুর

(২) „ যোগেশচন্দ্র রায় চৌধুরী—ঐ ঐ ঐ

(৩) „ সত্যচরণ মিত্র ১৩৯ নং বলরাম দে ষ্ট্রীট কলিকাতা

(৪) „ সতীশচন্দ্র বসু মল্লিক, ৮নং গড়বাড়ী রোড, খিদিরপুর

(৫) „ সুরেন্দ্রনাথ বসু, চার্চ্চ রোড, ভাগলপুর

(৬) „ নরেন্দ্রনাথ বসু, সব্ রেজিষ্ট্রার মগরাহাট, ২৪ পরগণা

(৭) „ ললিতমোহন ঘোষ M. A. B. L. vakil High Court, Patna

প্রস্তাবক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু,
সমর্থক „ মৃণালকান্তি ঘোষ বর্ম্মা।

(৮) „ আশুতোষ সরকার টাকী, হাঃ সাঃ ২৮ কালিদাস পুতিতুণ্ডো লেন, কালীঘাট।

(৯) „ সুরেশচন্দ্র রায় চৌধুরী, ঐ ঐ ঐ

(১০) কবিরাজ হেমেন্দ্রনারায়ণ সাহিত্য সাগর, ৩৮নং রাজা রাজবল্লভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

(১১) শ্রীযুক্ত সুধেন্দুরঞ্জন ঘোষ বর্ম্মা, ঢাকা।

(১২) „ নরেন্দ্রচন্দ্র গুহ, গুহ এণ্ড কোং, ৯৩ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

(১৩) „ সত্যেন্দ্রনাথ গুহ এম্ এস্ সি ১।৪নং শঙ্কর ঘোষের লেন, কলিকাতা।

(১৪) „ সতীশচন্দ্র ঘোষ বি, এল্, ২৫ নং হরিশ মুখার্জ্জি রোড ভবানীপুর।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত মাখনলাল ধর বর্ম্মা,
সমর্থক—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু।

(১৫) শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় বর্ম্মা, রাইপাল পোঃ হবিগঞ্জ, ফরিদপুর।

(১৬) „ নগেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী দেব বর্ম্মা B L. জমিদার, আবদুলাবাদ, ফরিদপুর

(১৭) „ সুরেশচন্দ্র ঘোষ M A B L ২নং হাল্‌সীবাগান রোড, কলিকাতা

(১৮) „ যোগেশচন্দ্র ঘোষ, ১নং গৌরীবেড়ে লেন, কলিকাতা

(১৯) „ হীরালাল বসু, মৃজাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা

(২০) „ পূর্ণচন্দ্র মিত্র বর্ম্মা, পোঃ সমাজ ইশিবপুর, ফরিদপুর

প্রস্তাবক শ্রীযোগেশচন্দ্র সিংহ,
সমর্থক শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু।

(২১) শ্রীযুক্ত রমানাথ মিত্র, ৩৫ পুলিস হাঁসপাতাল রোড, ইটালী, কলিকাতা

(২২) শ্রীপ্রমথনাথ বসু সর্ব্বাধিকারী (চোঁয়া), রুটীমহল, গোরাবাজার, বহরমপুর

প্রস্তাবক শ্রীগণপতি বিদ্যারত্ন,
সমর্থক শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু।

(২৩) শ্রীযুক্ত হরিমোহন ঘোষ, ১৩।২ শাঁখারিপাড়া রোড, ভবানীপুর

(২৪) „ পুলিনবিহারী মিত্র, ৬ ঈশ্বর চক্রবর্ত্তীর লেন, কলিকাতা

(২৫) „ রামরাখাল ঘোষ, ২৪ মিডল্ রোড ইণ্টালি, কলিকাতা

(২৬) „ শৈলেন্দ্রকুমার ঘোষ, হরমোহন ঘোষ লেন, বেলেঘাটা পোঃ, কলিকাতা

(২৭) „ সতীশচন্দ্র মিত্র, ১৮।২ ক্যানেল ওয়েষ্ট রোড, কলিকাতা

(২৮) „ লাডলিমোহন দত্ত, চড়কডাঙ্গারোড, বেলেঘাটা

প্রস্তাবক শ্রীসরলচন্দ্র অগ্নিহোত্রী,
সমর্থক রায় বিনোদবিহারী বসু।

(২৯) „ শ্রীযুক্ত অপূর্ব্বকৃষ্ণ আদিত্য—১৫।১ ঈশ্বরমিত্রের লেন

(৩০) „ অতুলচন্দ্র ঘোষ—১৬।১ বেথুন রো, কলিকাতা
(৩১) „ বিজয়কৃষ্ণ শীল—মহামায়া বস্ত্রালয়, শ্রীমানি মার্কেট
(৩২) „ সুবোধকৃষ্ণ বসু— ১৩৮।৩ কালীঘাটরোড

অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া রাত্রি ৮টার সময় সভাভঙ্গ হইল।

স্বাক্ষর
শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু
সম্পাদক।

স্বাক্ষর
শ্রীমণীন্দ্রচন্দ্র সিংহ
সভাপতি।

কায়স্থ-পত্রিকা

আশ্বিন, কার্ত্তিক ১৩২৭ } নবপর্য্যায় ১১শ খণ্ড ৬ষ্ঠ, ৭ম সংখ্যা

দুর্গাপূজা ও পূজাপদ্ধতি।

অধুনা ভাদ্র ও আশ্বিন মাস শরৎকাল; কিন্তু এমন এক দিন ছিল যখন আশ্বিন মাসে শরৎ ঋতুর আবির্ভাব হইত এবং কার্ত্তিক মাস অবধি থাকিত। প্রাকৃতিক নিয়মে ঋতুর পরিবর্ত্তন ঘটিলেও, এই কালে যে মহাপূজা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, তাহা সমভাবে প্রাচীন শরৎ ঋতুতেই চলিয়া আসিতেছে। আশ্বিন বা কার্ত্তিক মাসেই দুর্গাপূজা হয়, ভাদ্রমাসে কদাচ হয় না। এই পূজাকে শারদীয় দুর্গোৎসব বা শ্রীশ্রী৺শারদীয়া দুর্গাপূজা বলে। কিন্তু জনসাধারণ এই পূজার নাম দিয়াছে 'বড়পূজা'। বস্তুতঃ এতবড় পূজা বাঙ্গলায় আর নাই; সুধু বাঙ্গলায় কেন, অন্য কোন দেশেও নাই। এই দুর্গাপূজা একমাত্র বাঙ্গালীর ও বাঙ্গলার পূজা। এ পূজা অন্যত্র দৃষ্ট হয় না। ইদানীং ভারতের প্রায় সর্ব্বস্থানে বাঙ্গালির সমাগম বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি হইয়াছে, এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালির দুর্গাপূজাও সকলের দেখিবার সুযোগ ঘটিয়াছে। কোন কোন দেশে নবপত্রিকার পূজা আছে। আমি কোন নেপালী ব্রাহ্মণকে নবপত্রিকাপূজা করিতে দেখিয়াছি; কিন্তু এই পূজা কদলী, দাড়িম, ধান্য, হরিদ্রা, মান, কচু, বিল্ব, অশোক ও জয়ন্তী এই নয়টী গাছ একত্র করিয়া তাহার উপর করা হয়; কোনরূপ প্রতিমা থাকে না। বাঙ্গলার বিশেষত্ব দেবী প্রতিমায়, সাজসজ্জায় ও দীর্ঘকালব্যাপী পূজায়। প্রতিমার গঠন-প্রণালী, দেব, দেবী, অসুর ও সিংহমূর্ত্তির অঙ্গপ্রত্যঙ্গের গঠন যেমন সুন্দর, তেমনই জমকাল; এর পর আবার রংফলানর কৌশল ও সাজসজ্জার বৈচিত্র, সুতরাং মায়ের মূর্ত্তি সৌন্দর্য্যের আধারভূমি। এই মহা অনুষ্ঠানের আয়োজন প্রায় সম্বৎসর ধরিয়া করা হয়। যদিও প্রতিমা ও সাজসজ্জায় বাসন্তী পূজার সহিত এ পূজার বিশেষ কোনও ভেদ নাই, তথাপি শারদীয়া পূজাই প্রধান। এই প্রাধান্য-

প্রাপ্তির হেতু আছে। প্রথমতঃ বাসন্তী পূজা অপেক্ষা এই পূজা অধিক প্রচলিত; দ্বিতীয়তঃ বাসন্তী পূজার কাল—একদিন, দুইদিন বা তিনদিন; কিন্তু এই পূজা একদিন, দুই দিন, তিনদিন, চারদিন, নয়দিন এমন কি পক্ষাধিক কাল ব্যাপিয়া হইয়া থাকে।

শারদীয়া পূজা ও বাসন্তী পূজা, এক দেবীরই পূজা; কেবল যা ঋতুর প্রভেদ। শেষোক্ত পূজা বসন্তকালে হয় বলিয়া, ইহার নাম বাসন্তী পূজা; নতুবা ইহাকে দুর্গাপূজাই বলিতে হয়। সাধারণতঃ এই বাসন্তী পূজা তিন দিনের পূজা, 'কালিকাপুরাণে' ইহার অষ্টমীকল্পের ও 'দুর্গোৎসববিবেকে' নবমী-কল্পের বিধান দিয়াছে। এই দুই গ্রন্থের মতে এই পূজা দুই দিন অথবা এক দিনও করা চলে। চণ্ডীপাঠ এ পূজাতেও আছে; এবং ষষ্ঠীতে সায়ংকালে বিল্ববৃক্ষমূলে আমন্ত্রণ ও প্রতিমার অধিবাস করিয়া রাখিতে হয়; পরদিন সপ্তমী তিথিতে আমন্ত্রিত বিল্বশাখা ছেদন করিয়া যথা বিধানে পূজা করিতে হয়। বাসন্তী পূজার প্রবর্ত্তনার কাল সম্বন্ধে ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের প্রকৃতিখণ্ডে দ্বিষষ্টিতম অধ্যায়ে লিখিত হইয়াছে যে, প্রথমে কৃষ্ণ গোলোকধামে রাসমণ্ডলে মধুমাসে (চৈত্রমাসে) দুর্গাদেবীর পূজা করেন; দ্বিতীয়বারে বিষ্ণুর সহিত মধুকৈটভের যুদ্ধের সময় প্রাণসঙ্কটকালে ব্রহ্মা দেবীর পূজা করেন।

বসন্তের পূজায় ও শরতের পূজায় একটু তফাৎ আছে। বাসন্তী পূজাকে কালোচিত পূজা বলে; আর শারদীয়া পূজাকে অকাল-পূজা বলে। এই কাল ও অকালের ভেদই, এই দুই পূজার এক প্রধান ভেদ। সৌর বর্ষের মকর সংক্রান্তি হইতে ছয় মাস অর্থাৎ মাঘ হইতে আষাঢ় পর্য্যন্ত, উত্তরায়ণ এবং কর্কটসংক্রান্তি হইতে ছয় মাস অর্থাৎ শ্রাবণ হইতে পৌষ পর্য্যন্ত দক্ষিণায়ন। ইহার এক অয়নে দেবতাগণ জাগ্রত এবং অপর অয়নে নিদ্রিত থাকেন। যে কালে দেবতারা জাগিয়া থাকেন, সেই কালই বিহিত কাল, আর নিদ্রার কালই অকাল। উত্তরায়ণে তাঁহাদের জাগ্রতাবস্থা ও দক্ষিণায়নে নিদ্রাবস্থা। এইজন্য উত্তরায়ণের অন্তর্গত বাসন্তীপূজা কালবিহিত পূজা, আর শরতের পূজা অকালের পূজা। অকাল পূজা বলিয়াই ইহার সমাদর বেশী, তাহাতে আবার ইহা শ্রীরামচন্দ্রের অনুষ্ঠিত পূজা। এই পূজার প্রমাণ যেমন কেন তাহারও পূর্ব্ব হইতে পাওয়া যায়। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে আছে যে, স্বারোচিষ মন্বন্তরে সুরথ রাজা ও সমাধি বৈশ্য শরৎ কালে ভগবতী দুর্গাদেবীর পূজা করিয়া স্ব স্ব অভীষ্ট লাভ করিয়াছিলেন। দেবী-ভাগবত হইতে জানা

যায় যে, ভারতভূমে সুষজ্ঞ রাজা সর্ব্বপ্রথম দেবীর পূজা করেন। নানা পুরাণে দুর্গা পূজার কথা আছে। আর এই পূজায় যে চণ্ডী বা দেবীমাহাত্ম্য পাঠ করা হয়, তাহা মার্কণ্ডেয় পুরাণের অন্তর্গত। এই শারদীয়া পূজা অকালের পূজা বলিয়া বাসন্তীপূজার মত সুধু আমন্ত্রণ ও অধিবাস করিলে চলে না; এ পূজায় বোধন করিতে হয়। এই বোধনই এই পূজার এক বিশেষ ও প্রধান কার্য্য। বোধন অর্থাৎ এই সময় দেবতাদিগের নিদ্রাকাল বলিয়া দেবীর নিদ্রাভঙ্গ করিয়া পূজা করিতে হয়।

আমাদের দেশে উপস্থিত প্রচলিত রঘুনন্দনের স্মৃতির তিথিতত্ত্বে শারদীয়া দুর্গা পূজা সম্বন্ধে অনেক বিচার আছে। সেখানে পূজার বিহিত কাল, পূজার ইতিকর্ত্তব্যতা প্রভৃতি সমস্ত বিষয়েরই মীমাংসা করা হইয়াছে। এখানে আমার আলোচ্য বিষয় হইতেছে আমাদের দেশের প্রচলিত দুর্গাপূজার পদ্ধতি।

পূজাপদ্ধতি লইয়া আলোচনার পূর্ব্বে দেবীর নাম দুর্গা হইল কেন, তৎ সম্বন্ধে পুরাণ কি বলেন, তাহা বলা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। দেবী-ভাগবত মতে এই মহাদেবী বুদ্ধির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা এবং দুর্গম সঙ্কট নাশ করেন বলিয়াই ইঁহার নাম দুর্গা।

দেবীপুরাণে লিখিত হইয়াছে—

"স্মরণাদভয়ে দুর্গে তারিতা রিপুসঙ্কটে।
দেবাঃ শক্রাদয়ো যস্মাত্তেন দুর্গা প্রকীর্ত্তিতা॥" ৩৭ অঃ॥

স্মরণমাত্রেই ইন্দ্রাদি দেবগণকে শত্রুসঙ্কট হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন বলিয়া ইঁহাকে দুর্গা বলা হয়।

মার্কণ্ডেয়পুরাণোক্ত দেবীমাহাত্ম্যের মতে—

"তত্রৈব চ বধিষ্যামি দুর্গামাখ্যং মহাসুরম্।
দুর্গাদেবীতি বিখ্যাতং তন্মে নাম ভবিষ্যতি॥"

আর ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণান্তর্গত প্রকৃতিখণ্ডের ৫৭ অধ্যায়ে আছে,—

"দুর্গে দৈত্যে মহাবিঘ্নে ভববন্ধে চ কর্ম্মণি।
শোকে দুঃখে চ নরকে যমদণ্ডে চ জন্মনি॥ ৭॥
মহাভয়েঽতিরোগে চাপ্যশব্দো হন্তৃবাচকঃ।
এতান্ হন্ত্যেব যা দেবী সা দুর্গা পরিকীর্ত্তিতা॥ ৮॥"

দুর্গ বলিতে দৈত্য, মহাবিঘ্ন, ভববন্ধন, কর্ম্মবন্ধন, শোক, দুঃখ, নরক, যমদণ্ড,

জন্ম, মহাভয় ও অতিরোগ বুঝায়। দেবী এ সকলকে নাশ করেন, বলিয়া দুর্গা* নামে কীর্ত্তিত হইয়াছেন। দেবীর বহু নাম আছে। তাহার মধ্যে কতকগুলি নামের অর্থ দেবীপুরাণের ৩৭ অধ্যায়ে এবং ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের প্রকৃতিখণ্ডের ৩৭ অধ্যায়ে লিখিত হইয়াছে। সে সকল নাম ও তাহার অর্থ এখানে উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন।

দেবীর আবির্ভাব বা উৎপত্তির কথা কালিকাপুরাণ, দেবীভাগবত, মার্কণ্ডেয়-পুরাণ ও কাশীখণ্ডে পাওয়া যায়। "বিশ্বকোষে" লিখিত হইয়াছে—দেবীভাগবত, মহাভাগবত, কালিকাপুরাণ, বৃহন্নন্দিকেশ্বরপুরাণ ও বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে রামচন্দ্র কর্ত্তৃক দেবীর অকালে (শরৎকালে) পূজার কথা বর্ণিত হইয়াছে। কালিকাপুরাণে ও বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে লিখিত আছে—রামের প্রতি অনুগ্রহ ও রাবণের বধের নিমিত্ত ব্রহ্মা রাত্রিকালে (দেবনিদ্রাকালে) মহাদেবীর বোধন করিয়াছিলেন। মহাভাগবতে আছে—রামচন্দ্র অষ্টোত্তরশত নীলপদ্মদ্বারা দেবীর পূজায় প্রবৃত্ত হন, কিন্তু তাঁহাকে ছলনা করিবার জন্য দেবী একটি পদ্ম লুকাইয়া রাখেন। তখন রাম-চন্দ্র আপনার একটি চক্ষু উৎপাটন করিয়া দেবীর পাদপদ্মে অর্পণ করিতে অগ্রসর হন। দেবী তাঁহাকে নিরস্ত করিয়া তাঁহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন। কিন্তু বিশ্বকোষে কেবল কালিকাপুরাণ, বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ ও মহাভাগবত এই তিন পুরাণ হইতে রামচন্দ্রের পূজার কথা উদ্ধৃত হইয়াছে। দেবীভাগবতে দেবীর সম্বন্ধে অনেক কথা আছে বটে, কিন্তু রামচন্দ্র সম্বন্ধীয় কোন কথাই নাই। আর বৃহন্নন্দিকেশ্বর পুরাণখানি এসিয়াটিক্ সোসাইটি অব্ বেঙ্গল, সাহিত্য-পরিষৎ প্রভৃতি বহুস্থানে সন্ধান করিয়াও পাই নাই। সুতরাং ঐ পুরাণের প্রকৃত বিবরণ আপাততঃ অপ্রাপ্য।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি দুর্গাপূজা বাঙ্গালীর পূজা। সুতরাং এ পূজার পদ্ধতি একমাত্র বাঙ্গালা দেশেই পাওয়া যাইবে। দেখাও যাইতেছে যে বোম্বাই, কাশী প্রভৃতি অঞ্চলে যে সকল সংস্কৃত পুস্তক ছাপা হইতেছে, তাহার মধ্যে দুর্গাপূজা-পদ্ধতি বলিয়া কোন পুস্তক পাওয়া যায় না। এ দেশে দুর্গাপূজার তিনখানি পদ্ধতি পাওয়া যায়। একখানি বৃহন্নন্দিকেশ্বরপুরাণোক্ত পদ্ধতি, দ্বিতীয়খানি দেবীপুরাণোক্ত পদ্ধতি ও তৃতীয়খানি কালিকাপুরাণোক্ত পদ্ধতি। ইহা ব্যতীত "দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী" নামক পুস্তকে কোন পদ্ধতি থাকিতে পারে, কিন্তু তাহা

* দুর্গ+অ (হন্ত-অর্থে)—দুর্গা।

প্রচলন নাই। মোট কথা উল্লিখিত তিনখানি পদ্ধতি ছাড়া অন্য পদ্ধতি নাই, অথবা যদিও থাকে তদনুসারে পূজা করা হয় না।

বৃহন্নন্দিকেশ্বরপুরাণোক্ত পদ্ধতি সম্বন্ধে এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে, যখন বৃহন্নন্দিকেশ্বরপুরাণ পাওয়া যাইতেছে না তখন ঐ পদ্ধতি শুদ্ধ আছে কি না অথবা ঐ পুরাণে সত্যসত্যই কোন পদ্ধতি আছে কি না তাহাই জানা যাইতেছে না। এইজন্য উপায়বিহীন হইয়া ঐ প্রসঙ্গ ত্যাগ করাই সমীচীন মনে করি।

দেবীপুরাণোক্ত পদ্ধতি সম্বন্ধে কথা এই যে, দেবীপুরাণে দুর্গাপূজার কথা রহিয়াছে। ইহার ৩২ অধ্যায়ে দেবীমূর্ত্তির বিবরণ হইতে পাওয়া যাইতেছে—

"বিধিনা শাস্ত্রদৃষ্টেন দশবাহু ত্রিলোচনাম্ ॥
কারয়েদ্ ভক্তিমান্ যস্তু দেবীং শাস্ত্রবিশারদঃ।" ১৯-২০।
"দ্বিভুজা যা চ বিংশাষ্টা তাবদ্দোর্দ্দণ্ডধারিণী। ৩৩ ॥"

দেবীর দশভুজা ও ত্রিনেত্রা মূর্ত্তি গঠন করিতে হইবে। তিনি দ্বিভুজ হইতে অষ্টাবিংশতিবাহু পর্য্যন্ত ধারণ করিয়াছেন। এই পুরাণে আশ্বিন মাসের শুক্লপক্ষের অষ্টমী ও নবমীতে পূজা করিবে, ইহাই বলা হইয়াছে, এবং ২২ অধ্যায়ের ৭ম শ্লোকে দেখা যাইতেছে,—

"কন্যাসংস্থে রবৌ শক্র শুক্লামারভ্য নন্দিকাম্ ॥"

এই শ্লোক হইতে ধরা যাইতে পারে যে, ইহা শুক্লপক্ষের প্রতিপদ্ হইতে নবরাত্রিব্যাপী পূজার কথা। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে দেবীপুরাণোক্তপদ্ধতি বলিয়া যে পদ্ধতি দেখিতে পাওয়া যায়, সেরূপ কোন পদ্ধতি বা পূজাপারিপাট্য এ পুরাণে নাই। এই দুর্গাপূজা যে রামচন্দ্রের পূজা, অকালের পূজা বা ইহাতে অকালবোধন আছে, এ সকল কথাও এ পুরাণে স্বীকৃত হয় নাই। ইহাতে বিসর্জ্জনের কথাও নাই। এমন কি এ পুরাণে যে ধ্যান আছে, প্রচলিত দেবীপুরাণোক্ত পদ্ধতিতে সে ধ্যান ধরা হয় নাই, তাহাতে কালিকাপুরাণের ধ্যান গ্রহণ করা হইয়াছে। এই পুরাণের ২১, ২২, ২৫, ২৬, ২৭, ৩১ ও ৩২ অধ্যায় হইতে এই মাত্র দেখান যায় যে, ইহাতে পূজা সম্বন্ধে কতকটা বিধি ও রীতি উক্ত হইয়াছে। ঐ গুলি দেখিয়া এক প্রকার পদ্ধতি প্রস্তুত করা যাইতে পারে, কিন্তু ঐ প্রকার পদ্ধতি করিলে দেবীপুরাণোক্তপদ্ধতি বলিয়া যাহা প্রচলিত আছে তাহার সহিত মিল থাকিবে না। কিরূপে যে এই দেবীপুরাণোক্ত পদ্ধতির উৎপত্তি হইল, তাহা সুধীগণের বিবেচনার বিষয়।

এইবার কালিকাপুরাণোক্ত পদ্ধতির কথা। কালিকাপুরাণে দুর্গাপূজা

সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে আলোচনা রহিয়াছে। ইহার দ্বিপঞ্চাশৎ অধ্যায় হইতে একষষ্টিতম অধ্যায় পর্য্যন্ত দেবীর আবির্ভাব ও তাঁহার পূজার বিষয় বিশেষরূপে কথিত হইয়াছে। প্রচলিত পদ্ধতি সম্বন্ধে এস্থলেও সেই কথা, পুরাণের সহিত মিল নাই; তবে এই মাত্র দেখা যায় যে কাটামটা কতক বজায় আছে। ব্যবহৃত পদ্ধতিগুলিতে দুর্গাপূজার কল্প বলিয়া এক ব্যবস্থা দেখা যায়। কল্প অনেকগুলি। তাহার ভেদ এইরূপ—নবম্যাদিকল্প, প্রতিপদাদিকল্প, ষষ্ঠ্যাদিকল্প, সপ্তম্যাদিকল্প, অষ্টম্যাদিকল্প, কেবল অষ্টমীকল্প ও নবমীকল্প। নবম্যাদিকল্প বলিলে বুঝিতে হয় যে, আশ্বিনমাসের কৃষ্ণানবমী হইতে আরম্ভ করিয়া শুক্লাদশমীতে বিসর্জন পর্য্যন্ত পূজা; ঐরূপ প্রতিপদাদিকল্প শুক্লা প্রতিপদ্ হইতে পূজার আরম্ভ ও দশমীতে বিসর্জন পর্য্যন্ত; ষষ্ঠ্যাদিকল্প বলিতে, শুক্লা ষষ্ঠী তিথি হইতে দশমী পর্য্যন্ত পূজা ও বিসর্জন; সপ্তম্যাদি অর্থাৎ শুক্লা সপ্তমীতে আরম্ভ ও দশমীতে বিসর্জন পর্য্যন্ত শেষ; অষ্টম্যাদি অর্থাৎ শুক্লা অষ্টমীতে আরম্ভ আরম্ভ করিয়া দশমীর বিসর্জন পর্য্যন্ত; অষ্টমীকল্পে কেবল অষ্টমীতে পূজা ও বিসর্জন এবং নবমীকল্প বলিতে কেবল শুক্লা নবমীতে পূজা ও বিসর্জন দিয়া পূজা শেষ করা। কালিকাপুরাণে এই 'কল্প' উল্লেখে বিশেষ কোন বিধি ব্যবস্থা নাই; কিন্তু ঐ ঐ দিন হইতে পূজার কথা উক্ত হইয়াছে। তাহা দেখিয়াই পদ্ধতিকার ও স্মার্ত্তগণ বিশেষ বিশেষ দিনের পূজার বিশেষ বিশেষ 'কল্প' নামকরণ করিয়া বুঝিবার সুবিধা করিয়া লইয়াছেন।

অধিক অগ্রসর হইবার পূর্ব্বে, দেবীর রূপ সম্বন্ধে একটি কথা বলা আবশ্যক। এইপুরাণে দেবীর রূপের কিঞ্চিৎ ভেদ আছে। এখানে দেবীমূর্ত্তি তিন প্রকার। এই মূর্ত্তির ভেদ হস্তসম্বন্ধীয়। দেবী একবার অষ্টাদশভুজা, একবার ষোড়শভুজা ও একবার দশভুজা। অষ্টাদশভুজা দেবীর নাম উগ্রচণ্ডা, ষোড়শভুজা দেবীর নাম ভদ্রকালী এবং দশভুজা দেবীর নাম দুর্গা ও কাত্যায়নী। কিন্তু এই তিন মূর্ত্তিতেই দেবী মহিষাসুরমর্দ্দিনী। ভগবতী দুর্গাদেবীর এই তিন প্রকার রূপ হইবার কারণ ষষ্টিতম অধ্যায়ে বিশেষভাবে বর্ণিত হইয়াছে। এখানে বিষয়টি বিশদভাবে বুঝাইবার জন্য কয়েকটি শ্লোক উদ্ধৃত হইতেছে—

"যানি নামানি প্রোক্তানি ত্বয়েহ মাহিষাসুর।
তাসু মূর্ত্তিষু সম্পৃষ্টঃ পূজ্যো লোকে ভবিষ্যসি ॥ ১১৫ ॥
আদিসৃষ্টাবুগ্রচণ্ডা-মূর্ত্ত্যা ত্বং নিহতঃ পুরা।
দ্বিতীয়সৃষ্টৌ তু ভবান্ ভদ্রকাল্যা ময়া হতঃ ॥ ১১৬ ॥

দুর্গারূপেনাধুনা ত্বাং হনিষ্যামি সহানুগম্।" ১১৭ ॥ ৬৯ অঃ।

হে মহিষাসুর! তুমি আমার যে উগ্রচণ্ডা, ভদ্রকালী, দুর্গা—এই নামগুলির কীর্ত্তন করিলে, তুমি ঐ সকল মূর্ত্তিতে আমার পাদলগ্ন হইয়া পূজ্য হইবে। আদি সৃষ্টিতে আমি উগ্রচণ্ডারূপে তোমাকে নিহত করিয়াছি। দ্বিতীয়সৃষ্টিতে আমি ভদ্রকালীরূপে তোমাকে বিনাশ করি। এক্ষণে দুর্গারূপে অনুচরবর্গের সহিত তোমাকে বধ করিব।

দেবী মূর্ত্তিভেদে ভিন্ন ভিন্ন নামধারিণী। এক্ষণে কোন্ নামে দেবীমূর্ত্তির বর্ণনা কিরূপ তাহা দেখান যাইতেছে—

দুর্গা বা দশভুজা মূর্ত্তি। কালিকাপুরাণ ৬১ অঃ ১—২২ শ্লোক):—

দেবীর মস্তকে জটাভার এবং অর্দ্ধচন্দ্রের মুকুট, তাঁহার তিনটি নেত্র এবং মুখ পূর্ণচন্দ্রসদৃশ, তপ্তকাঞ্চনতুল্য দেহের আভা, তাঁহার দাঁড়াইবার ভঙ্গি অতি মনোহর, তিনি সুলোচনা, তাঁহার দেহ নবযৌবনসম্পন্ন এবং সর্ব্ববিধ আভরণে বিভূষিত, দন্তরাজি অতি মনোহর, তাঁহার ভাব উগ্র, তিনি ত্রিভঙ্গিমাযুক্ত, মহিষাসুরবিমর্দিনী এবং মৃণালোত্থিতমৃণালের ন্যায় দশবাহুযুক্ত। ঐ দশ হস্তের সর্ব্বোপরি প্রথম দক্ষিণ করে ত্রিশূল, তাহার নীচে ক্রমে খড়্গ, চক্র, তীক্ষ্ণ বাণ, ও শক্তি; বাম বাহুপঞ্চকে ঊর্দ্ধ হইতে যথাক্রমে খেটক, গুণযুক্ত ধনু, পাশ, অঙ্কুশ এবং ঘণ্টা ও পরশু বিরাজিত। দেবীর নীচে ছিন্নশির মহিষ, ঐ মহিষের শিরশ্ছেদ হওয়ায় তাহা হইতে খড়্গপাণি দানব উৎপন্ন হইয়াছে, তাহার হৃদয় শূলভিন্ন হওয়ায় অন্ত্র বাহির হইয়া পড়িয়াছে, অঙ্গ রক্তে রঞ্জিত, আরক্ত চক্ষু বহির্গত হইয়া পড়িয়াছে, নাগপাশ তাহাকে বেষ্টন করিয়া আছে, তাহার মুখ ভৃকুটীতে ভীষণ হইয়াছে, দেবী পাশযুক্ত বাম হস্তে তাহার কেশ ধরিয়া রাখিয়াছেন, তাহার রক্ত বমন হইতেছে, দেবী তাহাকে 'আঃ' এই শব্দ করিয়া সিংহকে দেখাইয়া দিয়াছেন, দেবীর দক্ষিণ পদ সমানভাবে সিংহের উপর এবং বাম পদের অঙ্গুষ্ঠ কিঞ্চিৎ উন্নত ভাবে মহিষের উপর রহিয়াছে। উগ্রচণ্ডা, প্রচণ্ডা, চণ্ডোগ্রা, চণ্ডনায়িকা, চণ্ডা, চণ্ডাবতী, চণ্ডরূপা ও অতিচণ্ডিকা এই অষ্ট শক্তিতে দেবী পরিবেষ্টিতা।

ভদ্রকালী বা ষোড়শভুজা।—কালিকাপুরাণ ৬০ অঃ, ৪৯-৬৪ শ্লোক:—

দেবীর বিপুল দেহ, গাত্রের আভা অতসী পুষ্পের বর্ণের ন্যায়, কর্ণে জাজ্বল্যমান স্বর্ণকুণ্ডল, মস্তকে জটাভার ও চন্দ্রকলাযুক্ত তিন থাকের মুকুট,

তাহার তিনটি প্রোজ্জ্বল চক্ষু রক্তবর্ণ এবং দন্ত সমুজ্জ্বল ও বিকশিত, তিনি নাগ-হার ও স্বর্ণহারে বিভূষিতা, তাঁহার দক্ষিণহস্তরাজিতে শূল, চক্র, খড়্গ, শঙ্খ, বাণ, শক্তি, বজ্র ও দণ্ড আর বাম অষ্টহস্তে খেটক, ঢাল, ধনু, পাশ, অঙ্কুশ, ঘণ্টা, টাঙ্গী ও মুসল বিরাজমান; তিনি সিংহবাহিনী হইয়া বামপদে মহিষকে আক্রমণ করিয়া শূল দ্বারা তাহাকে বিদ্ধ করিয়াছেন।

উগ্রচণ্ডা বা অষ্টাদশভুজা মূর্ত্তি। কালিকাপুরাণ ৩০অঃ ১২২-১২৪ শ্লোক:—

ভদ্রকালী মূর্ত্তির সহিত উগ্রচণ্ডা মূর্ত্তির বিশেষ ভেদ নাই, কেবল দুইটী হস্ত অধিক; দক্ষিণ অধোহস্তে গদা ও বাম অধোহস্তে সুরাপূর্ণ পানপাত্র; দেবী মুণ্ড-মালাধারিণী ও উগ্রভাবা এবং তাঁহার দেহের বর্ণ দলিতকজ্জলের ন্যায়।

কালিকাপুরাণ অনুসারে এই তিন মূর্ত্তির পূজা একরূপ হইলেও রীতির কিঞ্চিৎ তারতম্য রহিয়াছে। দশভুজা দুর্গাপূজা পাঁচ প্রকার। প্রথম শুক্লা প্রতিপদ্ হইতে, দ্বিতীয় শুক্লা ষষ্ঠী হইতে, তৃতীয় শুক্লা অষ্টমী হইতে, চতুর্থ কেবল অষ্টমীতে ও পঞ্চম কেবল নবমীতেই পূজা। ষোড় ভূজা ভদ্রকালী দুর্গাপূজা এক প্রকার—কেবল চতুর্দশী হইতে আরম্ভ। আর অষ্টাদশভুজা উগ্রচণ্ডা দুর্গাপূজা দুই প্রকার, কৃষ্ণা নবমী হইতে ও শুক্লা অষ্টমী হইতে পূজা আরম্ভ। এই পূজা গুলির প্রমাণ কালিকাপুরাণের ৬০ অধ্যায় হইতে পর পর এক একটি করিয়া দেখান যাইতেছে।

দশভুজাদুর্গাপূজা :—

"রামস্যানুগ্রহার্থায় রাবণস্য বধায় চ।
রাত্রাবেব মহাদেবী ব্রহ্মণা বোধিতা পুরা ॥ ২৬ ॥
ততস্তু ত্যক্তনিদ্রা সা নন্দায়ামাশ্বিনে সিতে।
জগাম নগরীং লঙ্কাং যত্রাসীদ্রাঘবঃ পুরা ॥
তত্র গত্বা মহাদেবী তদা তৌ রামরাবণৌ।
যুদ্ধে নিযোজয়ামাস স্বয়মন্তর্হিতাম্বিকা ॥
রক্ষসাং বানরাণাঞ্চ জগ্ধা সা মাংসশোণিতে।
রামরাবণয়োর্যুদ্ধং সপ্তাহং সা ন্যযোজয়েৎ ॥
ব্যতীতে সপ্তমে রাত্রৌ নবম্যাং রাবণং ততঃ।
রামেণ ঘাতয়ামাস মহামায়া জগন্ময়ী ॥
যাবত্তয়োঃ স্বয়ং দেবী যুদ্ধকেলি মুদৈক্ষত।
তাবত্তু সপ্তরাত্রাণি সৈব দেবৈঃ সুপূজিতা ॥

নিহতে রাবণে বীরে নবম্যাং সকলৈঃ সুরৈঃ।
বিশেষপূজাং দুর্গায়াশ্চক্রে লোকপিতামহঃ ॥ ৩২ ॥
ততঃ সম্প্রেষিতা দেবী দশম্যাং শারদোৎসবৈঃ।
শক্রোঽপি দেবসেনায়া নীরাজনমথাকরোৎ।
শান্ত্যর্থং সুরসৈন্যানাং দেবরাজ্যস্য বৃদ্ধয়ে ॥ ৩৩ ॥"

রামের প্রতি অনুগ্রহ এবং রাবণের বধের নিমিত্ত ব্রহ্মা মহাদেবীর রাত্রিতে(দেবনিদ্রাকালে)ই বোধন করিয়াছিলেন। অনন্তর নিদ্রোত্থিতা হইয়া আশ্বিনমাসের শুক্লাপ্রতিপদে লঙ্কানগরীতে রামের নিকট গিয়াছিলেন। তিনি স্বয়ং অন্তর্হিতা থাকিয়া রামরাবণকে যুদ্ধে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ঐ যুদ্ধ সপ্তাহকাল স্থায়ী করিয়া রাক্ষস ও বানরগণের মাংস ও শোণিত ভোজন করেন। তৎপরে সপ্তরাত্রি অতীত হইলে নবমীতে জগন্ময়ী মহামায়া রামের দ্বারা রাবণকে বিনাশ করেন। যে কয়দিন দেবী তাঁহাদের যুদ্ধক্রীড়া দেখিয়াছিলেন, সেই সপ্তরাত্র দুর্গাদেবী দেবগণকর্ত্তৃক পূজিত হন। রাবণ নিহত হইলে নবমীতে লোকপিতামহ ব্রহ্মা সকল দেবগণসহিত দুর্গাদেবীর বিশেষ পূজা করেন। তারপর দশমীতে শারদ উৎসবের সহিত দেবীকে প্রেরণ করা হইয়াছিল। অতঃপর ইন্দ্র দেবসৈন্যের শান্তির জন্য এবং দেব-রাজ্যের অভ্যুদয়ের জন্য দেবসৈন্যোপরি শান্তিবারি সেচন করিয়াছিলেন।

এই পূজাকে স্মার্ত্ত প্রতিপদাদিকল্প বলিয়াছেন।

ষষ্ঠ্যাদি পূজা—"কন্যাসংস্থে রবৌ বৎস! শুক্লামারভ্য নন্দিকাম্।
অযাচিতাশী নক্তাশী একাশী ত্বথ চাপদঃ ॥ ৬ ॥
প্রাতঃস্নায়ী জিতদ্বন্দ্বস্ত্রিকালং শিবপূজকঃ।
জপহোমসমাযুক্তো ভোজয়েচ্চ কুমারিকাঃ ॥ ৭ ॥
বোধয়েদ্বিল্বশাখায়াং ষষ্ঠ্যাং দেবীং ফলেষু চ।
সপ্তম্যাং বিল্বশাখাং তামাহৃত্য প্রতিপূজয়েৎ ॥ ৮ ॥
পুনঃ পূজাং তথাষ্টম্যাং বিশেষেণ সমাচরেৎ।
জাগরঞ্চ স্বয়ং কুর্য্যাদ্বলিদানং মহানিশি ॥ ৯ ॥
প্রভূতবলিদানন্তু নবম্যাং বিধিবচ্চরেৎ।
ধ্যায়েদ্দশভুজাং দেবীং দুর্গাতন্ত্রেণ পূজয়েৎ ॥ ১০ ॥
বিসর্জ্জনং দশম্যান্তু কুর্য্যাদ্বৈ সাধকোত্তমঃ।
কৃত্বা বিসর্জ্জনং তস্যাং তিথৌ নক্তং সমাচরেৎ ॥ ১১ ॥"

রবি কন্যারাশিগত হইলে অর্থাৎ আশ্বিন মাসে শুক্ল পক্ষের নন্দাতিথি অর্থাৎ ষষ্ঠ হইতে অপ্রার্থিত ভাবে একবার রাত্রভোজী, বৃথাটনবিহীন, প্রাতঃস্নায়ী, কলহশূন্য, ত্রৈকালিকশিবপূজা ও জপহোমসমাযুক্ত হইয়া কুমারীভোজন করাইবে এবং ষষ্ঠী তিথিতেই বিল্বশাখাও বিল্বফলে দেবীর বোধন করিয়া সপ্তমীতে ঐ বিল্বশাখা আহরণ পূর্ব্বক পূজা করিবে। পুনর্ব্বার অষ্টমীতে বিশেষ রূপে পূজা করিয়া স্বয়ং জাগরণ করিবে ও মহানিশিতে বলিদান দিবে। নবমীতে বিধিপূর্ব্বক প্রভূত বলিদান করিবে এবং দশভুজা দুর্গাদেবীর ধ্যান ও দুর্গাতন্ত্র মন্ত্রে পূজা করিবে। পরে দশমীতে সাধকশ্রেষ্ঠ দেবী বিসর্জ্জন করিয়া নক্তব্রত আচরণ করিবে অর্থাৎ দিনে ভোজন না করিয়া রাত্রেই ভোজন করিবে। স্মার্ত্তমতে ইহাই ষষ্ঠ্যাদি কল্প।

অষ্টম্যাদি পূজা :—"কন্যাসংস্থে রবৌ পূজা যা শুক্লা তিথিরষ্টমী।
তস্যাং রাত্রৌ পূজিতব্যা মহাবিভববিস্তরৈঃ ॥ ২৩
নবম্যাং বলিদানন্তু কর্ত্তব্যং বৈ যথাবিধি।
জপং হোমঞ্চ বিধিবৎ কুর্য্যাত্তত বিভূতয়ে ॥ ২৪
সম্পূজয়েন্মহাদেবীমষ্টপুষ্পিকয়া নরঃ ॥ ২৫ ॥"

কন্যারাশিতে রবির স্থিতিকালে পূজা হইবে। ঐ পূজা শুক্লাষ্টমীতিথিতে রাত্রিকালে অত্যন্ত জাঁক জমকের সহিত করিবে। নবমীতে যথাবিধি বলিদান করিয়া, তৎপর ঐশ্বর্য্যলাভের জন্য বিধিপূর্ব্বক জপ ও হোম করিবে। আর মহাদেবীকে অষ্টপুষ্পিকার দ্বারা পূজা করিবে।—ইহাকেই অষ্টমীকল্প বলিতে হয়। স্মার্ত্তমতে দেবীর পূজা দিনমান হইতেই আরম্ভ হইয়া থাকে, রাত্রিতে সন্ধিপূজা হয়।

অষ্টমীপূজা ও নবমীপূজা :—
"দুর্গাতন্ত্রেণ মন্ত্রেণ কুর্য্যাদ্দুর্গামহোৎসবম্।
মহানবম্যাং শরদি বলিদানং নৃপাদয়ঃ ॥ ১
আশ্বিনস্য তু শুক্লস্য ভবেদ্ যা অষ্টমী তিথিঃ।
মহাষ্টমীতি সা প্রোক্তা দেব্যাঃ প্রীতিকরী পরা ॥ ২
ততোঽনুনবমী যা স্যাৎ সা মহানবমী স্মৃতা।
সা তিথিঃ সর্ব্বলোকানাং পূজনীয়া শিবপ্রিয়া ॥ ৩
অনয়ো র্বৎস! পূজায়াং বিশেষং শৃণু ভৈরব।
সম্পূজ্য মণ্ডলে দেবীং বিধিবৎ প্রযতো নরঃ ॥ ৪
বৈষ্ণবীতন্ত্রমন্ত্রেণ দুর্গাতন্ত্রেণ ভৈরব ॥" ৫

নৃপাদি ঐশ্বর্য্যবান্ ব্যক্তিগণ শরৎকালে মহানবমী তিথিতে দুর্গাতন্ত্রমন্ত্র দ্বারা দুর্গাদেবীর মহোৎসব ও বলিদান করিবে। আশ্বিন মাসের যে শুক্লপক্ষের অষ্টমী তিথি, তাহা দেবীর অত্যন্ত প্রীতিকরী এবং তাহাকেই মহাষ্টমী বলে। ঐ অষ্টমীর পরেই যে নবমী তাহাকেই মহানবমী বলে, এই তিথি শিবের প্রিয় এবং সর্ব্বলোকের পূজনীয়। হে বৎস ভৈরব, এই দুই তিথিতে পূজার বিশেষ কথা শ্রবণ কর। হে ভৈরব! বৈষ্ণবীতন্ত্রমন্ত্র ও দুর্গাতন্ত্র দ্বারা মনুষ্য সংযত হইয়া দেবীর পূজা মণ্ডলের উপর যথাবিধি করিবে।

এখানে দ্বিতীয় ও চতুর্থ শ্লোকে কেবল অষ্টমীর পূজা বা অষ্টমীকল্পের এবং প্রথম ও তৃতীয় শ্লোকে নবমী বা নবমীকল্পের কথা। আর উভয় পূজার যে টুকু বিশেষত্ব তাহা চতুর্থ ও পঞ্চম শ্লোক হইতে পাওয়া গেল। এই গেল পাঁচ প্রকার দশভুজা দুর্গাদেবীর পূজার কথা।

ষোড়শভুজা ভদ্রকালী-দুর্গাদেবীর পূজা :—
"যদা তু ষোড়শভুজাং মহামায়াং প্রপূজয়েৎ।
দুর্গাতন্ত্রেণ মন্ত্রেণ বিশেষং তত্র বৈ শৃণু ॥ ১২
কন্যায়াং কৃষ্ণপক্ষস্য একাদশ্যামুপোষিতঃ।
দ্বাদশ্যামেকভক্তস্তু নক্তং কুর্য্যাৎ পরেঽহনি ॥ ১৩
চতুর্দ্দশ্যাং মহামায়াং বোধয়িত্বা বিধানতঃ।
গীতবাদিত্রনির্ঘোষৈর্নানানৈবেদ্যদানৈঃ ॥ ১৪
অযাচিতং বুধঃ কুর্য্যাদুপবাসং পরেঽহনি।
এবমেব ব্রতং কুর্য্যাদ্ যাবদ্বৈ নবমী ভবেৎ ॥ ১৫
জ্যেষ্ঠায়াঞ্চ সমভ্যর্চ্চ্য মূলেন প্রতিপূজয়েৎ।
উত্তরেণার্চ্চনং কৃত্বা শ্রবণান্তে বিসর্জয়েৎ ॥ ১৬ ॥"

যখন দুর্গাতন্ত্র দ্বারা মহামায়া ষোড়শভুজার পূজা করিবে, তাৎকালিক বিশেষবিধি শ্রবণ কর। আশ্বিনের কৃষ্ণ পক্ষের একাদশীর দিন উপবাসী থাকিয়া দ্বাদশীতে একাহারী হইয়া ত্রয়োদশীতে রাত্রে ভোজন করিবে। চতুর্দ্দশীতে গীত ও বাদ্যশব্দ করিয়া নানাবিধ নৈবেদ্যদান ও বিধিপূর্ব্বক মহামায়ার বোধন করিবে। ঐ দিন অযাচিত ব্রত করিয়া পরদিন উপবাস করিবে। এইরূপ ব্রত নবমী পর্য্যন্ত পালন করিবে। জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রে দেবীর অর্চ্চনা করিয়া মূলানক্ষত্রেও পূজা করিবে, এবং উত্তরাষাঢ়া নক্ষত্রে পূজা করিয়া শ্রবণা নক্ষত্রের শেষে বিসর্জ্জন দিবে। এই পূজার কথা স্মার্ত্ত উল্লেখ করেন নাই।

অষ্টাদশভুজা উগ্রচণ্ডা দুর্গাদেবীর পূজা :—

"যদা ত্বষ্টাদশভুজাং মহামায়াং প্রপূজয়েৎ।
দুর্গাতন্ত্রেণ মন্ত্রেণ তত্রাপি শৃণু ভৈরব ॥ ১৭
কন্যায়াং কৃষ্ণ পক্ষস্য পূজয়িত্বার্দ্রভে দিবা।
নবম্যাং বোধয়েদ্দেবীং গীতবাদিত্রনিস্বনৈঃ ॥ ১৮
শুক্লপক্ষে চতুর্থ্যান্তু দেবীকেশবিমোচনম্।
প্রাতরেব তু পঞ্চম্যাং স্নাপয়েত্তু শুভৈর্জলৈঃ ॥ ১৯
সপ্তম্যাং পত্রিকাপূজা অষ্টম্যাঞ্চাপ্যুপোষণম্।
পূজাজাগরণঞ্চৈব নবম্যাং বিধিবদ্বলিঃ ॥ ২০
সম্প্রেষণং দশম্যান্তু ক্রীড়াকৌতুকমঙ্গলৈঃ।
নীরাজনং দশম্যান্তু বলবৃদ্ধিকরং মহৎ ॥ ২১ ॥"

যখন অষ্টাদশভুজা মহামায়ার দুর্গাতন্ত্রমন্ত্রদ্বারা পূজা করিবে, হে ভৈরব, সে বিষয়ও শ্রবণ কর। আশ্বিন মাসের কৃষ্ণপক্ষীয় আর্দ্রানক্ষত্রযুক্ত নবমীতে দিবাভাগে গীতবাদ্যসহকারে দেবীর বোধন ও পূজা করিবে। শুক্লপক্ষের চতুর্থীতে দেবীর কেশবন্ধন খুলিয়া দিবে; পঞ্চমীর প্রভাতে উত্তম জলে স্নান করাইবে; সপ্তমীতে পত্রিকা (নবপত্রিকা) পূজা; অষ্টমীতে উপবাস, পূজা ও জাগরণ; নবমীতে বিধিপূর্ব্বক বলি; এবং দশমীতে ক্রীড়া-কৌতুক ও মঙ্গলাচরণ করিয়া বিসর্জ্জন করিবে। দশমীতে নীরাজন অতিশয় বলবৃদ্ধিকর।

৬১ অধ্যায়ে অষ্টাদশভুজা সম্বন্ধে আরও এইরূপ লিখিত হইয়াছে,—

"উগ্রচণ্ডা চ যা মূর্ত্তিরষ্টাদশভুজাভবৎ।
সা নবম্যাং পুরা কৃষ্ণপক্ষে কন্যাং গতে রবৌ।
প্রাদুর্ভূতা মহামায়া যোগিনীকোটিভিঃ সহ। ২।
নবম্যাং কৃষ্ণপক্ষে তু কন্যায়াং চণ্ডমূর্ত্তিধৃক্ ॥ ৬
যোগনিদ্রা মহামায়া যোগিনীকোটিভিঃ সহ।
সতীরূপং পরিত্যজ্য যজ্ঞভঙ্গমথাকরোৎ ॥ ৭
যো মোহাদথবালস্যাদ্দেবীং দুর্গাং মহোৎসবে।
ন পূজয়তি দম্ভাদ্বা দ্বেষাদ্বাপ্যথ ভৈরব।
ক্রুদ্ধা ভগবতী তস্য কামান্নিষ্টান্নিহন্তি বৈ ॥ ১২
পরত্র চ মহামায়াবলির্ভূত্বা প্রজায়তে ॥ ১৩ ॥

অষ্টম্যাং রুধিরৈশ্চৈব মহামাংসৈঃ সুগন্ধিভিঃ।
পূজয়েদ্বহুজাতীয়ৈ র্বলিভির্ভোজনৈঃ শিবাম্ ॥ ১৪
সিন্দূরৈঃ পট্টবাসোভির্নানাবিধবিলেপনৈঃ।
পুষ্পৈরনেকজাতীয়ৈঃ ফলৈর্বহুবিধৈরপি ॥ ১৫
উপবাসং মহাষ্টম্যাং পুত্রবান্ ন সমাচরেৎ।
যথা তথৈব পূতাত্মা ব্রতী দেবীং প্রপূজয়েৎ ॥ ১৬
পূজয়িত্বা মহাষ্টম্যাং নবম্যাং বলিভি স্তথা।
বিসর্জয়েদ্ দশম্যান্তু শ্রবণে শাবরোৎসবৈঃ ॥ ১৭
অন্ত্যপাদো দিবাভাগে শ্রবণস্য যদা ভবেৎ।
তদা সম্প্রেষণং দেব্যা দশম্যাং কারয়েদ্ বুধঃ ॥ ১৮ ॥"

মহামায়ার অষ্টাদশ ভুজা উগ্রচণ্ডা মূর্ত্তি পুরাকালে সূর্য্য কন্যারাশিগত হইলে অর্থাৎ আশ্বিন মাসে কৃষ্ণপক্ষের নবমীতে কোটি যোগিনীর সহিত প্রাদুর্ভূতা হইয়াছিলেন। কন্যারাশিতে সূর্য্যের অবস্থিতি কালে কৃষ্ণ পক্ষের নবমীতে যোগনিদ্রা মহামায়া সতীরূপ ত্যাগ করিয়া চণ্ডমূর্ত্তি ধারণ করিয়া কোটী যোগিনী সহিত দক্ষের যজ্ঞভঙ্গ করিয়াছিলেন। হে ভৈরব! যে ব্যক্তি মোহবশে, আলস্য পূর্ব্বক, দম্ভ বা দ্বেষ করিয়া মহোৎসবকালে দুর্গাদেবীর পূজা না করে, দেবী ভগবতী ক্রুদ্ধ হইয়া তাহার অভিলষিত বিষয় নষ্ট করেন; আর ঐ ব্যক্তি পরজন্মে মহামায়ার বলিরূপে জন্মগ্রহণ করে। অষ্টমীতে রুধির, মহামাংস, সুগন্ধিদ্রব্য, বহুবিধ বলি, ভোজ্যদ্রব্য, সিন্দুর, পট্টবাস, নানাবিধ বিলেপন, অনেক জাতীয় পুষ্প ও বহুবিধ ফল দিয়া দেবী মহেশ্বরীর পূজা করিবে। পুত্রবান্ ব্যক্তি মহাষ্টমীতে উপবাস করিবে না। ব্রতী পবিত্রচিত্ত হইয়া যে কোন স্থানে দেবীর পূজা করিবে। মহাষ্টমীতে পূজা করিয়া নবমীতে বহু বলি দিবে। দশমীতে শ্রবণা নক্ষত্রে শাবরোৎসবের সহিত বিসর্জ্জন করিবে। দশমী তিথিতে দিবসে শ্রবণা নক্ষত্রের চতুর্থপাদে বিজ্ঞ লোক দেবীর বিসর্জ্জন করিবে।—ইহাকেও নবম্যাদিকল্প বলা চলে; কিন্তু স্মার্ত্তের নবম্যাদি কল্পের দেবীমূর্ত্তি দশভুজা আর এই মূর্ত্তি অষ্টাদশভুজা। আশ্বিনের কৃষ্ণপক্ষে আর্দ্রানক্ষত্রযুক্ত নবমী হইলে এবং পরবর্ত্তী শুক্লপক্ষের দশমীতে শ্রবণা নক্ষত্র হইলে এই পূজা হইবে, নতুবা হইবে না।

এখানে কয়েকটি কথা বলিয়া রাখা আবশ্যক। ইতিপূর্ব্বে "দুর্গাতন্ত্র" বলিয়া একটি শব্দ পাওয়া গিয়াছে। উহা দেখিয়া কেহ যেন মনে না

করেন যে দুর্গাতন্ত্র বলিয়া একখানি তন্ত্রের পুথি আছে। 'দুর্গাতন্ত্র' বলিতে দুর্গা দেবীর অঙ্গমন্ত্রগুলি বুঝাইয়া থাকে, তাহার প্রমাণ হইতেছে—"এতস্যাশ্চাঙ্গমন্ত্রস্তু দুর্গাতন্ত্রমিতি শ্রুতম্"। (৬১।২৩) তিন মূর্ত্তির পূজার মূলমন্ত্রের প্রভেদ রহিয়াছে। অর্থাৎ দশভুজা মূর্ত্তির পূজায় যে মন্ত্র ব্যবহার হয়, ভদ্রকালীপূজায় সে মন্ত্র ব্যবহার হয় না, আবার উগ্রচণ্ডার পূজার মন্ত্রের সহিতও ইহাদের মন্ত্রের মিল হয় না। যে দেবীর যে মন্ত্র তাহা দেখান যাইতেছে,—

"বহ্নি ভার্য্যা স্বরঃ ষষ্ঠো হান্ত প্রান্তোঽগ্নিরেব চ।
দুর্গাদ্বিরিতি সোঙ্কারং দুর্গামন্ত্রমিতি শ্রুতম্॥" ৬১। ২৪॥

এই মন্ত্র হইতে "ওঁ দুর্গে দুর্গে রক্ষণি স্বাহা" এই মন্ত্র উদ্ধার হইল। ইহাই দুর্গামন্ত্র।

"নেত্রবীজং দ্বিতীয়স্তু দ্বিধাবর্ত্তিতমুচ্যতে।
ভদ্রকালাস্তু মন্ত্রোয়ং ধর্ম্মকামার্থসিদ্ধয়ে॥" ৬১॥৩৫॥

এই মন্ত্র হইতে "ওঁ হ্রীঁ ভদ্রকাল্যৈ নমঃ" এই মন্ত্র উদ্ধার হইল। ইহাই ভদ্রকালীমন্ত্র।

"মন্ত্রং তথোগ্রচণ্ডায়াঃ পৃথক্ ত্বং শৃণু ভৈরব!॥
আদ্যদ্বয়ং নেত্রবীজং মন্ত্রস্তোপান্তমন্তরে।
বহ্নিনান্তঃ স্বরেণেন্দু বিন্দুভ্যাং তন্ত্রমৌগ্রকম্॥ ৬১।৩৩-৩৪॥"

এই বাক্য হইতে "ওঁ ঐঁ হ্রীঁ হ্রোঁ উগ্রচণ্ডায়ৈ নমঃ" মন্ত্রটী পাওয়া গেল। ইহাই উগ্রচণ্ডামন্ত্র।

দেখা গেল দশভুজা দুর্গাদেবীর পূজা পাঁচ প্রকার এবং ষোড়শভুজা ভদ্রকালী দুর্গাদেবীর ও অষ্টাদশভুজা উগ্রচণ্ডা দুর্গাদেবীর পূজা এক এক প্রকার। এই পূজাগুলির মধ্যে যে অল্পবিস্তর ভেদ আছে তাহাও উদ্ধৃত শ্লোকগুলি হইতে জানা যাইতেছে। এবং ইহা দ্বারা কালিকাপুরাণে দুর্গাদেবীর পূজা সম্বন্ধে কি আছে, তাহা সমস্তই জানা যাইতেছে। এখানে ইহাও বলা আবশ্যক যে, এই কালিকাপুরাণে প্রতি মাসে এমন কি প্রতিদিনই দুর্গাপূজা করিবার কথা আছে।

উপস্থিত তিন পুরাণের যে তিন খানি পদ্ধতি চলিতেছে, তাহাতে দশভুজা দুর্গার যে ধ্যান দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা একরূপ ও একই ধ্যান। আর ঐ ধ্যানটি কালিকাপুরাণের।

যদিও কেবল নবমীর, কেবল অষ্টমীর, অষ্টমী হইতে বা সপ্তমী হইতে পূজার

বিধান রহিয়াছে, তথাপি এ দেশে ঐরূপ পূজা বিরল। বোধন ব্যতীত কেহই পূজা করেন না। এই বোধন লইয়া স্মার্ত্ত ও পদ্ধতিকার কোনরূপ গোল না করিলেও পুরাণ দেখিলেই দেখা যায় যে, কি স্মার্ত্ত কি পদ্ধতিকার উভয়েই গোল করিয়াছেন। তাঁহারা পুরাণকে অনুসরণ করেন নাই। শুধু যে তাঁহারা বোধনের বেলায় এইরূপ করিয়াছেন তাহা নহে, মূর্ত্তিবিষয়ে ও পূজাতেও স্বাধীনতা অবলম্বন করিয়াছেন। তাঁহারা যে যে স্থলে পুরাণ মানেন নাই বা পুরাণের সহিত তাঁহাদের যে যে স্থলে অনৈক্য তাহাই এক্ষণে প্রদর্শিত হইতেছে। বৃহন্নন্দিকেশ্বরপুরাণ ও দেবীপুরাণের পদ্ধতি সম্বন্ধে বলিয়াছি, এখানে কালিকাপুরাণের কথা বলিব। পুরাণ, পদ্ধতি ও স্মৃতিনিবন্ধের অনৈক্য একটি একটি করিয়া দেখান যাইতেছে :—

প্রথম। পদ্ধতিতে বা স্মৃতিনিবন্ধে সাতটী কল্পের কথা আছে। ঐ কল্পগুলির প্রমাণ একরূপ পুরাণ হইতে করা যায় এবং পূর্ব্বে একমাত্র সপ্তম্যাদি কল্প ব্যতীত ছয়টী কল্পের মোটামুটি প্রমাণ দেখান হইয়াছে। সপ্তমী হইতে পূজার আরম্ভের কথা পুরাণে নাই।

দ্বিতীয়। নবম্যাদি কল্পে, প্রতিপদাদি কল্পে এবং ষষ্ঠ্যাদিকল্পে একমাত্র দশভুজা মূর্ত্তি স্মার্ত্ত ও পদ্ধতিকার গ্রহণ করিয়াছেন। পুরাণের মতে দশভুজা মূর্ত্তি প্রতিপদ্ ও ষষ্ঠীর পূজার জন্য; আর নবম্যাদি কল্পের জন্য অষ্টাদশভুজা উগ্রচণ্ডা মূর্ত্তি।

তৃতীয়। প্রচলিত মতে নবম্যাদি কল্পে কৃষ্ণানবমীতে প্রাতঃকালবোধন হয়; প্রতিপদাদি কল্পে প্রতিপদ্ হইতে পূজা আরম্ভ হয় বটে কিন্তু তাহার বোধন হয় ষষ্ঠীতে এবং ষষ্ঠ্যাদিকল্পেও ষষ্ঠীতে সন্ধ্যাকালে বোধন হয়। পুরাণের সহিত এ নিয়মের সর্ব্বত্র মিল নাই। অমিল হইতেছে, প্রতিপদের ও ষষ্ঠীর বোধনে। ষষ্ঠীর বোধনের কাল স্মার্ত্ত প্রভৃতির মতে সন্ধ্যাকাল, কিন্তু পুরাণ বলিতেছে "বোধয়েদ্‌বিল্বশাখায়াং ষষ্ঠ্যাং দেবীং ফলেষু চ।" ইহাতে জানা যাইতেছে ষষ্ঠী তিথিতে বোধন করিবে; সন্ধ্যায় করিবে কি প্রাতঃকালে করিবে এমন কিছু বিশেষ বিধি নাই। স্মার্ত্ত রঘুনন্দন সন্ধ্যা কালই বোধনের বিহিত কাল স্থির করিয়া ভবিষ্যপুরাণ হইতে "ষষ্ঠ্যাং বিল্বতরৌ বোধং সায়ং সন্ধ্যাসু কারয়েৎ" এই বচনটি উদ্ধৃত করিয়াছেন। তাঁহার মতই সাধারণে গৃহীত হইয়াছে।

স্মার্ত্ত ও পদ্ধতিকার প্রতিপদের পূজার বোধনের ব্যবস্থা দিয়াছেন ষষ্ঠীতে।

অবশ্য পূজা প্রতিপদ্ হইতে আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। দেবী ঘুমাইতেছেন তথাপি তাঁহার পূজা চলিতেছে। এইরূপ পাঁচ দিন পূজা হইয়া গেল। পরে ষষ্ঠীর দিন দেবীকে জাগান হইল। তাহার পর প্রকৃত পূজা হইল। যে কয় দিন দেবী নিদ্রিত ছিলেন সে কয়দিনের পূজা নিষ্ফল বলিতে হইবে। যদি পূজার জন্য বোধন থাকে, তবে বোধনের পূর্ব্বে পূজা হইতে পারে না।

পুরাণ বলিতেছেন—

"রামস্যানুগ্রহার্থায় রাবণস্য বধায় চ।
রাত্রাবেব মহাদেবী ব্রহ্মণা বোধিতা পুরা ॥ ২৬।
ততস্তু ত্যক্তনিদ্রা সা নন্দায়ামাশ্বিনে সিতে।
জগাম নগরীং লঙ্কাং যত্রাসীদ্রাঘবঃ পুরা ॥"

প্রতিপদাদি পূজা দ্রষ্টব্য।

ব্রহ্মা রাত্রিতে দেবীকে প্রবোধিত করিলেন। দেবী নিদ্রাত্যাগ করিয়া প্রতিপদ্ তিথিতে লঙ্কায় গেলেন; সেখানে সাতদিন রামরাবণের যুদ্ধ দেখিলেন এবং নবমীর দিন রাবণবধ হইল। দেবী যে কয়দিন লঙ্কায় ছিলেন, দেবতারা প্রত্যহই তাঁহার পূজা করিয়াছিলেন। ইহা হইতে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে ব্রহ্মা প্রতিপদে দেবীর বোধন করেন, দেবীও নিদ্রাভঙ্গের পরই লঙ্কায় গমন করেন, সেখানে দ্বিতীয়া হইতে অষ্টমী এই সাতদিন রাম রাবণের যুদ্ধ দর্শন করেন। সুতরাং প্রতিপদের পূজার প্রথমেই বোধন, ইহাই কালিকাপুরাণের মত। অতএব পদ্ধতিকার বা স্মার্ত্ত পুরাণ অনুসরণ করেন নাই, ইহা বলা যাইতে পারে।

চতুর্থ। প্রচলিত পূজা মাত্রেই নবপত্রিকা আছে, কিন্তু এই পুরাণে একমাত্র নবম্যাদি কল্পের পূজায় অর্থাৎ কৃষ্ণানবমী হইতে যে পূজা আরম্ভ কেবল সেই পূজায়, নবপত্রিকার কথা আছে। অন্যান্য পূজায় নবপত্রিকা করিবার বিধি দেখিতে পাওয়া যায় না। সুতরাং এখানেও ষষ্ঠ্যাদি বা প্রতিপদাদি কল্পে যে পত্রিকাপূজার কথা স্মার্ত্ত ধরিয়াছেন, ইহা অত্যন্ত সাহসের পরিচায়ক।

পঞ্চম। এই কালিকাপুরাণোক্ত পদ্ধতিতে ৫৬ হইতে ৫৮ টি বৈদিক মন্ত্র ও কতকগুলি তান্ত্রিক মন্ত্র এবং তান্ত্রিক পূজার বিধি গৃহীত হইয়াছে, কিন্তু পুরাণে আদৌ তাহার উল্লেখ নাই।

উপরোক্ত পাঁচ দফায় পুরাণের সহিত প্রচলিত পদ্ধতি ও স্মার্ত্তমতের বিভিন্নতা প্রদর্শিত হইল। তথাপি তিন পুরাণের যে তিনটি পদ্ধতি চলিতেছে তাহার মধ্যে

বিশেষ ঐক্য দৃষ্ট হইতেছে। স্মার্ত্তমতেও পরস্পরের অনুকরণে হস্তলিপিগুলি ক্রমে একভাবাপন্ন হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

এখন দেখা যাইতেছে যে, কোন পুরাণের পদ্ধতিই বিশুদ্ধ নাই। প্রতি পদ্ধতিতেই যথেষ্ট গোলমাল হইয়াছে। উপস্থিত পদ্ধতি যে আকারে আছে, তাহাতে আর অমুক পদ্ধতি অমুক পুরাণের একথা বলা চলে না। কালিকাপুরাণের পদ্ধতির মধ্যে দেবীপুরাণের অংশ বা বৃহন্নন্দিকেশ্বর পুরাণের অংশ প্রবেশ করিয়াছে; দেবীপুরাণের পদ্ধতির ও বৃহন্নন্দিকেশ্বর পুরাণের পদ্ধতির মধ্যেও পরস্পরের মত এমন ভাবে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছে যে তাহাদের যে প্রকৃত রূপ কি, তাহা আর ধরা যায় না। যখন এক এক পুরাণের নামে এক এক খানা পদ্ধতি চলিতেছে, তখন বুঝা যায় যে, যে সময়ে প্রথমে পদ্ধতি তৈয়ারী হইয়াছিল, তখন তাহার স্বাতন্ত্র্য ও বিশুদ্ধি ছিল। কিন্তু এখন আর সেই বিশুদ্ধি নাই। এক্ষণে এই পুরাণ তন্ত্র প্রভৃতির মিশ্রিত পদ্ধতির পরিবর্ত্তে ভিন্ন ভিন্ন পুরাণের মতে বিশুদ্ধ পদ্ধতি পুনঃ প্রণয়ন আবশ্যক। এখানে এটুকুও বলিয়া রাখি যে, ব্যবহৃত মন্ত্রগুলির মধ্যেও অনেক অশুদ্ধি রহিয়াছে, সেগুলির সংশোধন প্রথম কর্ত্তব্য।

যজ্ঞ, পূজা সকাম উপাসনা। যাঁহারা মহাদেবীর অর্চ্চনা করিয়া অভ্যুদয় ও অভীষ্টলাভ ইচ্ছা করেন তাঁহারা যাহাতে পুরাণোক্ত মতে পূজা বিশুদ্ধরূপে সম্পাদিত হয় তাহাও অবশ্য ইচ্ছা করিবেন। যাহাতে এবিষয়ে আত্মহিতকামী ব্যক্তিগণের অনুসন্ধিৎসা জাগ্রত হয় তজ্জন্যই আমার বর্ত্তমান প্রবন্ধের অবতারণা। যে মহাপূজার নামে আবালবৃদ্ধবনিতা, ধনি-দরিদ্র সকলেই আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠে, সেই পূজায়, বাঙ্গালির কীর্ত্তিস্তম্ভ সেই দুর্গাপূজায়, এই সুশিক্ষিত বিদ্বজ্জনমান্য বঙ্গদেশে এত গলদ, এত ভ্রম থাকা নিতান্তই দুঃখের বিষয়। যাহাতে আদ্যাশক্তি মহামায়ার পূজা বিশুদ্ধ হয়, তদ্বিষয়ে পাঠকগণ বদ্ধপরিকর হউন। মা জগদম্বা আপনাদের সহায় হউন।

শ্রীগণপতি সরকার বিদ্যারত্ন।

ভারতের প্রাচীন ও আধুনিক কৃষি

কৃষিই মানবসভ্যতার ভিত্তি, কারণ কৃষি দ্বারাই আহারীয় দ্রব্য উৎপন্ন করিয়া জীবন ধারণ করিতে হয় এবং কৃষিই আমাদের পরিধেয় বস্ত্রের সূত্র প্রদান করিয়া আমাদিগকে সভ্য করিয়াছে। যখন মনুষ্য অসভ্য ছিল, যখন তাহারা কৃষির গুণ জানিত না, তখন তাহারা বনজাত জন্তুর মাংস কিম্বা উদ্ভিজ্জ খাদ্য দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিত এবং বৃক্ষপত্র বা বল্কল দ্বারা লজ্জা নিবারণ করিত। এখনও এইরূপ অসভ্য বর্ব্বর জাতি দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। তাহাদিগকে আহার অন্বেষণে সর্ব্বদা এত ব্যস্ত থাকিতে হয় যে আধ্যাত্মিক বা অন্য উচ্চ চিন্তার আর অবকাশ থাকে না। আদিম আর্য্যগণ এসিয়া ও ইউরোপ মহাদেশের মধ্যবর্ত্তী স্থান হইতে অবতীর্ণ হইয়া সর্ব্বপ্রথমে ভারতের পশ্চিমোত্তর প্রান্তদেশের সুবিশাল সমতল উর্ব্বর ভূমিতে হলচালনা পূর্ব্বক কৃষি আরম্ভ করিয়াছিলেন। তখন তাঁহাদের সুখের সীমা ছিল না। গৌরবে উল্লসিত হইয়া তাহারা আপনাদিগকে "আর্য্য" নামে অভিহিত করিলেন। আমরা আর্য্য, ইহার অর্থে ইহা বুঝিতে হইবে যে আমরা হলধারণ দ্বারা কৃষি করি। এই হলযন্ত্রের আবিষ্কারক অন্য কোন জাতি নহে। তৎসম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা আমার বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। আলোচ্য বিষয় এই যে জগতের আর্য্য জাতির এক প্রধান শাখা হিন্দুদিগের এমন অধঃপতন কেন হইল?

যে আর্য্যগণ এক সময়ে কৃষিকে গৌরবের কার্য্য মনে করিতেন, তাহা পরবর্ত্তী হিন্দুদিগের নিকট অনাদৃত হইতে লাগিল। বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ স্বজাতির প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য ব্যস্ত, বলীয়ান্ ক্ষত্রিয় তাহাদের প্রতিদ্বন্দ্বী, সুতরাং কৃষি নিরীহ ভালমানুষ বৈশ্যের হস্তে ন্যস্ত হইল। যদিও ক্ষত্রিয়গণ বাহুবলে ভূস্বামী রহিলেন, কিন্তু ব্রাহ্মণগণ সকল জাতির উপর পুরোহিত ও ব্যবস্থাপক রূপে আধিপত্য স্থাপন করিলেন এবং ক্রমে ক্রমে অন্যান্য জাতির বিদ্যাশিক্ষার পথ সঙ্কীর্ণ করিয়া তুলিলেন এবং বাণিজ্য, কৃষি ও শিল্পজীবী সম্প্রদায়গুলিকে শূদ্রধর্ম্ম অবলম্বনে বাধ্য করিলেন। এই ব্রাহ্মণদিগের সঙ্কীর্ণতায় বৈশ্যগণ অতিশয় হীন হইয়া পড়িলেন। সুতরাং ভারতের কৃষি বাণিজ্য অধিক উন্নতি করিতে পারিল না। আবার নূতন শাস্ত্রবচন রচনা করিয়া সমুদ্রগমন বন্ধ করিলেন। তাহাতে লঙ্কা, যবদ্বীপ, চীন, পারশ্য, মিশর প্রভৃতি যে যে স্থানে

বাণিজ্যের কিঞ্চিৎ প্রসার হইয়াছিল তাহাও সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়িল। বর্ত্তমান হিন্দুশাস্ত্রে কৃষি বাণিজ্যের আলোচনা একরূপ নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। উচ্চশ্রেণীর হিন্দুগণ কৃষির সহিত সকল সংস্রব পরিত্যাগ করাতেই কৃষির বৈজ্ঞানিক উন্নতিচেষ্টা রহিত হইয়া গিয়াছিল। শেষকালে পরাশর ঋষি কিঞ্চিৎ কৃষি আলোচনা করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহাতে, কোন মৌলিকতা নাই, তৎকালপ্রচলিত কৃষি প্রণালীর কিঞ্চিৎ বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন মাত্র। পৌরাণিক কথার অধিক আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। তখন আর্য্যগণের সংখ্যা অল্প, তাঁহাদের খাদ্যও প্রচুর ছিল, সুতরাং কৃষির উন্নতির তত প্রয়োজনও ছিল না। কিন্তু বর্ত্তমান যুগে অল্পাহারে বা অনাহারে এতদ্দেশীয় লোকের অকালে প্রাণবিয়োগ হইতেছে, অতএব আর নিশ্চেষ্ট থাকিলে চলিবে না। শিক্ষিত ব্যক্তিগণ এখন বৈজ্ঞানিক প্রণালী দ্বারা কৃষির উন্নতি বিধান করুন। শিক্ষিত ধনিগণ বাণিজ্য শিল্পের উন্নতি এবং দেশান্তরে ইহার প্রসার করিতে চেষ্টা করুন।

বঙ্গদেশীয় কৃষকগণ সারপ্রয়োগ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। গোবর ব্যতীত কোন সার আছে তাহা কতজন কৃষক বিদিত আছেন? রেড়ির খৈল মাত্র হুগলী, বর্দ্ধমান এবং পাটনার কৃষকগণই ব্যবহার করেন। সোরা ও হাড় যে উৎকৃষ্ট সার তাহা কেহই জানে না। মলমূত্র সুব্যবস্থামত রক্ষা করিতে পারিলে তাহাতেও দেশের খুব কল্যাণ হইতে পারে। এইরূপ সহজলভ্য কত প্রকার সার বিনষ্ট হইতেছে। বর্দ্ধমান মহারাজার কৃষিক্ষেত্রে ৯৷৷০ মূল্যের হাড় ও সোরাসার প্রয়োগ দ্বারা প্রতি তিন বিঘা ধানের জমীতে ১০০৲ টাকা লাভ হয়, বিনাসারের জমীতে বিঘায় ২০৲ টাকার অধিক লাভ এখনও হয় না।

শস্য, মৃত্তিকা, জল, বায়ু প্রভৃতির বিভিন্নতায় সারপ্রয়োগের পার্থক্য হয়। হাড় সার যেমন বর্দ্ধমানে ফলপ্রদ তেমন ডুমরাঁওনে (সাহাবাদে) হয় না। এই সকল মীমাংসা ভিন্ন ভিন্ন স্থানে পরীক্ষা দ্বারা স্থির করিতে হইবে। ভারতবর্ষে এখন বস্ত্রের কল আছে, কিন্তু তাহার কার্পাসের জন্য মিশর কিম্বা মার্কিন দেশের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হয়। বর্ত্তমানে ভারতীয় কার্পাস অতিশয় নিকৃষ্ট, ইহার দ্বারা কলে সূক্ষ্ম সূত্র প্রস্তুত হয় না।

কৃষিই বাণিজ্য ও শিল্পের ভিত্তি। ভারতবর্ষে কৃষিকার্য্য অশিক্ষিত লোক দ্বারা চালিত হয় বলিয়া কৃষি, বাণিজ্য ও শিল্পের উন্নতি সাধন হইতেছে না। কৃষি কর্ম্মে কিছু উন্নতি সম্ভব, ইহা অজ্ঞ কৃষকগণের মনে কখনও স্থান পায় না। উচ্চ শ্রেণীর ব্যক্তিগণ প্রত্যক্ষ ভাবে কৃষির সহিত সংশ্লিষ্ট নহেন বলিয়া কৃষি সম্বন্ধে

তাহারা কোন খবরই রাখেন না। এই অনভিজ্ঞতার জন্যই তাঁহারা সময়ে সময়ে বলিয়া থাকেন যে এতদ্দেশে কৃষিপ্রণালীর কিছুই ত্রুটী নাই। তাঁহাদের মতে আমরা সর্ব্ববিদ্যায় সর্ব্বজ্ঞ। এইরূপ বিশ্বাসে মানুষকে অন্ধ করিয়া রাখে, তাঁহারা উন্নতিপথের খোঁজ লন না। কৃষির উন্নতিবিষয়ক কয়েকটি প্রস্তাব নিম্নে উল্লেখ করিতেছি।

ধান্য আমাদের বঙ্গদেশে সর্ব্বপ্রধান শস্য। যদ্যপি কোন উপায়ে ইহার ফলনের পরিমাণ বৃদ্ধি করা যায়, তাহা হইলে ইহাদ্বারা এ দেশের প্রভূত কল্যাণ হইবে। বর্দ্ধমানমহারাজের কৃষিপরীক্ষাক্ষেত্রে প্রায় ২০ বৎসর পরীক্ষার ফল দৃষ্টে জানা যায় যে প্রতিবিঘায় একমণ হাড় চূর্ণ এবং দশ সের সোরা প্রদান করিলে প্রায় তিন গুণ অধিক ধান্য প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই সারের মূল্য যুদ্ধের পূর্ব্বে মাত্র ৩৲ টাকা ছিল, এখন প্রায় ৬৲ টাকা। বিনা সারে এক বিঘা জমী হইতে ৬ মণের অধিক ধান উৎপন্ন হয় না। উক্ত সারপ্রয়োগে ঐরূপ জমী প্রায় ১৬ বা ১৭ মণ অর্থাৎ প্রায় দশ মণ অধিক ধান্য প্রদান করে। এই ১০মণ ধানের মূল্য বর্ত্তমানে অন্যূন ৪০৲ টাকা। তাহা ছাড়া খড়ের মূল্যও ১৲ টাকার কম নহে—মোট ৫০৲ টাকা। সারের খরচ বাদ দিয়া এক বিঘা জমী হইতে প্রায় ৪৪৲ টাকা অতিরিক্ত লাভ পাওয়া যায়।

রাসায়নিক পরীক্ষা দ্বারা জানা যায় যে চাউল সাধারণতঃ শতকরা ৬ ভাগ প্রোটীট্ ধারণ করে। বলা বাহুল্য যে প্রোটীড্ দ্বারা আমাদের শরীর গঠিত হয় এবং খাদ্য উপাদানের প্রোটীত্ সর্ব্বপ্রধান। কোন কোন ধান্যে অধিক পরিমাণে প্রোটীড্ প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই সকল ধান্যের অধিক প্রচলন হওয়া আবশ্যক। আসামের রাঙ্গা আহু ধান্য খাদ্যগুণে অন্যান্য ধান অপেক্ষা প্রায় শতকরা ৫০ ভাগ অধিক মূল্যবান্।

গোধূম পশ্চিমদেশীয় লোকের প্রধান খাদ্য। ভারতবর্ষে ইহার ফলন অতি কম, অর্থাৎ প্রতি বিঘায় গড়ে ৩ বা ৩৷৷০ মণ। বিলাতেও ইতঃপূর্ব্বে এইরূপ ফলন ছিল, কিন্তু তথায় এখন তিনগুণ অধিক ফলন হইতেছে।

বিলাতী আলু বিশেষ উপযোগী খাদ্য। অন্য কোন এমন শস্য নাই যাহা আলুর ন্যায় এত অল্প সময়ে এত অধিক পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহার চাষ বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র প্রচলিত করা যাইতে পারে।

ইক্ষু ভারতের প্রায় সর্ব্বত্র প্রচলিত। কিন্তু ইহার উন্নতি সাধনের জন্য এখন পর্য্যন্ত কোন সুব্যবস্থা হয় নাই। মরিসাস্, যাভা, ফিজি প্রভৃতি দ্বীপে

ইক্ষুর চাষ দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে। তথাকার চাষিগণ যে কেবল ইক্ষুর ফলন বৃদ্ধি করিয়াছেন এমন নহে, তাহারা রাসায়নিক পরীক্ষা দ্বারা অধিক শর্করা বিশিষ্ট ইক্ষুর চাষ প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। ফলতঃ তথায় এক বিঘাতে, তাহারা দুই ভাগ অধিক অর্থাৎ প্রায় ৩০ মণ শর্করা প্রাপ্ত হইতেছেন, আমরা কিন্তু ১০ মণের অধিক পাই না। চিনির মূল্য অসম্ভবরূপে বৃদ্ধি হইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে ইক্ষুর মত লাভজনক চাষ আর কিছুই নাই। সুতরাং ইক্ষুর প্রতি আমার স্বদেশী বাঙ্গালীদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

ভারতবর্ষ প্রায় একশত বৎসর পূর্ব্বে সমস্ত পৃথিবীর কার্পাস ও কার্পাস বস্ত্রের অভাব পূরণ করিত। ঢাকার মস্‌লিন জগদ্‌বিখ্যাত ছিল। কিন্তু এখন ভারতবর্ষ কার্পাস ও কার্পাস বস্ত্রের জন্য অন্য দেশের প্রত্যাশী। ত বৎসরে (১৯১৮-১৯), ৬১,৭৬,১০,০০০ টাকার কার্পাস, কার্পাসসূত্র ও বস্ত্র ভারতবর্ষে আমদানী হইয়াছিল। পরিতাপের বিষয় এই যে গত বৎসরে কার্পাসের জন্যও ভারতবর্ষ—এককোটী কুড়িলক্ষ টাকা বিদেশে পাঠাইয়াছে। ভারতবর্ষে দীর্ঘ সূত্র উৎপাদনোপযোগী কার্পাস উৎপন্ন হয় না। বিহিত ব্যবস্থা অবলম্বন করিলে ভারতবর্ষের কোন না কোন স্থলে ঐ কার্পাস নিশ্চয়ই উৎপন্ন হইতে পারে। আমেরিকার কোন কোন কার্পাস ভারতবর্ষের কোন কোন স্থলে উত্তমরূপে জন্মিতেছে। ঐরূপ উত্তম কার্পাস বিস্তারিতরূপে চাষ করা কর্ত্তব্য। ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে মিশরে কার্পাস ও কার্পাসচাষের বিশেষ উন্নতি ঘটিয়াছে। তৎপূর্ব্বে তথায় অতি সামান্য পরিমাণে নিকৃষ্ট কার্পাসের চাষ হইত। মিশরের কার্পাসউন্নতির ঘটনা আশ্চর্য্যজনক। কিছুদিন পূর্ব্বে মার্কিন দেশেও সামান্য পরিমাণে নিকৃষ্ট কার্পাস জন্মিত। বর্ত্তমানে মার্কিন কার্পাসের রাজা। যাহাদের আগ্রহ আছে তাহাদিগকে মৎপ্রণীত কার্পাসচাষ পাঠ করিতে অনুরোধ করি। যে নিকৃষ্ট কার্পাস ৬ বৎসর পূর্ব্বে প্রতিমণ ৬৲ টাকায় বিক্রয় হইত তাহার দর এখন ৫০৲ টাকা। সুতরাং কার্পাস চাষ বর্ত্তমানে অতিশয় লাভজনক কৃষি।

বর্ত্তমান সময়ে ভারতবর্ষে বহুল পরিমাণে চুরট ও সিগারেটের ধূমপান বৃদ্ধি হইতেছে। দুঃখের বিষয় এই যে কৃষিপ্রধান ভারতবর্ষ চুরট ও সিগারেট প্রস্তুত জন্য তামাক উৎপন্ন করিতে অক্ষম। বঙ্গদেশের বহুস্থলে তামাক উৎপন্ন হয়, কিন্তু কোন্ প্রণালী দ্বারা চুরট ও সিগারেটের তামাক প্রস্তুত হয় কৃষকগণ তাহা জানে না। শিক্ষা করিলে উপযুক্ত তামাক বঙ্গদেশে প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইতে পারে। এই বিষয়ে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

এতদ্ভিন্ন কৃষির উন্নতির নানা উপায় আছে। এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে এসকল বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা অসম্ভব। সাধারণের উৎসাহ দেখিলে এই সকল বিষয়ের ক্রমশঃ আলোচনা করিব।

শ্রীনিবারণচন্দ্র চৌধুরী
এম্, আর্, এ, এস্,

কন্যাদায় ও তাহার প্রতিকার।

(১)

আজকাল মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকের পক্ষে কন্যার বিবাহ দেওয়া কিরূপ কঠিন ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহা ভুক্তভোগিমাত্রেই অবগত আছেন। বরপণ রহিত করিবার জন্য অনেক আন্দোলন ও সভাসমিতি করা হইয়াছে। কিন্তু কার্য্যতঃ কোন স্থায়ী ফল হয় নাই। খাদ্যদ্রব্য ও পরিধেয় বস্ত্রাদি আজকাল যেরূপ দুর্ম্মূল্য হইয়াছে তাহাতে গৃহস্থ ভদ্রলোকের পক্ষে দুই তিন হাজার টাকা সঞ্চয় করা ও কন্যার বিবাহে ব্যয় করা এক প্রকার অসম্ভব। অথচ বেশী টাকা ব্যয় না করিতে পারিলেও ভাল ঘর ও বর পাওয়া সুকঠিন। এজন্য অনেকে যথাসময়ে কন্যার বিবাহ দিতে পারিতেছে না। তাহার ফলে আজকাল কায়স্থ-পরিবারে বার হইতে কুড়ি বৎসর বয়স্কা অনেক অনূঢ়া কন্যা দেখিতে পাওয়া যায়। উত্তরকালে ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ যে চিরকুমারী থাকিয়া যাইবে তাহা একপ্রকার স্থির।

শুধু সহৃদয়তা ও পরার্থপরতার দোহাই দিয়া এই পণ-প্রথা রহিত করিবার আশা অতি অল্প। মধ্যবিত্ত গৃহস্থব্যক্তি আপন পুত্রের বিবাহে দুই তিন হাজার টাকার লোভ সম্বরণ করিয়া বিনা পণে বধূ ঘরে আনিতে চাহে না। বর্ত্তমান হিন্দু-সমাজের অবস্থা যেরূপ তাহাতে এক জোটে সকলে মিলিয়া পণপ্রথা রহিত করিবেন এরূপ আশা দুরাশা মাত্র!

কন্যার বিবাহ দেওয়াও যেরূপ প্রয়োজন, পুত্রের বিবাহ দেওয়াও তদ্রূপ প্রয়োজন। তবে কন্যার বিবাহে পণ দিব কেন এবং পুত্রের বিবাহেই বা পণ লইব কেন? কেহ কেহ বলেন পণপ্রথা একেবারে রহিত হইয়া গেলে সমাজের দারিদ্র্য আরও বাড়িবে। মধ্যবিত্ত গৃহস্থকুলাঙ্গনাদের অঙ্গে এখন যেরূপ হাজার দেড় হাজার টাকার গহনা দেখিতে পাওয়া যায় ভবিষ্যতে আর সেরূপ থাকিবে না এবং দারিদ্র্যের আধিক্যবশতঃ আমাদের কুলাঙ্গনাগণ নিরাভরণা থাকিয়া যাইবেন। পণ-প্রথা রহিত হইলে এখন যেরূপ বিবাহের পর দম্পতি-যুগল নূতন জীবন আরম্ভ করিবার সময় অনবস্ত্রের স্বচ্ছলতা অনুভব করে, তখন আর সেরূপ করিবে না। কিন্তু এই উপকারের তুলনায় অপকারের মাত্রা অনেক অধিক। সুতরাং এইরূপ কারণে এই কুপ্রথার পোষণ করা যাইতে পারে না।

আমরা বিবাহের সময় পাত্রের রূপ গুণ দুইই বিচার করি, শুধু সদ্বংশীয় বলিয়া নির্গুণ পাত্রের হস্তে কন্যা সমর্পণ করিতে প্রস্তুত নহি। সদ্বংশীয় হইলেও পাত্র যেরূপ নির্গুণ হইতে পারে, সদ্বংশীয়া কন্যাও সেইরূপ নির্গুণা, কলহ-প্রিয়া ও বুদ্ধিহীনা হইতে পারে। তথাপি আমরা পাত্রীর গুণাগুণ বিচার করি না। আমাদের প্রথম বিবেচ্য টাকা, দ্বিতীয় রূপ, তৃতীয় বংশ।

বর্ত্তমান রুচি অনুসারে টাকা, রূপ ও বংশ হইলেই হইল, তারপর যার ভাগ্যে যেমন আছে। পাত্রীর সম্বন্ধে গুণাগুণ বিচার না করাই, বরপণ প্রথা প্রবর্ত্তিত হওয়ার এক প্রধান কারণ। পাত্রীর গুণাগুণ বিচার করিলে পণপ্রথার আংশিক লোপ হইয়া যাইবে এবং কন্যাগুলিকেও সৎশিক্ষাদানের বিশেষ ব্যবস্থা হইবে।

সমাজের আশাস্থল ভবিষ্যসন্তানগণের জননীগণ শিক্ষিতা হইলে এবং তাহাদের মানসিক বৃত্তি সকল উপযুক্তরূপে পরিস্ফুট হইলে তাঁহাদের গর্ভে যে সুসন্তান জন্মিবে তাহার সন্দেহ নাই। শীলবতী শিক্ষিতা রমণী যে শ্বশুরকুল উজ্জ্বল করে ও গৃহে শান্তিস্থাপন করে তাহাও নিঃসন্দেহ। সুশীলা, সুশিক্ষিতা, গুণবতী কন্যাগণের বিবাহ যদি বিনাপণে সাধিত হয় তাহা হইলে সমাজের অশেষ কল্যাণ হইবে ইহা পাত্রপাত্রী উভয় পক্ষের স্মরণ রাখা আবশ্যক।

শ্রীঅধরকৃষ্ণ বসু।

(২)

আজ পুত্রের বিবাহে যাহা লইব, কাল কন্যার বিবাহে তাহা দিতে হইবে। এরূপ অবস্থায় সমাজের অশেষ পীড়াদায়ক এই পণ-প্রথা কেননা তিরোহিত হয়? পরন্তু এই পণ-প্রথা আমাদের নারীজাতির অবমাননাস্বরূপ। কেহ তাঁহার সুন্দরী সুশীলা কন্যা কোন শিক্ষিত যুবককে দান করিতে ইচ্ছা করিয়া বিনীত ভাবে তাহার পিতার নিকট প্রস্তাব করিলেন। বরের পিতা

কন্যার রূপগুণের বিশেষ অনুসন্ধান আবশ্যক মনে করিলেন না, প্রথমেই বলিলেন—"মহাশয়, আমার যতীন্ এম, এ, পড়িতেছে, আমাদের ঘরের মানসম্ভ্রমত জানেন, তাও ত রক্ষা করা চাই। আমি আপনার নিকট দাবিদাওয়া বিশেষ করিব না। ৫ হাজার টাকা নগদ, আর ৫ হাজার টাকার গয়না—এই হইলেই হইবে। আপনি সজ্জন ও কুলীন, আপনার সহিত কেন কার্য্য করিব না? আপনি যে দিন বলিবেন আমি মেয়ে দেখিয়া আসিব।" হতভাগিনী কন্যার হতভাগ্য পিতা পুত্রধনের অধিকারী আরও অনেকের নিকট গেলেন, কিন্তু সকলেরই প্রায় একই কথা। ফলকথা সকলেই কন্যাদান করিতে একান্ত ব্যাকুল, কিন্তু এই দান কেহ গ্রহণ করিতে চাহে না! কন্যাগুলি এমনই অকিঞ্চিৎকর বস্তু যে উহাদের কেহই লইতে চাহে না, কাঞ্চনবিমণ্ডিত না হইলে উহাদের কেহই ছুঁইবে না! ইহা কন্যাজীবনের, নারীজীবনের অবমাননা নহে কি? এক দিন ছিল যখন কৃতবিদ্য আর্য্যকুমার কন্যাদানগ্রহণ করিয়াই কৃতার্থ হইত। শিক্ষা-সমাপনান্তে গুরুকুল হইতে সমাবর্ত্তন করিয়া আর্য্যযুবক গৃহস্থ সজ্জনের গৃহে যাইয়া বলিতেন, "মহাশয় আমি অধীতবেদ, সম্প্রতি সমাবর্ত্তন করিয়াছি। এক্ষণে গার্হস্থ ধর্ম্ম অবলম্বন করিতে বাসনা করিয়াছি, আপনি আমাকে কন্যাদান করিবেন কি?" আর আজিকার অবস্থা কি? পাত্রপক্ষ কদাচ কাহারও কন্যাগ্রহণের প্রস্তাব করেন না, তাহাতে মর্য্যাদার হানি হয়! আর কন্যার পিতৃকুল গললগ্নীকৃতবাসে তাঁহাদের আরাধনা করিতেছেন, অনেকের সমীপস্থ হইতেও ভয় পাইতেছেন।

কি কারণে এমন অবস্থান্তর হইল? কোন আঢ্য সুবর্ণবণিক্ বহু অর্থদান করিয়া এক যোগ্য শিক্ষিত বর সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তদবধি পণ-প্রথার সৃষ্টি হইয়াছে—এমন কথা শুনিয়াছি। কিন্তু তাঁহাকে দোষী করিলে চলিবে না। তিনি কেন ঐ শিক্ষিত বর সংগ্রহের জন্য এত লালায়িত হইলেন এবং আমরা সকলেই বা কেন তাঁহার অনুকরণ করিতে গেলাম? ইহা তলাইয়া দেখা দরকার। ইংরেজ বাণিজ্য করিতে ভারতে আসিয়া ক্রমে তাহার একছত্র সম্রাট হইলেন। তাঁহাদের অসীম ক্ষমতা, আমরা তাঁহাদিগকে দেবতা ভাবিতে লাগিলাম। তাঁহাদের ভাষা, তাঁহাদের বিদ্যা শিখিয়া যে তাঁহাদের সহিত সমান ভাবে মিশিতে পারিল, সেও প্রায় দেবতা হইল, সকলের চক্ষু তার উপর পড়িল, তাঁহার নাম লোকের নিত্য আলাপের বিষয় হইল, কোন্ সাহেব তাঁহার কি সুখ্যাতি করিয়াছে, কোন্ সাহেব তাঁহার সহিত shakehand (করমর্দ্দন) করিয়াছে তাহাই

ঘাটে মাঠে প্রধান আলোচ্য বিষয় হইল, তাহার মান যশের আর সীমা নাই, উচ্চ বেতনের রাজকার্য্য তাহার সহজলভ্য হইল। এমন যুবকের সহিত কন্যার বিবাহ দিতে পারিলে কন্যার সুখ ব্যতীত শ্বশুরেরও মান প্রতিপত্তি কত বাড়িয়া যায়! সঙ্কল্প করিলাম ইহার নিকটই কন্যা বিবাহ দিতে হইবে। এমন যুবক সবে একটি, তাঁহার নিকট কন্যা বিবাহ দেওয়ায় সঙ্কল্প করিলাম আমরা দশ জন। যুবকের পিতা কাহার অনুরোধ রক্ষা করিবেন ঠিক পাইতেছেন না। তিনি টাকা পয়সা বা অন্য কিছু দাবি করিলেন না, কোন কালে করেন নাই, আজও সে বুদ্ধি হইল না। কিন্তু ঐ জামাতৃরত্নলাভের জন্য আমরাই প্রতিযোগিতায় প্রবৃত্ত হইলাম। রামজীবন ঘোষের কন্যার সহিত সম্বন্ধ ঠিক হইয়াছে শুনিয়া আমি চুপি চুপি যুবকের পিতাকে যাইয়া বলিলাম, "মহাশয়, আপনার এমন ছেলে, রামঘোষের সহিত একার্য্য করা কি আপনার উপযুক্ত হয়? লোকে কি বলিবে? আমার কন্যার সহিত কার্য্য করুন, গয়না পত্রে দশ হাজার টাকা আপনার ঘরে আসিবে। আমি আপনার ছেলের সহিত কার্য্য করিবই, যদি আপনি টাকা পয়সা চাহেন তাহাও দিতে প্রস্তুত আছি।" যুবকের পিতা দেখিলেন পুত্রের বিবাহ দিয়া বহু অর্থলাভের উপায় হইল। অযাচিত ভাবে আসিতেছে, তাহা প্রত্যাখ্যান কয় জন করিতে পারে? দেখাদেখি যাহার পুত্র কিছু ইংরেজী বিদ্যা অর্জ্জন করিল তাহারই পুত্রের বিবাহ দিয়া ধনলাভের পিপাসা বলবতী হইয়া উঠিল। পিপাসা ক্রমে বর্দ্ধিত হইয়া সমাজ ছাইয়া ফেলিল। আর আমরা চাকরী-সর্ব্বস্ব কায়স্থজাতি, ইংরেজী শিক্ষা যখন ভাল চাকরী পাওয়ার প্রধান উপায় হইল, তখন বোধ হয় আমরাই ইংরেজী-শিক্ষাপ্রাপ্ত যুবকদের নিকট কন্যাদান করিতে অধিকতর লালায়িত হইয়াছিলাম। এখন তাহার ফলভোগ করিতেছি।

দেশের মনস্বী ব্যক্তিগণ রাজনীতিক্ষেত্রে লড়াই করিতেছেন, আইন কানুন দ্বারা দেশের উপকার করিবেন ভাবিতেছেন। তাঁহারা এই সমাজের চিতা নিবাইবার কোন ব্যবস্থা করিবেন কি? আইন কানুন দ্বারাই করুন না? এখন ত তাঁহারা আইন প্রণয়নের কতক অধিকার পাইতেছেন? এই শ্রেণীয় অনেকে বলেন, "বৌদ্ধ, খৃষ্টান বা মুসলমানদের মত কন্যাদায় উঠাইয়া দিতে না পারিলে ইহার প্রতীকার হইবে না।" কন্যাদায় উঠিয়া গেলে পণপ্রথা রহিত হয় বটে। তদপেক্ষা আরও সহজ উপায় আছে, আজকাল বোধ হয় তাহা খুবই সহজ। কন্যাকুলের পিতৃগণ যদি ষ্ট্রাইক্ (ধর্ম্মঘট) করেন তবেইত সব গোল চুকিয়া

যায়। তাঁহারা যদি এযোগে প্রতিজ্ঞা করেন যে পুত্রগর্বিতগণের নিকট আর যাইবেন না, বেটাছেলেদের কাছে আর মেয়ে বিবাহ দিবেন না, যাবৎ না তাহারা নাকে খত দিয়া প্রতিজ্ঞা করে যে আর কখনও, কোন পুরুষেও বিবাহে এক কপর্দ্দকও দাবি করিবে না, বরং শ্বশুর শাশুড়ীকে প্রণামী দিয়া কন্যারত্ন গ্রহণ করিবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এমনটা হইবে না, যদি এক জাত মানুষ কেবল কন্যার পিতা হইত আর এক জাত কেবল পুত্রজনক হইত তবে ইহা সহজেই হইতে পারিত। তাহা হইলে মেয়েগুলির যাতনা দূর হইত। বিধাতা কি ভুলেই বাঙ্গালি জাতটাকে ওরূপ করিয়া সৃষ্টি করেন নাই! য়ুরোপ আমেরিকা প্রভৃতি যে সকল দেশে কন্যাদায় নাই সে সকল দেশে কি নরনারীর জীবন খুব সুখের? তদপেক্ষা হিন্দুসমাজের কন্যাদায়প্রথা কি সামাজিক জীবনের অধিকতর শান্তির কারণ নহে? কন্যাদায় হিন্দুসমাজে চিরদিনই ছিল, কন্যাকে সৎপাত্রে অর্পণ করার কর্ত্তব্য ভারতীয় আর্য্যগণ অতি প্রাচীনকালেই মাথা পাতিয়া লইয়াছিলেন, কিন্তু এমন অবস্থা বিপর্য্যয় কখনও ঘটে নাই। তোমরা যদি হিন্দুর সামাজিক জীবনের স্বতন্ত্রতা ও সমুন্নত শুভ আদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখিয়া বর্ত্তমান অকল্যাণের কোন প্রতীকার-ব্যবস্থা চিন্তা করিতে না পার, তবে বলিব তোমরা দেশনায়ক, দেশমান্য, রাজনীতিক প্রভৃতি উচ্চ আখ্যার যোগ্য নহ।

যৌতুকপ্রথার সমর্থনে কেহ কেহ বলেন যে বরকে আমন্ত্রণ করিয়া যথা সালঙ্কারা কন্যাদান করাই শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্ম বিবাহের নিয়ম, দেখা যায় প্রাচীন কালের অনেক আর্য্যরাজা কন্যা অর্পণকালে বস্ত্রালঙ্কার ব্যতীতও প্রচুর ঐশ্বর্য্য সহ জামাতাকে দান করিয়াছেন। কিন্তু প্রাচীন কালে বর কখনও দাবি করিয়া পণ বা যৌতুক আদায় করিত এমন দেখা যায় না, এখনও তাহা হওয়া উচিত নহে। বরং তৎকালে কন্যার বিনিময়ে বিষয়দানের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। প্রাচীন আর্ষ বিবাহে গোমিথুন দান করিয়া কন্যা গ্রহণ করা হইত। ভৃগুবংশীয় জমদগ্নি ঋষির পিতা ঋচীক গাধিরাজার কন্যা সত্যবতীকে বিবাহার্থে প্রার্থনা করেন। রাজা গাধি কন্যাদানে অনিচ্ছুক হইয়া বিশেষলক্ষণ-বিশিষ্ট সহস্র অশ্ব চাহিলেন। রাজা ভাবিয়াছিলেন, ঋচীক কদাচ তাহা সংগ্রহ করিতে পারিবেন না। কিন্তু দৃঢ় অধ্যবসায়বলে ঋচীক তাহা সংগ্রহ করিয়া রাজার নিকট উপস্থিত করিলে রাজা পূর্ব্বপ্রতিশ্রুতি অনুসারে কন্যাদান করিতে বাধ্য হইলেন। কিন্তু ধর্ম্মশাস্ত্রে কন্যাবিনিময়ে বিষয়গ্রহণও গর্হিত বলিয়াই উক্ত হইয়াছে—"ওদ্দেশং পতিতং মন্যে যত্রাস্তে শুক্রবিক্রয়ী।"

কন্যা পতিকুলের সম্পদ ভোগ করিয়া থাকে, এজন্য হিন্দু-দায়ভাগ মতে পুত্রই পিতার ত্যক্ত সম্পত্তির অধিকারী হয়। তথাপি মাতা পিতার নিকট পুত্র কন্যা উভয়ই তুল্য, সুতরাং কন্যাদানকালে তাহাকে সাধ্যানুরূপ বস্ত্রালঙ্কার ও অন্য যৌতুকাদি দেওয়ায় ইচ্ছা স্বাভাবিক, এবং সম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে দেওয়াই কর্ত্তব্য, এই ইচ্ছায় বাধা দেওয়া যাইতে পারে না।

কেহ কেহ বলেন, "এই পণপ্রথা প্রভাবে যেমন অনেকে নিঃস্ব হইতেছেন, তেমন আবার এই প্রথা উঠিয়া গেলেও দরিদ্রতা অন্যদিকে বৃদ্ধি পাইবে এবং অনেক মেধাবী বালকের আশানুরূপ বিদ্যালাভের পথ সঙ্কুচিত হইবে। বিবাহ-কালে ধনী শ্বশুর হইতে অর্থ লইয়া গরীব জামাতা অবস্থা শোধরাইয়া লইতে পারে।" অশ্রাব্য কথা। এই যুক্তিতে দরিদ্র চোর ধনবানের অর্থ-হরণ করিলে তাহাও অন্যায় হইবে না। টাকা এক হাত হইতে অন্য হাতে যায়, এই হস্তান্তর চিরদিন আছে, চিরকালই চলিবে। কিন্তু একে অন্যের অর্থ অপহরণ করিলে বা অন্যায় রূপে পীড়া দিয়া আদায় করিলে তাহাই অশান্তির ও অকল্যাণের কারণ হয়। এই দুঃখ অশান্তির প্রতিকারই সমাজধর্ম্মের সার্থকতা। যে ধনী ব্যক্তি মেধাবী দরিদ্র বালকের হস্তে কন্যা অর্পণ করিতে অগ্রসর হইবেন তিনি নিজ কন্যার কল্যাণের জন্যই দরিদ্র জামাতার শিক্ষার ভার লইবেন, এজন্য পণপ্রথার সমর্থন করা আবশ্যক নহে।

এখন আর এক দুর্লক্ষণ উপস্থিত হইয়াছে—সকলেই সুন্দরী কন্যা চাহেন। পাত্রীর বুদ্ধি ও কর্ম্মশীলতা কেমন, কিরূপ শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়াছে, মাতাপিতার চরিত্র কিরূপ, কিরূপ সংসর্গে লালিত পালিত হইয়াছে—এসব আমাদের বিচার্য্য বা অনুসন্ধেয় নহে। রূপ সম্বন্ধেও আমাদের রুচির ঘোর বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে। চরিত্রবান্ ব্যক্তির সুলক্ষণা কন্যা, অঙ্গসৌষ্ঠবও প্রশংসনীয়, কিন্তু বর্ণ তেমন সাদা নহে বলিয়া আমি তাহাকে পসন্দ করিলাম না; পক্ষান্তরে চরিত্রহীন, নীচমনা, কুসংসর্গী ব্যক্তির কন্যাও গৌরাঙ্গী হইলে, তেমন সুলক্ষণা না হইলেও, আমার পসন্দ হয়। এরূপ ঘটনা যথা তথা দৃষ্ট হইতেছে। অথচ আমরা শুনিতে পাই দ্রৌপদীর অপর নাম কৃষ্ণা, তিনি গৌরাঙ্গী ছিলেন না। কিন্তু তাঁহার অসামান্য অঙ্গসৌন্দর্য্য ছিল, তজ্জন্যই তিনি তৎকালের আর্য্য সমাজে অনুপমা রূপবতী বলিয়া গণ্য হইয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ কৃষ্ণবর্ণ এবং রাম দুর্ব্বাদলশ্যাম বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। তথাপি প্রাচীন কবিরা কৃষ্ণ ও রামের রূপের তুলনা পান নাই। এখন কৃষ্ণবর্ণ পুরুষ বা রমণী শত সুন্দর হইলেও

কেহ তাহাদিগকে সুন্দর বলে কি? সাদা লোক দেখিতে দেখিতে আমাদের চোকে ধাঁধা লাগিয়াছে, রুচি বিকৃত হইয়াছে, এখন বধূর রং সাফ হওয়াই চাই। আমরা কাল, কিন্তু আমাদের পত্নীগুলি সব গৌরাঙ্গী হওয়া চাই!

অনেক কথা বলিলাম, কিন্তু প্রতীকারের উপায় কিছু বলিতে পারিলাম না। আমার বিশ্বাস আমাদের বালক ও যুবকগণ ইহার প্রতীকার না করিলে কোন প্রতীকার হইবে না। তোমাদিগকে পরহিত সাধন করিতে বলিতেছি না, তোমরা তোমাদেরই সহোদরা ভগিনীগণের দুর্গতি ও অবমাননা দূর কর। তুমি পরের ভগিনীর পাণিগ্রহণের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়া বা তাহাতে অর্থ দাবি করিয়া তাহার নারীজীবনে যে ধিক্কার জন্মাইয়া দিতেছ, তোমার ভগিনীকে পাত্রস্থ করিবার প্রস্তাবে যখন পরের ছেলে ঐরূপ ব্যবহার করিবে তখন তাহারও কি নারী-জীবনে ঐরূপ ধিক্কার জন্মিবে না? তাই বলি পরের ভগিনীর পাণিগ্রহণে অর্থদাবি পরিত্যাগদ্বারা নিজ ভগিনীর নারীজীবনের সম্মান রক্ষা কর। আজ তুমি পরের কন্যার পাণিগ্রহণ করিতে যে অর্থ আদায় করিতেছ, তদ্দ্বারা তুমি নিজ ভাবী কন্যাগণেরই দুর্দ্দশা বাড়াইতেছ না কি? আবারও বলি, "অর্থছাড়া কন্যাদান গ্রহণ করিব না"—এই অনার্য্য আকাঙ্ক্ষা প্রত্যাহার কর; নারীজীবনের, নিজ ভগিনী ও কন্যার সম্মান রক্ষা কর। তোমরা প্রতিজ্ঞা কর যে সাদরে কন্যাদান গ্রহণ করিবে, কিন্তু কন্যার পিতার অর্থদান গ্রহণ করিবে না। শ্বশুরের অর্থ তোমার কোন ন্যায়সঙ্গত দাবি নাই, উহা বলপূর্ব্বক ভিক্ষা আদায় মাত্র।

শ্রীঅখিলচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার।

শাতবাহনরাজবংশ ও কায়স্থসংস্রব।

ভারতবর্ষের ভাগ্যনিয়ন্তৃরূপে যে সকল বংশ আধিপত্য বিস্তার করিয়া প্রথিত হইয়াছেন, তন্মধ্যে শাতবাহনবংশের খ্যাতি ও প্রতিপত্তি কম নহে। যে সকল রাজবংশধর কায়স্থজাতিভুক্ত হইয়া বিরাট্ কায়স্থসমাজের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন, তন্মধ্যে শাতবাহনবংশীয়গণেরও সংস্রব পাওয়া যাইতেছে। আমি বর্ত্তমান প্রবন্ধে এই বংশের একটী ধারাবাহিক ইতিহাস প্রদান করিতে চেষ্টা করিব। উপসংহারে কিরূপে এই প্রথিত বংশে কায়স্থসম্বন্ধ ঘটিয়াছিল, তাহাও দেখাইব।

অতি প্রাচীনকাল হইতে দক্ষিণাপথের সুপ্রাচীন ইতিহাসে এই বংশ অন্ধ্র, আন্ধ্র, শাতকর্ণি বা সাতকর্ণি, শাতবাহন বা সাতবাহন এবং শালিবাহন বা শালবান নামে খ্যাতিলাভ করিয়াছেন।

এই বংশ যেরূপ দীর্ঘকাল ভারতশাসন করিয়া গিয়াছেন, অপর কোন রাজবংশের সেরূপ সৌভাগ্য ঘটে নাই। এই সুদীর্ঘ রাজত্বের ফলে ভারতের সর্ব্বত্রই এই বংশ সম্বন্ধে নানাপ্রবাদ প্রচলিত রহিয়াছে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই বংশীয় নৃপতিগণের প্রকৃত রাজ্যকাল অবধারণ করিবার জন্য কোন পুরাবিদ্ সেরূপ মনঃসংযোগ করেন নাই, দুই এক জন যদিও সামান্যভাবে আলোচনা করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহারাও প্রকৃত পুরাণবচন, ও কালনির্ণায়ক দেশীয় প্রমাণের উপর নির্ভর না করাতে প্রকৃত বংশতালিকা ও প্রকৃত আবির্ভাব-কালনির্ণয়ে সম্যক্ সফলতা লাভ করেন নাই। যাঁহারা আমাদের প্রাচীন পুরাণ ও দেশীয় পুরাকথায় ততটা আস্থাবান্ নহেন, তাঁহাদিগকে দেখাইতে চেষ্টা করিব যে আমাদের প্রাচীন পৌরাণিক প্রমাণ একেবারে অগ্রাহ্য করিবার নহে, চিরন্তন প্রচলিত এদেশের নানা প্রাচীন গ্রন্থে অব্দনির্ণয়ের যে প্রাচীন প্রমাণ রহিয়াছে, তাহাও উপেক্ষা করিবার নহে। পূর্ব্ববর্ত্তী পুরাবিদ্গণ বহুলরূপে অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া যেরূপ অন্ধ্রবংশের ইতিহাসের আলোচনা করিয়াছেন, তাহা সমীচীন হয় নাই। বস্তুতঃ আমাদের দেশের ইতিহাস উদ্ধার করিতে হইলে আমাদের পুরাণের অনুবর্ত্তী না হইলে অনেক প্রাচীন ইতিহাস কখনই উদ্ধার হইতে পারিবে না।

শাতবাহনবংশের ইতিহাস উদ্ধারে যাঁহারা বিশেষ অনুসন্ধান করিয়াছেন, তন্মধ্যে প্রসিদ্ধ প্রত্নতত্ত্ববিদ্ সার্ রামকৃষ্ণগোপাল ভাণ্ডারকর ও শ্রীযুক্ত ভিন্‌সেণ্ট স্মিথ এই দুই মহাত্মাই প্রধান। শ্রদ্ধাস্পদ ভাণ্ডারকর মহাশয় বহু আলোচনার পর স্থির করিয়াছেন যে শাতবাহনেরা খৃঃপূর্ব্ব ৭৩ অব্দ হইতে ২১৮ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত প্রায় তিনশতবর্ষ দক্ষিণাপথ শাসন করিয়া গিয়াছেন। পুরাবিদ্ ভিন্‌সেণ্ট স্মিথ স্থির করিয়াছেন যে অন্ধ্রবংশ ৪৫৬½ বর্ষ বা মোটামুটী সাড়ে চারিশত বর্ষ রাজত্ব করেন, খৃষ্টপূর্ব্ব ২২০ অব্দে আরম্ভ এবং ২৩৬ খৃষ্টাব্দে শেষ। কিন্তু আমরা সমসাময়িক লিপিকাল ও বংশতালিকা আলোচনার পর দেখাইতে চেষ্টা করিব যে কোন কোন অংশে তাঁহাদের বিবরণ অনেকটা প্রকৃত কালানুযায়ী হইলেও পুরাণপ্রমাণের সামঞ্জস্য ও দেশপ্রচলিত অব্দারম্ভকালের উপর নির্ভর না করাতেই তাঁহার লিখিত বিবরণী সম্পূর্ণ ঠিক নাই। পুরাণবচন হইতে প্রমাণিত হইবে যে

পুরাকালে এদেশে রাজবংশাদির কোন ধারাবাহিক ইতিহাস ছিল, তাহা হইতেই পুরাণকার বংশতালিকা ও রাজ্যকাল নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তবে প্রাচীন পুরাণসমূহে পরবর্ত্তী নকলকারীদিগের দোষে ও অধুনাতন মুদ্রাকরপ্রমাদে একই রাজার নাম বিভিন্নরূপ দাঁড়াইয়াছে এবং তালিকা ঠিক করিবার পক্ষেও গোল হইয়াছে। তথাপি হস্তলিখিত প্রামাণিক পুথি গুলি নিরপেক্ষ ভাবে আলোচনা করিলে অপসিদ্ধান্তের বিশেষ কারণ থাকে না। এই কারণে একাধিক প্রাচীন হস্তলিখিত পুথি সাহায্যে যথাযথ পাঠ মিলাইয়া নিম্নে ব্রহ্মাণ্ড ও মৎস্যপুরাণ হইতে এই বংশের পরিচয় উদ্ধৃত করিলাম॥

যথা মৎস্যপুরাণে—

" শিসুকোঽন্ধ্রঃ সজাতীয়ঃ প্রাপ্স্যতীমাং বসুন্ধরাম্।
ত্রয়োবিংশৎ সমা রাজা শিসুকস্তু ভবিষ্যতি।
কৃষ্ণভ্রাতা বরীয়াংস্তু অষ্টাদশ ভবিষ্যতি।
শ্রীমালকর্ণির্ভবিতা তস্য পুত্রস্তু বৈ যথা।
পূর্ণোৎসঙ্গস্ততো রাজা বর্ষাণ্যষ্টাদশৈব তু।
পঞ্চাশতং সমাঃ ষট্ চ শাতকর্ণির্ভবিষ্যতি।
দশ চাষ্টৌ চ বর্ষাণি তস্য লম্বোদরঃ সুতঃ।
আপীতকো দশ দ্বে চ তস্য পুত্রো ভবিষ্যতি।
দশ চাষ্টৌ চ বর্ষাণি মেঘস্বাতির্ভবিষ্যতি।
শাতির্ভবিষ্যতি রাজা সমাস্ত্বষ্টাদশৈব তু।
স্কন্দস্বাতিস্তথা রাজা সপ্তৈব তু ভবিষ্যতি।
মৃগেন্দ্রঃ শাতকর্ণিস্তু ভবিষ্যতি সমাস্ত্রয়ঃ।
কুন্তলঃ শাতকর্ণিস্তু ভবিতাষ্টৌ সমা নৃপঃ।
একসংবৎসরো রাজা সাতিষেণো ভবিষ্যতি।
ষট্ত্রিংশচ্চৈব বর্ষাণি পুলুমায়িৰ্ভবিষ্যতি।
ভবিতারিষ্টকর্ণিস্তু বর্ষাণি পঞ্চবিংশতিঃ।
ততঃ সংবৎসরান্ পঞ্চ হালো রাজা ভবিষ্যতি।
পঞ্চ মণ্ডলকো রাজা ভবিষ্যতি সমা নৃপঃ।
পুরীন্দ্রসেনো ভবিতা তস্মাৎ সৌম্যো ভবিষ্যতি।
সুন্দরঃ শাতকর্ণিস্তু যন্মাসান্ বৈ ভবিষ্যতি।

রাজবংশ্যো বিকর্ণস্তু ষন্মাসো বৈ ভবিষ্যতি।
অষ্টাবিংশতি বর্ষাণি শিবস্বাতির্ভবিষ্যতি।
রাজা চ গোতমীপুত্রো হ্যেকবিংশত্ততো নৃপঃ।
অষ্টাবিংশৎ সুতস্তস্য পুলোমা বৈ ভবিষ্যতি।
শিবশ্রী বৈ পুলোমাত্তু সপ্তৈব ভবিতা নৃপঃ।
শিবস্কন্দঃ শাতকর্ণির্ভবিতা হ্যাত্মজঃ সমাঃ।
ঊনবিংশতি বর্ষাণি যজ্ঞশ্রীঃ শাতকর্ণিকঃ।
ষড়েব ভবিতা যস্মাদ্বিজয়স্তু সমাস্ততঃ।
চণ্ডশ্রীঃ শাতকর্ণিস্তু তস্য পুত্রঃ সমা দশ।
পুলোমা সপ্তবর্ষাণি অন্তস্তেষাং ভবিষ্যতি।
একোনত্রিংশতি হ্যেতে অন্ধ্রা ভোক্ষ্যন্তি বৈ মহীং।
তেষাং বর্ষশতানি স্যু চত্বারঃ ষষ্টিরেব চ।
অন্ধ্রাণাং সংস্থিতে রাজ্যে তেষাং ভৃত্যান্বয়ে নৃপাঃ।
সপ্তৈবান্ধ্রা ভবিষ্যন্তি দশাভীরাস্তথা নৃপাঃ।"

(বিশ্বকোষকার্য্যালয়ে সংগৃহীত মৎস্যপুরাণ
৪৫২নং পুথি ৪১৯ পত্র)

তথা ব্রহ্মাণ্ড-পুরাণে—

"কাণ্বায়নমথোদ্ধৃত্য সুশর্ম্মাণং প্রসহ্যতাম্।
শুঙ্গানাঞ্চৈব যচ্ছেষং ক্ষপয়িত্বা বলী তথা॥
শিম্বকো হ্যন্ধ্রজাতীয়ঃ প্রাপ্স্যন্তীমাং বসুন্ধরাম্।
স ত্রয়োবিংশতিং রাজা ভবিতা শিম্বকঃ সমাঃ॥
কৃষ্ণো ভ্রাতাস্য বর্ষাণি সোঽষ্টাদশ ভবিষ্যতি।
শ্রীমালকর্ণির্ভবিতা তস্য পুত্রস্তু বৈ মহান্॥
পূর্ণোৎসঙ্গস্তু বর্ষাণি ভবিতাষ্টাদশৈব তু॥
পঞ্চাশতং সম ষট্ চ শাতকর্ণি র্ভবিষ্যতি॥
দশচাষ্টৌ চ ভবিতা তস্মাল্লম্বোদরো নৃপঃ।
আপীলকো দ্বাদশ বৈ তস্য পুত্রো ভবিষ্যতি॥
দশ চাষ্টৌ চ ভবিতা রাজা সৌদাস তেজসা।
পঞ্চৈব ভাস্করো রাজা ভবিষ্যতি সমা নৃপঃ।

স্কন্দস্বামী সম সপ্ত তস্মাৎ রাজ্যং করিষ্যতি।
মহেন্দ্রঃ শাতকর্ণিস্তু ভবিষ্যতি সমাত্রয়ং ॥
কুন্তলঃ শাতকর্ণিস্তু ভবিতাষ্টৌ সমা নৃপঃ।
এক সংবৎসরং রাজা ষাতিষেণো ভবিষ্যতি ॥
চতুস্ত্রিংশত্তু বর্ষাণি পুলোমায়ি র্ভবিষ্যতি।
একোনত্রিংশতিং মেঘঃ শাতকর্ণিস্ততো নৃপঃ ॥
ভবিতা নেমিকৃষ্ণস্তু বর্ষাণাং পঞ্চবিংশতিঃ।
পঞ্চসংবৎসরং পূর্ণং হালো রাজা ভবিষ্যতি ॥
পঞ্চ মণ্ডলক রাজা ভবিষ্যতি মহাবলঃ।
ভাব্যঃ পুরিকষেণস্তু সমাস্তপ্যেকবিংশতিঃ ॥
সুন্দরঃ শাতকর্ণিস্তু বর্ষমেকং ভবিষ্যতি।
অষ্টাবিংশতি বর্ষাণি শিবস্বামী ভবিষ্যতি।
রাজা বা গোতমীপুত্র একবিংশ সমা নৃপঃ ॥
চতুর্বিংশতি বর্ষাণি পুলোমায়ির্ভবিষ্যতি।
শিবশ্রী পুলমায়িস্তু চতস্রো ভবিতা সমা ॥
শিবস্কন্দঃ শাতকর্ণিঃ ভবিতাষ্টৌ সমানৃপঃ।
একোনবিংশতিং রাজা যজ্ঞশ্রী শাতকর্ণ্যপি ॥
ষড়েব ভবিতা তস্মাদ্বিজয়স্তু সমা নৃপঃ।
চন্দ্রশ্রী শাতকর্ণিঃ চ তস্য পুত্রঃ সমাস্ত্রয়ঃ ॥
পুলোমায়িঃ সমা সপ্তদশতস্মাদ্ভবিষ্যতি।
ইত্যেতে বৈ নৃপাস্ত্রিংশদ্ ভোক্ষ্যন্তি যে মহীমিমাং ॥
সমা শতানি চত্বারি পঞ্চষট্‌ সপ্ত চৈব হি।
অন্ধ্রানাং সংস্থিতে বংশে তেষাং ভৃত্যান্বয়ে পুনঃ।
সপ্তৈবান্ধ্রা ভবিষ্যন্তি দশাভীরা স্ততো নৃপাঃ ॥"

বিশ্বকোষ-কার্য্যালয়স্থ হস্তলিখিত ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ
গ্রন্থ—নং ৪২৭, পত্র ৩১০।

উপরোক্ত দুইখানি পুরাণ ব্যতীত বিষ্ণুপুরাণ ও শ্রীমদ্ভাগবতাদি পুরাণেও অন্ধ্র রাজগণের বংশতালিকা প্রদত্ত হইয়াছে। এই সকল পুরাণোদ্ধৃত বচন লিপিকরপ্রমাদে বহুকাল হইতেই কিছু কিছু বিকৃত হইয়া কোথাও কোথাও অসামঞ্জস্য ঘটিয়াছে। নিম্নে বিভিন্ন পুরাণ হইতে বংশতালিকা প্রদত্ত হইল।

মৎস্যপুরাণে		ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে		বিষ্ণুপুরাণে	ভাগবতে
নাম	রাজ্যবর্ষ	নাম	রাজ্যবর্ষ	নাম	নাম
১। শিসুক (শিমুক)	২৩	শিস্নক বা সিন্ধুক	২৩	শিপ্রক	
২। কৃষ্ণ	১৮	কৃষ্ণ	১৮	কৃষ্ণ	কৃষ্ণ
৩। শ্রীমল্লকার্ণ	১৮	শ্রীমালকর্ণি	১৮	শ্রীসাতকর্ণি	শাণ্ডকার্ণ
৪। পূর্ণোৎসঙ্গ	১৮	পূর্ণোৎসঙ্গ	১৮	পূর্ণোৎসঙ্গ	পৌর্ণমাস
৫। সাতকর্ণি	৫৬	শাতকর্ণি	৫৬	সাতকর্ণি	
৬। লম্বোদর	১৮	লম্বোদর	১৮	লম্বোদর	লম্বোদর
৭। আপীতক	১২	আপীলক	১২	ইবীলক	ছিবীলক
৮। মেঘস্বাতি	১৮	সৌদাস	১৮	মেঘস্বাতী	নেঘস্বাতি
৯। স্বাতি	১৮	ভাস্কর	৫	...	...
১০। স্কন্দস্বাতি	৭	স্কন্দস্বামী	৭		
১১। মৃগেন্দ্রস্বাতিকর্ণি	৩	মহেন্দ্রশাতকর্ণি	৬		
১২। কুন্তল শাতকর্ণি	৮	কুন্তল শাতকর্ণি	৫	—	
১৩। স্বাতিষেণ	১	শাতিষেণ	১		
১৪। পুলোমায়ি	৩৬	পুলোমায়ি	৩৪	পটুমন্	অটমান
১৫। মেঘস্বাতি	২৮	মেঘ শাতকর্ণি	২৯		
১৬। অরিষ্টকর্ণি	২৫	নেমিকৃষ্ণ	২৫	অরিষ্টকর্মন্	অরিষ্টকর্মন্
১৭। হাল	৫	হাল	৫	হাল	হালেয়
১৮। মণ্ডলশাতকার্ণ	৫	মণ্ডলক	৫	পণ্ডলক	তলক
১৯। পুরীন্দ্রসেন		পুরীকষেণ	২১	প্রবিল্লসেন	[পুরীষভীরু
২০। সৌম্য				সুন্দর	সুন্দর
২১। সুন্দর সাতকর্ণি	১	সুন্দর শাতকর্ণি	১		
২২। বিকর্ণ	½	চকোর শাতকর্ণি	½	চকোর	চকোর
২৩। শিবস্বাতি	২৮	শিবস্বামী	২৮	শিবস্বাতি	
২৪। গোতমীপুত্র	২১	গোতমীপুত্র	২১	গোতমীপুত্র	গোতমীপুত্র
২৫। পুলোমা	২৮	পুলোমায়ি	২৪	পুতিমত	পুরিমত]
২৬। শিবশ্রী	৭	শিবশ্রীপুলমায়ি	৪	শিবশ্রী	মেদশিরস্
২৭। শিবস্কন্দ	৭	শিবস্কন্দ	৫	শিবস্কন্দ	শিবস্কন্দ
২৮। যজ্ঞশ্রী শাতকর্ণি	১৯	যজ্ঞশ্রীশাতকর্ণি	১৯	যজ্ঞশ্রী	যজ্ঞশ্রী
২৯। বিজয়	৬	বিজয়	৬	বিজয়	বিজয়
৩০। চণ্ডশ্রী শাতকর্ণি	১০	চন্দ্রশ্রী	৩	চন্দ্রশ্রী	চন্দ্রবিজ্ঞ
৩১। পুলোমা	৭	পুলোমায়ি	১৭	পুলোমার্চিস্	পুলোমধি
	৪৬০		৪৫৩½		

উদ্ধৃত তালিকা চতুষ্টয়ের মধ্যে ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের তালিকাই অনেকটা মূলানুসারী ও সঙ্গত বলিয়া মনে করি। মৎস্যপুরাণের তালিকায় ১৯শ অন্ধ্রনৃপতি পুরীন্দ্রসেনের সহিত তৎপুত্র সৌম্যের উল্লেখ আছে, এই সৌম্যকে ধরিলে গণনায় ৩১জন হয়, কিন্তু "একোনত্রিংশতি হ্যেতে অন্ধ্রা ভোক্ষ্যন্তি বৈ মহীং" ইত্যাদি বচনানুসারে ২৯জন হয়। এদিকে এই ২৯জনের রাজ্যকাল "তেষাং বর্ষশতানি স্যু শ্চত্বার ষষ্টিরেব চ" এই শ্লোকানুসারে ৪৬০ বর্ষ হয়। মূলে পুরীন্দ্রসেনের পুত্র সৌম্যের রাজ্যকাল নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। অপর ৩০জন নৃপতির যে রাজ্যকাল ধরা হইয়াছে তাহাতে আমরা মোট ৪৫৬ বর্ষ পাইতেছি; ইহার সহিত সৌম্যের রাজ্যকাল কিছু কম ৪ বর্ষ ধরিয়া লইলে ৪৬০ বর্ষ হয় বটে, এরূপস্থলে মূলের ২৯ স্থলে ৩১জন অন্ধ্রনৃপতি ও তাঁহাদের মোট রাজ্যকাল ৪৬০বর্ষ ধরিতে হইবে। আমার বিশ্বাস মৎস্যপুরাণের মূলে "একত্রিংশৎ নৃপাহ্যেতে অন্ধ্রা ভোক্ষ্যন্তি বৈ মহীং", এইরূপ পাঠ ছিল, লিপিকর প্রমাদে "একত্রিংশৎ" স্থলে "একোনত্রিংশতি" হইয়াছে। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে পুরীন্দ্রসেনের পরিবর্ত্তে পুরীকষেণ নাম ধরা হইয়াছে এবং তৎপুত্র সৌম্যের নাম বাদ আছে। সুতরাং ব্রহ্মাণ্ডমতে মোট ৩০জন অন্ধ্ররাজের রাজ্যকাল ৪৫৬ বর্ষ, তালিকানুসারেও ৪৫৫ বর্ষ হইতেছে। সুতরাং মৎস্যপুরাণের মূল শ্লোকের ন্যায় ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের শ্লোক মধ্যে পরস্পর কোন গরমিল নাই। যাহাহউক পুরাণমধ্যে মতভেদ থাকিলেও এই মতভেদের কারণ বেশ ধরা গিয়াছে, একজন সৌম্যকে ধরিয়া ৪৬০ বর্ষ এবং অপরে সৌম্যকে বাদ দিয়া মোট ৪৫৬ বর্ষ রাজ্যকাল ধরিয়া লইয়াছেন। মৎস্যপুরাণের মুদ্রিত ও হস্তলিখিত উভয় গ্রন্থেই পুরীন্দ্রসেন ও সৌম্যনৃপতির নাম পাওয়া যাইতেছে, সুতরাং এ নামটী পরিত্যাগ করা যায় না। এ অবস্থায় আমরা অন্ধ্রবংশে ৩১ জন ও তাঁহাদের মোট রাজত্বকাল ৪৬০বর্ষ ধরিয়া লইতে পারি।

পাশ্চাত্য ও দেশীয় পুরাবিদ্‌গণ এই অন্ধ্রবংশ এবং অন্ধ্রভৃত্যবংশকে অভিন্ন বলিয়া পরিচিত করিয়াছেন। প্রসিদ্ধ প্রত্নতত্ত্ববিৎ সর্ রামকৃষ্ণগোপাল ভাণ্ডারকর লিখিয়াছেন—

"At first the princes of the family must have been subject to the paramount sovereign of Pataliputra and were hence *bhrityas* or servants of those sovereigns; and afterwards they raised themselves to supreme power."*

* Transactions of the 2nd International Congress of Orientalists, 1874, p. 346.

অর্থাৎ অন্ধ্রবংশীয় রাজকুমারগণ প্রথমে পাটলিপুত্রের সম্রাট্‌গণেরই অধীনতা স্বীকার করিতেন, এই জন্যই তাঁহারা অন্ধ্রভৃত্য নামে অভিহিত হইয়াছেন। পরে তাঁহারাই ক্রমে অধিরাজপদে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় অপরাপর পাশ্চাত্য পুরাবিদ্‌গণও এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের এই মত সমীচীন বলিয়া মনে হয় না। তাঁহারা যদি পাটলিপুত্রের অধীশ্বর মৌর্য্য, শুঙ্গ বা কাণ্বদিগের ভৃত্য বা কর্ম্মচারী থাকিতেন, তাহা হইলে মৌর্য্যভৃত্য বা কাণ্বভৃত্য নামেই পরিচিত হইতেন, অন্ধ্রভৃত্য নামে কখনই পরিচিত হইতেন না। আমরা পুরাণে পাই—কাণ্ববংশ প্রথমে শুঙ্গদিগের কর্ম্ম করিতেন, এজন্য তাঁহাদের বংশধর পাটলিপুত্রের অধীশ্বরগণ শুঙ্গভৃত্য নামেই পরিচিত হইয়াছেন।

"চত্বারঃ শুঙ্গভৃত্যাস্তে নৃপাঃ কাণ্বায়না দ্বিজাঃ।" (ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ) এরূপস্থলে অন্ধ্রভৃত্যগণকে পাটলিপুত্রের পূর্ব্বাধীশ্বরগণের কর্ম্মচারী বলিয়া গ্রহণ করা চলে না। সকল মহাপুরাণ হইতে পাওয়া যায় যে, দাক্ষিণাত্যের অন্ধ্রবংশ ও অন্ধ্রভৃত্য বংশ এক নহে, এই দুইটী বংশই স্বতন্ত্র।

ব্রহ্মাণ্ড ও মৎস্য উভয় পুরাণে স্পষ্টই লিখিত হইয়াছে—

"অন্ধ্রাণাং সংস্থিতে বংশে তেষাং ভৃত্যান্বয়ে পুনঃ।
সপ্তৈবান্ধ্রা ভবিষ্যন্তি দশাভীরাস্তথা নৃপাঃ॥"

অর্থাৎ অন্ধ্রবংশের রাজ্যাবসানের মধ্যে তাঁহাদের ভৃত্য বা কর্ম্মচারিবংশীয় ৭জনও রাজ্য করিবেন। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণকার অন্ধ্রসম্রাটগণের ৪৫৬ বর্ষ রাজ্যকালের মধ্যেই এই সপ্ত অন্ধ্রভৃত্যেরও রাজ্যশাসনের কাল অবধারণ করিয়াছেন—

"সমা শতানি চত্বারি পঞ্চষট্ সপ্তচৈব হি।"

ব্রহ্মাণ্ড, মৎস্য, ও বিষ্ণু এই পুরাণত্রয় মতেই শুঙ্গ, ও কাণ্ব এই উভয় বংশের প্রভাব খর্ব্ব করিয়া অন্ধ্রবংশের অভ্যুদয়।

"কাণ্বায়নমথোদ্ধৃত্য সুশর্ম্মাণং প্রসহ্য তং।
শুঙ্গানামেব যচ্ছেষং ক্ষপয়িত্বা বলী তথা॥"

এই পুরাণবচন হইতে আভাস পাওয়া যাইতেছে যে শুঙ্গ ও কাণ্ববংশের অধিকারকালেই অন্ধ্রবংশ স্বাধীন রাজ্যস্থাপন করিয়াছিলেন।

কটক জেলাস্থ খণ্ডগিরির হাতীগুম্ফা হইতে আবিষ্কৃত কলিঙ্গাধিপতি খারবেলের ১৩শ রাজ্যাঙ্কে বা ১৬৫ মৌর্য্যাব্দে উৎকীর্ণ শিলালেখ হইতে

জানা যায় যে তাঁহার অভিষেকের ২য় বর্ষেই অর্থাৎ ১৫৩ মৌর্য্যাব্দে পশ্চিম দিকের অধিপতি অন্ধ্ররাজ শাতকর্ণি তাঁহার সহায় হইয়াছিলেন। এই শিলালেখ হইতেই আমরা সর্ব্বপ্রথম অন্ধ্ররাজের নির্দ্দিষ্ট কাল পাইতেছি। এই মৌর্য্যাব্দ কোন্ সময় হইতে আরম্ভ? বুহ্‌লর-প্রমুখ পুরাবিদ্‌গণের মতে মৌর্য্যরাজ চন্দ্রগুপ্তের অভিষেক হইতে মৌর্য্যাব্দ আরম্ভ।† পুরাবিদ্ বুহ্‌লরের মতে খৃষ্ট জন্মের পূর্ব্বে ৩২২ হইতে ৩১২ অব্দ মধ্যে চন্দ্রগুপ্তের অভিষেক। সুতরাং ঐ সময়ে মৌর্য্যাব্দ আরম্ভ। কিন্তু হেমাচার্য্য-রচিত ত্রিষষ্টিশলাকাপুরুষচরিতের পরিশিষ্ট পর্ব্বে লিখিত আছে—

"এবং চ শ্রীমহাবীরমুক্তে বর্ষশতে গতে।
পঞ্চপঞ্চাশদধিকে চন্দ্রগুপ্তোঽভবন্নৃপঃ॥" ৯।৩৯

অর্থাৎ মহাবীরের মোক্ষলাভের পর ১৫৫ বর্ষ গত হইলে চন্দ্রগুপ্ত রাজা হইয়াছিলেন। শ্বেতাম্বর জৈনদিগের মতে বিক্রমের ৪৭০ বর্ষ পূর্ব্বে‡ এবং দিগম্বর সম্প্রদায়ের মতে শকরাজের ৬০৫ বর্ষ পূর্ব্বে ‡ তীর্থঙ্কর মহাবীর স্বামীর মোক্ষ হয়। এ অবস্থায় উভয় সম্প্রদায় মতেই বীরমোক্ষকাল ৫২৭ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দ। সুতরাং ৫২৭ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দের ১৫৫ বর্ষ পরে অর্থাৎ ৩৭২ খৃষ্ট-পূর্ব্বাব্দে চন্দ্রগুপ্তের অভিষেক ও মৌর্য্যাব্দ আরম্ভ।

কিন্তু হেমাচার্য্যের এ মতেও কিছু গলদ আছে। "শ্রীতিথ্‌গালিয় পয়ন্না" ও "তীর্থোদ্ধারপ্রকীর্ণক" নামক দুইখানি প্রাচীন জৈন গ্রন্থে এইরূপ প্রমাণ পাইয়াছি—

"জং রয়নিং সিদ্ধিগও অরহং তিত্থংকরো মহাবীরো।
তং রয়নিমবংতিএ অভিসিত্তো পালগ রায়া॥
পালগরন্নো সট্ঠ পণ পন্ন সয়বিমাণ নংদানং।
মুরু আবাং অট্‌সয়ং তীসা পুণ পুস্সমিত্তাণং॥" (তিথ্‌গালিয়)

"জং রয়নিং কালগও অরিহা তিত্থংকরো মহাবীরো।
তং রয়নিং অবংতিবঈ অহিসিত্তো পালগো রায়।
সট্ঠি পালগ রন্নো পণ পন্ন সংযতু হোই নংদানং।
অট্‌ সয়ং মুরিয়াণং তীষতিস্স পুস্সমিত্তস্স॥"
(তীর্থোদ্ধারপ্রকীর্ণক)

† Epigraphica Indica, Vol. II. p. 89.

‡ বিশ্বকোষ জৈন শব্দ দ্রষ্টব্য।

উক্ত উভয় জৈনগ্রন্থ মতে—যে রজনীতে তীর্থঙ্কর মহাবীরের মোক্ষ হয়, সেই রজনীতে অবন্তীপতি পালক রাজা অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। পালক ৬০ বর্ষ রাজত্ব করেন। তৎপরে ৯ নন্দরাজ যথাক্রমে ১৫৫ বর্ষ রাজত্ব করিলে পর ১০৮ বর্ষ মৌর্য্যগণ ও তৎপরে ৩০ বর্ষ পুষ্যমিত্র রাজত্ব করেন।* উক্ত প্রমাণ অনুসারে বেশ বোঝা যাইতেছে যে হেমাচার্য্য পালক রাজাকে ছাড়িয়া গিয়াছেন। এই পালক রাজাকে ধরিলে জৈনগ্রন্থানুসারে মহাবীরের (৬০+১৫৫=) ২১৫ বর্ষ পরে অর্থাৎ ৩১২ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে চন্দ্রগুপ্তের আবির্ভাবকাল স্বীকার করিতে হয়। সুতরাং হাতীগুম্ফার খোদিত খারবেলের অনুশাসন তাঁহার ১৩শ অঙ্কে বা ১৬৫ মৌর্য্যাব্দে অর্থাৎ (৩১২—১৬৫)=১৪৭ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে উৎকীর্ণ হইয়াছিল। তৎকালে অন্ধ্ররাজ শাতকর্ণি দক্ষিণাপথ শাসন করিতেছিলেন।

পাশ্চাত্য ঐতিহাসিক জষ্টিনস্ লিখিয়াছেন যে Sandrocottus (রাজা (হইবার পূর্ব্বে) আলেকজান্দরের শিবিরে গিয়া দেখা করেন। কিন্তু তাঁহার রুক্ষ কথায় মহাবীর সিকন্দর রুষ্ট হইয়া তাঁহার প্রাণদণ্ডের আদেশ করেন। শেষে সেই উদ্ধত যুবক পলাইয়া গিয়া রক্ষা পান। (Justinus, XV. 4)

৩২৬-৩২৪ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে মহাবীর সিকন্দর পঞ্চনদে উপস্থিত ছিলেন, এ অবস্থায় তাঁহার প্রস্থানের কিছুকাল পরে চন্দ্রগুপ্তের অভ্যুদয় স্বীকার করিতে হইবে।

গ্রীকরাজদূত মেগাস্থেনিসের বর্ণনা হইতে মনে হয় যে তাঁহার পাটলিপুত্রে অবস্থানকালে কৃষ্ণা ও গোদাবরী নদীর মধ্যবর্ত্তী বদ্বীপাংশে অন্ধ্রবংশ আধিপত্য করিতেন এবং প্রাচ্য (Prasii) বা মগধাধিপতি হইতেও অধিক তাঁহার সেনাবল ছিল। অন্ধ্ররাজ্য মধ্যে ১২টী প্রাচীরবেষ্টিত নগরী, ও অসংখ্য গণ্ডগ্রাম ছিল। এতদ্ভিন্ন একলক্ষ পদাতি, ২০০০ অশ্বারোহী ও ১০০০ হস্তী ছিল। তৎকালে কাহারও মতে সমুদ্রাভিমুখী কৃষ্ণানদীর তীরে শ্রীকাকোল নামক স্থানে অন্ধ্ররাজের রাজধানী ছিল।

সম্রাট্ অশোকের ১৩শ গিরিলেখ হইতে পাওয়া যায়—'অন্ধ্র ও পুলিন্দগণও সম্রাটের ধর্ম্মানুশাসন পালন করিতেন। কোন্ সময়ে অন্ধ্রগণ মৌর্য্যসম্রাটের বশ্যতাস্বীকার করিয়াছিলেন, তাহা ঠিক জানা যায় নাই। হয়ত তাঁহারা নামে মাত্র অশোকের অধীশ্বরত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন। অশোকের কলিঙ্গবিজয় ও অসংখ্য প্রাণিহিংসার সংবাদে যখন সমস্ত দাক্ষিণাত্য বিচলিত

* Vide An Epitome of Jainism, by Nahar and Ghosh, Appendix, A. p. li.

হইয়াছিল, সেই সময় হইতেই অন্ধ্ররাজও মৌর্য্যবংশের প্রাধান্য স্বীকার করিয়াছিলেন, ইহা অসম্ভব নহে।

কোন কোন পুরাবিদ্ মনে করেন—মৌর্য্য সম্রাট্ অশোকের মৃত্যুর পর দূরবর্ত্তী অধিকৃত প্রদেশের ভূস্বামিগণ সকলেই স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াছিলেন, কিন্তু এই মত সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না।

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ হইতে আমরা সংবাদ পাই যে মৌর্য্যবংশীয় ১১জন নৃপতি মোট ১৫৩ বর্ষ অর্থাৎ ১৫৩ মৌর্য্যাব্দ পর্য্যন্ত আধিপত্য করিয়া গিয়াছেন। এই বংশীয় শেষ নৃপতি বৃহদ্রথকে বিনাশ করিয়া তাঁহার সেনাপতি শুঙ্গ পুষ্যমিত্র মগধসিংহাসন অধিকার করেন। বৃহদ্রথের রাজ্যাবসানে অর্থাৎ ১৫৩ মৌর্য্যাব্দে বা ১৫৯ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে পুষ্যমিত্র শুঙ্গবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই বৃহদ্রথের পতন ও পুষ্যমিত্রের মগধ অধিকারের সঙ্গে মৌর্য্যসাম্রাজ্যভুক্ত ভারতের অপরাপর প্রদেশও স্বাধীনতালাভে অগ্রসর হইয়াছিলেন। এই সময়ে দাক্ষিণাত্যে অন্ধ্রবংশ, কলিঙ্গে চেতবংশ, এতদ্ভিন্ন মশিক ও কুসুষ প্রভৃতি বহু বংশ মস্তকোত্তলন করিয়াছিলেন।

কলিঙ্গাধিপতি জৈনরাজ খারবেলের হাতীগুম্ফা শিলালেখ হইতে পাইতেছি যে তাঁহার ২য় বর্ষে বা ১৫৪ মৌর্য্যাব্দে (১৫৮ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে) অন্ধ্ররাজ শাতকর্ণি বিদ্যমান ছিলেন। এ দিকে প্রাচীন শিলালেখ ও মুদ্রা ও পুরাণাদিতে আমরা একাধিক শাতকর্ণির নাম পাইয়াছি। এ অবস্থায় কোন্ শাতকর্ণি খারবেলের সমসাময়িক ছিলেন, তাহা স্থির করা কঠিন।

নানাঘাট হইতে শিমুক শাতবাহনের শিলালেখ পাওয়া গিয়াছে। বুহ্লর প্রভৃতি পুরাবিদ্গণের বিশ্বাস এই শিমুক নামই লিপিকরপ্রমাদে বিভিন্ন পুরাণের হস্তলিপিতে সিমুক, 'শিন্ধুক', 'ছিপ্রক', 'শিপ্রক' ইত্যাদি নামে পরিচিত হইয়াছে। সকল মহাপুরাণেই সিমুক বা সিন্ধুকের পরই তাঁহার ভ্রাতা কৃষ্ণের উল্লেখ আছে। নাসিকগুহা হইতে আবিষ্কৃত শিলালেখ মধ্যে পাইতেছি—

"সাদবাহনকুলে কণ্হরাজিনা নাসিককেন সমণেণ মহামাতেন লেনং কারিতং"

অর্থাৎ "এই গুহা শাতবাহনকুলে (জাত) কৃষ্ণরাজের মহামাত্য নাসিকবাসী শ্রমণ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত।"

উক্ত কৃষ্ণ শাতবাহনের গুহালিপির অক্ষর কতকটা অশোকলিপির অনুরূপ। এই নাসিকগুহা হইতে গোতমীপুত্র সাতকর্ণি ও বাসিষ্ঠীপুত্র পুলুমায়ির যে লিপি পাওয়া গিয়াছে, কৃষ্ণরাজের লিপির সহিত তাহার যথেষ্ট পার্থক্য রহিয়াছে।

এ অবস্থায় কৃষ্ণরাজকে অশোকের সমকালীন বা কিছু পরবর্ত্তী বলিয়া বোধ হয়। শেষোক্ত শাতকর্ণি ও পুলমায়ির লিপি দেখিলেই খৃষ্টীয় ১ম বা ২য় শতাব্দীর লিপি বলিয়া মনে হইবে। এদিকে গ্রীক ভৌগোলিক টলমী ১৫১ খৃষ্টাব্দে তাঁহার যে প্রসিদ্ধ ভূবৃত্তান্ত প্রকাশ করেন, সেই গ্রন্থে তিনি তাঁহার সমসাময়িক এজন দাক্ষিণাত্য নৃপতির উল্লেখ করিয়াছেন, তন্মধ্যে প্রধান নৃপতির নাম Siro Polemaios, তাঁহার রাজধানী পৈঠন, ২য় নৃপতির নাম Baleocoros, তাঁহার রাজধানীর নাম Hippocoura এবং ৩য় নৃপতির নাম Tiastenas তাঁহার রাজধানী Ozene বা উজ্জয়িনী। বলা বাহুল্য ঐ সময়কার শিলালেখ ও মুদ্রালেখ হইতে আমরা যথাক্রমে উক্ত তিন নৃপতির প্রকৃত নাম বাসিষ্ঠীপুত্র শ্রীপুলুমায়ি, বিলিবায়কুর ও চষ্টন পাইয়াছি। ব্রহ্মাণ্ড ও মৎস্যপুরাণমতে অন্ধ্রবংশে কৃষ্ণ ২য় নৃপতি ও বাসিষ্ঠীপুত্র পুলুমায়ী ২৫শ নৃপতি ও উভয়ের মধ্যে ৩৫৫ বর্ষ ব্যবধান হইতেছে। এ অবস্থায় পুরাণের তালিকা, কৃষ্ণের লিপির অক্ষর ও টলেমির বর্ণনা একত্র আলোচনা করিলে কৃষ্ণরাজকে আমরা খৃষ্টপূর্ব্ব ৩য় শতাব্দীর লোক বলিয়া অনায়াসেই স্বীকার করিতে পারি। পূর্ব্বে খারবেলের গুহালিপি হইতে তাহার ২য় বর্ষে বা ১৫৩ মৌর্য্যাব্দে বা ১৫৯ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে যে অন্ধ্ররাজ শাতকর্ণির উল্লেখ করিয়াছি, সমসাময়িক লিপিকাল আলোচনা দ্বারা তাঁহাকে অন্ধ্রবংশীয় ৫ম নৃপতি মনে করিতেছি। পুরাণমতে শ্রীশাতকর্ণি ৫৩ বর্ষ রাজত্ব করেন। ১৪৭ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে কলিঙ্গরাজ খারবেলের ১৩শ অঙ্ক, সুতরাং ১৬০ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে তাঁহার অভিষেক এবং তাহার কিছু পরে অন্ধ্ররাজ শাতকর্ণির অভ্যুদয় স্বীকার করা যাইতে পারে। এখন পুরাণমতে তাহার ৭৭ বর্ষ পূর্ব্বে প্রায় ২৩৯ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে ১ম অন্ধ্ররাজ শিমুকের আবির্ভাবকাল ধরিয়া লইতে পারি। তখনও মৌর্য্যবংশই পাটলিপুত্রের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। কালিদাসের মালবিকাগ্নিমিত্র নাটক হইতে জানা যায় যে শুঙ্গসম্রাট্ পুষ্যমিত্রের সময় দাক্ষিণাত্যে বিদিশার তাঁহারই বংশধর রাজপ্রতিনিধির কার্য্য করিতেছেন। বোধ হয় মৌর্য্যাধিকারের শেষ ভাগে দাক্ষিণাত্যের উত্তরাংশে বিভিন্ন স্থানে শুঙ্গ ও কাণ্বগণ প্রধান রাজকর্ম্মচারিরূপে রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছিলেন এবং তাঁহাদের সহিত শিমুক ও কৃষ্ণরাজকে দীর্ঘকাল যুদ্ধ চালাইতে হইয়াছিল। শিমুকই মৌর্য্যাধিকারকালে ১ম মস্তকোত্তলন করিয়াছিলেন বলিয়া পুরাণকার তাঁহাকেই ১ম অন্ধ্রনৃপতি বলিয়া স্থির করিয়াছেন। বাস্তবিক তৎকালে শুঙ্গ ও কাণ্বগণ

রাজ্যের সর্ব্বময় কর্ত্তা হইলেও সম্রাট্ হইতে পারেন নাই, ক্রমে ক্রমে তাঁহারা বলসঞ্চয় করিয়া ও আটঘাট বাঁধিয়া তাঁহাদের অধিনায়ক মৌর্য্যসম্রাট্ বৃহদ্রথের সেনাপতি শুঙ্গবংশীয় পুষ্যমিত্র নিজ প্রভুর হত্যা সাধন করিয়া মৌর্য্য সাম্রাজ্য অধিকার করিয়াছিলেন। এক বংশের হস্ত হইতে অপরবংশের হস্তে রাজদণ্ড আসার সময় যে পাটলিপুত্রের শাসনাধীন সাম্রাজ্যের চারিদিকেই যে গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। পূর্ব্বেই লিখিয়াছি যে ঐ সময় কলিঙ্গ, ত্রিলঙ্গ, মালব, সৌরাষ্ট্র প্রভৃতি দূরস্থিত প্রবল সামন্তরাজগণ সকলেই স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াছিলেন। এই সময় যিনি একটু শক্তিসামর্থ্যে প্রবল হইয়া উঠিয়াছিলেন, তিনিই পার্শ্ববর্ত্তী রাজ্যাধিকারে লোলুপ হইয়াছিলেন। জৈনরাজ খারবেলের হাতীগুম্ফালিপি ও কালিদাসের মালবিকাগ্নিমিত্রনাটক হইতে তাহার কিছু কিছু আভাস পাওয়া গিয়াছে। হাতীগুম্ফালিপিতে প্রকাশ যে খারবেল তিখুরাজের ২য় বর্ষে পশ্চিমদিকের অধিপতি শাতকর্ণি তাঁহার মিত্র কলিঙ্গাধিপের সাহায্যার্থ প্রভূত চতুরঙ্গ বল পাঠাইয়াছিলেন। তৎপরে কলিঙ্গাধিপ তাঁহার ৮ম বর্ষে রাজগৃহাধিপের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিয়াছিলেন। রাজগৃহাধিপ তাঁহার ভয়ে মথুরায় পলায়ন করেন। তৎপরে কলিঙ্গাধিপ তাঁহার ১২শ রাজ্যাঙ্কে বা ১৬৫ মৌর্য্যাব্দে গঙ্গাতীর পর্য্যন্ত ধাবিত হইয়া মগধ আক্রমণ করেন। বলাবাহুল্য এ সময় মগধ শুঙ্গবংশের অধিকারভুক্ত ছিল, সেনাপতি পুষ্যামিত্র তখন পাটলিপুত্রের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত। কলিঙ্গাধিপ খারবেল ও অন্ধ্ররাজ শাতকর্ণির সহিত শুঙ্গ পুষ্যমিত্রের ঘোরতর যুদ্ধ চলিয়াছিল। অল্পদিন পরেই শুঙ্গবংশই প্রাধান্যলাভ করিয়াছিলেন—পুষ্যমিত্রের অশ্বমেধ যজ্ঞ তাহারই ফল।

ডাঃ বুহলর নানাঘাট হইতে আবিষ্কৃত সুপ্রাচীন শিলালিপিগুলি আলোচনা করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন যে শিমুকপুত্র শাতকর্ণি দক্ষিণাপথে আধিপত্য বিস্তারকল্পে অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন। কিন্তু আমরা মনে করি খারবেলের মিত্রতায় ৫ম অন্ধ্রনৃপতি শাতকর্ণিই অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর বেদশ্রী ও শক্তিশ্রী দুই রাজপুত্র অপ্রাপ্তবয়ঃ অঙ্গিরাগোত্রীয় মহারাষ্ট্রীয় কন্যা নাগনিকা শাসন ভার গ্রহণ করেন।

নাসিক ও নানাঘাট হইতে শাতবাহনবংশীয় নৃপতিগণের শিলালেখ হইতে মনে হয় যে উক্ত মহাবীর শাতকর্ণির পর এ অঞ্চল অর্থাৎ উত্তরাপথ কিছুদিন অন্ধ্ররাজগণের অধিকারচ্যুত হইয়াছিল। কারণ তৎপরে ঐ প্রদেশ হইতে দীর্ঘকাল তাঁহাদের বংশধরগণের আর কোন শিলালেখ

পাওয়া যায় নাই। এদিকে তাঁহারা অধিকারচ্যুত হইলেও পূর্ব্বাংশে কলিঙ্গপতিগণের সহযোগে তাঁহারা শুঙ্গ ও কাণ্বদিগের সহিত দীর্ঘকাল যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত ছিলেন, এ সময় তাঁহাদের দক্ষিণাপথের অধিকারে কখন শুঙ্গ, কখন কাণ্ব, কখন বা অন্ধ্রবংশই আধিপত্য করিয়াছিলেন। সকল মহাপুরাণমতে শুঙ্গবংশ ১১২ ও কাণ্বনংশ ৪৬ অর্থাৎ উভয় বংশ মোট ১৫৮ বর্ষ রাজত্ব করেন।

পূর্ব্বেই লিখিয়াছি, ১৫৩ মৌর্য্যাব্দে বা ১৫৯ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে শুঙ্গবংশীয় ১ম নৃপতি পুষ্পমিত্র বা পুষ্যমিত্রের অভ্যুদয়। শুঙ্গবংশীয় শেষ নৃপতি দেবভূতি অতি ব্যসনাসক্ত ছিলেন, সেই সুযোগে তাঁহার কর্ম্মচারী বসুদেব তাঁহাকে বধ করিয়া শুঙ্গের সিংহাসন অধিকার করেন। এই সময় শুঙ্গ ও কাণ্বদিগের মধ্যে দারুণ বিদ্বেষবহ্নি প্রজ্বলিত হইয়াছিল, সন্দেহ নাই। যে সময় শুঙ্গ ও কাণ্ববংশ স্ব স্ব প্রাধান্য লাভাশায় সমরানল জ্বালাইয়া ছিলেন, সেই অবসরে অন্ধ্র বা শাতবাহনগণ স্ব স্ব প্রণষ্টগৌরব উদ্ধার করিবার জন্য ধীরে ধীরে শুঙ্গ ও কাণ্বদিগের বিষয় অধিকার করিতেছিলেন। গৃহবিবাদে লিপ্ত থাকায় শুঙ্গ ও কাণ্বদ্বিজগণ শাতবাহনগণের সহিত যুদ্ধে কখন পরাজিত, কখনও বা জয়লাভ করিয়াছিলেন। কেহ কেহ মনে করেন, অন্ধ্ররাজের সাহায্যেই বসুদেব দেবভূতিকে বিনাশ করিতে সুবিধা পাইয়াছিলেন এবং এই সূত্রে অন্ধ্ররাজ বিদিশার অধিকার লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। অবশেষে কাণ্বদিগের শেষ নৃপতি সুধর্ম্মা বা সুশর্ম্মা অন্ধ্রবংশের নিকট পরাজিত হইয়া রাজপদ ছাড়িয়া পরিব্রাজক হইলেন, সেই সঙ্গে মগধের সিংহাসনে (প্রায় ৬ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে) অন্ধ্রবংশের প্রতিষ্ঠা হইল। পরবর্ত্তী পুরাণকার ১ম অন্ধ্রপতি শিমুকের উপর সেই যশোমাল্য অর্পণ করিয়াছেন। বাস্তবিক শিমুক বা সিন্ধুক পাটলিপুত্রের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন কিনা সন্দেহ। তিনি কর্ণাটক ও মহারাষ্ট্র অঞ্চলে আধিপত্য করিতেন, নানাঘাটের শিলালেখ হইতে তাহা প্রমাণিত হইয়াছে। পুরাণসমূহেও বংশতালিকা ও অন্ধ্রবংশের রাজ্যকাল আলোচনা করিলে দেখা যায় যে কাণ্বনৃপতি সুশর্ম্মার সময়ে অন্ধ্ররাজ কুন্তল শাতকর্ণির অভ্যুদয় হইয়াছিল, সম্ভবতঃ ইনিই প্রথমে মগধরাজ্য অধিকার করিয়া (২য়) শিমুক বা সিন্ধুক নামেও পরিচিত হইয়াছিলেন, এই শিমুক নাম সাহচর্য্যে সম্ভবতঃ পুরাণে একটু গোল ঘটিয়াছে। কোন কোন পুরাবিদ্ বলিতে চান যে মগধ কিছুদিন অন্ধ্রবংশের অধিকারভুক্ত হইলেও এখানে আসিয়া যে তাঁহারা কোনদিন রাজত্ব করিয়াছিলেন, প্রাচীন মুদ্রা বা শিলালিপি

হইতে এ পর্য্যন্ত তাহার কোন নিদর্শন বাহির হয় নাই।* উত্তরাঞ্চল হইতে এক মাত্র "শাত" নামযুক্ত অন্ধ্রমুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে, ইনিই কাণ্বরাজের পরাভবকারী হইতে পারেন। বাৎস্যায়ন মগধে বসিয়া এখানকার অধিবাসীর আচার ব্যবহার লক্ষ্য করিয়া তাঁহাদের জন্য কামসূত্র রচনা করেন। এই কামসূত্রে লিখিত আছে—

"কর্তর্যা কুন্তলঃ শাতকর্ণিঃ শাতবাহনো মহাদেবীং মলয়বতীং (জঘান)"

অর্থাৎ শাতবাহনরাজ কুন্তল শাতকর্ণি (কামকেলিপ্রসঙ্গে) কাটারি দিয়া রাজমহিষী মলয়বতীকে মারিয়া ফেলিয়াছিলেন।† পূর্ব্বে 'সাত' নামক উত্তর-ভারতীয় অন্ধ্রমুদ্রার উল্লেখ করিয়াছি,— তাহাই শাতবাহন কুন্তল শাতকর্ণির মুদ্রা বলিয়া মনে করি। এই কুন্তলের সময় অন্ধ্রবংশের প্রভাব ও পরাক্রম বৃদ্ধি হইয়াছিল। ভারতের পশ্চিম প্রান্তে শক-যবন-পহ্লবগণ ধীরে ধীরে শক্তি সঞ্চার করিতেছিল। মহাক্ষত্রপ রুদ্রদামের গির্ণার-গিরিলিপি হইতে পাওয়া যায় যে মৌর্য্যসম্রাট্ অশোকের সময় যবনরাজ তুষাস্প সৌরাষ্ট্রের শাসনকর্ত্তা ছিলেন, কিন্তু যবনশাসন বেশী দিন স্থায়ী হয় নাই. ক্রমে যবনদিগকে স্থানচ্যুত করিয়া প্রথমে পহ্লব ও তৎপরে শকগণ তাঁহাদের রাজ্য অধিকার করিয়া বসেন। উদীয়মান শকশক্তির সহিত অন্ধ্ররাজদিগকে কিছু কাল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে হইয়াছিল। শুঙ্গ ও কাণ্ববংশের হস্ত হইতে মগধরাজ্যলক্ষ্মী অন্ধ্রবংশের অঙ্কগতা হইলেও সমস্ত আর্য্যাবর্ত্তে অন্ধ্রগণ প্রভাব বিস্তার করিতে পারিয়াছিলেন কিনা সন্দেহ। অল্পদিন মধ্যেই শকগণ ধীরে ধীরে মথুরা পর্য্যন্ত অধিকার করিয়া বসিলেন। আর্য্যাবর্ত্ত ও দক্ষিণাপথে উভয় দিকেই শক প্রভাব প্রসারিত হইতে দেখিয়া অন্ধ্ররাজগণ তাঁহাদের পিতৃপুরুষগণের লীলাস্থলী কুন্তল ও প্রতিষ্ঠান রক্ষার দিকেই বেশী মনোযোগী হইয়াছিলেন। সুতরাং অল্পদিন পরেই পাটলিপুত্র বা প্রয়াগ অঞ্চল পরিত্যাগ করিয়া গোদাবরীতীরস্থ প্রতিষ্ঠানপুর বা পৈঠন নামক স্থানেই তাঁহাদের রাজধানী করিলেন। সারনাথ হইতে আবিষ্কৃত শকসম্রাট্ কনিষ্কের অনুশাসনলিপি হইতে মনে হয় যে পূর্ব্বভারতের অনেকটা শকদিগের অধিকারভুক্ত হইয়াছিল এবং

* V. A. Smith's Early History of India, 2nd ed. p. 193.

† কামসূত্রকার বাৎস্যায়ন প্রাচ্য বা মগধবাসী ছিলেন, তিনি যেখানে নিজ দেশাচার-বিরুদ্ধে কোন কথা লিখিয়াছেন, তাহা "পাশ্চাত্ত্যেষু প্রসিদ্ধ" বলিয়া প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই।

প্রাচ্যভারতেও শকশাসনরক্ষার জন্য ক্ষত্রপ নিযুক্ত হইয়াছিল। এই সময়ের ভারতবর্ষের অবস্থা লক্ষ্য করিয়াই বামনপুরাণে লিখিত আছে—

"পূর্ব্বে কিরাতাঃ যস্যান্তে পশ্চিমে যবনা স্মৃতাঃ।
আন্ধ্রা দক্ষিণতো বীরাঃ তুরুষ্কাশ্চাপি চোত্তরে ॥"

অর্থাৎ ভারতের পূর্ব্ব প্রান্তে কিরাতগণ ও পশ্চিমে যবনগণ, দক্ষিণে বীর অন্ধ্রগণ এবং উত্তরে তুরুষ্কগণ অবস্থান বা আধিপত্য করিতেছেন।

বলাবাহুল্য, কুষাণসম্রাট্ যে বংশে জন্মগ্রহণ করেন, পুরাণ ও রাজতরঙ্গিণীতে সেই বংশ তুরুষ্ক বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

প্রতিষ্ঠান হইতে শ্রীষেণের মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। মনে হয় কুন্তল শাতকর্ণির পুত্র শ্রীষেণই সম্ভবতঃ প্রতিষ্ঠানে আসিয়া পুনরায় রাজধানী করেন। শ্রীষেণের প্রপৌত্রপুত্র হালের নাম ভারতীয় প্রাচীন সাহিত্যে প্রসিদ্ধ। তিনি প্রাকৃত ভাষায় 'গাথাসপ্তশতী' নামে আদিরসঘটিত কাব্য লিখিয়া চিরস্মরণীয় হইয়াছেন, তাঁহারই রাজসভা হইতে পৈশাচী ভাষায় বৃহৎকথা ও কাতন্ত্র বা কলাপ নামে সংস্কৃত ব্যাকরণ প্রচারিত হয়। বলিতে কি এই অন্ধ্রনৃপতির যত্নে সংস্কৃত ও প্রচলিত দেশভাষার যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছিল। ইহারই কিছুকাল পরে মহাযান-মতপ্রতিষ্ঠাপক প্রসিদ্ধ বৌদ্ধাচার্য্য নাগার্জ্জুনের অভ্যুদয়। চীনপরিব্রাজক য়ুয়ঙ্ চুয়ঙ্ খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীতে লিখিয়া গিয়াছেন, সাতবাহনরাজ নাগার্জ্জুনের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ব্রাহ্মণ ও শ্রমণদিগকে একতাসূত্রে আবদ্ধ করিবার জন্য নাগার্জ্জুন মহাযানধর্ম্ম প্রচার করেন। ব্রাহ্মণ ও শ্রমণভক্ত সাম্যবাদী অন্ধ্ররাজগণের উৎসাহে নাগার্জ্জুনের মত অল্পদিন মধ্যে দাক্ষিণাত্যে প্রচারিত হইতে পারিয়াছিল। নাগার্জ্জুনের সময়েই সৌরাষ্ট্রের শকক্ষত্রপগণ প্রবল হইয়া অন্ধ্ররাজ্যের অধিকাংশ গ্রাস করিয়া বসেন। এ সময় নাগার্জ্জুন অন্ধ্ররাজসভা পরিত্যাগ করিয়া উত্তর-ভারতে আসিয়া শকসম্রাট্গণের নিকট সম্মানিত হন, বলিতে কি শকসম্রাট্গণের যত্নেই উত্তর-ভারতে মহাযানমত বিস্তারলাভ করিয়াছিল।

পূর্ব্বোক্ত হালের পর মণ্ডলক শাতকর্ণি হইতে চকোর শাতকর্ণি পর্য্যন্ত অন্ধ্রনৃপালগণ স্ব স্ব রাজপদরক্ষায় ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। মণ্ডল শাতকর্ণির নাম হইতে মনে হয় যে এ সময় অন্ধ্রবংশের প্রভাব এতঃ হ্রাস হইয়া পড়িয়াছিল যে তাঁহাকে সৌরাষ্ট্রের শকক্ষত্রপগণের অধীনতা স্বীকার করিয়া হয় ত মণ্ডল বা মণ্ডলেশ্বর রূপে গণ্য হইতে হইয়াছিল। অন্ধ্রবংশীয় ১৮শ রাজা মণ্ডল শাতকর্ণি হইতে ২২শ রাজা চকোর শাতকর্ণির মধ্যে একমাত্র ১৯শ নৃপতি পুরীন্দ্র-

সেন ব্যতীত আর কেহই বেশী দিন রাজ্যসুখ ভোগে সমর্থ হন নাই। শিবস্বামী শাতকর্ণি শকপ্রভাবধ্বংস করিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন, তৎপরে তাঁহার প্রিয়পুত্র গোতমীপুত্র শাতকর্ণি পিতার অভিপ্রায় সুসিদ্ধ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। নাসিকগুহা হইতে এই গোতমীপুত্র শাতকর্ণির সুবৃহৎ শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে; তাহাতে এই নৃপতি 'ক্ষত্রিয়দর্পমানমর্দ্দন', 'শকযবনপহ্লবনিষূদন' 'অপ্রাণহিংসারুচি' 'দ্বিজবরকুটুম্বী,' 'ক্ষগারাতবংশনিরবশেষকর', 'শাতবাহনকুল-যশপ্রতিষ্ঠাপনক', অসিক-অশ্মক-মূরক-সুরাষ্ট্র-কুকুর-অপরান্ত-অনূপ-বিদর্ভ-আকর-অবন্তীরাজ' এবং 'বিন্ধ্যপারিযাত্র-সহ্য-কৃষ্ণগিরি-মচ-শ্রীস্থল-মলয়-মহেন্দ্র-শ্রেষ্ঠগিরি চকোরপতি' এবং 'ত্রিসমুদ্রতোয়-পীতবাহন' ইত্যাদি সমুচ্চ বিশেষণে বিশেষিত হইয়াছেন। গোতমীপুত্রের এই সংক্ষিপ্ত পরিচয় হইতে বেশ বুঝা যাইতেছে যে শক-যবন-পল্লবেরা অন্ধ্রবংশের অধিকারলোপ করিয়াছিল। যে খগারাত বা সুরাষ্ট্রের শকক্ষত্রপবংশীয় ক্ষহরাতবংশ শাতবাহনকুলের গৌরব লোপ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের সকলের দর্প চূর্ণ করিয়া ও শকক্ষত্রপবংশ এককালে ধ্বংশ করিয়া তিনদিকে সমুদ্রজলে চুম্বিত সমগ্র দক্ষিণাপথের তিনি একমাত্র অধীশ্বর হইয়াছিলেন। বুদ্ধের অহিংসা পরম ধর্ম্মের উপর তাঁহার যথেষ্ট বিশ্বাস ছিল এবং ব্রাহ্মণদিগের তিনি পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। কেবল তিনি বলিয়া নহে, তাঁহার মাতা গোতমী, পত্নী বাসিষ্ঠী এবং প্রিয়পুত্র বাসিষ্ঠীপুত্র পুলুমায়ি সকলেই যেমন একদিকে বৌদ্ধধর্ম্মরক্ষা ও শ্রমণদিগের প্রতি যথেষ্ট দয়া দাক্ষিণ্য দেখাইয়াছেন, অন্যদিকে ব্রাহ্মণদিগের প্রতিও সেইরূপ যথেষ্ট ভক্তি প্রকাশ ও চাতুর্বর্ণের বিশুদ্ধিরক্ষায় আগ্রহ দেখাইয়া গিয়াছেন, নানাঘাট, নাসিক, কালি প্রভৃতি নানাস্থান হইতে আবিষ্কৃত শিলালেখ হইতে তাহা প্রমাণিত হইয়াছে। গোতমীপুত্রের আনুগত্য স্বীকার করিয়া উজ্জয়িনীপতি চষ্টন মহাক্ষত্রপ হইয়াছিলেন।

গোতমীপুত্র শাতকর্ণির ২৪শ অঙ্কে তাঁহার মাতা গোতমী বলশ্রী আপনাকে মহারাজের মাতা ও রাজপ্রবরের পিতামহী বলিয়া পরিচিত করিয়াছেন। এই শিলালিপি হইতেই প্রমাণিত হইয়াছে যে ধনকটক নামক স্থানে গোতমীপুত্রের রাজধানী ছিল এবং তাঁহার প্রিয়তম কনিষ্ঠপুত্র পুলুমায়ি উত্তরাংশে প্রতিষ্ঠানপুরে রাজ-প্রতিনিধিরূপে শাসন করিতেছিলেন। গোতমীপুত্র শাতকর্ণির পরলোকগমনের পর বাশিষ্ঠী পুত্র পুলুমায়ি পিতৃসাম্রাজ্যের অধিকারী হইলেন। তাঁহার ১৯শ অঙ্কে তাঁহার বিমাতা বলশ্রী নাসিকে নিজ নামে গিরিগুহাখোদিত এক

সুন্দর চৈত্য নির্ম্মাণ করাইয়া ধর্ম্মার্থ দান করেন, তাঁহার নাসিকালিপিতে পাওয়া যাইতেছে।*

পূর্ব্বেই লিখিয়াছি যে ১৫১ খৃষ্টাব্দে পাশ্চাত্য ভৌগোলিক টলেমী দাক্ষিণাত্যের তিনজন সমসাময়িক নৃপতির উল্লেখ করিয়াছেন—যথা পৈঠনে Siro Polemaios বা শ্রীপুলুমায়ি (২য়), হিপ্পকোরা নামক নগরে Baleokouros বা বিলিবায়কুর ও উজ্জয়িনীতে Tiastanes বা চষ্টন। কোন কোন পুরারিদের মতে, উক্ত শকাধিপ চষ্টন গোতমীপুত্র শাতকর্ণির ক্ষত্রপ ছিলেন। আবার কাহারও মতে এই চষ্টনই শকাব্দপ্রবর্ত্তক। খুব সম্ভব শাতবাহনরাজ গোতমীপুত্র শাতকর্ণি শক-যবন-পহ্লবাদিকে পরাস্ত করিয়া যে নূতন অব্দ প্রচার করেন এবং যে অব্দ তাঁহার ক্ষত্রপ উজ্জয়িনীপতি চষ্টন বংশপরম্পরায় ব্যবহার করিতে থাকেন, তাহাই উভয় বংশের নামানুসারে 'শালিবাহনশক' নামে অভিহিত হইয়া থাকিবে।

যাহা হউক, গোতমীপুত্র শাতকর্ণি স্বীয় বীর্য্য প্রভাবে যে গৌরব অর্জ্জন করিয়াছিলেন, তাঁহার প্রিয়পুত্র বাশিষ্ঠীপুত্র পুলুমায়ি সে গৌরব অক্ষুন্ন রাখিতে সমর্থ হন নাই। উজ্জয়িনীর শকক্ষত্রপগণ অন্ধ্রগণের সংঘর্ষ হইতে নিরাপদ হইবার জন্য পরস্পর আত্মীয়তাসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। চষ্টনের পুত্র জয়দাম আপনার পৌত্রী রুদ্রদামের কন্যা দক্ষমিত্রাকে ২য় পুলুমায়ির করে সম্প্রদান করিয়াছিলেন। এই বিবাহের ফলে পুলুমায়ির শ্বশুর রুদ্রদামের সৌভাগ্যোন্নতিপথে কতকটা সহায় হইয়াছিলেন। কিন্তু শেষে হিতে বিপরীত হইল। জয়দামের মৃত্যুর পর তৎপুত্র রুদ্রদাম বিপুল বল সঞ্চয় করিয়া ৩৫ শকে (১১৩ খৃষ্টাব্দে) মহাক্ষত্রপ বলিয়া আপনাকে পরিচিত করিলেন। ধর্ম্মভীরু ২য় পুলুমায়ি রুদ্রদামের সেই অভ্যুদয়পথে বাধা দিলেন না, মহিষীর খাতিরে শ্বশুরের অবাধ্যতা উপেক্ষা করিলেন, কিন্তু তজ্জন্য শীঘ্রই তাঁহাকে ফলভোগ করিতে হইল। গোতমীপুত্র শাতকর্ণি নিজ বাহুবলে শকদিগের কবল হইতে যে সকল রাজ্য উদ্ধার করিয়াছিলেন, রুদ্রদাম একে একে সেই বিপুল জনপদ নিজ অধিকারভুক্ত করিয়া লইলেন। রুদ্রদামের গিণার-গুহালিপি হইতে জানা যায় যে ৭১ শক (বা ১৪৯ খৃষ্টাব্দের) পূর্ব্বেই গুজরাট হইতে দক্ষিণাপথের সমস্ত উত্তরাংশ তাঁহার করায়ত্ত হইয়াছিল, কেবল নিকট আত্মীয়তা-নিবন্ধন রুদ্রদাম অন্ধ্ররাজকে তাঁহাদের পূর্ব্বাধিকার হইতে বঞ্চিত করেন নাই। ২য় পুলুমায়িও তাঁহার পিতৃগৌরব রক্ষা-

* Jouveau-Dubreil, Ancient History of the Deccan, (1920), p. 38.

করিতে না পারিয়া ও শ্বশুরহস্তে অপমানিত হইয়া ভগ্নহৃদয়ে প্রায় ১৪২ খৃষ্টাব্দে প্রাণত্যাগ করেন। তাঁহার সহিত অন্ধ্রবংশের পূর্ব্বপ্রভাব ও প্রতিপত্তি অনেকটা বিলুপ্ত হইল। তৎপরে এই বংশে ছয় জন নৃপতি ধনকটকের সিংহাসনে অধিষ্টিত হইয়াছিলেন, বটে, কিন্তু কেহই নিরাপদে দীর্ঘকাল রাজ্যসুখ ভোগ করিতে সমর্থ হন নাই। ৩১শ নৃপতি ৩য় পুলুমায়ির সহিত অন্ধ্ররাজবংশের অবসান হইল।

শিলালেখ, মুদ্রালেখ এবং পুরাণোক্ত নাম সামঞ্জস্য করিয়া নিম্নে অন্ধ্ররাজগণের তালিকা এবং রাজ্যকাল প্রদত্ত হইল,—

নাম	রাজ্যকাল	আনুমানিক রাজ্যারম্ভ অব্দ
১। শিমুক (শিশুক শাতবাহন)	২৩ বর্ষ	২৩০ খৃঃ পূর্ব্বাব্দ
২। কৃষ্ণরাজ শাতবাহন	১৮ বর্ষ	২০৭ খৃঃ পূঃ
৩। শ্রীমল্ল শাতকর্ণি	১৮ বর্ষ	১৮৯ খৃঃ পূঃ
৪। পূর্ণোৎসঙ্গ	১৮ বর্ষ	১৭১ খৃঃ পূঃ
৫। শ্রীশাতকর্ণি	৫৬ বর্ষ	১৫৪ খৃঃ পূঃ
৬। লম্বোদর	১৮ বর্ষ	৯৮ খৃঃ পূঃ
৭। আপীলক	১২ বর্ষ	৮০ খৃঃ পূঃ
৮। মেঘ	২৯ বর্ষ	৬৮ খৃঃ পূঃ
৯। সৌদাস	১৮ বর্ষ	৩৯ খৃঃ পূঃ
১০। ভাস্কর	৫ বর্ষ	২১ খৃঃ পূঃ
১১। স্কন্দশাতকর্ণি	৭ বর্ষ	১৬ খৃঃ পূঃ
১২। মৃগেন্দ্র বা মহেন্দ্র শাতকর্ণি	৩ বর্ষ	৯ খৃঃ পূঃ
১৩। কুন্তল শাতকর্ণি	৮ বর্ষ	৬ খৃঃ পূঃ
১৪। শ্রীষেণ শাতকর্ণি	১ বর্ষ	২ খৃঃ অব্দ
১৫। পুলুমায়ি (১ম) শাতকর্ণি	২৪ বর্ষ	৩ খৃঃ অঃ
১৬। অরিষ্টনেমি শাতকর্ণি	১৫ বর্ষ	২৭ খৃঃ অঃ
১৭। হাল	৫ বর্ষ	৪২ খৃঃ অঃ
১৮। মণ্ডল শাতকর্ণি	৫ বর্ষ	৪৭ খৃঃ অঃ
১৯। পুরীন্দ্রসেন	২১ বর্ষ	৫২ খৃঃ অঃ
২০। সৌম্য শাতকর্ণি		
২১। সুন্দর শাতকর্ণি	১ বর্ষ	৭৩ খৃঃ অঃ

২২। চকোর শাতকর্ণি	½ বর্ষ	৭৩ খৃঃ অঃ রাজ্যারম্ভ
২৩। শিবস্বামী শাতকর্ণি	৫ বর্ষ	৭৪ খৃঃ অঃ
২৪। গোতমীপুত্র শাতকর্ণি	৪৩ বর্ষ	৭৮ খৃঃ অঃ
২৫। বাসিষ্ঠীপুত্র পুলুমায়ি (২য়)	২৮ বর্ষ	১২২ খৃঃ অঃ
২৬। শিবশ্রী শাতকর্ণি	১৪ বর্ষ	১৫০ খৃঃ অঃ
২৭। শিবস্কন্দ শাতকর্ণি	৮ বর্ষ	১৬৪ খৃঃ অঃ
২৮। যজ্ঞশ্রী শাতকর্ণি	১৯ বর্ষ	১৭২ খৃঃ অঃ
২৯। বিজয়শ্রী শাতকর্ণি	৬ বর্ষ	১৯১ খৃঃ অঃ
৩০। চন্দ্রশ্রী শাতকর্ণি	১৩ বর্ষ	১৯৭ খৃঃ অঃ
৩১। পুলুমায়ি (৩য়) শাতকর্ণি	১৭ বর্ষ	২১০ খৃঃ অঃ

পূর্ব্বেই বলিয়াছি অন্ধ্ররাজবংশ ও অন্ধ্রভৃত্যবংশ স্বতন্ত্র। উভয় বংশকে এক মনে করিয়া পূর্ব্ববর্ত্তী পুরাবিদ্‌গণ বড়ই গোলে পড়িয়াছেন। ব্রহ্মাণ্ড, মৎস্য প্রভৃতি পুরাণপ্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছি যে অন্ধ্ররাজবংশের সংস্থিতি কালে তাঁহাদের ভৃত্য বা কর্ম্মচারিগণের মধ্যে ৭ জন রাজ্যলাভ করিয়াছিলেন। অন্ধ্রবংশের প্রাচীন মুদ্রাদি আলোচনা করিয়া জানিতে পারি—কোল্‌হাপুর, নানাঘাট প্রভৃতি অঞ্চলে অন্ধ্রসম্রাট্‌গণের অধীনে কএকজন রাজা প্রতিনিধিরূপে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন। তাঁহাদের নাম সহ অন্ধ্রসম্রাটের নামও নিম্নে প্রদত্ত হইল—

অন্ধ্রভৃত্যবংশীয় রাজা	তৎসমসাময়িক অন্ধ্রসম্রাট্
১। বিলিবায়কুর (১ম)	বাসিষ্ঠীপুত্র চকোর শাতকর্ণি
২। মঢরীপুত্র শকসেন	শিবশ্রী শাতকর্ণি
৩। মঢরীপুত্র নোবলকুর	শিবশ্রী শাতকর্ণি
৪। বিলিবায়কুর ২য়	গোতমীপুত্র শ্রীশাতকর্ণি
৫। চতুরপণ	যজ্ঞশ্রী শাতকর্ণি

অন্ধ্রভৃত্যবংশীয় নৃপতিগণের মুদ্রায় তাঁহাদের আন্ধ্র অধীশ্বরগণের নাম একত্র থাকায় কোন কোন পুরাবিদ্ সমস্তটা এক ব্যক্তির পুরা নাম স্থির করিয়া বড়ই গোল বাঁধাইয়াছেন।* কিন্তু ডাক্তার ভাণ্ডারকর অন্ধ্রভৃত্যগণের অন্যতম চতুরপণের মুদ্রায়—

* Vincent A. Smith's Early History of India.

"গোতমীপুতস কুমারু যজ্ঞসাতকর্ণি চতুরপনস" পাঠ দেখিয়া লিখিয়াছেন যে "কোহ্লাপুরের অন্ধ্রভৃত্য-রাজপ্রতিনিধিগণের ন্যায় এই (সুপারার) মুদ্রাও দুই নামে প্রচারিত হইয়াছে, তন্মধ্যে কুমার যজ্ঞশ্রী সাতকর্ণি হইতেছেন অধীশ্বর এবং তাঁহার প্রতিনিধি হইতেছেন চতুরপন।" †

এ সম্বন্ধে মহাত্মা ভাণ্ডারকরের মত সমীচীন হইলেও তিনি অন্ধ্র ও অন্ধ্রভৃত্য উভয় বংশকে অভিন্ন স্থির করিয়া অন্ধ্র বংশের প্রকৃত ইতিহাস সম্বন্ধে গোলযোগ ঘটাইয়াছেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, অন্ধ্র ও অন্ধ্রভৃত্যবংশ এক নহে। মহাপুরাণসমূহে সুস্পষ্ট নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে—

"অন্ধ্রানাং সংস্থিতে বংশে তেষাং ভৃত্যান্বয়ে পুনঃ।
সপ্তৈবান্ধ্রা ভবিষ্যন্তি দশাভীরা স্তথা নৃপাঃ॥"

অর্থাৎ অন্ধ্রবংশের সংস্থানকালে তাঁহাদের ভৃত্যবংশে ৭ জন অন্ধ্রনৃপতি ও তৎপরে ১০ জন আভীর নৃপতি হইবেন।

অল্পদিন হইল, পশ্চিমভারতে সাঞ্চি প্রভৃতি স্থান হইতে বিস্তর অন্ধ্রমুদ্রা আকৃষ্ট হইয়াছে এবং ভারতীয় পুরাতত্ত্ব-বিভাগের বড় সাহেব সর্ জন মার্শাল প্রয়াগের নিকটবর্ত্তী ভিটা নামক স্থান খনন করিয়া মৃত্তিকার বহু নিম্নস্তর হইতে মৌর্য্য, শুঙ্গ, কুষণ, গুপ্ত প্রভৃতি রাজবংশের শীলমোহরের সহিত অন্ধ্রবংশের কএকটী শীলমোহর আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহা হইতে আমরা তিনজন অন্ধ্রনৃপতির নাম পাইয়াছি যথা—গোতমীপুত্র মহারাজ বিন্ধ্যভেদন, বৃদ্ধরাজ গোতমীপুত্র মহারাজ শিবমেঘ, এবং বাসিষ্ঠীপুত্র ভীমসেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই তিনজনের নাম কোন পুরাণ-তালিকার মধ্যে নাই। পূর্ব্বেই লিখিয়াছি, মহাপুরাণসমূহে ৩১ জন অন্ধ্ররাজের নাম ও রাজত্বকাল নির্দ্দিষ্ট থাকিলেও সাতজন অন্ধ্রভৃত্যের বংশীয় রাজার নামোল্লেখ পাই না। সর জন মার্শাল কুষাণ শীলমোহরের সহিত আলোচনা করিয়া ঐ তিন জন অন্ধ্ররাজের শীলমোহর খৃষ্টীয় ৩য় শতাব্দীর বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। পূর্ব্বেই লিখিয়াছি যে খৃষ্টীয় ৩য় শতাব্দীর মধ্য ভাগে মূল অন্ধ্র বা সাতবাহন রাজবংশের অবসান হয়। এ অবস্থায় ভিটার অন্ধ্র শীলমোহরগুলির কাল আলোচনা করিলে আমরা বলিতে পারি যে উক্ত বৃষধ্বজ, শিবমেঘ ও ভীমসেন এই তিন জনই অন্ধ্রভৃত্য-নৃপতি-বংশীয় হইতেছেন এবং খৃষ্টীয় ৩য় ও ৪র্থ শতাব্দ পর্য্যন্ত তাঁহারা বিদ্যমান ছিলেন।

† R. G. Bhandarkar's Early History of Dekkan, 2nd. ed. p. 22.

সম্ভবতঃ তাহাদেরই পূর্ব্বপুরুষগণ যথা বিলিবারকুর, শেবলকুর, চতুরপণ প্রভৃতি এক সময় অন্ধ্রসম্রাট্‌গণের রাজপ্রতিনিধিরূপে বিভিন্ন জনপদশাসন করিতেন, তজ্জন্য অন্ধ্রভৃত্য বলিয়াই পরিচিত ছিলেন। তৎপরে মূল অন্ধ্র বংশের লোপ হইলে উক্ত অন্ধ্রপ্রতিনিধিবংশ স্বাধীন হইয়া নানা জনপদ অধিকার করিতে থাকেন এবং তাঁহারাই পুরাণে অন্ধ্রভৃত্যবংশ বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন। তাঁহাদের শীলমোহর মধ্যে 'বিন্ধ্যভেদন' উপাধি হইতে মনে হয় যে বৃষধ্বজই প্রথম বিন্ধ্যাচল ভেদ করিয়া উত্তরাঞ্চলে আধিপত্য বিস্তারে সমর্থ হইয়াছিলেন। কোন্ সময়ে এই অন্ধ্রভৃত্যবংশের অবসান হয়, তাহা এখনও ঠিক হয় নাই।

কায়স্থ-সংস্রব

এই প্রবন্ধের প্রারম্ভে বলিয়াছি যে সাতবাহন বা অন্ধ্ররাজবংশের সহিত কায়স্থসংস্রব ঘটিয়াছিল। কিরূপে সেই সংস্রব ঘটে, সংক্ষেপে তাহার আলোচনা করিতেছি।

সম্রাট্ অশোকের পূর্ব্ব হইতেই কায়স্থগণ করাধিকারী ও রাজলেখক বলিয়া পরিচিত ছিলেন। সম্রাট্ অশোকের কায়স্থ প্রধান কর্ম্মচারিগণ 'রাজুক' বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।[১] অশোকের ৩য় গিরিলিপি হইতে জানিতে পারি যে রাজুকগণ কেবল যে শাসন বা রাজস্ব-বিভাগে সর্ব্বময় কর্ত্তা ছিলেন, তাহা নহে। ধর্ম্মবিভাগেও তাঁহাদের যথেষ্ট কর্ত্তৃত্ব ছিল, তাঁহারা মৌর্য্যসম্রাট্ কর্ত্তৃক ধর্ম্মমহামাত্যপদেও অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। বুদ্ধের ধর্ম্মোপদেশ প্রচার করিবার জন্য তাঁহারা বহু দূরদেশে প্রেরিত হইতেন। মনে হয় যে দিন হইতে রাজুকগণ করাধ্যক্ষ হইতে ধর্ম্মাধ্যক্ষের পদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন, সেই সময় হইতেই তাঁহারা ব্রাহ্মণসমাজের বিশেষতঃ ব্রাহ্মণশাস্ত্রকারগণের বিষদৃষ্টিতে পড়িলেন। মৌর্য্যবংশের অধঃপতন এবং বৌদ্ধদ্বেষী ব্রাহ্মণভক্ত শুঙ্গবংশের অভ্যুদয়ে কায়স্থগণের পূর্ব্ব প্রতাপ খর্ব্ব হইবার উপক্রম হইল। শুঙ্গরাজ পুষ্যমিত্রের অশ্বমেধযজ্ঞের সহিত আবার ব্রাহ্মণপ্রতিষ্ঠা ঘটিল এবং সেই সঙ্গে রাজুক কায়স্থগণও পূর্ব্ব প্রতিপত্তি হারাইলেন। তাঁহারা স্ব স্ব মানসংভ্রমরক্ষার জন্য শুঙ্গ ও কাণ্বদিগের অধিকার হইতে দূরে সরিয়া দাঁড়াইলেন এবং আন্ধ্র ও শকরাজগণের পক্ষাবলম্বন করিলেন। শকগণ প্রবল হইয়া শুঙ্গ ও কাণ্বগণের জনপদ অধিকার

(১) Vide Epigraphia Indica, Vol. II. p. 254. এবং মৎকৃত বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, রাজন্যকাণ্ড ১৬।১৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

"গোতমীপুতস কুমারু যজ্ঞসাতকর্ণি চতুরপনস" পাঠ দেখিয়া লিখিয়াছেন যে "কোহ্লাপুরের অন্ধ্রভৃত্য-রাজপ্রতিনিধিগণের ন্যায় এই (সুপারার) মুদ্রাও দুই নামে প্রচারিত হইয়াছে, তন্মধ্যে কুমার যজ্ঞশ্রী সাতকর্ণি হইতেছেন অধীশ্বর এবং তাঁহার প্রতিনিধি হইতেছেন চতুরপন।" †

এ সম্বন্ধে মহাত্মা ভাণ্ডারকরের মত সমীচীন হইলেও তিনি অন্ধ্র ও অন্ধ্রভৃত্য উভয় বংশকে অভিন্ন স্থির করিয়া অন্ধ্র বংশের প্রকৃত ইতিহাস সম্বন্ধে গোলযোগ ঘটাইয়াছেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, অন্ধ্র ও অন্ধ্রভৃত্যবংশ এক নহে। মহাপুরাণসমূহে সুস্পষ্ট নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে—

"অন্ধ্রানাং সংস্থিতে বংশে তেষাং ভৃত্যান্বয়ে পুনঃ।
সপ্তৈবান্ধ্রা ভবিষ্যন্তি দশাভীরা স্তথা নৃপাঃ॥"

অর্থাৎ অন্ধ্রবংশের সংস্থানকালে তাঁহাদের ভৃত্যবংশে ৭ জন অন্ধ্রনৃপতি ও তৎপরে ১০ জন আভীর নৃপতি হইবেন।

অল্পদিন হইল, পশ্চিমভারতে সাঞ্চি প্রভৃতি স্থান হইতে বিস্তর অন্ধ্রমুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং ভারতীয় পুরাতত্ত্ব-বিভাগের বড় সাহেব সর্ জন মার্শাল প্রয়াগের নিকটবর্ত্তী ভিটা নামক স্থান খনন করিয়া মৃত্তিকার বহু নিম্নস্তর হইতে মৌর্য্য, শুঙ্গ, কুষণ, গুপ্ত প্রভৃতি রাজবংশের শীলমোহরের সহিত অন্ধ্রবংশের কএকটী শীলমোহর আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহা হইতে আমরা তিনজন অন্ধ্রনৃপতির নাম পাইয়াছি যথা—গোতমীপুত্র মহারাজ বিন্ধ্যভেদন, বৃদ্ধরাজ গোতমীপুত্র মহারাজ শিবমেঘ, এবং বাসিষ্ঠীপুত্র ভীমসেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই তিনজনের নাম কোন পুরাণ-তালিকার মধ্যে নাই। পূর্ব্বেই লিখিয়াছি, মহাপুরাণসমূহে ৩১ জন অন্ধ্ররাজের নাম ও রাজত্বকাল নির্দ্দিষ্ট থাকিলেও সাতজন অন্ধ্রভৃত্যবংশীয় রাজার নামোল্লেখ পাই না। সর জন মার্শাল কুষাণ শীলমোহরের সহিত আলোচনা করিয়া ঐ তিন জন অন্ধ্ররাজের শীলমোহর খৃষ্টীয় ৩য় শতাব্দীর বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। পূর্ব্বেই লিখিয়াছি যে খৃষ্টীয় ৩য় শতাব্দীর মধ্য ভাগে মূল অন্ধ্র বা সাতবাহন রাজবংশের অবসান হয়। এ অবস্থায় ভিটার অন্ধ্র শীলমোহরগুলির কাল আলোচনা করিলে আমরা বলিতে পারি যে উক্ত বৃষধ্বজ, শিবমেঘ ও ভীমসেন এই তিন জনই অন্ধ্রভৃত্য-নৃপতি-বংশীয় হইতেছেন এবং খৃষ্টীয় ৩য় ও ৪র্থ শতাব্দ পর্য্যন্ত তাঁহারা বিদ্যমান ছিলেন।

† R. G. Bhandarkar's Early History of Dekkan, 2nd. ed. p. 22.

সম্ভবতঃ তাহাদেরই পূর্ব্বপুরুষগণ যথা বিলিবারকুর, শেবলকুর, চতুরপন প্রভৃতি এক সময় অন্ধ্রসম্রাট্‌গণের রাজপ্রতিনিধিরূপে বিভিন্ন জনপদশাসন করিতেন, তজ্জন্য অন্ধ্রভৃত্য বলিয়াই পরিচিত ছিলেন। তৎপরে মূল অন্ধ্র বংশের লোপ হইলে উক্ত অন্ধ্রপ্রতিনিধিবংশ স্বাধীন হইয়া নানা জনপদ অধিকার করিতে থাকেন এবং তাঁহারাই পুরাণে অন্ধ্রভৃত্যবংশ বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন। তাঁহাদের শীলমোহর মধ্যে 'বিন্ধ্যভেদন' উপাধি হইতে মনে হয় যে বৃষধ্বজই প্রথম বিন্ধ্যাচল ভেদ করিয়া উত্তরাঞ্চলে আধিপত্য বিস্তারে সমর্থ হইয়াছিলেন। কোন্ সময়ে এই অন্ধ্রভৃত্যবংশের অবসান হয়, তাহা এখনও ঠিক হয় নাই।

কায়স্থ-সংস্রব

এই-প্রবন্ধের প্রারম্ভে বলিয়াছি যে সাতবাহন বা অন্ধ্ররাজবংশের সহিত কায়স্থসংস্রব ঘটিয়াছিল। কিরূপে সেই সংস্রব ঘটে, সংক্ষেপে তাহার আলোচনা করিতেছি।

সম্রাট্ অশোকের পূর্ব্ব হইতেই কায়স্থগণ করাধিকারী ও রাজলেখক বলিয়া পরিচিত ছিলেন। সম্রাট্ অশোকের কায়স্থ প্রধান কর্ম্মচারিগণ 'রাজুক' বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।১ অশোকের ৩য় গিরিলিপি হইতে জানিতে পারি যে রাজুকগণ কেবল যে শাসন বা রাজস্ব-বিভাগে সর্ব্বময় কর্ত্তা ছিলেন, তাহা নহে। ধর্ম্মবিভাগেও তাঁহাদের যথেষ্ট কর্তৃত্ব ছিল, তাঁহারা মৌর্য্যসম্রাট্ কর্ত্তৃক ধর্ম্মমহামাত্যপদেও অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। বুদ্ধের ধর্ম্মোপদেশ প্রচার করিবার জন্য তাঁহারা বহু দূরদেশে প্রেরিত হইতেন। মনে হয় যে দিন হইতে রাজুকগণ করাধ্যক্ষ হইতে ধর্ম্মাধ্যক্ষের পদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন, সেই সময় হইতেই তাঁহারা ব্রাহ্মণসমাজের বিশেষতঃ ব্রাহ্মণশাস্ত্রকারগণের বিষদৃষ্টিতে পড়িলেন। মৌর্য্যবংশের অধঃপতন এবং বৌদ্ধদ্বেষী ব্রাহ্মণভক্ত শুঙ্গবংশের অভ্যুদয়ে কায়স্থগণের পূর্ব্ব প্রতাপ খর্ব্ব হইবার উপক্রম হইল। শুঙ্গরাজ পুষ্যমিত্রের অশ্বমেধযজ্ঞের সহিত আবার ব্রাহ্মণপ্রতিষ্ঠা ঘটিল এবং সেই সঙ্গে রাজুক কায়স্থগণও পূর্ব্ব প্রতিপত্তি হারাইলেন। তাঁহারা স্ব স্ব মানসংভ্রমরক্ষার জন্য শুঙ্গ ও কাণ্বদিগের অধিকার হইতে দূরে সরিয়া দাঁড়াইলেন এবং আন্ধ্র ও শকরাজগণের পক্ষাবলম্বন করিলেন। শকগণ প্রবল হইয়া শুঙ্গ ও কাণ্বগণের জনপদ অধিকার

(১) Vide Epigraphia Indica, Vol. II. p. 254. এবং মৎকৃত বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, রাজন্যকাণ্ড ১৬।১৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

করিয়া বসিলেন। তৎকালে যে সকল কায়স্থবীর শকরাজের সেনানীরূপে অস্ত্রধারণ করিয়াছিলেন, তাঁহারাই 'শকসেন" নামে পরিচিত হইয়াছিলেন। সেই শকসেনের বংশধরগণ কায়স্থসমাজের একটী প্রধান শ্রেণীরূপে অদ্যাপি পরিচিত রহিয়াছেন।

আদি শকসেনগণ অল্প কাল মধ্যেই স্ব স্ব প্রনষ্টগৌরব উদ্ধারে সমর্থ হইয়াছিলেন। উত্তর-ভারতে যেরূপ শকদিগের সহিত মিলিত হইয়া শুঙ্গ ও কাণ্ববংশের বিরুদ্ধাচরণ করিতেছিলেন, সেইরূপ তাঁহাদের মধ্য হইতে একদল দক্ষিণাপথে অন্ধ্ররাজবংশের সহযোগে শুঙ্গ ও কাণ্ববংশের উচ্ছেদসাধনে উদ্যোগী হইয়াছিলেন। যাঁহারা অন্ধ্ররাজগণের অধীনে কৃতিত্ব দেখাইয়া জনপদলাভে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ পুরাণে "অন্ধ্রভৃত্য" বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন, তন্মধ্যে মহারাজ মঢরীপুত্র শকসেনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আন্ধ্ররাজকন্যা মঢরীর গর্ভে যে শকসেন নৃপতি আবির্ভূত হন, তিনিই কানেড়ির গুহালিপিতে মঢরীপুত্র শকসেন নামে অভিহিত। সম্ভবতঃ তিনি মাতামহের উত্তরাধিকার লাভ করেন। বোম্বাই প্রদেশে ঠানার নিকটবর্ত্তী কানেড়ীর একটী গুহামধ্যে তাহার একখানি অনুশাসন লিপি পাওয়া গিয়াছে।[২]

এই শকসেন সম্বন্ধে ডাক্তার ভাণ্ডারকর মহাশয় লিখিয়াছেন "For this name and that of his mother Madhari point to a connection with the Sakas whose representatives the Kshaharats were, and this connection is unfolded in this inscription"

(Bhandarkar's Early History of Dekkan, 2nd ed. p 21 note)

শকসেন নাম দেখিয়া ভাণ্ডারকর মহাশয় সাতবাহনবংশের সহিত শকসংস্রব অনুমান করিয়াছেন; কিন্তু শকেরা কোথাও শকসেন নামে পরিচিত হন নাই। নিগৃহীত রাজুকবংশধরগণ যাঁহারা শকরাজগণের সেনাবিভাগে প্রবেশ করিয়াছিলেন, তাহাদের বংশধরেরাই ইতিহাসে ও সমাজে শকসেন নামে পরিচিত হন, পূর্ব্বেই সে কথা বলিয়াছি। এমন কি বহুতর প্রাচীন শিলালিপিতে ইঁহারা "শকসেনজাতীয়" কায়স্থ বলিয়াই পরিচিত হইয়াছেন।[৩] বস্তু

(২) Journal of the Bombay Branch—Royal Asiatic Society, Vol. XII. p. 409.

(৩) Cunningham's Archæological Survey Reports, Vol. III. p. 49.

বাহুল্য দক্ষিণাপথ হইতে আগত বাঙ্গালার ভরদ্বাজ গোত্রীয় দত্তবংশ এই শকসেন হইতেই সমুদ্ভূত।

পূর্ব্বেই লিখিয়াছি, প্রতিষ্ঠানে বা পৈঠন নগরে শাতবাহনবংশের পূর্ব্বতন রাজধানী ছিল। পাশ্চাত্য ভৌগোলিক টলেমী খৃষ্টীয় ২য় শতাব্দে লিখিয়া গিয়াছেন, Siro Polemaios (শ্রীপুলমায়ী) Baithana (পৈঠন) এবং Tiastanes (চষ্টন) Uzene (উজ্জয়িনী)তে রাজত্ব করিতেন। উক্ত টলেমীর বিবরণ হইতে বলা যাইতে পারে, খৃষ্টীয় ২য় শতাব্দের প্রথম ভাগে পৈঠন শাতবাহনরাজবংশের অধিকারভুক্ত হইয়াছিল। তৎপূর্ব্বে এই বংশ নাসিক ও অমরাবতীতে রাজধানী করিয়া অবস্থিতি করিতেছিলেন। স্কন্দপুরাণীয় সহ্যাদ্রিখণ্ড (২৭শ ও ২৮শ অধ্যায়ে) লিখিত আছে, রাজা অশ্বপতি পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করিয়া দ্বাদশটি পুত্র লাভ করেন। অতঃপর একদিন তিনি তীর্থযাত্রা উপলক্ষে সপরিবারে পৈঠন নগরে আগমন করেন। এখানে মহর্ষি ভৃগু রাজাকে দেখিতে আসেন। ঘটনাচক্রে রাজা তাহাকে দেখিয়াও আসন হইতে উঠিলেন না বা পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া তাঁহার পূজা করিলেন না। ভৃগু তাহাতে অত্যন্ত অপমানিত বোধ করিয়া রাজাকে অভিশাপ দিতে উদ্যত হইলেন,—"আমি পূর্ব্বে তোমার উপকার করিয়াছি, তথাপি তুমি আমাকে অবজ্ঞা করিলে; অতএব তুমি নিশ্চয়ই রাজ্যহীন বা বংশহীন হইবে।" অভিশপ্ত রাজা নিজের অপরাধ বুঝিতে পারিয়া তৎক্ষণাৎ ঋষির শরণাপন্ন হইলেন, এবং ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া কহিলেন, "আপনি আমার বংশপ্রতিষ্ঠাতা, আমি দানাদি কার্য্যে ব্যস্ত থাকায় এইরূপ ঘটিয়াছে, অপরাধ ক্ষমা করুন।" রাজার বিনয়বাক্যে ভৃগু সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন, "আমার বাক্য মিথ্যা হইবার নহে, তবে তুমি আমার শরণাপন্ন হইয়াছে, এ কারণ তোমার বংশবৃদ্ধি হইবে। তোমার বংশীয়গণ রাজ্যলোপ হেতু শৌর্য্যহীন হইবে। অদ্য হইতে তাহাদের লিপিকাই জীবিকা হইবে। প্রসিদ্ধ পাঠারীয়গণ এই পৈঠন পত্তনে অভিশপ্ত হইল বলিয়া তোমরা 'পত্তন' নামে খ্যাত হইবে। এই পত্তন হইতে যাহাদের জন্ম হইবে, তাহারা পত্তনপ্রভু নামে খ্যাতিলাভ করিবে।"[৪] পূর্ব্বেই লিখিয়াছি, গোতমীপুত্র শাতকর্ণি তাঁহার শিলালিপিতে "ক্ষত্রিয়দর্পমান-

(৪) "উবাচ স মুনি শ্রেষ্ঠো রাজানং দানতৎপরম্।
রাজন্ মে ন বৃথা শপ্তং যদ্ভবিষ্যং ন সংশয়ঃ ॥
ত্বং চেচ্ছরণমাপন্নো বংশবৃদ্ধির্ভবিষ্যতি।
তদ্বংশজাশ্চ রাজানো নিঃশৌর্য্যা রাজ্যহীনতঃ ॥

মর্দ্দন” বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন। মনে হয় তিনি ভৃগু বা ভার্গব গোত্রীয় ব্রাহ্মণের পরামর্শে পৈঠনে অশ্বপতিকে পরাজয় করিয়া তাঁহার বংশধরগণের ভবিষ্য রাজকীয় অধিকার লোপ করেন। অশ্বপতির বংশধরগণ রাজ্যসম্পদ হারাইয়া শাতবাহনবংশের রাজকীয় লিপিবিভাগে কর্ম্ম করিতে বাধ্য হন। তাঁহাদের বংশধরগণ দাক্ষিণাত্যে পত্তনপ্রভু নামে পরিচিত এবং একটী স্বতন্ত্র শ্রেণী বলিয়া গণ্য হইলেও অতিপূর্ব্বকাল হইতে ইঁহারা চিত্রগুপ্তবংশীয় ও চান্দ্রসেনীয় কায়স্থগণের সহিত সম্বন্ধ সূত্রে আবদ্ধ ছিলেন, তাহারও পরিচয় অন্যত্র লিখিয়াছি।

(ক্রমশঃ)

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু।

প্রলেপ।

(গল্প)

আমার বিবাহ হইয়া গেল। বয়স ২২শ বৎসর, গায়ের বর্ণ গৌর, চেহারাটীও মন্দ নয়, বি, এ পাশ করিয়াছি, পিতারও যথেষ্ট অর্থ আছে বলিয়া খ্যাতি ও অখ্যাতি দুইই আছে। এ অবস্থায় আমার বিবাহ শীঘ্র কেন না হইবে তাহার কারণ নাই। আমার শ্বশুর হইবার জন্য যখন তখন সময়ে অসময়ে বাবার নিকট কত লোক আনা গোনা করিত; বাবা কাহাকেও বড় নিরাশ করিতেন না—টাকা ও মেয়ের রূপ যাচাইয়া হাল ছাড়তেন। শেষে একদিন এক ভদ্রলোকের কন্যার সহিত তিনি সম্বন্ধ পাকা করিয়া ফেলিলেন।

ভদ্রলোকের বাড়ী ছিল উত্তর বঙ্গে, এখন বঙ্গ ছাড়িয়া তিনি উৎকলে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। সেখানকার কোন এক রাজা কি জমিদারের এষ্টেটে ১৫০৲ টাকা মাহিনার কর্ম্ম করেন। কোনও রকমে তাঁহাদের সংসার

অদ্য প্রভৃতি তেষাং বৈ লিপিকাজীবনং ভবেৎ।
পৈঠনে পত্তনে শপ্তা ময়া কোপবশাৎ কিল॥
পাঠারীয়াঃ প্রসিদ্ধাস্তে পত্তনাখ্যা ভবন্তু বঃ।
প্রভুত্তরপদং তেষাং পত্তনপ্রভবাশ্চ যে॥
ইত্যুক্ত্বা মুনিবর্য্যোঽসৌ জগাম নিজমাশ্রমম্॥” (সহ্যাদ্রিখণ্ড ২৮ অঃ।)

(৫) “কায়স্থের বর্ণনির্ণয়”, (৩য় সংস্করণ) ১১৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

চলে। একমাত্র কন্যা, যাহাতে ভাল ঘরে ভাল ছেলের হাতে পড়ে, সে জন্য তিনি মেয়েটীকে সুশিক্ষিত করিতে ত্রুটী করেন নাই। গরীবের ঘর বলিয়া মেয়েটী যে সুন্দরী নয়, তাও বলা চলে না। সারা জীবন ধরিয়া ৩।৪ হাজার টাকা যাহা সঞ্চয় করিয়াছিলেন, বাবার পায়ে উৎসর্গ করিয়া এবং আমাদের পরিতুষ্টির জন্য কিছু ‘লিখিতং’ দ্বারা সংগ্রহ করিয়া মেয়েটীর সহিত আমার বিবাহ দিয়াছিলেন।

বাবা বলিতেন, গরীবের মেয়ের সহিত ছেলের বিয়ে দিয়েছি, গরীবকে উদ্ধার করেচি, এই রকমই তো সবারই করা উচিত। অলক্ষে কোন দেবতা ইহা শুনিয়া হাসিতেন কিনা কে জানে?

এক আধ বৎসর বেশ গেল। বাবার তুষ্টির জন্য শ্বশুর মহাশয় মাঝে মাঝে সময় অসময়ে যখন তখন অর্ঘ্যের ডালি পাঠাইতেন। এই ডালি দেখিয়া বাবার মুখ গম্ভীর হইয়া উঠিত, কিন্তু এই গাম্ভীর্য্যের অন্তরালে প্রসন্নতার যে দীপ্তি আছে তিনি তা বিশেষ চেষ্টা করিয়াও লুকাইতে পারিতেন না।

গুটী পোকার মত আমার গৃহিণীর পিতা স্বয়ংকৃত ঋণজালে জড়িত হইয়া পড়িতেছিলেন, তবুও তাঁহার অর্ঘ্য উপচার আসার বিরাম ছিল না। প্রাণাধিক একমাত্র কন্যার সুখশান্তির নিমিত্ত স্নেহদুর্ব্বল পিতৃহৃদয় স্থির থাকিতে পারিত না।

কিন্তু কতদিন মানুষ কেবল পরের পূজা করিয়াই চলিতে পারে যখন তাহা তাহার সাধ্যাতীত।

পূজার ফুল ক্রমশঃই কমিতে লাগিল, বাবার মুখও ক্রমশঃ গম্ভীর হইতে লাগিল এবং আমার শ্বশুরকন্যারও সময়ে অসময়ে নানা দোষ ত্রুটী বাহির হইয়া পড়িতে লাগিল।

পরগৃহে সম্পূর্ণ অপরিচিত স্থানে একটী ক্ষুদ্র নারীহৃদয়ে মাঝে মাঝে যে বেদনা বাজিয়া উঠিত, এক অন্তর্যামী ছাড়া পৃথিবীতে দ্বিতীয় ব্যক্তি কেহ ছিল না যে সে সংবাদ জানে। মুখ ফুটিয়া সে নিজের আপনার জনের কাছেও তাহা বলিতে পারিত না। কি অসহায় অবস্থায় বাঙ্গালীর মেয়েরা পড়ে! পরের ঘরে পাঠাইতে হইবে বলিয়া ছেলা-বেলা হইতে মেয়েরা যেরূপ আদরে লালিত পালিত হয়, হঠাৎ কোন এক দৈত্যের বিষফুৎকারে নিমেষে তাহা মিলাইয়া যায়। তাহারা দেখে সমালোচনার উদ্যতখড়্গ তাহাদের মাথার উপর সততই ঝুলিতেছে; যে দেহ তাদের সৃষ্টি নয় সেই দেহের সমালোচনায়ও অপরের রসনা ক্ষান্ত থাকে না। আরও আশ্চর্য্যের বিষয় যে সেই মেয়েরাই আবার যখন গুরুজনের পদ

অধিকার করিয়া বসেন তখন তাঁহারাই নব বধূদের তীব্র সমালোচনা করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হন না। তখন তাঁহারা তাঁহাদের বিগত জীবনের সেই বিষাদ কাহিনী ভুলিয়া যান। এর অর্থ কি ?

বিবাহের পর তিন বৎসর অতিবাহিত হইয়া গেল ; এর মধ্যে মাত্র এক-বার আমার স্ত্রী আমার শ্বশুরবাড়ী গিয়েছিলেন ; তার পর আর তাঁর যাওয়া ঘটিয়া উঠে নাই, বাবার তরফ হইতে একটা না একটা আপত্তি উঠিতই।

হঠাৎ একদিন টেলিগ্রাফ আসিল আমার শাশুড়ী পীড়িতা—গুরুতর পীড়া, একবার যেন আমি ও আমার স্ত্রী যাইয়া তাঁহাকে দেখিয়া আসি, বাবা যেন এই অনুমতি দেন। কিন্তু বাবা হাসিয়া বলিলেন—'আমি এতই বোকা, এ সব কি আমি কিছু বুঝিনা ?' আমাদের যাওয়া হইল না।

তার পর পরের দিন দেখিলাম আমার দূর সম্পর্কীয় এক শ্যালক আসিয়া বাবাকে বহু কাতর অনুনয় বিনয় করিয়া আমাদের ছাড়িয়া দিবার অনুমতি চাহিলেন, কিন্তু বাবা কিছুতেই রাজী হইলেন না।

সবই অসম্ভব ঘটিয়া থাকে। হঠাৎ দেখি বাবা একদিন আমার শ্বশুর মহাশয়কে টেলিগ্রাফ করিয়া দিলেন যে তিনি তাঁর পুত্রবধূকে ছাড়িয়া দিতে রাজি, তবে পুত্রের যাওয়া হইবে না, তিনি লোক পাঠাইয়া যেন লইয়া যাইবার ব্যবস্থা করেন।

আমার সেই শ্যালকই আসিয়া আমার স্ত্রীকে লইয়া চলিয়া গেলেন। যাইবার কালে স্ত্রী 'শীগ্‌গির আসিব' বলিয়া গেলেন। এবারও বোধ হয় অলক্ষে দেবতা হাসিলেন।

আমার শাশুড়ী ভাল হইয়া গেলেন। শুনিয়া বাবা বলিলেন—'তখনই বলে ছিলাম, আমি কি ও সব বুঝি না ?'

এক মাস দু মাস করিয়া পাঁচ ছমাস কাটিয়া গেল। মা বাবাকে বলিলেন, 'এবার ঘরের বৌ ঘরে আনিতে হয়।' বাবা বলিলেন, 'থাক না আর ক'দিন, অনেক দিন পর বাপের বাড়ী গিয়েছে।'

আরও দুই এক মাস কাটিয়া গেল, মা পুনরায় বৌ আনিতে বলিলেন, কিন্তু বাবার সেই এক জবাব।

এক বৎসর কাটিয়া গেল। মা আবার ধরিলেন, এবার বাবার বৌ না আনার কারণ জানা গেল। যদি প্রচুর উপচার দিয়া তাঁহারা মেয়ে ফিরাইয়া দিয়া যান, তবেই তিনি গ্রহণ করিবেন, তাঁহারা মিথ্যা বলিয়া যখন মেয়ে লইয়া গিয়াছেন, এ মিথ্যার প্রায়শ্চিত্ত তাঁহাদিগকে করিতেই হইবে।

আমার শ্বশুরমহাশয় ইহা শুনিলেন, একমাত্র মেয়ের সুখশান্তির জন্য অর্থ্য সাজাইতে রাজি ছিলেন। কিন্তু পূর্ব্বের ঋণ ও শাশুড়ীর চিকিৎসার জন্য যে ঋণ হইয়াছিল এই দুই ঋণের পর আর কোনও ঋণ করিবার উপায় তাঁহার ছিল না। হাত পা বাঁধিয়া জলে ফেলিয়া দিলে মানুষের যে অবস্থা হয় তাঁহাদের সেই অবস্থা হইল। আমার স্ত্রীর কি অবস্থা হইয়াছিল সকলেই বুঝিতে পারেন।

কিছু দিন অতিবাহিত হইয়া গেল। আমার স্ত্রীর আর আমাদের গৃহে আসা হইল না।

* * * * * * *

আমার এক বন্ধু পুরীতে থাকিতেন, তাঁহার বিবাহ উপলক্ষে আমার নিমন্ত্রণ হইল। নিমন্ত্রণ রক্ষার্থ পুরী রওনা হইলাম।

ট্রেনে ঘুমাইয়া আছি, হঠাৎ ছট্ করিয়া পড়িয়া গেলাম। দেহে অসম্ভব আঘাত পাইলাম, তার পর আর কিছুই জানি না।

যখন ঘোর কাটিল, দেখি একটি গৃহে শুইয়া আছি, একটি নবনীতকোমল প্রেমপূর্ণ হাত আমার মাথায় কে বুলাইতেছে। ক্ষীণ দীপালোকে যা দেখিলাম তাহাতে হঠাৎ অবাক্ হইয়া গেলাম। আমার স্ত্রী কোথা হইতে আসিলেন ! একে একে মনে পড়িল ট্রেনের কথা। শুনিলাম ট্রেনে কলিসন্ হইয়াছিল। আমার শ্বশুর মহাশয় ঐ ট্রেনেই কোথায় যাইবেন বলিয়া ষ্টেশনে গিয়াছিলেন। তারপর আমার হতচেতন দেহ তুলিয়া আনিয়াছিলেন।

বাবা ইহা শুনিয়া বলিয়াছিলেন, 'আমি কি এ সব বুঝি না ?' কিন্তু তিনি কি বুঝিয়াছিলেন জানি না।

শ্রীনলিনীমোহন রায় চৌধুরী।

চুট্‌কী।

(১)

তর্কবাগীশ মহাশয় স্নানান্তে সন্ধ্যা শেষ করিয়াছেন, এমন সময় গৃহিণী বলিলেন, "ডাল উনুনে, দে'খ যেন প'ড়ে যায় না, আমি আস্‌ছি"। গৃহিণী কার্য্যান্তরে যাইবামাত্র ডাল উথলিয়া উঠিল। তর্কবাগীশ মহাশয় ব্যস্ত সমস্ত ভাবে কি করিবেন স্থির করিতে না পারিয়া পৈতা জড়াইয়া হাঁড়ির উপর দুর্গানাম

জপ করিতে আরম্ভ করিলেন। শতাধিক দুর্গানাম জপেও ডাল উথলান থামিল না, বরং পড়িয়া যাইতে লাগিল। তর্কবাগীশ মহাশয় নিতান্ত নিরুপায় হইয়া পড়িলেন। এমন সময় তাঁহার গৃহিণী আসিয়া কর্ত্তার অবস্থা দেখিয়া স্মিতমুখে একবিন্দু সর্ষপ তৈল নিক্ষেপ করিলেন, ডাল উথলান থামিয়া গেল। উহা দেখিয়া তর্কবাগীশ মহাশয় গললগ্নীকৃতবাসা হইয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন, 'দেবি! তুমি কে? আমি শতবার দুর্গানামেও যাহা করিতে পারিলাম না, তুমি আসিয়া দৃষ্টিমাত্রে সেই অসাধ্য সাধন করিলে!'

(২)

তর্কালঙ্কার মহাশয় বড় পণ্ডিত, ন্যায়শাস্ত্রে তাঁহার মত কেহই ছিল না। কিন্তু তিনি ব্যাকরণ কাব্যাদি গ্রাহ্যই করিতেন না, বাল্যকালে ব্যাকরণ পড়িয়াছিলেন কিনা মনেই নাই। একদিন গ্রামের একজন বড়লোকের বাটীতে সূতিকা-ষষ্ঠীপূজা হইবে। কর্ত্তা মহাশয় স্থির করিলেন, 'আমার বাটীর ক্রিয়াকাণ্ড যা পণ্ডিতের দ্বারাই হওয়া উচিত অতএব শ্রীযুক্ত রামকান্ত তর্কালঙ্কার মহাশয়কেই নিযুক্ত করিতে হইবে'। পণ্ডিত মহাশয়ের নিকট লোক পাঠাইলেন। তর্কালঙ্কার মহাশয়ও স্বীকার করিলেন। মহাসমারোহে পূজার আয়োজন হইয়াছে। তর্কালঙ্কার মহাশয় আসনে বসিলেন, পূজারম্ভ হইলে ক্রমশঃ অমরগণের পূজার সময়ে তন্ত্রধারক মহাশয় বলিলেন, এক্ষণে অশ্বত্থামার পূজা করুন। তর্কালঙ্কার মহাশয় গন্ধপুষ্প লইয়া "এতে গন্ধপুষ্পে অশ্বত্থামায় নমঃ" বলিলেন। তখন তন্ত্রধারক মহাশয় বলিয়া উঠিলেন, 'না না অশ্বত্থায়ে নমঃ বলুন।' তর্কালঙ্কার বলিলেন, 'আচ্ছা, আচ্ছা তাই তাই'। পরে তন্ত্রধারক মহাশয় বলিলেন, বলির পূজা করুন। তখন তর্কালঙ্কার মহাশয় "বলিয়ে নমঃ" বলিয়া গন্ধপুষ্প নিক্ষেপ করিলেন। তন্ত্রধারক মহাশয় বলিলেন, "বলয়ে নমঃ বলিতে হইবে যে"। তখন তর্কালঙ্কার মহাশয় বিরক্তভাবে "বলয়ে নমঃ" বলিয়া অগত্যা পূজা করিলেন। পরে তন্ত্রধারক মহাশয় বলিলেন, 'এবার হনুমানের পূজা করুন'। তখন তর্কালঙ্কার "এতে গন্ধপুষ্পে হনুমানয়ে নমঃ" বলিবামাত্র তন্ত্রধারক মহাশয় বলিলেন, "আঃ, হনুমতে নমঃ বলিতে হইবে"। যেমন বলা, তর্কালঙ্কার মহাশয় ক্রোধে আরক্তনেত্র হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "দেখ, তোমারমত মূর্খ আমি দেখি নাই, একটা অনুগত করিয়া বল, কখন বলচ "য়ে" কখন বলচ "য়ে" কখন বলচ "তে"! এত বড় ন্যায়শাস্ত্র খানা পঠন পাঠন করিয়া ওষ্ঠ ক্ষয় করিয়া ফেলিলাম, অনমুগত

প্রয়োগ কখনও দেখিলাম না; আর তুমি যা ইচ্ছা তাই বল্‌তেছ? পণ্ডিতের কাছে কখনও এরূপ কথা বলিও না।

(৩)

কৃষ্ণানদী তীরে কতকগুলি ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের বাস। একজন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের একটি পুত্র কয়েক বৎসর পিতার নিকট ব্যাকরণ কাব্য প্রভৃতি অধ্যয়ন করিয়া ন্যায়শাস্ত্র পড়িতে আরম্ভ করেন। বাড়ীতে ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়নের অসুবিধায় তিনি নবদ্বীপে অধ্যয়ন করিতে গমন করিলেন। সেখানে প্রায় অষ্টাদশবৎসর ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া বিদগ্ধজননীর পূজা ও তত্রত্য ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ভোজন ও গুরুদক্ষিণা দিয়া বাড়ী আসিলেন। অমুক বিদ্যাবাগীশের পুত্র নবদ্বীপ হইতে অধ্যয়ন করিয়া অগাধ বিদ্বান্ সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয় হইয়া বাড়ীতে আসিয়াছেন বলিয়া চতুর্দ্দিকে ঘোষণা হইয়াছে। কিন্তু ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের অবস্থা চিরকালই সমান। আবশ্যক হইলে তৈল লবণ প্রভৃতি স্বয়ংই আনয়ন করিয়া লইতে হয়। একদিন উক্ত বিদ্যাবাগীশ মহাশয় এক কলুর বাড়ীতে তৈলের জন্য গিয়া দেখিলেন, তৈলযন্ত্র ঘূর্ণায়মান। তখন তিনি কাষ্ঠ দণ্ড চর্ম্মখণ্ড ও বলীবর্দ্দ প্রভৃতির সাক্ষাৎ তৈলনিষ্পাদকত্ব দেখিয়া কারণ বলিয়া অবধারণ করিলেন; কিন্তু বৃষের গলায় বদ্ধ ঘণ্টাটির কোনরূপেই কারণতা নাই, উহা অন্যথা-সিদ্ধ বলিয়া স্থির করিয়া কলুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ওহে কলু! এই বৃষভের গলায় ঘণ্টাটি কি নিমিত্ত বন্ধন করিয়াছ?' তখন কলু উত্তর করিল, "মহাশয়! ও যদি দাঁড়াইয়া থাকে, তাহা হইলে ঘণ্টা বাজিবে না, আমি জানিতে পারিব যে বৃষভ চলিতেছে না, তখন আমি যাইয়া উহাকে তাড়না করিব।" এই কথা শুনিয়া তার্কিক প্রবর সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয় উত্তর করিলেন, "আচ্ছা, বাপু! যদি ও দাঁড়াইয়া ঘাড় নাড়ে তাহা হইলে তুমি কি করিবে?" কলু তখন বলিল, "মহাশয়! ও বৃষভ ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করে নাই, ও এইরূপ ফাকি কিরূপে করিবে, বর্ত্তমান শিক্ষাবিভ্রাট্ দেখিয়া আমি উহাকে ব্যাকরণের টোলেও যাইতে দিই নাই, ন্যায়শাস্ত্রের কথা দূরে থাক্; আমি উহাকে গৃহ কার্য্যেই ব্রতী করিয়াছি।"

পণ্ডিত মহাশয় বিচক্ষণ তার্কিক, পড়া শুনা না করাইয়া গৃহকার্য্যে ব্রতী করিয়া বৃষভটীকে মাটি করিয়াছে জানিয়া অসন্তুষ্ট হইলেন, কিন্তু কি করিবেন, উপায় নাই, অগত্যা তৈল লইয়া বাড়ী আসিলেন এবং সকলকে কলুর নির্ব্বুদ্ধিতার কথা বলিলেন।

(৪)

ভাদ্রমাস, ব্রতপক্ষ। তর্করত্ন মহাশয়ের স্ত্রী ব্রত করিয়াছেন। পুরোহিত মহাশয়ের আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত যজমান—কর্ম্মকার কুম্ভকার বাড়ীতেই কিছু আধিপত্য বেশী। অনেক বিলম্ব হইতেছে। ব্রাহ্মণীর বেলায় জলযোগ হইলে কষ্ট হইবে বলিয়া তর্করত্ন মহাশয় গৃহিণীর ব্রতটা স্বয়ংই করাইয়া দিতে প্রস্তুত হইলেন। তর্করত্ন একটু স্ত্রৈণ, তাই এই ব্যবস্থা। তিনি আসনে বসিয়া পত্নীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ওগো তোমার গোত্র কি?" ব্রাহ্মণী উত্তরে বলিলেন, "তোমার যে গোত্র আমারও সেই গোত্র!" তখন তর্করত্ন মস্তকে করাঘাত করিয়া কহিলেন, "হা সর্ব্বনাশ, সমানগোত্রপ্রবরাং কন্যামুদ্বাহ্যোপযম্য চ। তস্যা-মুৎপাদ্য চাণ্ডালং ব্রাহ্মণ্যাদেব হীয়তে। জাতিভ্রংশ কুলধ্বংশ ধর্ম্মনষ্ট, সর্ব্বনাশ, সর্ব্বনাশ!" তখন ব্রাহ্মণের অবস্থা দেখিয়া ব্রাহ্মণী জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার হলো কি? আর হবে কি, সমান গোত্রে বিবাহ করিয়াছি, হায় কি সর্ব্বনাশ সর্ব্বনাশ, জাতমান কুল সব গেল! ব্রাহ্মণী হাসিয়া বিদ্রূপ সহকারে বলিলেন "কি পণ্ডিতই হয়েছ! আমার বাবার গোত্র শাণ্ডিল্য, আর তুমি আমায় বিয়ে করায় তোমার গোত্রে আমি আসিয়া ভরদ্বাজ গোত্র হইয়াছি।" বিবাহ হইলে গোত্রান্তর হয় শুনিয়া তর্করত্ন মহাশয় আশ্বস্ত হইয়া প্রফুল্লান্তঃকরণে কহিলেন, "আঃ, কি বুদ্ধিমত্তা! এইরূপ বুদ্ধিমতী স্ত্রীকে বিঘোরে নষ্ট করিয়াছে, ন্যায়শাস্ত্র পড়াইলে একটা দিগ্‌বিজয়ী পণ্ডিত হইত।"

শ্রীআশুতোষ শর্ম্ম তর্কতীর্থ।

কায়স্থ-পঞ্জি।

প্রচার বিবরণ।

ফরিদপুরে। ২রা হইতে ৫ই ভাদ্র মাদারিপুর চরমুগরিয়া বন্দরে ডাক্তার শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী দত্ত এম, বি, মহাশয়ের বাসায় এবং মাদারিপুর সহরের প্রসিদ্ধ মোক্তার শ্রীযুক্ত হরিনাথ বসুবর্ম্মা, মহানন্দ দত্ত, শ্রীশচন্দ্র ঘোষ, রায়সাহেব শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস বি এল, জ্যোতীশচন্দ্র ঘোষরায়, সত্যরঞ্জন বিশ্বাস বি এল, গোষ্ঠবিহারী দাস বি এল, প্রভৃতি মহাশয়দিগের বাসায় অন্যান্য সজাতিবর্গের উপস্থিতিতে কায়স্থ জাতির বর্ণধর্ম্ম এবং বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যথাসাধ্য আলোচনা করিয়াছি।

মাদারিপুর সবডিভিসনের অন্তর্গত ঘটমাঝি গ্রামে বহু কায়স্থের বাস। তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকে বহুদিন হয় উপবীত গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু বর্ত্তমানে তাঁহাদের অবস্থা অতি শোচনীয়। নানা উৎপাতে এতদঞ্চলের কার্য্য অনেকটা পিছাইয়া পড়িয়াছে এবং বিদ্বেষিগণ কর্ত্তৃক নানা প্রকার বিদ্রূপবাণ কায়স্থসমাজের উন্নতিকামী নেতৃগণের ও সভার উপর বর্ষিত হইতেছে। ঐ স্থানের কর্ম্মীকায়স্থ শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত দাস মহাশয়ের বিশেষ চেষ্টায় ৭ই ভাদ্র ঘটমাঝি শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের বাটীতে একটী সভা আহ্বান করি। উক্ত পরামর্শ-সভায় স্থানীয় অবস্থান্বিত শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র ঘোষ, উমেশচন্দ্র ঘোষ, ঈশানচন্দ্র মিত্র, রাজেশ্বর মিত্র, প্রসন্নকুমার নাগ প্রভৃতি অনেক প্রাচীন কায়স্থ উপস্থিত ছিলেন। আমি তাঁহাদিগকে ঐ দেশের কার্য্য দ্বারা কায়স্থ-সমাজের অগৌরবের ও অবনতির বিষয় বিশদ ভাবে বুঝাইবার পর নিশিকান্ত বাবু ওজস্বিনী ভাষায় সময়োচিত একটী বক্তৃতা প্রদান করিয়া দেশের কলঙ্কমোচন করিবার জন্য সকলকে উদ্বোধিত করেন। অনেক বাদানুবাদের পর সর্ব্বসম্মতি-ক্রমে স্থির হইল আগামী শারদীয়া পূজার বন্ধে ইহাঁরা সকলেই উপবীত গ্রহণ করিবেন; তবে সেই সময় সভা হইতে প্রচারক ও উপযুক্ত পুরোহিত পাইতে ইচ্ছা করেন, শাখাসভা স্থাপন বিষয়ে ইঁহারা উদ্যোগী রহিলেন, অপর একটী সভা করিয়া তাহা সংস্থাপন করতঃ তদ্বিবরণ সভায় পাঠাইবেন।

৮ই ভাদ্র ফরিদপুর জেলান্তর্গত দক্ষিণবিক্রমপুরাঞ্চলের ও ইদীলপুরের চৌকী চিকন্দীতে উপস্থিত হই। তথায় কার্য্য ব্যপদেশে ইদীলপুর ও বিক্রম

পুরের নানা স্থানের অনেক ব্রাহ্মণ এবং কায়স্থ বাস করেন। উক্ত স্থানের অনতি-দূরেই রাজা রাজবল্লভের রাজধানী রাজনগর অবস্থিত ছিল। দুঃখের বিষয় এই স্থানের কায়স্থগণের অধিকাংশই কায়স্থসভার উদ্দেশ্য কিছুমাত্র অবগত নহেন। আমি তথায় পৌছিয়া সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া প্রথমতঃ হতাশ হইয়াছিলাম, কিন্তু কয়েক দিবস প্রাণপণ চেষ্টায় আশাতিরিক্ত ফল লাভ করিয়াছি। তত্রত্য প্রথম মুন্‌সেফ শ্রীযুক্ত অমূল্যকুমার গুহ বি এল, প্রধান উকীল শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকুমার বসু, ঈশ্বরচন্দ্র দেব, দুর্গামোহন গুহ বি এল, নগেন্দ্রকুমার দত্ত, মতিলাল ঘোষরায়, উপেন্দ্রনাথ ঘোষ, ভবতোষ বসু বি এল এবং পূজনীয় শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি উকীল মহাশয়দিগের বাসায় বাসায় ঘুরিয়া বঙ্গদেশীয় কায়স্থসভার উদ্দেশ্য প্রচার করত কায়স্থজাতিতত্ত্ব ও বর্ণধর্ম্ম সম্বন্ধে বিশদ ভাবে বুঝাইয়া সকলকে উৎসাহিত করিয়া তাঁহাদিগের নিকট বিশেষরূপ সহানুভূতি প্রাপ্ত হইয়াছি।

১০ই ভাদ্র চিকন্দীর ৺ কালী বাড়ীর বৃহৎ নাটমন্দিরে একটী মহতী কায়স্থ সভার অধিবেশন হয়। কতিপয় সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ এবং গণ্যমান্য বহু কায়স্থ এই সভায় যোগদান করেন। স্থানীয় লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকীল উদারচেতা শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ চক্রবর্ত্তি মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভার প্রারম্ভে দুইটী কায়স্থ বালক জাতীয় উদ্বোধনসূচক কবিতা পাঠ করেন। তৎপর আমি বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার উদ্দেশ্য এবং উপনয়নের আবশ্যকতা ইত্যাদি সম্বন্ধে বক্তৃতা ও আলোচনা করিয়া কায়স্থ সমাজের মঙ্গলকামী মনস্বী সভাপতিমহাশয় সুললিত ভাষায় কায়স্থের উপনয়নের আবশ্যকতা এবং ক্ষত্রোচিত সংস্কার সম্বন্ধে অনুকূল মত প্রকাশ করেন। শ্রীযুক্ত দুর্গামোহন গুহ বি এল উকিল মহাশয় সময়োচিত একটী নাতি দীর্ঘ বক্তৃতা করেন। সর্ব্বসম্মতিক্রমে উপনয়ন গ্রহণ করা স্থির হয়। চিকন্দীতে বঙ্গদেশীয় কায়স্থমহাসভার একটী শাখাসভা সংস্থাপনের আবশ্যকতা উপলব্ধি করেন। গত ১৩ই ভাদ্র উকীল শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকুমার বসু মহাশয়ের বাসাবাটীতে একটী সভা হইয়া সর্ব্বসম্মতিক্রমে "চিকন্দী আঞ্চলিক কায়স্থসভা" প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। নিম্নলিখিত মহোদয়গণ উক্ত সমিতির সভাপতি, সহকারী সভাপতি, সম্পাদক, কোষাধ্যক্ষ ও সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হইয়াছেন :—শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকুমার বসু সভাপতি, শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র ঘোষ দস্তিদার, সহঃ সভাপতি, শ্রীযুক্ত ভবতোষ বসু বি এল, সম্পাদক এবং শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রকুমার দত্ত সহকারী সম্পাদক মনোনীত হইয়াছেন।

তদ্ব্যতীত শ্রীযুক্ত অমূল্যকুমার গুহ বি এল (মুন্সেফ) ঈশ্বরচন্দ্র দেব, দুর্গা-মোহন গুহ বি এল, অক্ষয়কুমার দাস বি এল, মতিলাল ঘোষ রায়, ভবেশচন্দ্র ঘোষ বি এ, হেড্ মাষ্টার প্রমুখ ২৫ জন কায়স্থ কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সভ্য মনোনীত হইয়াছেন।

শ্রীমাখনলাল ধরবর্ম্মা
প্রচারক।

জামালপুরে কায়স্থ-সভা

বিগত ৫ই আশ্বিন মঙ্গলবার অত্রত্য রিডিংক্লাব গৃহে কায়স্থসভার সভ্য শ্রীযুক্ত অগ্নীশ্বর রায় এবং উকীল শ্রীযুক্ত অশ্বিনীমোহন ঘোষ মহাশয়দের উদ্যোগে একটী কায়স্থসভা আহূত হইয়াছিল। সহরের গণ্যমান্য প্রায় ৫০ জন সভায় যোগদান করেন। স্থানীয় মোক্তার বাবু রমণীমোহন ঘোষ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। তিনি সংক্ষেপে কায়স্থসভার উদ্দেশ্য বর্ণনা করিয়া কলিকাতার বঙ্গদেশীয় কায়স্থসভার অবৈতনিক প্রচারক শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়কে বক্তৃতা করিবার জন্য অনুরোধ করেন। প্রচারক মহাশয় প্রায় ২ ঘণ্টা কাল যুক্তিতর্কের দ্বারা কায়স্থসভার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা করিয়াছিলেন। তৎপর মোক্তার বাবু বসন্তকুমার বসু মহাশয় ওজস্বিনীভাষায় উপনয়নের আবশ্যকতা সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা করেন এবং প্রকাশ করেন যে যদি এখানে ৫ জন কায়স্থও উপবীত গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হন তাহা হইলে তিনি সর্ব্বাগ্রেই উপবীত গ্রহণ করিবেন। অগ্নীশ্বর বাবু তাহাতে বলেন, "আমিও প্রস্তুত আছি।" অতঃপর সভা স্থির করিলেন যে যজ্ঞোপবীত গ্রহণ অতি আবশ্যক এবং তাহা করিতেই হইবে। প্রচারক মহাশয় পুনরায় এখানে মহরমের ছুটীর পর আসিলে একটী মহতী সভা আহূত হইবে স্থির হইল। অনেকে কায়স্থসভার সভ্যশ্রেণীভুক্ত হইতে সম্মত হইয়াছেন ইতি।

শ্রীললনামোহন ঘোষ।

মুরশিদাবাদে প্রচার।

আমি আশ্বিনের প্রথমে মুরশিদাবাদ জিয়াগঞ্জ হইতে বহির্গত হইয়া নানা স্থানে প্রচার করিয়া পোপাড়া যাই। এখানে কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সভ্য শ্রীযুক্ত

প্যারীমোহন ঘোষবর্ম্মা মহাশয় এবং সজাতিবৎসল আরও অনেক মহাত্মা আমার প্রচারকার্য্যে বিশেষ সহায়তা করেন। তৎপর ৭ই আশ্বিন বোথারা গ্রামে এবং ৯ই আশ্বিন খৈরাটী গ্রামের ৺ঠাকুর বাড়ীতে সভা হয়। তত্রত্য কায়স্থ মহাশয়গণ সত্বর উপবীত গ্রহণ করিবেন স্থির হইয়াছে। তথা হইতে তাতিবিরল ও রঘুনাথগঞ্জ হইয়া ১১ই আশ্বিন জ্যোতকমল উপস্থিত হই। ১২ই আশ্বিন স্বধর্ম্মনিষ্ঠ পরম ভাগবত শ্রীযুক্ত রসরাজ দত্ত মহাশয়ের বাড়ীতে সভা হয়। বিশেষ আলোচনান্তে স্থানীয় মহোদয়গণ মত প্রকাশ করিয়াছেন যে পৌরোহিত্য কার্য্যের জন্য ব্রাহ্মণ পাইলেই তাঁহারা উপবীত গ্রহণ করিবেন। এখানকার অনেকেই কান্দী রাজবংশের এবং সভাপতি কুমার মণীন্দ্রচন্দ্র সিংহ বাহাদুরের মুখাপেক্ষী। তাঁহারা বলেন কুমার বাহাদুর আমাদের সমাজপতি, তিনি যজ্ঞোপবীতগ্রহণ করিলে সমগ্র উত্তররাঢ়ীয় সমাজ অচিরকাল মধ্যে সংস্কার গ্রহণ করিবেন। ১২ই ও ১৩ই আশ্বিন ঘোড়শালা গ্রামে ৺মুরারিমোহন রায় মহাশয়ের বাটীতে সভা হয়। স্থানীয় কায়স্থ মহোদয়গণ ৺পূজার পরবর্ত্তী ত্রয়োদশী দিবসে উপবীত গ্রহণ করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করিয়াছেন। ১৪ই ও ১৫ই আশ্বিন নিমতিতার সজাতিবৎসল জমিদার শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনারায়ণ বর্ম্ম চৌধুরী মহাশয়ের বাটীতে সভা হয়। প্রথম দিন তিনি স্বয়ং এবং দ্বিতীয় দিন তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র বংশীয় শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রকৃষ্ণ গোস্বামী বিদ্যাবিনোদ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। পার্শ্ববর্ত্তী বহু গ্রামের কায়স্থ উপস্থিত ছিলেন। সকলেই অচিরকাল মধ্যে উপবীত গ্রহণ করিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন। ১৭ই আশ্বিন জগতাই গ্রামে জমিদার শ্রীযুক্ত প্রফুল্লনাথ চৌধুরী মহাশয়ের আলয়ে এক মহতী সভা হয়। বহু ব্রাহ্মণ কায়স্থ ও মহিলাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনারায়ণ বর্ম্ম চৌধুরী মহাশয় সভাপতি হইয়াছিলেন। আমাকে প্রায় ৪ ঘণ্টা কাল বক্তৃতা করিতে হইয়াছিল। পূজার পরে প্রথম সুযোগে সকলে উপবীত গ্রহণ করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছেন। ১৯শে আশ্বিন কাঞ্চনতলা জমিদার মহাশয়দিগের বৈঠকখানায় এক বৃহৎ সভা হয়। বঙ্গজশ্রেণীর বহু কায়স্থ এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ বসু রায় জমিদার মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভাপতি মহাশয় এবং উপস্থিত অধিকাংশ কায়স্থ ৺পূজাবকাশ মধ্যে দিন স্থির করিয়া উপবীত গ্রহণ করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন।

শ্রীমাখনলাল বর্ম্মা
প্রচারক।

কিশোরগঞ্জে কায়স্থ-সভা

বিগত ১২ই আশ্বিন মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৬ ঘটিকার সময় কিশোরগঞ্জ গবর্ণমেণ্ট সাহায্যকৃত উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় গৃহে কিশোরগঞ্জবাসী কায়স্থগণের এক অধিবেশন হয়। উক্ত অধিবেশনে রাজা বিজয়চাঁদ দুধুরিয়া মহাশয়ের ময়মনসিংহের ম্যানেজরি শ্রীযুক্ত মণিরাম রেখাউত মহাশয় ও স্থানীয় এসিষ্ট্যাণ্ট সার্জ্জন শ্রীযুক্ত ধীরাজমোহন সেন ও বিলাত-প্রত্যাগত ডাক্তার শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ও উকীল শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য্য বি, এল মহাশয়গণ ও স্থানীয় গণ্যমান্য প্রায় একশত কায়স্থ উপস্থিত ছিলেন। স্থানীয় সবডিভিসনেল অফিসার শ্রীযুক্ত সুরেশ চন্দ্র বসু রায় বাহাদুর মহাশয় সর্ব্বসম্মতিক্রমে উক্ত সভার সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। কলিকাতার বঙ্গদেশীয় কায়স্থসভার প্রচারক শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় ঐ সভায় কায়স্থজাতির ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিপাদন জন্য নানা শাস্ত্র হইতে শ্লোকাদি উদ্ধৃত করিয়া সুললিত ভাষায় এক বক্তৃতা করেন এবং কায়স্থদিগের যজ্ঞোপবীত গ্রহণের আবশ্যকতা বুঝাইয়া দেন। তাঁহার বক্তৃতা অন্তে কায়স্থগণ মধ্যে যজ্ঞোপবীত গ্রহণের উৎসাহ দেখা গেল এবং সভাস্থলে ২০ জন গণ্যমান্য কায়স্থ কলিকাতাস্থিত বঙ্গদেশীয় কায়স্থসভার সভ্য হইতে সম্মত হইয়াছেন।

ইতিপূর্ব্বে শ্রীশ বাবু জামালপুরে ও তথা হইতে তিনি শেরপুরে প্রচার কার্য্যে গিয়াছিলেন।

শ্রীপ্রাণনাথ রায়।

আঠার-বাড়ীতে কায়স্থ-সভা

গত ১৬ই আশ্বিন শনিবার আঠার-বাড়ী জমিদার ভবনে কায়স্থ জাতির একটি সভা হইয়াছিল। বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সভ্য জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু প্রমোদচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয় সর্ব্বসম্মতিক্রমে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। প্রচারক শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র মজুমদার বিদ্যারত্ন মহাশয় কায়স্থ জাতির ক্ষত্রিয়ত্ব ও কর্ত্তব্য সম্বন্ধে একটি সুদীর্ঘ যুক্তিপূর্ণ বক্তৃতা করেন। তৎপর কনোজীয় ব্রাহ্মণ শ্রীযুক্ত ভবানীসেবক শুকুল মহাশয় একটী বক্তৃতা দ্বারা সভ্যগণকে বুঝাইয়া দেন যে কায়স্থ জাতি যে ক্ষত্রিয় তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

সভ্যগণ উপনয়নের আবশ্যকতা বিশেষ ভাবে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন। চারি

শ্রেণীর মিলন সম্বন্ধে জমিদার বাবুই এই দেশের আদর্শ স্থল, যে হেতু তিনি বঙ্গজ হইয়াও দক্ষিণরাঢ়ীয় সমাজে বিবাহ করিয়াছেন। স্থানীয় অনেক কায়স্থ কায়স্থসভার সভ্য ও কায়স্থপত্রিকার গ্রাহক হইয়াছেন।

শ্রীঅভয়চন্দ্র ঘোষ।

নেত্রকোণায় কায়স্থ-সভা

বিগত ১৯শে আশ্বিন, মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৭ ঘটিকার সময় নেত্রকোণা উকীল লাইব্রেরীতে, স্থানীয় কায়স্থ ভদ্রমণ্ডলীর উৎসাহে বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভার প্রচারক শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র মজুমদার বিদ্যারত্ন মহাশয়ের উপস্থিতি উপলক্ষে একটী কায়স্থসভার অধিবেশন হয়। সভার সভাপতি হইয়াছিলেন অত্রত্য সর্ব্বজনশ্রদ্ধেয় মুন্সেফ শ্রীযুক্ত বাবু মন্মথকুমার রায় বি, এল মহাশয়। তিনি চন্দ্রদ্বীপসমাজের নরোত্তমপুরের রায়বংশসম্ভূত শ্রেষ্ঠ কুলীন।

প্রচারক মহাশয় সুললিত ভাষায় প্রায় দেড় ঘণ্টা কাল বক্তৃতা করিয়া কায়স্থ জাতি যে ক্ষত্রিয় বর্ণান্তর্গত এবং কায়স্থদিগের যে উপনয়ন হওয়া অত্যাবশ্যক তাহা বুঝাইয়া দেন। তাঁহার বক্তৃতা সকলে মন্ত্রমুগ্ধবৎ শ্রবণ করেন এবং কর্ত্তব্য বিষয়ে সকলেই প্রবুদ্ধ হন। তখনই অনেকে কায়স্থসভার সভ্য হন এবং এই স্থানে একটী শাখা সভা গঠিত করিয়া কায়স্থ সমাজের ক্রমোন্নতি ও একতাবন্ধন বিষয়ে চেষ্টা ও শ্রম করিতে স্বীকৃত হন।

সভাপতি শ্রীযুক্ত মন্মথকুমার রায় মহাশয়ের বক্তৃতার মর্ম্ম ও তাঁহার রচিত কবিতাটী নিম্নে দেওয়া হইল —

"কায়স্থজাতি যে ক্ষত্রিয়বর্ণান্তর্গত তদ্বিষয়ে এক্ষণে আর কেহ সন্দেহ করিতে পারেন না। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যার্ণব মহাশয় তাঁহার লিখিত "কায়স্থের বর্ণনির্ণয়" পুস্তকে এ বিষয়ে যথেষ্ট জ্ঞান ও গবেষণার সহিত আলোচনা করিয়াছেন। তদ্ব্যতীত এ বিষয়ে আরও বহু সারগর্ভ প্রবন্ধ ও পুস্তক লিখিত হইয়াছে। শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেই জানেন যে কায়স্থ মৃত্যুপতি যমরাজের গুপ্ত চিত্রগুপ্ত দেবের সন্তান। ইহা অস্বীকার করিলে হিন্দুশাস্ত্র অগ্রাহ্য করিতে হয় এবং ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়াদির উৎপত্তি সম্বন্ধে যে ইতি-কথা আছে তাহাও নিক্ষেপ করিতে হয়। যদি শাস্ত্রের উপর নির্ভর করিয়া ইহা বিশ্বাস করিতে হয় যে সেই অনাদি পুরুষ সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা হইতে সর্ব্বজাতির জন্ম

তাঁহার মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে ক্ষত্রিয়, উরু হইতে বৈশ্য এবং পদ হইতে শূদ্র উৎপন্ন হইয়াছে, তবে সেই শাস্ত্রের উপর নির্ভর করিয়াই বিশ্বাস করিতে হইবে যে কায়স্থদিগের আদিপুরুষ চিত্রগুপ্ত ও ব্রহ্মার কায় হইতে উৎপন্ন হইয়াছিলেন, এই জন্যই চিত্রগুপ্ত ও তাঁহার সন্তানগণ কায়স্থ। তাহাই যদি হয় তবে দেখা যাইতেছে কায়স্থজাতি একটি বিশুদ্ধ বর্ণ। কায় ও বাহু উরু পদ হইতে উচ্চে অবস্থিত। এই জন্য কায়স্থকে পৃথক্ ৫ম বর্ণ না বলিয়া ক্ষত্রিয় বর্ণান্তর্গত বলা হইয়াছে। 'কায়' হইতে যাহারা উৎপন্ন তাহারা নিশ্চয়ই উরু পদ হইতে যাহারা উৎপন্ন, তাহাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। বস্তুতঃ পক্ষেও দেখা যায় কায়স্থ, বৈশ্য ও শূদ্রাদির বহু উচ্চে এবং তাহারা সর্ব্বকালে সর্ব্বস্থানে ব্রাহ্মণের পরের স্থান সমাজে অধিকার করিয়া আসিয়াছে। তাহারা চিরদিন হিন্দু সমাজের একটি শ্রেষ্ঠ অঙ্গ এবং সর্ব্বত্র বিদ্যাবুদ্ধি ও চরিত্রবলে উচ্চপদমর্য্যাদা লাভ করিয়াছেন।

ইহা অতি আশ্চর্য্যের বিষয় যে কেহ কেহ কায়স্থদিগকে শূদ্র আখ্যা দিতে চান ইহা যে তাহারা বিদ্বেষ বশে করিতে চান, তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। যাহারা প্রকৃত কায়স্থ তাহারা কোন দিন শূদ্রের ন্যায় নীচ কর্ম্ম করেন নাই। যদি হিন্দুর শাস্ত্র মানিতে হয়, যদি হিন্দুর পুরাণ কাব্য ও স্মৃতিনিবন্ধ হইতে সংগৃহীত জাতীয় ইতিহাস মানিতে হয়, যদি তাম্রফলক শিলালেখ প্রভৃতির অভ্রান্ত ঐতিহাসিক প্রমাণ স্বীকার্য্য, তাহা অস্বীকার করা যাইবে না যে কায়স্থেরা চিরকাল রাজার সভায় গৌরবের আসন অধিকার করিয়াছে। রাজার মন্ত্রী, লেখক, অর্থসচিব, সভার সচিব, সভাসদ স্বরূপ উচ্চ অঙ্গের কর্ম্ম করিয়া আসিয়াছেন। অধুনা দেখা যায় কায়স্থজাতি কোন কোন জাতি অপেক্ষা কর্ম্মে ধর্ম্মে অনুষ্ঠানে ও পদমর্য্যাদায় নিকৃষ্ট ও নিম্ন নহে।

আমাদের বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণের পরেই কায়স্থ ও বৈদ্য জাতির স্থান। পশ্চিম ভারতে কায়স্থ জাতি এখনও ক্ষত্রিয়জাতির গৌরব ও সম্মান পায়।

কালের প্রবাহে ও স্থান পরিবর্ত্তনের ফলে আমাদের অনেক অবনতি হইয়াছে। আমরা আমাদের উচ্চ কুলগত গুণচরিত্রাদি অনেক পরিমাণে হারাইয়া সমাজের চক্ষে ছোট হইয়া পড়িয়াছি বিশেষ আমাদের বঙ্গদেশীয় কায়স্থদিগের মধ্যে উচ্চবর্ণানুযায়ী বিশেষ বিশেষ ক্রিয়াকর্ম্ম ধর্ম্ম অনুষ্ঠানগুলি এক রকম লোপ পাওয়ায় স্থানীয় অনেক লোক বিশেষ কোন তারতম্য দেখিতে না পাইয়া আপনাদিগকে কায়স্থ বলিয়া অভিহিত করিতেছে এবং আমরাও অনেক স্থলে অর্থের লোভে

আমাদের জাতীয় গৌরব বিস্মৃত হইয়া তাহা স্বীকার করিয়া লইতেছি। ইহাতে আমাদের আভিজাত্য গৌরব ও শ্রেষ্ঠতা ম্লান হইয়া পড়িতেছে।

জাতীয় বিশেষত্ব আচার ব্যবহার ও নিত্য অনুষ্ঠান দ্বারা রক্ষিত হয়। ব্রাহ্মণেরা তাঁহাদের উচ্চ বর্ণানুযায়ী জপ, তপ, উপাসনা প্রভৃতি অনুষ্ঠান করিয়া, যজ্ঞোপবীত ধারণ করিয়া আপনাদের শ্রেষ্ঠত্ব অলঙ্ঘিত রাখিয়াছেন। আমরা আমাদের জাতিগত ও কুলসম্মত ধর্ম্ম এবং কর্ম্মমূলক বিশেষত্ব রক্ষা করি নাই বলিয়া আজ আমাদের এই দুর্দ্দশা। তবে ইহা অতি সুখের বিষয় যে আমরা আমাদের অধঃপতন লক্ষ্য করিতেছি। হাঁ, যদি আমরা শুদ্ধ ক্ষত্রিয় বর্ণান্তর্গত কায়স্থজাতি বলিয়া পরিচিত হইতে চাই, এবং স্বকীয় উচ্চ বর্ণোচিত উচ্চ স্থান সমাজে রক্ষা করিতে চাই, তবে আমাকে সেই জাতির শাস্ত্রোক্ত উচ্চ কর্ম্মাবলী অনুষ্ঠান করিতে হইবে। কেবল আমরা ক্ষত্রিয়, আমরা উচ্চবর্ণ, প্রভৃতি কণ্ঠের জোরে বলিলে চলিবে না। ক্রিয়া কর্ম্মের দ্বারা, উচ্চ, উদার, নির্ম্মল জীবনের দ্বারা আমাদের সেই শ্রেষ্ঠতা ও উচ্চতা প্রতীয়মান করিতে হইবে। ভ্রাতৃগণ!

আসুন, বঙ্গীয় চিত্রগুপ্ত সন্তানগণ, আসুন আমরা
উচ্চ কর্ম্মে উচ্চধর্ম্মে উচ্চ অনুষ্ঠানে
জীবন উন্নত করি সমাজসোপানে।
স্মরণ করিয়া পূর্ব্ব সম্মান বিভবে
উচ্চস্তরে আরোহণ করিয়া গৌরবে।
আমাদের উচ্চবর্ণ, উচ্চ কর্ম্ম জ্ঞান
মানব সমক্ষে করি প্রত্যক্ষ প্রমাণ।
আসুন সকলে মিলি বদ্ধ জাতিসূত্রে,
আচরি ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম জীব কর্ম্ম ক্ষেত্রে।
উত্তম আচার সাধ ক্ষত্রিয় উচিত
উত্তম জীবন ধারা করিয়া বাহিত।
দ্বেষ ঈর্ষা মিথ্যা নিন্দা, অসত্য আচার
কলঙ্ক বিধৌত করি গৌরবে প্রচার।
ক্ষত্রিয় ক্ষত্রিয় মোরা ক্ষত্রিয় সমান
আমাদেব ধর্ম্ম কর্ম্ম, বিদ্যাবুদ্ধি জ্ঞান।
কোকিলের কণ্ঠে যবে উঠে কুহুতান
কে পারে কহিতে তারে রাসভসমান।

জ্ঞান গুণে কর্ম্মে হয় কুল পরিচয়
সুবর্ণের বিশুদ্ধতা কষ্টিতে নির্ণয়।
অতীত গৌরবকথা করিয়া স্মরণ
উন্নত জীবন যাপি ক্ষত্রিয় যেমন।
আসুন সমাজে লই আমাদের স্থান
ক্ষত্রতুল্য যশঃ পদ মর্য্যাদাসম্মান ॥

পত্রপ্রেরক—শ্রীতারকচন্দ্র বর্ম্মা।

উপনয়ন।

গত ৩রা আশ্বিন রবিবার বিক্রমপুর হাসারা নিবাসী ৺ শ্রীশচন্দ্র গুহ মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান সুধরচন্দ্র গুহ বর্ম্মা এবং শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র গুহ মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান্ সুবোধচন্দ্র গুহ বর্ম্মার উপনয়ন যথারীতি সম্পন্ন হইয়াছে। বসাইল নিবাসী প্রসিদ্ধ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মদনমোহন বিদ্যানিধি তন্ত্রধার এবং শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছেন।

ত্রয়োদশাহে শ্রাদ্ধ।

বনওয়ারীনগর, পাবনা। পাবনার প্রাতঃস্মরণীয় ভূম্যধিকারী বারেন্দ্র-কায়স্থকুলভূষণ রাজর্ষি বনমালী রায় বাহাদুরের সাধ্বী সহধর্ম্মিণী রাণী সরোজবাসিনী দেবী গত ১৩ই ভাদ্র সাধনোচিত ধামে গমন করায় তাঁহার আদ্যকৃত্য বিগত ২৫শে ভাদ্র সুযোগ্য পুত্রদ্বয় রায় ক্ষিতীশভূষণ রায়বর্ম্মা বাহাদুর ও কুমার রাধিকাভূষণ রায়বর্ম্মা বাহাদুর কর্ত্তৃক বনওয়ারীনগর রাজবাটীতে মহাসমারোহে ক্ষত্রিয়াচারে সুসম্পন্ন হইয়াছে। দৈব দুর্য্যোগ ও সমধিক প্রতিকূল অবস্থা সত্ত্বেও বঙ্গের ভিন্ন ভিন্ন জেলা হইতে ও পাবনার অধিকাংশ গ্রাম হইতে অন্যূন পাঁচশত ব্রাহ্মণ আগমন করেন। এতদ্দেশে এইরূপ বিরাট সমারোহের সহিত ক্ষত্রিয়াচারে শ্রাদ্ধ এই প্রথম এবং রায় ক্ষিতীশভূষণ রায় বাহাদুর ও কুমার রাধিকাভূষণ রায় বাহাদুর স্বীয় রাজধানীতে এই অনুষ্ঠান যোগ্যতার সহিত সুসম্পন্ন করিয়া কায়স্থসমাজের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। পণ্ডিতবর্গ বহুস্থান হইতে শুভাগমন করিয়া শ্রাদ্ধসভা অলঙ্কৃত করেন ও ক্রিয়াতে ব্রহ্মভোজ্য ও বিদায়ের সুব্যবস্থায় পরম পরিতোষ লাভ করেন। স্বজাতি কায়স্থ ও আত্মীয় কুটুম্বের সংখ্যা অত্যধিক হইয়াছিল। জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে স্থানীয় প্রজামণ্ডলীর ভূরি ভোজনের ব্যবস্থা করা হয়। এতদ্ব্যতীত অন্যূন ৫০০০ পাঁচ

হাজার কাঙ্গালী ভোজন ও বিদায় হয়। সর্ব্ব সমেত প্রায় দশ সহস্র লোকের সমাগম হইয়াছিল। সকলকেই তৃপ্তির সহিত ভোজন করান হইয়াছিল ও যথাযোগ্য বিদায় বস্ত্রাদি পাথেয় দানে সম্মানিত করা হ'য়াছিল।

কাণপুর। কাণপুর-প্রবাসী শ্রীযুক্ত পার্ব্বতীচরণ ঘোষবর্ম্মামহাশয় গত ২৪শে শ্রাবণ জ্যেষ্ঠ পুত্রের অন্ত্য শ্রাদ্ধ ত্রয়োদশাহে সম্পন্ন করিয়াছেন। বৃদ্ধ পার্ব্বতী বাবু ক্রমে পাঁচ পুত্র ও সহধর্ম্মিণীর শ্রাদ্ধ ত্রয়োদশাহে সম্পন্ন করাইলেন। এই নিদারুণ শোকে আমরা তাঁহাকে আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করি। ভগবান্ তাঁহাকে শোকবেগ বহনের শক্তি দান করুন।

রায়কালী, বগুড়া। গত ২৬শে ভাদ্র শ্রীযুক্ত আনন্দলাল চৌধুরী দেববর্ম্মা জমিদার মহাশয়ের আদ্য শ্রাদ্ধ কলিকাতায় ও রায়কালী শিবভবনে সমারোহে সহিত ত্রয়োদশাহে সম্পন্ন হইয়াছে। তাঁহার পুত্র শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী দেববর্ম্মা অতীব সজাতিবৎসল এবং সমাজসংস্কারে সতত যত্নবান্।

—*—

"কায়স্থ-সভার অনিষ্ট চেষ্টা।"

মান্যবর বঙ্গদেশীয় কায়স্থসভার সম্পাদকমহাশয়

সমীপেষু

সবিনয় নিবেদন,

"কায়স্থ-পত্রিকার ১৩২৭ সালের শ্রাবণ সংখ্যায় ১১১ পৃষ্ঠায় "কায়স্থ-সভার অনিষ্ট চেষ্টা" নামক এক পত্র পড়িয়া আশ্চর্য্য হইলাম। উক্ত পত্রে অনেকগুলি ভ্রম থাকায় কর্ত্তব্যবোধে এই পত্র লিখিলাম, আশা করি আপনাদের পত্রিকায় অতি শীঘ্র প্রকাশ করিবেন। প্রথমতঃ "বঙ্গীয় কায়স্থ সমাজ," "বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভার বিরোধী—প্রতিযোগী ও প্রতিদ্বন্দ্বী সভা" নূতন সভার পক্ষ হইতে বলা হইয়াছিল বলিয়া উক্ত পত্রে প্রকাশ। ইহা শুধু ভুল নয়, ইহা মিথ্যা। কেহই তাহা বলেন নাই, বরং উপর্য্যুপরি বলা হইয়াছিল যে বিরোধী সভা নয়। আর তাহা কি করিয়া হইতে পারে? উভয় সভার মূল উদ্দেশ্য গুলি একই, কিন্তু নূতন সভার কার্য্যক্ষেত্র কিছু অধিক বিস্তৃত এবং উদ্দেশ্যগুলি কার্য্যে পরিণত করার জন্য কতকগুলি নূতন পন্থা অনুসরণের প্রস্তাব আছে। আমি বা আমার জ্ঞাতসারে নূতন সভার কেহ অন্য সভার কোনরূপে ক্ষতি করিবার চেষ্টা করি নাই এবং করিবার কোন কারণ দেখি না। এই বিষয়

কায়স্থ জাতির মধ্যে কি দুইটি কায়স্থ-সভা এতই আশ্চর্য্য কথা? দ্বিতীয়তঃ, উক্ত পত্রে প্রস্তাব করা হইয়াছে যে নূতন সভার নাম "বঙ্গীয় আনুষ্ঠানিক কায়স্থ-সমাজ" রাখা হউক। তাহা ত' হইতেই পারে না। উপনয়ন ভিন্ন নূতন সভার অন্য বহু উদ্দেশ্য আছে।

তৃতীয়তঃ, পত্রে প্রকাশ যে আমি ৩১শে জুলাই "বঙ্গীয় কায়স্থ সমাজ" নামে সভা আহ্বান করিয়াছিলাম, বঙ্গদেশীয় কায়স্থসভার অল্প কয়েকজন সভ্যকে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছিল, সভায় অতি অল্প লোকই উপস্থিত হইয়াছিল এবং কেদার বাবু, গিরীশবাবু ও সরলবাবু চলিয়া আসিলে পর অনধিক ৩০ জন সভাস্থলে থাকেন।" এ সংবাদ সমস্তই ভুল। আমি ভিন্ন অন্য অনেক গণ্যমান্য লোক সভা আহ্বান করেন। এই উপলক্ষে আর এক কথা। পত্রলেখক ইঙ্গিতে আহ্বানকারীদের মধ্যে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসুর উপর শ্লেষ প্রকাশ করিয়াছেন এবং বলিতেছেন যে লোকে যাহাতে ভ্রমে পতিত হন তাই নগেন্দ্রনাথ বসুর নাম দেওয়া হইয়াছে। তাহা যদি হইত নামের শেষে বর্ম্মা বা প্রাচ্যবিদ্যা-মহার্ণব দেওয়া হইত। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু কলিকাতা হাইকোর্টের ব্যারিষ্টার, এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের এম্ এ এবং সুবর্ণপদক পাইয়াছিলেন। অধিকন্তু তিনিও রয়েল এসিয়াটিক্ সোসাইটীর মেম্বর। যাঁহারা নূতন সভা সৃষ্টির উদ্যোগ হইতেছে জানিয়া অবধি শত্রুতাসাধন করিতেছেন, তাঁহাদিগকেই পত্রদ্বারা নিমন্ত্রণ করা হয় নাই। কলিকাতায় সামাজিক বিষয়ে সভায় যতলোক উপস্থিত হইবার আশা করা যায় তাহার কম লোক উপস্থিত হয় নাই। বেলেঘাটায় বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার গত বার্ষিক অধিবেশনে, বা ২।৪ বৎসর পূর্ব্বে উক্ত সভার বার্ষিক অধিবেশনে ইউনিভার্সিটি ইন্‌ষ্টিটিউট্ হলে বা বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষৎ হলে যে হইয়াছিল তাহাতে যত লোক উপস্থিত হইয়াছিল তাহা অপেক্ষা কম লোক ৩১শে জুলাই স্কটিশ্ চার্চ্চ্ হলে উপস্থিত হন নাই। ইতি

বশম্বদ—শ্রীশরৎকুমার মিত্র।
(সাং ৮৫নং গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা।)
এলবার্ট্ কটেজ, মুসুরী। ১১ই আশ্বিন।

শরৎবাবুর এই প্রতিবাদপত্র প্রাপ্ত হইয়া আমি বঙ্গদেশীয় কায়স্থসভার কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির সভ্য শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বসু বর্ম্ম বিদ্যালঙ্কার, শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ রায়বর্ম্ম তত্ত্বনিধি, এবং শ্রীযুক্ত রসিকলাল দেববর্ম্মা স্কটিশ্ চার্চ্চের সভায়

উপস্থিত ছিলেন জানিয়া ইঁহাদিগকে শ্রাবণ সংখ্যা কায়স্থ পত্রিকায় শ্রীযুক্ত অনাদিনাথ সিংহ-লিখিত পত্র এবং শরৎবাবুর লিখিত প্রতিবাদপত্রের সত্যাসত্য সম্বন্ধে লিখিত বিবরণ প্রদান করিতে অনুরোধ করি।

১৬ই আশ্বিন প্রাতে দিনাজপুরের শ্রীযুক্ত গৌরাঙ্গসুন্দর মিত্র এম, এ, বি, এল, মহাশয় আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন। তখন মহেন্দ্র বাবু এবং গিরিশবাবুও উপস্থিত ছিলেন। গৌরাঙ্গবাবু শরৎবাবুর পত্র পড়িয়া বলিলেন, "মিথ্যাই যাহার ভিত্তি, তাহা কদাচ সফলতালাভ করিতে পারে না।" মহেন্দ্র বাবু পত্রের বৃত্তান্ত শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া বলিয়াছিলেন "এমন মিথ্যাকথা শরৎবাবু লিখিলেন? তিনি একজন হাইকোর্টের উকীল, ইহা কি তাঁহার পদোচিত হইয়াছে?" তিনি আরও বলেন, "আমি 'কায়স্থসমাজের পরিচালক-সমিতিতেও আছে, আমি সর্ব্বদাই তাঁহাদের বলি, তোমরা মিথ্যা কথা লেখ কেন? আর যাঁহারা বঙ্গদেশীয় কায়স্থসভার সভ্য তাঁহাদের লইয়া টানাটানি কর কেন? নূতন সভ্য কর। শরৎবাবু বলিয়াছিলেন যে তিনি বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভার ১০০ শত সভ্য আনিতে পারিবেন। তাহাতে মনে করিয়াছিলাম যে কেবল তাঁহার আত্মীয় ও বিশেষ বন্ধু লোকদিগকেই কায়স্থ-সমাজের মধ্যে আনিবেন।" তাঁহাকে লিখিত মত দিতে বলিলে তিনি বলেন, "আমি লিখিত মত আর কি দিব? আমি যাহা সত্য জানি তাহা আপনারা আমার নাম দিয়া প্রকাশ করিতে পারেন। বেলেঘাটার সভায় প্রথম দিন বোধ হয় ৫০০ শত লোক হইয়াছিল, আর দ্বিতীয় দিন ৮০০ শত হইতে পারে। আর স্কটিশ্ চার্চ্চের সভায় ১০০ শতের বোধ হয় কিছু কম হইয়াছে, বেশী হয় নাই। তামাসগিরও ছিল। তাহারা বেশী ক্ষণ ছিল না। গিরিশ বাবু ও সরলবাবুর সঙ্গেও ১০।১১ জন উঠিয়া আসে। তারপর ৩০।৪০ জন ছিল, ঊর্দ্ধসংখ্যা না হয় ৫০ জনই ছিল। যাহা সত্য জানি তাহা বলিতে আমি কুণ্ঠিত নহি।"

গিরিশ বাবু ও রসিক বাবু যে পত্র দিয়াছেন তাহা নিম্নে প্রকাশিত হইল।

"বঙ্গদেশীয় কায়স্থসভার সম্পাদকমহাশয় সমীপে।

সসম্মান সবিনয় নিবেদন।

কায়স্থ-পত্রিকার শ্রাবণ সংখ্যায় যে পত্র প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে মিথ্যা বা অতিরঞ্জিত কিছু নাই। শরৎবাবুর প্রতিবাদ নিরর্থক। স্কটিশ্ চার্চ্চের সভায় আমি যতক্ষণ ছিলাম ততক্ষণ কাহাকেও বলিতে শুনি নাই যে উহা "বিরোধী সভা নয়।" তবে অধ্যাপক মন্মথবাবু সরলবাবুর আপত্তির উত্তরে কবিরাজ হেমেন্দ্র-

নারায়ণ দেব বর্ম্মামহাশয়ের উক্তির সংশোধন করিয়া বলিয়াছিলেন "প্রতিদ্বন্দ্বী বলা সভা ঠিক নহে, প্রতিযোগী সভা বলিতে পারা যায়।" দেখিলাম শরৎবাবুদের "কায়স্থসমাজ" নামক পত্রিকাতেও (শ্রাবণ সংখ্যায়) ইহা স্বীকৃত হইয়াছে। শরৎ বাবু এখন তাহা অস্বীকার করিলেই বা কে বিশ্বাস করিবে? আমরা জানি প্রতিযোগী, প্রতিদ্বন্দ্বী, বিরোধী—এই শব্দগুলি পরস্পরের প্রতিশব্দ বা সম-অর্থজ্ঞাপক। প্রতিযোগী বলিতে যাহা বুঝায়, বিরোধী বলিতেও ঠিক তাহাই বুঝায়। সভা শরৎবাবু ডাকিয়াছিলেন একথা বলা বোধ হয় অত্যুক্তি হয় নাই। আহ্বানকারীদের মধ্যে অনেকের নাম থাকিলেও শরৎবাবুই মূল। সভায় অতি অল্প লোক হইয়াছিল ইহাও ঠিক। আমরা যখন চলিয়া আসি তখন সভায় ৩০ জনের অধিক লোক ছিল ইহা আমার বিশ্বাস নহে। সরল বাবু বা আমার সভায় নিমন্ত্রণ ছিল না, কেবল কায়স্থ-সভার অনিষ্ট নিবারণ করিতে পারি কি না তাহাই দেখিতে গিয়াছিলাম। যখন বুঝিয়াছিলাম সভার উদ্যোক্তৃবর্গ আমাদের কথায় কর্ণপাত করিবেন না, তখন চলিয়া আসিয়াছি। শরৎবাবু বলিতেছেন, বেলেঘাটায় যত লোক হইয়াছিল স্কটিশ্ চার্চ্চের সভায় তদপেক্ষা কম লোক হয় নাই। ইহা মিথ্যা কথাত বটেই, তদুপরি অতি দুঃসাহসিকতার পরিচায়ক। সরকার মহাশয়েরা এক হাজার চেয়ার আনিয়াছিলেন, দ্বিতীয় দিন ২টা হইতে ৫টা পর্য্যন্ত শূন্য আসন বড় ছিল না। বেলেঘাটায় প্রথমদিন ৫ শত হইতে ৬ শত এবং দ্বিতীয় দিন প্রায় ৯০০ শত লোক হইয়াছিল। অনাদি বাবুর পত্রে ব্যারিষ্টার নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের প্রতি কোন শ্লেষ প্রকাশ করা হইয়াছে পত্র পড়িয়া তাহা বুঝিলাম না। 'নগেন্দ্রনাথ বসু' নাম দেখিয়া যে অনেকে ভ্রমে পতিত হইয়াছিলেন, তাহা সত্য। আমাকে একজন সম্ভ্রান্ত কায়স্থ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "এই পত্রে নগেন্দ্রবাবুর নাম দেখিতেছি কেন?" আর একজন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "নগেন্দ্রবাবু আর একটা সভা করিতেছেন কেন?" আমি জানি মহাশয়ের নিকটেও অনেকে এ বিষয়ের অনুসন্ধান লইতে আসিয়াছিলেন। সুতরাং অনাদিবাবু মিথ্যা কিছু লেখেন নাই।

শরৎবাবু একটা বড় প্রশ্ন করিয়াছেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "এই বিশাল কায়স্থ জাতির মধ্যে কি দুইটী কায়স্থ সভা এতই আশ্চর্য্য কথা?" কিছু-মাত্র আশ্চর্য্য নহে। আমাদের সজাতিপ্রীতির যেরূপ শোচনীয় অভাব, পক্ষান্তরে কর্ত্তৃত্বলিপ্সাও যেরূপ প্রবল তাহাতে এরূপ দুইটা সভা আশ্চর্য্য নহে, বরং স্বাভাবিক।

ভারতের "জাতীয় মহাসমিতি" এক ছিল, একদল পূর্ব্বেই পৃথক্ হইয়াছেন, এখন তৃতীয় একটি দলও হইতে পারে। ভারতবর্ষত অতি বিশাল, কিন্তু তাহাতে দুইটা বা তিনটা কংগ্রেস্ হওয়া কি কেহ ভাল মনে করেন? বাঙ্গালাদেশ খুব বিশাল হইতে পারে, কায়স্থ জাতিও খুব বড় হইতে পারে, কিন্তু তাহার উন্নতি করিতে হইলে কেন্দ্রসভা একটাই হওয়া উচিত, শাখা অসংখ্য হইতে পারে। ১৮ বৎসর পূর্ব্বে আমরা চারি সমাজ মিলাইয়া এক সভা করিয়াছি, এখনই তাহা ভাল লাগিতেছে না, দুই ভাগ হইলাম। কিছুদিন পরে হয়ত দক্ষিণ রাঢ়ীয়েরা পৃথক্ সভা করিবেন, বঙ্গজেরা পৃথক্ হইবেন, উত্তররাঢ়ীয় বারেন্দ্র সকলেই পৃথক্ হইবেন, ক্রমে প্রত্যেক সমাজে ২।৩ দল হইয়া শেষে সব শূন্যে মিলাইয়া যাইবে। ভাগ কথাই অত্যন্ত খারাপ, উহা আরম্ভ হইলেই উহার আর শেষ নাই। দেশের বিস্তৃতির দোহাই দিয়া এই বিচ্ছেদের সমর্থন কেবল আত্মবঞ্চনা ও আত্মদ্রোহিতামাত্র। শরৎবাবুর বক্তৃতা যাহা কায়স্থসমাজে প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে দেখা যাইতেছে যে তিনি "ধনগর্ব্ববিমুগ্ধ উপনয়ন-বিরোধিগণের" প্রাধান্য স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন। কারণ তিনিও তাঁহার সমচিত্ত বন্ধুগণ সব "কর্ম্মী", আর এদিকে সব "নিষ্কর্ম্মী"। তাঁহার "ধনগর্ব্ববিমুগ্ধ উপনয়ন বিরোধিগণ" কথার লক্ষ্যস্থল হইতেছেন কুমার মণীন্দ্রচন্দ্র, কুমার মন্মথ নাথ, রায় বিনোদবিহারী ও হীরেন্দ্রনাথ। সম্পৎশালী নেতৃগণমধ্যে (রায় যতীন্দ্র নাথ ছাড়া) ইঁহারাই অনুপনীত, ইঁহাদের প্রতি এরূপ দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ শরৎবাবুর কর্ত্তব্য হইয়াছে কি? শরৎবাবু ছাড়া আর কেহ তাঁহাদিগকে এরূপ মনে করেন কি? তাঁহাদের সৌজন্য ও বিনয়গুণ বোধ হয় সর্ব্বজনসম্মত। ইঁহারা যে জোর করিয়া কায়স্থসভার নেতৃত্ব গ্রহণ করেন নাই, আমরাই তাঁহাদিগকে নেতা দিয়াছি। ইহাও বলা উচিত যে ইঁহারা উপনয়নবিরোধী নহেন। ক্ষত্রিয়োচিত আচার প্রবর্ত্তন কায়স্থসভার মুখ্য উদ্দেশ্য, যাঁহারা তাঁহার বিরোধী তাঁহারা কায়স্থ সভার প্রতি অনুরাগী হইবেন কেন? তজ্জন্য শ্রম ও ত্যাগ স্বীকার করিবেন কেন? তাঁহারা যে যজ্ঞোপবীত গ্রহণ করিতেছেন না তাহা দুঃখের বিষয় সন্দেহ নাই। কিন্তু তাঁহারা যে করিবেন না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন তাহাও আমরা অবগত নহি। গত বার্ষিক অধিবেশনে কুমার মন্মথনাথ জানাইয়াছিলেন যে তিনি যজ্ঞোপবীত গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার মাতৃদেবীর অনুমতি না পাওয়ায় নিরস্ত হইতে বাধ্য হইয়াছেন। তৎপরে সকলের নির্ব্বন্ধাতিশয়ে বলিয়াছিলেন, তিনি এ বিষয়ে যতদূর সাধ্য চেষ্টা করিবেন। এ সব

কথা শরৎবাবুর অজ্ঞাত নহে। হীরেন্দ্রনাথের অবস্থাও এইরূপ, তাহা অনেকে জানেন। যতদূর শুনিয়াছি কুমার মণীন্দ্র চন্দ্র দ্বিজাচার সঙ্গতই মনে করেন। সে যাহা হউক, তাঁহাদিগকে নেতৃপদ হইতে অবসর দিলেই কি কায়স্থসভার বলবৃদ্ধি হইবে? সমাজে ভূস্বামিগণ চিরদিনই নেতৃত্ব করিয়াছেন। আজ তাহা নূতন নহে। তাহাতে অসহিষ্ণু হইলে সমাজের কাজ অগ্রসর হইবে না, বরং পিছাইয়া যাইবে। নেতৃগণমধ্যে উপনীত অনুপনীত দুইই আছেন, দুইই থাকিবেন যতদিন না সকলে যজ্ঞোপবীত গ্রহণ করিবেন। অবশ্য যাহাতে সমাজের সর্ব্বত্র সকলেই দ্বিজাচারগ্রহণ করেন তজ্জন্য সততই আমাদের চেষ্টা করিতে হইবে। এ দিকে আমরা সব নিষ্কর্ম্মী হইতে পারি, কিন্তু শরৎবাবু যে কর্ম্মক্ষমতার গর্ব্ব করিতেছেন আমরা এতকালও তাহার পরিচয় পাই নাই। বস্তুতঃ আমরা তাহা পাইতেই আশা করিব। যদি তাঁহার চেষ্টায় অচিরে সমাজ দ্বিজাচার লাভ করিয়া প্রবুদ্ধ হয় তবে আমরাই তাঁহার ধন্যবাদ করিব এবং পরন্তু আনন্দলাভ করিব।

"কায়স্থ-সমাজে" প্রকাশ বহু স্বজাতির হিতকামী কর্ম্মী কর্ম্মক্ষেত্র না পাইয়া ভগ্নোৎসাহ হওয়ায় আর একটা সভা করা আবশ্যক হইয়াছে, আর বৎসরাধিক কাল যাবৎ এই অবস্থা হইয়াছে। তাহাতে বুঝিতে হয় যে শরৎবাবুর কায়স্থসভার সম্পাদকতা ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গেই কর্ম্মিগণের কার্য্যক্ষেত্রের অভাব হইয়াছে, কায়স্থসভার অধানে কার্য্যক্ষেত্র কিসে হঠাৎ সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল তাহা বুঝা গেল না। নেতৃগণের মধ্যে ২।৪ জন অনুপনীত, ইহাতেই কি কার্য্যক্ষেত্র সঙ্কুচিত হইয়াছে? তাহা হইলে তাহাও ত কায়স্থসভাকে বলা উচিত ছিল? শরৎ বাবু সম্পাদকতা ত্যাগ করিতে না করিতেই কায়স্থসভাটা অকর্ম্মণ্য হইয়া গিয়াছে এরূপ বিশ্বাস অজ্ঞ লোকের হইতে পারে। তাঁহার সম্পাদকতা কালে প্রতি বৎসরে যে কাজ হইত তদপেক্ষা এখন বরং বেশী কাজ হইবে, আমার ইহাই বিশ্বাস। তবে গত বৎসর যেমন শরৎবাবুর সহিত কলহে অনেক সময় নষ্ট হইয়াছে এখনও যদি তেমনই চলিতে থাকে তবে আশানুরূপ কাজ নাও হইতে পারে। আমরা বলি শরৎবাবু যদি যথার্থ কর্ম্মী ও স্বজাতিবৎসল হন তবে গুরুজনগণের প্রতিষ্ঠিত, তাঁহাদের শক্তি ও কর্ম্মপুষ্ট বঙ্গদেশীয় কায়স্থসভায় পতাকাতলে দাঁড়াইয়া সকলকে কর্ম্মে আহ্বান করুন, তাহাতেই অধিক ফললাভ করিবেন, সভার সম্পাদক পদ থাকুক বা না থাকুক তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না। কাজ যে করিবে তাঁহাকে সকলেই মানিবে। সম্পাদক ছিলেন,

দুদিন পরে আবারও সম্পাদক হইতে পারেন। বিচ্ছিন্ন হইয়া কাজ করিলে কেবল শক্তির অপচয় ও সমাজের ঐক্য নাশ হইবে।

লিখিতে লিখিতে অনেক দূরে আসিয়াছি। আশা করি বাহুল্য মার্জ্জনা করিবেন।" ইতি—

শ্রীগিরিশচন্দ্র বসু।

"সম্মানপুরঃসর সবিনয় নিবেদন—

শরৎবাবুর প্রতিবাদ পাঠ করিয়াছি। শ্রাবণ সংখ্যা কায়স্থপত্রিকায় অনাদি বাবু যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহাও পুনরায় পড়িয়া দেখিলাম। অনাদিবাবু মিথ্যা কিছু লিখেন নাই। শরৎবাবুর প্রতিবাদ পড়িয়া অত্যন্ত দুঃখ হইল। দলাদলি করিতে যাইয়া আমরা কতদূর নীচে নামিতে পারি তাহা ভাবিয়া দুঃখিত হইতেছি। মৃত মহাত্মা সারদাচরণ বঙ্গীয় কায়স্থজাতির ও বঙ্গদেশীয় কায়স্থসভায় মান ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধির জন্য অশেষ শ্রম করিয়াছেন, বস্তুতঃ তিনি সভার প্রাণস্বরূপ ছিলেন। আর তাঁহার পুত্র শরৎকুমার ১১বৎসর যে সভার সম্পাদকতা করিয়া আজ তাঁহার প্রতিপত্তি নাশ করিতে বদ্ধপরিকর।

এক্ষণ আবার নিজ অবৈধ কার্য্যের সমর্থন করিতে যাইয়া সত্যানুরাগ পরিত্যাগ করিয়াছেন। এতদপেক্ষা দুঃখের কারণ আর কি হইতে পারে। শ্রাবণের "কায়স্থসমাজ" পড়িয়া অনেকের ধারণা হইতে পারে যে বঙ্গদেশীয় কায়স্থসভাটা অকর্ম্মণ্য হইয়া গিয়াছে, "ধনগর্ব্ববিমুগ্ধ উপনয়নবিরোধিগণের নেতৃত্বে সব মাটি হইয়াছে, তজ্জন্যই শরৎবাবু "বঙ্গীয় কায়স্থসমাজ" স্থাপন করিতে বাধ্য হইলেন। আশাকরি কায়স্থসভার এই অযথা নিন্দাবাদে কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি বিমুগ্ধ হইবেন না। নিন্দাকারিগণ যে কেবল স্বার্থের প্রেরণায় বিদ্বেষ বিষ ছড়াইতেছেন তাহা ক্রমে সকলেই বুঝিতে পারিতেছেন।

আমি স্কটীস্ চার্চ্চের সভাতে নিমন্ত্রণ পাইয়াই গিয়াছিলাম। আমি ও আমার পার্শ্ববর্ত্তী ২।৩ জন লোকসংখ্যা গণনা করিয়াছিলাম। সর্ব্বশুদ্ধ ৭০।৮০জন উপস্থিত হইয়াছিল। কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই অনেকে চলিয়া যায়; গিরিশ বাবু ও সরল বাবুর সহিত আমিও চলিয়া আসি। তৎপর সভাতে ঊর্দ্ধসংখ্যা ৩০জন লোক ছিল। বেলিয়াঘাটার সভায় আমি উপস্থিত হইতে পারি নাই; তবে সেখানে যে ৮।৯শত লোক হইয়াছিল তাহা অনেকের মুখে শুনিয়াছি। সাহিত্য-পরিষৎ বা য়ুনিভার্সিটি ইন্‌ষ্টিটিউটে যে সভা হইয়াছিল তাহাতে আমি উপস্থিত ছিলাম। ইহার প্রত্যেক সভায় স্কটীশ্ চার্চ্চ হইতে অনেক অধিক

কায়স্থ উপস্থিত হইয়াছিলেন। আমার স্কটীশ্ চার্চ্চের সভার কার্য্যে যোগ দানের অনিচ্ছা ছিলনা, কিন্তু বঙ্গদেশীয় কায়স্থসভার প্রতি বৈরভাব লক্ষ্য করিয়াই সভায় থাকা অনাবশ্যক মনে করিয়াছিলাম। সরলবাবুর প্রশ্নের উত্তরে কবিরাজ হেমেন্দ্রনারায়ণ দেববর্ম্ম মহাশয় দৃঢ়তার সহিত বলিয়াছিলেন, "ইহা বঙ্গদেশীয় কায়স্থসভার প্রতিযোগী ও প্রতিদ্বন্দ্বী সভা।" একথা আমার বেশ স্মরণ আছে এবং ইহাতে আমি অতিশয় ক্ষুব্ধ হইয়াছিলাম। শরৎবাবু এখন সব কথাই বিপরীত বলিতেছেন। হেমেন্দ্র বাবু যে প্রতিদ্বন্দ্বী সভায় বলিয়াছিলেন তাহা শ্রাবণের "কায়স্থসমাজে"ও স্বীকৃত হইয়াছে, কিন্তু কথাটাকে রূপান্তরিত করিয়া প্রকাশ করা হইয়াছে। শরৎবাবু বলিতেছেন, "বিরোধী সভা নয় উপর্য্যু-পরি বলা হইয়াছিল" কই "কায়স্থসমাজের" বিবরণে ত তাহার কোন আভাস পাওয়া যায় না। আমরা না হয় ভুলিয়াই গিয়াছি। স্কটীশ্ চার্চ্চের সভায় যে ভাব প্রকট হইয়াছিল তাহা গোপন করার জন্য শরৎ বাবুর হঠাৎ এই ব্যাকু-লতা উপস্থিত হইল কেন? ব্যর্থপ্রয়াস কেন করিতেছেন? আর যখন ভিন্ন একটা সভা করিয়াছেন তখনই কায়স্থসভার অনিষ্ট করিয়াছেন। মুখে 'না' বলিলেই কি সে অনিষ্ট নিবারিত হইবে? অনেকে পত্র লিখিয়া কায়স্থ-সভার সভ্যপদ ত্যাগ করিয়াছেন, তাছাড়া অন্যান্য বৎসর অপেক্ষা এবার অনেক অধিক সংখ্যক ভিঃ পিঃ ফেরত আসিয়াছে। আমি জানি কলিকাতার অনেকে "কায়স্থসভার বিল-সরকারকে বলিয়াছেন, যখন দলাদলি আরম্ভ হইয়াছে তখন আর কায়স্থসভায় চাঁদা দিব না।" আবার অনেকে বলিয়াছেন "যখন দুইটী সভা হইল তখন কোন্ সভায় যাইব না বুঝিয়া টাকা দিবনা।" এ অবস্থায় শরৎবাবু কিরূপে বলিতে পারেন যে কায়স্থসভার অনিষ্ট করিতেছেন না? কায়স্থ-সভার অনেক সভ্য শরৎবাবুদের অনুরোধে কায়স্থসমাজের সভ্য হইয়াছেন। তন্মধ্যে অনেকে কায়স্থসভা ছাড়িয়াছেন, আর অনেকে মনে করিতেছেন যে দুই সভাতেই চাঁদা দিবেন। কিন্তু তাহা কি বেশী দিন চলিবে? কিয়দ্দিন পরে অনেকেই একটা ছাড়িয়া দিবেন।

প্রসঙ্গক্রমে আর একটী কথা না বলিয়া পারিতেছিনা। দেখিতেছি কায়স্থ-সভার কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির কোন কোন সভ্য বঙ্গীয় "কায়স্থসমাজের" পরিচালক সমিতির সভ্য হইয়াছেন। আমি বেশ লক্ষ্য করিতে পারিতেছি যে এই কারণে কাঃ নিঃ সমিতিতে অনেক বিষয়ে স্বাধীনভাবে আলোচনা হইতে পারিতেছেনা। "কায়স্থসমাজ" দ্বারা কায়স্থসভার যে অনিষ্ট হইতেছে তাহার প্রতিকারসম্বন্ধে

আলোচনা ও কর্ত্তব্য অবধারণ আবশ্যক। কিন্তু আপাততঃ আমার তদ্বিষয়ে কথা বলিতে অনেক সময় সঙ্কোচ বোধ করি। আমি কায়স্থসভায় কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতির প্রত্যেক সভ্যকে এই অবস্থাটি ভাবিয়া দেখিতে বলি এবং অনুরোধ করি যে যখন কায়স্থ-সভার অনিষ্ট হইতেছে তখন তাঁহারা প্রত্যেকে একান্ত ভাবে কায়স্থসভারই পোষকতা করুন, অপর সভার সহিত ঘনিষ্ট সম্বন্ধরক্ষা কেহ যেন না করেন।

দেখা যায় স্বদেশপ্রেম বা স্বজাতিপ্রেম যাঁহার প্রবল তাঁহার সত্যানুরাগও প্রবল থাকে। সত্যের পরিস্ফুট ধারণা হইতেই সকল মহাভাব — পরার্থপরতা, লোকসেবা, দেশপ্রীতি, স্বজাতিবাৎসল্য প্রভৃতি জন্ম লাভ করে। অতএব যদি দেখি কোন ব্যক্তির সত্যানুরাগ নাই, অথচ স্বদেশসেবার বিজ্ঞাপন ছড়াইতেছেন, তখন বুঝিব যে তিনি কোন স্বার্থের জন্য স্বদেশসেবায় বিপণি খুলিয়াছেন, যথার্থ দেশপ্রীতি তাঁহার নাই। কায়স্থ-সমাজের উদ্যোগিবর্গ যদি সত্যানুরাগ প্রদর্শন করিতে না পারেন তবে তদ্দ্বারাই প্রমাণিত হইবে যে তাঁহারা স্বজাতি-প্রীতিবশে কোন কাজ করিতেছেন না। ইহাদের সহিত মিলিয়াও যদি সমাজের কোন উপকার করিতে পারি, ক্ষতি কি ?"— এইরূপ ভাব লইয়াও যে কেহ তাঁহাদের সঙ্গে যোগ দিয়াছেন ইহা অসম্ভব নহে। আশা করি তাঁহারা ইহাদিগকে সত্য ও ঐক্যের পথে, কল্যাণকর পথে লইয়া আসিবেন, আর তাহা সম্ভব না হইলে তাঁহাদের সহকারিতা ত্যাগ করিবেন।"

বশংবদ শ্রী রসিকলাল দেববর্ম্মা

(কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির সভ্য, বঙ্গজ, ফরিদপুর)

কায়স্থসাধারণের অবগতির জন্য লিখিতেছি যে কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির সভ্য শ্রীযুক্ত বৃন্দাবনচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয় পয়োদা হইতে আমাকে ২০।৮।২৭ পত্রে লিখিয়াছেন :—

"বঙ্গীয় কায়স্থ-সমাজের" সম্পাদকস্বরূপ শ্রীযুক্ত শরৎকুমার মিত্র মহাশয় আমাকে কয়েকখানি পত্র লিখেন। ঐ পত্র মধ্যে "বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার" অনেক সভ্যের, বিশেষতঃ মহাশয়ের নাম থাকায় উহা যে আমাদের কায়স্থ সভার একটী বিরোধী সভা তাহা আমি বুঝিতে পারি নাই। সে কারণ পত্রোত্তরে আমি ঐ সভায় সহানুভূতি জানাইয়াছিলাম। পরে শ্রাবণ মাসের পত্রিকাতে "বঙ্গীয় কায়স্থ সমাজকে" "বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভার বিরোধী সভা জানিতে পারিয়া

আমি শরৎবাবুকে আর সহানুভূতিপূর্ণ পত্র না লিখিয়া নীরব আছি। আমি বঙ্গদেশীয় কায়স্থসভার সৃষ্টিসময় হইতেই সভ্য আছি। উক্ত বিরোধী সভার সভ্য থাকা কখন সমীচীন বোধ করিনা। বরং এই ভ্রমের জন্য লজ্জিত আছি।"

পোপাড়া হইতে কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সভ্য শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন ঘোষ বর্ম্মা মহাশয় ৭।৬।২৭ তারিখে লিখিয়াছেন :—

"আমার ধারণা ছিল যে "কায়স্থ সমাজ" পুরাতন সভার অনুগামী, কিন্তু এক্ষণে "কায়স্থ-সমাজ" পাঠেই বুঝিতেছি পুরাতন সভার বিরোধী। বড় দুঃখের বিষয়। একেই ত সভা বহুদিবস হইতে চলিয়া আসিতেছে, কিন্তু সভার স্থায়িত্ব সম্বন্ধে বিশেষ কোন আধার হয় নাই, এমত অবস্থায় উপেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয় স্বার্থের বশীভূত হইয়া বড়ই অন্যায় কার্য্য করিয়াছেন। আমি যদিও অগ্রিম কায়স্থসমাজে টাকা দিয়াছি তাহা হইলেও আমি তাহাকে পত্র লিখিলাম যে পুরাতন সভার বহির্ভূত নূতন সভায় যোগদান করিয়া সভ্যপদ লইতে ইচ্ছা করিনা।"

আরও কেহ কেহ নূতন সভাদ্বারা বঙ্গদেশীয় কায়স্থসভার অনিষ্ট হইতেছে কিনা জানিতে চাহিয়াছেন। ঢাকার মাননীয় রায় বাহাদুর শ্রীনাথ রায় মহাশয় "কায়স্থ-সমাজের" পরিচালক-সমিতির সভ্যপদ ত্যাগ করিয়াছেন।

বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভার সম্পাদক।

বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভা।

ঊনবিংশ বার্ষিক কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির দ্বিতীয় অধিবেশন।

৯ই শ্রাবণ রবিবার অপরাহ্ণ ৬৷৷০ টা।

শ্রীযুক্ত রায় বিনোদবিহারী বসু মহাশয়ের ভবনে।

৬৫ নং বাগ্‌বাজার, কলিকাতা।

উপস্থিত—

কুমার শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র সিংহবাহাদুর, (সভাপতি)

শ্রীযুক্ত রায় বিনোদবিহারী বসু সদস্য

" দয়ালচন্দ্র বসু

" গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন

" নরেন্দ্রনাথ সিংহ

" বসন্তকুমার সেন বর্ম্মা

" বিধুভূষণ সরকার

" রবীন্দ্রনাথ বসু

" গিরিশচন্দ্র বসু বর্ম্মা

" মহেন্দ্রচন্দ্র রায় তত্ত্বনিধি

" নিবারণচন্দ্র চৌধুরী

" গঙ্গাপ্রসন্ন ঘোষ বর্ম্মা

" রাইচরণ রায় বর্ম্মা

" যোগেশচন্দ্র সিংহ

" কেদারনাথ দেব বর্ম্মা

শ্রীযুক্ত সরলচন্দ্র অগ্নিহোত্রী

" নিবারণচন্দ্র দত্ত

" অমৃতলাল সিংহ

রায়সাহেব নগেন্দ্রনাথ বসু বর্ম্মা সম্পাদক

" প্রেমানন্দ সিংহ, সহযোগী-সম্পাদক

" নীতীশচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা সহযোগী সম্পাদক

" মৃণালকান্তি ঘোষ বর্ম্মা সহযোগী-সম্পাদক

" ডাক্তার কুঞ্জবিহারী সরকার বর্ম্মা, সাধারণ সভ্য

কবিরাজ আশুতোষ কাব্যতীর্থ, সাধারণ সভ্য

কুমার ক্ষিতীশভূষণ রায় বাহাদুর এবং রায় বিশ্বম্ভর রায় বাহাদুর উপস্থিত হইতে না পারায় দুঃখ প্রকাশ করিয়া পত্র লিখিয়াছেন, সম্পাদক মহাশয় তাহার উল্লেখ করেন।

১ম প্রস্তাব। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ। কার্য্য বিবরণ পঠিত হইলে উহা সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

২য় প্রস্তাব। গত ১৬ জ্যৈষ্ঠ হইতে ৩২ আষাঢ় পর্য্যন্ত পরীক্ষিত হিসাব প্রদর্শিত হইল এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

BLANK PAGE(S)

৩য় প্রস্তাব। কর্ম্মচারিনিয়োগ সম্বন্ধে সম্পাদকের উপর ভারার্পিত হইল।

৪র্থ প্রস্তাব। শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার সেন বর্ম্মা আয়ব্যয়পরীক্ষকের পদ ত্যাগ করিয়া যে পত্র দিয়াছেন, সম্পাদক মহাশয় তাহা সভায় উপস্থিত করিবেন। বসন্ত বাবু স্থানান্তরে যাইবেন বলাতে তাঁহার পদত্যাগ গৃহীত হইল।

৫ম প্রস্তাব। চিত্রগুপ্তভাণ্ডারসমিতি সম্বন্ধে বিশেষ মন্তব্য। সম্পাদক মহাশয় আগামী অধিবেশনে উপস্থিত করিবেন স্থির হইল। নিম্নোক্ত ব্যক্তিগণকে লইয়া সমিতি গঠিত হইল :—

কুমার মন্মথনাথ মিত্র বাহাদুর	শ্রীযুক্ত দয়ালচন্দ্র বসু
শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ সিংহ	„ নীতীশচন্দ্র ঘোষ
„ রায় বিনোদবিহারী বসু	„ গঙ্গাপ্রসন্ন ঘোষ
„ নিবারণচন্দ্র দত্ত	„ নরেশচন্দ্র সিংহ
„ বিধুভূষণ সরকার	„ সভাপতি, সম্পাদক ও সহযোগী সম্পাদক
„ রবীন্দ্রকুমার বসু	

স্থির হইল সম্পাদক তাঁহার মন্তব্য প্রকাশ করিলে এই সমিতি অর্থসাপেক্ষ উপযুক্ত ব্যবস্থা ও কার্য্যপ্রণালী স্থির করিবেন।

৬ষ্ঠ প্রস্তাব—পরিত্যক্ত হইল।

৭ম প্রস্তাব। শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ সিংহ মহাশয়ের প্রস্তাবে সম্পাদক মহাশয় কোন্ সন হইতে বিধবা ও ছাত্র কে কত সাহায্য পাইতেছেন তাহা নিম্নলিখিত বিবরণ প্রদান করেন :—

১। বিজনবাসিনী গুহ, বেনারেস্ সিটী—
১৩২২ সাল হইতে ৩৲ টাকা হিসাবে মাসিক সাহায্য

২। বিমলাচরণ পালিত, রিপণ কলেজের ছাত্র
১৩২৩ সাল হইতে মাসিক ২৲ টাকা হিসাবে

৩। সুধাংশুশেখর বসু, পালঘাট লেন, বেলুড় পোঃ
১৩২৩ সন হইতে মাসিক ১৲ টাকা হারে।

৪। শ্রীসুরেশচন্দ্র বসু, বিদ্যাসাগর কলেজ, ২য় বার্ষিক শ্রেণী
১৩২৫ হইতে মাসিক ২৲ টাকা হারে।

ইহা ছাড়া মহীশালা-চতুষ্পাঠীর কায়স্থ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ললিতকুমার বিদ্যারত্ন সাংখ্যতীর্থ মহাশয়কে গতবর্ষে মাসিক ৭৲ টাকা হিসাবে সাহায্য

হইয়াছে। এই সাহায্য কায়স্থসভার সাধারণ তহবিল হইতে দেওয়া হয় নাই। এজন্য গত বর্ষের সভাপতি কুমার মন্মথনাথ মিত্র মহাশয় ২৲ টাকা, শ্রীযুক্ত বাসন্তীচরণ সিংহ ২৲ টাকা, রায় বিনোদবিহারী বসু ১৲ টাকা, শ্রীযুক্ত সচ্চিদানন্দ দত্ত ১৲ এবং শ্রীযুক্ত কেদারনাথ দেববর্ম্মা ১৲ টাকা হারে মাসিক চাঁদা দিতেছেন। অধ্যাপক মহাশয় ১০৲ টাকা সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছেন। এজন্য আর ৩৲ টাকা চাঁদা সংগৃহীত হইলে তাঁহাকে ১০৲ টাকা হারে সাহায্য দেওয়া যাইতে পারে।

রায় বিনোদ বিহারী বসু মহাশয় জানাইলেন, বিজনবাসিনী গুহকে যে ঠিকানায় টাকা পাঠান হইতেছে ২।৩বার অনুসন্ধান করিয়াও সে ঠিকানায় তাঁহার সন্ধান পাওয়া যায় নাই। সুতরাং আপাততঃ তাঁহার সাহায্য বন্ধ করা স্থির হইল। আর বিমলাচরণ পালিত কলেজ ত্যাগ করায় তাহার সাহায্য বন্ধ করা স্থির হইল।

শ্রীমান্ সুধাংশুশেখর বসু ও সুরেশচন্দ্র বসুকে পরীক্ষার ফল জানাইবার জন্য এবং চরিত্র ও অবস্থা সম্বন্ধে শিক্ষকের পত্র উপস্থিত করার জন্য পত্র লিখিতে সম্পাদককে অনুরোধ করা হইল।

৯১নং মাণিকতলা ষ্ট্রীট নিবাসী অমূল্যরতন বসু বি, এ পড়ার কলেজের বেতন ৬৲ টাকা কায়স্থ-সভা হইতে পাওয়ার প্রার্থনা করেন। তাঁহার প্রার্থনা-পত্র ও সার্টিফিকেট দেখিয়া স্থির করা হইল :—

প্রার্থী বস্তুতঃই অসহায়, আই-এ প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছে, সুতরাং তাহাকে বিএ পড়ার কলেজের বেতন বাবত ৬৲ টাকা হারে মাসিক সাহায্য করা কর্ত্তব্য। তন্মধ্যে মাসিক ৩৲ টাকা সভার তহবিল হইতে দেওয়া হইবে, আর শ্রীযুক্ত নীতীশবাবু মাসিক ২৲ টাকা এবং শ্রীযুক্ত দয়াল বাবু মাসিক এক টাকা দিতে সম্মত হইলেন।

৮ম প্রস্তাব। সম্পাদক মহাশয়ের প্রস্তাবে শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বসু বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ের "Indigenous Drugs Company Limited" নামক যৌথ ব্যবসায়ের Scheme সভ্যগণের বিবেচনার জন্য উপস্থিত করা হয়। স্থির হইল, কায়স্থ-সভার এইরূপ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করার সময় এখনও উপস্থিত হয় নাই।

৯ম প্রস্তাব। সম্পাদক মহাশয়ের প্রস্তাবে প্রচারক শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়কে ২৫৲ টাকা পারিতোষিক দেওয়া স্থির হইল।

১০ম প্রস্তাব। শ্রীযুক্ত গণপতি বিদ্যারত্ন মহাশয়ের প্রস্তাবে ও সর্ব্বসম্মতিক্রমে "কায়স্থ-পত্রিকা" শ্রীযুক্ত সম্পাদক মহাশয়ের বিশ্বকোষ-প্রেসে মুদ্রিত হওয়া স্থির হইল।

১১শ প্রস্তাব। নূতন সভ্য নির্ব্বাচন।

শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের প্রস্তাবে, এবং শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র বসু মহাশয়ের সমর্থনে—

১। শ্রীযুক্ত অসিতচন্দ্র চৌধুরী বি, এল দেওয়ান, ত্রিপুরাষ্টেট্।
২। „ যোগেশচন্দ্র বসু, উকিল, কৈলাসহর, ত্রিপুরাষ্টেট্।
৩। „ ভুবনমোহন বসু এম্, এস্, সি, কৈলাসহর, ত্রিপুরাষ্টেট্।
৪। „ প্রভাতচন্দ্র ঘোষ, গুড্স্ অফিস্, আশুগঞ্জ, এ, বি, আর, টি
৫। „ ভূপালচন্দ্র ঘোষ, লৌহজঙ্গ, ঢাকা।
৬। „ বিপিনবিহারী মিত্র, ৪৪নং জয়মিত্রের ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
৭। „ সতীশচন্দ্র ঘোষ, সব্ ইন্স্পেক্টার, আগরতলা, ত্রিপুরা ষ্টেট্।

শ্রীযুক্ত সরলচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের প্রস্তাবে ও গণপতি বাবুর সমর্থনে-

৮। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ, ৩৯ ক্যানাল ওয়েষ্ট রোড, কলিকাতা।
৯। পশুপতিনাথ বসু, ৫নং কালীমোহন বন্দ্যোর লেন, ভবানীপুর (১৮টা
১০। শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন বসু ১১।১নং কালীনাথ বানার্জ্জি লেন, মাণিকতলা।

শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং সম্পাদক মহাশয়ের সমর্থনে—

১১। শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বসু ডেপুটীপোষ্টমাষ্টার জেনারেল, ৪২নং গ্রেষ্ট্রীট—

সম্মতিক্রমে কায়স্থ-সভার সভ্য মনোনীত হইলেন।

১২শ প্রস্তাব। সম্পাদক মহাশয় জানাইলেন যে নূতন সভ্য অনেক হইয়াছেন। স্থানীয় পুরাতন সভ্যদিগের নিকট প্রাপ্য বার্ষিক চাঁদাও প্রায় সমস্তই বাকী রহিয়াছে। একজন বিল-সরকারের পক্ষে এই সমুদয় টাকা আদায় করা অসম্ভব। অতএব একজন অস্থায়ী অতিরিক্ত বিল-সরকার নিযুক্ত করা আবশ্যক।

স্থির হইল অনধিক ১৫৲ টাকা বেতনে একজন অস্থায়ী অতিরিক্ত বিল সরকার সম্পাদক মহাশয় নিযুক্ত করিবেন।

শ্রীযুক্ত মৃণাল বাবুকে পত্রিকার জন্য বিজ্ঞাপন সংগ্রহ করিতে অনুরোধ করা হইল।

সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ প্রদানান্তে রাত্রি ৮ঘটিকায় সময় সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু
সম্পাদক

শ্রীমণীন্দ্রচন্দ্র সিংহ
সভাপতি

বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভা

ঊনবিংশ বার্ষিক কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির তৃতীয় অধিবেশন

২৭শে ভাদ্র রবিবার অপরাহ্ণ ৬টা, স্থান ৩৪ নং শ্যামপুকুর ষ্ট্রীট,

কুমার মন্মথনাথ মিত্র বাহাদুরের ভবন।

উপস্থিত

কুমার মণীন্দ্রচন্দ্র সিংহ বাহাদুর (সভাপতি)

কুমার মন্মথনাথ মিত্র বাহাদুর
রায় বাহাদুর যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ
শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ সিংহ
„ গিরিশচন্দ্র বসু বিদ্যালঙ্কার
„ কেদারনাথ দেববর্ম্মা
„ রসিকলাল দেববর্ম্মা

শ্রীযুক্ত অমৃতলাল সিংহ বর্ম্মা
„ আশুতোষ সরকার
„ প্রেমানন্দ সিংহ সহঃ সম্পাদক
„ নীতীশচন্দ্র ঘোষবর্ম্মা ঐ
„ সরৎচন্দ্র অগ্নিহোত্রী
„ অধ্যাপক যদুনাথ সরকার

শ্রীযুক্ত গণপতি বিদ্যারত্ন (পত্রিকা-সম্পাদক)
„ নিবারণচন্দ্র চৌধুরী (সহঃ পত্রিকা-সম্পাদক)
„ নগেন্দ্রনাথ বসুবর্ম্মা (সম্পাদক)
„ বিপিনবিহারী মিত্র (সাধারণ সভ্য)

নিমতিতা হইতে শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনারায়ণ রায়চৌধুরী, ভাগলপুর হইতে শ্রীযুক্ত ইন্দ্রনারায়ণ ঘোষ ও দিনাজপুর-রাজবাটী হইতে শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ রায়বর্ম্মা অনিবার্য্য কারণে সভায় উপস্থিত হইতে না পারিয়া সভার কার্য্যে সহানুভূতি-সূচক পত্র লিখিয়াছেন।

প্রথম প্রস্তাব। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণী পঠিত ও গৃহীত হইল।

দ্বিতীয় প্রস্তাব। গত শ্রাবণ মাসের পরীক্ষিত হিসাব প্রদর্শিত ও গৃহীত হইল। এই সঙ্গে স্থির হইল যে চিত্রগুপ্তভাণ্ডারের হিসাবও কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির অধিবেশনে উপস্থিত করা হইবে। আরও স্থির হইল যে সভা-সংক্রান্ত টাকা পোষ্টাফিস্ সেভিংস্ ব্যাঙ্কে সভার নামে সম্পাদক জমা রাখিবেন।

তৃতীয় প্রস্তাব। সভ্যের মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ। নিম্নলিখিত সভ্যগণের মৃত্যুতে সভাস্থ সকলে শোক প্রকাশ করিলেন :—

১ বিধুভূষণ ঘোষ, রাইগ্রাম, যশোহর; ২ জগদীশ্বর সিংহ, বাঘডাঙ্গা,

কান্দি, মুরশিদাবাদ ; ৩ রায়বাহাদুর যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ, ম্যাজিষ্ট্রেট, কৃষ্ণনগর, নদীয়া ; ৪ নগেন্দ্রনাথ নাগ চৌধুরী, নোয়াখালি ; ৫ প্রমথনাথ সিংহ, জমিদার, রাইপুর, বীরভূম ; ৬ প্রসন্নকুমার মিত্র বর্ম্মা, বারুইপাড়া, শ্রীপুর, যশোহর ; ৭ সারদামোহন রায়চৌধুরী, জমিদার, কাউনিয়া, রঙ্গপুর ; ৮ শশিভূষণ সিংহ, তারাপুর, বীরভূম ; ৯ ফটিকচন্দ্র ঘোষবর্ম্মা, কোড়াঘাটা, খুলনা ; ১০ আনন্দলাল চৌধুরীবর্ম্মা, জমিদার, রায়কালী, বগুড়া।

— সম্পাদক নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় উক্ত মহাত্মগণের নাম প্রকাশ করিয়া বলিলেন, ইঁহারা সকলেই আমাদের কায়স্থ-সভার উৎসাহশীল সভ্য ছিলেন, ইঁহাদের মধ্যে রাইপুরের ৺প্রমথনাথ সিংহ ও রায়কালীর আনন্দলাল চৌধুরী মহাশয় স্থানীয় কায়স্থ-সমাজের হিতৈষী সমাজপতি বলিয়া পরিচিত ছিলেন। স্থির হইল যে, তাঁহাদের শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে সমবেদনাসূচক পত্র দেওয়া হউক এবং তাঁহাদের পুত্রগণকে সভার সভ্য হইবার জন্য অনুরোধ করা হউক।

চতুর্থ প্রস্তাব। চিত্রগুপ্ত-ভাণ্ডার সম্বন্ধে সম্পাদক নগেন্দ্রবাবুর মন্তব্য* পঠিত হইল। বহু আলোচনার পর শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মিত্র বাহাদুরের প্রস্তাবে এবং রায় যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ বাহাদুরের অনুমোদনে স্থির হইল যে, চিত্রগুপ্ত-ভাণ্ডারের উদ্দেশ্য এবং উহা কিরূপে পরিচালিত হওয়া আবশ্যক, তাহা নির্দ্ধারণের জন্য একটি শাখা-সমিতি গঠিত হউক। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ সমিতির সভ্য মনোনীত হইলেন—সভাপতি, সম্পাদক, রায় বাহাদুর যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ, কুমার মন্মথনাথ মিত্র বাহাদুর, রায়বাহাদুর বিশ্বম্ভর রায়, শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ।

স্থির হইল, উক্ত মন্তব্য আগামী কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির অধিবেশনে উপস্থিত করা হইবে।

---

* চিত্রগুপ্তভাণ্ডার সম্বন্ধে সম্পাদকের মন্তব্য।

(১) চিত্রগুপ্ত ভাণ্ডারে যে টাকা আছে, এবং প্রতিবৎসর যে সামান্য টাকা ঐ ভাণ্ডারে জমা হইতেছে তাহাতে ঐ টাকার সুদদ্বারা আমরা কায়স্থসমাজের দরিদ্র বালকবালিকাগণের শিক্ষাদান বা অনাথা বিধবাগণের সাহায্য অতি সামান্যই করিতে পারি, এত সামান্য যে তাহা উল্লেখযোগ্যই নহে।

(২) বৎসরে অন্ততঃ ২০০০৲ হাজার টাকা এই সদুদ্দেশ্যে ব্যয় করা সঙ্গত। আমরা যদি এই উদ্দেশ্য সাধন জন্য বাঙ্গলার প্রত্যেক জেলার শাখা-সমিতিকে কায়স্থের সংখ্যানুপাতে প্রতিবৎসর ১০০৲ টাকা হইতে ৫০৲ টাকা পর্য্যন্ত সাহায্য দান করিতে পারি এবং প্রত্যেক শাখা-সমিতি আমাদের সাহায্যের অন্ততঃ দ্বিগুণ পরিমাণ বার্ষিক চাঁদা নিজ জেলা হইতে সংগ্রহ করিয়া এই সৎকার্য্যে ব্যয় করেন, তাহা হইলে এই সভাদ্বারা কায়স্থসমাজ কিয়ৎ পরিমাণে উপকৃত হইবেন এবং সভার সার্থকতাও লোকে উপলব্ধি করিবে।

(৩) চিত্রগুপ্তভাণ্ডারে যে টাকা আছে থাক্, তাহাতে আপাততঃ আর টাকা জমা না করিয়া এক্ষণে চেষ্টা করা যাউক আমরা বর্ত্তমান বর্ষে অন্যূন ২০০০৲ টাকা সংগ্রহ করিয়া উক্তরূপ সাহায্যদান করিতে পারি কিনা। যদি তদুপরি টাকা সংগৃহীত হয় তবে তাহা চিত্রগুপ্ত ভাণ্ডারে জমা হইতে পারে। শ্রীযুক্ত কুমার মন্মথনাথ মিত্র বাহাদুর বলিয়াছেন যদি কায়স্থসভা ভাল রূপ চলে, তিনি ৫০০০৲ টাকা চিত্রগুপ্তভাণ্ডারে দান করিবেন, রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয়ও বহুদিন হইল ৫০০০৲ হাজার টাকা দান করিয়াছেন।

এইরূপ বৃহৎ দান চিত্রগুপ্ত-ভাণ্ডারেই জমা হইবে। কিন্তু কুমার মন্মথনাথ মিত্র বাহাদুর গত বার্ষিক অধিবেশনে যে ৫০০৲ শত টাকা এবং বর্ত্তমান বর্ষের সভাপতি কুমার মণীন্দ্রচন্দ্র সিংহ বাহাদুর যে ৫০০৲ শত টাকা দান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন, কিম্বা গত বার্ষিক অধিবেশনকালে শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ সিংহ প্রমুখ মহাত্মারা যে সাহায্য দান করিয়াছেন, সামাজিক ক্রিয়া উপলক্ষে বা অন্যরূপে যে দান পাওয়া যাইতেছে এবং বর্ত্তমান বর্ষে আরও যে অর্থসংগ্রহ হইবে, তাহা হইতে ২০০০৲ টাকা বর্ত্তমান বর্ষে পূর্ব্বোক্তরূপে ব্যয় করা হউক।

(৪) চিত্রগুপ্ত ভাণ্ডারের অপর এক উদ্দেশ্য কলিকাতা সহরে কায়স্থসভার একটী বাড়ী নির্ম্মাণ করা, যে ভাবে চিত্রগুপ্ত ভাণ্ডারে অর্থ সংগৃহীত হইতেছে, তাহাতে এই ভাণ্ডার দ্বারা তদুদ্দেশ্য সাধিত কখনও হইবে এমন আশা করা যায় না। কায়স্থসভার একটী বাড়ী যে অত্যাবশ্যক তদ্বিষয়ে বোধ হয় মতভেদ নাই। কিন্তু তাহা কিরূপে হইবে? সভার হিতৈষী কোন বদান্য মহাত্মা সভার এই মহৎ উদ্দেশ্য সফল করিয়া চিরস্মরণীয় হউন, অথবা ২ জন, ৫ জন বা ১০ জন সমর্থ ব্যক্তি এই ব্যয়ভার বহন করুন। নতুবা একাজ কখনও হইবে না। বর্ত্তমানে ভূমির মূল্যসহ ৩০।৪০ হাজার টাকার কমে গৃহনির্ম্মাণ হইবে না।

(৫) চিত্রগুপ্তভাণ্ডারের প্রথমোক্ত উদ্দেশ্যসাধনোপযোগী অর্থসংগ্রহের জন্য

পঞ্চম প্রস্তাব। সারদাচরণ-আর্য্যবিদ্যালয়-পরিচালন বিষয়ক শাখা-সমিতির মন্তব্য সম্বন্ধে। স্থির হইল যে এ সম্বন্ধে আগামী শুক্রবার এই স্থানে কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির একটী বিশেষ অধিবেশন হইবে।

ষষ্ঠ প্রস্তাব। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ নূতন সভ্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

শ্রীযুক্ত মাখমলাল ধরবর্ম্মা (প্রচারক) মহাশয়ের পত্রানুসারে

প্রস্তাবক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু সমর্থক শ্রীযুক্ত সরলচন্দ্র অগ্নিহোত্রী

১। বঃ ডাক্তার শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী দত্ত এম, বি, (এঃ সার্জ্জন)
সাং মাণিকদহ, জিঃ ফরিদপুর, হাং সাঃ চরমুগুড়ীয়া, মাদারিপুর।

৩। বঃ শ্রীযুক্ত সত্যরঞ্জন বিশ্বাস বি এল, উকীল,
সাং হোসেনপুর, হাং সাং মাদারিপুর, (ফরিদপুর)।

২। বঃ „ সুবোধচন্দ্র দত্ত এম এ, বি এল, উকীল,
সাং দত্তকেন্দুয়া, হাং সাঃ মাদারিপুর, (ফরিদপুর)।

৪। বঃ „ রেবতীমোহন ঘোষ, উকীল,
সাং হাসাড়া ঢাকা, হাং সাং মাদারিপুর, (ফরিদপুর)।

৫। বঃ ,, জ্যোতীশচন্দ্র ঘোষ রায়বর্ম্মা উকীল,
সাং বাজিৎপুর, হাং সাং মাদারিপুর, (ফরিদপুর)।

৬। বঃ „ ত্রৈলোক্যনাথ ঘোষ উকীল,
সাং বাজিৎপুর, হাং সাঃ মাদারিপুর (ফরিদপুর)।

কলিকাতা ও মফঃস্বলের সম্পন্ন কায়স্থগণের একটী তালিকা প্রস্তুত করা হউক এবং চিত্রগুপ্তভাণ্ডারসমিতি বা কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি আশ্বিনের প্রথম সপ্তাহেই রায় যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ বাহাদুরের ভবনে সমবেত হইয়া পরামর্শক্রমে অর্থসংগ্রহের ব্যবস্থা করুন। আমার বিশ্বাস কায়স্থসভার প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ শ্রমস্বীকার করিয়া আঢ্য কায়স্থগণের নিকট উপস্থিত হইলে প্রয়োজনানুরূপ অর্থ সহজেই সংগ্রহ হইতে পারে এবং প্রতিভাবান্ অনেক কায়স্থ বালককে পারদর্শিতা লাভের জন্য বিদেশে প্রেরণ করাও সম্ভব হইতে পারে। আমার শরীর সর্ব্বদাই অসুস্থ, তথাপি আমি যাহা করিতে পারি তাহাতে ত্রুটী হইবে না। অন্ততঃ ১০জন লোকের বিশেষ চিন্তা, উৎসাহ ও শ্রমস্বীকার ব্যতীত এসকল কাজ সাধিত হইবে না। ইতি—

(স্বাক্ষর) শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু

৭। বঃ „ যামিনীকান্ত শূরবর্ম্মা, উকীল, মাদারিপুর, (ফরিদপুর)।

৮। বঃ „ অক্ষয়কুমার দেব, উকীল,
সাং আউলিয়াপুর, হাং সাং মাদারিপুর, (ফরিদপুর)।

৯। বঃ „ কল্যাণকুমার মিত্র বি এল,
সাং ঘটমাঝি, হাং সাং মাদারিপুর, (ফরিদপুর)।

১০। বঃ „ দেবেন্দ্রনাথ ধর বি এল
সাং বিনতিসক, হাং সাং মাদারিপুর, (ফরিদপুর)।

১১। বঃ „ বাণীমোহন বক্সী উকীল,
সাং কুলপদ্দী, হাং সাং মাদারিপুর, (ফরিদপুর)।

১২। বঃ „ গোষ্ঠবিহারী দাস বি এল,
সাং প্যারপুর, হাং সাং মাদারিপুর, (ফরিদপুর)।

১৩। বঃ „ শ্রীশচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা মোক্তার,
সাং আর্য্যদত্তপাড়া, হাং সাং মাদারিপুর, (ফরিদপুর)।

১৪। বঃ „ পূর্ণচন্দ্র মিত্রবর্ম্মা,
সাং সমাজ ইশিবপুর, হাং সাং মাদারিপুর, (ফরিদপুর)।

১৫। বঃ „ শরৎকুমার দাস বি এল,
সাং ঘটমাঝি হাং সাং মাদারিপুর, (ফরিদপুর)।

১৬। বঃ „ প্রতাপচন্দ্র ঘোষ, পোঃ ও গ্রাম ঘটমাঝি, (ফরিদপুর)।

১৭। বঃ „ প্রসন্নকুমার নাগ, পোঃ ও গ্রাম ঘটমাঝি, (ঐ)

১৮। বঃ „ ঈশানচন্দ্র মিত্র, পোঃ ও গ্রাম ঘটমাঝি, (ঐ)

১৯। বঃ „ নিশিকান্ত দাস, পোঃ ও গ্রাম (ঐ)

২০। বঃ „ অমূল্যকুমার গুহ বি এল, ১ম মুন্সেফ, চিকন্দী (ফরিদপুর)।

২১। বঃ „ ব্রজেন্দ্রকুমার বসু উকীল,
সাং গঙ্গানগর, হাং সাং চিকন্দী, (ফরিদপুর)।

২২। বঃ „ ঈশ্বরচন্দ্র দেব উকীল,
সাং গঙ্গানগর, হাং সাং চিকন্দী, (ফরিদপুর)।

২৩। বঃ „ মহেন্দ্রকুমার খাস নবীশ,
সাং গঙ্গানগর, হাং সাং চিকন্দী, (ফরিদপুর)।

২৪। বঃ „ দুর্গামোহন গুহ বি এল
সাং কুতুবপুর, হাং সাং চিকন্দী, (ফরিদপুর)।

২৫। বঃ „ নগেন্দ্রকুমার দত্ত উকীল,
সাং চাকদহ, হাং সাং চিকন্দী, (ফরিদপুর)।

২৬। বং „ শ্রীশচন্দ্র দাস উকীল,
সাং সিংহলমুরী, হাং সাং চিকন্দী, (ফরিদপুর)।

২৭। বঃ „ ভবতোষ বসু বি এল,
সাং ধীপুর, হাং সাং চিকন্দী, (ফরিদপুর)।

২৮। বঃ „ মতিলাল ঘোষরায় উকীল,
সাং আর্য্যদত্তপাড়া, হাং সাং চিকন্দী, (ফরিদপুর)।

২৯। বঃ „ মহেন্দ্রচন্দ্র দাস বি এল,
সাং মামুদপুর, হাং সাং চিকন্দী, (ফরিদপুর)।

৩০[বঃ „ সতীশচন্দ্র দেব এম এ, বি এল, চিকন্দী, (ফরিদপুর)।

৩১। বঃ „ গোপালচন্দ্র রাহুত, বি এল, চিকন্দী, (ফরিদপুর)।

৩২। বঃ „ মনোমোহন দেব, একাউণ্টেণ্ট,
চিকন্দী মুন্‌সেফকোর্ট, (ফরিদপুর)।

৩৩। বঃ „ ভবেশচন্দ্র ঘোষ দস্তিদার বি এ,
হেডমাষ্টার তুলাসার হাইস্কুল (ফরিদপুর)।

৩৪। বঃ „ জিতেন্দ্রমোহন দত্ত,
গ্রাম কাঠহুগলী পোঃ সালপ, (ফরিদপুর)।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত গণপতি বিদ্যারত্ন। সমর্থক—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু।

৩৫। বঃ „ ডাক্তার ক্ষীরোদচন্দ্র সিংহ, বালিয়া, কান্দী পোঃ মুরশিদাবাদ

সর্ব্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাব গৃহীত হইল।

বিবিধ। (ক) সম্পাদক নগেন্দ্রবাবু বলিলেন আমাদের এই কায়স্থসভা প্রতিষ্ঠার সাহায্যকারী স্বর্গীয় বরদাকান্ত মিত্র মহাশয়ের উইল অনুসারে তাঁহার সহধর্ম্মিণী রাণী কৃষ্ণরমণী দেবী কায়স্থ সভায় ১০০৲ শত টাকা দান করিয়াছেন। তজ্জন্য সকলে বিশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিলেন।

(খ) সমসপুর কায়স্থ-সম্মিলনীর সম্পাদক শ্রীযুক্ত আশুতোষ ঘোষ মহাশয় একটী দরিদ্র বালকের সাহায্যের জন্য সম্পাদক মহাশয়কে যে পত্র লিখিয়াছেন, তাহা পঠিত হইল। স্থির হইল উক্ত বালককে আগামী অধিবেশনে উপস্থিত হইবার জন্য জানান হউক।

(গ) সম্পাদক মহাশয় বেলুড় নিবাসিনী সুধাংশুশেখর বসুর মাতার দুরবস্থা ও তাঁহার প্রার্থনা জ্ঞাপন করিল সভা হইতে মাসিক ২৲ দুই টাকা বেতন মঞ্জুর হইল।

(ঘ) মধুসূদন কাব্যরত্নের দরখাস্ত পঠিত হইল স্থির হইল গত বার্ষিক অধিবেশনের সময় উপনয়ন কার্য্যে ব্রতী হওয়ার জন্য তাঁহাকে ৫৲ টাকা পুনরায় দেওয়া হইবে।

(ঙ) দিনাজপুর-রাজবাটী হইতে শ্রীযুক্ত বিজেন্দ্রনারায়ণ ঘোষবর্ম্মার পত্র পঠিত হইলে স্থির হইল কায়স্থসভার ভূতপূর্ব্ব সভাপতিগণের ছবি সংগ্রহ করিবার চেষ্টা করা হউক।

(চ) সারদাচরণ স্মৃতিসভার খরচ সম্বন্ধে স্থির হইল যে ঐ স্মৃতিসভার হিসাব লেওয়া হউক এবং ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক শ্রীযুক্ত শরৎকুমার মিত্র মহাশয় ঐ বিলের অন্দরে কত টাকা দিয়াছেন এবং কত টাকা বাকী আছে, তাহা ঐ বিলের পৃষ্ঠে লিখিয়া জানাইলে বাকী টাকা পাওনা থাকিলে দেওয়া হউক।

(ছ) সম্পাদক মহাশয় জানাইলেন কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি সম্পাদককে মাসিক ২৫০৲ শত টাকা পর্য্যন্ত ব্যয় করিবার অনুমতি দিয়াছেন। গত চারি মাসের নির্দ্দিষ্ট ১০০০৲ টাকার স্থলে ৪৮৮৲ টাকা মাত্র খরচ হইয়াছে। কিন্তু ৭ মাসের কাগজের দাম ও ছাপাই খরচ খাতে অনেক টাকা বাকী আছে। আগামী আশ্বিন মাসে ঐ সকল টাকা পরিশোধ করিতে হইবে। তাহাতে ৮০০৲ শত টাকার উপর খরচ হইতে পারে। স্থির হইল সম্পাদক মহাশয় কাগজ, ছাপাই, ডাকব্যয়, বেতন ও প্রচার বাবত আশ্বিন মাসে ৮২৫৲ টাকা পর্য্যন্ত খরচ করিতে পারিবেন।

সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া রাত্রি ৮টার সময়ে সভাভঙ্গ হইল।

(স্বাক্ষর) শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদক

(স্বাক্ষর) শ্রীমণীন্দ্রচন্দ্র সিংহ সভাপতি

বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভা

ঊনবিংশ বার্ষিক কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির বিশেষ অধিবেশন

১লা আশ্বিন, শুক্রবার, ১৭ই সেপ্টেম্বর অপরাহ্ণ ৬টা।

৩৪ নং শ্যামপুকুর ষ্ট্রীট, কুমার মন্মথনাথ মিত্র বাহাদুরের ভবনে।

উপস্থিত—

শ্রীযুক্ত কুমার মন্মথনাথ মিত্র বাহাদুর (সভাপতির আসনে)

" জ্ঞানেন্দ্রনাথ মৌলিক
" দয়ালচন্দ্র বসু
" রসিকলাল দেববর্ম্মা
" গিরিশচন্দ্র বসুবর্ম্মা
" বিধুভূষণ সরকার
" কুমার অসীমকৃষ্ণ দেব বাহাদুর
" সরলচন্দ্র অগ্নিহোত্রী

শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন
" নিবারণচন্দ্র চৌধুরী
" প্রেমানন্দ সিংহ
" মৃণালকান্তি ঘোষবর্ম্মা
" সূর্য্যকুমার গুহবর্ম্মা
" নগেন্দ্রনাথ বসুবর্ম্মা (সম্পাদক)

সভাপতি মহাশয় অনিবার্য্য কারণে উপস্থিত হইতে না পারিয়া যে পত্র লিখিয়াছেন সম্পাদক মহাশয় তাহা পাঠ করিলেন। তৎপর তাঁহার প্রস্তাবে এবং গণপতি বাবুর সমর্থনে সর্ব্ব সম্মতিক্রমে কুমার শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মিত্র বাহাদুর অদ্যকার সভার সভাপতি মনোনীত হইলেন।

১ম প্রস্তাব। সম্পাদক মহাশয় কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির গত মাসিক অধিবেশনের কার্য্য বিবরণ গ্রহণার্থ উপস্থিত করিলেন। স্থির হইল এই বিশেষ অধিবেশনে উহা পঠিত বা গৃহীত না হইয়া আগামী মাসিক অধিবেশনে উহা উপস্থিত করিতে হইবে।

২য় প্রস্তাব। সারদাচরণ আর্য্যবিদ্যালয়ের পরিচালন সম্বন্ধে শাখাসমিতির মন্তব্য সম্পাদক মহাশয় উপস্থিত করিলেন। শাখাসমিতির মন্তব্য এই—

গত ১৩ই আষাঢ় কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির অধিবেশনে সারদাচরণ আর্য্য-বিদ্যালয় পরিচালন সম্বন্ধে কর্ত্তব্য অবধারণের জন্য যে শাখাসমিতি গঠিত হয়, গত ৩১শে আষাঢ়, ২৯শে শ্রাবণ ও ২রা ভাদ্র শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের বাড়ীতে তাহার তিনটী অধিবেশন হইয়াছে। শেষ অধিবেশনে শাখাসমিতি বিদ্যালয় পরিচালন সম্বন্ধে নিম্নোক্তরূপ মন্তব্য স্থির করিলেন :—

(১) দেখা যাইতেছে স্বর্গীয় সারদাচরণ মিত্র মহাশয় ১৯১৫ সালের নবেম্বর মাসে বঙ্গদেশীয় কায়স্থসভার অনুকূলে একদানপত্র সম্পাদন করিয়া সভাকে বিদ্যালয়ের সম্পূর্ণ স্বত্বাধিকার ও পরিচালনভার অর্পণ করিয়াছেন এবং বঙ্গ-

দেশীয় কায়স্থসভাও উক্ত দান গ্রহণ করিয়াছেন ; অতএব এই শাখাসমিতি স্থির করিতেছেন যে উক্ত দানপত্রের মর্ম্মানুসারে কায়স্থসভা কর্ত্তৃক হইতে বিদ্যালয় পরিচালিত হওয়া আবশ্যক।

(২) কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির বৈশাখের অধিবেশনে বিদ্যালয়ের আর্থিক অবস্থাদি অনুসন্ধানের জন্য শ্রীযুক্ত অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক, মৃণালকান্তি ঘোষ ও কিরণ-চন্দ্র দত্তমহাশয়গণকে লইয়া যে শাখাসমিতি গঠিত হয় তাহার মন্তব্য, বিদ্যালয়ের সম্পাদক শ্রীযুক্ত শরৎকুমার মিত্র বর্ম্মা, তদুত্তরে যে পত্র লিখিয়াছেন তাহা এবং বিদ্যালয়কমিটির গঠন ও কর্ত্তব্য বিষয়ক বর্ত্তমান নিয়মাবলী আলোচনা করিয়া এই কমিটি স্থির করিতেছেন যে নিম্নলিখিতরূপ নিয়মে বিদ্যালয়কমিটি গঠিত ও পরিচালিত হওয়া আবশ্যক।

শাখা-সমিতির নির্দ্ধারিত নিয়মাবলী অদ্যকার কার্য্যনির্ব্বাহক সভা কর্ত্তৃক স্থল-বিশেষে সংশোধিত হইয়া যেরূপ স্থিরীকৃত হইল তাহাই নিম্নে প্রদত্তহইতেছে :—

The Saradacharan Aryan Institution
Constitution and Rules of the
Committee of Management.

1. The Committee shall consist of 11 members including the President and the Secretary.

2. Only Kayasthas who are members of the Bangadeshiya Kayastha Sabha and Brahmans fully supporting the objects of the Bangadeshiya Kayastha Sabha shall be entitled to be members of the Committee.

3. The President of the Bangadeshiya Kayastha Sabha shall be the President ex-officio of the Committee. Besides the President five members of the Committee and the Secretary shall be elected by the Executive Committee of the Bangadeshiya Kayastha Sabha.

4. Two teachers of the school including the Head master shall be elected as members of the Committee by the teaching staff of the school. One of the heirs of late Babu Saradacharan Mitra and the attending

physician of the hostel attached to the school shall also be members of the Committee.

5. All members except the President shall hold office for three years. Any member who has acted against the objects or interests of, or turned hostile to, the Bangadeshiya Kayastha Sabha or any ordinary member who has not attended four consecutive meetings of the Committee without assigning any reason, shall cease to be a member.

6. Interim vacancies caused by resignation or death or under the proviso to rule 2 or 6, shall be filled up by election by the Executive Committee of the Bangadeshiya Kayastha Sabha except that in case of vacancy of a teacher member, the teaching staff shall asked to recommend another in his place and the Committee shall accept that recommendation provided it does not clash with the proviso to rule 2 or 6.

7. Five members of the Committee shall form a quoram. All questions shall be decided by majority of the votes of the members present, the President of the meeting having the power to give a casting vote.

8. The School Committee shall usually meet once every month. To convene a meeting of the Committee at least 3 clear days' notice shall be given to all the members and all the important items of business shall be mentioned in the agenda.

9, The control of the school (including the hostel,) its establishment, course of study and expendi ture is vested in the Committee subject to the rules, regulations and orders of the University and the instructions of the Executive Committee of the Banga deshiya Kayastha Sabha that may be communicated to the Committee from time to time,

10. The Committee shall have power to

(a) appoint, grant, leave to or dismiss teachers,

(b) increase or reduce the pay of a teacher or a servant,

(c) take special action against a pupil,

(d) select text-books and define the course of study.

(e) sanction all necessary expenditure except that for the payment of salaries to teachers and servants.

(f) grant freeship or studentship at reduced fees up to 5 p. c. of the total number of students in the school.

11. The School Committee will be able to modify any existing rule or to add a new rule with the previous sanction of the Executive Committee of the Bangadeshiya Kayastha Sabha.

12. The Secretary shall have power

(a) to spend any amount up to Rs. 25 on any item without the previous sanction of the Committee.

(b) to sanction the payment of monthly salaries to teachers and servants after being satisfied as to the correctness of the bill.

(c) to grant leave to teachers when the leave does not exceeed 3 days at a time including a Sunday or a holiday, and does not exceed 8 days' casual leave in the first half of the year and 7 days' in the second half of the year.

(d) to excuse a fine or a portion thereof at his discretion.

13. It shall be the duty of the Secretary

(a) to carry out the orders of the Committee

(c) to see that the rules and orders of the University, the Director of Public Instruction and the

Inspector of Schools and the instructions that the Executive Cemmittee of the Bangadeshiya Kayastha Sabha may communicate to him from time to time are fully and strictly carried out.

(d) to see that the accounts of the school are correctly and systematically kept, that an abstract statement of account is prepared at the end of every month to be submitted in the next monthly meeting of the Committee and that the accounts of every month are duly audited within the first week of the next month by an auditor appointed by the Commitee.

(e) to send to the Secretary of the Bangadeshiya Kayastha Sabha a copy of the audited abstract statement account of every month within 15 days of the next month,

(f) to send to the Secretary of the Bangadeshiya Kayastha Sabha annual report about the affairs of the school for the year ending 31st March within the first week of April of every year for submission to the annual meeting of the Sabha or in the event of the annual meeting of the Sabha taking place earlier, at least, 5 days before the date fixed for the meeting.

(g) or supply any further information regarding the school that the Executive Committee of the Kayastha Sabha may want from time to time,

(h) to keep the funds of the school in the postal savings bank or any other bank selected by the school committee in his official capacity, a permanent advance of Rs. 50 being taken by him to meet contingencies.

(i) to pay the salaries of the teachers and servants of the school for every month on or before the tenth day of the next month and to obtain sanction of the Committee for all extraordinary expenditure.

(j) to convene the ordinary monthly meetings of the Committee and to keep records of the proceedings of the Committee.

14. It will be the duty of the Head Master

(a) to maintain strict discipline in the school.

(b) to try to improve the quality of teaching and the efficiency of the teachers

(c) to grant admission to Hindu students only with due regard to the transfer rules of the Education Department.

(d) to see that the attendance registers of the pupils as well as of the teachers are properly kept, that school fees are duly realised and correctly entered into the fee-realisation books and that the clerks of the school do their office work and keep the accounts properly.

(e) to render whatever assistance may be required of him by the Secretary in the management of the school,

(f) to supply any information regarding the school to the School Committee or to the President of the Committee whenever required,

(g) to act up to the instructions of the University and other authorities regarding the improvement of teaching and management of the school and the hostel.

(h) to give every facility for inspection of the classes, registers and accounts of the school to inspecting officers of the University and the Education Department and those whom the Executive Committee of the Bangadeshiya Kayastha Sabha may depute for the purpose from time to time.

(i) to transmit to the secretary the daily collections from fees etc in the course of the day, or in case of any inconvenience, the next day.

15. The President shall conduct the deliberations of the Committee and have powers :

(a) to supervise every detail of the administration of the school.

(b) to call an extraordinary meeting of the Committee when he may think it necessary, or on the requisition of at least 5 members of the Committee.

(c) to refer any matter of vital importance to the school to the Executive Committee of the Bangadeshiya Kayastha Sabha for final decision.

16. An honorary joint or assistant secretary shall be appointed by the School Committee from amongst the members of the Committee who shall do the duty of the Secretary during his absence and any other duty that may be delegated to him by the Committee.

17. There shall be a Superintendent of the school to be appointed by the School Committee whose duty will be to look after the management of the hostel, accommodation of the classes and the furniture library and other equipments of the school. He shall do his work according to the direction of the Committee and in consultation with the Secretary and the Head Master.

উক্ত ১৭টী নিয়ম গৃহীত হইলে স্থির হয় যে আগামী কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির অধিবেশনে এই নিয়মগুলি বিধিবদ্ধ হইয়া ৩য় নিয়মানুসারে স্কুল কমিটীর সম্পাদক সহ ৬জন সভ্য মনোনীত হইবেন এবং আর যাহা করা আবশ্যক তাহাও স্থির হইবে।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ প্রদানান্তে রাত্রি সাড়ে আট ঘটিকার সময় সভা ভঙ্গ হয়।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু
সম্পাদক।

শ্রীমণীন্দ্রচন্দ্র সিংহ
সভাপতি।

শ্রীযু: [redacted]
19.12.'20

কায়স্থ-পত্রিকা

অগ্রহায়ণ, ১৩২৭ } নবপর্য্যায় ১১শ খণ্ড, ৮ম সংখ্যা

মুকুন্দ দত্ত।

শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার সেন গুপ্ত "চক্রপাণি দত্ত" পুস্তকে "মুকুন্দ দত্ত" সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহাতে সাধারণ লোক ভ্রমে পতিত হইবে বিবেচনায় আমরা উহার প্রতিবাদ করিতে বাধ্য হইলাম। চট্টগ্রামে কায়স্থ ও বৈদ্য জাতির মধ্যে পূর্ব্বে বৈবাহিক আদান-প্রদান প্রচলিত ছিল। চক্রশালা ছনহরা গ্রামের প্রাচীন দত্ত-বংশেও পূর্ব্বোক্ত বৈবাহিক প্রথার অন্যথা হয় নাই। তাঁহাদের কুলজীতে দেখা যায় মুকুন্দ বাসুদেব দত্তের ছোট ভাই, "ছোট ঠাকুর" নামে পরিচিত ছিলেন। ব্যাকরণ ও কবিরাজী শিক্ষার জন্য ইনি নবদ্বীপে অবস্থিতি করিতেন।

"ব্যাকরণ, কবিরাজী পড়িবার তরে,
ভাইয়েরে পাঠাইয়া দিলা নদীয়া নগরে।"

তিনি যখন বিদ্যাশিক্ষার্থে মনোযোগী হইয়াছিলেন, তখনও বুঝিতে পারেন নাই যে, কালে তিনি জাতির বন্ধন ছিন্ন করিয়া পরমভাগবত বৈষ্ণব হইবেন। তিনি কখনও আপনাকে বৈদ্য বা অম্বষ্ঠ বলিয়া পরিচয় দিয়াছিলেন এই কথা সম্ভবপর বলিয়া বিবেচিত হয় না। তাঁহার মৃত্যুর পর কোন কোন বৈষ্ণব-গ্রন্থকার যদি তাঁহার পূর্ব্বাবস্থা অর্থাৎ কবিরাজী-শিক্ষার কথা এবং তাঁহার কোন বৈদ্য কুটুম্বের কথা মনে করিয়া তাঁহাকে বৈদ্য বা অম্বষ্ঠ বলিয়া লিখিয়াও থাকেন, তাহা প্রামাণ্য নহে, অনুমানমূলক মাত্র। চট্টগ্রামের কোনও বৈদ্য-সন্তান ছনহরার এই দত্তগণকে বৈদ্য বলেন না, মুকুন্দের বংশধরগণও আপনাদিগকে বৈদ্য বলিয়া পরিচয় দেন না, তাঁহারা আপনাদিগকে চিরকাল কায়স্থ বলিয়াই জানেন।

দের পূর্ব্বপুরুষ, কুলজী-লেখক নিজে আপনাকে দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থের সেকেলে উপাধি "মোর নাম দাস দত্ত শ্রীবিজয়রাম" লিপি করিয়াছেন। আবার "অম্বষ্ঠ" বা "বেজ" বলিয়া এ দেশের কোন বৈদ্যও কোন কালেও আপনাদের পরিচয় দেন নাই। সুতরাং যদি কোন কোন বৈষ্ণব-গ্রন্থে মুকুন্দকে অম্বষ্ঠ বা বেজ বলিয়া লিখিত হইয়া থাকে উহা কেবল তত্তৎ গ্রন্থকারের ভ্রান্ত অনুমান মাত্র। বসন্ত বাবু পূর্ব্বে "বৈদ্য-জাতির ইতিহাসে" কৃষ্ণাত্রেয় গোত্রীয় রামানন্দ দত্তের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নাম মুকুন্দ দেখিয়া তাঁহাকে একবারে প্রেমাবতার মহাপ্রভুর শরণাপন্ন করাইলেন। কানুনগোপাড়া-নিবাসী এই মুকুন্দ শ্রীখণ্ড-নিবাসী মুকুন্দ হইতে পৃথক্ ব্যক্তি বলিয়া লোকের চক্ষে ধূলি দিয়া দেখাইলেন যে এই মুকুন্দই চৈতন্য মহাপ্রভুর পার্ষদ ছিলেন। কিন্তু এই বংশীয়গণের কুলজী মতে রামানন্দের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মুকুন্দ হইতে মাত্র ৬।৭ পুরুষ অতীত হইয়াছে। অতএব এই মুকুন্দ মহাপ্রভুর লীলাসংবরণের অন্যূন দেড়শত বৎসরের পরবর্ত্তী হইবেন। উপন্যাস ব্যতীত ইতিহাসে এইরূপ গল্প শোভা পায় না। এই কৃষ্ণাত্রেয় দত্তগণকেও তিনি বৈদ্য বানাইয়াছেন, কিন্তু ইঁহারাও জাতিতে কায়স্থ। এই দিকে সুবিধা করিতে না পারিয়া যখন তিনি দেখিতে পাইলেন বাসুদেব দত্তের কনিষ্ঠ মুকুন্দ দত্ত চক্রশালা (ছনহরা)-বাসী, তখন "চক্রশালী দত্তে" সুর বদলাইয়া বলিতেছেন, মহাপ্রভুর পার্ষদ মুকুন্দ দত্ত ছনহরার দত্তবংশী বটে, কিন্তু তিনি জাতিতে বৈদ্য ছিলেন। চক্রশালা সাতপাড়ার মধ্যে ছনহরা গ্রামের দত্ত-বংশ প্রাচীন ও সম্ভ্রান্ত, ইঁহাদের জমিদারী আছে, বাটীতে সেই পুরাতন আখেড়ায় লক্ষ্মী-গোবিন্দ-বিগ্রহ ও সপ্তদশ শালগ্রামশিলাচক্র পূজিত হইয়া আসিতেছেন। মুকুন্দ দত্তের নামে দুইটি পুকুরও আছে। ইঁহারা কায়স্থ। কয় দিন হইল মিষ্টার (পরে স্যর) এলেন এই দত্ত-বংশ সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহা উদ্ধৃত করিলাম :—

"Among the old Kayastha families are the Dattas of Chhanahara in Patia. They originally came to Chittagong from south-west Bengal (Dakshin Rarh) early in the 16th century."

আমরা নিত্যানন্দ দাসের প্রেমবিলাস গ্রন্থ দেখিয়াছি। উহা ভক্তি-গ্রন্থ, ঘটককারিকা বা জাতীয় গ্রন্থ নহে। জাতির পরিচয় দেওয়ার জন্য প্রেম-বিলাস গ্রন্থ রচিত হয় নাই। মূল গ্রন্থের পাঠ এইরূপ :—

(ক) "চট্টগ্রাম দেশে চক্রশালা গ্রাম হয়,
সম্ভ্রান্ত দত্ত তাহে বসতি করয়।
সেই বংশে জন্ম নিলা দুই ভাগবত,
শ্রীমুকুন্দ দত্ত আর বাসুদেব দত্ত।
দুই কৃষ্ণ ভক্ত জানে সর্ব্বজন,
বাসুদেব জ্যেষ্ঠ মুকুন্দ কনিষ্ঠ হন।
দুঁহে আসি নবদ্বীপে করিলেক বাঁস,
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভুর দুই প্রিয় দাস।"

আবার এই গ্রন্থে অন্যত্র—

(খ) "শ্রীমুকুন্দ দত্ত আর বাসুদেব দত্ত,
উভয়ের বিবরণ হইল প্রদত্ত।
বাসুদেব দত্তের মহিমা অপার,
জীবের লাগিয়া চায় নরক ভুগিবার।"*

সকলেই জানেন বৈষ্ণবেরা কখনও জাতির পরিচয় দেন না; বৈষ্ণবের জাতির পরিচয় জিজ্ঞাসাও মহাপাপ। কিন্তু বসন্ত বাবু উপরোক্ত (ক) চিহ্নিত উদ্ধৃত অংশে, "সম্ভ্রান্ত দত্ত তাহে বসতি করয়।" স্থলে "সম্ভ্রান্ত দত্ত অম্বষ্ঠ তাহে বসতি করয়" লিখিয়াছেন। যাহার ছন্দোজ্ঞান আছে তিনিই বুঝিতে পারিবেন "অম্বষ্ঠ" শব্দটী ইচ্ছাপূর্ব্বক সংযোগ করা হইয়াছে। কিন্তু একবার "অম্বষ্ঠ" শব্দ প্রয়োগ করিয়া তাঁহার সাধ পূর্ণ হইল না। উল্লিখিত (খ) চিহ্নিত উদ্ধৃতাংশে "শ্রীমুকুন্দ দত্ত আর বাসুদেব দত্ত" স্থলে "অম্বষ্ঠ মুকুন্দ ও আর বাসুদেব দত্ত" এইরূপ লিখিয়াছেন, "শ্রী"র স্থলে "অম্বষ্ঠ" ও "দত্ত" শব্দের "দ" লোপ করিয়া তৎপর "ত্ত" স্থলে "ও"। আবার "ও" এই অব্যয়ে তৃপ্ত না হইয়া "আর" শব্দ দিয়া যেন তেন প্রকারেই কার্য্য-সিদ্ধির চেষ্টা করিয়াছেন। "ও" এবং "আর" এই দুই অব্যয় এক সঙ্গে ব্যবহার দেখিলে ঐ পদে যে লিপিকারকের বা বসন্ত বাবুর ইচ্ছাকৃত কারিকুরি রহিয়াছে তাহা বুদ্ধিমান পাঠক অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন। মুক্তাগাছার রাজবৈদ্য দেবীপ্রসাদ দাস কবিরত্ন হইতে উমেশ বিদ্যারত্ন কর্ত্তৃক সংগৃহীত হিন্দুস্থানী বয়াত বসন্ত বাবু তদীয় বৈদ্য-জাতির ইতিহাসে ২০৪ পৃষ্ঠায় অন্য আকারে মুদ্রিত করিয়া

* (খ) চিহ্নিত অংশের "শ্রীমুকুন্দ দত্ত আর বাসুদেব দত্ত" এই পঙ্‌ক্তি অবিকল (ক) চিহ্নিত অংশের মধ্যেও দেখিতে পাইবেন। প্রাচীন কবিগণের গ্রন্থে এই দৃষ্টান্ত বিরল নহে।

"ফুটনোটে" বলিয়াছেন—বিদ্যারত্নের উদ্ধৃত কবিতায় ও তাঁহার প্রকাশিত কবিতায় দুইস্থলে পার্থক্য আছে। আমরাও বলি প্রাচীন অনেক পুথির এইরূপ দুরবস্থা হইয়াছে। বসন্ত বাবুর "জ্যেষ্ঠতাত প্রবীণ কুলজ্ঞ" ও "পণ্ডিতকুলবরেণ্য মহাত্মা বিদ্যারত্নে"র মধ্যে একজন নিশ্চয়ই কোন না কোন স্বার্থে হিন্দুস্থানী বয়াতী পাঠান্তর করিয়া থাকিবেন। বসন্ত বাবু অথবা লিপিকারক কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য যে এই পরিবর্ত্তন ঘটান নাই তাহা কে নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারে। আমরা প্রেম-বিলাসের যে পাঠ দেখাইয়াছি তাহা হইতে বসন্ত বাবুর লিখিত দুইস্থলে পার্থক্য দেখিয়া পাঠকগণ আমাদের উক্তির সত্যাসত্য নির্ণয় করিবেন। "কায়স্থ পত্রিকা" ও "সাহিত্যপরিষৎ পত্রিকা" চক্রশালাবাসী মুকুন্দ দত্তকে কায়স্থ লিখিয়া সত্যের অপলাপ করেন নাই। দেখা যায় বৈদ্য লেখকগণ অনেকেই সত্যের অপলাপ করিয়া জাতীয় মান বাড়াইতে ব্যাকুল। ইহা কি সঙ্গত?

শ্রীনগেন্দ্রলাল চৌধুরী দেববর্ম্মা।

কেরাণীর ডায়েরী।

হাঁপাইতে হাঁপাইতে যখন কালীঘাটের মোড়ে ট্রামের আশায় আসিয়া দাঁড়াইলাম, দেখিলাম বড় ভিড়, আমার মত অনেকেই দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া ট্রাম আসিয়াছে কিনা দেখিতেছেন। এর তার মুখে গুজব শুনিলাম ট্রাম-চালকেরা ধর্ম্মঘট করিয়াছে। কি সর্ব্বনাশ! তবে কি ট্রাম আসিবে না? বুকের ভিতর ধ ওয় করিয়া কাঁপিয়া উঠিল, অফিসের গোল ঘড়ির বড় কাঁটা যেন আমার চোখে সম্মুখে বন্ বন্ করিয়া ঘুরিতে লাগিল, সাহেবের গম্ভীর বদনে ঘড়ির প্রতি অঙ্গু নির্দ্দেশ যেন চোখের উপর দেখিতে পাইলাম। ট্রামের অপেক্ষা করিব অফিস অভিমুখে ছুটিব ভাবিতেছি, এমন সময় পাশের দোকানের ঘড়াতে টং করিয়া নয়টা বাজিল। কি সর্ব্বনাশ, নয়টা! অফিসের দিকে দিগ্বি জ্ঞানশূন্য হইয়া ছুটিলাম।

হায়রে! আমার পা দু'খানি যে কংগ্রেসের বহু পূর্ব্ব হইতেই "নন-কো অপারেশন্" ব্রত গ্রহণ করিয়াছিল তাহা বুঝিতে পারি নাই। কিছু দূর গি যে একেবারে অবাধ্য হইয়া পড়িল, চাকুরীর দায় পেটের দায় বহুবিধ বা শাস্তির ভয় দেখাইলাম, কিন্তু এক পাও আর নড়িতে রাজি হইল না।

রাস্তার ধারের একটা গাছতলায় হতাশ ভাবে দাঁড়াইলাম। ভোঁ ভোঁ করিয়া টেক্সি ছুটিতেছিল, চাহিয়া দেখিলাম আমারই সমব্যবসায়ীর দল আজ অনেকেই তাহাতে চড়িয়াছেন। আমি হতাশে পকেটে একবার হাত দিলাম, কারণ পকেটের অবস্থা আমার জানা ছিল। কিন্তু পকেটে হাত দিয়া বিস্মিত হইলাম। আমার ট্রামভাড়ার পয়সা কয়েকটি গৃহিণী তাহাতে নিয়মিত রাখিতেন, আজ তাহার সহিত অতিরিক্ত একটি টাকা। আমি উল্লাসে উৎফুল্ল হইয়া উঠিলাম, এবং তখনি একখানি টেক্সি দেখিয়া হাত তুলিলাম। সে বোধ হয় আমার পরিচ্ছদ দেখিয়া গ্রাহ্য করিল না, চলিয়া গেল। আতঙ্কে, ক্রোধে আমি অধীর হইয়া উঠিলাম। আবার ভোঁ ভোঁ। এই বারের টেক্সিখানি থামিল।

আমি তাড়াতাড়ি টেক্সিতে উঠিয়া পড়িলাম। চালক আমাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়াই চলিল। আমি হাত পা ছড়াইয়া ঝুপ্ করিয়া গদির উপর বসিয়া পড়িলাম। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া চোখ বুজিয়া থাকিয়া অফিসের ঠিকানা বলিলাম। কিছুক্ষণ পরেই মটর অফিসের দরজায় গিয়া দাঁড়াইল। এইবার মিটারের দিকে চাহিয়া দেখিলাম, কি সর্ব্বনাশ! একটাকা চৌদ্দ আনা উঠিয়াছে। কৃপাবান্ অফিসের দরোয়ানের নিকট দৈনিক এক আনা সুদে এগার আনা পয়সা ধার করিয়া টেক্সি বিদায় দিলাম। বলা বাহুল্য ট্রামের তিন আনা ও একটি টাকা আমার ছিল। তার পর তাড়াতাড়ি অফিসে ঢুকিলাম।

এত করিয়াও পনর মিনিট লেট্। সাহেব আঙ্গুল দিয়া ঘড়ি দেখাইলেন। তাহার সম্পূর্ণ অর্থ বুঝিতে বিলম্ব হইল না। সে দিন আর খাতায় আমার নামে হাজিরা উঠিবে না।

ভারাক্রান্ত হৃদয়ে সমস্তদিন গাধার খাটুনি খাটিয়া পাঁচটার সময় মুক্তি হইবে ভাবিতেছি এমন সময় সাহেবের ডাক পড়িল। এ ডাকের অর্থ জানিতাম। আজ সাতটা পর্য্যন্ত নিস্তার নাই।

অফিসের নিয়মানুসারে পাঁচ মিনিট লেট হইলেই সে দিনের হাজিরা বন্ধ, অথচ এই অতিরিক্ত পরিশ্রমের জন্যও কিছুই ধরিয়া দেওয়া হয় না। অফিসের বড় বাবু বলেন সব জিনিসের কাণ্ড আছে, অতএব এটাও কাজের কাণ্ড। আমার মত নফরের ওজর নাই। সাতটা পর্য্যন্ত বেগার দিয়া ছুটি পাইলাম। অফিসের দরোয়ানের নিকট পুনরায় ছয়টি পয়সা হাওলাত করিয়া ট্রাম অভিমুখে আসিলাম। হায় এ বেলাও ট্রাম বন্ধ।

পরিশ্রমে মাথা ঝিম্ ঝিম্ করিতেছিল, চারিদিক অন্ধকার দেখিলাম—কোথায় অফিস আর কোথায় কালীঘাট। একবার হতাশভাবে বড় রাস্তার দিকে চাহিলাম, সারি সারি গ্যাসের আলো, তাহার পরেই একটা বিরাট অন্ধকার। তাহার ওধারে আর দৃষ্টি চলে না। তাহারি ভিতর কালীঘাটের এঁদো গলির মধ্যে আমার ভাঙ্গা ভাড়াটিয়া একতলা বাড়াতে শতছিন্নবস্ত্রপরিহিতা এক অকাল-বৃদ্ধা যুবতী ছিন্ন কাঁথার উপর দুইটি শিশুকে শোয়াইয়া একটি ব্যাধিগ্রস্ত সাত বৎসরের শিশু পুত্রের শিয়রে বসিয়া ব্যাকুলভাবে বার বার ভগ্নদ্বারের দিকে চাহিতেছে।

নিস্তব্ধ পল্লী, যে যাহার বিছানায় শুইয়া পড়িয়াছে। কাহারও নিকট সন্তানের পীড়ায় একটা সান্ত্বনা বাক্যের আশা নাই। পথ্য নাই—ঔষধ নাই। অভাগিনী জননীর নিজের স্বাস্থ্যও নাই। সেই বিরাট অন্ধকারে আমার গৃহের নিত্যদৃষ্ট সকরুণ দৃশ্যটি ভাসিয়া উঠিল।

আমি গৃহ অভিমুখে ছুটিলাম। পা চলে না, শ্রান্ত ক্ষুধাতুর চিন্তাজীর্ণ দেহ প্রতিপদে ঢলিয়া পড়িতে লাগিল। একটা হোচটেরও বুঝি ভর সহে না। পতনের সঙ্গে সঙ্গেই নিশ্চিত মৃত্যু। তথাপি আমি চলিতে লাগিলাম। মনে হইতে লাগিল আমার পূর্ব্ব পুরুষ একদিনে ষোল ক্রোশ রাস্তা হাটিয়া গ্রামের বাড়ীতে যাইতেন। তাহাতেও তাঁহাদের শ্রান্তি ছিল না, অবসাদ ছিল না। স্বগৃহে গাভী পালন আর ধানী জমির তদ্বির। "দুধে ভাতে থাকিবেক তোমার সন্তান"—অন্নদার এই মঙ্গল আশীর্ব্বাদ তখন পল্লীরাণীর শ্যামল অঞ্চলশীর্ষে চিরোজ্জ্বল হইয়া থাকিত। শান্তি স্বাস্থ্য উদারতা সহানুভূতিতে বঙ্গের প্রতি পল্লী পূর্ণ ছিল। বাল্যের কথা মনে পড়িতে লাগিল; আর আজ বৎসরে একদিন দুধের মুখ দেখি না; শিশুপুত্র দুধ পায় না, রুগ্নপুত্রের দুধের জন্য গয়লার হাতে পায়ে ধরিয়া জলদুধ টাকায় তিন সের ধারে কিনিতে হয়। শৈশবের আরও কত কথা মনে পড়িতে লাগিল। সন্ধ্যার পর আমাদের বৈঠকখানায় কত লোক আসিয়া বসিত। সকলেই প্রফুল্ল। প্রাণখোলা উচ্চহাসিতে বৈঠকখানা মুখরিত হইয়া উঠিত। পল্লীললনাগণের পবিত্রতায়, বার-ব্রত-নিষ্ঠায়, আপ্যায়নে, নিমন্ত্রণে, উৎসবে, ব্যসনে যে একটা প্রাণের সাড়া পাইতাম, এই শকটচক্রমুখর জনপূর্ণ রাজপথে, কই সে প্রাণ ত দেখিতে পাই না। আজ মনে হইতে লাগিল কুক্ষণে পিতাঠাকুর চাকুরী লইয়াছিলেন, কুক্ষণে আমাকে লেখা-পড়া শিখাইয়াছিলেন। যাহা ভুলিয়া যাহা শিখিলাম, তাহার বিনিময়ে যাহা পাইলাম, সেসে কত সামান্য, কত হেয় ভাবিয়া অন্তর ঘৃণায় ধিক্কারে পূর্ণ হইতে লাগিল। সামান্য

বেতনের প্রলোভনে নিত্যনূতন অপমান, তথাপি দুই বেলা পেট ভরিয়া নুন ভাত জুটে না। তথাপি কি ভ্রান্ত অধীনতা, কি বীভৎস অভ্যাস, কলিকাতার ধূলা ও ড্রেণের গন্ধের উপর কি অপরিসীম মমতা; স্বাধীন জীবিকার প্রতি কি ভয়, কি আতঙ্ক! গুটি পোকার মত নিজের জালে নিজে জড়াইয়া নিজেকে শৃঙ্খলের উপর শৃঙ্খলিত করিতেছি। জীবনের গতি পরিবর্ত্তনের সাহস নাই, উৎসাহ নাই, বুঝি বা সে ইচ্ছা মনে আনিবার শক্তিও নাই। সে দিন গ্রামের রামধন পোদ দেখা করিতে আসিয়াছিল। কি বলিষ্ঠ, সুঠাম, সুকৃষ্ণ দেহ, মুখে কি উল্লাস কি আনন্দ, নগ্নদেহের কি সৌন্দর্য্য! এই ছিন্ন মলিন জামার অন্তরালে কঙ্কালাবশিষ্ট জীর্ণ দেহখানি ঢাকিয়া অভাবের অন্তর্দাহে জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিতেছি, তথাপি কায়েতের ছেলে বলিয়া গৌরব, চাষীর প্রতি অবজ্ঞা। হায়রে! সে যে তবু দু বেলা স্বাধীন ভাবে, পরের মুখ ঝাঁমটা না খাইয়া নিজের কুঁড়েঘরে নিজের শ্রমের অন্ন খায়, অঋণী, অপ্রবাসী, শান্তিতে নিদ্রা যায়। *

পিপাসায় কণ্ঠ শুকাইয়া আসিতেছিল। সম্মুখেই একটা সরবতের দোকান, এক নিশ্বাসে চার পয়সার সরবত পান করিয়াও তৃষ্ণা নিবারণ হইল না, অথচ এক আনা পয়সা খরচ হইয়া গেল। বহু কষ্টে দুই তিন ঘণ্টায় বাড়ী গিয়া পৌঁছিলাম। গৃহিণী ব্যগ্রকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন "খোকার ঔষধ এনেছ? আজ জ্বর বড় বেড়েছে।" মুহূর্ত্তে আমার পকেটের টাকার কথা মনে পড়িল। হায় কি সর্ব্বনাশ করিয়াছি! অফিসের ভয়ে পুত্রের অসুখের কথা একেবারেই মনে ছিল না। আমি উৎকণ্ঠিত ভাবে বলিলাম "একটা টাকা আছে?" গৃহিণী বিমর্ষ ভাবে বলিলেন "মাস কাবার হ'য়ে এল, টাকাত নাই। দত্ত-গিন্নীর কাছে একটা টাকা ধার করে এনেছিলাম।" আমার মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। আমি ছুটিয়া খোকার কাছে গেলাম, প্রবল জ্বর, হুঁস নেই। ছুটিয়া বাহির হইলাম।

মোড়েই ডাক্তারখানা, নীচে দোকান, উপরে ডাক্তার বাবু সপরিবারে থাকেন। প্রেস্‌ক্রিপ্‌শনখানা বাহির করিয়া কম্পাউণ্ডারকে দিলাম। সে পাঁচ

---

* আমার বিশ্বাস বাঙ্গলার মধ্যবিত্ত ঘরের কায়স্থ যুবকগণ দুর্ব্বহ কেরাণী জীবনের মায়া ছাড়িয়া সুজলা সুফলা শস্য-শ্যামলা বঙ্গভূমির মাটি আকড়াইয়া ধরিলে এবং তাহার উৎকর্ষ-সাধনে ব্রতী হইলে তাঁহারা জীবনে প্রচুর স্বাস্থ্য ও শান্তির অধিকারী হইয়া দেশেরও প্রভূত কল্যাণ করিতে পারেন। লেখক

শিকা দাম হাঁকিয়া ঔষধ তৈয়ার করিতে গেল। আমি বেঞ্চের উপর বসিয়া পড়িলাম। দুশ্চিন্তায়, অবসাদে কেমন করিয়া সময় কাটিয়া গেল জানি না। কম্পাউণ্ডার ডাকিল "মশায়, দামটা দিন অষুধ হয়েছে।" আমার তখন হুঁস হইল। সঙ্গে টাকা নাই; আমি কাতর স্বরে বলিলাম "মহাশয়" অষুধটা দিন, কাল টাকা দিয়ে যাব।" কম্পাউণ্ডার রুক্ষ স্বরে বলিল "সে হবে না, আমাদের ধারে বিক্রী নেই।" আমি অনেক কাকুতি মিনতি করিয়া আমার বিপদ জানাইলাম। কম্পাউণ্ডার ধীর ভাবে সমস্ত শুনিয়া বলিল, "কি কোরব মশাই, মনিবের হুকুম নেই।" সে ঔষধের শিশিটা লইয়া ভিতরের দিকে যাইবার উদ্যোগ করিল, ঠিক সেই সময়ে একজন ঝি আসিয়া বলিল, "মা ওঁকে অষুধ দিতে বল্লেন। অষুধের আর দাম দিতে হবে না।" কম্পাউণ্ডার ঔষধের শিশিটি আমার হাতে দিল। এই অজ্ঞাত মহিলার করুণায় আমার সমস্ত হৃদয় পূর্ণ হইয়া গেল। আমি তাঁহাকে মুক্তকণ্ঠে আশীর্ব্বাদ করিয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিলাম।

সমস্ত রাত্রি স্ত্রীপুরুষ খোকার শিয়রে বসিয়া কাটাইলাম। ভোরে খোকার জ্বর ত্যাগ হইল। গৃহিণী বার বারই আমাকে শুইবার জন্য অনুরোধ করিতেছিলেন, উৎকণ্ঠায় আমি শুইতে পারি নাই। এইবার একটুক বিছানায় গড়াইলাম।

ঘুম ভাঙ্গিয়া দেখি, আটটা বাজে। তাড়াতাড়ি স্নান করিয়া দেখি মা প্রস্তুত। এত উৎকণ্ঠা, অনিদ্রা, পরিশ্রম করিয়াও সাধ্বী সতী আমার অন্নের ব্যবস্থা করিয়াছেন। শ্রদ্ধায় প্রেমে আমার দুই চক্ষু বহিয়া জল পড়িতে লাগিল। সব দুঃখ, সব দৈন্য যেন মুহূর্ত্তে কোথায় মিশাইয়া গেল; ভাবিলাম এই দীন, দরিদ্র কেরাণী জীবনের এই অমিয় উৎস। তাই কেরাণী মরে না, কেরাণী অমর।

শ্রীসুরেন্দ্রনারায়ণ রায়।

রঘুনাথ ও রঘুনন্দন

বাঙ্গালার কথা উঠিলেই প্রথমে নবদ্বীপের নাম মনে পড়ে। বাঙ্গালার পরিচয় নবদ্বীপে। বাঙ্গালীর বিদ্যা-বুদ্ধির ও মস্তিষ্কের নিদর্শন নবদ্বীপ। এমন অবস্থায় বাঙ্গালা বলিতেই যে নবদ্বীপ মনে পড়িবে, ইহাতে আর বৈচিত্র্য কি! সত্য সত্যই নবদ্বীপের বিদ্যাচর্চ্চা, আচার-ব্যবহার ও ধর্ম্মনিষ্ঠা, শুধু বাঙ্গালা কেন, সমগ্র ভারতবর্ষের আদর্শস্থানীয় বলিলে কিছুমাত্র অত্যুক্তি হইবার সম্ভাবনা নাই। এ হেন নবদ্বীপের দুই উজ্জ্বল প্রদীপ—দুই রঘু, একজনের নাম রঘুনাথ, অন্যজনের নাম রঘুনন্দন। প্রথম ব্যক্তি ন্যায়শাস্ত্রে অদ্বিতীয় পণ্ডিত, অপরজন স্মৃতিশাস্ত্রে প্রবীণ। উভয়েই পবিত্র ব্রাহ্মণবংশোদ্ভব। রঘুনাথের এক চক্ষু কাণা ছিল বলিয়া তিনি সাধারণের নিকট কাণারঘু নামে পরিচিত।

কাণারঘু সম্বন্ধে কত প্রবাদ রহিয়াছে। উভয় রঘুকে লইয়া যে প্রবল প্রবাদটি প্রচলিত এখানে সেই কথাটি তুলিব। ইঁহারা বাদসা আকবর সাহের সমসাময়িক লোক। রঘুনন্দন অপেক্ষা রঘুনাথ শিরোমণি বয়সে জ্যেষ্ঠ।

রঘুনাথ নবদ্বীপের মুখপাত্র; নবদ্বীপ বলিতেই রঘুনাথ। রঘুনাথের এমনই প্রতাপ ও প্রসিদ্ধি। তিনি নব্য-ন্যায়ের একরূপ জন্মদাতা; তাঁহার সুখ্যাতি দেশে-বিদেশে বিঘোষিত। কত দেশের কত ছাত্র তাঁহার পাদমূলে বসিয়া অপূর্ব্ব ন্যায় শাস্ত্র শিক্ষা করিতে আসিতেছে। এখন আর মিথিলার সে গৌরব নাই। মিথিলার অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন ছাত্র বাঙ্গালার গৌরব রঘুনাথের প্রভায় নবদ্বীপ ছাড়িয়া ন্যায় শিখিবার জন্য আর কাহাকেও মিথিলার মুখাপেক্ষী হইতে হয় না। যখন রঘুনাথের প্রভাব এতদূর প্রখর তখন রঘুনন্দন ধীরে ধীরে মাথা তুলিতেছেন। তাঁহার প্রতিভা বা বিদ্যাবত্তা স্মৃতিশাস্ত্রে।

রঘুনন্দন যে স্মৃতিশাস্ত্রে একজন কৃতবিদ্য হইয়াছেন, তাঁহার স্মৃতিশাস্ত্রে বহুদর্শন জন্মিয়াছে, ইহা নবদ্বীপে প্রচার হইয়াছে। এমন সময় তিনি তাঁহার অষ্টাবিংশতিতত্ত্ব লিখিলেন। এই অষ্টাবিংশতিতত্ত্ব কি কি তাহা অনেকেই জানেন, তথাপি ঐ তত্ত্বগুলির নাম এখানে সন্নিবেশ করিলাম—

১। তিথিতত্ত্বম্। ২। শ্রাদ্ধতত্ত্বম্। ৩। আহ্নিকতত্ত্বম্। ৪। প্রায়শ্চিত্ততত্ত্বম্। ৫। জ্যোতিস্তত্ত্বম্। ৬। মলমাসতত্ত্বম্। ৭। সংস্কারতত্ত্বম্। ৮। দায়তত্ত্বম্। ৯। শুদ্ধিতত্ত্বম্। ১০। শূদ্রকৃত্যবিচারণতত্ত্বম্।

১১। জলাশয়োৎসর্গতত্ত্বম্। ১২। দিব্যতত্ত্বম্। ১৩। একাদশীতত্ত্বম্। ১৪। উদ্বাহতত্ত্বম্। ১৫। ব্রততত্ত্বম্। ১৬। ব্যবহারতত্ত্বম্। ১৭। বাস্তুযাগ-তত্ত্বম্। ১৮। কৃত্যতত্ত্বম্। ১৯। যজুর্ব্বেদশ্রাদ্ধতত্ত্বম্। ২০। দেব-প্রতিষ্ঠাতত্ত্বম্। ২১। বৃষোৎসর্গতত্ত্বম্। ২২। শ্রীপুরুষোত্তমতত্ত্বম্। ২৩। মঠ-প্রতিষ্ঠাতত্ত্বম্। ২৪। যজুর্ব্বেদিবৃষোৎসর্গতত্ত্বম্। ২৫। দীক্ষাতত্ত্বম্। ২৬। ঋগ্বেদিবৃষোৎসর্গতত্ত্বম্। ২৭। দুর্গোৎসবতত্ত্বম্। ২৮। জন্মাষ্টমী-তত্ত্বম্॥ ইহাই স্মৃতিশাস্ত্রের প্রমাণ-গ্রন্থ। ইহা অবলম্বনে রঘুনন্দন আর একখানি সংস্কারপদ্ধতিও প্রণয়ন করিয়া ভবদেব ভট্টের সংস্কার-পদ্ধতি অপ্রামাণিক বলিয়া প্রকাশ করেন। এইরূপে রঘুনন্দন তাঁহার মত নবদ্বীপে চালাইবার জন্য নিতান্ত উৎসুক হইলেন। কিন্তু তাঁহার কথায় কেহই কর্ণপাত করিলেন না দেখিয়া তিনি চিন্তিত হইলেন। এত শ্রম, এত আশা কি বিফল হইবে? এই চিন্তা তাঁহার প্রবল হইল। এমন সময় তাঁহার পুত্রের উপনয়নকাল উপস্থিত। এই উপলক্ষে তিনি এক অভিনব উপায় উদ্ভাবন করিলেন। তিনি নিজের গ্রন্থমতে পুত্রের উপনয়ন-কার্য্য সম্পন্ন করাইয়া, প্রচলিত প্রথা মত পুত্রকে নবদ্বীপের ব্রাহ্মণ-মণ্ডলীকে নমস্কার করিবার জন্য পাঠাইয়া বলিয়া দিলেন, "বাপু! তুমি নমস্কার করিলে, যাঁহারা তোমায় নমস্কার করিবেন, যাঁহারা নমস্কার না করিবেন বা যাঁহারা যাহা কিছু বলিবেন সে সমুদয় আমার নিকট আসিয়া অবিকল বলিবে।" রঘুনন্দনের অভিসন্ধি হইল, যদি আমার পুস্তকানুযায়ী উপনীত পুত্রকে ব্রাহ্মণ-মণ্ডলী প্রতিনমস্কার করিয়া ব্রাহ্মণ বলিয়া স্বীকার করে, তাহা হইলে আর তাঁহার পুস্তক ও পদ্ধতি অপ্রচলিত থাকিবে না। তিনি এ চাল চালিলেন। তাঁহার এ কিস্তির অর্থ অন্য কোন পণ্ডিতই বুঝিলেন না, বুঝিলেন মাত্র কাণারঘু। বালক সকলকে নমস্কার করিয়া ফিরিয়া আসিয়া পিতাকে বলিলেন যে, সকলেই প্রতিনমস্কার করিয়াছে, কেবলমাত্র বৃদ্ধ রঘু... শিরোমণিকে নমস্কার করিলে, তিনি প্রতিনমস্কার না করিয়া বলিয়াছেন "উভয়... নমস্তাবচ্ছেদকরূপবত্ত্বং নাস্তি।" অর্থাৎ উভয় দিক দিয়াই নমস্য হইবার যোগ্যতা হয় নাই। ইহাতে এই বুঝিতে হইবে যে, যদি ভবদেবের পদ্ধতি ... হয়, তাহা হইলে, তদনুসারে উপনীত না হওয়ায় ব্রাহ্মণ হয় নাই, সুতরাং ন... নয়; আর যদি ভবদেবের পদ্ধতি অশুদ্ধ হয় ও রঘুনন্দনের পদ্ধতি শুদ্ধ হয়... হইলেও নমস্য নয়, যেহেতু যে রঘুনন্দন উপনয়ন দিয়াছেন, তিনি ... ভবদেব মতে উপনীত, সুতরাং রঘুনন্দনের ব্রাহ্মণত্ব জন্মে নাই, অতএব, ব্রা... হইলেও অব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক অব্রাহ্মণপুত্রের উপনয়ন হওয়ায় ব্রাহ্মণপদবাচ্য হইতে পারে না; সুতরাং নমস্য কি করিয়া হইবে?

রঘুনন্দন পুত্রের মুখে ব্যক্ত শিরোমণি মহাশয়ের ভীষণ বাক্যবাণে বিদ্ধ হইয়া একেবারে ভগ্নোদ্যম হইয়া পড়িলেন। এই ব্যাপারের পর ব্রাহ্মণগণ তাঁহার ঐ বহু পরিশ্রমের ফল পুস্তকটির নিতান্ত অনাদর করিল। তাঁহারা গ্রন্থটিকে কুক্কুরের লেজে বাঁধিয়া সমস্ত নবদ্বীপ ঘুরাইয়া দিল। ইহাতে রঘুনন্দন মনে অত্যন্ত আঘাত পাইলেন এবং এই ঘোরতর অপমানের প্রতিশোধ লইবার জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন। তাঁহার আহার-নিদ্রা ত্যাগ হইল, তিনি প্রতিকারের পথ খুঁজিতে লাগিলেন।

পরিশ্রমের ফল চিরকালই ফলে। তবে কখন শীঘ্র কখন বিলম্বে। রঘুনন্দন অহর্নিশি উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। তিনি শেষে এই স্থিরসিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন যে, যদি রঘুনাথকে কোনরূপে বাগে আনিতে পারেন, তবেই তাঁহার পুস্তক চলিবে, তাঁহার প্রতিশোধ দেওয়া হইবে, নচেৎ আর কোন উপায় নাই। এই স্থির করিয়া তিনি শিরোমণির ছিদ্রান্বেষণে মনঃপ্রাণ নিযুক্ত করিলেন। একাগ্রতার ফল সত্বরই ফলিয়া থাকে। রঘুনন্দনেরও গ্রহ সুপ্রসন্ন হইল, তিনি তাঁহার প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীর ছিদ্রের সন্ধান পাইলেন, তাঁহার চিরপোষিত মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবার উপক্রম হইল।

রঘুনন্দন খবর পাইলেন যে, শিরোমণি কর্ম্মকাণ্ডে তাঁহার অনুসরণ করেন। এ কথার প্রমাণ লইবার তাঁহার এক অপূর্ব্ব সুযোগ ঘটিল। একদিন রঘু-নন্দন গঙ্গায় স্নান করিতেছেন, এমন সময় দেখিলেন যে, শিরোমণি স্নান করিতে আসিতেছেন। এটি তর্পণের সময়। রঘুনন্দন দেখিতে পাইলেন যে, রঘুনাথ তাঁহার দিকে লক্ষ্য করিয়াছেন। তিনি ইহা দেখিয়াই তর্পণ করিতে করিতে ইচ্ছা করিয়া কাছা খুলিয়া দিয়া তর্পণ করিতে লাগিলেন। এমন ভাবে কাছাটা খুলিলেন যে, তাহা শিরোমণির লক্ষ্যে পড়িল। অথচ তিনি যেন শিরোমণিকে দেখিতে পান নাই। তার পর রঘুনন্দন তর্পণ শেষ করিয়া এমন ভাবে বাটীর দিকে ফিরিলেন যে তিনি আদৌ রঘুনাথ যে ঘাটে আসিয়াছেন, তাহা দেখেন নাই। রঘুনাথ ঐ প্রথাই বিশ্বাস করিলেন। কিন্তু রঘুনন্দন উপরে উঠিয়া বাড়ী না গিয়া নিভৃত স্থানে লুকাইয়া রঘুনাথ কি করেন তাহা দেখিতে লাগিলেন। রঘুনাথ ইহার কিছুই জানিতে পারিলেন না। ফলে এই হইল যে, তর্পণ করিতে করিতে রঘুনাথ কাছা খুলিলেন এবং তর্পণ করিতে লাগিলেন। রঘুনন্দন

অবসর পাইলেন, তাঁহার চিরদিনের আশা সফল হইল। তিনি আর কাল-বিলম্ব না করিয়া গুপ্ত স্থান হইতে বাহির হইয়া শিরোমণিকে গঙ্গাজলেই আক্রমণ করিলেন। উদ্বেলিত চিত্তে তাঁহার নিকট যাইয়া বিনীত ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, শিরোমণি মহাশয়। বেয়াদপি মাফ্ করিবেন! আপনি তর্পণ করিতেছেন, কাছা খুলিলেন কেন? ইহা কি আপনা আপনি খুলিয়া গিয়াছে, অথবা আপনি ইচ্ছা করিয়া খুলিয়া দিয়া তর্পণ করিতেছেন? গঙ্গাগর্ভে অবশ্য যথার্থ কথাই বলিবেন।

শিরোমণি—(অপ্রস্তুত ভাবে) তুমি খুলে ছিলে কেন?

রঘুনন্দন—আমার কাছা খোলা দেখিয়া কি আপনি কাছা খুলিয়াছেন?

শিরোমণি—বুঝলে কি না, তুমি অনেক স্মৃতিগ্রন্থ দেখেছ, আমি ন্যায় নিয়ে থাকি, ও সকল পুস্তক দেখিবার তত অবসর হয় না। তোমাকে কাছা খুলিতে দেখিয়া মনে করিলাম যে, হয়তো ধর্ম্মশাস্ত্রে আজ মুক্তকচ্ছতা বলিয়া কোন যোগ আছে আর ঐ যোগের সময় কাছা খুলিয়া তর্পণ করিতে হয়। তুমি যে আমাকে ব্যাকুব করিবে বলিয়া এমন করিয়াছ, আমি তো আর তা ভাবি নাই, আমি সরলভাবে উহা গ্রহণ করিয়াছি।

রঘুনন্দন—তা' হ'লে বলুন যে, আপনি আমার অনুসরণ করেন?

শিরোমণি—সরল বিশ্বাসে তোমার অনুসরণ করেছি।

রঘুনন্দন—(উৎফুল্লভাবে) আর চিন্তা নাই যখন শিরোমণির কাছা খুলাইয়াছি তখন আর আমার গ্রন্থ অপ্রচল থাকিবে না।

শিরোমণি—হাঁ! অনেক খেটে তৈয়ারী ক'রেছ, আচ্ছা দেখা যাবে।

রঘুনন্দন—আজ্ঞা না; দেখা যাবে, এতে হবে না, আপনি চালাইয়া লইবেন কি না বলুন?

শিরোমণি—দেখ, তোমার সংস্কার অংশটি চলিবে না, তাহা ব্যতীত বাকী যাহাতে চলে তাহার ব্যবস্থা করা যাইতে পারে।

রঘুনন্দন—তবে আপনি তাহাই করুন।

শিরোমণি—আচ্ছা, তাহাই করিব।

কলির অপূর্ব্ব মাহাত্ম্য। এইরূপে কাণারঘুর অনুমোদনে রঘুনন্দনের সেই কুকুরের লেজে বাঁধা পুথি নবদ্বীপের সকলেরই আদরণীয় হইল। রঘুনন্দনের মত নবদ্বীপ মানিয়া লইল। রঘুনন্দন রঘুনাথের কৃপায় রঘুর ন্যায় খ্যাতিসম্পন্ন হইলেন। পরে রঘুনন্দনের স্মৃতি নবদ্বীপের আশে পাশে চলিতে লাগিল। কাল

ক্রমে বিস্তার হইতে হইতে প্রায় সমগ্র বঙ্গদেশে রঘুনন্দনের মত প্রচার হইয়াছে। এখন বাঙ্গালায় স্মৃতি বলিতে একমাত্র রঘুনন্দনের স্মৃতিই বুঝায়।

এখানে অপ্রাসঙ্গিক হইলেও বলিতেছি যে, নবদ্বীপের ছাত্র-মণ্ডলীর নিকট শুনিতে পাওয়া যায় যে, অদ্যাপি নবদ্বীপে রঘুনন্দনের সেই মুক্তকচ্ছতা-যোগ চলিয়া আসিতেছে। এই যোগ কেবল যে রঘুনাথকে স্মরণ করাইয়া দেয় তাহা নহে, ইহা রঘুনন্দনের স্মৃতির প্রতিষ্ঠার ইতিহাসকেও বিস্মরণ হইতে দেয় নাই।

শ্রীগণপতি সরকার বিদ্যারত্ন।

প্রচার-কাহিনী।

সন্ধ্যার পর আহারান্তে একখানি কম্বল, জামা ও কাপড় গুছাইয়া 'কায়স্থ-পত্রিকার প্রুফ্ দেখিতেছি—এমন সময় নীচে হইতে শব্দ আসিল,—"সরলবাবু বাড়ী আছেন?" আমার কনিষ্ঠা ভগিনী পদ্মমণি আসিয়া খবর দিল—"মেজ্‌দা, তোমায় একটী বাবু ডাকিতেছেন।" আমি সাড়া দিলাম,—"কেদার বাবু নাকি?" কেদার বাবু উত্তর দিলেন, "মহাশয় শীঘ্র আসুন, ট্রেণের সময় যায়"; আমি বলিলাম—"মহাশয় রাত্রি ১০টায় গোয়ালন্দ মেল ছাড়ে, এত তাড়াতাড়ি কেন?" তিনি বলিলেন—"বড় ভিড় হয়, একটু সকাল সকাল যাওয়া ভালো।" আমি কাপড় জামা পরিয়া প্রুফ্‌টি প্রেসে দিয়া আসিলাম এবং ব্যাগ ও কম্বলটী লইয়া কেদার বাবুর সঙ্গে ঘোড়াগাড়ীতে উঠিলাম। গাড়ীতে অপর একজন ব্রাহ্মণ উপবিষ্ট ছিলেন, তাঁহাকে দেখাইয়া কেদার বাবু বলিলেন, ইহার নাম শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ চক্রবর্ত্তী, ইনি আমাদের দেশীয় একজন নিষ্ঠাবান্ বৈদিক ব্রাহ্মণ এবং আমাদের বিশেষ হিতৈষী, এজন্য ইহাকে এই তেরদিনের শ্রাদ্ধে লইয়া যাইতেছি।"

গাড়ী ছাড়িয়া দিল; আমি কহিলাম—"কেদার বাবু, আপনারা তো সকলেই সেখানে উপস্থিত থাকিবেন, আমি না গেলে কি হইত না?" কেদার বাবু কহিলেন—"তা কি হয় মহাশয়, সেখানে সকলে আপনার জন্য উদ্‌গ্রীব রহিয়াছেন, শ্রীমান্ মাখনলাল বিশেষ করিয়া বলিয়া গিয়াছেন, বিশেষতঃ যোগেশ বাবু আপনাকে অবশ্য লইয়া যাইতে পত্র লিখিয়াছেন, ইতিপূর্ব্বে টেলিগ্রামও

আসিয়াছে। ফরিদপুর টাউনে বোধ হয় এ পর্য্যন্ত ১৩দিনে শ্রাদ্ধ হয় নাই; বিরুদ্ধবাদীর দল শ্রাদ্ধ পণ্ড করিবার চেষ্টা করিতেছে, এমত অবস্থায় আপনারও সেখানে যাওয়া বিশেষ প্রয়োজন। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ স্মৃতিভূষণ ও পার্ব্বতীচরণ তর্কতীর্থ মহাশয়দিগের যাইবার বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছি, তাঁহারা আগামীকল্য প্রভাতে চট্টগ্রাম মেলে রওনা হইবেন।"

ভাঙ্গার সব-রেজিষ্টার ও অনারারি ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার গুহ বর্ম্মা মহাশয়ের পিতৃদেব ৺চন্দ্রকুমার গুহ মহাশয় গত ১৩ই পৌষ পুণ্যক্ষেত্র ৺কাশীধামে দেহত্যাগ* করিয়াছেন। তাঁহার শ্রাদ্ধোপলক্ষে ভাঙ্গার "আর্য্য-কায়স্থ-সভা ও প্রচার-সমিতির" সম্পাদক শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র গুহ বর্ম্মা মহাশয় ও অক্ষয়বাবু আমাদিগকে যাইবার জন্য তার করিয়াছেন। প্রচারক মাখনলাল ধর বর্ম্মা মহাশয় ইতিপূর্ব্বেই তথায় রওনা হইয়াছেন; কেদারবাবুর উপর আমাকে লইয়া যাইবার ভার ছিল।

আমাদের গাড়ী যখন শিয়ালদহ ষ্টেশনে পৌঁছিল, তখনও ট্রেন ছাড়িতে প্রায় দেড়ঘণ্টা বাকী। আমরা টিকিট কিনিয়া বসিয়া রহিলাম; যথাসময়ে ইঞ্জিন আসিল, তৎপূর্ব্বেই আমরা গাড়ীতে আরোহণ করিয়া নানা গল্প করিতেছি, এমন সময় বাঁশী বাজাইয়া ট্রেন ছাড়িয়া দিল। গাড়ীতে বেশ ভিড় হইয়াছে, † সারারাত্র বিনিদ্র থাকিয়া, গাড়ীর মধ্যে নানা প্রকার আলাপনে ক্রমে ভোর হইয়া আসিল। গাড়ীও রাজবাড়ী ষ্টেশনে থামিল। আমরা তথায় অবতরণ করিয়া ফরিদপুর লাইনের গাড়ীতে চড়িয়া প্রাতঃকালে প্রায় ৭টার সময় তথায় পৌঁছিলাম।

অক্ষয়বাবুর পুত্র শ্রীমান্ কালীকুমার আমাদিগকে লইবার জন্য ষ্টেশনে আসিয়াছিল; একখানি গাড়ী ভাড়া করিয়া আমরা তাঁহার বাড়ী লক্ষ্মীপুরাভিমুখে রওনা হইলাম।

---

* কাশীধাম সাতটী মোক্ষপ্রাপ্তিস্থানের মধ্যে একটী; এখানে মৃত্যু হইলেও কি শ্রাদ্ধ আবশ্যক? লেখক।

† এই ট্রেন খানির দুর্গতির অবস্থা ভাবিলে মনে হয় যে, এই লাইনটি চিরকালই এই প্রকার রহিবে। এক দিকে যেমন গাড়ীর সংখ্যা অল্প, অপর দিকে তেমনই লোকের ভিড়; যাত্রীদিগের সুবিধার দিকে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি কতবার আকর্ষিত করিবার চেষ্টা হইয়াছে, কিন্তু এ পর্য্যন্ত কোনই সুফল পাওয়া যায় নাই। সহৃদয় বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি এইদিকে নিপতিত হউক। লেখক।

রাস্তায় যোগেশবাবু ও অক্ষয়বাবুর সহিত দেখা হইল; শুনিলাম এই শ্রাদ্ধ-সম্পর্কীয় অপর একটি সামাজিক গোলযোগ মিটাইতে তাঁহারা যাইতেছেন। লক্ষ্মীপুর বাটীর সম্মুখে মাখনবাবুর সহিত আমাদের সাক্ষাৎ হইল। শুনিলাম নিকটবর্ত্তী কোন কোন গ্রামের কায়স্থগণ এই শ্রাদ্ধে যোগদান করিবেন না—এরূপ আলোচনা হইতেছে। আহারান্তে বৈকালে আমরা বাহির হইলাম—উদ্দেশ্য, শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন সরকার দেববর্ম্মা মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করা। যাঁহাদিগের উপর নিমন্ত্রণের ভার অর্পিত ছিল, কোর্টের সম্মুখে তাঁহাদের নিকট শুনিলাম, এই শ্রাদ্ধে অনেকেই যাইবেন না। যোগেশবাবু, হেমন্তবাবু এবং ফরিদপুর "আর্য্য-কায়স্থ-সমিতি"র সম্পাদক শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ গুহ রায় বর্ম্মা বি এল প্রভৃতি এই বিষয়ের মীমাংসা করিবার জন্য উকীল লাইব্রেরীতে কায়স্থ মহাশয়দিগের সহিত আলোচনা করিতেছিলেন; শুনিলাম কেহ বলিতেছেন—"আমরা যে সমাজে বাস করি, তাঁহারা যদি যোগ না দেন, আমরাই বা কি প্রকারে দিব, ফরিদপুর তো আমরা কর্ম্মোপলক্ষে বাস করিতেছি, সমাজ তো ছাড়িতে পারি না।" বাদ প্রতিবাদে সেইখানেই প্রায় সন্ধ্যা হইল,—কিন্তু তখনও ফরিদপুর টাউনের এবং ভাজনডাঙ্গা, কমলাপুর প্রভৃতি গ্রামের নিমন্ত্রণ শেষ হয় নাই, অথচ রাত্রি প্রভাত হইলেই শ্রাদ্ধ। আমি যোগেশবাবুকে বলিলাম,—"আর দেরি করিয়া কাজ নাই, সমস্ত নিমন্ত্রণ এতক্ষণ হইয়া যাওয়া উচিত ছিল। যা'হোক আর পরের উপর নির্ভর করা কর্ত্তব্য নহে; চলুন আমরা নিমন্ত্রণ সারিয়া ফেলি।" তাহাই স্থির হইল, অঘোরবাবু ভাজনডাঙ্গা ও কমলাপুরের মীমাংসা করিয়া উক্ত স্থানের নিমন্ত্রণ করিবার ভার গ্রহণ করিলেন। ষ্টিমার এবং রেল ষ্টেশনের যাত্রীগণের ভাড়া খাটিতে সমস্ত গাড়ী চলিয়া যাওয়ায় নানা চেষ্টা করিয়াও একখানি ঠিকা গাড়ী পাওয়া গেল না। অনন্যোপায় হইয়া তখন আমরা পদব্রজেই ফরিদপুর টাউনের সমস্ত কায়স্থগণকে নিমন্ত্রণ করিতে লাগিলাম। সমস্ত সহর প্রদক্ষিণ করিয়া প্রতি কায়স্থের বাসায় বাসায় ঘুরিয়া নিমন্ত্রণ শেষে যখন বাটীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম, তখন রাত্রি ১২ টা বাজিয়া গিয়াছে।

পরদিন প্রাতে আমরা পদ্মার সুশীতল জলে স্নানাহ্নিক সারিয়া শ্রাদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইলাম। বহির্ব্বাটীস্থ প্রাঙ্গণে বিচিত্র চন্দ্রাতপ-তলে সভা সুসজ্জিত হইয়াছিল, মধ্যস্থলে পত্র-পুষ্প-পরিশোভিত বেদীর উপরে স্বর্গীয় গুহ মহাশয়ের

যোগাসনে উপবিষ্ট প্রশান্তমূর্ত্তির আলোকচিত্র উপস্থিত ব্যক্তি-মণ্ডলীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছিল। তৎসন্নিধানে দান-সামগ্রী স্তরে স্তরে সজ্জিত হইল। প্রাণপুর-নিবাসী বৃদ্ধ শ্রীযুক্ত রামকৃষ্ণ পুরোহিত এবং তদীয় পুত্র শ্রীযুক্ত যাদবচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, ব্রাহ্মণদি-নিবাসী শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন মজুমদার, তারকেশ্বর ব্যাকরণতীর্থ প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণ পৌরোহিত্য কার্য্যে ব্রতী হইলেন। অতঃপর পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ স্মৃতিভূষণ ও প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক শ্রীযুক্ত পার্ব্বতীচরণ তর্কতীর্থ মহাশয়দ্বয় সভাস্থলে আগমন করিলেন; শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ ভট্টাচার্য্য, কোটালীপাড়ার সুপ্রসিদ্ধ অধ্যাপক ভারিণীচরণ শিরোমণি মহাশয়ের পৌত্র শ্রীযুক্ত রামধন চৌধুরী, দৌলতপুর-নিবাসী নালকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়, রাজৈরের কালীপ্রসন্ন সান্ন্যাল এবং অন্যান্য স্থান হইতে সমাগত বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত স্ব স্ব আসনে উপবেশন করিলেন। বৃদ্ধ শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বাবু অসুস্থ শরীরে অতি কষ্টে যষ্টি সাহায্যে সপরিবারে উপস্থিত হইলেন। দলে দলে বহুসংখ্যক কাঙ্গালী আসিতে লাগিল।

বেলা ১১টা হইতে আহারাদি আরম্ভ হইল, এবং রাত্রি ১২টা পর্য্যন্ত অবিশ্রান্ত ভাবে এই নৃযজ্ঞ চলিতে লাগিল। যাহা পূর্ব্বে স্বপ্নের অগোচর ছিল, তাহা সত্যে পরিণত হইল। যাঁহারা শ্রাদ্ধে উপস্থিত হইবেন না এরূপ শুনা গিয়াছিল, তাঁহারাও যোগদান করিয়াছিলেন। অনুমান সহস্রাধিক কায়স্থ ব্রাহ্মণ এবং দুই সহস্রাধিক কাঙ্গালী ও অন্যান্য জাতি অক্ষয় বাবুর এই পিতৃযজ্ঞে যোগদান ও পরিতোষ পূর্ব্বক ভোজন করিয়াছিলেন। এই কার্য্যের আর একটি বিশেষত্ব এই যে—ধনী, দরিদ্র, ইতর ভদ্র বলিয়া আহারাদির কোন পার্থক্য ছিল না; সকলকেই সমান যত্নে এবং সমানভাবে ও সমান আহারীয় দ্রব্যে পরিতৃপ্ত করা হইয়াছিল; তদ্ব্যতীত কাঙ্গালীগণকে পয়সাও দেওয়া হইয়াছিল। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে অক্ষয় বাবুর এই রাজস্বোচিত সাত্ত্বিক ব্যবহারে জন্য শত শত ধন্যবাদ প্রদান করি। কায়স্থের জাতীয় উন্নতি ও জাতীয় সম্মান রক্ষা করিতে, তিনি যে প্রকার অকাতরে অর্থব্যয় করিয়াছেন, তাহা সার্থক হইয়াছে। ভাঙ্গনডাঙ্গা, কমলাপুর, আলীপুর, শোভারামপুর, গোয়ালচামট, গোপালপুর প্রভৃতি গ্রামের সমস্ত কায়স্থ-সমাজই উৎসাহের সহিত এই কার্য্যে যোগ দিয়াছিলেন, এতদ্ভিন্ন চন্দ্রদ্বীপ, বিক্রমপুর, ইদিলপুর, ফতেহাবাদ প্রভৃতি সমাজস্থ বহুসংখ্যক সজাতি উপস্থিত ছিলেন; সকলকেই আমরা শত শত ধন্যবাদ প্রদান করি।

বেলা দ্বিপ্রহরের সময় একবার সজাতিগণের সহিত কায়স্থ-ধর্ম্মালোচনা করিয়াছিলাম। পুনরায় সন্ধ্যার পর শ্রাদ্ধ-প্রাঙ্গণে সমবেত সজাতিমণ্ডলীকে লইয়া একটি সভা করি, এই সভায় কায়স্থের বর্ণধর্ম্ম, আচারাদি এবং উপনয়ন গ্রহণের আবশ্যকতা সম্বন্ধে বক্তৃতা ও নানা বিরুদ্ধ প্রশ্নের মীমাংসা করিয়া দিলে, সমাগত সকলেই উপনয়ন গ্রহণের আবশ্যকতা বিশেষভাবে উপলব্ধি করেন। অনেকেই তাঁহাদের স্ব স্ব সমাজকে উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য আমাদিগকে বিশেষভাবে অনুরোধ করেন। সকলকে ধন্যবাদ প্রদানান্তে সেদিনের মতে সভা ভঙ্গ হয়।

রাত্রি ১১টার সময় দুইটি যুবক আমার নিকট আসিল,—তন্মধ্যে একজন গুরুদশাগ্রস্ত; তাহারা আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, "কেদারবাবু ও মাখনলালবাবু এখন কোথায় আছেন, বলিতে পারেন কি?—আমরা অনেকদূর হইতে আসিয়াছি, বিশেষ দরকার আছে।" আমি কেদারবাবু ও মাখনবাবুকে ডাকিয়া দিলাম। পরে শুনিলাম এই গুরুদশাগ্রস্ত বালকের নাম ভগবানচন্দ্র মিত্র, বাড়ী বরহমগঞ্জ অঞ্চলে আলেপুর। ইহার দেশেও ইহার মাতৃশ্রাদ্ধ লইয়া বিষম গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে,—সেই গ্রাম ও পার্শ্ববর্ত্তী কয়েকখানি গ্রামে অনেক কায়স্থ বাস করিলেও উক্ত বালক ভিন্ন এতদিন আর কেহ উপবীতী ছিল না। তৎপর দিবস সেই বিষয়ে আলোচনা করিব বলিয়া আমি বিশ্রাম করিতে যাইলাম। কেদার বাবু এবং মাখন বাবু ও যোগেশবাবু তখনও, সমভাবে অক্লান্ত পরিশ্রম করিতেছিলেন।

পরদিন অবগত হইলাম,—ঐ দিন (২৬শে পৌষ) ফরিদপুর টাউন-থিয়েটার-হলে স্বর্গীয় মহারাজ স্যার গিরিজানাথ রায় বর্ম্মা কে-সি-আই-ই মহোদয়ের অকাল-দেহত্যাগে শোকপ্রকাশ করিবার জন্য, ফরিদপুর "আর্য্য-কায়স্থ সমিতির" একটি বিশেষ অধিবেশন হইবে। সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ রায় বর্ম্মা বি, এল মহাশয় এই সভায় কিছু বলিবার জন্য আমাকে অনুরোধ করেন। বৈকালে ৪টার সময় সভার অধিবেশন হইল। উক্ত 'সমিতি'র সভাপতি ও "বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভা"র সহঃ সভাপতি শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন সরকার দেব বর্ম্মা মহাশয় সভাপতি মনোনীত হইলেন। ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য প্রভৃতি অনুমান ৩।৪ শত ভদ্রলোক স্বর্গীয় মহারাজের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিতে সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। সভাপতি মহাশয় আসন গ্রহণ করিয়া হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতাদ্বারা মহারাজ বাহাদুরের আদর্শ চরিত্র এবং অশেষ সদ্গুণাবলীর পরিচয় প্রদান

করেন। তদনন্তর সমিতির সম্পাদক অঘোরবাবু সময়োচিত একটি বক্তৃতা করিয়া শোক প্রকাশক প্রস্তাব উত্থাপন করেন।

সভাপতি মহাশয়ের আগ্রহে আমাকেও কিছু বলিতে হইয়াছিল,—তাহার সারমর্ম্ম এই,—"মানুষ মরে না; দেহ পরিবর্ত্তনের নাম মৃত্যু…দেহের নাশ হইলেও আত্মার নাশ হয় না—তীক্ষ্ণাস্ত্রে তাহাকে ছেদন করিতে পারেনা, অগ্নির সাধ্য নাই তাহাকে ভস্মীভূত করে এবং জল তাহাকে বিকৃত করিতে অক্ষম।……তিনি বৈষ্ণব ছিলেন…বৈষ্ণব মৃত্যুর বশীভূত নহে…স্বর্গবাস বৈষ্ণবের কাম্য নহে। দেবভক্ত—দেবলোক, পিতৃভক্ত—পিতৃলোক এবং কৃষ্ণভক্ত—শ্রীকৃষ্ণকেই পাইয়া থাকেন; ব্রহ্মলোক হইতেও জীবকে পুনরায় এজগতে জন্মগ্রহণ করিতে হয়; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণভক্ত পুনর্জ্জন্মের দায় হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া থাকেন;…কর্ম্ম করিবার জন্য মানুষের জন্ম, কিন্তু কর্ম্মফলে তাঁহার অধিকার নাই, তাই কর্ম্মফল ভগবৎ শ্রীচরণে অর্পণ করিতে হয়। মান অপমান ও নিন্দাস্তুতিতে তুল্য জ্ঞান,—শত্রুমিত্রে সমভাবই মানবের মনুষ্যত্বের চরমোৎকর্ষ এবং তাহাই বিষ্ণুভক্ত বৈষ্ণবকে সাধনা করিতে হয়; ইহারি নাম "রাজযোগ"—যাহা ক্ষাত্রিয় জাতির নিজস্ব। সিংহাসনে অধিষ্ঠিত থাকিয়াও উদাসীন, কার্ম্মুক হস্তেও ধর্ম্মবেত্তা, ক্ষমতাবান্ হইয়াও ক্ষমাশীল,—ক্ষত্রিয় ব্যতীত আর কোথায় এ ধর্ম্ম দেখা যায়? প্রথমে ক্ষত্রিয় সূর্য্য, তৎপরে ক্ষত্রিয় মনু, তৎপরে তৎপুত্র ইক্ষ্বাকু প্রভৃতি রাজর্ষিদিগের মধ্যেই পুরুষপরম্পরায় এই পরাবিদ্যার প্রচলন ছিল; অপরে যখন এই বিদ্যাপ্রার্থী হইয়াছেন,—তখন শিষ্য রূপে রাজর্ষির নিকট হইতে ইহা শিক্ষা করিতে হইয়াছে। এই বিদ্যার নাম পরমগুহ্য "রাজযোগ" বা "ব্রহ্মবিদ্যা"।

মহারাজ যেমন বৈষ্ণব ছিলেন—তেমনি বর্ণধর্ম্মও অনুসরণ করিয়া গিয়াছেন। শাস্ত্র-বিধিকে উল্লঙ্ঘন করিয়া যথেচ্ছাচারী বা কামাচারী হইয়া তাহার ইহকাল নষ্ট, পরকালও বহুদূরে,…মহারাজ বর্ণোচিত উপনয়নাদি দ্বারা স্বধর্ম্মপালন করিয়াছেন, শাস্ত্রীয় আদেশ এবং ঋষিবাক্য প্রতিপালনপূর্ব্বক তাঁহার কর্ম্মজীবন অতিবাহিত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সেই কমনীয় সৌম্যমূর্ত্তি ঋষিজনোচিত ভাব, সদাহাস্যময় মধুর সম্ভাষণ, বিনয়নম্র-ব্যবহার এখনও আমাদের মনে জাগরিত হইতেছে। তাঁহার তিরোধানে বঙ্গীয় কায়স্থ সমাজের মহারাজাখ্যা মুছিয়া গিয়াছে—উপবীতী কায়স্থগণের চূড়া খসিয়া গিয়াছে—কায়স্থ-সভা অনাথা হইয়াছে! বাঙ্গলার জমিদারকুলের উজ্জ্বল

আদর্শ—হিন্দুধর্ম্মের জীবন্ত ছবি—বর্ণ ও ব্রাহ্মণ প্রতিপালক এবং বর্ণাশ্রমধর্ম্ম প্রতিষ্ঠার এমত উদ্যোগী পুরুষসিংহ একাধারে আর পাইব না।

অতঃপর প্রচারক শ্রীযুক্ত মাখনলাল ধর বর্ম্মা মহাশয় কিছুকাল বক্তৃতা করেন।

সভা ভঙ্গ হইলে আমরা ফরিদপুরের কয়েকজন বিশিষ্ট কায়স্থ-মহোদয়ের সহিত আলাপ করিতে বহির্গত হই; সকলেই মফঃস্বলে বিশেষতঃ বঙ্গজ-কায়স্থ-সমাজের শীর্ষস্থান চন্দ্রদ্বীপে (বরিশাল জেলায়) কায়স্থধর্ম্ম আদৌ প্রচার হইতেছে না বলিয়া অত্যন্ত দুঃখ প্রকাশ করেন, এবং "বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভা" যাহাতে সত্বর এ বিষয়ে মনোযোগী হন, তজ্জন্য বিশেষ অনুরোধ করেন। কেহ কেহ ফরিদপুরে আর একদিন কায়স্থ-সভার বিরাট অধিবেশনে বর্ণাশ্রমধর্ম্ম সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা দিবার জন্য আমায় অনুরোধ করিয়াছিলেন,—কিন্তু আর সেখানে অপেক্ষা করিতে পারিলাম না। এদিকে যোগেশবাবু, কেদারবাবু, মাখনবাবু ও ভগবান মিত্র প্রভৃতি আমাকে উমেদপুরে যাইতে বিশেষ অনুরোধ করেন। আমি প্রথমে নানা কারণে তাহাতে স্বীকৃত হই নাই;—কিন্তু সেইদিন রাত্রে ভগবানের নিকট তাহার মাতৃশ্রাদ্ধের ব্যাপার শুনিয়া স্তম্ভিত হইলাম। সেই বিবরণটী এখানে প্রকাশ করা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না;—

উমেদপুরের পার্শ্ববর্ত্তী আলেপুর গ্রাম নিবাসী শ্রীমান্ ভগবানচন্দ্র মিত্র-বর্ম্মার বয়স এখন ২০।২১ বৎসর হইবে। চারিবৎসর পূর্ব্বে মাদারীপুর উপনয়ন-কেন্দ্র হইতে সে উপনীত হয়; বাটী আসিলে অনেকেই তাহাকে পৈতা লুকাইয়া রাখিতে বলে। ভগবান্ তাহাতে সম্মত হয় নাই, বরং তেজের সহিত তাহা ধারণ করিয়া আসিতেছে। এইস্থান ও পার্শ্ববর্ত্তী স্থানসমূহে আর কোন কায়স্থ পৈতা গ্রহণ করেন নাই, তথাপি এই বালক কখনও পৈতার মর্য্যাদা নষ্ট করে নাই। অনেক বাধাবিঘ্ন সহিয়া, এইভাবে চারিবৎসর অতিবাহিত করিয়াছে। বালকটী পিতৃহীন ও নিতান্ত দরিদ্র। ইহার পিতামহকে যাঁহার পিতামহ, দোলকুণ্ডী (ফরিদপুর) হইতে আনাইয়া এইগ্রামে কুলীন স্থাপিত করিয়াছিলেন, তিনি এখানকার অর্থশালী ও ক্ষমতাপন্ন লোক। আলেপুর ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী কয়েকটী গ্রাম তাঁহাকে মানিয়া চলে। ভগবানের পৈতা লওয়ার পর হইতে স্থানীয় ব্রাহ্মণগণ বিশেষ বিরোধী হওয়ায়, ইনি ভগবানের উপর বিরক্ত হইয়াছিলেন। এইভাবে কিছুদিন গত হইলে ভগবানের মাতা পীড়িতা হইলেন। ভগবান

তখন মাদারীপুরে একটী বালককে পড়াইয়া আহার ও বাসস্থান পাইয়াছিল এবং তথায় "বার্ড কোম্পানী"র (Bird Coy) পাটের কাজের শিক্ষানবীশী করিত। ইতিপূর্ব্বে দশজনের চেষ্টায় এবং মাতার একান্ত আগ্রহে অনিচ্ছা সত্ত্বেও ভগবানকে বাধ্য হইয়া বিবাহ করিতে হয়। তাহার মাতা বহুদিন-ব্যাপী রোগে ভুগিয়া দেহত্যাগ করিলে,—তাঁহার শ্রাদ্ধ লইয়া সমাজে খু আন্দোলন হইল। ভগবান ১৩ দিনে শ্রাদ্ধ করিতে সঙ্কল্প করিয়াছিল, কি সহায়-সম্বলহীন অবস্থায় তাহার পক্ষে দেশে ত্রয়োদশাহে শ্রাদ্ধ করা অসম্ভ বুঝিয়া সে কলিকাতায় অথবা গঙ্গাতীরে গিয়া শ্রাদ্ধ করিতে মনঃস্থ করে; ব্রাহ্মণগণ তাহাতে বিরক্ত হন, এবং অতঃপর পূজাদি করিতে অসম্মত হন। ভগবানের আশ্রয়দাতা এবং শ্বশুর মহাশয় স্থানীয় কতকগুলি কায়স্থের সহি পরামর্শ করিয়া ব্রাহ্মণগণের সন্তুষ্টির জন্য ৩১ দিনেই শ্রাদ্ধ করা স্থির করেন ভগবান পাছে গঙ্গাতীরে যাইয়া ১৩ দিনে শ্রাদ্ধ করে, এই জন্য তাহাকে ৩ দিনেই শ্রাদ্ধ হইবে বলিয়া আশ্বাস দেন। ভগবান নিশ্চিন্ত হইয়া উপনয়ন গ্র করিবার নিমিত্ত সকলকে অনুরোধ করিলে, কেহ কেহ তাহাতে স্বীকৃত হ —কিন্তু কে খরচ দিবে? পয়সা খরচ করিয়া কেহ পৈতা লইতে চাহে না অগত্যা ভগবান কহিয়াছিল, "আমি ১০০৲ শত টাকা সভা হইতে আনিয়া দি আপনারা পৈতা লউন।" অনেক বাদানুবাদের পর তাহাই ঠিক হইয়া উপন গ্রহণের যোগাড় হইতে লাগিল এবং ভগবানচন্দ্র টাকা আনিবার জন্য বাহি হইল;—কিন্তু কে তাহাকে টাকা দিবে,—এত টাকা সে কোথায় পাইবে, কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া, মাতৃ শ্রাদ্ধের জন্য ভিক্ষা করিয়া ৩১৲ টাকা কষ্টে সংগ্রহ করিল। ও দিকে উমেদপুরে পৈতার যোগাড় হইতেছিল,—ভগ ১০০৲ শত টাকা নিশ্চয় আনিবে, এই আশায় সকলেই পথের দিকে চা ছিলেন। পৈতা গ্রহণের দিন পর্য্যন্ত ধার্য্য হইয়া গিয়াছে,—কল্য পৈতা হ আজ ভগবানের আসিবার কথা,—কিন্তু ভগবান আসিল না। এ দিকে ত গ্রামে রাষ্ট হইয়া গিয়াছে পৈতা হইবে; অগত্যা তাঁহারা চাঁদা তুলিয়া পৈ দ্রব্যাদি ক্রয় ও সংগ্রহ করিল এবং নির্দ্দিষ্ট তারিখে ৩৫ জনের উপনয়ন হ গেল। এই কার্য্য নির্ব্বাহার্থে ৯১৲টাকা ব্যয় হইয়াছিল, তাহা সকলে চাঁদা তু

(গ) আমাদের দেশের অবস্থা দেখিয়া স্তম্ভিত হইতে হয়। উপবীত লইতে হইলে দিগের পক্ষে, একটী কেন্দ্রে ৬।৭ জন একত্রিত হইয়া উপনীত হইলে, যৎসামান্যই অর্থ তাহাতেও অনেকে পরমুখাপেক্ষী। সঃ।

দিয়াছিলেন;—আশা ছিল ভগবান ১০০৲ শত টাকা আনিলে, ঐ টাকা হইতে তাঁহাদের দেওয়া হইবে এবং পরে সকলে চাঁদা দিয়া তাহার মাতৃশ্রাদ্ধ করাইয়া দিবেন। পৈতার দিন ভগবান উপস্থিত হইল। টাকার যোগাড় করিতে পারে নাই শুনিয়া, উদ্যোগিবৃন্দ ক্রোধে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া ভগবানকে যথেষ্ট ভৎর্সনা করিলেন; দুঃখে ও ক্ষোভে মর্ম্মাহত হইয়া ভগবান মাতৃদায় উদ্ধারার্থে যে ৩১৲ টী টাকা ভিক্ষা পাইয়াছিল,—তাহা উহাদিগকে প্রদান করিল। কিন্তু তাহাতে কিছুই হইল না, ভগবান মহাপাপ করিয়াছে, সুতরাং তাহার একটা রীতিমত প্রায়শ্চিত্ত চাই তাই সকলে মিলিয়া স্থির করিলেন,—৯১৲ টাকা পৈতার খরচ মধ্যে এই ৩১৲ টাকা বাদে অবশিষ্ট ৬০৲ টাকার জন্য ভগবান দায়ী থাকিবে, টাকা না দিলে তাহার ভিটার টিনের চালা দুইটী বিক্রয় করিয়া টাকা ওয়াশীল করিয়া লইবে, এবং তাহার মাতৃশ্রাদ্ধোপলক্ষে দেশের সমস্ত কায়স্থকে নিমন্ত্রণ ও ভোজন করাইতে হইবে। ইহা শ্রবণ করিয়া ভগবানের মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল; হাতে একটী পয়সা নাই যে গঙ্গাতীরে যাইয়া শ্রাদ্ধকার্য্য সম্পন্ন করে; ভিক্ষা করিয়া যাহা পাইয়াছিল, তাহাও উহারা কৌশলে তাহার নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছেন;—এখন উপায় কি? যখন ২।৪ জন সহৃদয় ভদ্রলোক ব্যতীত, দেশস্থ কায়স্থগণ এমন কি যিনি একমাত্র কন্যাদান করিয়াছেন,—সেই শ্বশুর মহাশয় পর্য্যন্ত তাহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইলেন, তখন উপায়ান্তর না দেখিয়া ভগবান কলিকাতায় কেদারবাবু, বর্মীর সুরেনবাবু এবং প্রচারক মাখনবাবুর নিকট পত্র লিখিয়াছিল, তাঁহারা তদুত্তরে যথা সময়ে তাহাকে কলিকাতা যাইবার জন্য পত্র লিখিয়াছিলেন বটে, কিন্তু ষড়যন্ত্রকারিগণ কৌশলে সেই পত্র হস্তগত করিয়াছিল;—পুর্ব্বোক্ত কেদারবাবু প্রমুখ মহাশয়গণ পত্র লিখিয়াও ক্ষান্ত ছিলেন না;—সময় সঙ্কীর্ণ জানিয়া তাহাদের পত্রের উত্তর প্রতীক্ষা না করিয়া, ভগবানকে "তার" পর্য্যন্ত করিয়াছিলেন; কিন্তু তখন ভগবান উপনয়নের অর্থ সংগ্রহের চেষ্টায় বিব্রত থাকায় সময় মত তাহাও প্রাপ্ত হয় নাই। নানা দিকে নানা প্রকার চেষ্টা করিতে তাহার ১৩ দিন প্রায় অতিবাহিত হইয়া গেল। কুচক্রীদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল!

ইত্যবসরে বিশ্বস্তসূত্রে ভগবান অবগত হইল যে—কলিকাতা হইতে প্রচারক মাখনবাবু শ্রাদ্ধোপলক্ষে লক্ষ্মীপুরে আসিয়াছেন ও কেদারবাবু এবং আমি তথায় আসিতেছি। তদ্দণ্ডেই ভগবান লক্ষ্মীপুর রওনা হইল; উমেদপুর হইতে লক্ষ্মীপুর অতি দীর্ঘ পথ। এই দীর্ঘ পথের সামান্যাংশ নৌকায় এবং অবশিষ্ট

সমস্ত পথ পদব্রজে পর্য্যটন করিয়া, তিন দিনে ভগবানচন্দ্র তাহার একটী আত্মীয় সমভিব্যাহারে রাত্রি ১১ টার সময় লক্ষ্মীপুরে উপস্থিত হয়। সে দিনের কথা পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে।

এই অভিমন্যু বধের উদ্যোগ শুনিয়া আমি স্তম্ভিত হইলাম! আরও শুনিলাম যে—আমি উমেদপুর যাইব না শুনিয়া, ঐ বালক এই গুরুদশা অবস্থায় সামান্য কিছু ভক্ষণ করিয়া এই দুই দিবস অতিবাহিত করিয়াছে; কোন দিন হবিষ্য করিত, কোন দিন বা তাহাও করিত না; কিন্তু আমাকে সাহস করিয়া কিছু বলিতে পারিত না; এই নিরস্ত্র প্রতিরোধের (Passive resistance) নিকট অগত্যা আমাকে পরাজয় মানিতে হইল। "আগামী কল্য তোমার দেশে যাইব এবং যাহাতে তোমার সঙ্কল্পিত ১৩ দিনের শ্রাদ্ধ বজায় থাকে, তাহা করিব।"—এই কথা বলিবা মাত্র মাখনলাল বাবু আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন, কেদারবাবু উঠিয়া বসিলেন, শ্রীযুক্ত যোগেশ বাবুও বিশেষ আনন্দিত হইলেন; ইতি পূর্ব্বে আমি উমেদপুর যাইতে অস্বীকৃত হওয়ায় ইহাদের তিন জনেরই উৎসাহ ভঙ্গ হইয়াছিল।

তখন রাত্রি ১০টা বাজিয়া গিয়াছে। যোগেশ বাবু আনন্দিত চিত্তে সেই রাত্রে ভাঙ্গা রওনা হইলেন; পর দিবস প্রাতে টেপাখোলা হইতে ষ্টিমারে নন্দলালপুর পর্য্যন্ত এবং তথা হইতে নৌকা পথে উমেদপুর যাইব, ইহা স্থির করিয়া, আমরা শয্যা ও লেপের আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। ভগবান নিজের কম্বলখানি বিছাইয়া শুইয়া পড়িল। এই দারুণ শীতে এক বস্ত্রে থাকা—ভিজা কাপড় গায়ে শুকাইয়া—কোন দিন হবিষ্যান্ন, কোন দিন ২।৩টী কমলালেবু খাইয়া, এই গুরুদশাগ্রস্ত বালক ১০।২০ ক্রোশ হাটিয়া ও ভিক্ষা করিয়া যে ভাবে মাতৃ-সাধনা করিতেছে,—তাহা আমাদের ভোগবিলাসপূর্ণ কলিকাতা মহানগরীতে কোথায় দেখিতে পাওয়া যায়?

ক্রমশঃ

এই "প্রচার কাহিনী" স্থানাভাবে এতকাল প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে মফঃস্বল কায়স্থ সমাজের অবস্থা বুঝিবার ও চিন্তা করিবার অনেক কথা আছে, এজন্য বর্ত্তমানে ইহা প্রকাশিত হইল। সঃ।

শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেবের পূজা ও বিরাট উৎসব।

বিগত ২৬শে কার্ত্তিক (১২ই নভেম্বর) শুক্রবার ভ্রাতৃদ্বিতীয়া তিথিতে কলিকাতা নগরে বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার উদ্যোগে মহাসমারোহের সহিত কায়স্থ-বীজপুরুষ শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেবের পূজা সুসম্পন্ন হইয়াছে।

এতদুপলক্ষে ফরিদপুর, ঢাকা, ময়মনসিংহ, ত্রিপুরা, কুচবিহার, চট্টগ্রাম, বরিশাল, যশোহর, খুলনা, নদীয়া, পাবনা, বগুড়া, মালদহ, মুর্শিদাবাদ, বর্দ্ধমান, হুগলী, ২৪ পরগণা প্রভৃতি বঙ্গের বিভিন্ন স্থানের এবং কলিকাতা সহরের গণ্যমান্য বহু কায়স্থ বিশেষ উৎসাহের সহিত যোগদান করিয়া জাতীয় উৎসবের পুষ্টিসাধন করিয়াছেন।

যাঁহারা অসুস্থতানিবন্ধন বা অন্য অনিবার্য্য কারণে শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্ত-পূজা মহোৎসবে এবং বিশেষ সাধারণ অধিবেশনে যোগদান করিতে না পারিয়া সহানুভূতি ও উৎসাহসূচক পত্র লিখিয়াছেন, তাঁহাদের নাম নিম্নে প্রকাশিত হইল :—

শ্রীযুক্ত রায়বাহাদুর বিশ্বম্ভর রায়, কৃষ্ণনগর।
" কালীপ্রসন্ন সরকার দেববর্ম্মা, ফরিদপুর।
" পার্ব্বতীচরণ ঘোষবর্ম্মা, কাণপুর।
" রায় বিনোদবিহারী বসু, কুণ্ডা কাছারী, গয়া।
" মধুসূদন সরকার বর্ম্মা, ইলুহার, বরিশাল।
" মহেন্দ্রচন্দ্র রায় বর্ম্মা তত্ত্বনিধি, ভেলানগর, ত্রিপুরা।
" কালিদাস রায়চৌধুরী, বারুইপুর (২৪ পঃ)।
" রাধিকালাল চৌধুরী, জগতাই, মুর্শিদাবাদ।
" মহেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী বর্ম্মা, জমিদার নিমতিতা, মুর্শিদাবাদ।
" দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ রায়বর্ম্মা, দিনাজপুর রাজবাটী।
" বৃন্দাবনচন্দ্র রায়বর্ম্মা জমিদার, পরোদা, পাবনা।
" প্রিয়নাথ গুহবর্ম্মা মজুমদার, মোক্তার, পাবনা।
" যতীন্দ্রনাথ মজুমদার বর্ম্মা, জঙ্গীপুর, মুর্শিদাবাদ।
" কালীকৃষ্ণ দেবমজুমদার, পূরণ কাপাইকাপ, ত্রিপুরা।

শ্রীযুক্ত ঠাকুর রাখালরাজ সিংহবর্ম্মা, কামনগর, সাটুই, মুর্শিদাবাদ।
" যোগেশচন্দ্র গুহবর্ম্মা, সম্পাদক "ভাঙ্গা আর্য্য-কায়স্থ-সভা ও প্রচার সমিতি", ফরিদপুর।
" নগেন্দ্রনাথ চৌধুরী, আবদুল্লাবাদ, ফরিদপুর।
" দীনেশচন্দ্র ঘোষরায় বর্ম্মা, দোলকুণ্ডী, ফরিদপুর।
" মধুসূদন গুহবর্ম্মা, শিবসাগর, (আসাম)।
" যতীন্দ্রচন্দ্র মিত্র, বৃন্দাবন (ইউ; পি)।
" বিপিনবিহারী দাস, ৺কাশীধাম।
" লেপ্টেন্যাণ্ট কর্ণেল নলিনীমোহন রায়চৌধুরী, টেপালজ, রংপুর।
" সুরেন্দ্রনাথ সরকার বর্ম্মা জমিদার, মাদলা, বগুড়া।
" যাত্রামোহন বিশ্বাস বর্ম্মা গরৈলা, চট্টগ্রাম।
" রঞ্জনলাল সেন, চট্টগ্রাম।
" নবকিশোর দত্ত, চৌথাই, শ্রীহট্ট।
" তারিণীচরণ রায়, বানিয়াচঙ্গ, শ্রীহট্ট।
" জানকীনাথ মজুমদার, কাঞ্চনতলা, দিনাজপুর।
" প্রিয়নাথ রায়, হরিণ্যাখুর, দিনাজপুর।
" হরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস দেববর্ম্মা, দেওঘর, বৈদ্যনাথ।
" ধীরেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ দস্তিদার নিমতিতা, মুর্শিদাবাদ।
" মহেন্দ্রকুমার নাগ বর্ম্মা, নওপাড়া, ঢাকা।
" শরচ্চন্দ্র সিংহ বর্ম্মা নগড়পাড়, ত্রিপুরা।
" হরচন্দ্র দাসবর্ম্মা, বলতৈর, দিনাজপুর।
" অমরেন্দ্রনাথ দাস, ভাগলপুর।
" দিননাথ বসু বর্ম্মা, বেড়াদি, ফরিদপুর।
" হেমচন্দ্র বর্ম্মা বিদ্যাবিনোদ, উলিপুর, রঙ্গপুর।
" হরিহর ঘোষ বর্ম্মা, দাঁইহাট, বর্দ্ধমান।
" রাধাগোবিন্দ দত্তবর্ম্মা বর্দ্ধমান।
" আশুতোষ ঘোষ, লক্ষ্ণৌ।
" যোগেশচন্দ্র দাস বর্ম্মা, বলতৈর দিনাজপুর।
" রোহিণীনন্দন সিংহ, জোতকমল, মুরশিদাবাদ।
" হেমেন্দ্রলাল গুহরায়, ময়মনসিংহ।

শ্রীযুক্ত বিরাজমোহন ঘোষ, আঠারবাড়ী, ময়মনসিংহ।
" মথুরানাথ দাসবর্ম্মা, বেড়ামালিয়া কাছারী।
" রামচন্দ্র সরকার মোক্তার, সিরাজগঞ্জ, পাবনা।
" ক্ষেত্রগোপাল সরকার দেববর্ম্মা, ফরিদপুর।
" হেমচন্দ্র মজুমদার, ধাপের হাট, রঙ্গপুর।
" অক্ষয়কুমার দেব বর্ম্মা "অক্ষয় ভাণ্ডার" ফরিদপুর।
" ফণিভূষণ দাস, তাতিবিরল, মুর্শিদাবাদ।
" আশুতোষ মজুমদার, ঘোরশালা, " ।
" বসন্তকুমার সেন বর্ম্মা, কালীদাস সিংহের লেন, কলিকাতা।
" হরিমোহন ঘোষ, শাঁখারিপাড়া, ভবানীপুর।

উপস্থিত মহোদয়দিগের সকলের নাম সংগ্রহ করিতে পারা যায় নাই। যে পর্য্যন্ত সংগৃহীত হইয়াছে তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

মহামহোপাধ্যায় কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ।
পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ স্মৃতিভূষণ।
" পার্ব্বতীচরণ তর্কতীর্থ।
শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ স্মৃতিতীর্থ।
" সারদাচরণ কাব্যতীর্থ।
" কালীকান্ত তর্কসিদ্ধান্ত, কোটালীপার।
" যাদবচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, প্রাণপুর "
" শরচ্চন্দ্র বিদ্যারত্ন, কোটালীপার।
" যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ, "
" হেমন্তকুমার বিদ্যারত্ন, "
" অবলাকান্ত ভট্টাচার্য্য, "
" রামধন চৌধুরী, উনসীয়া "
" মধুসূদন ভট্টাচার্য্য "
" অম্বিকাচরণ চক্রবর্ত্তী, সিরুয়াইল, ফরিদপুর।
" বৈকুণ্ঠনাথ ত্রিবেদী
" কৃষ্ণধন বিদ্যারত্ন
" অমরনাথ ভট্টাচার্য্য শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র স্মৃতিতীর্থ
" চন্দ্রকুমার বিদ্যারত্ন ,, মণীন্দ্রকৃষ্ণ গোস্বামী

,, শশিভূষণ মুখোপাধ্যায়,
সাপ্তাহিক "নায়ক" সম্পাদক।
রায় সাহেব আশুতোষ মুখোপাধ্যায়,
শ্রীযুক্ত নিরাপদ মুখোপাধ্যায়,
শ্রীযুক্ত কুমার মণীন্দ্রচন্দ্র সিংহ বাহাদুর,
,, ,, মন্মথনাথ মিত্র বাহাদুর,
,, ,, অসীমকৃষ্ণ দেব বর্ম্মা বাহাদুর,
,, ,, ক্ষিতীশভূষণ রায় বর্ম্মা বাহাদুর,
,, ,, রাধিকাভূষণ রায় বর্ম্মা বাহাদুর,
,, রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ,
,, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন,
,, রায় রসময় মিত্র বাহাদুর,   শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ,
রায় সাহেব নগেন্দ্রনাথ বসু বর্ম্মা, প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব।
শ্রীযুক্ত অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক,   ,, জ্ঞানেন্দ্রনাথ মল্লিক,
,, নিবারণচন্দ্র দত্ত,   ,, রায় প্রমথনাথ মি...
,, ললিতকুমার মিত্র,   ,, ,, বনবিহারী ব...
,, দেবপ্রসন্ন ঘোষ,   ,, সুবলচন্দ্র বসু,
,, আশুতোষ সরকার, অবসরপ্রাপ্ত সবজজ
,, গোলাপলাল ঘোষ, অমৃতবাজার
,, মৃণালকান্তি ঘোষ বর্ম্মা,   ,, বিমলকান্তি ঘোষ ব...
,, কিরণচন্দ্র দত্ত,   ,, রঞ্জনবিলাস রায় চৌ...
,, শ্রীশচন্দ্র বসু,   ,, সচ্চিদানন্দ দত্ত,
,, ফণীন্দ্রনাথ মিত্র বর্ম্মা,
,, সরলচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা অগ্নিহোত্রী
,, রাধাকান্ত রায় বর্ম্মা, মুর্শিদাবাদ
,, প্যারীমোহন ঘোষ বর্ম্মা, ,,
,, বাণীকণ্ঠ ঘোষ, বর্দ্ধমান
,, নবীনচন্দ্র সিংহ, ,,
,, আশুতোষ বসু (মণিবংশ) কোন্নগর, হুগলী
,, শৈলেন্দ্রনাথ মিত্র, ভবানীপুর

শ্রীযুক্ত অমৃতলাল সিংহবর্ম্মা, ভান্ডারা, হুগলী
,, সুরেন্দ্রনাথ সিংহ জমিদার ,,
,, চঞ্চলকুমার সিংহ ,,
,, যোগেন্দ্রনাথ সরকার বর্ম্মা জমিদার মাদলা, বগুড়া
,, ব্রজেন্দ্রলাল রায়, ,,
,, গৌরবল্লভ ঘোষ, যুবকসমিতি ,,
,, মাখনলাল ধর বর্ম্মা, প্রচারক।
,, অখিলচন্দ্র পালিত বর্ম্মা ভারতীভূষণ, কুচবিহার।
,, বিপিনবিহারী চৌধুরী, চট্টগ্রাম
,, নরেন্দ্রনাথ সিংহ, বেলেঘাটা
,, সুরেন্দ্রনাথ সরকার জমিদার, ,,
,, বিধুভূষণ সরকার, ,,
,, গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন ,,   শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ,
,, দুর্গামোহন ঘোষ, ,,   ,, রোহিণীকুমার বসু, টাকী
,, চন্দ্রকুমার রায়, নরোত্তমপুর, বরিশাল,
,, চন্দ্রকান্ত ঘোষ দস্তিদার, গাভা ,,
,, জ্যোতীশচন্দ্র ঘোষ দস্তিদার ,, ,,
,, নিখিলচন্দ্র গুহ, ঢাকা
,, মনোমোহন ঘোষ, ,,
,, মণীন্দ্রচন্দ্র চন্দ্র, ,,
,, দ্বিজেন্দ্রনাথ গুহরায়, ময়মনসিংহ
ফরিদপুর
,, কেদারনাথ দেববর্ম্মা,   শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী,
,, নিবারণচন্দ্র চৌধুরী এফ, আর, এ, এস,
,, সুরেন্দ্রনাথ দাস বর্ম্মা,   শ্রীযুক্ত রসিকলাল দেব বর্ম্মা,
,, শরচ্চন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা,   ,, রসিকলাল দাস বর্ম্মা,
,, যোগেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী,   ,, অবণীমোহন রায় চৌধুরী,
,, নরেন্দ্রকুমার বসু,   ,, ফণিভূষণ বসু,
,, হরকান্ত গুহ বর্ম্মা,   ,, অসীতারঞ্জন চন্দ্র,
,, বঙ্কবিহারী সরকার,   ,, রমণীরঞ্জন গুহ রায় বর্ম্মা,

শ্রীযুক্ত হেমকান্ত বসু বর্ম্মা,
,, প্রভাতচন্দ্র বসুবর্ম্মা,
„ ক্ষিরোদচন্দ্র দাস বর্ম্মা,
„ দীনবন্ধু দত্ত বর্ম্মা,
„ বিপিনবিহারী মিত্র,
„ সুরেশচন্দ্র ধর বর্ম্মা,
„ রাজেন্দ্রনাথ দত্ত বর্ম্মা,
,, সুরেশচন্দ্র ঘোষ,
„ শশধর গুহ,
„ শশিকুমার সরকার

„ কালীপ্রসন্ন ঘোষ,
„ উপেন্দ্রনাথ বসু,

যশোহর

„ অম্বিকাচরণ বসু বর্ম্মা,
„ কিরণচন্দ্র বসু,
„ আশুতোষ ঘোষ বর্ম্মা,
„ কালিদাস বিশ্বাস বর্ম্মা,
„ যতীন্দ্রনাথ দাস,
„ বসন্তকুমার সরকার বর্ম্মা,
„ যতীশচন্দ্র দত্ত, নড়াইল,
„ নবনেপাল ঘোষ বর্ম্মা, ও জিতেন্দ্রনাথ ঘোষ, নপাড়া, খুলনা,

কলিকাতা

„ বরদাদাস বসু,
„ হরেন্দ্রকুমার বসু,
„ ভবাণীচরণ দত্ত,
„ আশুতোষ মিত্র বর্ম্মা,
„ নরেশচন্দ্র বসু বর্ম্মা,
„ অক্ষয়কুমার বসু,
„ শৈলেন্দ্রনাথ দত্ত,

শ্রীযুক্ত গণেশচন্দ্র ঘোষ রায়,
„ কুঞ্জবিহারী দেববর্ম্মা মজুমদার
„ রসিকলাল বিশ্বাস বর্ম্মা
„ ক্ষেত্রমোহন কর বর্ম্মা
„ যোগেশচন্দ্র দেব বর্ম্মা, ডগাছা
„ নবকুমার দাস বর্ম্মা,
„ পার্ব্বতীকান্ত সরকার,
„ নিবারণচন্দ্র দাস,
,, বিমানচন্দ্র দত্ত,
,, অমৃতলাল দেব বর্ম্মা,

নদীয়া

,, অনুকূলচন্দ্র গুহ, কৃষ্ণনগর
,, মহেন্দ্রনাথ সরকার বর্ম্মা,

„ অক্ষয়কুমার সরকার বর্ম্মা,
„ সতীশচন্দ্র বিশ্বাস বর্ম্মা,
„ কেশবলাল ঘোষ বর্ম্মা,
„ ললিতমোহন ঘোষ,
„ রাখালদাস বসু,
„ রবীন্দ্রনাথ মিত্র,

„ ভূপেন্দ্রকুমার বসু,
„ শচীন্দ্রনাথ বসু,
„ দুর্গাদাস ঘোষ,
„ কৃষ্ণনাথ ঘোষ,
„ হরিচরণ মিত্র,
„ পরিমলচন্দ্র দত্ত,
„ জয়কৃষ্ণ ঘোষ,

শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী পাল,
„ হরিগোপাল ঘোষ,
„ পুলীনচন্দ্র দত্ত,
„ অপূর্ব্বকৃষ্ণ বসু,
„ উমাচরণ বসু,
„ বসন্তকুমার দত্ত,
„ নৃপেন্দ্রনাথ সরকার
„ রামচরণ গুহ,
„ ক্ষেত্রমোহন ধর
„ অশ্বিনীকুমার ঘোষ

„ চিত্তরঞ্জন পাল চৌধুরী
„ লক্ষ্মীকান্ত দত্ত
„ প্রসাদচন্দ্র বসু
„ নারায়ণচন্দ্র বসু
„ রাজেন্দ্রলাল মৌস্তফী
„ শরচ্চন্দ্র বসু
„ যোগেন্দ্রচন্দ্র চৌধুরী
„ যতীন্দ্রনাথ বসু
„ দেবেন্দ্রনাথ বসু
„ শ্রীশচন্দ্র রায়
„ মনোমোহন চৌধুরী
„ শ্রীপতিচরণ রায়

শ্রীযুক্ত পশুপতিনাথ বিশ্বাস,
„ ক্ষেত্রমোহন ঘোষ,
„ দুর্গাদাস বসু,
„ হরিদাস বসু,
„ বিহারীলাল সিংহ,
„ কেদারনাথ ঘোষ,
„ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ,
„ শশিভূষণ রায়
„ ডাক্তার উপেন্দ্রনাথ ঘোষ
„ হেমেন্দ্রনারায়ণ দেব বর্ম্মা সাহিত্যসাগর

„ সতীশচন্দ্র চৌধুরী
„ সূর্য্যকুমার মিত্র
„ অমরকৃষ্ণ মিত্র
„ রামগোপাল মিত্র
„ সুবোধচন্দ্র গুহ
„ চারুচন্দ্র ঘোষ
„ অমৃতলাল ঘোষ
„ নরেন্দ্রনাথ বসু
„ অতীন্দ্রনাথ রায়
„ উপেন্দ্রমোহন সিংহ
„ দুর্গাচরণ সরকার

কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটের উপর শ্যামপুকুর ষ্ট্রীটের মোড়ে মুক্ত প্রাঙ্গণে পূজা ও সভার মণ্ডপ বিনির্ম্মিত হয়। সভাক্ষেত্র বিচিত্র চন্দ্রাতপতলে পত্র-পুষ্প দ্বারা পরিশোভিত হইয়াছিল। প্রবেশ পথে সুসজ্জিত বৃহৎ তোরণ, এবং তাহার উপরিস্থ নওবতের মধুর বাদ্য উপস্থিত সকলের চিত্তবিনোদন করিতেছিল। সভা-প্রাঙ্গণের সম্মুখে (উত্তর দিকে) মনোহর পূজা-মণ্ডপ; তন্মধ্যে কায়স্থ-আদি-পিতার অনিন্দসুন্দর শ্রীমূর্ত্তি উপস্থিত ব্যক্তি মণ্ডলী অনিমেষ লোচনে অবলোকন করিতেছিলেন। বিচিত্র কারুকার্য্যে খচিত সুবৃহৎ রৌপ্য সিংহাসনের উপর নানা-

লঙ্কারে সুশোভিত পিতৃদেবের চতুর্ভুজ শ্রীমূর্ত্তি পদ্মাসনে উপবিষ্ট ছিলেন। তাঁহার দক্ষিণ বাহুদ্বয়ে বজ্রদণ্ড এবং সুবর্ণ নির্ম্মিত লেখনী (কলম); বাম বাহুদ্বয়ে রৌপ্য তরবারি এবং স্বর্ণের মস্যাধার (দোয়াত)। মস্তকে স্বর্ণ মুকুট, গলদেশে নানা আভরণ এবং সুগন্ধ পুষ্প-মাল্য। পিতৃদেবের বর্ণ উজ্জ্বল শ্যাম, নেত্র কমল সদৃশ। তাঁহার বাম পার্শ্বে শ্যামল তৃণাচ্ছাদিত আসনে শায়িত সুদৃশ্য মহিষ মূর্ত্তি, তদীয় পৃষ্ঠদেশে সুশোভন আস্তরণ, গলদেশে মাল্যহার এবং তৎসঙ্গে সুবর্ণ ঘণ্টা দোদুল্যমান। ইনি পিতৃদেবের বাহন।

ঢাক, ঢোল, সানাই, কাঁশর, ঘণ্টা, শাঁখ প্রভৃতি নানা প্রকার বাদ্যোদ্যমের সহিত পূর্ব্বাহ্ণ ৮॥ ঘটিকার সময় পূজার কার্য্য আরম্ভ হয়। শাস্ত্রজ্ঞ শ্রীযুক্ত অন্নদানাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় পূজক এবং কোটালীপাড়ার শ্রীযুক্ত কালীকান্ত তর্ক-সিদ্ধান্ত মহাশয় তন্ত্রধারক কার্য্যে ব্রতী ছিলেন। সার্দ্ধ চারিশত হোম যজ্ঞ হয়; চন্দন, অগুরু, কস্তুরী প্রভৃতির সুগন্ধে এবং যজ্ঞীয় ধূমের সৌরভে উৎসব-ক্ষেত্র স্বর্গীয় ভাব ধারণ করিয়াছিল এবং উপস্থিত ব্যক্তিবৃন্দের প্রাণে এক অপূর্ব্ব ভাবের সঞ্চার হইয়াছিল। কায়স্থ মহোদয়গণ গললগ্নীকৃতবাসে ভক্তি গদগদ চিত্তে পিতৃদেবের শ্রীচরণে সচন্দন পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করিয়াছিলেন।

নানা প্রকার আহার্য্য মিষ্টান্ন, মোদক ও বিবিধ ফল মূলাদি দ্বারা নৈবেদ্য প্রস্তুত হইয়াছিল। ভোগের দ্রব্য মধ্যে রাধাবল্লভি, লেডীগেনি, দরবেশ, সন্দেশ, ক্ষীরের ছাঁচ, আনন্দ লাড়ু এবং আপেল, ন্যাশপাতি, কমলালেবু প্রভৃতি অনেক রকম ফল ছিল। প্রায় ৭০০ শত ব্যক্তি প্রসাদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন কায়স্থ-সমাজের চির হিতৈষী শ্রীযুক্ত কুমার মন্মথনাথ মিত্র বাহাদুরের ভবনে এতদুপলক্ষে ব্রাহ্মণ-ভোজনের সুবন্দোবস্ত হইয়াছিল।

এই দিন কায়স্থ-সভার ব্যয়ে সভার সুযোগ্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত রায় সাহেব নগেন্দ্রনাথ বসু বর্ম্মা প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয়ের ৯নং বিশ্বকোষ লেনস্থ "বিশ্ব-কোষ" কার্য্যালয়ে একটী কায়স্থোপনয়ন কেন্দ্র হয়। কোটালীপাড়ার শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় কেন্দ্রাচার্য্য এবং মধুসূদন ভট্টাচার্য্য মহাশয় তন্ত্রধারকতা কার্য্যে ব্রতী ছিলেন; এই কেন্দ্রে পঞ্চত্রিংশজ্জন কায়স্থ-সন্তানের যথাশাস্ত্র [ব্রাত্য প্রায়শ্চিত্তান্তে সংস্কার কার্য্য সম্পাদিত হইয়াছে।

অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকার সময় সুসজ্জিত সভা প্রাঙ্গণে সভাপতি মাননীয় কুমার মণীন্দ্রচন্দ্র সিংহ বাহাদুরের এবং তৎপরে যশোহরের প্রবীন উকীল শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ বসুবর্ম্মা মহাশয়ের সভাপতিত্বে বৃহৎ সভা হয়। শ্রীযুক্ত

নগেন্দ্রনাথ বসু বর্ম্মা প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় এবং বাগ্মী সরলচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা অগ্নিহোত্রী মহাশয় নানা শাস্ত্র, পুরাণ ইত্যাদি দ্বারা কায়স্থ আদি পিতা শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্ত দেবের উৎপত্তি এবং তাঁহার বংশ ইতিহাস কীর্ত্তন করিয়া কায়স্থ জাতির ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিপাদন করেন। পুরাণাদি পর্য্যালোচনা করিলে জানা যায় যে কার্ত্তিক মাসের শুক্লাদ্বিতীয়া (ভ্রাতৃদ্বিতীয়া) তিথিতে লোকপিতামহ প্রজাপতি ব্রহ্মার কায় হইতে শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেব সমুদ্ভূত হয়েন। তজ্জন্যই এই দিন ভারতীয় কায়স্থদিগের পক্ষে বিশেষ স্মরণীয় এবং প্রধান উৎসবের দিন। এই দিনে উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে, বিহারে এবং মধ্য-ভারতের প্রতি কায়স্থ-পল্লীতে শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্ত দেবের বার্ষিক পূজা প্রচলিত আছে। এই দিন তাঁহারা পরিজনবর্গকে এবং আত্মীয়স্বজনদিগকে নব বস্ত্রাদি, প্রদান করিয়া থাকেন এবং বৎসরের মধ্যে এই দিনটী তাঁহাদিগের বিশেষ আনন্দের দিন। ৺ শারদীয়া দুর্গা-পূজার সময় বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র যে প্রকার মহোৎসব এবং আনন্দস্রোত প্রবাহিত হয়, বঙ্গের বাহিরে কায়স্থ মাত্রেরই চিত্রগুপ্ত উৎসব প্রায় সেইরূপ। আশা করা যায় যে আগামী বর্ষে বঙ্গের বহু কায়স্থের গৃহে এই মহা পূজা অনুষ্ঠিত হইবে, এবং বঙ্গীয় কায়স্থ মহাশয়গণ নিজ নিজ গৃহে ও সমাজে এই পূজা যথারীতি প্রবর্ত্তিত করিয়া সর্ব্ববর্ণের পূজার্হ ও তর্পণীয় স্বজাতির মহামহিমান্বিত আদি পুরুষের গৌরব প্রতিষ্ঠায় ও জাতীয় ভাবের পুষ্টি সাধনে যত্নবান্ হইবেন।*

সন্ধ্যার অব্যবহিত পরে প্রধান তিনজন পণ্ডিত দ্বারা পিতৃদেবের মহা আরতি হইয়াছিল। আরতির সময় শ্রীমূর্ত্তির দক্ষিণ এবং বাম পার্শ্ব হইতে শোভাবাজার রাজবংশীয় শ্রীযুক্ত কুমার অসীমকৃষ্ণ দেববর্ম্মা বাহাদুর এবং শ্যামবাজারের জমিদার স্বর্গীয় রায় মোহনলাল মিত্র মহাশয়ের পৌত্র শ্রীযুক্ত রায় ললিতকুমার মিত্র মহোদয় শ্বেত চামর দ্বারা ব্যজন করিতেছিলেন। আরতির সময় শ্রীমূর্ত্তিতে যেন অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ বিকীর্ণ হইতেছিল; তৎকালে পিতৃদেবের শ্রীমুখপদ্ম দর্শন করিয়া কেহ কেহ বলিতেছিলেন, "ঠিক যেন প্রেমময় শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের মুখখানি," কেহ বলিতেছিলেন, "ভগবান্ বিষ্ণুর মূর্ত্তি বলিয়া মনে হয়; কেহ কেহ বলিলেন "শ্রীশ্রীরামাচন্দ্রের মত দেখা যাইতেছে," কেহ বলিতে-

* শাস্ত্রানুসারে ভগবান্ চিত্রগুপ্ত ব্রাহ্মণাদি সর্ব্ববর্ণেরই পূজার্হ, কেবল কায়স্থ-জাতির নহে। রঘুনন্দনের তিথিতত্ত্বেও চিত্রগুপ্ত-পূজা সর্ব্ববর্ণের জন্যই বিহিত হইয়াছে, পঞ্জিকাতেও ভ্রাতৃদ্বিতীয়াতে চিত্রগুপ্ত-পূজার উল্লেখ থাকে, কিন্তু দুঃখের বিষয় এদেশে এই পূজা অনুষ্ঠিত হয় না। সঃ।

ছিলেন "ঠিক যেন বদরি নারায়ণ বলিয়া প্রতিয়মান হইতেছে।" সকলের মুখে এই প্রকার আলোচনা হইতেছিল।

আরতিশেষে শ্যামবাজার "ইভ্‌নিং ক্লাব" অতি মধুর কন্‌সার্ট বাদ্য দ্বারা উপস্থিত জনমণ্ডলীকে মোহিত করিয়াছিলেন।

পর দিবস ২৭শে কার্ত্তিক অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকার সময় উৎসব-ক্ষেত্র হইতে রৌপ্য সিংহাসন সহ শ্রীমূর্ত্তি লইয়া একটী বিরাট শোভা যাত্রা বহির্গত হয়। ঐ শোভা যাত্রায় সর্ব্বাগ্রে "শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্ত দেবের পূজা ও উৎসব"-লিখিত মুক্তা পটাবরণ সহ ঐ দিবসের নব উপনীত দুইটী ব্রহ্মচারী কায়স্থ বালক অগ্রসর হইতে থাকেন;—তৎপরে পাইক পাড়া রাজ বাটীস্থ এবং কুমার মন্মথনাথ মিত্র বাহাদুরের বাটীস্থ বহু সংখ্যক রৌপ্য আশা সোটাধারী সুসজ্জিত সিপাহী, শান্ত্রী; তৎপরে ব্যাগ পাইপ বাদকদল, তৎপরে বহু সংখ্যক ঢাক ঢোল সানাই কাশী শাঁখ, কাঁশর ঘণ্টা ঝাঁকর প্রভৃতি, তৎপশ্চাতে নহবৎ অগ্রসর হইতেছিল, তৎপরে সুবর্ণ ছত্র ও পাখা সহ রৌপ্য সিংহাসনে শ্রীমূর্ত্তি এবং সঙ্গে সঙ্গে কায়স্থ-সভার নেতৃগণ, প্রচারক ও অন্যান্য বহু সংখ্যক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি পদব্রজে অনুগমন করিতেছিলেন। এই শোভাযাত্রায় যে সমস্ত ব্যক্তি ছিলেন তাঁহাদিগের সকলের নাম সংগৃহীত না হওয়ায় কতিপয় নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল।

কুমার মন্মথনাথ মিত্র বাহাদুর, কুমার অসীমকৃষ্ণ দেববর্ম্মা বাহাদুর, রায় সাহেব নগেন্দ্রনাথ বসুবর্ম্মা প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব, সুরেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ জমিদার পাথুরিয়াঘাটা, রায় বনবিহারী বসু, জমিদার, বাগবাজার, অমৃতকৃষ্ণ বসু মল্লিক, জ্ঞানেন্দ্রকৃষ্ণ বসু মল্লিক, নিবারণচন্দ্র দত্ত, নির্ম্মলচন্দ্র দত্ত, দয়ালচন্দ্র ... মৃণালকান্তি ঘোষবর্ম্মা, কিরণচন্দ্র দত্ত, সুরেন্দ্রনাথ সরকার জমিদার বেলেঘাটা, গণপতি বিদ্যারত্ন, সরলচন্দ্র ঘোষবর্ম্মা অগ্নিহোত্রী, ফণীন্দ্রনাথ মিত্রবর্ম্মা, কেদারনাথ দেববর্ম্মা, সুরেন্দ্রনাথ দাসবর্ম্মা, রসিকলাল দেববর্ম্মা, মাখনলাল ধরবর্ম্মা, উপেন্দ্রনাথ বসু।

এই শোভাযাত্রা কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, বীডন ষ্ট্রীট ও নিমতলা ষ্ট্রীট দিয়া গঙ্গা তীর পর্য্যন্ত যাইয়া সন্ধ্যার সময় জাহ্নবী-নীরে শ্রীমূর্ত্তি বিসর্জ্জন করেন; অনন্তর মঙ্গল-ঘট সহ যথাস্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে শান্তিবারি ও নির্ম্মাল্য-গ্রহণান্তর সকলে স্ব স্ব গন্তব্যস্থানে প্রস্থান করেন।

আমরা সংবাদ পাইয়াছি যে বিগত ২৬শে কার্ত্তিক ভ্রাতৃদ্বিতীয়া দিবসে বঙ্গের আরও বহু স্থানে পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় ভগবান্ শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্ত দেবের পূজা যথানিয়মে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

কায়স্থ-পঞ্জি

উপনয়ন-সংবাদ

মুরশিদাবাদে।

(১)

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বর্ম্ম রায় মহাশয় সংবাদ দিয়াছেন যে ৮ই কার্ত্তিক শুক্লাত্রয়োদশী তিথিতে পাঁচথুপী পুরাণ বাটীর হাজরা পরিবারে নিম্নলিখিত মহোদয়গণ যথাশাস্ত্র উপবীত গ্রহণ করিয়াছেন :—

শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র ঘোষ হাজরা, M. A B L. মুন্সেফ,

২। " আশুতোষ ঘোষ হাজরা, ওভারসিয়ার।

৩। " ক্ষিতীশচন্দ্র ঘোষ হাজরা, মোক্তার।

৪। " ত্রিপুরেশচন্দ্র ঘোষ হাজরা।

৫। " ভবেশচন্দ্র ঘোষ হাজরা।

৬। " জয়দেব ঘোষ হাজরা।

৭। " বিদ্যাপতি ঘোষ হাজরা।

(২)

মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত পোপাড়া হইতে শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন ঘোষবর্ম্মা মহাশয় জানাইয়াছেন যে গত ৮ই কার্ত্তিক সোমবার ত্রয়োদশী তিথিতে পোপাড়া-নিবাসী ১৯ জন উত্তর-রাঢ়ীয় কায়স্থ যথাসাধ্য প্রায়শ্চিত্তান্তে উপনীত হইয়াছেন। তিন জন অসমর্থ কায়স্থের উপনয়নের সমস্ত খরচ ঘোষ মহাশয় স্বয়ং বহন করিয়াছেন। তাঁহার জামাতা শ্রীযুক্ত হরিদাস সিংহ বর্ম্মা, শ্রীযুক্ত প্রবোধকৃষ্ণ ঘোষ বর্ম্মা এবং তাঁহার নিজের ঐকান্তিক চেষ্টায় এই উপনয়ন কার্য্য সুসম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য এবং দীনবন্ধু অধিকারী মহাশয় দ্বয় আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছেন।

১। শ্রীযুক্ত ইন্দ্রনারায়ণ সিংহ বর্ম্মা	৬। শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার দাস বর্ম্মা
২। " উমাকান্ত দাস বর্ম্মা	৭। " মণীন্দ্রনাথ দাস বর্ম্মা
৩। " আশুতোষ দাস বর্ম্মা	৮। " শম্ভুনাথ দাস বর্ম্মা
৪। " সুরেন্দ্রনাথ দাস বর্ম্মা	৯। " ভূপেন্দ্রনাথ দাস বর্ম্মা
৫। " পরিতোষ দাস বর্ম্মা	১০। " বসন্তকুমার ঘোষ বর্ম্মা

১১। শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার সিংহ বর্ম্মা ১৫। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণগোপাল ঘোষ চৌধুরী বর্ম্মা
১২। „ শ্রীশচন্দ্র ঘোষ চৌধুরী বর্ম্মা ১৬। „ হরিদাস ঘোষ বর্ম্মা
১৩। „ কমলাক্ষ ঘোষ চৌধুরী বর্ম্মা ১৭। „ সুরেন্দ্রনাথ দাস বর্ম্মা
১৪। „ ননীগোপাল ঘোষ ১৮। „ কেদারনাথ দাস বর্ম্মা
চৌধুরী বর্ম্মা ১৯। „ মহেশচন্দ্র দাস বর্ম্মা

(৩)

নলহাটির অন্তর্গত বোথারা হইতে অশ্বিনীকুমার মিত্র হাজরা মহাশয় কায়স্থ-সভার সম্পাদক মহাশয়কে নিম্নলিখিত পত্রদ্বারা তাঁহাদের উপনয়ন-সংবাদ জ্ঞাপন করিয়াছেন :—

সবিনয় নিবেদন—

প্রচারক শ্রীযুক্ত মাখনলাল ধর বর্ম্মা মহাশয়ের নিকট উপবীত গ্রহণ বিষয়ে যে প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ ছিলাম গত ১০ই অগ্রহায়ণ বৃহস্পতিবার রাসপূর্ণিমায় সেই প্রতিজ্ঞা পালন করিয়া কৃতার্থ হইয়াছি। দেহের সংস্কার করিয়া যে নবজীবন লাভ করিয়াছি বাস্তবিকই তাহার আস্বাদ অবর্ণনীয়। আরও আমরা বুঝিতেছি সংস্কারের গতিই সৌন্দর্য্যের অভিমুখে। মহাশয় অলক্ষ্যে থাকিয়া বঙ্গদেশীয় কায়স্থ মণ্ডলীর লুপ্তগৌরবের উদ্ধার সাধন করতঃ কায়স্থ ভ্রাতৃগণের যে কল্যাণ আনয়ন করিতেছেন এ জন্য আপনি আমাদের তথা সমগ্র স্বজাতি-মণ্ডলের শ্রদ্ধার পাত্র। ভগবানের নিকট প্রার্থনা, আপনার পুণ্যপ্রভা সমগ্র কায়স্থ-সমাজে সম্যক্ ব্যাপ্ত হইয়া জাতীর মঙ্গল আনয়ন করুক।

শ্রীযুক্ত পশুপতি বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত অভয়পদ ভট্টাচার্য্য প্রমুখ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণ উপনয়ন কেন্দ্রে উপস্থিত থাকিয়া আমাদিগকে উৎসাহিত করিয়াছিলেন। উপনীতগণের নামের তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

১। শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র সিংহ ৩। শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার মিত্র হাজরা
২। „ রাখালচন্দ্র মিত্র হাজরা ৪। „ সারদাপ্রসাদ ঘোষ
৫। „ বরদাপ্রসাদ ঘোষ

(৪)

রঘুনাথগঞ্জ হইতে শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ মজুমদার মহাশয় নিম্নলিখিত পত্রদ্বারা উপনয়ন সংবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন :—

বিগত ৩রা অগ্রহায়ণ মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত ঘোড়শালাগ্রামে শ্রীযুক্ত নটবর সরকার মহাশয়ের গৃহে একটি উপনয়ন-কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছিল।

জগতাই-নিবাসী পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় কেন্দ্রাচার্য্য ছিলেন। নিম্নলিখিত দশ জন উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ যথারীতি ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্তপূর্ব্বক উপনীত হইয়াছেন, যথা,—১ শ্রীআশুতোষ মজুমদার, ২। শ্রীনগেন্দ্রনাথ মিত্র, ৩। শ্রীফণীভূষণ ঘোষ, ৪। শ্রীবিধুভূষণ মিত্র, ৫। শ্রীনীরদবরণ মিত্র, ৬। শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র, ৭। শ্রীশরৎকুমার ঘোষ, ৮। শ্রীইন্দুভূষণ সরকার, ৯। শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সরকার, ১০। শ্রীসীতেশচন্দ্র দাস।

ঢাকায়।

পূর্ব্ববঙ্গ কায়স্থ-সভার সম্পাদক, ঢাকা জজ কোর্টের উকিল শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন ঘোষ চৌধুরী বর্ম্ম বি-এল মহাশয় নিম্নলিখিত উপনয়ন-সংবাদ প্রেরণ করিয়াছেন :—

১। ৫ই কার্ত্তিক আটী, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গ কায়স্থ-সভার উদ্যোগে সভার সহঃ সম্পাদক শ্রীযুত যোগেন্দ্রচন্দ্র রক্ষিত বর্ম্মা মহাশয়ের বাটীর কেন্দ্রে শ্রীযুত নরেন্দ্রকিশোর রক্ষিত মহাশয় ব্রাত্য-প্রায়শ্চিত্ত পূর্ব্বক উপনয়ন গ্রহণ করিয়াছেন।

২। ১৩ই কার্ত্তিক, গেণ্ডারিয়া, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গ কায়স্থ-সভার উদ্যোগে নিম্নোক্ত কায়স্থগণ ব্রাত্য-প্রায়শ্চিত্ত পূর্ব্বক উপনয়ন গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রীললিতকুমার মিত্র (হাইকোর্টের উকিল) ২। শ্রীযামিনীকুমার মিত্র ৩। শ্রীসুরেশকুমার মিত্র বি, এস সি। ৪। শ্রীদক্ষিণা-রঞ্জন মিত্র।

৩। ২৬শে কার্ত্তিক, ঢাকা।

পূর্ব্ব-বঙ্গ-কায়স্থ সভার উদ্যোগে স্বর্গীয় নব রায় মহাশয়ের বাড়ীর কেন্দ্রে নিম্নোক্ত কায়স্থগণ ব্রাত্য-প্রায়শ্চিত্ত পূর্ব্বক উপনয়ন গ্রহণ করিয়াছেন। ১। শ্রীকুঞ্জবিহারী রায় বি, এল, (মুন্সেফ)। ২। শ্রীকালীশঙ্কর রায়। ৩। শ্রীগোপীনাথ রায়—(নব রায়ের বাড়ী)। ৪। শ্রীসর্ব্বেশ্বর দত্ত—নরন্দি, ঢাকা। ৫। শ্রীদ্বিজেন্দ্রকিশোর চৌধুরী—কৈলাল, ঢাকা।

বজ্রযোগিনী কেন্দ্র, ২৫শে কার্ত্তিক। শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র ঘোষবর্ম্মা (বিখ্যাত জি, ঘোষ) মহাশয়ের বাড়ীর কেন্দ্রে উক্ত ঘোষ মহাশয়ের পুত্রদ্বয় ১। শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র ঘোষ ও ২। গণেশচন্দ্র ঘোষ। ৩। শ্রীশিশিরকুমার মজুমদার। ৪। প্রভাতচন্দ্র ঘোষ। ৫। রামলাল ঘোষ। ৬। প্রফুল্লকুমার ঘোষ

৭। সুবিমলচন্দ্র ঘোষ ৮। হরিপ্রসন্ন সোম। ৯। খগেন্দ্রকুমার সোম। ১০। জিতেন্দ্রকুমার সোম। ১১। সুরেন্দ্রচন্দ্র সোম। ১২। শ্রীশকুমার সোম।

আমরা জানিয়া আনন্দিত হইয়াছি যে স্বজাতিবৎসল গোবিন্দবাবু প্রায় পাঁচশত টাকা ব্যয় করিয়া এই উপনয়ন উৎসব সমারোহের সহিত সম্পন্ন করিয়াছেন।

রঙ্গপুরে।

বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভার প্রচারক শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় কায়স্থ সভা কর্ত্তৃক গাইবান্ধায় প্রেরিত হওয়ায় বিগত ৯ই অগ্রহায়ণ বুধবার অপরাহ্ণ ৪ঘটিকার সময় স্থানীয় টাউনহলে কায়স্থ জাতির একটী মহতী সভার অধিবেশন হয়। স্থানীয় উকীল মোক্তার ডাক্তার প্রভৃতি গণ্যমান্য সমস্ত কায়স্থ সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। সর্ব্বসম্মতিক্রমে জনপ্রিয় স্বজাতিবৎসল মুন্সেফ শ্রীযুক্ত বাবু সুরেন্দ্রচন্দ্র বসু বর্ম্মা মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। শ্রী বাবু বেদ, সংহিতা, পুরাণ, কোষ, কারিকা, শিলালিপি প্রভৃতি হইতে বচন উদ্ধৃত করিয়া কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিপন্ন করেন ও উপনয়নের আবশ্যকতা বিশদরূপে বুঝাইয়া দেন। তৎপর সভাপতি মহাশয় নাতিদীর্ঘ বক্তৃতায় ঐতিহাসিক প্রমাণ ও কায়স্থজাতির আচার ব্যবহার ও সামাজিক ক্রিয়াদি দ্বারা কায়স্থ জাতির প্রকৃত ক্ষত্রিয় ভিন্ন অন্য কোন বর্ণ হইতে পারে না তাহা সরল ও সুন্দরভাবে বুঝাইয়া দেন এবং প্রকাশ করেন যে তিনি ৮।৯ বৎসর পূর্ব্বে উপনয়ন গ্রহণ করিয়াছেন। তদনন্তর সভাস্থ সভ্যগণ আশু উপনয়ন গ্রহণ করিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হন।

অদ্য অত্রস্থ গণ্যমান্য নিম্নলিখিত কায়স্থগণ লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকিল শ্রীযুক্ত বাবু বরদাগোবিন্দ চাকী বি, এল মহাশয়ের বাসায় একটি কেন্দ্র স্থাপন করতঃ যথা-শাস্ত্র ব্রাত্য-প্রায়শ্চিত্তান্তে উপবীত গ্রহণ করিয়াছেন। প্রথমে স্থানীয় পুরোহিত ক্রিয়া করিতে সম্মত না হওয়ায় হরিপুরের উপবীতী কায়স্থগণের পুরোহিত শ্রীযুক্ত সারদাসুন্দর চক্রবর্ত্তী, লক্ষ্মীকান্ত ভট্টাচার্য্য ও শশিকান্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয়গণ উপনয়ন কার্য্য করণার্থ আগমন করিলে স্থানীয় পুরোহিত বিক্রমপুরের অন্তর্গত নাগরনন্দী গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত হরিপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত যদু-মোহন ভট্টাচার্য্য ও শ্রীযুক্ত গোপালকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য মহাশয়দ্বয় উক্ত কার্য্য করিতে স্বীকৃত হওয়ায় উপরোক্ত ৫ জন পুরোহিত দ্বারা ব্রাত্য-প্রায়শ্চিত্ত ও উপনয়ন

কার্য্য মহা সমারোহের সহিত সম্পন্ন হয়। আশা করা যায় খুব শীঘ্র আর একটী কেন্দ্র করিয়া স্থানীয় ও মফঃস্বলবাসী কায়স্থগণ উপবীত গ্রহণ করিবেন।

উপবীতগ্রহণকারী কায়স্থদিগের তালিকা :—

নাম		বয়স	শ্রেণী
শ্রীযুক্ত বাবু কিশোরীবল্লভ চৌধুরী	এম এ, বি এল, উকিল	৫৫	বারেন্দ্র
„ বরদাগোবিন্দ চাকী	বি, এল উকীল	৪৬	ঐ
„ সতীশচন্দ্র ভৌমিক	উকিল	৪২	ঐ
„ রবিলোচন মজুমদার	ঐ	৪০	ঐ
„ সুরেশচন্দ্র নন্দী	ঐ	৪১	ঐ
„ নবদ্বীপচন্দ্র রুদ্র	জোতদার	৭০	ঐ
„ রাজবল্লভ চৌধুরী	মোক্তার	৬২	ঐ
„ কৈলাসচন্দ্র সুর	কবিরাজ	৬২	ঐ
„ হরচন্দ্র পাল	মোক্তার	৫৫	বঙ্গজ
„ আশুতোষ মুন্সি	বি, এল উকিল	৩৬	বারেন্দ্র
„ পদ্মলোচন মজুমদার	জোতদার	৩২	ঐ
„ নরেন্দ্রচন্দ্র চৌধুরী	জোতদার	৩২	ঐ
„ জ্ঞানদা প্রসাদ নাগ	ঐ	৩৫	ঐ
„ যদুভূষণ সরকার	ঐ	৩৬	ঐ
„ হেমন্তকুমার পাল	জোতদার	৩০	বঙ্গজ
„ দীনেশচন্দ্র পাল	ঐ	২৮	ঐ
„ বিষ্ণুচরণ পাল	ঐ	১৮	ঐ
„ সুবোধচন্দ্র বসু	ছাত্র	১২	ঐ
„ রমেশচন্দ্র ঘোষ		৩০	ঐ
„ জ্যোতিশচন্দ্র দেব	মাষ্টার	২৫	বারেন্দ্র
„ গিরিশচন্দ্র চাকী	জোতদার	৩০	ঐ
„ সুরেশচন্দ্র দেব	ডাক্তার	৩২	বঙ্গজ
„ উপেন্দ্রচন্দ্র দেব	জোতদার	১৮	বারেন্দ্র

শ্রীললিতচন্দ্র চাকী দেব বর্ম্মা, উকীল।

কায়স্থ-সভা কার্য্যালয়ে।

গত ২৬শে কার্ত্তিক ভ্রাতৃদ্বিতীয়া তিথিতে প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু বর্ম্ম মহাশয়ের বিশ্বকোষ কার্য্যালয়ে একটি উপনয়ন কেন্দ্র গঠিত হয়, তথায় নিম্নোক্ত ৩৫জন কায়স্থ ব্রাত্য প্রায়শ্চিত্তান্তে উপনীত হইয়াছেন। কোটালী-পাড়া-নিবাসী শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র বিদ্যারত্ন এবং শ্রীযুক্ত মধুসূদন ভট্টাচার্য্য আচার্য্য-পদে বৃত হইয়াছিলেন।

উপবীতী কায়স্থগণের নাম :—

১।	শ্রীযুক্ত হেমকান্ত বসু ফরিদপুর	১৮।	শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র বসু দাসেরচর
২।	,, নগেন্দ্রনাথ ঘোষ দোলকুণ্ডী	১৯।	,, যতীন্দ্রনাথ দাস মৌশা
৩।	,, বিভূতিভূষণ গুহ চাওচা	২০।	,, কুঞ্জবিহারী দাস ঘটমাঝি
৪।	,, রমেশচন্দ্র চন্দ্র কাশিমপুর	২১।	,, শ্রীশচন্দ্র ঘোষ চরমুগরিয়া
৫।	,, হরেন্দ্রনাথ দত্ত দীঘলপাড়া	২২।	,, রামদাস মিত্র রতনডালা
৬।	,, জিতেন্দ্রমোহন গুহ প্যারপুর	২৩।	,, সন্তোষকুমার ঘোষ বাজিৎপুর
৭।	,, প্রভাতচন্দ্র দেব খালিয়া	২৪।	,, মধুসূদন চন্দ্র ব্রাহ্মণদি
৮।	,, গোপালচন্দ্র দাস সরমঙ্গল	২৫।	,, অরুণচন্দ্র মিত্র আর্য্যদত্তপাড়া
৯।	,, পার্শ্বনাথ দেব খালিয়া	২৬।	,, কিরণচন্দ্র মিত্র ঐ
১০।	,, দিগিন্দ্রমোহন দাস কাশিমপুর	২৭।	,, ধীরেন্দ্রনাথ ঘোষ কীর্ত্তিনগা
১১।	,, কালীপদ দাস সরমঙ্গল	২৮।	,, শ্যামচন্দ্র বিশ্বাস শারখাড়া
১২।	,, যোগেন্দ্রনাথ বিশ্বাস কাশিমপুর	২৯।	,, রমণীকান্ত গুহ হবিগঞ্জ
১৩।	,, ফণীন্দ্রভূষণ দত্ত কাশিমপুর	৩০।	,, নলিনীরঞ্জন দত্ত, দীঘলপাড়া
১৪।	,, মনোরঞ্জন সিংহ সত্যবতী	৩১।	,, ইন্দুভূষণ ঘোষ চুণীয়া
১৫।	,, দেবেন্দ্রনাথ বসু বাটিকামারী	৩২।	,, হরেন্দ্রমোহন দাস চাঁদপাড়া
১৬।	,, ভূষণচন্দ্র দেব কুলীয়া	৩৩।	,, ললিতমোহন সরকার, নগর
১৭।	,, বিমলাকান্ত দত্ত বলুগ্রাম	৩৪।	,, গোপালচন্দ্র বিশ্বাস, নগর

ত্রয়োদশাহ শ্রাদ্ধ।

গত ১১ই অগ্রহায়ণ শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি বসু বর্ম্মা এম্, এ, বি, এল (অমৃতবাজার পত্রিকা সম্পাদক) মহাশয় তাঁহার পিতৃদেবের শ্রাদ্ধ ত্রয়োদশাহে সম্পাদন করিয়াছেন।

বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভার

বিশেষ অধিবেশন

২৬-৭-১৩২৭

২৬শে কার্ত্তিক শুক্রবার ভ্রাতৃদ্বিতীয়া তিথিতে কলিকাতায় শ্যামপুকুর ষ্ট্রীট ও কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটের জংসনে শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেবের পূজামণ্ডপে সারদাচরণ আর্য্য-বিদ্যালয় ও "দেবরাণী মহেন্দ্রনাথ গুহ ভাণ্ডার" সম্বন্ধে কর্ত্তব্য অবধারণ জন্য বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভার এক বিশেষ অধিবেশন হয়। বেলা ৪॥ ঘটিকার সময় সভা আরম্ভ হয়। যাঁহারা অনিবার্য্য কারণে উপস্থিত হইতে না পারিয়া পত্র দ্বারা সহানুভূতি জানাইয়াছেন, তাঁহাদের নাম নিম্নে দেওয়া হইল :—

শ্রীযুক্ত রায়বাহাদুর বিশ্বম্ভর রায়, কৃষ্ণনগর। কালীপ্রসন্ন সরকার দেববর্ম্মা, ফরিদপুর। পার্ব্বতীচরণ ঘোষবর্ম্মা, কাণপুর। রায় বিনোদবিহারী বসু, গয়া। মধুসূদন সরকার বর্ম্মা, বরিশাল। মহেন্দ্রচন্দ্র রায় বর্ম্মা তত্ত্বনিধি, ত্রিপুরা। কালিদাস রায়চৌধুরী, বারুইপুর (২৪ পঃ)। রাধিকালাল চৌধুরী, মুর্শিদাবাদ। মহেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী বর্ম্মা, জমিদার মুর্শিদাবাদ। দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ রায়বর্ম্মা, দিনাজপুর রাজবাটী। বৃন্দাবনচন্দ্র রায়বর্ম্মা জমিদার, পাবনা। প্রিয়নাথ গুহবর্ম্মা মজুমদার, মোক্তার, পাবনা। যতীন্দ্রনাথ মজুমদার বর্ম্মা, মুর্শিদাবাদ। কালীকৃষ্ণ দেব মজুমদার, ত্রিপুরা। নগেন্দ্রনাথ চৌধুরী, ফরিদপুর। দীনেশচন্দ্র ঘোষরায় বর্ম্মা, ফরিদপুর। মধুসূদন গুহবর্ম্মা, (আসাম)। যতীন্দ্রচন্দ্র মিত্র, বৃন্দাবন। বিপিনবিহারী দাস, ৺কাশীধাম। লেপ্টেন্যান্ট কর্ণেল নলিনীমোহন রায়চৌধুরী, রংপুর। সুরেন্দ্রনাথ সরকার বর্ম্মা জমিদার, বগুড়া। যাত্রামোহন বিশ্বাস বর্ম্মা চট্টগ্রাম। রঞ্জনলাল সেন, চট্টগ্রাম। নবকিশোর দত্ত, চৌথাই, শ্রীহট্ট। তারিণীচরণ রায়, বানিয়াচঙ্গ, শ্রীহট্ট। জানকীনাথ মজুমদার, দিনাজপুর। প্রিয়নাথ রায়, দিনাজপুর। হরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস দেববর্ম্মা, বৈদ্যনাথ। ধীরেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ দস্তিদার মুর্শিদাবাদ। মহেন্দ্রকুমার নাগ বর্ম্মা, ঢাকা। শরচ্চন্দ্র সিংহ বর্ম্মা ত্রিপুরা। হরচন্দ্র দাসবর্ম্মা, দিনাজপুর। অমরেন্দ্রনাথ দাস, ভাগলপুর। দিননাথ বসু বর্ম্মা, ফরিদপুর। হেমচন্দ্র বর্ম্মা বিদ্যাবিনোদ, রঙ্গপুর। হরিহর ঘোষ বর্ম্মা, দাঁইহাট, বর্দ্ধমান। রাধাগোবিন্দ দত্তবর্ম্মা বর্দ্ধমান। আশুতোষ ঘোষ, লক্ষ্ণৌ। যোগেশচন্দ্র দাস বর্ম্মা, দিনাজপুর। রোহিণীনন্দন সিংহ,

মুরশিদাবাদ। হেমেন্দ্রলাল গুহরায়, ময়মনসিংহ। গিরিশচন্দ্র বসুরায় বিদ্যালঙ্কার, চাঁদসী।

উপস্থিত সভ্যগণের নাম :—*

শ্রীযুক্ত কুমার মণীন্দ্রচন্দ্র সিংহ বাহাদুর, (সভাপতি), মন্মথনাথ মিত্র বাহাদুর, অসীমকৃষ্ণ দেব বর্ম্মা বাহাদুর, ক্ষিতীশভূষণ রায় বর্ম্মা বাহাদুর, রাধিকাভূষণ রায় বর্ম্মা বাহাদুর, রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন, রায় রসময় মিত্র বাহাদুর, সুরেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ, রায় সাহেব নগেন্দ্রনাথ বসু বর্ম্মা, প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব, অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক, জ্ঞানেন্দ্রনাথ মল্লিক, নিবারণচন্দ্র দত্ত, দেবপ্রসন্ন ঘোষ, আশুতোষ সরকার, অবসরপ্রাপ্ত সবজজ, মৃণালকান্তি ঘোষ বর্ম্মা, বিমলকান্তি ঘোষ বর্ম্মা, কিরণচন্দ্র দত্ত, রঞ্জনবিলাস রায় চৌধুরী, শ্রীশচন্দ্র বসু, সচ্চিদানন্দ দত্ত, সরলচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা অগ্নিহোত্রী, প্যারীমোহন ঘোষ বর্ম্মা, শৈলেন্দ্রনাথ মিত্র, অমৃতলাল সিংহবর্ম্মা, যোগেন্দ্রনাথ সরকার বর্ম্মা, মাখনলাল ধর বর্ম্মা, অখিলচন্দ্র পালিত বর্ম্মা ভারতীভূষণ, নরেন্দ্রনাথ সিংহ, সুরেন্দ্রনাথ সরকার, বিধুভূষণ সরকার, গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন, রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ, দুর্গামোহন ঘোষ, রোহিণীকুমার বসু, চন্দ্রকুমার রায়, চন্দ্রকান্ত ঘোষ দস্তিদার, কেদারনাথ দেববর্ম্মা, নিবারণচন্দ্র চৌধুরী এম, আর, এ, এস, সুরেন্দ্রনাথ দাস বর্ম্মা, রসিকলাল দেব বর্ম্মা, শরচ্চন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা, নরেন্দ্রকুমার বসু, হরকান্ত দাস বর্ম্মা, অসীতারঞ্জন চন্দ্র, বঙ্কবিহারী সরকার, বিপিনবিহারী মিত্র, উপেন্দ্রনাথ বসু, অম্বিকাচরণ বসু বর্ম্মা, অক্ষয়কুমার সরকার বর্ম্মা, আশুতোষ ঘোষ বর্ম্মা, কালিদাস বিশ্বাস বর্ম্মা, বসন্তকুমার সরকার বর্ম্মা, নবনেপাল ঘোষ বর্ম্মা, জিতেন্দ্রনাথ ঘোষ, ভূপেন্দ্রকুমার বসু বর্ম্মা, হরেন্দ্রকুমার বসু।

বর্ত্তমান বর্ষের সভাপতি শ্রীযুক্ত কুমার মণীন্দ্রচন্দ্র সিংহ বাহাদুর এম বি, সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভার প্রারম্ভে সম্পাদক রায় সাহেব নগেন্দ্রনাথ বসু বর্ম্মা প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় এই বিশেষ অধিবেশন আহূত হইবার কারণ সংক্ষেপে জ্ঞাপন করেন। তৎপর অগ্নিহোত্রী সরলচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা মহাশয় চিত্রগুপ্তদেবের পূজা-অনুষ্ঠান সম্বন্ধে একটী হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা প্রদান করিলে সভার কার্য্য যথারীতি আরম্ভ হয়।

* অনবধানতাবশতঃ কোন সভ্যের নাম বাদ পড়িয়া থাকিলে অনুগ্রহপূর্ব্বক জানাইলে আগামী সংখ্যায় সংশোধন করা যাইবে। সম্পাদক।

প্রথম প্রস্তাব।

পরলোকগত সারদাচরণ মিত্র মহাশয় তৎপ্রতিষ্ঠিত "The Calcutta Aryan Institution" ("সারদাচরণ আর্য্য-বিদ্যালয়")এর সম্পূর্ণ স্বত্বাধিকার ও সম্যক্ পরিচালনভার রেজেষ্ট্রীকৃত দানপত্র দ্বারা বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভাকে অর্পণ করায় তাহা জাতীয় হিতার্থে বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির ইচ্ছানুসারে ও সম্যক্ কর্ত্তৃত্বাধীনে পরিচালিত হওয়ার আবশ্যকতা এই সভা নির্দ্দেশ করিতেছেন এবং তদুদ্দেশে কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি গত ১লা আশ্বিন তারিখের অধিবেশনে যে নিয়মাবলী গঠন করিয়াছেন এবং গত ২৪শে আশ্বিনের অধিবেশনে তজ্জন্য যে ম্যানেজিং কমিটী গঠন করিয়াছেন এই সভা তাহা সম্পূর্ণ অনুমোদন করিতেছেন এবং এই সভা কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতিকে উক্ত বিদ্যালয়ে বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার স্বত্ব স্বামিত্ব বজায় রাখিবার জন্য সর্ব্বপ্রকার বিহিত উপায় অবলম্বনের সম্যক্ ক্ষমতা অর্পণ করিতেছেন।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র দত্ত সমর্থক—শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত

সর্ব্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাব গৃহীত হয়।

দ্বিতীয় প্রস্তাব।

গত বার্ষিক অধিবেশনে গৃহীত দ্বাদশ প্রস্তাবের নির্দ্দেশমতে ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক শ্রীযুক্ত শরৎকুমার মিত্র বর্ম্মা হইতে "দেবরাণী ও মহেন্দ্রনাথ গুহ" ভাণ্ডারের ৫০০৲ টাকা মায় সুদ আদায় না হওয়ায় এই সভা কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতিকে সর্ব্বপ্রকার বিহিত উপায় অবলম্বনে ঐ টাকা আদায়ের ভার অর্পণ করিতেছেন।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ সিংহ

সমর্থক— „ নির্ম্মলচন্দ্র দত্ত

অনুমোদক— „ অম্বিকাচরণ ঘোষ

এই প্রস্তাব গৃহীত হইবার পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা এবং শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্ত ঘোষ দস্তিদার বলেন—৫০০ শত টাকা লইয়া গোলযোগ হইতেছে, কিন্তু যদি ইহা লইয়া মকদ্দমা করিতে হয়, তাহা হইলে ঐ ৫০০ শত টাকাতো ব্যয় হইবেই, অতিরিক্ত ব্যয় হইতেও পারে, ইহাতে সভার ক্ষতির সম্ভাবনা, সুতরাং ঐ টাকা ছাড়িয়া দেওয়াই যুক্তিসঙ্গত, উহা ছাড়িয়া দেওয়া হউক।

ইহার প্রতিবাদে কুমার মন্মথনাথ মিত্র বাহাদুর একটী সুযুক্তিপূর্ণ বক্তৃতা দ্বারা সকল তর্ক খণ্ডন করেন এবং বলেন যে—Principle বজায় রাখিবার জন্যই আমরা ঐ টাকা ছাড়িয়া দিতে পারি না, নতুবা ছাড়িয়া দিতাম।

তৎপর প্রস্তাবক নরেন্দ্র বাবু বলেন—গত বার্ষিক অধিবেশনে শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্র-নাথ দত্ত মহাশয় আইন সম্বন্ধীয় কথা বুঝাইয়া দিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে ঐ টাকাটা সভার টাকা ব্যতীত অন্য কাহারও টাকা হইতে পারে না। এরূপ অবস্থায় ইহা কি উচিত নয় যে সভার পরবর্ত্তী সম্পাদকগণ যাহাতে আর ঐ প্রকার স্বার্থপ্রণোদিত সুযোগ গ্রহণ করিতে না পারেন তজ্জন্য একটা দৃষ্টান্ত স্থাপন করা? সুতরাং তাঁহার মতে যদি আবশ্যক হয় তাহা হইলে, সভার অধিক ক্ষতি না করিয়া, প্রত্যেক সভ্যের আলাহিদা চাঁদা দিয়া ইহার বিহিত প্রতিকার করা কর্ত্তব্য।

ইহার পর শ্রীযুক্ত নিবারণ বাবু জ্ঞাপন করেন যে শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্ত বসু ও শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়দ্বয় এই টাকা আপোষে আদায় করিয়া দিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিবেন এবং এই সাধু প্রস্তাবের জন্য তিনি তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করেন। শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ সরকার মহাশয় বলেন এই আপোষের চেষ্টার একটা সময় নির্দ্দেশ হওয়া আবশ্যক। তদুত্তরে শৈলেন্দ্র বাবু বলিলেন—সম্পাদক মহাশয় তাঁহাকে সমস্ত কাগজপত্র প্রদান করিবার পর ৭দিন মধ্যেই তিনি তাঁহার চেষ্টার ফল জানাইবেন।

অতঃপর দ্বিতীয় প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

তৃতীয় প্রস্তাব।

এই সভা কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতিকে প্রথম ও দ্বিতীয় প্রস্তাবের নির্দ্দেশ অনুযায়ী কর্ত্তব্য সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ ব্যয় করার অধিকার প্রদান করিতেছেন।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন

সমর্থক— „ নবনেপাল ঘোষ বর্ম্মা

প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

তৎপর শ্রীযুক্ত রোহিণীনাথ বসু মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং গণপতি বাবুর সমর্থনে ১৭ নং গোপাল নিয়োগীর লেন, বাগবাজার নিবাসী শ্রীযুক্ত শ্যাম... মিত্র কায়স্থ সভার সভ্য মনোনীত হন।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ প্রদানান্তর রাত্রি ৬টার সময় সভা ভঙ্গ হয়।

বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভা

ঊনবিংশ বার্ষিক কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির

৪র্থ অধিবেশন

১৫ই আশ্বিন শুক্রবার অপরাহ্ণ ৫॥টা, ৩৪ নং শ্যামপুকুর ষ্ট্রীটস্থিত কুমার শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মিত্র বাহাদুরের ভবনে।

উপস্থিত—

শ্রীযুক্ত কুমার মণীন্দ্রচন্দ্র সিংহ বাহাদুর (সভাপতি)

শ্রীযুক্ত কুমার মন্মথনাথ মিত্র বাহাদুর
„ নরেশচন্দ্র সিংহ বর্ম্মা
„ মৃণালকান্তি ঘোষ বর্ম্মা
„ রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী
„ বিধুভূষণ সরকার
„ নীতীশচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা
„ সরলচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা অগ্নিহোত্রী
„ অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক
„ নিবারণচন্দ্র দত্ত
„ মহেন্দ্রনাথ রায় বর্ম্মা
„ লেফট্যানেণ্ট নলিনীমোহন রায় চৌধুরী
„ গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন
„ রসিকলাল দেব বর্ম্মা
„ গিরিশচন্দ্র বসু বর্ম্মা বিদ্যালঙ্কার
„ নরেন্দ্রনাথ সিংহ
„ নগেন্দ্রনাথ বসু বর্ম্মা প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব

১ম প্রস্তাব—সম্পাদক মহাশয় গত মাসিক অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ উপস্থিত করেন। উহা পঠিত ও গৃহীত হইল।

২য় প্রস্তাব—নূতন সভ্য নির্ব্বাচন

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সিংহ ৬।৮ চৌধুরী লেন, কলিকাতা

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত সরলচন্দ্র ঘোষ

সমর্থক—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু

শ্রীযুক্ত রামদাস মজুমদার দেববর্ম্মা, চণ্ডিপুর, নদীয়া

প্রস্তাবক—(শ্রীযুক্ত মধুসূদন শর্ম্মা কাব্যরত্নের সংগ্রহমতে) শ্রীসরলচন্দ্র অগ্নিহোত্রী

সমর্থক—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু, সম্পাদক

শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রকিশোর রায় অনারেরী ম্যাজিষ্ট্রেট ভাইস্ চেয়ারম্যান মিউনিসিপ্যালিটী কিশোরগঞ্জ, ময়মনসিংহ

শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র রায় তালুকদার মোক্তার কিশোরগঞ্জ
" প্রকাশচন্দ্র নন্দী বি এল, উকিল চেয়ারম্যান্ মিউনিসিপ্যালিটী "
" উপেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী তালুকদার মোক্তার "
" ধরণীকান্ত রায় উকিল ও তালুকদার "
" সুরেন্দ্রকিশোর রায় "
" পার্ব্বতীচরণ রায় "
" সত্যেন্দ্রকিশোর রায় "
" চন্দ্রকান্ত মজুমদার তালুকদার "
" অনাথবন্ধু রায় উকিল ও তালুকদার "
" গগনচন্দ্র বিশ্বাস মোক্তার ও তালুকদার "
" রজনীনাথ চৌধুরী তালুকদার "
" কুমুদবন্ধু রায় তালুকদার "
" শরচ্চন্দ্র বিশ্বাস তালুকদার "
" রমণীকান্ত রায় মোক্তার তালুকদার "
" অবিনাশচন্দ্র রায় তালুকদার হেডক্লার্ক লোক্যাল বোর্ড "
" মহানন্দ দত্ত রায় মোক্তার ও তালুকদার "
" নৃপেন্দ্রনাথ দত্ত এম এ, বি এল উকিল ও তালুকদার "
" মহেশচন্দ্র রায় কবিরত্ন তালুকদার "
" গগনচন্দ্র বিশ্বাস মোক্তার ও তালুকদার "
" চারুচন্দ্র সরকার পুলিশ ইনেস্‌পেক্টর জামালপুর ময়মনসিংহ
" সুরেন্দ্রনাথ সোম বি এল, উকিল "
" রমণীমোহন ঘোষ মোক্তার "
" শশিভূষণ দেব বি এল, উকিল "
" মধুসূদন দেব উকিল "
" বসন্তকুমার বসু "
" জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ রায় "
" নিশিকান্ত রায় মোক্তার "
" বিজয়চন্দ্র নাগ সেরপুর টাউন ময়মনসিংহ
" গোবিন্দদয়াল নাগ "
" উপেন্দ্রকুমার নাগ "

শ্রীযুক্ত মনোমোহন দেব সেরপুর টাউন, ময়মনসিংহ
" দীনেন্দ্রদয়াল নাগ "
" যদুগোপাল রায় জামালপুর, ময়মনসিংহ

প্রস্তাবক—(শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র মজুমদার বর্ম্মা বিদ্যারত্ন প্রচারক মহাশয়ের পত্রমতে)
শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু বর্ম্মা প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব

সমর্থক—শ্রীযুক্ত গণপতি বিদ্যারত্ন

প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র মজুমদার ১৫৪ হরীশ মুখার্জ্জির রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা
" ত্রৈলোক্যনাথ বসু, ধনিয়াখালি, হুগলী।

ইহাদের নাম ভ্রমক্রমে যথাকালে প্রস্তাবিত না হওয়ায় সম্পাদক মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং গিরিশ বাবুর সমর্থনে সর্ব্বসম্মতিক্রমে ইহারা সভ্য শ্রেণীভুক্ত হইলেন। (১ বৎসরের চাঁদা পূর্ব্বেই আদায় হইয়াছে)

তৃতীয় প্রস্তাব—চিত্রগুপ্তভাণ্ডার-সমিতির মন্তব্য সম্বন্ধে।

সম্পাদক মহাশয় জানাইলেন যে সহযোগী সভাপতি রায় শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ বাহাদুরের ভবনে গত বুধবার সভাপতি প্রমুখ শাখা-সমিতির সভ্যগণ মিলিত হইয়া আলোচনা করিয়াছেন এবং স্থির হইয়াছে যে, রায় বাহাদুর চিত্রগুপ্ত ভাণ্ডারের উদ্দেশ্য সাধন বিষয়ে একটী বিশদ মন্তব্য লিখিয়া কমিটীর নিকট সত্বরই উপস্থিত করিবেন।

৪র্থ প্রস্তাব—সেন্সাস্ সম্বন্ধে।

সম্পাদক মহাশয় প্রস্তাব করেন যে আগামী লোক গণনাকালে বাংলার কায়স্থগণ কে কোন শ্রেণীর (বঙ্গজ, বারেন্দ্র, উত্তররাঢ়ীয় কি দক্ষিণরাঢ়ীয়) তাহা লিপিবদ্ধ করাইয়া বিভিন্ন শ্রেণীর সংখ্যা নির্দ্দেশ করিবার জন্য গভর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করা হউক। প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

৫ম প্রস্তাব—সম্পাদক মহাশয়ের অসুস্থতা বিজ্ঞাপক পত্র।

জ্ঞাপক পত্র।

তাহার মর্ম্ম এই যে তাঁহার শারীরিক অবস্থা ক্রমশঃই খারাপ হইতেছে, শারীরিক অসুস্থতার দরুণ তাঁহার স্থানান্তরে যাইয়া বিশ্রাম করা আবশ্যক। কায়স্থ-সভার গুরু ভার হয় কোন সহযোগী সম্পাদক গ্রহণ করুন অথবা অন্য

কাহাকেও সম্পাদক নিযুক্ত করা হউক কিম্বা সভার নিয়মানুসারে এবং সবেতন সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত করা হউক।

একজন বেতনভুক্ সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত করা আবশ্যক বিবেচিত হইলেও সভার তহবিল হইতে উপযুক্ত বেতন দেওয়া সম্ভব হইবে না বলিয়া সাময়িক অন্যরূপ কোন ব্যবস্থা হইতে পারে কিনা তাহা অনুসন্ধান করিয়া তদ্বিষয় আগামী অধিবেশনে উপস্থিত করা স্থির হইল।

৬ষ্ঠ প্রস্তাব—সারদাচরণ আর্য্য বিদ্যালয় সম্বন্ধে গৃহীত নিয়মাবলী অনুসারে কর্ত্তব্য অবধারণ সভাপতি মহাশয়ের অভিপ্রায় মতে আগামী অধিবেশনের জন্য স্থগিত রহিল।

আবশ্যক হইলে পূজার পূর্ব্বে আর একটী অধিবেশন হইবে স্থির হইল।

৭ম প্রস্তাব—সারদাচরণ স্মৃতি সভার জন্য বিজ্ঞাপনাদি মুদ্রণের ব্যয় মিত্র প্রেস যে ৪৯৷৶০ টাকার বিল করিয়াছিলেন তন্মধ্যে ৪১৷০ আনা পরিশোধ হইয়াছে, অবশিষ্ট ৮৷৶০ আনা কায়স্থ সভার নিকট দাবি করিতেছেন। সম্পাদক মহাশয় ইহা জানাইয়া প্রস্তাব করিলেন যে এই সামান্য টাকা দেওয়া হউক। কুমার মন্মথনাথ মিত্র বাহাদুরের প্রস্তাবে স্থির হইল যে কায়স্থ সভা হইতে সভার বাবদ যে ৫০৲ টাকা দেওয়া স্থির হইয়াছিল তাহা হইতেই ৮৷৶০ দেওয়া হউক এবং স্মৃতি-সভার বাবদ যে চাঁদা আদায় হইয়াছিল তাহার আয় ব্যয়ের সম্পূর্ণ জমাখরচ দেওয়ার জন্য শরৎ বাবুকে অনুরোধ করা হইল।

৮ম প্রস্তাব—শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ সিংহ মহাশয় বলিলেন,—অবসর প্রাপ্ত সব জজ শ্রীযুক্ত আশুতোষ সরকার মহাশয় গৃহ-নির্ম্মাণ ভাণ্ডারে যে ৫১৲ টাকা দিয়াছিলেন, তাহা যথারীতি জমা হইয়াছে কি না অনুসন্ধান করিবার জন্য হইয়াছিল, সেই অনুসন্ধানের ফলাফল কমিটীতে উপস্থিত করা হউক। তদুত্তরে সম্পাদক মহাশয় যে লিখিত মন্তব্য উপস্থিত করেন তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল। হইল গৃহ নির্ম্মাণ ভাণ্ডারের জমা খরচ সভায় অর্পণ করার জন্য শরৎ বাবুকে অনুরোধ করা হউক এবং সম্পাদক মহাশয়কে অনুরোধ করা হউক শরৎ বাবু কার্য্য কালে গৃহ নির্ম্মাণ ভাণ্ডারে যে টাকা আদায় হইয়াছে কায়স্থ পত্রিকায় তাহার প্রাপ্তি স্বীকার কতটা আছে দেখিয়া একটা হিসাব তৈয়ার করিয়া উপস্থিত করা হউক।

সমসপুর কায়স্থ-সম্মিলনীর সম্পাদক শ্রীযুক্ত আশুতোষ ঘোষ মহাশয়ের পত্র পঠিত হয়। তাঁহার পত্রানুসারে সিটী কলেজের ছাত্র শ্রীমান্ পূর্ণচন্দ্র বিশ্বাসকে মাসিক ২৲ টাকা হারে সাহায্য দান মঞ্জুর হইল। অক্টোবর হইতে সাহায্য পাইবে।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ প্রদানান্তে রাত্রি ৭৷৷টায় সভাভঙ্গ হয়।

স্বাক্ষর—শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু
সম্পাদক

স্বাক্ষর—শ্রীমণীন্দ্রচন্দ্র সিংহ
সভাপতি

১৩২১ সনে অবসর প্রাপ্ত সবজজ শ্রীযুক্ত আশুতোষ সরকার মহাশয় গৃহ-নির্ম্মাণ ভাণ্ডারে যে ৫০৲ টাকা দিয়াছিলেন তাহা যথারীতি জমা হইয়াছে কিনা তাঁহার আবেদন মতে তদ্বিষয়ক অনুসন্ধান।

১৩২১ সনের ৮ই আষাঢ় হাওড়া নগরে কায়স্থ সভার বার্ষিক অধিবেশন হয়। তদুপলক্ষে আশুবাবু ৫০৲ টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হন এবং সভার পরেই টাকা পাঠাইয়া দেন। ১৩২১ সনের শ্রাবণ সংখ্যা "কায়স্থ পত্রিকায়" ইহার প্রাপ্তি স্বীকার আছে কিন্তু ১৩২১ সনে বা তৎপরে চিত্রগুপ্ত ভাণ্ডারের হিসাব বহিতে বা সভার সাধারণ জমা খরচ বহিতে আশু বাবুর নামে ঐ টাকা জমা হয় নাই।

১৩২১ সনের সাধারণ জমা খরচ বহিতে ১২ই শ্রাবণ তারিখে গৃহ-নির্ম্মাণ ভাণ্ডার খাতে শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ মিত্র নামে ৫১৲ টাকা জমা করা হইয়াছে, আবার ১৬ই শ্রাবণ তাহা নিম্নোক্তরূপ বিবরণ সহ খরচ লেখা হইয়াছে—"১২ই শ্রাবণ তারিখে যাহা জমা করা হইয়াছিল তাহা গৃহ নির্ম্মাণ ভাণ্ডারের পূর্ব্ব সঞ্চিত তহবিলে একত্র করিয়া দেখান হইল, ৫১৲ টাকা"

ইহা হইতে জানা যাইতেছে যে গৃহ নির্ম্মাণ ভাণ্ডারের একটা পৃথক্ হিসাব ছিল, কিন্তু থাকিলেও তাহা শরৎ বাবুর নিকট হইতে পাওয়া যায় নাই। আবার উক্ত সনের সাধারণ জমা খরচ বহিতে গৃহ নির্ম্মাণ খাতে নিম্নোক্তরূপ বিতং সহ ৩২৫৲ টাকা জমা দেখা যায় :—

"গৃহ নির্ম্মাণ ভাণ্ডারে ১৩১৮ সন হইতে গত রোজ পর্য্যন্ত আদায় হইয়া সম্পাদক শ্রীযুক্ত শরৎকুমার মিত্র মহাশয়ের নিকট ছিল———"

৩২৫৲

অতএব বুঝিতে হয় যে ১৩১৮ সন হইতে ১৩২১ সনের ১৩ই ফাল্গুন পর্য্যন্ত গৃহ নির্ম্মাণ বাবদ যাহা কিছু আদায় হইয়াছে তাহা এই ৩২৫৲ টাকার ভিতরেই আছে কিন্তু নামওয়ারী জমা খরচ কিছু না পাওয়ায় আশু বাবুকে সন্তোষজনক কোন উত্তর দিতে পারিতেছি না।

দস্তখত—শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু
সম্পাদক

সিংহের গাঁয়ের সিংহবংশ।

ক্ষুদ্র ও বৃহৎ কতকগুলি পরগণার সমষ্টিকে ত্রিপুরা-চাঁদপুর অঞ্চলের কায়স্থ ও ব্রাহ্মণেরা মধ্যদেশ কহে। সমগ্র মধ্যদেশ ও ভুলুয়া পরগণার কিয়দংশ লইয়া বর্ত্তমান চাঁদপুর সাবডিভিসন গঠিত হইয়াছে। পশ্চিমে মেঘনার পারে চাঁদপুর নামে শ্রীপুরাধিপতি চাঁদরায়ের একটি পরগণা ও বন্দর ছিল। তাহা সমস্তই মেঘনা নদীর কুক্ষিগত হইয়াছে। নদী ভাঙ্গার সঙ্গে সঙ্গে বন্দরটি ক্রমে চণ্ডীপুর পরগণায় সরিয়া চাঁদপুর নাম রক্ষা করিয়াছে। ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট তথায় মহকুমা আফিস স্থাপিত করিয়া চাঁদরায়ের লুপ্ত স্থানটির নাম উজ্জ্বল ও তাহার আয়তন বিস্তৃত করিয়া দিয়াছেন।

নিম্ন বঙ্গের দক্ষিণ অংশ—বঙ্গোপসাগর হইতেই উদ্ভূত হইয়াছে। বিক্রমপুর ও চন্দ্রদ্বীপ উৎপন্ন হওয়ার পরেও তাহার পূর্ব্বে পার্শ্বে অতি প্রশস্ত সাগরাংশ ছিল। ভুলুয়া শ্রীরামপুরের শূর রাজ-বংশের রক্ষিত বংশাবলী মতে তাহার নাম বীরষাণ সাগর। প্রবাদ এই যে তাহার পূর্ব্বপারে চট্টগ্রাম ও মেহারকুল, এবং পশ্চিমপারে সোন্দারকুল ও লড়িকুল ছিল। এই প্রবাদ সত্য হইলে এই উপসাগরের পরিসর অন্যূন ৪০ মাইল ছিল। সোন্দারকুল ও লড়িকুল প্রাচীন ঘটক গ্রন্থে প্রসিদ্ধ আছে, কিন্তু ইদানীং ঐ নামে পরিচিত কোন স্থান নাই।

খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দে এই সাগরের পূর্ব্বাংশে চট্টগ্রামের পশ্চিমে ভুলুয়া, সিংহের গাঁও ও মেহার দ্বীপরূপে উৎপন্ন হয়। রাজাধিরাজ আদিশূরের অধস্তন সপ্তদশ পুরুষ রাজা বিশ্বম্ভর রায় বাঙ্গলা ৬১০ সালে ভুলুয়াতে রাজ্য স্থাপন করেন। বর্দ্ধমান অঞ্চলের মৌদ্গল্য গোত্রজ রাজা যশোদানন্দ দাস মেহারে উপনিবেশ স্থাপন করেন। পাঠান রাজত্বকালে হিন্দুস্থানে অধুনা ফরক্কাবাদ নামক স্থানে মানসিংহ নামে শাণ্ডিল্য গোত্রজ এক ক্ষত্রিয় রাজা বাস করিতেন। তদ্বংশীয় রাজা কাশীসিংহ দিল্লীর বাদসাহের বিরুদ্ধাচরণ করায় বাদসাহের সৈন্য কর্ত্তৃক পরাস্ত ও ধৃত হইয়া দিল্লীতে নীত হন। বাদসাহ পরস্পর জানিতে পারিলেন যে কাশীসিংহ শির দিবেন, কিন্তু শির অবনত করিবেন না। বাদসাহ দরবারের দ্বারদেশে বৃহৎ শাণিত তরবারি বাঁধিয়া কাশীসিংহকে আনিতে হুকুম দিলেন। কাশীসিংহ নিকটবর্ত্তী হইয়া তরবারি বাঁধা দেখিয়াই অবস্থা বুঝিলেন এবং বেগে ধাবিত হইয়া তরবারির উপর গলা কাটা দিলেন, তথাপি মাথা নোয়াইলেন না।

তাঁহার একমাত্র শিশুপুত্র ও পত্নী বর্ত্তমান রহিল। তাঁহার শ্বশুর বাদসাহের বশবর্ত্তী হইয়া বাদসার উজির হইলেন। কতিপয় বৎসর পরে তুরস্ক হইতে এক মল্ল দিল্লীতে আসিল। পাঠান বাদসার মল্লেরা সকলেই তাহার নিকট লড়িয়া পরাজিত হইল। তুর্কী-মল্ল অতিশয় অহঙ্কার ও অবজ্ঞা প্রকাশ করিতে লাগিল। বাদসাহ উজিরকে বলিলেন তুর্কীকে পরাস্ত করিতে পারে এমন মল্ল তিন দিন মধ্যে উপস্থিত করিতে না পারিলে তাঁহার গর্দ্দান লইবেন। উজির দুশ্চিন্তায় আহারনিদ্রা ত্যাগ করিলেন। দৌহিত্র (বীর কাশীসিংহের পুত্র) বামন সিংহের বয়স তখন অষ্টাদশ বর্ষ। এই অমিতবলশালী তরুণ যুবক মাতামহের বিপদের কথা অবগত হইয়া নিজে সেই তুর্কী মল্লের সহিত লড়াই করিবার সংকল্প করিলেন এবং মাতামহকে তাঁহার সংকল্প জানাইলেন। উজির তাহাতে আশ্বস্ত হইলেন না, কিন্তু বামন জেদ করিয়া তুর্কীর সহিত লড়াই করিতে বিদায় গেলেন এবং বাদসাহ-দরবারে নিজের আবেদন জানাইলেন। বয়সে তরুণ হইলেও তাহার সুগঠিত প্রকাণ্ড দেহ দর্শন করিয়া বাদসাহ তাহাকে লড়িতে অনুমতি দিলেন। তুর্কী বামনের সহিত লড়াই করিয়া অল্পক্ষণেই পরাস্ত হইল। বাদসাহ অতিশয় আনন্দিত হইয়া তাহাকে বহুমূল্যবান্ পুরস্কার প্রদান করিলেন, কিন্তু পরে জানিতে পারিলেন যে এই বীর বালক সেই তেজস্বী ক্ষত্রিয়বীর কাশীসিংহের একমাত্র পুত্র। তিনি ভাবিলেন এই বালক বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে পিতৃহত্যার প্রতিশোধ লইতে অবশ্য চেষ্টা করিবে এবং তাহার বিক্রমে হয়ত সিংহাসন টলমল করিবে। সুতরাং তাহাকে এখনই বিনাশ করিতে বাদসাহ সঙ্কল্প করিলেন এবং উজীরকে তাহার অভিপ্রায় মত কার্য্য করিতে আদেশ করিলেন। উজির তাহাকে বধ করার উপায় স্থির করিতে তিন দিনের সময় লইলেন এবং তৃতীয় দিবসে বাদসাহকে কাতরভাবে জানাইলেন যে বামন তাহার প্রাণের একমাত্র দৌহিত্র এবং প্রার্থনা করিলেন যে তাহাকে প্রাণে বধ না করিয়া রাজ্যের সীমার বাহিরে নির্ব্বাসিত করা হউক। বৃদ্ধ উজিরের কাতরোক্তি বাদসাহ সম্মত হইলেন। অবিলম্বে বামনের দেশত্যাগের আয়োজন হইতে লাগিল। তিনি তিন বজরায় তৈজস পত্র ও ছত্রিশ জাতি লোক লইয়া পূর্ব্বমুখে রওনা হইলেন। ছয়মাস গঙ্গার স্রোতে ভাসিয়া পাঠান-শাসনের বাহিরে পূর্ব্বদেশের সমুদ্রোপকূলে উপস্থিত হইলেন। তখন বামনের মাতা থানেশ্বরী দেবী বামনকে বলিলেন যে রসদ প্রায় ফুরাইয়া গিয়াছে, অবিলম্বে ডাঙ্গায় বসতি-স্থান নির্ম্মাণ করা আবশ্যক। সমুদ্রপথ বাহিয়া আরও ২।৩ দিন

পর বামন একদিন কতকগুলি হোগলাপাতা ভাসমান দেখিলেন। দেখিতে দেখিতে ভাটায় জল নামিয়া গেল এবং হোগলা পরিপূর্ণ এক বৃহৎ চর দৃষ্টি সমক্ষে আবির্ভূত হইল। ক্রমে বজরাগুলি মাটিতে ঠেকিয়া গেল। বামন সঙ্গী লোকজন সহ ভূমিতে অবতরণ করিয়া পূর্ব্বাভিমুখে অগ্রসর হইয়া অদূরে বৃক্ষ লতাসমাচ্ছন্ন তটভূমি দেখিতে পাইলেন এবং যথাসম্ভব উচ্চস্থান নির্ব্বাচন করিয়া সঙ্গী লোকজন দ্বারা মৃত্তিকা খনন করাইয়া একটী উচ্চ বেদী নির্ম্মাণ করিলেন। তদুপরি বসিয়া বামন সমস্ত রাত্রি জপ তপ করিলেন। প্রত্যূষে আবার সমবেত হইলেন। ক্রমে তিন দিন সকলে অশেষ শ্রম করিয়া বাসোপযোগী বাড়ী নির্ম্মাণ করিলেন। বামন এই স্থানের নাম রাখিলেন হোগলী। পরে যেখানে তাঁহার বজরা ঠেকিয়াছিল সেই স্থান উন্নত করিয়া কৌলিক দেববিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিলেন। দেবমন্দিরের ইষ্টকস্তূপ এখনও তথায় বর্ত্তমান আছে। তাহার দক্ষিণ পার্শ্বে মাতা থানেশ্বরীর দেবীর বাসের জন্য আর একটী বাড়ী নির্ম্মাণ করিলেন। উহাকে আজিও সাধারণে "থানে হরি বাড়ী" কহে। পরে পূর্ব্বদিকে সরিয়া রাজা বামনসিংহ এক বৃহৎ দীর্ঘিকা খনন করেন এবং অর্দ্ধ মাইল দীর্ঘ, পরিখাবেষ্টিত বৃহৎ বাড়ী নির্ম্মাণ করেন। এই বাড়ীর নাম এখন "খাজুরিয়া বাড়ী"। প্রবাদ এই যে দরজায় দীঘিতে "ডলৈইন" প্রতিষ্ঠাহেতু আবর্জ্জনা হয় না। এই দীঘি হইতে মাছ ধরাইতে হইলে অগ্রে কালীপূজা দিতে হয়। দীঘির দক্ষিণ পশ্চিম কোণে বুড়াকালীর বাড়ী। বামনের বংশধর কে এই কালী প্রতিষ্ঠা করেন তাহা নির্ণয় করা যায় না। অদ্যাপি প্রতি অমাবস্যায় এখানে পূজা হয়। প্রাচীন মন্দিরাদি রাশিকৃত ইষ্টকস্তূপে পরিণত হইয়া রহিয়াছে।

বামন ক্রমে ৮ ক্রোশ দীর্ঘ এবং ৫ ক্রোশ প্রশস্ত ভূমিতে অধিকার বিস্তৃত করিয়া তাহার নাম রাখিলেন সিংহগ্রাম। এই সিংহগ্রাম পরে সিংহের গাঁও নামে পরগণায় পরিণত হইয়াছে।

রাজা বামনসিংহের একমাত্র পুত্র শ্রীনাথ। শ্রীনাথের সহিত ভুলুয়ার শূর-রাজগণের সীমানা লইয়া লড়াই উপস্থিত হয়। শ্রীনাথ জয়লাভ করিয়া সীমা-স্থলে লাউতলি গ্রামে কিঞ্চিন্যূন ১ মাইল দীর্ঘ একটী দীর্ঘিকা খনন করেন। বিক্রমপুরের প্রসিদ্ধ রামপালদীঘি হইতে ইহার আয়তন কম হইবে না। কিন্তু দীর্ঘিকা খননে রাজার প্রতিহিংসা আরও বাড়িয়া উঠিল। একদা ভুলুয়ার রাজসৈন্য প্রচুর বল ও অসংখ্য মজুর সহ হঠাৎ উপস্থিত হইয়া দীঘির পার ভাঙ্গিয়া উহা ভরাট করিতে লাগিলেন। অবিলম্বে লাউতলির প্রজাগণ খাজুরিয়া

রাজবাটীতে দৌড়িয়া গেল। রাজা শ্রীনাথের জ্যেষ্ঠপুত্র মদন তখন দীঘির ঘাটে স্নান করিতে যাইতেছিলেন। এই সংবাদ পাইয়া আর কাহাকেও কিছু না বলিয়া অশ্বারোহণে লাউতলি অভিমুখে ছুটিলেন। প্রবাদ এই যে নিরস্ত্র মদন শত্রুকে সম্মুখে দেখিয়া অমিত বলে একটী তাল গাছ ভাঙ্গিয়া লইয়া যুদ্ধে অগ্রসর হইলে ভুলুয়ার হস্তী, অশ্ব, পদাতিক সমস্ত পলাইয়া যায়। তখন শূরসৈন্য দীঘির দক্ষিণ ও পশ্চিম পাড়ের প্রায় ছয় আনা ভাঙ্গিয়া দীঘির দক্ষিণাংশ ভরাট করিয়া ফেলিয়াছিল। এই ভরাটি অংশ দক্ষিণ পাড় সহ এখনও পরগণে ভুলুয়ার অন্তর্ভুক্ত কাকের হাট মৌজার অন্তর্ভুক্ত থাকিয়া অতীতের সাক্ষ্য দিতেছে। উহা এখনও পরগণে সিংহের গাঁও মধ্যে লাউতলি গ্রামের সামিল আছে।

দ্বিপ্রহরে রাজা শ্রীনাথ আহারে বসিয়াছে, অপর তিন পুত্র যথাস্থানে বসিয়াছে কিন্তু মদন কোথায়? তখন রাজা মদনের যুদ্ধগমনবৃত্তান্ত অবগত হইয়া ক্লিষ্ট ও অসন্তুষ্ট হইলেন। তিনি ভাবিলেন, মদন নিশ্চয় বন্দী বা নিহত হইয়াছে পিতাকে না জানাইয়া, প্রচুর বল সহ যুদ্ধে অগ্রসর না হইয়া এরূপ হঠকারিতা মদন কেন করিল? রাজা প্রতিজ্ঞা করিলেন, বাঁচিয়া গৃহে ফিরিলেও অবাধ্য পুত্রের মুখ দর্শন তিনি আর করিবেন না; আজ হইতে মদন তাঁহার পুত্র। অনতিবিলম্বেই মদনের জয়লাভের সংবাদ রাজবাটীতে পৌঁছিল, শ্রীনাথ প্রতিজ্ঞাভ্রষ্ট হইতে সম্মত হইলেন না। মদন যুদ্ধস্থল হইতে সিংহদ্বারে উপস্থিত হইলেই পিতার নিষ্ঠুর প্রতিজ্ঞার কথা অবগত হইল তাহা অবগত হইয়া তিনি আর সিংহদ্বার অতিক্রম করিলেন না। তিনি পশ্চিমে বর্ত্তমান কড়ৈতলির নিকটে গাঙ্গিনা নামে ক্ষুদ্র নদীর তীরে দীঘি ও বাড়ী নির্ম্মাণ করিয়া অকৃতদার থাকিয়া তথায় যাবজ্জীবন সাধনায় অতিবাহিত করেন। এই মর্ম্মস্পর্শী ঘটনা চাঁদপুরের দেবভক্ত প্রসিদ্ধ খাজুড়িয়া বাড়ীর শ্রীযুক্ত রাধামাধব সিংহরায় বর্ম্ম মহাশয় প্রায় ২০ বৎসর কবিতায় বর্ণনা করিয়াছিলেন। সেই কবিতাটি এস্থলে সন্নিবিষ্ট হইল:-

মদন রায়।

(সূচনা)

নানা দিকে প্রবাহিত গাঙ্গিনায় স্রোত,
এ দিকে ও দিকে চলে মালবাহী পোত।
কখন বহিছে বেগে মলয় পবন,

বায়ুভরে গতি করে তরী অগণন।
মল্লারা গায়িছে, সারি শুনিতে মধুর;
গুণ্ গুণ্ রবে ঊর্ম্মি শ্রান্তি করে দূর।
পূর্ব্ব দিকে সরোবর পশ্চিমে বসতি;
নীরব নিভৃত স্থান মনোহর অতি।
সুন্দর কুটীর তাহে, সম্মুখে প্রাঙ্গণ,
চতুর্দ্দিকে শোভে নানা তরু লতাবন।
খর্জ্জুর, গুবাক, রম্ভা, নারিকেল, আম,
আমলকী, হরিতকী, বিল্ব, মণ্ডা, জাম,
কমলা, সর্ব্বতী, আতা, পেঁপে আনারস,
বখই, চালিতা, তাল, পেয়ারা, পনস;
মন্দার, শোণালু, পোয়া, শিরীষ, কড়ই,
সাতিয়ানা, দেবদারু, সিমুল, বরই;
কদম্ব, অশ্বত্থ, বট, পলাশ, বকুল,
জারুল, হিজল, গাব নানা জাতি ফুল—
অতসী, অপরাজিতা, জবা, কৃষ্ণচূড়া,
গোলাপ, চম্পক, দ্রোণ, করবী, ধুতুরা,
স্থলপদ্ম, জলপদ্ম, জাতি, যূথি, বেলী,
গন্ধরাজ, সেফালিকা, বক, কৃষ্ণকেলী।
হোগল, কাচিয়া, বেত, ইকর, খালিয়া,
গাঙ্গিনা তরঙ্গে দোলে শির নাচাইয়া।
তরঙ্গের মুখে যেন কত শত লাজ
কূলের আঘাতে লুপ্ত, নিয়ে সব সাজ।
নানাজাতি তৃণ লতা ময়দান মাঝে,
মনোহর বেশে সদা স্বচ্ছন্দে বিরাজে।
মাঝে মাঝে পাখিগণ বিচিত্র বরণ
নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে করিয়া কূজন।
বনমাঝে কত শত পশু করে বাস,
হরিণ, বরাহ, শিবা, মার্জ্জার, খাটাস।
শার্দ্দূল মহিষ বোঝে রাজত্ব লইয়া,

ময়ূর ময়ূরী নাচে পেখম ধরিয়া।
এ অরণ্য মধ্যে শোভে নীরব নির্জ্জন,
সরোবর পারে সেই চারু তপোবন।
কুটীরে বিরাট মূর্ত্তি গৈরিক বসনে,
ধ্যানে নিমীলিত নেত্র বসি যোগাসনে।
গ্রীবা দেখি ভাবুকের মনে হেন লয়
বিধির বাসনা ছিল, সর্জ্জনসময়।
মৃগরাজ সিংহ এক করিবে সর্জ্জন,
ভ্রমে করি ফেলিলেন মানব গঠন;
মহাপুরুষের আত্মা দেহে সঞ্চারিল
এতই এ নরসিংহ সৃজিত হইল।
প্রশস্ত পাষাণবক্ষ বাহু শালকাণ্ড;
নহে সরু যুগ্মউরু দেখিতে প্রকাণ্ড।
বদন দেখিলে ভ্রম হয় অনন্তাণ্ড;
সকলি অদ্ভুত নরে, এ কেমন কাণ্ড!
বীরের লক্ষণ সব নেহারি নয়নে,
উদাসীন বেশে কেন নির্জ্জন কাননে?
কাহার নন্দন ইনি? কিবা এর নাম?
জাতি বর্ণ কি ইহার? কোথাই বা ধাম?
লোকপরম্পরা যাহা করিনু শ্রবণ,
বাসনা হইল মনে করিতে কীর্ত্তন।—

(বংশ-পরিচয়)

ফাণপুর ফর্ক্কাবাদ ছিল রাজ্য নির্ব্বিবাদ
ইন্দ্রপ্রস্থ দিল্লীর অদূরে—
রাজা মানসিংহবংশ; হেন বংশে অবতংস,
রাজগণ কারে নাহি ডরে।
তাহে কাশীনাথ রায় প্রতিজ্ঞার তীব্রপ্রায়
বাহুবলে শাসেন ফর্ক্কাবাদ—
আসিয়া যবনগণ— করিল ভীষণ রণ
ঘটাইল বিষম প্রমাদ।

সিংহ বংশে কাশীনাথ মিলি সব নৃপসাথ
যুঝি, ছাগ ছলে পরাজিত;
সিংহবল সিংহগণ হত হল অগণন,
কাশীসিংহ রহিল জীবিত।
জেতা তাঁর দ্বারদেশে, বাঁধি অস্ত্র অবশেষে
আত্মানিল কাশীনাথ রায়ে,
সুশোভিত উচ্চশির নত নাহি করি বীর
কেটে ছিল সে অস্ত্রের ঘায়ে।
দীল্লীতে যবন পাট— অসংখ্য সেনার ঠাট,
পাৎসা নাম হইল প্রচার;
কুস্তিকার মল্লগণ, সৈন্যগণ শিখে রণ,
ধরা যেন করিতে সংহার!!
আসিল তুরস্কবীর, কুস্তিগির নতশির;
শত শত মল্ল সহ লড়ে।
ভারতের মল্লগণে— পরাজিল কুস্তিরণে
অস্থির করিল দীল্লীশ্বরে॥
শুনিয়া বামন রায়, লড়িবারে আগুয়ায়
পরাজিল তুরুস্কের মান।
বধিয়া তাহার প্রা:— রাখিল পাৎসার মান,
পাৎসা ভাবে ঘুচিল জঞ্জাল॥
তুষ্ট হয়ে পরিচয়, জিজ্ঞাসিয়ে জ্ঞাত হয়,
জেতা কাশীনাথের নন্দন।
হিংসা হল বাদশার বামন কে বধিবার
করিতে লাগিল আয়োজন।
উজির মধ্যস্থ হল, সঙ্গে নিয়ে স্বীয় বল;
বামন যাইবে পূর্ণাঞ্চলে;
বলিলেন বাদশায় ওলবে হবে সহায়
সসৈন্য আসিবে রণস্থলে॥
সহ সব অনুচর,— ত্যজিয়ে দীল্লী নগর,
বীরবর জাহাজে চড়িল;

বাহে তরি অনিবার কূল নাহি দেখে আর,
ছয় মাস অতীত হইল ॥
জাহাজ ঠেকিল চরে, জানাইল অনুচরে
রাজা দেখে ভাসিছে হোগল ;
হোগলী রাখিল নাম বসাইল গণ্ডগ্রাম,
থানেশ্বরী বাটী স্থিতি হইল ।
নৃপতি বামন রায় পূজে বুড়া কালিকায়,
খাজুরিয়া গ্রামে স্থাপি দেবী—
পদতলে ঝরি বাটী, বসিলেন হয়ে খাটি,
কাল কাটি করালীকে সেবী ।
সিংহগ্রাম নামে রাজ্য পার হয়ে কর কার্য্য
কিছুকাল বিনয় করে ভোগ,
হেন স্বাস্থ্যকর স্থান, কদাচিত বিদ্যমান,
প্রজাগণ ছিলেক নীরোগ ।
বামন তনয় ধীর নৃপতি শ্রীনাথ বীর
বীর্য্যবান্ প্রতাপে রাবণ ।
ভুলুয়ায় রাজা শূরে, পরাজি তাড়িয়ে দূরে
বারে বারে করে কত রণ ॥
তাঁহার তনয় জ্যেষ্ঠ, মদন মানবশ্রেষ্ঠ,
কনিষ্ঠ কার্ত্তিকচন্দ্র রায় ;
মধ্যম শ্রীমন্ত, কান্ত, চারি ভাই অতি শান্ত,
স্নেহে দশরথ পুত্র প্রায় ।
সংযম সাধনা গুণে, মদন জিনি মদনে,
দশ হস্তিবল লাভ করে,
করে নিয়ে অস্ত্র ঢাল শত শত লাঠিয়াল
পরাজিত একাকী সমরে ।

(লাউতলী দীঘী)

লাউতলী নামে গ্রাম দক্ষিণ সীমায়,
খনন করেন দীঘী শ্রীনাথ রাজায় ;
উত্তরে দক্ষিণে দৈর্ঘে অর্দ্ধক্রোশ প্রায়,

কালাচাঁদ গোরাচাঁদ উদিল তথায় ।
স্বগৃহে আনিয়া দেবে করেন প্রতিষ্ঠা
সত্যপ্রিয় রাজার বাড়িল সত্যনিষ্ঠা ।
কালাচাঁদ গোরাচাঁদ দেব অনুগ্রহে
সগৌরবে শ্রীনাথ পরম সুখে রহে ।

(লড়াই)

রাজার তনয় জ্যেষ্ঠ মদন সুধীর,
অতুল সাহসী যুবা বলী মহাবীর ।
বাড়ীর দীঘীর ঘাটে স্নানের কারণ,
একদা মন্থর গতি করিছে মদন ।
হেন কালে অনুচর বলিল তাহারে,
শূররাজ ভাঙ্গে লাউতলী দীঘীপারে ।
অসংখ্য পদাতি হস্তী অশ্ব সঙ্গে করি,
ভরিতেছে দীঘী, প্রভো ! শূররাজ অরি ।
শুনিয়া অমনি যুবা হইয়া অধীর
একাকী আবেগে চলে প্রকাণ্ড শরীর ।
শরীর মার্জ্জনী বীর কোমরে বান্ধিল,
পথি হতে তালবৃক্ষ ভাঙ্গিয়া লইল ।
যষ্টি প্রায় তাল বৃক্ষ ঘুরায় মদন,
প্রহারে মারিল শত্রুসৈন্য অগণন ।
ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়ি পলায় অরাতি,
সোয়ার ফেলিয়ে দৌড়ে মদমত্ত হাতী ।
কেহ কারো পানে নাহি চাহিল ফিরিয়া,
উভরড়ে দৌড়ে সবে পরাণ লইয়া ।
রণজয়ে মদনের আনন্দ অপার ;
মনে ভাবে, পিতা কত দিবে পুরস্কার ॥
জনক জননী শুনি, তনয়ের জোর,
আনন্দে কত না জানি হইবে বিভোর ।
কিন্তু, হায় ! হিতে হল, কাণ্ড বিপরীত !
শ্রবণে গলিয়া যায় লৌহ সম চিত ! !

(প্রতিজ্ঞা)

শ্রীনাথ শ্রীহরি স্মরি ভোজনে বসিল,
কার্ত্তিক শ্রীমন্ত কান্ত সকলে আসিল।
ভোজন হইল শেষ, তথাপি মদন,
জিজ্ঞাসেন রায়— আসিল না কি কারণ?
শুনিলেন, মদন একাকী গেছে রণে
পরাজয় হবে ঠিক্, ভাবিলেন মনে।
তনয় যদ্যপি হয় দানবের মত,
স্নেহে শিশু সম পিতা ভাবে অবিরত।
ক্রোধেতে জ্বলিয়া রাজা বলেন বচন,
কি অনর্থ ঘটাইল দুর্ব্বুদ্ধি মদন?
এ জীবনে পরাজয় কভু নাহি জানি;
তনয় হইতে আজ হই অপমানী।
হস্ত্যশ্ব পদাতি সৈন্য করিয়া গমন,
সহজে করিত মম বিপক্ষ দলন।
যদি দেখিতাম শত্রু দুর্দ্দান্ত প্রবল,
প্রয়োজন হইত এই বীর ভুজবল।
পশিয়া সমরে নাশি অরাতিমণ্ডলে
গৃহে ফিরিতাম, সুখী হইত সকলে।
কিন্তু হায়! কি করিল মদন কুমার।
মুখ হেরিবনা তার প্রতিজ্ঞা আমার।
যদি বা জীবিত থাকে দুস্তর সমরে,
যাও, চর! বল, তারে, নাহি আসে ঘরে।
মদনজননী দেবী হরিপ্রিয়া রাণী
অন্তরালে থাকি, শুনে নিদারুণ বাণী॥
সহজে কোমল সব জননীর হিয়া;
পারে কি সহিতে শেল রাণী হরিপ্রিয়া?
উন্মাদিনী প্রায়, দৌড়ি, রাজার চরণ
ধরিয়া বলিছে রাণী করুন বচন,
ছি! ছি! মহারাজ! নিঠুরের কাজ—

না ভাবিয়া কেন কর?
প্রতিজ্ঞা তোমার কর পরিহার
দাসীর বচন ধর।
মদন কুমারে জিনিবারে পারে
নাহি কেহ হেন বীর।
না বুঝিয়া বল, চিন্ত অমঙ্গল,
দেখ ফল, হও স্থির।
শৈশবে যখন পিত মম স্তন
মদনে তখন জানি;—
লৌহসম দৃঢ়, শিশুর শরীর,
ব্যথা দিত কর হানি।
তব রাজ্যধন লভিবে মদন
জ্যেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ সে তনয়।
বৃথা করি রাগ তারে পরিত্যাগ
করা কি উচিত হয়?
হেন কালে দূত, বচন অদ্ভুত,
দৌড়িয়া রাজায় বলে,—
শুন মহারাজ! তব পুত্র আজ,—
অরাতি জিনিল বলে,—
ভাঙ্গি বৃক্ষ তাল, স্বয়ং যেন কাল,
পশিয়া দারুণ রণে,
বৃক্ষ নিয়ে হাতে তাহার আঘাতে
বধে শত্রু সেনাগণে।
বাকী যারা ছিল, ভয়ে পলাইল,
হস্তী অশ্ব আদি সহ।
না হেরি কখন— না করি শ্রবণ
হেন রণ ভয়াবহ।

ভ্রান্তি নিরসন।

কোন বদ্ধমূল সংস্কারের স্থানে অভিনব কোন সংস্কার প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিলে সহজে তাহাতে কৃতকার্য্য হওয়া যায় না—নূতন সংস্কারের সাধারণ সমাজকে অনায়াসে গ্রহণ করান সম্ভবনীয় হয় না।

ভ্রান্তি বিনাশ করিতে বহু শক্তি ব্যয় করিতে হয়, বহু জটিলতার মধ্য দিয়া সত্যের আলোকবর্ত্তিকা হস্তে অগ্রসর হইয়া নবসংস্কারের বেদী প্রস্তুত করিতে হয়—ক্রমে বেদী বিশালতা লাভ করিয়া সমগ্র জাতির হৃদয় জুড়িয়া বসে, না সংস্কারের জয় হয়।

কায়স্থ জাতির সংস্কারান্দোলন যে এই নিয়মের অনধীন নহে, ইহা বলা বাহুল্য। আজ উনবিংশ বর্ষ হইল কায়স্থ-সভার সৃষ্টি হইয়াছে। প্রবন্ধে নিয়া বক্তৃতায় কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্বের প্রমাণ প্রদত্ত হইতেছে, গ্রামে গ্রামে প্রচার পাঠান যাইতেছে, ক্ষত্রিয়োচিত আচারাদি অবলম্বনের ঔচিত্য ঘোষিত হইয়াছে। কায়স্থ-সমাজের একতৃতীয়াংশ কায়স্থ সন্তান স্ববর্ণোচিত উপনয়ন গ্রহণ ও আশাহে অশৌচান্ত করিতেছেন; তবু শিক্ষিত অশিক্ষিত বহু কায়স্থের মুখে না অদ্ভুত প্রশ্ন ও অসার কথা শুনিতে পাওয়া যাইতেছে। কয়েক পুরুষের পোষা সংস্কারের উচ্ছেদসাধনে তাহাদের মমতা এত বেশী যে যুক্তিহীন প্রশ্ন করিয়া তাহারা লজ্জিত নহেন। ইহাতে তাহাদের দোষ অপেক্ষা যাহারা সংস্কার সাধনে ভার শিরে লইয়াছেন, তাহাদেরই অধিক বলিতে হইবে। কেননা, এই শ্রেণী ভ্রান্ত সংস্কারাপন্নদিগের ভ্রান্তি আপনাদের বিহিত উপায় অবলম্বন না করা তাহাদের এক বৃহৎ ত্রুটি। আমরা এই প্রবন্ধে সংস্কারগ্রহণের আপত্তি প্রশ্নাবলী ও অযৌক্তিক কথার যথাযথ উত্তর দিবার চেষ্টা করিব। কতটা কৃতকা হইব বলিতে পারি না।

কোন কোন কায়স্থ ক্ষত্রিয় বর্ণের অধিকার গ্রহণ করেন না অথচ শূদ্রবর্ণ স্বীকার করিতেও অপমান মনে করেন। তাঁহারা বলেন, কায়স্থ কায়স্থই, নহে ক্ষত্রিয়ও নহে। এ কথাটি যে অজ্ঞতার পরিচায়ক তাহা তাঁহারা না। কেহ যদি বলে, "আমি মানুষ—চেতনও নয়, অচেতনও নয়।" তাহা তাহার উক্তি যেমন শুদ্ধ অজ্ঞানতার দ্যোতক হয়; তেমনই যাঁহারা কায়স্থ ক্ষত্রিয়াদি কোন বর্ণের অন্তর্গত নহে, তাঁহাদের জাতিতত্ত্বজ্ঞানের অনায়াসে ধরা পড়ে। মূলবর্ণ আর্য্যজাতিতে চারিটী পঞ্চম বর্ণ নাই। যদি

চতুর্বর্ণের কোন বর্ণান্তর্গত নহেন, তবে তাহাকে কি বলিতে হইবে? নির্ব্বোধ ভিন্ন কোন কায়স্থ আপনাকে অনার্য্য বলিতে হইবে কি? কে এরূপ হেয় করিতে ইচ্ছুক হইতে পারে? কায়স্থ যে ক্ষত্রিয় বর্ণান্তর্গত শাস্ত্র ও ইতিহাস তাহা উচ্চৈঃস্বরে ব্যক্ত করিতেছে, শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণ তাহা সরলচিত্তে স্বীকার করিতেছেন। ইহা অজ্ঞাত থাকার ফলেই উক্ত কায়স্থগণ বালকোচিত কথা কহিয়া হাস্যাস্পদ হইতেছেন।

কেহ কেহ বলেন, "কায়স্থ যদি ক্ষত্রিয় হয় তবে ক্ষত্রিয়ই আছে। পৈতা লইবার প্রয়োজন কি? ক্ষত্রিয়ের ন্যায় কাজ করিলেই হইল। নুতন একটা উপসর্গ বাড়াইয়া লাভ কি? ইহাতে শুধু অন্যান্য জাতির সহিত বিরোধের সৃষ্টি হইবে; লাভ বিন্দুমাত্রও নাই। এই জাতীয় একতার দিনে একটী সম্প্রদায়ের অনর্থক একটা হুজুগ তুলিয়া বিরোধের বহ্নি প্রজ্বলিত করার সমর্থন কোন চিন্তাশীল ব্যক্তিই করিতে পারেন না।"

ইহাদের কথা কয়টী শ্রবণমাত্রে বড়ই সুন্দর শুনায়, উদারতার আস্বাদে প্রাণ শীতল হয়। কিন্তু একটু চিন্তা করিলেই তাহার অসারত্ব প্রকাশ হইয়া পড়ে। একজন যদি বলে, "ঐ হাইকোর্টের জজ সাহেবেরা ব্যারিষ্টার উকিলেরা বিভিন্ন পোষাক পরিচ্ছদে ভূষিত হইয়া থাকেন কেন? একরূপ পোষাকে কি তাহাদের স্বস্ব কর্ত্তব্যরক্ষা করিতে পারেন না? উহা অনর্থক।" আমরা তাহার বাক্যাবলী শুনিয়া যেমন হাস্য সম্বরণ করিতে পারি না পূর্ব্বোক্ত কথাগুলিও তদ্রূপ হাসির উদ্রেক করে।

যদি ব্রাহ্মণাদি কোন জাতির পৈতা না থাকিত, তবে ক্ষত্রিয়বর্ণান্তর্গত কায়স্থ জাতির পৈতা না গ্রহণ করিলে কোন ক্ষতি ছিল না। আর্য্যত্বের সাধারণ চিহ্ন উপবীত। উহা না থাকিলে কেহই আর্য্য বলিয়া স্বীকার করে না। আর্য্য বলিয়া স্বীকৃত না হইলে আর্য্যোচিত অধিকার লাভ হয় না—কি সামাজিক কি আধ্যাত্মিক কোন রূপ উন্নতি লাভের আশা থাকে না। উপবীতহীন ব্যক্তি শ্রুতিস্মৃতি অধ্যয়নের অধিকারী নহে; সুতরাং বলিতে হয় উপনয়ন গ্রহণ না করিলে হিন্দু সমাজে নগণ্য হইয়া থাকিতে হয়, উচ্চজ্ঞান লাভেও বঞ্চিত হইতে হয়। মানুষ হইয়া মানুষের অধিকার বঞ্চিত হইয়া থাকিতে যে চায়, সে কি অপদার্থ নহে? শুধু মুখে ক্ষত্রিয় বলিলে কেহ গ্রাহ্য করে না, সংস্কার গ্রহণ ব্যতীত সমাজ অধিকার প্রদান করে না। ইহাতে কোন কোন জাতির সহিত সামান্য সংঘর্ষ হইতে পারে, কিন্তু তাহা চিরস্থায়ী হয় না। বিরোধের ভয় করিলে

কোন জাতি বা সম্প্রদায় কখনই সমুন্নতি লাভ করিতে পারে না। কায়স্থ উপনয়ন গ্রহণ করিলে, ক্ষত্রিয়ের ন্যায় আচার ব্যবহার অবলম্বন করিলে, অন্যান্য জাতির সহিত একতার অন্তরায় হইবে, এরূপ মনে করিবার হেতু নাই। এক মাত্র ব্রাহ্মণজাতির কিয়দংশ অপ্রতিহত প্রভুতানাশের ভয়ে কায়স্থের উপনয়ন সংস্কারের বিরোধী হইতে পারেন; অন্য কোন জাতিই বিরোধী হইতে পারে না। বরং তাহারা কায়স্থ জাতির সংস্কার কার্য্যের অনুকরণে স্বস্ব সমাজ সংস্কারে মনোনিবেশ করিয়া একতা স্থাপনের সুযোগ আনয়ন করিতে পারে। * এ কথা সকলেরই মনে রাখা কর্ত্তব্য যে এক প্রকার আচারবিশিষ্ট না হইলে, শূদ্র ও ব্রাহ্মণের বিলোপ করাও হইবে না। কতকটা সমতায় না আসিলে মিলন সহজসাধ্য হইবে না, পরস্পরের ঘৃণার ভার কখনই দূরীকৃত হইয়া মিলনের সহায়তা করিবে না। কায়স্থের উপনয়ন সংস্কার গ্রহণের চেষ্টা কখনই হুজুগ নহে, অনর্থকও নহে। ইহা বঙ্গীয় হিন্দুজাতির অনতিবিলম্বে মিলনের কল্যাণময়ী চেষ্টা। যে কায়স্থের কোটী কোটি হীনতাপ্রাপ্ত আত্ম-সম্মানের আলোক প্রদর্শনের উপায় বিধান করিতেছেন, নরনারীকে তাঁহাদের নিকট তাঁহাদের অহম্মুখতা পরিহার করত প্রণত হওয়াই কর্ত্তব্য। বঙ্গীয় কায়স্থগণ উপবীতহীন থাকায় যে কিরূপ সুবিধা ভোগ করিতেছেন, তাহা চক্ষুষ্মানের অজ্ঞাত নহে। বিচারালয়ে কায়স্থ শূদ্রোচিত বিচার প্রাপ্ত হইতেছে—সমাজে শূদ্রের ন্যায় অবজ্ঞা লাভ করিতেছে—শ্রুতি স্মৃতি অধ্যয়ন হইতে বঞ্চিত। কোন ব্রাহ্মণ অধ্যাপকই কায়স্থকে ধর্ম্মশাস্ত্রের অধ্যাপক করিতেছেন না। এক পৈতার অভাব কায়স্থকে অনার্য্য পর্য্যায়ভুক্ত করিয়াছে। আমি ক্ষত্রিয় মনে মনে নিজে ভাবনা করিলেই সমাজ ক্ষত্রিয় বলিয়া মান্য করিবে না। উকিলের ন্যায় আইনজ্ঞ হইলেও যিনি ওকালতী পাস করেন নাই, কোর্ট যেমন তাহাকে উকীলের অধিকার প্রদান করেন না, তদ্রূপ কায়স্থ উপবীতী না হইলে অন্যশত গুণ থাকিলেও সমাজ ক্ষত্রিয় বলিয়া গণ্য করিবে না ইহা ধ্রুব সত্য।

কোন কোন শিক্ষিত কায়স্থ বলিয়া থাকেন, আপনারা উপবীতী হইয়াই বা কি হইয়াছেন, আমরা নিরুপবীত থাকিয়াই বা আপনাদের চেয়ে কোন্ বিষয়ে খাট আছি? আপনাদের কি ব্রাহ্মণ সমাজ ক্ষত্রিয় বলিয়া মানিয়া লইয়াছে?

* ব্রাহ্মণের সঙ্গেও বিরোধ হইতে পারে না। কায়স্থের সংস্কার গ্রহণে ব্রাহ্মণ জাতির লাভ ব্যতীত কোনরূপ লোকসান নাই—ইহাতে ব্রাহ্মণগণের সমাজেও লাভ, আয়অর্থের দিকে ধনিলেও লাভ। তবে যদি কোন ব্রাহ্মণ স্বধর্ম্মোচিত উদারতা পরিহার করিয়া বলেন যে যাহারা

এই শ্রেণীর বন্ধুবর্গ কোন খবরই রাখেন না অথচ অনর্থক বিজ্ঞতা দেখাইতে চান।

যাঁহারা উপনয়ন গ্রহণ করিয়াছেন; তাঁহারা যে কতগুলির অধিকারী হইয়াছেন; ইহারা তাহা জানেন না। শ্রাদ্ধে বিবাহে ও অন্যান্য ক্রিয়া-কলাপে

তিন পুরুষের অধিককাল সাবিত্রী শূন্য হইয়াছে, তাহাদিগের আর সাবিত্রী গ্রহণ চলিতে পারে না। তাঁহার কথা স্বতন্ত্র। তাঁহাকে শাস্ত্রগ্রন্থ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করিতে অনুরোধ করি। তাঁহার ব্রাত্যস্তোম বিষয়টি ভাল করিয়া বুঝিতে চেষ্টা করা আবশ্যক। এক দিন কোন এক স্থানে কলিকাতার ব্রাহ্মণসভার কোন এক সম্পাদকের সহিত "কায়স্থ যে ক্ষত্রিয় বর্ণের অন্তর্গত এই বিষয় লইয়া আমার আলোচনা হয়। তাহাতে তিনি বলেন যে আমরা কায়স্থকে ক্ষত্রিয় বলিলেও অন্য জাতি যে না বলে, তার কি?" তাহাতে আমি বলি যে, আপনারা কায়স্থকে ক্ষত্রিয় বলিয়া স্বীকার করুন, তাহা হইলে দেখিবেন, অন্য কেহই আর বিরুক্তি করিবে না। তাহাতে তিনি বলেন যে, যে পৈতা আমরা ফেলে দিতেছি তাহার জন্য আপনারা কেন এত করিতেছেন। তখন আমি বলিলাম যে যদি দয়া ক'য়ে পৈতা ফেলে দিয়ে কথাটা বলতেন তাহা হইলে আমরা আর পৈতার জন্য মাথা ভাঙ্গা ভাঙ্গি করিতাম না। তিনি বলেন যে, যাকে এতদিন বলি নাই তাকে এখন ক্ষত্রিয় বলি কি করে? এই দেখ না বৈদ্যেরা এখানে উপবীতী বটে কিন্তু পূর্ব্ববঙ্গের বৈদ্যের উপবীত নাই, তাহারা একমাস অশৌচ পর শূদ্রের মতই চলিতেছে। আমি বলিলাম বৈদ্য, কি অন্য কোন জাতি কে কি করিতেছে তাহা আমার দেখিবার আবশ্যক নাই। আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করি, ভুলের সংশোধন হয় কিনা? তিনি তদুত্তরে বলিলেন, ভুল কোথায়? আমি বলিলাম ভুল কোথায় তাহা পরে দেখাইব, এখন বলুন সংশোধন হয় কি না। তিনি বলিলেন যে তাঁহার মতে ব্রাহ্মণ যদি তিন পুরুষের অধিক সাবিত্রীহীন হয় তাহা হইলে সে ব্রাহ্মণও শূদ্র; সুতরাং কায়স্থ যদি প্রকৃত ক্ষত্রিয় হয় তাহা হইলে, এখন বহু পুরুষ সংস্কার হীন, সেই জন্য কায়স্থ এখন শূদ্র। অতএব এ ভুলের সংশোধন হয় না। তৎপরে বলিলেন যে, যদি আমরা একটা বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ সমাজ থাকিতে চাই, তাহাতে আপনাদের আপত্তি কি, আর কেনই বা এত টানাটানি। তাহাতে আমি বলিলাম যে? ব্রাহ্মণ বিশুদ্ধ থাকুক ইহা কে না চায়? কিন্তু বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ বাঙ্গালায় আছে কি? তিনি আপনাকে অশূদ্র প্রতিগ্রাহী বলিবার স্পর্দ্ধা রাখেন, হিসাবে ধরিতে গেলে তিনিও যে তাহা নহেন তাহা প্রতিপন্ন হন। তাহাতে সম্পাদক মহাশয় বলিলেন সে কিরূপ আমি বলিলাম যে, তিনি নিজে কাহারও দানাদি গ্রহণ করেন না, ইহা খুব সত্য; কিন্তু তাঁহার আত্মীয় কুটুম্ব শূদ্রের সহিত ব্যবহার রাখেন; হয় পৌরোহিত্য করেন, নয় গুরুগিরি করেন, নয় দানাদি গ্রহণ করেন—অবশ্য এখানে ব্রাহ্মণেতর সকলকেই শূদ্রের সামিলে ধরিয়া বলা হইতেছে—আর ঐ আত্মীয় কুটুম্বের সহিত তাঁহার আহারাদি আদান প্রদান বিবাহাদি সমস্তই চলিয়া থাকে, এইরূপে তাঁহারও সংসর্গ দোষ ঘটিয়া পড়ায় তাঁহার বিশুদ্ধির লোপ হইয়াছে। তবুও যদি খাটি ব্রাহ্মণ থাকিতে চান তাহা হইবে

ব্রাহ্মণ পুরোহিত ব্যবহৃত মন্ত্র ব্যবহার করিতেছেন—ক্ষত্রিয়োচিত পদ্ধতি অবলম্বন করিতেছেন 'দেবদেবী' শব্দ নামান্তে ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন। পক্ষান্তরে আজও যাহারা উপবীতহীন কায়স্থ, ঐ সকল পুরোহিতই তাঁহাদিগের ক্রিয়া কলাপে শূদ্রের জন্য ব্যবহৃত মন্ত্রাদি উচ্চারণে ও 'দাসদাসী' শব্দের অবলম্বনে কর্ত্তব্য শেষ করিতেছেন। উপবীতী কায়স্থেরা ত্রয়োদশাহে শ্রাদ্ধ কর্ম্ম করিতেছেন—উপবীত হীনেরা একত্রিশ দিনের বাধ্য হইয়া আছেন। উপনয়ন গ্রহণে যে অধিকার বাড়ে তাহাতে সন্দেহ নাই।

কুলীন কায়স্থগণের মধ্যে কতকগুলি চিন্তাশক্তিশূন্য ব্যক্তি মনে ভাবেন এবং বলিয়া থাকেন, উপবীতী হইয়া কি মুড়ী মিছরী একদর করিয়া ফেলিব? অর্থ এই, কুলীন মৌলিক উভয় সম্প্রদায়ের পৈতা হইলে পার্থক্য লুপ্ত হইবে। এ আশঙ্কা যে অমূলক তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। ব্রাহ্মণ জাতির মধ্যে রাঢ়ীয়গণের কুলীন, ভঙ্গ, বংশজ শ্রোত্রিয়; বারেন্দ্রের কুলীন, কাপ ও শ্রোত্রিয়; এবং বৈদিকের পঞ্চগোত্র ও ষষ্ঠগোত্র আছে। ইহাদের সকলের পৈতা থাকা সত্ত্বেও বংশগত মর্য্যাদার ইতর বিশেষ কি বজায় নাই, একাকার হইয়া গিয়াছে? যে নিজের বিশেষত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিতে জানে বা চায়, সে রাখিতে পারে। উপনয়ন-সংস্কার জাতীয় সম্মানের হেতু, ইহাতে বংশগত বা ব্যক্তিগত কোন প্রাধান্য প্রদান করে না, জাতির শ্রেষ্ঠতা জ্ঞাপন করে মাত্র। কাহারও কাহারও উপবীত গ্রহণে আগ্রহ আছে কিন্তু তাঁহারা বলেন, শুধু উপনয়ন গ্রহণে লাভ কি হইবে। ক্ষত্রিয়াচারে তেরদিনের শ্রাদ্ধ করিলে যে মৃতের সদ্গতি হইবে না। কাজেই যদি উপনয়ন গ্রহণ করিয়া ৩১ দিনে শ্রাদ্ধ করিতে হয়, তবে উপনয়ন কি অনর্থক হইবে না? অশৌচ সঙ্কোচ করিলে প্রেতাত্মার উদ্ধার সাধিত হইবে না ইহাই তাঁহাদের ধারণা। হেতু পূর্ব্বপুরুষদের ৩১ দিনে পিণ্ড দেওয়া হইয়াছে এখন ১৩দিনে পিণ্ড দিলে তথায় পৌছিবে কি? আত্মার হিতার্থেই শ্রাদ্ধ পিণ্ড প্রেতলোকে না পৌছিলে শ্রাদ্ধত পণ্ড হইবে। এ আশঙ্কা অকারণ। যুক্তিহীন প্রেতলোক বহু নাই

আগে আপনাদের মধ্যে যে সকল ব্রাহ্মণ বেশ্যাসংসর্গী, মদ্যপ, বিধবাবিবাহের সংসর্গক মুচি প্রভৃতির দানগ্রহণকারী এইরূপ কদাচারিগণকে বাদ দিন, তার পর কথা বলিবেন। তাহাতে তিনি বলেন যে, সকলকে কি বাদ দেওয়া যায়, তবে আমরা যতদূর নেমেছি, ইহার অধিক আর নামিতে চাহি না। তদুত্তরে বলিলাম, আপনার যুক্তি অপূর্ব্ব আরও কি নামিবার বাকি আছে! এই খানেই আমাদের কথাবার্ত্তার শেষ। যাহারা প্রকৃত ব্রাহ্মণ তাঁহারা কায়স্থকে ক্ষত্রিয় বর্ণোদ্ভূত বলিয়াই জানেন।

একমাত্র ৩১দিনে প্রেরিত পিণ্ড ও তথায় পৌছিবে, ১৩দিনের পিণ্ডও তথায় পৌছিবে। কোন স্থানে মণিঅর্ডার যোগে ১৩ই তারিখে ও ৩১শে তারিখে টাকা প্রেরণ করিলে, গ্রাহকের তাহা পাইতে বাধা হয় কি? কোন টাকা শীঘ্র পায় কোন টাকা পাইতে বিলম্ব হয় মাত্র। পিণ্ড সম্বন্ধেও তাই। ১৩ দিনে প্রদত্ত পিণ্ড অগ্রে ও ৩১ দিনে প্রদত্ত পিণ্ড বহুপরে প্রেতাত্মা পাইবে। এই মাত্র প্রভেদ। মূলে কোন গোল নাই বরং ১৩ দিনের পিণ্ডে প্রেতাত্মার লাভ আছে।

বহু কায়স্থ সন্তান বলেন—"কায়স্থ ক্ষত্রিয়বর্ণ ইহা না হয় অঙ্গীকার করিলাম; কিন্তু উপবীতী হইব কেন? বঙ্গীয় কায়স্থের যে উপবীত প্রমাণ কোথায় ছিল তাহার আর উপবীত থাকিলে তাহা লোপ হইবারই বা হেতু কি? উপবীত থাকা প্রতিপন্ন হইলেও পুনরায় লুপ্ত সংস্কার গ্রহণের আবশ্যকতা ও উপকারিতাই কি? অনর্থক অভিমান বৃদ্ধির জন্য উপনয়ন-সংস্কার গ্রহণ অনাবশ্যক।"

কায়স্থের ক্ষত্রিয় স্বীকারে তাহাদের আপত্তি নাই। অনুগ্রহ করিয়া তাহারা ঐটুকু পর্য্যন্ত করিতে প্রস্তুত আছেন। মূল আপত্তি উপবীত গ্রহণ সম্বন্ধে, একদা যে বঙ্গীয় কায়স্থেরা দ্বিজ ও দ্বিজাচারী ছিলেন তাহা খুবই সত্য, বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রবল প্লাবনে তাহা লুপ্ত হইয়া যায়। বঙ্গদেশ যে বৌদ্ধদিগের এক প্রধান আড্ডারূপে পরিণত হইয়াছিল, তাহা ইতিহাস পর্ব্বে জানা যায়। শঙ্করাচার্য্যের প্রচেষ্টায় ভারতে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতিপত্তি হ্রাস হইয়া ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম ক্রমে বর্দ্ধমান ও প্রভাব সম্পন্ন হইতে থাকিলে বঙ্গদেশ ভিন্ন ভারতে অন্য প্রদেশীয়েরা পরিত্যক্ত উপবীত গ্রহণ করিয়াছিলেন। বঙ্গে তত শীঘ্র ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের প্রভাব বিস্তার হয় নাই। তাই বঙ্গের চতুর্ব্বর্ণের প্রতিষ্ঠা হইতে পারে নাই। রাজা আদিশূর দারদদেশ হইতে আসিয়া বঙ্গাধিকার করিলে ক্রমে ক্রমে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের অভ্যুদয় হইতে থাকে। তখন তিনি যজ্ঞার্থে কান্যকুব্জ হইতে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের ধ্বজাধারী উপবীতী ব্রাহ্মণ ও কায়স্থাখ্যক্ষত্রিয় বঙ্গদেশে আনয়ন করেন। বাঙ্গালায় তখন হইতে উপনয়ন গ্রহণে আগ্রহ দৃষ্ট হয়। বৌদ্ধধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া যাঁহারা ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের কুক্ষিগত হয়েন; তাহাদের মধ্যে যাঁহারা ব্রাহ্মণের বংশধর বলিয়া আপনাদিগকে বিশ্বাস করিতেন, কান্যকুব্জাগত ব্রাহ্মণদের অনুকরণে উপবীতী হন; কিন্তু কায়স্থাদি অন্যান্য জাতীয় লোকেরা হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করিলেও উপনয়ন গ্রহণ আর সমুচিত বোধ করিলেন না। কান্যকুব্জাগত উপবীতী পঞ্চ কায়স্থ ও বহু অনুপবীতীর মধ্যে পড়িয়া উপবীত পরিহার করিতে বাধ্য হইলেন। কায়স্থ-সমাজের উপেক্ষায়ই বঙ্গে উপনয়নগ্রহণ-প্রথা ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য

জাতীয়দের মধ্যে বিস্তার লাভ করিতে পারে নাই।* বঙ্গে চতুর্ব্বর্ণ সমাজ কায়স্থ জাতির দোষেই গঠিত হইতে পারে নাই। বঙ্গের বাহিরে চতুর্ব্বর্ণ সমাজ আছে। কায়স্থ জাতি ক্ষত্রিয় বর্ণ বলিয়া স্বীকৃত এবং ক্ষত্রিয়াচারে সুমণ্ডিত আছে। বৈশ্য জাতির উপনয়নও বঙ্গের বাহিরে প্রচলিত রহিয়াছে।

এখন আমাদের পরিত্যক্ত উপনয়ন গ্রহণের উপকারিতা ও আবশ্যকতার যুক্তি দিতে হইবে। কায়স্থ ক্ষত্রিয়বর্ণান্তর্গত জাতি হইয়া ক্ষত্রিয়ের ন্যায় আচারবান্ না হইলে তাহার প্রকৃত জাতিত্ব উদ্বোধিত হইতে পারেনা। আমি মানুষ এই জ্ঞান না থাকিলে যেমন মনুষ্যত্ব বিকাশ লাভ করেনা, তেমনি আমি "ক্ষত্রিয়" এই জ্ঞান না জন্মিলে ক্ষত্রিয়ত্ব অধিকৃত হয়না। আমি ক্ষত্রিয় এই জ্ঞান জাগ্রত রাখিতে হইলে ক্ষত্রিয় জাতির জাতীয় চিহ্নাদি ধারণ করিতে হইবে। সেই সকল চিহ্ন ক্ষত্রিয় কর্ত্তব্য হৃদয় ক্ষেত্রে আঁকিয়া দিবে—ক্ষত্রিয়ের আদর্শ স্মরণ করিতে উত্তেজিত করিবে। উপনয়নাভাবেই বঙ্গীয় কায়স্থ জাতি নিজে নিজেকে ক্ষত্রিয় বলিয়া মনে করিতে পারেন; সে ভাবে, আমি বুঝি 'শূদ্র'। একবার ক্ষত্রিয় বলিয়া ধারণা হইলেও উপবীত না থাকায় তাহার মনে শতবার সন্দেহ হয় বাস্তবিকই কি সে ক্ষত্রিয়? এদিকে হিতৈষী ব্রাহ্মণেরাও শূদ্রসংস্কারবদ্ধমূল রাখিবার জন্য বদ্ধপরিকর। সুতরাং ক্ষত্রিয়সংস্কার উন্মোষিত করিতে হইলে উপবীতী না হইলে চলিবে না। উপবীতী হইলে কায়স্থের যেরূপ ক্ষত্রিয়ের ন্যায় আত্মমর্য্যাদা বোধ হইবে; অন্যান্য জাতিও তদ্রূপ কায়স্থকে ক্ষত্রিয় জানিয়া সম্মানের চক্ষে দেখিবে—কায়স্থের নিকট দেশ সম্বন্ধে ক্ষত্রিয়ের কর্ত্তব্য আদায় করিবার দাবী রাখিবে। কায়স্থের অনুকরণে বৈশ্যত্বের দাবী যাহারা করেন, তাহারাও দ্বিজাচারী হইয়া বঙ্গীয় সমাজে বৈশ্যজাতির দায়িত্ব শিরে লইতে বাধ্য হইবেন। দেশের কল্যাণ হইবে। কায়স্থ জাতির আর একটী বৃহৎ লাভ হইবে। বঙ্গের বাহিরের উপবীতী কায়স্থেরা তাহাদিগকে ঘৃণা করিয়া থাকেন; উপনয়ন অভাবই ইহার কারণ। বঙ্গীয় কায়স্থেরা উপবীতী হইলে বিরাট কায়স্থ জাতির সহিত তাহাদের সম্মিলনের সুবিধা হইবে, যৌন সম্বন্ধ স্থাপনে সৌহার্দ্দ বর্দ্ধিত হইবে। বিচ্ছিন্ন বঙ্গীয় কায়স্থগণ বিরাটের অঙ্গীভূত হইয়া ক্ষুদ্রতা বিনাশ করিতে সক্ষম হইবে। শুধু অভিমান বর্দ্ধনের নিমিত্ত কায়স্থ জাতি উপবীতী হন না। জাতীয় অভ্যুত্থানের উচ্চলক্ষ্য লইয়াই তাহারা সংস্কারে ব্রতী হইয়াছেন। সাধারণতঃ যেসব কথা উঠে, আমরা তাহারই উত্তর দিবার চেষ্টা করিয়াছি। এতদ্ভিন্ন অনেক বাজে কথা শুনা যায়; তাহার উত্তর দিবার প্রয়াস বৃথা। কায়স্থ-

সমাজের ভ্রান্ত ভ্রাতাদের ভ্রান্তি বিদুরিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। তাহারা মনে রাখিবেন ভারতে জাতীয় একতা বা মিলন, বৈদিক ধর্ম্মকে গলা ধাক্কা দিয়া হইবে না। তা হ'লে প্রবল খৃষ্টানধর্ম্ম ও ব্রাহ্ম ধর্ম্মের একাকারের চেষ্টা সফল হইত। আমাদিগকে একতাবদ্ধ হইতে হইলে বৈদিক আচারের অনুসরণ করিতেই হইবে। যত আমরা আচার অনুষ্ঠানে সমতায় আসিব, মিলন ততই সহজ হইবে। কায়স্থ ক্ষত্রিয়াচার গ্রহণ করিলেই বৈশ্য জাতি বৈশ্যাচার অবলম্বন করিবে। বঙ্গের হিন্দু সমাজে বর্ত্তমানে যে এক ক্ষুদ্র মস্তক ও অতি বৃহৎ একখণ্ড চরণের অস্তিত্ব বিদ্যমান আছে; তাহা লোপ হইয়া প্রকৃত হস্তপদ উরু ও মস্তকবিশিষ্ট জীবন্ত হিন্দু সমাজের প্রতিষ্ঠা হইবে। হিন্দু সমাজ ও জাতি ধন্য হইবে। কায়স্থাখ্য ক্ষত্রিয়গণের সুমতি প্রার্থনা করি।

শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষবর্ম্মা।

বিদ্যারণ্য শিরোমণি-সংবাদ।

(গল্প)

বাসুদেব শিরোমণি একজন নিষ্ঠাবান্ সুপণ্ডিত আড়ম্বরবিহীন ব্রাহ্মণ। পাঠ-পদ্ধতির সুকৌশলে তাহার চতুষ্পাঠীর অনেক ছাত্র বিশেষ কৃতীত্ব লাভ করিয়া জনসমাজে যশস্বী হইলেও অধ্যাপক শিরোমণি মহাশয়ের জ্ঞানগভীরতার পরিচয় তাঁহার লব্ধপ্রতিষ্ঠ ছাত্রগণ এবং পরিচিত গুণগ্রাহী ব্যক্তিগণ মধ্যেই পর্য্যবসিত। ব্যক্তি বিশেষের ক্রিয়া-কর্ম্মোপলক্ষে অধ্যাপক সমাগমে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে গেলেও তিনি নিজে কাহারও সহিত কোন প্রকার বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া অপর পক্ষের পরাজয় সাধনান্তে নিজের গৌরব প্রচার করিতে একান্ত উদাসীন ছিলেন। কোন প্রকার সামাজিক আন্দোলনেও তাঁহাকে কোন পক্ষে অবলম্বন করিতেও কেহ কখনও দেখে নাই।

সংস্কার প্রয়াসী কায়স্থ-সমাজের সহিত প্রত্যক্ষভাবে তাহার কোন সংস্রব নাই দেখিয়া জনৈক কায়স্থদ্বেষী ব্রাহ্মণ অনুকূল মত সংগ্রহেচ্ছায় তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া প্রস্তাব করিলেন, "মহাশয়, কায়স্থেরা পৈতা লইয়া সমাজে বড়ই বিপ্লব ঘটাইবার উপক্রম করিতেছে, এ সময় আমাদের, ব্রাহ্মণদিগের, উদাসীন থাকা কোন ক্রমেই সঙ্গত নয়, মহাশয়কে অগ্রণী করিয়া আমরা একতাবদ্ধ

জাতীয়দের মধ্যে বিস্তার লাভ করিতে পারে নাই।* বঙ্গে চতুর্ব্বর্ণ সমাজ কায়স্থ জাতির দোষেই গঠিত হইতে পারে নাই। বঙ্গের বাহিরে চতুর্ব্বর্ণ সমাজ আছে। কায়স্থ জাতি ক্ষত্রিয় বর্ণ বলিয়া স্বীকৃত এবং ক্ষত্রিয়াচারে সুমণ্ডিত আছে। বৈশ্য জাতির উপনয়নও বঙ্গের বাহিরে প্রচলিত রহিয়াছে।

এখন আমাদের পরিত্যক্ত উপনয়ন গ্রহণের উপকারিতা ও আবশ্যকতার যুক্তি দিতে হইবে। কায়স্থ ক্ষত্রিয়বর্ণান্তর্গত জাতি হইয়া ক্ষত্রিয়ের ন্যায় আচারবান্ না হইলে তাহার প্রকৃত জাতিত্ব উদ্বোধিত হইতে পারেনা। আমি মানুষ এই জ্ঞান না থাকিলে যেমন মনুষ্যত্ব বিকাশ লাভ করেনা, তেমনি আমি "ক্ষত্রিয়" এই জ্ঞান না জন্মিলে ক্ষত্রিয়ত্ব অধিকৃত হয়না। আমি ক্ষত্রিয় এই জ্ঞান জাগ্রত রাখিতে হইলে ক্ষত্রিয় জাতির জাতীয় চিহ্নাদি ধারণ করিতে হইবে। সেই সকল চিহ্ন ক্ষত্রিয় কর্ত্তব্য হৃদয় ক্ষেত্রে আঁকিয়া দিবে—ক্ষত্রিয়ের আদর্শ স্মরণ করিতে উত্তেজিত করিবে। উপনয়নাভাবেই বঙ্গীয় কায়স্থ জাতি নিজে নিজেকে ক্ষত্রিয় বলিয়া মনে করিতে পারেন; সে ভাবে আমি বুঝি 'শূদ্র'। একবার ক্ষত্রিয় বলিয়া ধারণা হইলেও উপবীত না থাকায় তাহার মনে শতবার সন্দেহ হয় বাস্তবিকই কি সে ক্ষত্রিয়? এদিকে হিতৈষী ব্রাহ্মণেরাও শূদ্রসংস্কারবদ্ধমূল রাখিবার জন্য বদ্ধপরিকর। সুতরাং ক্ষত্রিয়সংস্কার উন্মেষিত করিতে হইলে উপবীতী না হইলে চলিবে না। উপবীতী হইলে কায়স্থের যেরূপ ক্ষত্রিয়ের ন্যায় আত্মমর্য্যাদা বোধ হইবে; অন্যান্য জাতিও তদ্রূপ কায়স্থকে ক্ষত্রিয় জানিয়া সম্মানের চক্ষে দেখিবে—কায়স্থের নিকট দেশ সম্বন্ধে ক্ষত্রিয়ের কর্ত্তব্য আদায় করিবার দাবী রাখিবে। কায়স্থের অনুকরণে বৈশ্যত্বের দাবী যাহারা করেন, তাহারাও দ্বিজাচারী হইয়া বঙ্গীয় সমাজে বৈশ্যজাতির দায়িত্ব শিরে লইতে বাধ্য হইবেন। দেশের কল্যাণ হইবে। কায়স্থ জাতির আর একটী বৃহৎ লাভ হইবে। বঙ্গের বাহিরের উপবীতী কায়স্থেরা তাহাদিগকে ঘৃণা করিয়া থাকেন; উপনয়ন অভাবই ইহার কারণ। বঙ্গীয় কায়স্থেরা উপবীতী হইলে বিরাট কায়স্থ জাতির সহিত তাহাদের সম্মিলনের সুবিধা হইবে, যৌন সম্বন্ধ স্থাপনে সৌহার্দ্দ বর্দ্ধিত হইবে। বিচ্ছিন্ন বঙ্গীয় কায়স্থগণ বিরাটের অঙ্গীভূত হইয়া ক্ষুদ্রতা বিনাশ করিতে সক্ষম হইবে। শুধু অভিমান বর্দ্ধনের নিমিত্ত কায়স্থ জাতি উপবীতী হন না। জাতীয় অভ্যুত্থানের উচ্চলক্ষ্য লইয়াই তাহারা সংস্কারে ব্রতী হইয়াছেন। সাধারণতঃ যেসব কথা উঠে, আমরা তাহারই উত্তর দিবার চেষ্টা করিয়াছি। এতদ্ভিন্ন অনেক বাজে কথা শুনা যায়; তাহার উত্তর দিবার প্রয়াস বৃথা। কায়স্থ

সমাজের ভ্রান্ত ভ্রাতাদের ভ্রান্তি বিদূরিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। তাহারা মনে রাখিবেন ভারতে জাতীয় একতা বা মিলন, বৈদিক ধর্ম্মকে গলা ধাক্কা দিয়া হইবে না। তা হ'লে প্রবল খৃষ্টানধর্ম্ম ও ব্রাহ্ম ধর্ম্মের একাকারে চেষ্টা সফল হইত। আমাদিগকে একতাবদ্ধ হইতে হইলে বৈদিক আচারের অনুসরণ করিতেই হইবে। যত আমরা আচার অনুষ্ঠানে সমতায় আসিব, মিলন ততই সহজ হইবে। কায়স্থ ক্ষত্রিয়াচার গ্রহণ করিলেই বৈশ্য জাতি বৈশ্যাচার অবলম্বন করিবে। বঙ্গের হিন্দু সমাজে বর্ত্তমানে যে এক ক্ষুদ্র মস্তক ও অতি বৃহৎ একখণ্ড চরণের অস্তিত্ব বিদ্যমান আছে; তাহা লোপ হইয়া প্রকৃত হস্তপদ উরু ও মস্তকবিশিষ্ট জীবন্ত হিন্দু সমাজের প্রতিষ্ঠা হইবে। হিন্দু সমাজ ও জাতি ধন্য হইবে। কায়স্থাখ্য ক্ষত্রিয়গণের সুমতি প্রার্থনা করি।

শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষবর্ম্মা।

বিদ্যারণ্য শিরোমণি-সংবাদ।

(গল্প)

বাসুদেব শিরোমণি একজন নিষ্ঠাবান্ সুপণ্ডিত আড়ম্বরবিহীন ব্রাহ্মণ। পাঠ-পদ্ধতির সুকৌশলে তাহার চতুষ্পাঠীর অনেক ছাত্র বিশেষ কৃতীত্ব লাভ করিয়া জনসমাজে যশস্বী হইলেও অধ্যাপক শিরোমণি মহাশয়ের জ্ঞানগভীরতার পরিচয় তাঁহার লব্ধপ্রতিষ্ঠ ছাত্রগণ এবং পরিচিত গুণগ্রাহী ব্যক্তিগণ মধ্যেই পর্য্যবসিত। ব্যক্তি বিশেষের ক্রিয়া-কর্ম্মোপলক্ষে অধ্যাপক সমাগমে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে গেলেও তিনি নিজে কাহারও সহিত কোন প্রকার বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া অপর পক্ষের পরাজয় সাধনান্তে নিজের গৌরব প্রচার করিতে একান্ত উদাসীন ছিলেন। কোন প্রকার সামাজিক আন্দোলনেও তাঁহাকে কোন পক্ষে অবলম্বন করিতেও কেহ কখনও দেখে নাই।

সংস্কার প্রয়াসী কায়স্থ-সমাজের সহিত প্রত্যক্ষভাবে তাহার কোন সংস্রব নাই দেখিয়া জনৈক কায়স্থদ্বেষী ব্রাহ্মণ অনুকূল মত সংগ্রহেচ্ছায় তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া প্রস্তাব করিলেন, "মহাশয়, কায়স্থেরা পৈতা লইয়া সমাজে বড়ই বিপ্লব ঘটাইবার উপক্রম করিতেছে, এ সময় আমাদের, ব্রাহ্মণদিগের, উদাসীন থাকা কোন ক্রমেই সঙ্গত নয়, মহাশয়কে অগ্রণী করিয়া আমরা একত্রিকল্পে

আন্দোলন উপস্থিত করিতে ইচ্ছা করি।" তদুত্তরে শিরোমণি মহাশয় কহিলেন "দেখ, এবিষয়ে কায়স্থগণ কিছু গর্হিত কার্য্য করিতেছেন বলিয়া আমি মনে করি না, যে সকল কায়স্থগণ ইহার উদ্যোগী বা যাঁহারা ক্ষত্রিয়াচার গ্রহণ করিতেছেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই বিদ্যায় বুদ্ধি বা শাস্ত্রজ্ঞানে কোন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন বলিয়া ধারণা করিবার কোন কারণ দেখা যায় না। তাহার পর বহু পূর্ব্বে বাঙ্গালার একান্ত গৌরব স্থানীয় মহাপুরুষ নবদ্বীপাধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের যজ্ঞোপলক্ষে তাঁহার পণ্ডিত সভাকর্ত্তৃক কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব সুমীমাংসীত হইয়া গিয়াছে, তথে যে কায়স্থগণ তদবধি আপনাদের বর্ণোচিত আচার পুনর্গ্রহণ করেন নাই ইহা তাঁহাদের দুর্ভাগ্যেরই পরিচায়ক। এখন যে তাঁহারা পূর্ব্বভ্রম সংশোধন করিবার চেষ্টা করিতেছেন ইহাতে বাধা দিবার কোন কারণই দেখা যায় না। অতএব এ অসৎ সঙ্কল্প পরিত্যাগ করা যাহা সত্য, শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট তাহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হওয়া বাতুলতারই পরিচায়ক। আর এক কথা শূদ্রাচারী দেখিয়া কায়স্থকে শূদ্র মনে করিতেছ, কিন্তু এই কারণে একই সময়ে কায়স্থের ন্যায় ব্রাহ্মণকেও আচারভ্রষ্ট হইতে হইয়াছিল। পরে হিন্দুসমাজ রক্ষাকল্পে হিন্দুসমাজের মস্তকস্বরূপ ব্রাহ্মণ সমাজের পুনঃ প্রতিষ্ঠার পক্ষে আবশ্যকতা উপলব্ধি করিয়া মহাত্মা শঙ্করাচার্য্য প্রমুখ মহাপুরুষগণের চেষ্টায় ব্রাহ্মণ পুনরায় বর্ণোচিত আচার গ্রহণ করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন, ভারতের অপরাপর অংশে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য ব্রাহ্মণের দৃষ্টান্তে স্ব স্ব বর্ণোচিত আচার গ্রহণ ও যজ্ঞোপবীত ধারণ করিলেও বর্ণ বিধ্বংসী বৌদ্ধত্বের একটি প্রধান লীলাকেন্দ্র বঙ্গদেশে সমগ্র হিন্দুসমাজ বর্ণবিভাগক্রমে আচার গ্রহণের আবশ্যকতা উপলব্ধি করে নাই। এই কারণেই বঙ্গদেশে ক্ষত্রিয় বৈশ্যাদি বর্ণ-বিভাগ এবং তদনুযায়ী আচার পরিদৃষ্ট হয় না। বর্ত্তমানে হিন্দু সমাজে এই ভ্রম সংশোধনের চেষ্টা পরিলক্ষিত হইতেছে। ইহাতে বাধা না দিয়া উৎসাহ দান করাই আমাদের ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য।

এই শিরোমণি মহাশয় কোন ক্রিয়া উপলক্ষে তাঁহার এক আত্মীয়ের বাটীতে আগমন করেন। তাঁহার এই আত্মীয়টী 'বিদ্যারণ্য' নামে পরিচিত। শ্রুতি পরম্পরায় জানা যায় যে কোন অধ্যাপক ইহাকে অকর্ম্মণ্য এবং অপর ছাত্রগণের অসুবিধাকারক বিবেচনায় ইঁহাকে তাঁহার চতুষ্পাঠী হইতে বিদায় দিবার পর উপাধিবিহীন হইয়া যাইতেছে দেখিয়া চতুষ্পাঠীর অন্যান্য ছাত্রগণ অধ্যাপকের

অজ্ঞাতসারে ইহাকে বিদ্যারণ্য উপাধিদানে কৃতার্থ করিয়াছিল। তদবধি এই বিদ্যারণ্য উপাধি ইনি সগৌরবে বহন করিতেছেন।

এই বিদ্যারণ্য মহাশয় পৌরোহিত্য ব্যবসায়ী। তাঁহার পিতৃপিতামহাদি কেবলমাত্র কায়স্থেরই পৌরোহিত্য করিতেন, বিদ্যারণ্য মহাশয় "কেবল উহাতে আর চলে না" যুক্তি বলে কোন কোন ধনবান্ নবশায়কেরও পৌরাহিত্য করিয়া থাকেন। "আমার ন্যায় দশকর্ম্মে অভিজ্ঞ পুরোহিত কয়টা মিলে" স্বমুখে ইহার বহু প্রচার ফলে বিশেষতঃ কায়স্থের পুরোহিত বলিয়া, ধনবান্ নবশায়কগণও ইহাকে উচ্চ বিদায়ে সাদরে পুরোহিতরূপে গ্রহণ করিতে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকেন। কায়স্থ যজমানগণও ইহাতে কোন আপত্তি করেন না; পরন্তু কুলপুরোহিত ত্যাগ অবিধেয় বোধে দোষগুণ বিচার না করিয়া মন্ত্রোচ্চারণে একান্ত অনধিকারী হইলেও এই বিদ্যারণ্য মহাশয়কেই তাঁহার যজমান কায়স্থগণ বৃহস্পতি জ্ঞানে সসম্মানে গ্রহণ করিয়া আসিতেছেন।

বিদ্যারণ্য মহাশয় তাঁহার যজমান কায়স্থগণের উপবীতগ্রহণ কালে প্রথম আপত্তি করিলেও কার্য্যকালে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছিলেন। কিন্তু পরে এক বিষম গোল হইল। তাঁহার একটী যজমানের বাটীতে ত্রয়োদশাহে শ্রাদ্ধকার্য্যে পৌরোহিত্য করিতে অস্বীকৃত হইলেন। বহু সাধ্য সাধনায়ও যখন তাঁহার মত পরিবর্ত্তন হইল না; তখন বাধ্য হইয়া যজমানকে অন্য পুরোহিত দ্বারা কার্য্য সম্পন্ন করাইতে হইল এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার অনেক কায়স্থ যজমানও তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া অন্য পুরোহিতের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

এই সময়ে 'বিদ্যারণ্য' মহাশয়ের বাটীতে শিরোমণি মহাশয়ের আগমন হয়। শিরোমণি মহাশয় আহারান্তে বিশ্রামাদির পর 'বিদ্যারণ্য মহাশয়কে ম্রিয়মাণ দেখিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করায় 'বিদ্যারণ্য মহাশয় তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন আর মহাশয়, বাপ ঠাকুর দাদার সময় হইতে পুরোহিত কাজই আমাদের একমাত্র আয়ের পথ, কিন্তু উহা বন্ধ হইতে চলিল। কলিতে সবই অরাজক, কায়েতরা সব পৈতা নিচ্ছে, তাহার উপর আবার আগেকার যজমানগণ যেরূপ সম্মান করিত এখনকার ইংরাজীনবীশ বাবুগণ সেরূপ করে না অধিকন্তু স্কুল কলেজে দুপাত সংস্কৃত পড়িয়া ভাবে তাহারা মহাপণ্ডিত, পুরোহিতের মন্ত্র পড়ায় ভুল ধরিয়া ব্যাকুব করিতে চেষ্টা করে। সে দিন ঘোষেদের একটা ছেলের বিয়ে তে 'অপবিত্র' পড়াইতেই যাই 'সভার্য্যে ভান্তরে শুচি' বলা অমনি

ছেলেটি ও তাহার চ্যাংড়া ইয়ারেরা হাসিয়াই আকুল—বলে, 'ভট্টচার্য্যি মশায় বিয়ে এখনও হল না, 'ভার্য্যে' এল কোথা হ'তে। কেবল ইহাই নয়, ছেলেটি পৈতা নিয়েছে, কাযেই 'ঘোষ দাসস্ত' বলিলে পাছে রাগ করিয়া আবার ব্যায়রা করিতে চেষ্টা করে, সেজন্য 'ঘোষ বর্ম্মনস্ত' পড়াইলাম তাহাতেও রক্ষা নাই, সেইরূপ হাসিয়া উঠিল, ভাগ্যে দেবতা বামুনে ভক্তি করে এরূপ লোক এখনও ছুদশ জন আছে তাই রক্ষা। তাহারা ছেলেদের তাড়া দিয়া আমার কত সাধ্য-সাধনা করিয়া বলিল ঠাকুর মশায় ইংরাজী পড়িয়া ছেলেদের মাথা খারাপ হয়েছে উহাদিগকে ক্ষমা করিয়া আপনি মন্ত্র পড়াইয়া যান, উহারা যাহা ইচ্ছা তাহা পড়ুক আপনি সে দিকে কাণ দিবেন না। শুধু ইহাই নয়, কায়েতরা আমায় ১২ দিনের বেশী অশৌচ ভোগ করতে চায় না, দেখুন ত কি বেয়াদবী। এই সব কারণে মনে করেছি আর কায়েতের পুরুতগিরি ক'রব না। আত্মীয়ের এই সকল দুঃখকাহিনী শুনিয়া শিরোমণি মহাশয় বলিলেন 'কেন, শুনিয়াছি তুমিও কায়স্থদের পৈতা দিতে কোন আপত্তি করনি—যদি কায়স্থকে শূদ্র বলিয়াই জান তবে তাহা করিলে কেন?" উত্তরে বিস্তারণ্য মহাশয় বলিলেন 'কায়স্থরা বরাবর শূদ্রের হুকায় তামুক খাইতে, শূদ্রের মত আচার ব্যবহার করিতে দেখিয়া আসিতেছি কাজেই উহাদিগকে শূদ্র ছাড়া আর কি বলা যায়, কিন্তু বাবা ঠাকুরদাদাকে দেখিয়াছি তাঁহারা কোন শূদ্রের বাড়ী যাইতেন না। কিন্তু কায়স্থ বাড়ী যাইতে কোন আপত্তি করিতেন না। একদিন একজন ধনী নিমন্ত্রণ করিতে আসিয়া ঠাকুরদাকে বলিয়াছিল মশায়, কায়স্থও শূদ্র আমিও শূদ্র, কায়স্থ-বাবু মহাশয়ের পায় ধূলা পড়ে যখন তখন দয়া করিয়া আমার বাড়ীতে পায় ধূলা দিয়া কৃতার্থ করুন, ইহাতে ঠাকুরদা ক্রোধে অগ্নিশর্ম্মা হ'য়ে বলে উঠেছিলেন "কি কায়স্থরা শূদ্র! আমি শূদ্রের পৌরোহিত্য করি! কায়স্থ ক্ষত্রিয়—তারা তাহারা নিজের দিকে চেয়ে দেখে না ইহাই তাহাদের দোষ।" এই কথাগুলি আমার মনে ছিল। সেই জন্যই কায়েতের পৈতায় পুরুতের কাজ করেছি। শিরোমণি মহাশয় আত্মীয়কে বুঝাইয়া বলিলেন, "তুমি কিছুই অন্যায় কর নাই নিঃসঙ্কোচে কায়স্থের উপনয়নে বা ত্রয়োদশাহে শ্রাদ্ধে পৌরোহিত্য করিতে পার ইহাত বুঝিতেছ তোমার বাপ, ঠাকুর দাদা মহা পণ্ডিত এবং নিষ্ঠাবান পণ্ডিত ছিলেন, তাঁহাদের কথায় শ্রদ্ধা রাখিয়া কায়স্থকে ক্ষত্রিয় বলিয়াই জানিয়া রাখ।" বিস্তারণ্য মহাশয় কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া পুনরায় বলিয়া উঠিলেন "আজ্ঞে মশায়, তাহাই যদি হয় তবে কায়স্থদের মধ্যে যাহারা বড় জমিদার বা খুব ধনী,

শালী, যাহাদের কাজকর্ম্মে কেহই আপত্তি করিতে পারে না, তাহারা ক্ষত্রিয়াচার নয় না কেন? তাহারা পৈতা নিলে ত এক দিনেই সকল গোল চুকিয়া যায়।" ইহা শুনিয়া শিরোমণি মহাশয় কিছুক্ষণ মৌনভাবে থাকিয়া বলিলেন "হা, ইহা ভাবিয়া দেখিবার বিষয় বটে। আমাকে যদি আমি অব্রাহ্মণ বলি তবে লোকে আমাকে ব্রাহ্মণ বলিবে কেন।"

শ্রীতারিণীচরণ ঘোষ বর্ম্মা।

কয়েকটী প্রশ্ন।

ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মহোদয়গণের নিকট আমার নিম্নলিখিত কতিপয় প্রশ্নের সুমীমাংসা প্রার্থনা করি। আশা করি "বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ সমাজ" তাঁহাদের মুখপত্রে আমার এই প্রশ্নগুলির শাস্ত্রযুক্তিসম্মত উত্তর প্রদানে সন্দেহ ভঞ্জন করিবেন। অথবা কেহ দয়া করিয়া কায়স্থপত্রিকাতে সদুত্তর প্রকাশ করিবেন।

১ম। মনু মহারাজের মতে বর্ণ ৪টি; ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র; এতদ্ব্যতীত ৫ম বর্ণ নাই, ইহার মধ্যে বাঙ্গালার জাতিগুলি কোন কোন বর্ণান্তর্গত?

২য়। ক্ষত্রিয় পিতা এবং ব্রাহ্মণীমাতার পুত্রগণ কোন বর্ণান্তর্গত?

৩য়। পুরাণ, সংহিতা, সর্ব্বোপনিষদ্‌সার ভগবদ্গীতা প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্র গ্রন্থে গুণ এবং কর্ম্ম দ্বারাই বর্ণ নির্ণিত হইতে দেখা যায়, তবে বংশগত উচ্চনীচ জাতির সার্থকতা কোথায়?

৪র্থ। শূদ্রের পুত্র ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণের পুত্র শূদ্র হয়, ইহা শাস্ত্রে দেখা যায়; তবে বংশগত ব্রাহ্মণত্ব বা শূদ্রত্ব ধর্ম্ম ও শাস্ত্র বিরুদ্ধ নহে কেন?

৫ম। জ্যোতিষশাস্ত্রমতে ব্রাহ্মণ কায়স্থাদি প্রচলিত জাতিগুলির পুত্র "নরগণ" "দেবগণ" "রাক্ষসগণ", "বিপ্রবর্ণ" "ক্ষত্রিয়বর্ণ" "বৈশ্যবর্ণ" হইতে দেখা যায়। শূদ্র বৈশ্যের পুত্রেরা বিপ্রক্ষত্রিয়বর্ণ এবং ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়ের সন্তানগণ বৈশ্য শূদ্রবর্ণ হয় কেন? (ক) ব্রাহ্মণের পুত্র রাক্ষসগণ এবং শূদ্রের সন্তান দেবগণ হয়, ইহারই বা প্রকৃত মীমাংসা কি?

৬ষ্ঠ। শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্ত কোন বর্ণ? ব্রহ্মার মানসপুত্র (অযোনিজ) দেবগণ সকলেই ব্রাহ্মণবর্ণ; চিত্রগুপ্তও অযোনিজ তবে ব্রাহ্মণবর্ণ নহেন কেন? যদি ব্রাহ্মণ বর্ণ না হন, তবে "ভারত ধর্ম্ম মহামণ্ডল" সনাতন ধর্ম্মসভা" "বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম

সভা” “ব্রাহ্মণ-সমাজ” প্রভৃতি বারাণসী ও কলিকাতা প্রভৃতি স্থানের যে সমস্ত সভা সমিতি অসবর্ণ বিবাহের প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হইয়াছেন, তাহারা চিত্রগুপ্তের সহিত ব্রাহ্মণকন্যা ইরাবতীর বিবাহের কি মীমাংসা করিবেন? (ক) জ্যোতিষ শাস্ত্রমতে নরগণ শূদ্র বর্ণের সহিত দেবগণ বিপ্রবর্ণের প্রতিলোম অসবর্ণ বিবাহের শাস্ত্র সঙ্গত সদুত্তর কি? (খ) ব্রাহ্মণ জমদগ্নি পিতা ক্ষত্রিয়া রেণুকা মাতা—পুত্র ব্রাহ্মণ পরশুরাম,—চরু ভক্ষণের রূপক গল্প বাদ দিয়া ইহার প্রকৃত উত্তর কি? পিতা ক্ষত্রিয় যযাতি, মাতা ব্রাহ্মণকন্যা দেবযানী পুত্র ক্ষত্রিয়; কেমনে সম্ভব হইল? (গ) অসবর্ণ বিবাহের ফলে দেখা যায় পুত্রগণ মাতার বর্ণ পাইয়া থাকেন, তবে কায়স্থ জাতির আদি পিতা চিত্রগুপ্তদেব ব্রাহ্মণকন্যা ইরাবতীকে বিবাহ করায় তৎপুত্রগণ মাতৃবর্ণ পাইবে না কেন? যদি অনুলোম বিবাহে মাতৃবর্ণ পুত্রের প্রাপ্য হয় তবে পরশুরাম ক্ষত্রিয় বর্ণ হইলেন না কেন? যদি প্রতিলোম বিবাহে সঙ্করবর্ণ হয় তবে দেবযানী-পুত্রগণ কেমনে পিতার বর্ণ বজায় রাখিলেন?

৭ম। যাহাদের পৈতায় অধিকার নাই তাহারা দ্বিজাতির কোন কর্মে অধিকার নহে; স্ত্রীজাতির পৈতা নাই এ কারণ দ্বিজোচিত কর্ম্মে তাঁহাদের অধিকারী নাই। যদি ইহা ঠিক হয় তবে দ্বিজধর্ম্মী ব্রাহ্মণগণ শূদ্রধর্ম্মা স্ত্রীজাতিকে বিবাহ করিয়া পতিত, ধর্ম্ম ভ্রষ্ট নহেন কেন? (ক) এবং তাঁহাদের বংশধরগণ ব্রাহ্মণ পিতা ও শূদ্রাণী মাতার যে বর্ণের পুত্র হয় সেইবর্ণ হইবে না কেন? শূদ্রের মধ্যে জলচরনীয়গণ “সৎশূদ্র” বলিয়া অভিহিত, স্ত্রী জাতি কি সৎশূদ্রা নহেন—নারায়ণশিলাস্পর্শ করিবারও শূদ্রের ন্যায় তাঁহাদের অধিকার নাই, শূদ্রের ন্যায় স্ত্রীজাতি ওঙ্কার, স্বাহা, স্বধা এবং বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণে অধিকারী এ ব্যবস্থা যাঁহারা করিয়াছেন তাঁহারা কেমন করিয়া স্ত্রী জাতিকে বিবাহ করিয়া অসবর্ণ বিবাহের সমর্থন ও প্রচলন বজায় রাখিয়াছেন?

৮ম। “ঋষি” কাহাকে বলে? স্মার্ত্তরঘুনন্দন “ঋষি কি না? যদি তিনি “ঋষি না হন, তবে তাঁহার স্মৃতি মানিয়া হিন্দু সমাজের পাতিত্য কেন হইবে না?

(ক্রমশঃ)

শ্রীসরলচন্দ্র অগ্নিহোত্রী।

কায়স্থ-পঞ্জি

প্রচার।

১। বিগত ১২ই ভাদ্র শনিবার পরমেশ্বরপুর “আর্য্যকায়স্থ সামাতর” কার্য্যালয়ে এতদঞ্চলের কায়স্থ সাধারণের একটি সভা হয়। নড়াইলের প্রতিষ্ঠিত উকিল শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু এবং মাগুরার বিখ্যাত উকীল শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বসু, স্বজাতিবৎসল শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ বসু প্রভৃতি বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি ঐ সভায় উপস্থিত হয়েন। শ্রীযুক্ত সীতানাথ বসু মহাশয়ের সভাপতিত্বে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র কবিকুসুম বাচস্পতি মহাশয় স্বভাবসুলভ সুললিত ভাষায় কায়স্থ জাতির বর্ত্তমান অবনতির বিষয়ে বক্তৃতা করেন। শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ বসু বর্ম্মা মহাশয়ের সারগর্ভ আলোচনাও সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। অতঃপর এতদঞ্চলের অনুপনীত কায়স্থগণের সংস্কার ও উন্নতি সাধনে সকলেই যথাশক্তি মনোনিবেশ করিবেন স্থির করিয়া সভাভঙ্গ হয়।

২। ২রা আশ্বিন শনিবার ১৩২৭ নড়াইলের অন্তর্গত লাহুড়িয়া গ্রামে শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ দাস মহাশয়ের বাটীর প্রশস্ত প্রাঙ্গণে এতদঞ্চলের লাহুড়িয়া, নগ্রাম, কল্যাণপুর, ষড়াবাড়িয়া, বেলোবানা প্রভৃতি পাঁচ ছয় গ্রামের প্রায় শতাধিক সম্ভ্রান্ত কায়স্থ সম্মিলিত হন। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র কবিকুসুম দেববর্ম্মা মহাশয়ই এই সভার উদ্যোক্তা। শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার শর্ম্মা মহোদয় সভাপতির পদ গ্রহণ করেন। সভারম্ভেই কবিকুসুম মহাশয় তাঁহার “ছিন্ন আমরা ভিন্ন আমরা, তবুও আমরা সোদর ভাই। হে প্রিয় তোমার চরণে ধরিয়া অতীতের স্মৃতি ফিরাতে চাই” ইত্যাদি শীর্ষক মর্ম্মস্পর্শী সঙ্গীতটী গান করিয়া শ্রোতৃবর্গের মধ্যে উত্তেজনার সঞ্চার করেন। অতঃপর তিনি বিবিধ শাস্ত্রগ্রন্থের সাহায্যে কায়স্থ জাতির ক্ষত্রিয়বর্ণত্ব ও উপনয়ন সংস্কারের আবশ্যকতা বিশেষরূপে বুঝাইয়া দিয়া, ওজস্বিনী ভাষায় তিন ঘণ্টাকাল কায়স্থ জাতির অবনতির ও দুর্দ্দশার কাহিনী বর্ণন করেন। কতিপয় বিরুদ্ধ-মতাবলম্বীর উত্থাপিত বিতর্কেরও মীমাংসা করা হয়। ফলে প্রায় ষাইট জন কায়স্থ সন্তান অচিরেই উপনয়ন সংস্কার গ্রহণ করিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞা পত্রে স্বাক্ষর করেন। অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে ও স্বেচ্ছা-প্রচারক কবিকুসুম মহাশয়কে বিশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপনান্তে সভাভঙ্গ হয়।

১৩ই আশ্বিন বুধবার, ১৩২৭। মাগুরা মহকুমার অন্তর্গত সত্যবানপুর গ্রামে স্বর্গীয় সারদাচরণ ঘোষ মহাশয়ের ৺পূজার দালানে একটি কায়স্থ-সভার অধিবেশন হয়। প্রচারক শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র কবিকুসুম ও শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ বসু বর্ম্মা মহাশয়দ্বয়ের ঐকান্তিক উদ্যোগে স্থানীয় ও পার্শ্ববর্ত্তী মনোখালি চাঁদপুর পরমেশ্বরপুর প্রভৃতি গ্রামের কায়স্থগণ এই সভায় যোগদান করেন। বহু বক্তৃতা ও আলোচনা ও বাদানুবাদের পর কায়স্থ সভার ঘোর বিরোধী শ্রীযুত রসিক লাল পাল মহাশয়কে আংশিক নিরস্ত করা হয়। এই পেন্‌সনভোগী প্রাচীন ব্যক্তির জন্য এতদঞ্চলের প্রায় শতাধিক কায়স্থ সন্তানের উপনয়ন বন্ধ আছে। বঙ্গদেশীয় কায়স্থসভার প্রসিদ্ধ প্রচারক অগ্নিহোত্রী মহাশয়ের একবার এখানে শুভাগমন একান্ত প্রয়োজন হইয়াছে। এই প্রাচীন কায়স্থসন্তানকে ও চাঁদপুরনিবাসী প্রসিদ্ধ ধনাঢ্য শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু মহাশয়কে মতাবলম্বী করাইতে পারিলে প্রায় একশত কায়স্থ নিরাপত্তির উপনয়ন-সংস্কার গ্রহণ করিবেন। সভা উপলক্ষে আমরা পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গোপাল-চন্দ্র কবিকুসুম মহাশয়কে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। তিনি ঘোর দরিদ্র ও সামান্য ভাবে জীবন যাপন করিয়াও গত ৮।১০ বৎসর যাবৎ নিজের সহস্র ক্ষতি স্বীকার করিয়াও যেরূপ ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার সহিত জাতীয় উন্নতি প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া বেড়াইতেছেন, তাহা বাস্তবিকই আশ্চর্য্য। এজন্য তাঁহাকে সময়ে সময়ে কিরূপ ক্ষতিগ্রস্ত, লাঞ্ছিত ও বিপন্ন হইতে হইয়াছে, তাহা বঙ্গদেশীয় কায়স্থসভার নেতৃবর্গের অবিদিত নাই। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁহার দীর্ঘ জীবন কামনা করি।—

সম্পাদক,
পরমেশ্বরপুর আর্য্য-কায়স্থ-সভা
(যশোহর)

শেরপুরে কায়স্থ-সভা।

বিগত ৭ই আশ্বিন বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৭ ঘটিকার সময় স্থানীয় ডাক্তার শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র নাগ মহাশয়ের ভবনে কায়স্থ জাতির একটী সভা হইয়াছিল। মোক্তার, ডাক্তার, শিক্ষক, ছাত্র ও অন্যান্য প্রায় শতাধিক

কায়স্থ ভদ্রমহোদয়গণ সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। বাবু গৌরদাস কর বি, এ, মহাশয়ের প্রস্তাবে ও বাবু কুমুদকান্ত গুহ উকীল মহাশয়ের অনুমোদনে শ্রীযুক্ত মনোমোহন দেব বি এস্ সি মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভারম্ভে শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ ঘোষাল মহাশয় সঙ্গীত দ্বারা সকলকে আনন্দিত করেন। তৎপর বঙ্গদেশীয় কায়স্থসভার প্রচারক শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র মজুমদার বিদ্যারত্ন মহাশয় প্রায় আড়াই ঘণ্টা কাল বক্তৃতা দ্বারা উপনয়নের আবশ্যকতা বিশদ-ভাবে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। উপসংহারে শ্রীশবাবু বলিয়াছেন যে শেরপুরের কায়স্থ-সমাজে নাগবংশই প্রধান। ঐ বংশে খ্যাতনামা স্বনামধন্য বাবু কৈলাস-চন্দ্র নাগ ও বাবু বিজয়চন্দ্র নাগ মহাশয়গণ যদি এ বিষয়ে উদাসীন থাকেন, তবে তাঁহাদের অভাবে ভবিষ্যৎ বংশধরগণ কখনই এরূপ সুযোগ ও সর্ব্বজন-মান্য পদ না পাইলে কিছু করিতে পারিবে না। শ্রীশবাবুর যুক্তিতর্ক সভাপতি মহাশয় ও উপস্থিত সভ্য মহোদয়গণ সকলেই অনুমোদন করিয়াছেন। এই সভা হইতে চারিজন কায়স্থ কায়স্থসভার সভ্যশ্রেণী ভুক্ত হইতে সম্মত হইয়াছেন। পূজা-কালে উপনয়ন সম্বন্ধে কর্ত্তব্যস্থির করা হইবে সর্ব্বসম্মতিক্রমে এইরূপ প্রস্তাব গৃহীত হয়।

নিবেদক—
শ্রীকুমুদকান্ত গুহ, উকীল

টাঙ্গাইলে কায়স্থসভা।

বিগত ৩রা অগ্রহায়ণ তারিখে টাঙ্গাইল "রমেশচন্দ্র টাউন হলে" টাঙ্গাইল কায়স্থসভার এক অধিবেশন হইয়াছিল। কলিকাতাস্থ বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার প্রচারক শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র মজুমদার বিদ্যারত্ন মহাশয় প্রায় ২ ঘণ্টাব্যাপী সুমধুর ও সুযুক্তিপূর্ণ বক্তৃতা দ্বারা শ্রোতৃমণ্ডলীকে মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন।

বিদ্যারত্ন মহাশয়ের পাণ্ডিত্যপূর্ণ বক্তৃতা শ্রবণে উপস্থিত কায়স্থ ভদ্রমহোদয়গণের বহু ভ্রম ও কুসংস্কার দূর হইয়াছে। শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র গুহ বি এল মহাশয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত বাবু কেশবলাল দাস মহাশয়ের সমর্থনে এখানকার প্রবীন ও শাস্ত্রজ্ঞ উকীল শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ বি এল মহোদয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। টাঙ্গাইলের অধিকাংশ কায়স্থ ভদ্রলোক সভায় উপস্থিত ছিলেন। সভাভঙ্গের পরে প্রায় ২৫জন বঙ্গদেশীয় কায়স্থসভার সভ্য ও কায়স্থপত্রিকার গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন। আশা করা যায় যে শীঘ্রই টাঙ্গাইলের কায়স্থগণ সমবেত হইয়া উপবীত গ্রহণ করিবেন। প্রতিবৎসর অন্ততঃ একবার বিদ্যারত্ন মহাশয়ের মত একজন কায়স্থ প্রচারক এতদ্দেশে প্রচার কার্য্যে প্রেরণ করিবার জন্য টাঙ্গাইলবাসী "বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভাকে" অনুরোধ করিতেছেন।

শ্রীযুক্ত পূর্ণেন্দুমোহন ঘোষ বি, এল, উকীল মহাশয়ের চেষ্টায় উক্ত সভা আহূত হওয়ায় টাঙ্গাইলবাসী কায়স্থগণ তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ।

নিবেদক—

শ্রীউপেন্দ্রমোহন ভৌমিক।

কোচবিহারে কায়স্থ-সভা।

বাঙ্গলার গৌরব শিক্ষার কেন্দ্র কায়স্থবহুল কোচবিহার রাজধানীতে গত ২০শে অগ্রহায়ণ অপরাহ্ণ ৩॥ ঘটিকার সময় স্থানীয় কায়স্থবর্গের একটী সভা আহূত হইয়াছিল। ঐ সভায় বঙ্গদেশীয় কায়স্থসভার প্রচারক শ্রীযুক্ত শ্রীপতি মজুমদার বিদ্যারত্ন মহাশয় কায়স্থতত্ত্ব সম্বন্ধে একটী সারগর্ভ যুক্তিপূর্ণ বক্তৃতা করেন। তাঁহার বক্তৃতা শ্রবণ-জন্য কায়স্থসমাগমে টাউন হল পূর্ণ হইয়াছিল। স্থানের সঙ্কুলান না হওয়ায় বাহিরে অনেকে দাঁড়াইয়া ছিলেন। ঐ সভায় রাজসভার মেম্বর এবং শ্রীশ্রীমহারাজ ভূপ বাহাদুরের সেক্রেটারী মাননীয় শ্রীযুক্ত বি, ঘোষ মহোদয় সভাপতির আসন পরিগ্রহ করেন। কোচবিহার রাজ্যের ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত এস ঘোষ, ভিক্টোরিয়া কলেজের প্রিন্সিপাল শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনারায়ণ সিংহ এম, এ, সিভিল-জজ শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রপ্রসাদ রায় বি, এল, শ্রীযুক্ত আশুতোষ দত্ত বি

এম এস্ সি (কর্ণেল), শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ রায় বি এল এবং অন্যান্য বহু উচ্চ রাজকর্ম্মচারী ও উকীল মহোদয়গণ উপস্থিত ছিলেন। বক্তৃতা শ্রবণান্তে শ্রীযুক্ত এস, ঘোষ মহোদয় কোচবিহার সহরে যাহাতে স্থায়ীভাবে একটী শাখা কায়স্থ-সভা প্রতিষ্ঠিত হয় তাহার প্রস্তাব করেন। উপস্থিত মাননীয়গণ মধ্যে আপাততঃ ৩১ জন শাখা সভার সভ্য হইতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। শাখা সভা প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং সত্বরেই কার্য্য আরম্ভ করিবার জন্য সভাপতিরূপে শ্রীযুক্ত বি, ঘোষ, সম্পাদক শ্রীযুক্ত এস্ ঘোষ, সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রকান্ত বসু মজুমদার বি, এল, এবং কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতিতে চারি শ্রেণীর কায়স্থ হইতে ৮ জন কায়স্থ মনোনীত করা হইল। কলিকাতা বঙ্গদেশীয় কায়স্থসভারও অনেকে সভ্যশ্রেণীভুক্ত হইবার ইচ্ছা জানাইলেন। এই সভাতে কায়স্থের বর্ণ ও বংশগৌরব জনিত আত্ম-মর্য্যাদার সমাবেশ দেখিয়া নবদ্বীপ নিবাসী শিক্ষিত উদারহৃদয় শ্রীযুক্ত নৃসিংহ-প্রসাদ ভট্টাচার্য্য বিদ্যারত্ন মহাশয় নিজ সহানুভূতি ও আশীর্ব্বাদ স্বরূপ কায়স্থ-সভার কল্যাণার্থে অর্থানুকূল্য করিয়াছেন।

উপস্থিত কায়স্থগণ মধ্যে অনেকেই যাহার যাহা সামর্থ্য সভাক্ষেত্রেই দিবেন বলিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং তাহা লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

সন্ধ্যা ৬॥ ঘটিকার সময় সভাপতি ও প্রচারক মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া সভা ভঙ্গ করা হয়।

শ্রীযোগেশচন্দ্র মজুমদার।
কোচবিহার।

ধসায় কায়স্থ-সভা।

গত ১১ই পৌষ রবিবার অপরাহ্ণে হাওড়া জিলার অন্তর্গত ধসাগ্রামে শ্রীযুক্ত শিবপদ ঘোষ বর্ম্মা মহাশয়ের উদ্যোগে একটী বৃহৎ কায়স্থ-সভা আহূত হয়। কলিকাতা হইতে শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ স্মৃতিভূষণ, শ্রীযুক্ত পার্ব্বতী চরণ তর্কতীর্থ, রায়সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব এবং শ্রীযুক্ত সরলচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা অগ্নিহোত্রী নিমন্ত্রিত হইয়া সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। পার্শ্ববর্ত্তী বহুগ্রামের সমাজ-নেতৃগণ সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত আশুতোষ সরকার মহাশয়ের প্রস্তাবে সর্ব্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ স্মৃতিভূষণ মহাশয় সভাপতি পদে বৃত হন।

বিদ্যারত্ন মহাশয়ের পাণ্ডিত্যপূর্ণ বক্তৃতা শ্রবণে উপস্থিত কায়স্থ ভদ্রমহোদয়গণের বহু ভ্রম ও কুসংস্কার দূর হইয়াছে। শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র গুহ বি এল মহাশয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত বাবু কেশবলাল দাস মহাশয়ের সমর্থনে এখানকার প্রবীন ও শাস্ত্রজ্ঞ উকীল শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ বি এল মহোদয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। টাঙ্গাইলের অধিকাংশ কায়স্থ ভদ্রলোক সভায় উপস্থিত ছিলেন। সভাভঙ্গের পরে প্রায় ২৫জন বঙ্গদেশীয় কায়স্থসভার সভ্য ও কায়স্থপত্রিকার গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন। আশা করা যায় যে শীঘ্রই টাঙ্গাইলের কায়স্থগণ সমবেত হইয়া উপবীত গ্রহণ করিবেন। প্রতিবৎসর অন্ততঃ একবার বিদ্যারত্ন মহাশয়ের মত একজন কায়স্থ প্রচারক এতদ্দেশে প্রচার কার্য্যে প্রেরণ করিবার জন্য টাঙ্গাইলবাসী "বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভাকে" অনুরোধ করিতেছেন।

শ্রীযুক্ত পূর্ণেন্দুমোহন ঘোষ বি, এল, উকীল মহাশয়ের চেষ্টায় উক্ত সভা আহূত হওয়ায় টাঙ্গাইলবাসী কায়স্থগণ তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ।

নিবেদক—

শ্রীউপেন্দ্রমোহন ভৌমিক।

কোচবিহারে কায়স্থ-সভা।

বাঙ্গলার গৌরব শিক্ষার কেন্দ্র কায়স্থবহুল কোচবিহার রাজধানীতে গত ২০শে অগ্রহায়ণ অপরাহ্ণ ৩॥ ঘটিকার সময় স্থানীয় কায়স্থবর্গের একটী সভা আহূত হইয়াছিল। ঐ সভায় বঙ্গদেশীয় কায়স্থসভার প্রচারক শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ মজুমদার বিদ্যারত্ন মহাশয় কায়স্থতত্ত্ব সম্বন্ধে একটী সারগর্ভ যুক্তিপূর্ণ বক্তৃতা করেন। তাঁহার বক্তৃতা শ্রবণ-জন্য কায়স্থসমাগমে টাউন হল পূর্ণ হইয়াছিল। স্থানের সঙ্কুলান না হওয়ায় বাহিরে অনেকে দাঁড়াইয়া ছিলেন। ঐ সভায় রাজসভার মেম্বর এবং শ্রীশ্রীমহারাজ ভূপ বাহাদুরের সেক্রেটারী মাননীয় শ্রীযুক্ত বি, ঘোষ মহোদয় সভাপতির আসন পরিগ্রহ করেন। কোচবিহার রাজ্যের ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত এস ঘোষ, ভিক্টোরিয়া কলেজের প্রিন্সিপাল শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনারায়ণ সিংহ এম, এ, সিভিল-জজ শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রপ্রসাদ রায় বি, এল, শ্রীযুক্ত আশুতোষ দত্ত বি

এম এস্ সি (কর্ণেল), শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ রায় বি এল এবং অন্যান্য বহু উচ্চ রাজকর্ম্মচারী ও উকীল মহোদয়গণ উপস্থিত ছিলেন। বক্তৃতা শ্রবণান্তে শ্রীযুক্ত এস, ঘোষ মহোদয় কোচবিহার সহরে যাহাতে স্থায়ীভাবে একটী শাখা কায়স্থ-সভা প্রতিষ্ঠিত হয় তাহার প্রস্তাব করেন। উপস্থিত মাহাদয়গণ মধ্যে আপাততঃ ৩১ জন শাখা সভার সভ্য হইতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। শাখা সভা প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং সত্বরেই কার্য্য আরম্ভ করিবার জন্য সভাপতিরূপে শ্রীযুক্ত বি, ঘোষ, সম্পাদক শ্রীযুক্ত এস্ ঘোষ, সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রকান্ত বসু মজুমদার বি, এল, এবং কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতিতে চারি শ্রেণীর কায়স্থ হইতে ৮ জন কায়স্থ মনোনীত করা হইল। কলিকাতা বঙ্গদেশীয় কায়স্থসভারও অনেকে সভ্যশ্রেণীভুক্ত হইবার ইচ্ছা জানাইলেন। এই সভাতে কায়স্থের বর্ণ ও বংশগৌরব জনিত আত্ম-মর্য্যাদার সমাবেশ দেখিয়া নবদ্বীপ নিবাসী শিক্ষিত উদারহৃদয় শ্রীযুক্ত নৃসিংহ-প্রসাদ ভট্টাচার্য্য বিদ্যারত্ন মহাশয় নিজ সহানুভূতি ও আশীর্ব্বাদ স্বরূপ কায়স্থ-সভার কল্যাণার্থে অর্থানুকূল্য করিয়াছেন।

উপস্থিত কায়স্থগণ মধ্যে অনেকেই যাহার যাহা সামর্থ্য সভাক্ষেত্রেই দিবেন বলিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং তাহা লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

সন্ধ্যা ৬॥ ঘটিকার সময় সভাপতি ও প্রচারক মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া সভা ভঙ্গ করা হয়।

শ্রীযোগেশচন্দ্র মজুমদার।
কোচবিহার।

ধসায় কায়স্থ-সভা।

গত ১১ই পৌষ রবিবার অপরাহ্ণে হাওড়া জিলার অন্তর্গত ধসাগ্রামে শ্রীযুক্ত শিবপদ ঘোষ বর্ম্মা মহাশয়ের উদ্যোগে একটী বৃহৎ কায়স্থ-সভা আহূত হয়। কলিকাতা হইতে শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ স্মৃতিভূষণ, শ্রীযুক্ত পার্ব্বতী চরণ তর্কতীর্থ, রায়সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব এবং শ্রীযুক্ত সরলচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা অগ্নিহোত্রী নিমন্ত্রিত হইয়া সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। পার্শ্ববর্ত্তী বহুগ্রামের সমাজ-নেতৃগণ সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত আশুতোষ সরকার মহাশয়ের প্রস্তাবে সর্ব্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ স্মৃতিভূষণ মহাশয় সভাপতি পদে বৃত হন।

স্মৃতিভূষণ মহাশয় কায়স্থজাতির বর্ণনির্ণয় সম্বন্ধে হৃদয়গ্রাহী উপদেশ প্রদান করেন। অতঃপর সভাপতি মহাশয়ের অনুরোধে রায়সাহেব নগেন্দ্রনাথ বসু শাস্ত্রযুক্তিসম্মত গবেষণার দ্বারা কায়স্থজাতির উপনয়নের আবশ্যকতা বুঝাইয়া দেন। তৎপর সভাপতি মহাশয় উপস্থিত ব্রাহ্মণ বা কায়স্থগণের মধ্যে কাহারও এ সম্বন্ধে স্বপক্ষে বা বিপক্ষে বলিবার থাকিলে তাহা বলিতে অনুরোধ করেন; স্থানীয় শ্রীযুক্ত পাঁচকাড় চক্রবর্ত্তী মহাশয় শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্ত অসিজীবী কি মসীজীবী তৎসম্বন্ধে প্রশ্ন করেন। কায়স্থজাতি যে যজ্ঞসূত্র ধারণে অধিকারী তাহার প্রমাণ জিজ্ঞাসা করেন।

অতঃপর শ্রীযুক্ত সরলচন্দ্র অগ্নিহোত্রী মহাশয় এ সব প্রশ্নের যথাযথ উত্তর প্রদান করিলে সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হয় যে কায়স্থদিগের স্ববর্ণোচিত উপনয়ন সংস্কার গ্রহণ আবশ্যক। অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ প্রদানান্তে ৬ ঘটিকার সময় সভাভঙ্গ হয়।

শ্রীসত্যবন্ধু মিত্র

বারাণসী-কায়স্থ-সভা

প্রথম অধিবেশন।

অদ্য ৬ই অগ্রহায়ণ রবিবার সন ১৩২৭ সাল, ২১শে নবেম্বর ১৯২০ খৃঃ তারিখে রামাপুরা শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রশেখর বসু মল্লিক প্রধান জজ (কাশীনরেশ) বাহাদুরের বাটীতে বেলা ৪ ঘটিকার সময় কাশীস্থ কায়স্থসমূহের এক সভা আহূত হয়। উদ্দেশ্য স্থানীয় কায়স্থগণের ঐক্য ও উন্নতিসাধন, তথা স্ববর্ণোচিত যজ্ঞোপবীত গ্রহণ।

সময় সংক্ষেপ হওয়ায় সকলকে আহ্বান করা যায় নাই, তত্রাচ নিম্নলিখিত সম্ভ্রান্ত কায়স্থগণ সভায় আগমন করিয়াছিলেন।

শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্নকুমার বসু, ৪১নং সাং লক্ষ্মী (বঙ্গজ, মালখানগর)।
" " উপেন্দ্রনাথ বসু, দক্ষিণরাঢ়ী, সাং চৌখাম্বা।
" " চন্দ্রশেখর বসু মল্লিক, দক্ষিণরাঢ়ী, সাং রামাপুরা।
" " ধনকৃষ্ণ বিশ্বাস " ৪০ নং লক্ষ্মীকুণ্ড।
" " পূর্ণচন্দ্র ঘোষ " সাং রামাপুরা।
" " কালিপদ মিত্র " চৌখাম্বা।

শ্রীযুক্ত বাবু দুর্গামোহন দে দক্ষিণরাঢ়ী কামাখ্যা।
" " ভূপেন্দ্রভূষণ ঘোষ " অগস্ত্যকুণ্ড।
" " জিতেন্দ্রনাথ দে " হুগলি।
" " বিধুভূষণ বসু " রামাপুরা।
" " সুধীরকুমার বসু " চৌখাম্বা।
" " চারুচন্দ্র ঘোষ " সিকরোল।
" " জিতেন্দ্রনাথ বসু " চৌখাম্বা।
" " সুরেন্দ্রনাথ দে " বরুণাব্রীজ।
" " নকুড়চন্দ্র দেব " ৪০ নং আরাঙ্গাবাদ।
" " হরিকিঙ্কর ঘোষ " রামাপুরা।
" " জ্ঞানেন্দ্রনাথ বসু " চৌখাম্বা।
" " কাশীশ্বর বসু মল্লিক " রামাপুরা।
" " মন্মথনাথ মিত্র " ১১১ নং রেউড়িতালাব।
" " প্রতিভারঞ্জন রায় চৌধুরী, বঙ্গজ, সোনারপুরা।
" " মণীন্দ্রনাথ বসু, দক্ষিণরাঢ়ী, ১৩৩নং রেউড়ী তালাব।
" " শিবেন্দ্রনাথ বসু, দক্ষিণরাঢ়ী, সাং চৌখাম্বা।
" " হরিচরণ রায়, দক্ষিণরাঢ়ী, ৮০ নং দেবনাথপুরা।

সভার কার্য্য আরম্ভ হইলে নিম্নলিখিত কার্য্যকর্ত্তা নির্দ্ধারিত হয়। যথা—

শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বসু (সভাপতি)
" চন্দ্রশেখর বসু মল্লিক (সহকারী সভাপতি)
" ধনকৃষ্ণ বিশ্বাস (কার্য্যনির্ব্বাহক)
(ক) শ্রীযুক্ত কাশীশ্বর মল্লিক, (সহকারী কার্য্যনির্ব্বাহক)
(খ) শ্রীযুক্ত দুর্গামোহন দে, " "
(গ) শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র ঘোষ, " "
(ঘ) শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ ঘোষ, " "

সভা আরম্ভ হইলে যজ্ঞোপবীত লইবার পক্ষে নিম্নলিখিত হেতুবাদ দর্শান হয়। যাঁহারা আপনাদিগকে ক্ষত্রিয় জ্ঞান করেন, তাঁহাদের কেবল ঐ জ্ঞান মাত্র পোষণ করিয়া থাকিলে চলিবে না, ঐ জ্ঞানের সার্থকতার জন্য ক্ষত্রিয়োচিত সংস্কার অর্থাৎ যজ্ঞোপবীত গ্রহণ করিতে হইবে, নতুবা তাঁহারা জ্ঞান, আচার ব্যবহারে উন্নত হইলেও এই দেশে এক মাস অশৌচ গ্রহণ ও যজ্ঞোপবীত না থাকায় তাঁহাদের যে এদেশীয় লোকেরা হীনজ্ঞান ও শূদ্র বলিয়া অমর্য্যাদায়

দর্শন করে, উহা কোন ক্রমে বাঞ্ছনীয় নহে। বঙ্গদেশেও কায়স্থদিগের অপেক্ষা যাঁহারা সমাজে ছোট ছিলেন, তাঁহারা কেবল যজ্ঞোপবীত গ্রহণ করায় আপনাদের কায়স্থ হইতে উচ্চ জ্ঞান করিতেছেন। যদিও সমাজে কায়স্থ ও ব্রাহ্মণ সম্পর্কে অতি ঘনিষ্ট ও পরস্পরের সহকারী তত্রাচ কায়স্থদের যজ্ঞোপবীত না থাকায় ব্রাহ্মণেরাও বাঙ্গালায় সৎ শূদ্র আখ্যা দিয়াছেন এবং তাঁহাদের স্মৃতি ও শ্রুতি গ্রন্থাদি পাঠে ও তদ্ উচিত কার্য্য করিতে অনধিকারী জ্ঞান করেন, অতএব শাস্ত্রে যখন এই সংস্কার-ভ্রষ্টতার জন্য প্রায়শ্চিত্ত করাইয়া যথাবিধি উপনয়ন দিবার বিধি আছে * তখন সমাজে উহা দ্বারা সংস্কৃত হওয়া উচিত। অধুনা কায়স্থ সন্তানের উপনয়ন না হওয়ায় ও যথাসময়ে তাহাদের দীক্ষা গ্রহণ না হওয়ায় তাহারা বড় হইয়া নানা কারণে দীক্ষা লইতে অস্বীকার করে। কাজেই তাহাদের আর কোন মন্ত্র গ্রহণ হয় না। অতএব যদি অল্প বয়সে তাহাদের উপনয়ন হইয়া গায়ত্রী গ্রহণ হয়, তাহা হইলে শতকরা অন্ততঃ ১০।১৫ জনও মন্ত্রের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া সনাতন আর্য্যধর্ম্মের মর্য্যাদা রক্ষা করিবে। অতএব যজ্ঞোপবীত গ্রহণ করা একান্ত উচিত। অতঃপর উপস্থিত কায়স্থগণের মত জিজ্ঞাসা করায় সকলেই স্বীকার করিলেন যে, উপবীত গ্রহণ করা উচিত। অতঃপর অন্যান্য কায়স্থগণের মত গ্রহণ জন্য ও ঐ কার্য্যে অগ্রসর হইবার জন্য আগামী রবিবার ২৮শে নবেম্বর তারিখে (বাং ১৩ই অগ্রহায়ণ ১৩২৭ সাল) চুনিলালশীলের গোধুলিয়াস্থ বাটীতে এই সভার পুনঃ অধিবেশন হইবে স্থির হইল।

সভার ব্যয় বিধান জন্য নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ অর্থ সাহায্য করিলেন।

১।	শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর বসু মল্লিক	১৫৲	৫।	শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র নাথ দে	২৲
২।	,, উপেন্দ্রনাথ বসু	১৫৲	৬।	,, চারুচন্দ্র ঘোষ	১৲
৩।	,, দুর্গামোহন দে	১০৲	৭।	,, কালিপদ মিত্র	১৲
৪।	,, ধনকৃষ্ণ বিশ্বাস	২৲			মোট ৫০৲

সভায় ইহাও ধার্য্য হইল যে, এই স্থানের সমস্ত কায়স্থ—যথা উত্তর রাঢ়ী, দক্ষিণ রাঢ়ী, বঙ্গজ সকলেই একযোগে কার্য্য করিবেন; উহাদের মধ্যে যে উপনয়ন গ্রহণ করুন বা না করুন, কোন রকম দলাদলির সৃষ্টি করা হইবে না।

এ সভার উদ্দেশ্য সকলে একত্র হইয়া কায়স্থসমাজের উৎকর্ষ সাধন। আর

* মিতাক্ষরা-ধৃত ও বাচস্পত্য অভিধান-ধৃত আপস্তম্ব বাক্য এবং বঙ্গদেশীয় কায়স্থসভা সংগৃহীত ব্যবস্থাদি দ্রষ্টব্য।

যাঁহারা উপবীত গ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক দুই দিন পরে তাঁহারা বা তাঁহাদের সন্তানেরা আবার মত পরিবর্ত্তন করিয়া উপবীত লইতে পারেন, অতএব এই মতভেদ জন্য কখন কোনরূপ দলাদলি সৃষ্টি করা হইবে না।

সভাপতি—শ্রীউপেন্দ্রনাথ বসু ও শ্রীচন্দ্রশেখর বসু মল্লিক।

উপনয়ন।

ফরিদপুর জেলার উত্তরাঞ্চলের সংস্কার কার্য্য অত্যন্ত শিথিল ভাব ধারণ করায় ফরিদপুর প্রচারসমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র গুহ বর্ম্মা মহাশয়ের অনুরোধ ক্রমে বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভা হইতে প্রচারক শ্রীযুক্ত মাখনলাল ধরবর্ম্মা মহাশয় এতদঞ্চলে প্রেরিত হওয়ায় তাঁহার প্রচার ফলে এতদঞ্চলের কায়স্থদিগের মধ্যে নব ভাবের উদ্দীপনা দেখা যাইতেছে।

গত ১৩ই পৌষ বাইশরসী গ্রামে শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র গুহ বর্ম্মা মহাশয়ের আলয়ে একটি কেন্দ্র সংস্থাপিত হইয়া নিম্নলিখিত চতুর্ব্বিংশতি জন কায়স্থ সন্তান যথাশাস্ত্র ব্রাত্য প্রায়শ্চিত্তান্তে ক্ষত্রোচিত উপনয়ন গ্রহণ করিয়াছেন। ব্রাহ্মণদি নিবাসী শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন দেব শর্ম্মা মজুমদার মহাশয় এবং ইদিলপুর সিঙ্গারডাহা নিবাসী শ্রীযুক্ত তারকেশ্বর ব্যাকরণতীর্থ মহাশয় আচার্য্য ও তন্ত্রধারকতা কার্য্যে, এবং প্রাণপুর-নিবাসী শ্রীযুক্ত যাদবচন্দ্র বিদ্যাভূষণ ও চারিরসী নিবাসী শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়দ্বয় কেন্দ্রের অন্যান্য কার্য্যে ব্রতী ছিলেন।

শ্রীযুক্ত মথুরানাথ মজুমদার দেব বর্ম্মা, শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন মজুমদার, শ্রীযুক্ত রসিকলাল দেব বর্ম্মা ভৌমিক (ম্যানেজার বাইসরসী ষ্টেট) প্রভৃতি শৈলডুবি, গৌরচর, চারিরসী, ব্রাহ্মণদি ও অন্যান্য গ্রামের গণ্যমান্য বহু কায়স্থ কেন্দ্রস্থলে উপস্থিত হইয়া সকলকে উৎসাহিত করিয়া ছিলেন।

এই কেন্দ্রের বিশেষত্ব এই যে উপনীত ব্যক্তিগণ মধ্যে অধিকাংশই প্রাচীন।

উপবীতীগণের নাম।

শ্রীযুক্ত	যতীন্দ্রচন্দ্র গুহ	সাং বাইসরসী
,,	হৃষীকেশ দাস	ঐ
,,	ব্যোমকেশ দাস	ঐ
,,	পূর্ণচন্দ্র দেব	সাং সতররসী

শ্রীযুক্ত	রাইমোহন ঘোষ	সতররসী
,,	যজ্ঞেশ্বর ঘোষ	ঐ
,,	কেশবচন্দ্র দেব	ঐ
,,	রণবিহারী বক্সী	ঐ
,,	ধীরেন্দ্রমোহন দাস	ঐ
,,	চন্দ্রকুমার ঘোষ	ঐ
,,	নলিনীকান্ত দত্ত	ঐ
,,	ঈশানচন্দ্র দত্ত	ঐ
,,	অক্ষয়কুমার ভৌমিক	সাং শ্যামপুর
,,	নিবারণচন্দ্র দেব	ঐ
,,	দীননাথ ধর	ঐ
,,	তারাপ্রসন্ন দেব	ঐ
,,	সুরেন্দ্রনাথ গুহ	ঐ
,,	নীরদকৃষ্ণ গুহ	ঐ
,,	মনোরঞ্জন ভৌমকি	ঐ
,,	জিতেন্দ্রমোহন ভৌমিক	ঐ
,,	ভূপেন্দ্রমোহন ভৌমিক	ঐ
,,	সত্যরঞ্জন ভৌমিক	ঐ
,,	রমণীরঞ্জন ভৌমিক	ঐ
,,	কিশোরীমোহন চৌধুরী	সমাজ ইশিবপুর।

ইদিলপুরে।

হদিলপুর-ধীপুর-নিবাসী শ্রীযুক্ত ভবতোষ বসু বি, এল মহাশয় জানাইয়াছে[ন] যে সম্প্রতি হদিলপুরের প্রসিদ্ধ চৌধুরীবংশীয় টেংরা-নিবাসী শ্রীযুক্ত অন্নদাচ[রণ] ঘোষ রায় চৌধুরী এবং পট্টীনিবাসী বঃ কাঃ সভার কাঃ নিঃ সমিতির স[দস্য] শ্রীযুক্ত চন্দ্রমোহন ঘোষ সম্প্রতি যথাশাস্ত্র যজ্ঞোপবীত গ্রহণ করিয়াছেন।

ভ্রম-সংশোধন।

গত অগ্রহায়ণ সংখ্যায় কলিকাতা কায়স্থসভার কেন্দ্রে যাঁহারা উপবী[ত] গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে শ্রীযুক্ত বামনদাস মিত্র সাং চরন[ডাঙ্গা] যশোহর স্থলে ভলক্রমে "রামদাস মিত্র, রতনডাঙ্গা" ছাপা হইয়াছে।

শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেবের পূজা ও উৎসবের চাঁদার প্রাপ্তি স্বীকার

১। শ্রীযুক্ত কুমার মণীন্দ্রচন্দ্র সিংহ বাহাদুর ২০০৲

২। ,, ,, মন্মথনাথ মিত্রবাহাদুর ৫০৲
(এতদ্ব্যতীত ব্রাহ্মণ ভোজনের ব্যয় তিনি বহন করিয়াছেন)

মহারাজা জগদীশনাথ রায়বর্ম্মা (প্রতিশ্রুত) ৫০৲

৩। কুমার ক্ষিতীশভূষণ রায়বর্ম্মা বাহাদুর ও কুমার রাধিকাভূষণ রায় ৫০৲

৪। ,, ,, শরদিন্দুনারায়ণ রায় বর্ম্মা ২৫৲

৫। ,, ,, অসীমকৃষ্ণ দেববর্ম্মা ১০৲

৬। ,, রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী ২৫৲

৭। ,, ,, বিনোদবিহারী বসু ২৫৲

৮। শ্রীযুক্ত জিন্দ্রতেনাথ রায় ২৫৲

৯। ,, কেদারনাথ দেব বর্ম্মা ১১৲

১০। ,, গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন ২৫৲

১১। ,, নরেন্দ্রনাথ সিংহ ১০৲

১২। ,, প্রেমানন্দ সিংহ ৫৲

১৩। ,, সরলচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা ৫৲

১৪। ,, মৃণালকান্তি ঘোষ বর্ম্মা ১০৲

১৫। ,, অমৃতকৃষ্ণ বসু মল্লিক ৫৲

১৬। ,, সুরেন্দ্রনারায়ণ ঘোষ বর্ম্মা ৫৲

১৭। ,, নিবারচণন্দ্র দত্ত ২৫৲

১৮। ,, নগেন্দ্রনাথ বসু বর্ম্মা ২৫৲

১৯। ,, নির্ম্মলচন্দ্র দত্ত ১০৲

২০। ,, উপেন্দ্রনাথ বসু ২০৲

২১। ,, সতীশচন্দ্র মিত্র ১০৲

২২। ,, কিরণচন্দ্র দত্ত ১০৲

২৩। ,, সুরেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ ২৫৲

৬১১৲

২৪। শ্রীযুক্ত হরিপদ দত্ত ২০৲

২৫। ,, মহেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী বর্ম্মা ৩৲

২৬। ,, সচ্চিদানন্দ দত্ত ২৫৲

২৭। ,, সুরেন্দ্রলাল দাস বর্ম্মা ১০৲

২৮। ,, প্যারীমোহন ঘোষ বর্ম্মা ১৲

২৯। ,, বাণীকান্ত ঘোষ ১৲

৩০। ,, যোগেন্দ্রনাথ সরকার ২৲

৩১। ,, উপেন্দ্রনাথ বসু ৪৲

৩২। ,, হরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস বর্ম্মা ১৫৲

৩৩। ,, কালিদাস বিশ্বাস বর্ম্মা, অক্ষয়কুমার সরকার ১৫৲

৩৪। ,, দেবপ্রসন্ন ঘোষ ২৲

৩৫। ,, নগেন্দ্রনাথ রাহা ২৲

৩৬। ,, দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ রায়বর্ম্মা ১৲

৩৭। ,, ক্ষিতীশচন্দ্র রায় ২৲

৩৮। ,, উমাকান্ত মিত্র ২৲

৩৯। ,, অধ্যাপক সতীশচন্দ্র ঘোষ ৫৲

৪০। ,, অসিতারঞ্জন চন্দ্র ১৲

৪১। ,, আশুতোষ সরকার ২৲

৪২। ,, রসিকলাল দেববর্ম্মা ৩৲

৪৩। ,, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত ১০৲

৪৪। ,, ভূপেন্দ্রকুমার বসু ১৲

৪৫। ,, মানদাকান্ত রায় ১৲

৪৬। ,, বিজয়চন্দ্র সিংহ ৫৲

৪৭। ,, ভূপেন্দ্রনাথ বসু বর্ম্মা ৫৲

৪৮। ,, নন্দলাল রায় চৌধুরী ৪৲

৵ পূজা মণ্ডপে প্রণামী আদায় ২৭৵০

মোট—৭৮০৵০

বর্ত্তমান সেন্‌সাস্‌ ও কায়স্থ-সমাজ।

কিছুদিন পূর্ব্বে আমাদের কতিপয় সভ্য সংবাদ দিয়াছিলেন কোন কোন স্থানের গণনাকারী কায়স্থজাতির নামের শেষে 'বর্ম্মা' ও 'দেবী' উপাধি লিখিতে আপত্তি করিয়াছেন। তাঁহাদের পত্র কায়স্থ-সভার কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতিতে উপস্থিত করা হয়। কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির নির্দ্দেশ মত সভার সম্পাদক সেন্‌সাস কমিশনারের নিকট এই অন্যায় ব্যবহারের জন্য পত্র লিখিয়াছিলেন; তদনুসারে গভর্ণমেণ্ট হইতে যে পত্র আসিয়াছে তাহা কায়স্থসাধারণের অবগতির জন্য নিম্নে প্রকাশিত হইল।

NO. 1478 C

From

W. H. Thompson, Esq., I. C. S.,
Superintendent of Census Operations, Bengal,

To

The Secretary, Bangadeshiya Kayastha Sabha,
9, Visvakosh Lane, Calcutta.

Dated Calcutta, the 4th January 1921.

Sir,

.....

Instructions have been issued that the names of all persons should be recorded by the Enumerators in the Census Schedules exactly as they are given.

I have the honour to be,
Sir,
Your most obedient servant,
Sd|— W. H. Thompson
Superintendent.

কায়স্থসাধারণকে এই সঙ্গে আমরা অনুরোধ জানাইতেছি যে আগামী সেন্‌সাসে (লোক গণনায়) স্ব স্ব নাম লিখিবার সময় কেহই যেন 'দাস' 'দাসী' ব্যবহার না করেন সকলেই পুরুষের নামের শেষে বর্ম্মা এবং স্ত্রীলোকের নামের শেষে দেবী লিখিয়া কায়স্থ-সমাজের গৌরব রক্ষা করেন।

বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভা

কাঃ নিঃ সমিতির বিশেষ অধিবেশন

২৪শে আশ্বিন (১০ই অক্টোবর) রবিবার অপরাহ্ণ ৫॥ ঘটিকা

৩৪নং শ্যামপুকুর ষ্ট্রীট কুমার শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মিত্র বাহাদুরের ভবনে

উপস্থিত—

শ্রীযুক্ত কুমার মণীন্দ্রচন্দ্র সিংহ বাহাদুর (সভাপতি)
" মন্মথনাথ মিত্র বাহাদুর
" অমৃতলাল সিংহ বর্ম্মা
" সরলচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা অগ্নিহোত্রী
" গিরিশচন্দ্র বসু বিদ্যালঙ্কার
" নগেন্দ্রনাথ বসু বর্ম্মা প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব (সম্পাদক)

অপরাহ্ণ দুই ঘটিকা হইতে অবিরাম বৃষ্টির দরুণ অনেক সভ্য উপস্থিত হইতে না পারিয়া দুঃখ জানাইয়াছেন।

১। গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল।

২। নূতন সভ্য নির্ব্বাচন।

সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু বর্ম্মা মহাশয় নিম্নোক্ত কায়স্থমহোদয়গণকে কায়স্থ সভার সভ্য মনোনয়ন করার প্রস্তাব উত্থাপন করেন :—

(ক) নিমতিতার জমিদার শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনারায়ণ রায় চৌধুরী বর্ম্মা এবং প্রচারক শ্রীযুক্ত মাখনলাল ধর বর্ম্মার পত্রানুসারে।

শ্রীযুক্ত রাধিকালাল চৌধুরী, জগতাই, পোঃ নিমতিতা মুর্শিদাবাদ (বাঃ)
" প্রফুল্লনাথ চৌধুরী ঐ ঐ
" কৃষ্ণনাথ মজুমদার নিমতিতা ঐ ঐ
" যতীন্দ্রমোহন চৌধুরী বর্ম্মা বি এ ঐ ঐ

(খ) দিনাজপুরের শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ রায় বর্ম্মা মহাশয়ের পত্রানুসারে শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ বর্ম্মা কান্তনগর কাছারী, পোঃ মহারাজগঞ্জ, দিনাজপুর (উঃ
" গণেন্দ্রনাথ সিংহ রায় বর্ম্মা ঐ ঐ

(গ) রায়কালীর জমিদার ৺আনন্দলাল চৌধুরী দেব বর্ম্মা মহাশয়ের স্থলে

তাঁহার পুত্র শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় সভ্য হইতে সম্মতি জানাইয়া যে পত্র লিখিয়াছেন তদনুসারে।

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী দেব বর্ম্মা জমিদার, বায়কালী, বগুড়া (বাঃ)

(ঘ) প্রচারক শ্রীযুক্ত মাখনলাল ধর বর্ম্মার পত্রানুসারে।

শ্রীযুক্ত নন্দলাল রায় বর্ম্মা (মাথুর) যোধপুর হাঃ মোঃ সাগরদীঘি, আমুলুকচাঁদ রতনচাঁদের গদি। মুর্শিদাবাদ

" ডাঃ হরিদাস সিংহ বর্ম্মা পাঁচতোপা হাং পোপারা, পোঃ সাগরদীঘি, মুর্শিদাবাদ (উঃ)

" প্রবোধকৃষ্ণ ঘোষ (গোবরহাটী) পোপারা "

" মোহিনীমোহন সিংহ বর্ম্মা (সা, জেমোরঘুনাথপুর) হাং বালুচর, পোঃ জিয়াগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ (উঃ)

" ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ দাস বর্ম্মা হাং বালুচর, পোঃ জিয়াগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ (উঃ)

" অশ্বিনীকুমার দত্ত ঐ (উঃ)

" ডাঃ অশ্বিনীকুমার মিত্র হাজরা সাং বোখারা, পোঃ ধনপতগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ (উঃ)

" আনন্দগোপাল ঘোষ সাং কৈয়র, হাং গোরাবাজার, বহরমপুর (উঃ)

" শরৎচন্দ্র ঘোষ সাং কৈয়র, পোঃ ধনপতগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ (উঃ)

ডাক্তার শ্রীযুক্ত ভাগবতচন্দ্র সিংহ এঃ সার্জ্জন দাতব্য চিকিৎসালয়, (সাং খৈরাটি) হাং আমিনগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ (উঃ)

" শ্রীযুক্ত রমাপতি ঘোষ (সাং খৈরাটি), পোঃ ধনপতগঞ্জ মুর্শিদাবাদ (উঃ)

" ফণিভূষণ দাস তাঁতীবিরল, পোঃ বাড়ালা, মুর্শিদাবাদ (উঃ)

" রামতারণ সিংহ তাঁতীবিরল, পোঃ বাড়ালা, মুর্শিদাবাদ (উঃ)

" ভূপেন্দ্রনারায়ণ ঘোষ চৌধুরী ঐ (উঃ)

" রোহিণীনন্দন সিংহ গ্রাম জোতকমল, পোঃ জঙ্গিপুর, মুর্শিদাবাদ (উঃ)

" ডাঃ নটবর দাস ঐ (উঃ)

" আশুতোষ মজুমদার ঘোড়শালা, বাড়ালা, মুর্শিদাবাদ (উঃ)

" বনমালী মিত্র ঐ (উঃ)

" ফণিভূষণ ঘোষ ঐ (উঃ)

" নরেন্দ্রনারায়ণ ঘোষ চৌধুরী ঐ (উঃ)

" বিধুভূষণ মিত্র ঐ (উঃ)

" পূর্ণচন্দ্র দাস ঐ (উঃ)

" অবিনাশচন্দ্র সরকার ঐ (উঃ)

" রামকিঙ্কর দাস ঐ (উঃ)

" জ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ বর্ম্মা চৌধুরী জমিদার নিমতিতা, মুর্শিদাবাদ (বাঃ)

" বসন্তকুমার বর্ম্মা মজুমদার নিমতিতা, মুর্শিদাবাদ (বাঃ)

" শ্রীগোবিন্দ রায়বর্ম্মা ঐ (বাঃ)

" রাধারমণ সিংহ সাং কান্দি ঐ (উঃ)

" অম্বিকাচরণ সেন, সব্‌রেজিষ্টার জমিদার হাং সাং নিমতিতা, মুর্শিদাবাদ (বঃ)

" বীরেশ্বর ঘোষ দস্তিদার (সাং ওলপুর) নিমতিতা, মুর্শিদাবাদ (বঃ)

" হরেন্দ্রনারায়ণ রায় জগতাই ঐ (বাঃ)

" অতুলচন্দ্র নিয়োগী ঐ (বাঃ)

" চন্দ্রনাথ সরকার পোষ্টমাষ্টার (জগতাই) গোদাগাড়ি, রাজসাহী (বাঃ)

" রাধারমণ সরকার জগতাই, নিমতিতা, মুর্শিদাবাদ (বাঃ)

" জ্যোতিশচন্দ্র দত্ত বর্ম্মা জমিদার গ্রাম রূপীয়াট, পোঃ মৌরাট, জেলা ফরিদপুর (বাঃ)

" ধীরেন্দ্রনাথ বসু রায় জমিদার কাঞ্চনতলা, মুর্শিদাবাদ (বঃ)

" হেমন্তকুমার বসু রায় বি, এল উকিল কাঞ্চনতলা, মুর্শিদাবাদ (বঃ)

" সতীশচন্দ্র বসু রায় উকিল কাঞ্চনতলা, জঙ্গিপুর, মুর্শিদাবাদ (বঃ)

" হরিদাস ঘোষ বর্ম্মা বি এল উকিল (কাঞ্চনতলা) রোড, সরাই, মুঙ্গের (বঃ)

" গঙ্গাচরণ গুহ খাসনবিস, মুর্শিদাবাদ (বঃ)

" হীরেন্দ্রনাথ বসু রায় জমিদার কাঞ্চনতলা, মুর্শিদাবাদ (বঃ)

" সুধীরেন্দ্রনাথ বসু রায় কাঞ্চনতলা, মুর্শিদাবাদ (বঃ)

" হেমন্তকুমার ঘোষ ঐ (বঃ)

" খগেন্দ্রভূষণ ঘোষ (মোচনা) কাঞ্চনতলা, মুর্শিদাবাদ (বঃ)

" প্রমথনাথ গুহ রায় কাঞ্চনতলা, মুর্শিদাবাদ (বঃ)

(ঙ) প্রচারক শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র মজুমদার বর্ম্মার পত্রানুসারে।

শ্রীযুক্ত রেবতীশঙ্কর রায় বি, এস ম্যানেজার আঠারবাড়ী, ময়মনসিংহ (বঃ)

" রজনীমোহন রায় ঐ (বঃ)

„ সোনাকান্ত বসু সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট পোঃ হোসেনপুর, ময়মনসিংহ (বং)
„ মহেন্দ্রচন্দ্র গুহ ঐ (বং)
„ জগচ্চন্দ্র রায় ঐ (বং)
„ রামমোহন রায় নায়েব পোঃ নান্দাইল, ময়মনসিংহ (বং)
„ সুরেন্দ্রমোহন চৌধুরী নায়েব চুনিনগর কাছারী, পোঃ মাইজহাটী, ময়মনসিং (বং)
„ শ্রীনাথ ঘোষ পোঃ পূর্ব্বধলা, ময়মনসিংহ (বং)
„ অভয়চন্দ্র ঘোষ ম্যানেজার আঠারবাড়ী (বং)
„ বিরাজমোহন ঘোষ ঐ (বং)
„ বিহারীলাল বল ঐ (বং)
„ শ্রীশচন্দ্র রায় ঐ (বং)
„ রমণীরঞ্জন চৌধুরী ঐ (বং)
„ তরণীমোহন নিয়োগী কিশোরগঞ্জ, ময়মনসিংহ (বং)
„ উপেন্দ্রচন্দ্র চৌধুরী পোঃ আরুয়া, ময়মনসিংহ (বং)
„ অশ্বিনীকুমার রায় আঠারবাড়ী, ময়মনসিংহ (বং)
„ কেদারনাথ রায় ঐ (বং)
„ মহেন্দ্রচন্দ্র রায় পোঃ বারপাড়া, ময়মনসিংহ (বং)

(চ) শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বসু বর্ম্মা মহাশয়ের প্রস্তাবে
শ্রীযুক্ত নবনেপাল ঘোষ বর্ম্মা ৩৪নং শ্যামপুকুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা
শ্রীযুক্ত সরলচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা মহাশয়ের সমর্থনে সর্ব্বসম্মতিক্রমে ইঁহারা সভ্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

৩। (ক) সভাপতি শ্রীযুক্ত কুমার মণীন্দ্রচন্দ্র সিংহ বাহাদুরের প্রতিশ্রু চিত্রগুপ্ত ভাণ্ডারের দান ৫০০৲ শত টাকা সম্পাদক মহাশয়ের নিকট পাঠাইয়া দেওয়ায় তাঁহাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হইল।

(খ) নিমতিতার স্বজাতিবৎসল জমিদার শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী বর্ম্মা মহাশয় প্রচারক মাখন বাবুকে সভার দেয় ২৫৲ টাকার উপর মাসিক পাঁচ টাকা এক বৎসরের জন্য সাহায্য করার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া পত্র লেখায় তাঁহাকে সভার পক্ষ হইতে ধন্যবাদ দেওয়া হইল এবং তদনুরূপ পত্র লেখা স্থির হইল।

(গ) লক্ষ্ণৌ সদর সভার সম্পাদকের পত্র পঠিত হইল। স্থির হইল যে

সমগ্র ভারতীয় কায়স্থ মহাসভার নিয়মাবলীর সংশোধন জন্য যে খসড়া প্রস্তুত হইয়াছে, তাহা আসিয়া পৌঁছিলে তৎসম্বন্ধে সমীচীন মন্তব্য পাঠান হইবে এবং তদ্বিষয়ক কমিটীতে বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভার পক্ষ হইতে সভ্য মনোনয়ন করিয়া নাম ঠিকানা জানান হইবে।

(ঘ) চিত্রগুপ্ত-ভাণ্ডার সম্বন্ধে শাখা-সমিতির গত ৫ই অক্টোবর তারিখের অধিবেশনের মন্তব্য শ্রীযুক্ত রায় যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ বাহাদুর যাহা লিখিয়া পাঠাইয়াছেন, তাহা পঠিত হইল এবং তৎসম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা করিয়া কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করা স্থির হইল।

(ঙ) পোপাড়া হইতে শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন ঘোষ বর্ম্মা এবং পয়দা হইতে শ্রীযুক্ত বৃন্দাবনচন্দ্র রায় চৌধুরী বর্ম্মা ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক শরৎ বাবুর কার্য্যে দুঃখিত হইয়া যে পত্র লিখিয়াছেন, তাহা পঠিত হইল এবং তাঁহাদের পত্র কায়স্থ পত্রিকায় প্রকাশ করা স্থির হইল।

(চ) জোতকমল মিত্রভূম হইতে শ্রীযুক্ত রসরাজ দত্ত প্রমুখ কায়স্থ মহোদয়গণ সভাপতি মহাশয়কে উপবীত গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিয়া যে পত্র লিখিয়াছেন তাহা সভাপতি মহাশয় পাঠ করিলেন, তিনি তাহার যথাযোগ্য উত্তর দান করিবেন স্থির হইল।

৪। সারদাচরণ আর্য্য-বিদ্যালয় সম্বন্ধে সভাপতি মহাশয় বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মহাশয়কে শিক্ষকদিগের পক্ষ হইতে হেড মাষ্টার ব্যতীত একজন সভ্য নির্ব্বাচন করিয়া নাম জানাইবার জন্য যে পত্র লিখিয়াছিলেন এবং প্রধান শিক্ষক মহাশয় তাহার যে উত্তর দিয়াছেন তাহা পঠিত হইল, প্রধান শিক্ষক মহাশয়ের উক্ত পত্র অসঙ্গত ও রীতি-বিরুদ্ধ বলিয়া প্রতীয়মান হওয়ায় স্থির হইল যে সভাপতি মহাশয় তাঁহাকে ঐ পত্রের সমীচীন উত্তর প্রদান করিয়া তিন দিন মধ্যে সভার আদেশ অনুযায়ী কার্য্য করিতে লিখিবেন। তৎপর সভাপতি মহাশয়ের প্রস্তাবে নিম্নোক্ত ব্যক্তিগণকে লইয়া নূতন নিয়মানুযায়ী স্কুল কমিটী গঠিত হইল।

(১) শ্রীযুক্ত কুমার মন্মথনাথ মিত্র বাহাদুর
(২) „ রায় বিনোদবিহারী বসু বি, এ
(৩) „ প্রিন্সিপাল যদুনাথ সরকার এম, এ
(৪) „ গিরিশচন্দ্র বসু বর্ম্মা বিদ্যালঙ্কার
(৫) „ অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক বি, এল

(৬) „ প্রেমানন্দ সিংহ এম এ, বি এল (৭) „ নরেন্দ্রনাথ সিংহ
(৮) Head master
(৯) Head Pandit (শিক্ষকগণ কর্ত্তৃক প্রতিনিধি নির্ব্বাচন সাপেক্ষে)
(১০) হোষ্টেলের ডাক্তার (১১) বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভার সভাপতি।

বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভার সভাপতি নিয়মানুসারে বিদ্যালয় কমিটীর সভাপতি থাকিবেন এবং শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বসু বিদ্যালঙ্কার সম্পাদক হইবেন স্থির হইল।

আর শ্রীযুক্ত শরৎকুমার মিত্র বর্ম্মা মহাশয় কায়স্থ সভার সভ্যপদ ত্যাগ করায় এবং সভার স্বার্থের বিরুদ্ধে কার্য্য করায় তিনি নিয়মাবলী অনুসারে বিদ্যালয় কমিটীর সম্পাদক বা সভ্য থাকিতে পারেন না, এবং অদ্যকার নির্দ্ধারণ মতে পুরাতন স্কুল-কমিটী রহিত হইয়া নূতন কমিটী গঠিত হইয়াছে এবং গিরিশ বাবু সম্পাদক মনোনীত হইয়াছেন, ইহা জানাইয়া এবং সত্বর চার্জ্জ বুঝাইয়া দেওয়ার জন্য শরৎ বাবুকে পত্র লিখিবার ভার সভার সম্পাদকের উপর অর্পিত হইল। পরলোকগত সারদা বাবুর পুত্রগণ মধ্যে অন্য কেহ কায়স্থ সভার সভ্য না থাকায় আপততঃ তাঁহার কোন উত্তরাধিকারীকে স্কুল কমিটীর সভ্য করিতে পারা গেল না। সম্পাদক মহাশয় সারদা বাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্র বসন্ত বাবুকে ইহা জানাইবেন স্থির হইল।

৫। কুমার শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মিত্র বাহাদুর প্রস্তাব করেন যে সম্পাদক মহাশয়ের বর্ত্তমান শারীরিক অসুস্থাবস্থায় সভার সহযোগী সম্পাদকগণ বা সভ্যগণ মধ্যে কেহ সভার কার্য ভারগ্রহণে স্বীকৃত না হওয়ায় গিরিশ বাবুকে সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত করিয়া সভার কার্য্য পরিচালন করিবার জন্য বাটীভাড়া হিসাবে তাঁহাকে মাসিক ৫০৲ টাকা দেওয়া হউক এবং ২৫৲ টাকা বেতনে সভার গৃহে নিযুক্ত করার ব্যবস্থা করা হউক।

কুমার বাহাদুর এই প্রস্তাবের সমর্থনে বলেন যে এইরূপ ব্যবস্থা হইলেও পূর্ব্বে সভার পরিচালন জন্য বেতন বাড়ীভাড়া ইত্যাদিতে যে ব্যয় হইত তদপেক্ষা প্রায় ২৫৲ টাকা ব্যয় কম হইতেছে।

প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল এবং স্থির হইল যে এই ব্যবস্থা আগামী বাৎসরিক অধিবেশন পর্য্যন্ত কার্য্যকরী থাকিবে।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া রাত্রি ৭ ঘটিকার সময় সভা ভঙ্গ হইল।

(স্বাক্ষর) শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু
সম্পাদক

(স্বাক্ষর) শ্রীমণীন্দ্রচন্দ্র সিংহ
সভাপতি

বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভা

ঊনবিংশ বার্ষিক কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির ৫ম অধিবেশন।

১৫ই কার্ত্তিক শুক্রবার অপরাহ্ন ৫টা

শ্রীযুক্ত কুমার মন্মথনাথ মিত্র বাহাদুরের ৩৪নং শ্যামপুকুর ষ্ট্রীটস্থিত ভবনে।

উপস্থিত :—

১। শ্রীযুক্ত কুমার মণীন্দ্রচন্দ্র সিংহ বাহাদুর (সভাপতি)
২। „ কুমার মন্মথনাথ মিত্র বাহাদুর
৩। „ „ শরদিন্দুনারায়ণ রায় বর্ম্মা
৪। „ „ অসীমকৃষ্ণ দেব বর্ম্মা
৫। „ গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন
৬। „ অমৃতকৃষ্ণ সিংহ
৭। „ নিবারণচন্দ্র দত্ত
৮। „ থ সিংহ
৯। „ মৃণাল কান্তি ঘোষ বর্ম্মা
১০। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ঘোষ, এম, এ
১১। শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ রায়
১২। „ সুরেন্দ্র নারায়ণ ঘোষ বর্ম্মা
১৩। „ সুরেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ
১৪। „ কিরণচন্দ্র দত্ত
১৫। „ সরলচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা অগ্নিহোত্রী
১৬। „ নগেন্দ্রনাথ বসু বর্ম্মা প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব (সম্পাদক)
১৭। „ গিরিশচন্দ্র বসু বর্ম্মা বিদ্যালঙ্কার (সহঃ সম্পাদক)

আলোচ্য বিষয়

১ম প্রস্তাব। বার্ষিক চিত্রগুপ্ত-পূজা সম্বন্ধে কর্ত্তব্য-নির্ণয় :—

সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হইল যে ভ্রাতৃদ্বিতীয়া দিনে শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্ত-পূজা ও মহোৎসব সভাপতি মহাশয়ের ভবনে হইবে। তজ্জন্য নিম্নোক্ত ব্যক্তিগণকে লইয়া শাখা-সমিতি গঠিত হইল :—

১। সভাপতি

২। শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র দত্ত

৩। " সরলচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা অগ্নিহোত্রী

৪। সম্পাদক

উক্ত পূজা ও উৎসবের ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য উপস্থিত ব্যক্তিগণ যে অর্থ দান করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন তাহা নিম্নে লিপিবদ্ধ করা হইল :—

১।	শ্রীযুক্ত	কুমার মন্মথনাথ মিত্র বাহাদুর	৫০৲
৩।	,,	" শরদিন্দুনারায়ণ রায় বর্ম্মা	২৫৲
৪।	,,	নিবারণ চন্দ্র দত্ত	২৫৲
৪।	"	জিতেন্দ্র নাথ রায়	২৫৲
৬।	"	সুরেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ	২৫৲
৭।	,,	নরেন্দ্রনাথ সিংহ	১০৲
৮।	,,	সরলচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা	৫৲
৯।	,,	গণপতি সরকার	২৫৲
১০।	,,	মৃণালকান্তি ঘোষ	১০৲
১১।	,,	সতীশচন্দ্র ঘোষ এম, এ	৫৲
১২।	"	কিরচণন্দ্র দত্ত	১০৲
১৩।	"	কুমার অসীমকৃষ্ণ দেব বাহাদুর	১০৲
১৪।	,,	সুরেন্দ্রনারণ ঘোষ	৫৲
১৫।	,,	অমৃতলাল সিংহ	৫৲
১৬।	,,	নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব	২৫৲
১৭।	,,	কেদারনাথ দেববর্ম্মা	১১৲
			২৭১৲

স্থির হইল সভ্য সাধারণের নিকট শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্ত-পূজা করিবার জন্য অনুরোধ পত্র প্রেরিত হউক এবং যাঁহারা উপবীত গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিবেন তাঁহারা ঐ দিন উপস্থিত হইয়া-যথাশাস্ত্র প্রায়শ্চিত্তান্তে উপবীত গ্রহণ করিতে পারিবেন ইহা বিজ্ঞাপিত হউক।

২য় প্রস্তাব। সারদাচরণ আর্য্য-বিদ্যালয় সম্বন্ধে কর্ত্তব্য অবধারণ। স্বর্গীয় সারদাচরণ মিত্র মহাশয় বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভাকে দান পত্র দ্বারা "আর্য্য-

বিদ্যালয়" দান করিয়া গিয়াছেন; স্থির হইল মূল দান পত্র সভায় না থাকায় রেজেষ্ট্রী আফিস হইতে অবিলম্বে তাহার নকল লইতে হইবে।

বিবিধ। (ক) গত বার্ষিক অধিবেশনের নির্দ্ধারণ মতে ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক শ্রীযুক্ত শরৎকুমার মিত্র মহাশয় "দেবরাণী ও মহেন্দ্রনাথ গুহ" ভাণ্ডারের ৫০০৲ টাকা এ পর্য্যন্ত না দেওয়ায় স্থির হইল সম্পাদক মহাশয় শরৎ বাবুকে উক্ত টাকা চাহিয়া পত্র লিখিবেন।

(খ) সারদাচরণ আর্য্য-বিদ্যালয় সম্বন্ধে কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি যে নিয়মাবলী গঠন করিয়াছেন এবং গত অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাব অনুসারে যে স্কুল-কমিটি গঠিত হইয়াছে তাহা মঞ্জুর করিবার জন্য অতি সত্বর একটী বিশেষ সাধারণ সভা আহ্বান করা কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি স্থির করিতেছেন এবং সেই সভায় "দেবরাণী ও মহেন্দ্রনাথ গুহ" ভাণ্ডার সম্বন্ধেও কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করা হইবে স্থির হইল। উক্ত বিশেষ অধিবেশনে যেরূপ প্রস্তাব উপস্থিত হইবে তাহার এইরূপ একটী খসড়া আহ্বান পত্রের সহিত সভ্য সধোরণের নিকট প্রেরিত হইবার মন্তব্য গৃহীত হইল :—

বিশেষ অধিবেশনে আলোচ্য প্রস্তাবের খসড়া।

(১) পরলোকগত সারদাচরণ মিত্র মহাশয় তৎপ্রতিষ্ঠিত "The Aryan Institution" (সারদাচরণ আর্য্য-বিদ্যালয়)এর সম্পূর্ণ স্বত্বাধিকার ও সম্যক্ পরিচালনভার রেজেষ্ট্রী কৃত দানপত্র দ্বারা বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভাকে অর্পণ করায় তাহা জাতীয় হিতার্থে বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির ইচ্ছানুসারে ও সম্যক্ কর্ত্তৃত্বাধীনে পরিচালিত হইবার আবশ্যকতা এই সভা নির্দ্দেশ করিতেছেন এবং তদুদ্দেশে কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি গত ১লা আশ্বিন তারিখের অধিবেশনে যে নিয়মাবলী গঠন করিয়াছেন এবং গত ২৪শে আশ্বিনের অধিবেশনে তজ্জন্য যে ম্যানেজিং কমিটী গঠন করিয়াছেন এই সভা তাহা সম্পূর্ণ অনুমোদন করিতেছেন এবং এই সভা কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতিকে উক্ত বিদ্যালয়ে বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার স্বত্ব স্বামিত্ব বজায় রাখিবার জন্য সর্ব্ব প্রকার বিহিত উপায় অবলম্বনের সম্যক্ ক্ষমতা অর্পণ করিতেছেন।

(২) গত বার্ষিক অধিবেশনে গৃহীত দ্বাদশ প্রস্তাবের নির্দ্দেশ মতে ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক শ্রীযুক্ত শরৎকুমার মিত্র বর্ম্মা হইতে "দেবরাণী ও মহেন্দ্রনাথ গুহ" ভাণ্ডারের ৫০০৲ টাকা মায় সুদ আদায় না হওয়ায় এই সভা কার্য্য-নির্ব্বাহক-

সমিতিকে সর্ব্ব প্রকার বিহিত উপায় অবলম্বনে ঐ টাকা আদায়ের ভার অর্পণ করিতেছেন।

(৩) এই সভা কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতিকে প্রথম ও দ্বিতীয় প্রস্তাবের নির্দ্দেশ অনুযায়ী কর্ত্তব্য সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ ব্যয় করার অধিকার প্রদান করিতেছেন।

(গ) অতঃপর নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ সভার সভ্যশ্রেণীভুক্ত হইলেন :—

শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ গুহ বর্ম্মা মজুমদার মহাশয়ের পত্রানুসারে প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত সরলচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা। সমর্থক—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু বর্ম্মা।

১। শ্রীযুক্ত কালীমোহন সরকার শুকুলহাট, উধুনিয়া পোঃ পাবনা।

শ্রীযুক্ত মাখনলাল ধর বর্ম্মা প্রচারক মহাশয়ের পত্রানুসারে প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত সরলচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা। সমর্থক—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু বর্ম্মা।

২। শ্রীযুক্ত কামিনীকুমার সরকার সেরেস্তাদার মুনসেফ কোর্ট, ভাঙ্গা (ফরিদপুর)

৩। „ হরিদাস সিংহ পোপারা, সাগরদীঘি পোঃ, মুর্শিদাবাদ

৪। „ প্রবোধকৃষ্ণ ঘোষ ঐ

৫। „ অশ্বিনীকুমার মিত্র হাজরা বোখারা ধনপতগঞ্জ পোঃ, মুর্শিদাবাদ

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ রায়বর্ম্মা দিনাজপুর সমর্থক—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু বর্ম্মা

১। শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র সিংহ বর্ম্মা চক প্রাণকৃষ্ণ রাজ কাছারী, মহারাজগঞ্জ পোঃ, দিনাজপুর

২। „ গোপালপ্রসাদ ঘোষ বটেশ্বর, বালেশ্বর

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার। সমর্থক—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু বর্ম্মা

১। শ্রীযুক্ত পঞ্চানন বসু ৪০।২ চাউলপটী রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা।

প্রচারক শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের পত্রানুসারে প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু বর্ম্মা। সমর্থক—শ্রীযুক্ত গণপতি বিদ্যারত্ন।

১। শ্রীযুক্ত মন্মথকুমার রায় মুনসেফ, নেত্রকোণা ময়মনসিংহ।

২। „ রাধানাথ দত্ত উকিল ঐ

৩। „ রমণীমোহন মজুমদার মোক্তার

৪। „ সুরেন্দ্রচন্দ্র দত্ত ডাক্তার ঐ

৫। „ বৈকুণ্ঠনাথ রায় নায়েব ঐ

৬। শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র চৌধুরী নেত্রকোণা, ময়মনসিংহ।

৭। „ উপেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ উকীল ঐ

৮। „ রাসবিহারী দত্ত মজুমদার ঐ

৯। „ রমণীরঞ্জন সরকার মোক্তার ঐ

১০। „ শচীন্দ্রচন্দ্র দত্ত মজুমদার „ ঐ

১১। „ অভয়াচরণ দত্ত ওভারসিয়ার ঐ

১২। „ নগেন্দ্রকুমার দে উকিল ঐ

১৩। „ প্রসন্নকুমার নন্দী মোক্তার ঐ

১৪। „ হরিশচন্দ্র দত্ত ঐ

১৫। „ সুরেশচন্দ্র সিংহ পোঃ বাঙ্গলা, ভায়া নেত্রকোণা, জেলা ময়মনসিংহ।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু বর্ম্মা সমর্থক—শ্রীযুক্ত সরলচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা

শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রকিশোর রায় পোঃ কিশোরগঞ্জ, ময়মনসিংহ।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ প্রদানান্তে রাত্রি ৭॥ ঘটিকার সময় সভা ভঙ্গ হয়।

স্বাক্ষর—শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু
সম্পাদক

স্বাক্ষর—শ্রীমন্মথনাথ মিত্র
সভাপতি

বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভা।

ঊনবিংশ বার্ষিক কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির বিশেষ অধিবেশন

২২শে কার্ত্তিক, সোমবার, ৫॥ ঘটিকা

৩৪ নং শ্যামপুকুর ষ্ট্রীটস্থিত শ্রীযুক্ত কুমার মন্মথনাথ মিত্র বাহাদুরের ভবনে।

উপস্থিত :—

শ্রীযুক্ত কুমার মণীন্দ্রচন্দ্র সিংহ বাহাদুর (সভাপতি)

শ্রীযুক্ত কুমার মন্মথনাথ মিত্র বাহাদুর
" অসীমকৃষ্ণ দেব বর্ম্মা
" অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক
" কিরণচন্দ্র দত্ত
" দয়ালচন্দ্র বসু
" রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী
" জ্ঞানেন্দ্রকুমার মল্লিক

শ্রীযুক্ত কেদারনাথ দেববর্ম্মা
" নিবারণচন্দ্র দত্ত
" রসিকলাল দেব বর্ম্মা
" নিবারণচন্দ্র চৌধুরী
" নগেন্দ্রনাথ বসু বর্ম্মা সম্পাদক
" গিরিশচন্দ্র বসু বর্ম্মা সহঃ সম্পাদক

১ম প্রস্তাব—বিশেষ কারণে সব কমিটী শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তউৎসব ও বিশেষ ... বেশনের যে নূতন স্থান (শ্যামপুকুর ষ্ট্রীটের মোড়ে কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটের ... নির্ব্বাচন করিয়াছেন এই সভা তাহা অনুমোদন করিতেছেন।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক সমর্থক—শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র ...

প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

২য় প্রস্তাব—সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র বাবু টাউন স্কুলের সেক্রেটারী ... সহিত আলাপ করিয়া আবশ্যক টেবিল, প্লাটফরম, বেঞ্চ প্রভৃতি সংগ্রহের ... করিবেন।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত কুমার মন্মথনাথ মিত্র বাহাদুর

সমর্থক— ,, কিরণচন্দ্র দত্ত

প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল। অতঃপর উৎসবের জন্য অর্থ ... ও ব্যয় সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ প্রদানান্তে ... ৭॥ ঘটিকার সময় সভা ভঙ্গ হয়।

(স্বাক্ষর) শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু
সম্পাদক

(স্বাক্ষর) শ্রীমন্মথনাথ মিত্র
সভাপতি

কায়স্থ-পত্রিকা

মাঘ, } নবমপর্য্যায় ১১শ খণ্ড, ১০ম সংখ্যা।

শাস্ত্র ও সমুদ্রযাত্রা।

আমাদের দেশে এইরূপ একটা সংস্কার চলিয়া আসিতেছে যে, ভারতবর্ষীয়েরা বিশেষতঃ হিন্দুরা সমুদ্র-যাত্রা করিত না। সমুদ্র-যাত্রা করিলে ধর্ম্মহানি হয়, এমন কি জাতিপাত হয়। এই সংস্কার আধুনিক নহে; অতি প্রাচীন কাল হইতে ইহার অস্তিত্ব দেখা যায়। আমরা বৃহন্নারদীয় পুরাণে এই লোকপ্রসিদ্ধির মূল-সূত্র দেখিতে পাই।

বৃহন্নারদীয় পুরাণে—

সমুদ্রযাত্রা স্বীকারঃ কমণ্ডলুবিধারণম্

* * * *

ইমান্ ধর্ম্মান্ কলিযুগে বর্জ্যানাহুর্ম্মনীষিণঃ।

[সমুদ্র-যাত্রা, কমণ্ডলুধারণ.....পণ্ডিতেরা কলিযুগে এই সকল ধর্ম্মের অনুষ্ঠান নিষেধ করিয়াছেন।]

এই নিষেধবাক্য হইতেই ঐ কথার উৎপত্তি হইয়াছে। ইহা হইতে জানা যাইতেছে যে, কলিকালপ্রবর্ত্তিত হইবার পর যখন বৃহন্নারদীয় পুরাণের প্রচার হয়, বা সৃষ্টি হয় তাহার পর হইতেই লোকমধ্যে সমুদ্রযাত্রা দূষনীয় বলিয়া প্রচার হইতে থাকে। কালক্রমে আবশ্যক অনুসারে স্মৃতির নিবন্ধকারগণ ঐ পৌরাণিক বাক্য তাহাদের স্মৃতি গ্রন্থের মধ্যে গ্রহণ করায়, সমুদ্র-যাত্রা নিতান্ত দোষের বলিয়া জনসাধারণের মনে স্থান পাইয়াছে। অতএব জানা যাইতেছে যে, আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্রে সমুদ্র-যাত্রা নিষিদ্ধ নহে। সুধু নিষেধ নাই বলিলে আর আজ কাল চলে না; এখন রীতিমত প্রমাণ ব্যতীত কেহই কোন কথা গ্রাহ্য করে না; তজ্জন্য ধর্ম্মশাস্ত্রের বচন উদ্ধৃত করা চাই। ধর্ম্মশাস্ত্র বলিতে বেদ ও স্মৃতি।

যে স্মৃতি বেদমতের বিরোধী সে স্মৃতি স্মৃতিই নয়। তাহার প্রমাণ হইতেছে যে,

"স্মৃতে র্বেদবিরোধে তু পরিত্যাগো যথা ভবেৎ।
তথৈব লৌকিকং বাক্যং স্মৃতিবাধে পরিত্যজেৎ॥"
(প্রয়োগ পারিজাতে)

(স্মৃতি ও বেদের বিরোধে যেমন স্মৃতি পরিত্যক্ত হয়, তেমন লৌকিক বাক্যের সহিত স্মৃতির বিরোধ হইলে লৌকিক বাক্য পরিত্যাজ্য।) সুতরাং বেদের বাক্য ব্যতীত অন্যবাক্য স্বীকার্য্য নহে। যেহেতু বেদের বিরোধী মতবাদ অন্য ধর্ম্মশাস্ত্রে বা লৌকিক বাক্যে থাকিতে পারে না; আর যদি কোনও বেদবিরোধী মত থাকে তাহাও গ্রাহ্য হইতে পারে না। এই জন্য সমুদ্র-যাত্রা সম্বন্ধে বেদ কি বলিতেছে, তাহা দেখান হইতেছে। ঋক্‌বেদের প্রথম মণ্ডল ১১৬ সূক্তের তৃতীয় মন্ত্র হইতেছে:—

তুগ্রো হ ভুজ্যুমশ্বিনোদমেঘে রয়িং ন কশ্চিন্মমৃবাঁ অবাহাঃ।
তমূহথুর্নৌভিরাত্মন্বতীভিরন্তরিক্ষপ্রুদ্ভিরপোদকাভিঃ॥

এই মন্ত্রের সায়ণানুমোদিত অর্থ হইতেছে যে, যেমন ধনলোভী মনুষ্য মরণকালে ধন ত্যাগ করে। সেইরূপ পূর্ব্বে শত্রু পীড়িত হইয়া তুগ্র শত্রু জয়ের জন্য প্রিয় পুত্র ভুজ্যুকে জলযানে করিয়া সমুদ্র পাঠাইয়াছিলেন। হে অশ্বিনী-কুমার যুগল! তোমরা সমুদ্র মধ্যে নৌকা সহিত নিমগ্ন ভুজ্যুকে আপনাদের নৌকায় করিয়া তাহার পিতার নিকট আনিয়াছিলে। তোমাদের নৌকা জলে ভাসিয়া যায়, তাহাতে জল প্রবেশ করে না। সায়ণ ইহার যে বিশদ অর্থ অথবা উপাখ্যান দিয়াছেন তাহাও দর্শিত হইতেছে,—অশ্বিনী-কুমারদ্বয়ের প্রিয় তুগ্র নামে কোন এক রাজর্ষি ছিলেন। তিনি দ্বীপান্তরবর্ত্তী শত্রু কর্ত্তৃক অত্যন্ত উপদ্রুত (উপদ্রুত) হইয়া ঐ শত্রু জয়ের জন্য নিজের পুত্র ভুজ্যুকে সেনার সহিত নৌকায় পাঠাইয়াছিলেন। ঐ তরণি সমুদ্র মধ্যে অতিদূরে গমন করিয়া ঝটিকায় ভগ্ন হইয়াছিল। তখন ভুজ্যু সত্বর অশ্বিনী-কুমারদ্বয়ের স্তব করিয়াছিলেন। তাঁহারা স্তবে তুষ্ট হইয়া ভুজ্যুকে সৈন্যগণের সহিত নিজের নৌকায় করিয়া তিন দিবা রাত্রের মধ্যে তুগ্রের নিকট আনিয়াছিলেন।

এই মন্ত্র হইতে দ্বীপান্তর গমনাগমন, নৌযুদ্ধ, এমন কি জলযানে যুদ্ধোপযোগী রাজ্য বিস্তার প্রভৃতির অভাব পাওয়া যাইতেছে। সমুদ্রে ভ্রমণ সম্বন্ধে আরও প্রমাণ আছে। যেমন, ঋক্‌বেদের ৭ম মণ্ডলের ৮৮ সূক্তের তৃতীয় ও চতুর্থ মন্ত্র—

আ যদ্রুহাব বরুণশ্চ নাবং প্র যৎসমুদ্রমীরয়াব মধ্যম্।
অধি যদপাং স্নুভিশ্চরাব প্র প্রেংখ ঈংখয়াবহৈ শুভে কম্॥
বসিষ্ঠং হ বরুণো নাব্যাধাদৃষিং চকার স্বপা মহোভিঃ।
স্তোতারং বিপ্রঃ সুদিনত্বে অহ্নাং যান্নু দ্যাব স্ততনন্নুষাসঃ॥

বরুণ প্রসন্ন হইলে আমি (বশিষ্ঠ) ও বরুণ উভয়ে কাষ্ঠময়ী নৌকায় আরোহণ করিয়াছিলাম। ঐ নৌকা সমুদ্র মধ্যে সুন্দর রূপে চালনা করিয়াছিলাম। অর্ণবোপরি গতিশীল জলযানে ছিলাম। তখন নিম্নোন্নত তরঙ্গে ইতস্ততঃ গমনশীল শোভার্থ নৌকারূপ দোলায় সুখে ক্রীড়া করিয়াছিলাম।

মেধাবী বরুণ গমনশীল দিবারাত্রিকে সূর্য্য কিরণ দ্বারা বর্দ্ধিত করিয়া ছিলেন অর্থাৎ যখন দিনরাত্র সমান ছিল, ঐরূপ দিনের মধ্যে যে দিন সুন্দর সেই দিনে তিনি স্তোতা বশিষ্ঠকে আপনার নৌকায় আরোহণ করাইয়াছিলেন এবং ঐ ঋষিকে রক্ষা করতঃ তাঁহার দ্বারায় সুন্দর কার্য্য করাইয়াছিলেন।

এই মন্ত্র দুইটি হইতে সমুদ্রে বিহারার্থ পরিভ্রমণের কথাও জানা যাইতেছে। ইহা ব্যতীত বাণিজ্যার্থ সমুদ্রে গমনের কথাও বেদে রহিয়াছে, ইহা ঋক্‌বেদের ১ম মণ্ডলের ৫৬ সূক্তের ২য় মন্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়:—"তং গূর্ত্তয়ো নেমন্নিষঃ পরীণসঃ সমুদ্রং ন সঞ্চরণে সনিষ্যবঃ।" অর্থাৎ অর্থ আহরণের জন্য বণিকেরা যেমন সমুদ্রের চারিদিকে ব্যপ্ত হয় অর্থাৎ চারিদিকে ব্যবসা করিতে যায় তদ্রূপ অভিমত ধনপ্রাপ্তির নিমিত্ত নীতহবিষ্ক স্তোতৃগণ অর্থাৎ যজমানগণ ইন্দ্রের স্তব করে। সমুদ্র-গমন সম্বন্ধে এই কয়টি প্রমাণ ঋগ্বেদ হইতে দেওয়া গেল। স্মৃতি হইতে এইরূপ প্রমাণ দেওয়া শক্ত নহে। স্মৃতি শাস্ত্রের মধ্যে সর্ব্ব প্রধান স্থান মনুসংহিতার। সেই সংহিতার অষ্টম অধ্যায়ের ১৫৭ শ্লোকে দেখিতে পাওয়া যায়,

"সমুদ্রযানকুশলা দেশকালার্থ দর্শিনঃ" ইত্যাদি। স্মৃতি বলিতেই স্মৃতি-সংহিতা বুঝাইয়া থাকে। কিন্তু আজ কাল সংগ্রহকারগণের সংগৃহীত গ্রন্থকেই স্মৃতি বলিয়া গণ্য করা হয়। এইরূপ হওয়ায় নানা গোলমাল জটিলতা উপস্থিত হইয়াছে। কোন সংহিতাতেই সমুদ্র-যাত্রা নিষেধ করে নাই। কিন্তু নিবন্ধকারগণ অর্থাৎ সংগ্রহকারগণ স্মৃতি-সংহিতা ছাড়িয়া নিজেদের বা তাৎকালিক সমাজের আবশ্যক বোধে পুরাণ বা উপপুরাণের মত গ্রহণ করিয়া নিজের বা সমাজের অভীষ্ট সিদ্ধি করিবার জন্য বেদ ও ঋষিগণের মতের বিপরীত মত স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। উপস্থিত কয়েক পুরুষ ধরিয়া এ মত স্বীকার করিয়া আসায় সেই ভ্রান্ত মতকেই সত্যমত বলিয়া ধারণা জন্মিয়াছে। এখন ঐ মত ত্যাগ করা বা

যে স্মৃতি বেদমতের বিরোধী সে স্মৃতি স্মৃতিই নয়। তাহার প্রমাণ হইতেছে যে,

"স্মৃতে র্বেদবিরোধে তু পরিত্যাগো যথা ভবেৎ।
তথৈব লৌকিকং বাক্যং স্মৃতিবাধে পরিত্যজেৎ॥"
(প্রয়োগ পারিজাতে)

(স্মৃতি ও বেদের বিরোধে যেমন স্মৃতি পরিত্যক্ত হয়, তেমন লৌকিক বাক্যের সহিত স্মৃতির বিরোধ হইলে লৌকিক বাক্য পরিত্যজ্য।) সুতরাং বেদের বাক্য ব্যতীত অন্যবাক্য স্বীকার্য্য নহে। যেহেতু বেদের বিরোধী মতবাদ অন্য ধর্ম্মশাস্ত্রে বা লৌকিক বাক্যে থাকিতে পারে না; আর যদি কোনও বেদবিরোধী মত থাকে তাহাও গ্রাহ্য হইতে পারে না। এই জন্য সমুদ্র-যাত্রা সম্বন্ধে বেদ কি বলিতেছে, তাহা দেখান হইতেছে। ঋক্‌বেদের প্রথম মণ্ডল ১১৬ সূক্তের তৃতীয় মন্ত্রটি হইতেছে :—

তুগ্রো হ ভুজ্যুমশ্বিনোদমেঘে রয়িং ন কশ্চিন্মমৃবাঁ অবাহাঃ।
তমূহথুর্নৌভিরাত্মন্বতীভিরন্তরিক্ষপ্রুদ্ভিরপোদকাভিঃ॥

এই মন্ত্রের সায়ণানুমোদিত অর্থ হইতেছে যে, যেমন ধনলোভী মনুষ্য মরণকালে ধন ত্যাগ করে। সেইরূপ পূর্ব্বে শত্রু পীড়িত হইয়া তুগ্র শত্রু জয়ের জন্য প্রিয় পুত্র ভুজ্যুকে জলযানে করিয়া সমুদ্র পাঠাইয়াছিলেন। হে অশ্বিনী-কুমার যুগল! তোমরা সমুদ্র মধ্যে নৌকা সহিত নিমগ্ন ভুজ্যুকে আপনাদের নৌকায় করিয়া তাহার পিতার নিকট আনিয়াছিলে। তোমাদের নৌকা জলে ভাসিয়া যায়, তাহাতে জল প্রবেশ করে না। সায়ণ ইহার যে বিশদ অর্থ অথবা উপাখ্যান দিয়াছেন তাহাও দর্শিত হইতেছে,—অশ্বিনী-কুমারদ্বয়ের প্রিয় তুগ্র নামে কোন এক রাজর্ষি ছিলেন। তিনি দ্বীপান্তরবর্ত্তী শত্রু কর্ত্তৃক অত্যন্ত উপদ্রুত (উপদ্রবগ্রস্ত) হইয়া ঐ শত্রু জয়ের জন্য নিজের পুত্র ভুজ্যুকে সেনার সহিত নৌযোগে পাঠাইয়াছিলেন। ঐ তরণি সমুদ্র মধ্যে অতিদূরে গমন করিয়া ঝটিকায় ভগ্ন হইয়াছিল। তখন ভুজ্যু সত্বর অশ্বিনী-কুমারদ্বয়ের স্তব করিয়াছিলেন। তাঁহারা স্তবে তুষ্ট হইয়া ভুজ্যুকে সৈন্যগণের সহিত নিজের নৌকায় করিয়া তিন দিবারাত্রের মধ্যে তুগ্রের নিকট আনিয়াছিলেন।

এই মন্ত্র হইতে দ্বীপান্তর গমনাগমন, নৌযুদ্ধ, এমন কি জলযানে দূরদেশে রাজ্য বিস্তার প্রভৃতির আভাষ পাওয়া যাইতেছে। সমুদ্রে ভ্রমণ সম্বন্ধে আরও প্রমাণ আছে। যেমন, ঋক্‌বেদের ৭ম মণ্ডলের ৮৮ সূক্তের তৃতীয় ও চতুর্থ মন্ত্র:—

আ যদ্রুহাব বরুণশ্চ নাবং প্র যৎসমুদ্রমীরয়াব মধ্যম্।
অধি যদপাং স্নুভিশ্চরাব প্র প্রেংখ ঈংখয়াবহৈ শুভে কম্॥
বসিষ্ঠং হ বরুণো নাব্যাধাদৃষিং চকার স্বপা মহোভিঃ।
স্তোতারং বিপ্রঃ সুদিনত্বে অহ্নাং যান্নু দ্যাব স্ততনন্নুষাসঃ॥

বরুণ প্রসন্ন হইলে আমি (বশিষ্ঠ) ও বরুণ উভয়ে কাষ্ঠময়ী নৌকায় আরোহণ করিয়াছিলাম। ঐ নৌকা সমুদ্র মধ্যে সুন্দর রূপে চালনা করিয়াছিলাম। অর্ণবোপরি গতিশীল জলযানে ছিলাম। তখন নিম্নোন্নত তরঙ্গে ইতস্ততঃ গমনশীল শোভার্থ নৌকারূপ দোলায় সুখে ক্রীড়া করিয়াছিলাম।

মেধাবী বরুণ গমনশীল দিবারাত্রিকে সূর্য্য কিরণ দ্বারা বর্দ্ধিত করিয়া ছিলেন অর্থাৎ যখন দিনরাত্র সমান ছিল, ঐরূপ দিনের মধ্যে যে দিন সুন্দর সেই দিনে তিনি স্তোতা বশিষ্ঠকে আপনার নৌকায় আরোহণ করাইয়াছিলেন এবং ঐ ঋষিকে রক্ষা করতঃ তাঁহার দ্বারায় সুন্দর কার্য্য করাইয়াছিলেন।

এই মন্ত্র দুইটি হইতে সমুদ্রে বিহারার্থ পরিভ্রমণের কথাও জানা যাইতেছে। ইহা ব্যতীত বাণিজ্যার্থ সমুদ্রে গমনের কথাও বেদে রহিয়াছে, ইহা ঋক্‌বেদের ১ম মণ্ডলের ৫৬ সূক্তের ২য় মন্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায় :—"তং গূর্ত্তয়ো নেমন্নিষঃ পরীণসঃ সমুদ্রং ন সঞ্চরণে সনিষ্যবঃ।" অর্থাৎ অর্থ আহরণের জন্য বণিকেরা যেমন সমুদ্রের চারিদিকে ব্যাপ্ত হয় অর্থাৎ চারিদিকে ব্যবসা করিতে যায় তদ্রূপ অভিমত ধনপ্রাপ্তির নিমিত্ত নীতহবিষ্ক স্তোতৃগণ অর্থাৎ যজমানগণ ইন্দ্রের স্তব করে। সমুদ্র-গমন সম্বন্ধে এই কয়টি প্রমাণ ঋগ্বেদ হইতে দেওয়া গেল। স্মৃতি হইতে এইরূপ প্রমাণ দেওয়া শক্ত নহে। স্মৃতি শাস্ত্রের মধ্যে সর্ব্ব প্রধান স্থান মনুসংহিতার। সেই সংহিতার অষ্টম অধ্যায়ের ১৫৭ শ্লোকে দেখিতে পাওয়া যায়, "সমুদ্রযানকুশলা দেশকালার্থ দর্শিনঃ" ইত্যাদি। স্মৃতি বলিতেই স্মৃতি-সংহিতা বুঝাইয়া থাকে। কিন্তু আজ কাল সংগ্রহকারগণের সংগৃহীত গ্রন্থকেই স্মৃতি বলিয়া গণ্য করা হয়। এইরূপ হওয়ায় নানা গোলমাল জটীলতা উপস্থিত হইয়াছে। কোন সংহিতাতেই সমুদ্র-যাত্রা নিষেধ করে নাই। কিন্তু নিবন্ধকারগণ অর্থাৎ সংগ্রহকারগণ স্মৃতি-সংহিতা ছাড়িয়া নিজেদের বা তাৎকালিক সমাজের আবশ্যক বোধে পুরাণ বা উপপুরাণের মত গ্রহণ করিয়া নিজের বা সমাজের অভিষ্ট সিদ্ধি করিবার জন্য বেদ ও ঋষিগণের মতের বিপরীত মত স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। উপস্থিত কয়েক পুরুষ ধরিয়া এ মত স্বীকার করিয়া আসায় সেই ভ্রান্ত মতকেই সত্যমত বলিয়া ধারণা জন্মিয়াছে। এখন ঐ মত ত্যাগ করা বা

উহাকে ভ্রমাত্মক বলা নিতান্ত কষ্টকর হইয়া উঠিয়াছে। পুরাণের অর্থাৎ মহাপুরাণের একরূপ ভিত্তি আছে, কিন্তু উপপুরাণের ভিত্তি কাঁচা বনিয়াদের উপর। ঐগুলি পড়িলে এবং উহার বিষয়গুলিকে সমালোচনা করিলেই উহারা যে পাকা হাতের লেখা নয় এবং পুরাণগুলির ন্যায় প্রাচীন নয় তাহা উপলব্ধি হয়। সেই হেতু উপপুরাণের বাক্যের পর তাদৃশ আস্থা স্থাপন করা চলে না। আর যেখানে বেদ ও স্মৃতির বিরোধী মত উপপুরাণে আছে, সে মত যে পরিত্যাজ্য, তাহা আর অধিক করিয়া বলিতে হয় না। অতএব দেখা যাইতেছে যে সমুদ্রযাত্রা আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্রের অননুমোদিত নহে।

বাঙ্গালার নিবন্ধকার রঘুনন্দন তাঁহার স্মৃতিগ্রন্থে সমুদ্র-যাত্রা নিষেধ করায় বাঙ্গালায় সমুদ্রযাত্রা অর্থাৎ বিলাত বা আমেরিকা প্রভৃতি প্রদেশ গমন করা নিতান্ত ধর্ম্মহানীকর বলিয়া সকলের ধারণা হইয়া রহিয়াছে। বৃহন্নারদীয় পুরাণ ও আদিত্যপুরাণ হইতে বচন তুলিয়া রঘুনন্দন সমুদ্র-যাত্রা নিষেধ করিয়াছেন। রঘুনন্দন যেভাবে তাঁহার উদ্বাহতত্ত্বে ঐ নিষেধ বাক্য ধরিয়াছেন তাহাতে বোধ হয় বৃহন্নারদীয় পুরাণ ও আদিত্য পুরাণ উভয় পুরাণেই সমুদ্র-গমন বর্জ্জনীয় বলিয়াছে। কিন্তু ঐ দুই পুরাণ দেখিলে দেখা যায় যে একমাত্র বৃহন্নারদীয় পুরাণেই ঐ নিষেধবাক্য আছে; তাহা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি। আদিত্য পুরাণে অনেক বিষয় নিষেধ করিয়াছে কিন্তু সমুদ্র-যাত্রা নিষেধ করে নাই। এই আদিত্যপুরাণে নিষেধাত্মক বাক্যের প্রথম ও শেষ হইতেছে,

দীর্ঘকালং ব্রহ্মচর্য্যং ধারণঞ্চ কমণ্ডলোঃ।

... ...

এতানি লোক গুপ্ত্যর্থং কলেরাদৌ মহাত্মভিঃ।

নিবর্ত্তিতানি কর্ম্মাণি ব্যবস্থাপূর্ব্বকং বুধৈঃ॥

দীর্ঘকাল ব্রহ্মচর্য্য, কমণ্ডলু ধারণ……ইত্যাদি মহাত্মাপণ্ডিতেরা লোকরক্ষার নিমিত্ত অর্থাৎ সমাজরক্ষার জন্য কলিযুগের প্রারম্ভে ব্যবস্থা করিয়া এই সকল কার্য্য নিষেধ করিয়াছেন। এই আদিত্য পুরাণ হইতে দেখা যাইতেছে যে, কলির আদিতে যখন পণ্ডিতমণ্ডলী একত্র সমবেত হইয়া তাঁহাদের সভায় নানা কার্য্য নিষেধ করিলেন, তখন কিন্তু সমুদ্র-গমন দোষের ছিল না; যদি দোষের হইত তাহা হইলে তাঁহারা ঐ সময় ঐ সভায় উহা নিষেধ বলিয়া বিধিবদ্ধ করিতেন। যখন তাঁহারা সমুদ্র-যাত্রা শাস্ত্রবিরুদ্ধ বলিয়া যান নাই। তখন তাঁহাদের সময়ে একথা লইয়া তাঁহাদের সমাজে কোন গোলযোগ ছিল না, এই জন্যই

আমরা প্রাচীন ভারতে কি জলপথে কি স্থলপথে হিন্দুদের বাণিজ্যার্থে নানাস্থানে গমনাগমনের কথা দেখিতে পাই। এমন কি আমরা প্লিনির হ্যাচারেল হিষ্ট্রী হইতে জানিতে পারি যে দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বে ভারতবাসীর একখানি বাণিজ্য-পোত ইউরোপের উত্তর-পশ্চিম সমুদ্রে জলমগ্ন হইয়াছিল। এই সকল প্রমাণ হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, এই সমুদ্র-যাত্রা অল্প দিন হইতে নিষিদ্ধ বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে।

যদিও বৃহন্নারদীয় পুরাণ সমুদ্রযাত্রা নিষেধ বলিয়াছে, তথাপি ঐ পুরাণ যে আদিত্য পুরাণ অপেক্ষা আধুনিক তাহাও প্রমাণ হইতেছে। যদি বৃহন্নারদীয় পুরাণ আদিত্য পুরাণ অপেক্ষা প্রাচীণ হইত তাহা হইলে আদিত্য পুরাণেও সমুদ্র গমন যে দূষনীয় একথা নিশ্চত থাকিত। এই সকল হইতে বিশেষরূপে প্রমাণীকৃত হইতেছে যে কোন কালেই হিন্দুদিগের সমুদ্র গমনে কোনরূপ বাধা ছিল না; সমুদ্রযাত্রা কখনই শাস্ত্রনিষিদ্ধ হয় নাই।

যখন সমুদ্র-যাত্রা শাস্ত্রবিরুদ্ধ নহে, তখন সমুদ্রপথে বিলাত আমেরিকা প্রভৃতি প্রদেশে শিক্ষাকল্পে বা স্বদেশের উন্নতির জন্য অথবা ব্যবসার নিমিত্ত যাওয়া কোন রূপেই দোষের হইতে পারে না। আর যে দেশের শিক্ষা ছিল,

দেশাটনং পণ্ডিত মিত্রতা চ, বারাঙ্গনা রাজসভা প্রবেশঃ।

অনেকশাস্ত্রাণি বিলোকিতানি, চতুর্য্য মূলানি ভবন্তি পঞ্চঃ॥

অর্থাৎ দেশ ভ্রমণ, পণ্ডিতের সহিত বন্ধুত্ব, বেশ্যাচরিত্র জ্ঞান, রাজসভা প্রবেশ এবং নানাবিধ শাস্ত্রে দৃষ্টি এই পাঁচটি কার্য্যে দক্ষ হইবার মূল ভিত্তি। যে দেশে বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশের জন্য দেশ ভ্রমণ বিশেষ আবশ্যক বোধ করিত, সে দেশে যে কিরূপে আমেরিকা, ইংলণ্ড, প্যারিস্ প্রভৃতি দেশ ভ্রমণ দোষাবহ বলিয়া প্রচারিত হইল ইহাই আশ্চর্য্য। যাহা হউক ভূয়োদর্শনের জন্য বিদেশ ভ্রমণ নিতান্ত আবশ্যক। তবে যাহারা দেশবিদেশে ভ্রমণ করিবেন তাহারা এইটুকু মনে রাখিবেন যে, দেশ ভ্রমণ যেরূপ আবশ্যক, জাতীয় ধর্ম্মরক্ষা করাও সেরূপ আবশ্যক; একের খাতিরে অপরটি বিসর্জ্জন দেওয়া নিতান্ত অন্যায়। সুতরাং যাহারা অহিন্দু-দেশে গমন করিবেন, তাহারা সাধ্যানুসারে আপনার পৈতৃক ধর্ম্ম রক্ষা করিতে সতত যত্নবান থাকিবেন; আর স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া বিদেশীয়গণের দৃষ্টান্তানুসারে বিজাতীয় ভাবে আপনাকে ভাবিবেন না কিংবা স্বদেশবাসীকে ঘৃণার চক্ষে দেখিবেন না। তাহাকে সর্ব্বদা স্মরণে রাখিতে হইবে যে, তিনি দেশভ্রমণে গিয়াছিলেন, আপনার জ্ঞানপ্রসার করিবার জন্য, আর ঐনানা দিগ্ দেশ ভ্রমণ-

জনিত জ্ঞানরাশি দ্বারা স্বদেশের স্বজাতির কল্যাণ সাধনেই তাহার একমাত্র কর্ত্তব্য কার্য্য। জাতকমাত্রকেরই স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে তিনি তিনটি প্রধান কর্ত্তব্য লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছেন—একটি কর্ত্তব্য স্বজাতির প্রতি, দ্বিতীয় কর্ত্তব্য স্বদেশের প্রতি, তৃতীয় কর্ত্তব্য জগতের প্রতি। এই তিনটি মুখ্য কার্য্য মনুষ্য মাত্রেরই পালন করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে হইবে। যিনি না করেন, তিনি কর্ত্তব্য ভ্রষ্ট। এই কর্ত্তব্যের অনুরোধে সমুদ্র-যাত্রা আবশ্যক। সুতরাং কি শাস্ত্র, কি দেশকাল, কি সদ্‌যুক্তি কোনটিই সমুদ্রযাত্রা নিষেধ করিতে পারে না।

শ্রীগণপতি সরকার বিদ্যারত্ন।

বুদ্ধি-বল

বা

কায়স্থ-প্রতিভা

(ঐতিহাসিক উপন্যাস)

—০—

প্রথম অধ্যায়।

বেলা প্রায় দ্বিতীয় প্রহর। মাথার উপর রৌদ্র ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে। রাখাল-গুলি, গরু বাছুর ছাড়িয়া দিয়া রোদের জ্বালায় বটতলায় বসিয়া জটলা করিতেছে। এমন সময়ে জগন্নাথ অধিকারী নামক এক ব্যক্তি, যশোহর জেলার মনোথালীর রাস্তা দিয়া হন্ হন্ করিয়া চলিয়াছেন। বয়স প্রায় ৭৫ বৎসর হইবে। এক-হারা চেহারা। পৃষ্ঠে একটি প্রকাণ্ড ব্যাগ। তাহা লাঠিতে বাধাইয়া, এই মধ্যাহ্নে রৌদ্রে উত্তরাভিমুখে চলিয়াছেন। বাম হস্তে একজোড়া চটিজুতা। লোকটি প্রাচীন হইলেও বেশ শক্ত ও সামর্থ্যবিশিষ্ট বলিয়া মনে হয়। সময়ে সময়ে গলদ্‌ঘর্ম্ম হইয়া এক একবার অস্ফুটস্বরে বলিয়া উঠিতেছেন "নারায়ণ" "নারায়ণ"।

লোকটি শিষ্য-ব্যবসায়ী। বহুদিন শিষ্য-বাড়ীতে ঘুরিয়া ঘুরিয়া, প্রায় চারি মাস পরে আজ বাড়ীর দিকে ফিরিয়াছেন। ব্যাগটি নানা দ্রব্যে পরিপূর্ণ, গুরু ভারাক্রান্ত। শিষ্য-ব্যবসায়ী শুনিয়া, পাঠক-পাঠিকাগণ কেহ মনে না করেন যে ইনি ব্রাহ্মণ। ইনি কায়স্থ-কুল-সম্ভূত। ইহাদের প্রকৃত উপাধি ঘোষ। সম্ভ্রান্ত কুলীন। ইহার পিতামহ সুপ্রসিদ্ধ রামজয় বিদ্যারত্ন ঘোষ বর্ম্মা সুদূর

আসাম প্রদেশ হইতে, বৈবাহিক সূত্রে এদেশে আসিয়া বসতি স্থাপন করেন। বেগবতী মধুমতী নদীর তীরবর্ত্তী চন্দনপুর গ্রামে তিনি শ্বশুরের সম্পত্তি পাইয়া তথাকার বাসিন্দা হইয়া পড়েন। ইঁহারা বংশানুক্রমিক উপবীতী কায়স্থ এবং বর্ম্মা উপাধিধারী। ৺রামজয় বিদ্যারত্ন কায়স্থ হইলেও, অনেকে ব্রাহ্মণের মত তাঁহাকে মনে করিত। তাঁহার বিদ্যাবত্তা, ধর্ম্মজ্ঞান, কবিত্ব ও সঙ্গীতনৈপুণ্যে শীঘ্রই তিনি একজন বিশিষ্ট অধ্যাপক পণ্ডিতের ন্যায় সাধারণ্যে সমাদৃত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার চতুষ্পাঠিতে তৎকালীন অনেক ব্রাহ্মণ-সন্তানও কাব্য, অলঙ্কার ও দর্শন-শাস্ত্র অধ্যয়ণ করিয়া কৃতবিদ্য হইয়াছিলেন। পুণ্যতীর্থ বারাণসী ধামেও একদা তাঁহার যশঃসৌরভ বিস্তৃত হইয়াছিল। তাঁহার স্বরচিত ধর্ম্মগাথা কীর্ত্তন শুনিয়া, পাষণ্ডের হৃদয়েও ভক্তিরসের সঞ্চার হইত। এক দুই করিয়া ক্রমশঃ বহুলোকে তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করে। তাঁহার পুত্র শ্রীজয় ঘোষ মহাশয় পিতার ন্যায় সুপণ্ডিত না হইলেও, পিতার নাম ও প্রতিপত্তি বজায় রাখিবার মত বিদ্যাবুদ্ধি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। তাঁহাকে তাঁহার শিষ্যগণ "অধিকারী মহাশয়" বলিত। তদবধি ইঁহারা "অধিকারী" বলিয়াই পরিচিত। কেহ নাম জিজ্ঞাসা করিলে, বলিতেন;—"আমার নাম শ্রীজয় ঘোষ বর্ম্মা, উপাধি অধিকারী।"

আমাদের বর্ণিত জগন্নাথ অধিকারী মহাশয় তাঁহারি একমাত্র পুত্র। পৈতৃক শিষ্য সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইয়া কোনরূপে দিন কাটাইতেছেন। সে রামও নাই, সে অযোধ্যাও নাই। তাঁহাদের পূর্ব্ব প্রতিপত্তি বিলুপ্ত প্রায়। অতীত গৌরবের ক্ষীণ রশ্মি রেখা বহন করিয়া জগন্নাথ অধিকারী মহাশয় অতি দরিদ্র ভাবেই নন্দনপুরের ভদ্রাসনে সন্ধ্যা-দীপ জ্বালাইতেছেন। সন্তান-সন্ততির মধ্যে তাঁর একটি মাত্র কন্যা বাসন্তী। বহুদিন পর্য্যন্ত অপত্যলাভে বঞ্চিত থাকিয়া শেষ বয়সে এই পরমাসুন্দরী কন্যাটি লাভ করিয়াছেন এবং প্রাণাধিক প্রিয়তর জ্ঞানে বাসন্তীর লালন-পালন ও শিক্ষা-বিধান করিতেছেন। অনেকে অনেকবার জগন্নাথকে দ্বিতীয় দারপরিগ্রহে অনুরোধ করিয়াছিল। কিন্তু জগন্নাথ "সবই নারায়ণের ইচ্ছা" বলিয়া দুই একটী দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়াই তাহাদের কথা উড়াইয়া দিয়াছেন।

যখনকার কথা হইতেছে, তখন এদেশে ইংরাজ রাজত্বের সূত্রপাত হইয়াছে মাত্র। দেশে তখনও যথারীতি শান্তি সংস্থাপন হয় নাই। পাড়াগাঁয়ে তখন অনেকটা অরাজক অবস্থা। ঠিক যেন "জোর যার মুল্লুক তার।"

যাহা হউক, এখন প্রকৃত বিষয়ের অবতারণা করা যাউক্। অধিকারী মহাশয় আসিতে আসিতে মনোখালীর উত্তরাংশে "দেলখোলা" নামক স্থানে নির্জ্জন রাস্তার পার্শ্বে ১৩।১৪ বৎসর বয়স্ক একটি বালককে রোদনপরায়ণ দেখিতে পাইলেন। বালকটি যেন বিশেষ মনোবেদনায় থাকিয়া থাকিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতেছে। দেখিয়াই সরলপ্রাণ অধিকারী মহাশয়ের দয়া হইল। তিনি আস্তে আস্তে গুরুভার ব্যাগটিকে নামাইয়া, বালকের নিকটস্থ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন।—"কিহে বাছা! তুমি এরূপ ভাবে কাঁদিতেছ কেন?"

বালক উত্তর করিল,—"মহাশয়, আমি অতি হতভাগ্য। এ সংসারে আমার কেহই নাই। আশ্রয়হীন হইয়া এখন পথে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি।" শুনিবামাত্র অধিকারী মহাশয় আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাছা! তোমার নাম কি?"

"আমার নাম কালাচাঁদ মিত্র—কায়স্থ।" অধিকারী মহাশয় দেখিলেন, ছেলেটিকে বেশ বুদ্ধিমান বলিয়া বোধ হইতেছে। ইহাকে সঙ্গে লইলে ক্ষতি কি! প্রকাশ্যে বলিলেন, "তার জন্য চিন্তা কি? তুমি আমার সঙ্গে চল। আমার পুত্র সন্তান নাই। আমি তোমাকে পুত্রবৎ পালন করব।"

কালাচাঁদ বাক্যব্যয় না করিয়া তৎক্ষণাৎ বৃদ্ধের অনুবর্ত্তী হইল। চলিতে চলিতে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই বৃদ্ধের নাম ধাম, সংসারিক অবস্থা, বৃত্তি ব্যবসায় প্রভৃতি সকল খবর জানিয়া লইল। কিছুদূর গিয়াই কালাচাঁদ বলিল "অধিকারী মহাশয় আপনার বড়ই কষ্ট হইতেছে, ব্যাগটি আমাকে দিন।" ইতিমধ্যেই কালাচাঁদ, অধিকারী মহাশয়ের স্নেহ-দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। তিনি দুই একবার "উঁহু, না—না, তাও কি হয়, তুমি ছেলে মানুষ, পারবে কেন!" ইত্যাদি বলিতে বলিতে কালাচাঁদকেই ব্যাগটি লইতে দিলেন।

ক্রমে গঙ্গারামপুরের খেয়া-ঘাট উত্তীর্ণ হইয়া নহাটা নামক স্থানে উপস্থিত হইলেন। প্রখর রৌদ্রতাপে উভয়েই ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। অধিকারী মহাশয় বলিলেন, "কালাচাঁদ, এইখানে আদিনাথ দত্ত চৌধুরী নামক আমার একজন শিষ্য আছে। চলো, সেইখানে মাধ্যাহ্নিক স্নানাহার সম্পন্ন করে, ওবেলা আবার চল্‌তে আরম্ভ করবো। আমাদের বাড়ীত এখনও প্রায় ২ ক্রোশ দূরে।" আদিনাথ দত্তের নাম শুনিয়াই কালাচাঁদ প্রথমে তথায় যাইতে নানা আপত্তি করিল। পরে উপায়ান্তর না দেখিয়া অগত্যা স্বীকৃত হইল। পরে স্পষ্টই বলিল,—অধিকারী মশাই, আদিনাথ দত্ত চৌধুরী আমাদের আত্মীয়।

তা' চলুন, ক্ষতি কি?" উভয়ে চৌধুরী মহাশয়ের বাটীতে উপস্থিত হইলেন। অধিকারী মহাশয়কে বহির্ব্বাটীতে বসাইয়া কালাচাঁদ অগ্রেই বাড়ীর ভিতর গিয়া সকলের সঙ্গে দেখা করিয়া সংগোপনে কি যেন পরামর্শ করিল। পরে চৌধুরী মহাশয়ের সহিত একত্রে অধিকারী মহাশয়ের সমুচিত আদর অভ্যর্থনায় যোগদান করিল। স্নানাহার সম্পন্ন হইলে বিশ্রামকালে, চৌধুরী মহাশয় কালাচাঁদকে সঙ্গে লইয়া, অধিকারী মহাশয়ের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং বলিলেন,—এই কালাচাঁদ আমাদের নিকট-সম্পর্কীয় আত্মীয়ের সন্তান। মিত্রবংশীয় সম্ভ্রান্ত কুলীনের ছেলে। ছেলেটি অত্যন্ত সুচতুর ও বুদ্ধিমান। সম্প্রতি দৈবদুর্ব্বিপাকে আশ্রয়হীন। আপনার সঙ্গে যাওয়াই উহার ইচ্ছা। আশা করি, ইহাকে আপনি ও মা ঠাকুরুণ নিজের সন্তানের ন্যায় স্নেহের চক্ষে দেখ্‌বেন।"

অধিকারী মহাশয় বেশ সন্তোষের সহিত বলিলেন। "তা কি আর বলতে হবে। ছেলেটিকে দেখে, আমারও কেমন একটা মায়া জন্মে গেছে।"

অনন্তর বিশ্রামের পরই কালাচাঁদকে সঙ্গে লইয়া অধিকারী মহাশয় আবার চলিতে আরম্ভ করিলেন।

আমরা এই অবসরে শ্রীমান কালাচাঁদের সংক্ষিপ্ত পরিচয়, পাঠকবর্গের নিকট উপস্থিত করিতেছি। যশোহর নড়াইলের অন্তর্গত সিঙ্গিয়া নামক স্থানে প্রাচীন কালে একটি রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত ছিল। বর্ত্তমানে সাধারণে উহাকে "পাতাল-ভেদী রাজার বাড়ী" বলে। মুসলমান রাজত্বের শেষভাগে তথায় বীরসিংহ রায় নামে একজন কায়স্থ ভূপতি রাজত্ব করিতেন। উপরি ভাগের ন্যায় ভূগর্ভেও তিনি অবিকল আর একটি রাজপুরী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। অদ্যাপি উক্তস্থানে ভগ্নাবশিষ্ট দেবমন্দির, দীর্ঘিকা এবং বিশাল গড়খাই বেষ্টিত রাজপুরীর শেষ নিদর্শন বিদ্যমান রহিয়া পথিকগণের চিত্ত অপূর্ব্ব রহস্য জালে বিজড়িত করিতেছে। মহারাজ বীরসিংহ নিজ নামানুসারে রাজধানীর নাম "বীরনগর" এবং পার্শ্ববর্ত্তী বাজারটীর নাম "সিংহের বাজার" রাখিয়াছিলেন। বর্ত্তমানে উহা "সিঙ্গার বাজার" নামে পরিচিত এবং সমগ্র বীরনগরই এখন "সিঙ্গিয়া" নামক একটি গণ্ডগ্রামে পরিণত হইয়াছে। বীরসিংহের দেহত্যাগের পর তদীয় পুত্র নরসিংহ রায় পিতৃসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়েন। এই নবীন রাজা নরসিংহ রায় ও প্রাচীন মন্ত্রী কমলাকান্ত মিত্র মহাশয়কে লইয়াই,

* ইহার বিস্তৃত বিবরণ, ঐতিহাসিক তথ্যসহ, গত ১৩২৫ সালের কার্ত্তিক মাসের কায়স্থ-পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে।

আমাদের আখ্যায়িকার সূত্রপাত। পূর্ব্ব বর্ণিত শ্রীমান্ কালাচাঁদ, এই মন্ত্রী কমলাকান্ত মিত্র মহাশয়েরই একমাত্র পুত্র।

নরসিংহ রায়কে সুশিক্ষিত ও রাজ্যভার গ্রহণের উপযুক্ত করিবার নিমিত্ত মহারাজ বীরসিংহের যত্ন ও চেষ্টার ত্রুটি হয় নাই। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সমস্তই ভস্মে ঘৃতাহুতি হইয়াছিল। ফলে নরসিংহ রায়ের কিয়ৎ পরিমাণে পল্লবগ্রাহী পাণ্ডিত্য জন্মিয়াছিল মাত্র। রাজ্যপরিচালনের উপযোগী বুদ্ধি শক্তির তাহার একান্ত অভাব ছিল। এরূপ অবস্থায় যাহা হইবার তাহাই হইল। "যৌবনং ধন সম্পত্তি প্রভুত্বমবিবেকিতা। একৈক মপ্যনর্থায় কিমু তত্র চতুষ্টয়ম্" অল্প দিনেই তাহার ধারণা হইয়া উঠিল, তাঁহার ন্যায় বিদ্বান ও সুপণ্ডিত এতদ্দেশে আর নাই। ক্রমশঃ তিনি নিজ বিদ্যা-মদে এতই অন্ধ হইয়া উঠিলেন এবং সময়োপযোগী চাটুকারগণের তোষামোদ-বাক্য এমনি কাণ্ডজ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িলেন যে, প্রাচীন অমাত্যবর্গ ও প্রজাকুল বিশেষ আতঙ্কিতভাবে কালহরণ করিতে লাগিলেন। কখন কাহার ভাগ্যে কি হয় তাহার ঠিকানা নাই।

এমন অবস্থায় রাজ-সভায় একদিন তর্ক উঠিল,—"বিদ্যা" বড়, কি "বুদ্ধি" বড়?

প্রাচীন এবং প্রবীণ কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত কমলাকান্ত মিত্র মহাশয়, তদুত্তরে (কুক্ষণে) বলিয়া উঠিলেন,—"বুদ্ধি" বড়। শুনিয়া নবীন মহারাজ নরসিংহ রায় বাস্তবিক নরসিংহ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া রাগে অগ্নিশর্ম্মা হইলেন এবং চাটুকারগণের সহযোগিতায় তিনি অচিরাৎ ঠিক করিয়া লইলেন যে, এই বাক্যে কমলাকান্ত তাঁহাকেই তীব্র ব্যঙ্গ ও অপমান করিয়াছেন। অতএব রাজার হঠকারিতাবশে, তৎক্ষণাৎ মন্ত্রী কমলাকান্তের সপরিবারে যাবজ্জীবন কারাবাসের কঠোর আদেশ প্রচারিত হইল। মন্ত্রী-পরিবার সম্প্রতিতে ভয় করিতে ছিলেন, তাহাই আসিয়া উপস্থিত হইল। শ্রীমান্ কালাচাঁদের বয়স তখন দশ বারো হইবে। বাড়ীতে যখন এই সংবাদ পৌছিল, তখন তাহার মাথায় যেন অকস্মাৎ বজ্রাঘাত হইল। বলা বাহুল্য, ইতিপূর্ব্বেও কয়েকজন কর্ম্মচারীর এইরূপ দণ্ড, এমন কি প্রাণদণ্ড পর্য্যন্ত হইয়া গিয়াছে। উপস্থিত ক্ষেত্রে বালক কালাচাঁদ শীঘ্রই স্বাভাবিক বুদ্ধিমত্তাবলে নিজ কর্ত্তব্য স্থির করিয়া লইল; এবং ভূলুণ্ঠিত হইয়া মাতৃ-চরণে প্রণত হইয়া নিবেদন করিল,—"মা তোমাদের অধম সন্তান কালাচাঁদ বোধ হয় চিরদিনের জন্য বিদায় লইল। যদি

কখনো ঈশ্বরানুগ্রহে, তোমাদিগকে কারাগার হইতে উদ্ধার করিতে পারি, তবেই আবার চরণ দর্শন করিব, নতুবা এই পর্য্যন্ত।" এই বলিয়া জননীর পদধূলি গ্রহণ পূর্ব্বক, অন্যের অলক্ষিতে কোন্ পথে মুহূর্ত্ত মধ্যে অদৃশ্য হইল। বহু অনুসন্ধানেও কেহ তাহাকে ধরিতে পারে নাই।

রাজাদেশ অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালিত হইল। দুই চারি দিন মধ্যে কমলাকান্ত মিত্রের যাবতীয় স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি সমস্ত রাজকোষভুক্ত হইল। তাঁহার এত সাধের বাটীখানির চিহ্ন পর্য্যন্ত ক্রমশঃ বিলুপ্ত হইল।

এই ঘটনার কিছুদিন পরে, পাঠক কালাচাঁদকে অধিকারী মহাশয়ের অনুচর রূপে দেখিতেছেন। তাঁহাদের উভয়ের গমন পথের বৃত্তান্ত বিবৃত করিয়া পাঠকবর্গের আর ধৈর্য্যচ্যুতি করিবার ইচ্ছা করে না। তবে সংক্ষেপে জানাইয়া রাখি, —পথে কালাচাঁদের কতকগুলি অদ্ভুত রকমের ব্যবহারে বৃদ্ধ অধিকারী মহাশয়ের অনেকটা বিরক্তি জন্মিয়াছিল। কিন্তু তিনি নিজগুণে তাহা মার্জ্জনা করিয়া, তাহাকে সঙ্গে লইয়া, সেইদিন সন্ধ্যাকালে মধুমতী তীরবর্ত্তী চন্দনপুর গ্রামে নিজ বাটীতে উপস্থিত হইলেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীগোপালচন্দ্র কবিকুসুম।

দিনাজপুরে বিরাট দানসাগর-শ্রাদ্ধ।

বিগত ২৪শে পৌষ শনিবার পরলোকগত মহারাজ-বাহাদুর স্যার গিরিজানাথ ঘোষ রায় বর্ম্মা কে-সি-আই-ই, মহোদয়ের সাম্বৎসরিক শ্রাদ্ধ সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। স্বর্গীয় মহারাজ গিরিজানাথ একজন স্বধর্ম্মানুরাগী, সুপ্রতিষ্ঠিত, বদান্য এবং সর্ব্বজনপ্রিয় স্বজাতিবৎসল ছিলেন; তাঁহার অকালমৃত্যুতে সমগ্র বঙ্গদেশ বিশেষতঃ ভারতীয় কায়স্থ-সমাজ শোকার্ণবে নিমজ্জিত হইয়াছে। তিনি বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার মেরুদণ্ডস্বরূপ ছিলেন, এবং ইহার উন্নতিকল্পে অকাতরে অর্থব্যয় ও অশেষ প্রকার চেষ্টা করিয়াছেন।

গত বৎসর ৫ই পৌষ রবিবার কলিকাতায় টালিগঞ্জ সাউথ রসা রোড ৫২নং

ভবনে তিনি দেহত্যাগ করেন। তদীয় পুত্র বর্ত্তমান মহারাজ শ্রীযুক্ত জগদীশনাথ ঘোষ রায় বর্ম্মা বাহাদুর যথাকালে গঙ্গাতীরে তাঁহার আদ্যশ্রাদ্ধ দ্বিজাচারে সম্পাদন করেন; এবং সপিণ্ডী-করণ উপলক্ষে গত ২৪শে পৌষ মহাসমারোহে সহিত বিরাট দানসাগর-শ্রাদ্ধ সুসম্পন্ন করিয়াছেন। এতদুপলক্ষে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের বহু বিদ্বান্ অধ্যাপক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। বহু সংখ্যক ব্রাহ্মণ, অধ্যাপক পণ্ডিত এবং স্বজাতি উপস্থিত ছিলেন; তন্মধ্যে কতিপয় পণ্ডিত মহোদয়ের নাম নিম্নে উদ্ধৃত হইল;—

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত জয়দেব মিশ্র, (কাশী)
পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত শ্যামাকান্ততর্কপঞ্চানন ঐ
মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ (নবদ্বীপ)
" " সীতারাম শিরোমণি ঐ
পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ স্মৃতিতীর্থ ঐ
" " অবিনাশচন্দ্র ন্যায়রত্ন ঐ
" যদুনাথ বিদ্যারত্ন ঐ
" রামগোপাল পুরাণকাব্যতীর্থ ঐ
" চণ্ডীচরণ স্মৃতিভূষণ কলিকাতা
" সতীশচন্দ্র স্মৃতিরত্ন ঐ
" যোগীন্দ্রনাথ স্মৃতিরত্ন ঐ
" কিশোরীমোহন স্মৃতিতীর্থ, শিবপুর, হাবড়া
" কালিদাস বিদ্যাবিনোদ, কোটালীপাড়া, ফরিদপুর
" রমানাথ স্মৃতিরত্ন, চাঁচরা-রাজপণ্ডিত, যশোহর
" প্রিয়নাথ তত্ত্বরত্ন (বর্দ্ধমান-রাজপণ্ডিত)

মহাশয়ের প্রতিনিধি তদীয় জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীযুক্ত গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য তত্ত্বরত্ন ইনি ভট্টপল্লীর সুবিখ্যাত মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহোদয়ের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা।

শ্রীযুক্ত যদুনন্দন কাব্যতীর্থ, জামনা, (বীরভূম)
" রজনীকান্ত জ্যোতিঃশাস্ত্রী, পাঁচথুপী, (মুর্শিদাবাদ)
" মৃত্যুঞ্জয় স্মৃতিতীর্থ, মুলাজোর, (২৪পরগণা)
" হরিপদ কাব্য স্মৃতিতীর্থ, ঐ
" শ্যামাপদ শিরোমণি, পাটুলী, (বর্দ্ধমান)

" গৌরগোপাল গোস্বামী ভক্তিসিদ্ধান্ত, (কাশী)
" গোবিন্দচন্দ্র বেদাধ্যায়ী ঐ
" সীতানাথ জ্যোতিষী ঐ
" প্রফুল্লকুমার কাব্যতীর্থ, কলিকাতা

দূর দেশস্থ যে সমস্ত পণ্ডিত শ্রাদ্ধ-সভায় উপস্থিত হইতে পারেন নাই,—এরূপ চারিশত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের বিদায় পাঠান হইয়াছে ও স্থানীয় শতাধিক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে যথোচিতভাবে বিদায় প্রদান করা হইয়াছে।

কায়স্থের বর্ণাশ্রমধর্ম্ম প্রচারক প্রসিদ্ধ বাগ্মী শ্রীযুক্ত সরলচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা অগ্নিহোত্রী, শ্রীযুক্ত মাখনলাল ধরবর্ম্মা এবং শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র মজুমদার দেববর্ম্মা মহাশয়গণও নিমন্ত্রিত হইয়া শ্রাদ্ধে যোগদান করিয়াছিলেন।

রাজপ্রাসাদের মধ্যবর্ত্তী সুবিশাল প্রাঙ্গণে বিচিত্র চন্দ্রাতপতলে দানসাগর-সভা হইয়াছিল। [প্রাঙ্গনের চতুর্দ্দিক সৌধমালয় পরিবেষ্টিত; পূর্ব্বদিকে সুরম্য চণ্ডী-মণ্ডপ, অন্য দিকে দেওয়ানখানা, দপ্তরখানা, প্রভৃতি জমিদারী সংক্রান্ত নানা বিভাগীয় সেরেস্তার কার্য্যালয় এবং কোষাগার ইত্যাদি। উত্তর দিকে কিয়দ্দূরে (অন্য চত্বরে) শ্রীশ্রীকালিয়াকান্তজীর এবং শ্রীশ্রীকালীকাচামুণ্ডার শ্রীমন্দির বিরাজিত।] সভাস্থলে সম্ভ্রান্ত বহু ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য এবং অন্যান্য জাতি উপস্থিত ছিলেন। শ্রাদ্ধচত্বর রাজোচিত বহুমূল্য ষোড়শ দানসামগ্রী দ্বারা সুসজ্জিত হইয়াছিল। ষোড়শ পর্য্যঙ্কে সুকোমল শয্যা, আস্তরণ, নেটের মশারি, লেপ, উপাদান শোভা পাইতেছিল। ষোলটী করিয়া রৌপ্য নির্ম্মিত বৃহৎ কলসী, প্রদীপদানী, গামলা, থালা, রেকাব ইত্যাদি এবং তদুপরি, ফল, মাল্য, গন্ধদ্রব্য ও মূল্যবান্ বস্ত্র, ছত্র, পাদুকা প্রভৃতি যথা নিয়মে স্তরে স্তরে সুসজ্জিত ছিল। রজত ষোড়শের মহার্ঘ বস্তু সকল দর্শকের মন নয়ন হরণ করিতেছিল। এতদ্ব্যতীত ১৬টী পয়স্বিনী গাভী এবং বৃহৎ বর্ষভোজ্য (দ্বাদশ মন হিসাবে চাউল, ময়দা এবং তদ্ উপযুক্ত অন্যান্য দ্রব্য) ও মূল্যবান বস্ত্র, শাল ইত্যাদি এক অংশ জুড়িয়া শোভা পাইতেছিল। রাজগুরু শ্রীমদ্বৈতাচার্য্যের বংশধর প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর গোস্বামী মহোদয় শ্রীধাম বৃন্দাবনস্থ কতিপয় পণ্ডিত এবং ভক্ত ব্রজবাসী সহ শ্রাদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন; গুরুদেবের জন্য রাজোচিত সুখাসন (মচলন্দ) নানাপ্রকার স্বর্ণাভরণ এবং রৌপ্য নির্ম্মিত তৈজসাদি ও গরদ, শাল প্রভৃতি বিবিধ রকমের বস্ত্রাদি এক অংশের শোভা বর্দ্ধন করিতেছিল। ফলতঃ পিতার যোগ্য পুত্র মহারাজ শ্রীযুক্ত জগদীশনাথ রায় বাহাদুরের বদান্যতায় এবং

কর্ম্মচারীগণের ও রাজপণ্ডিত মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে এই বিরাট দানসাগর ব্যাপার অতি সুচারুরূপে সম্পাদিত হইয়াছে।

সভাস্থলে উপস্থিত প্রত্যেক ব্রাহ্মণ মহোদয়কে যজ্ঞোপবীত সহ ধোলাই অর্দ্ধথান মলমলের বস্ত্র এবং পান শুপারী ও নানাবিধ মিষ্ট সামগ্রীপূর্ণ পাত্রদ্বারায় বরণ করা হয়। কায়স্থ-ধর্ম্মপ্রচারকগণকেও তৎসঙ্গে উপযুক্ত ক্ষত্রিয়ের বরণ প্রদান করা হয়।

সভারম্ভে বঙ্গের প্রধান নৈয়ায়িক মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ মহাশয়ের মধ্যস্থতায় ন্যায় শাস্ত্রের একটি জটীল প্রশ্নের বিচার আরম্ভ হয়; এই বিচারে কাশীধামের সুপ্রসিদ্ধ মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত জয়দেব মিশ্র মহোদয় পূর্ব্ব পক্ষ এবং নবদ্বীপের মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত সীতারাম ন্যায়াচার্য্য মহোদয় উত্তর পক্ষ সমর্থনে প্রবৃত্ত হন। এই বিচারের মীমাংসা সম্পর্কীয় আলোচনায় ক্রমে বাদ বিতণ্ডা উপস্থিত হইতে দেখিয়া সভাস্থ সকলে বিচলিত হইয়াছিলেন। তৎকালে "বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার" পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত সরল-চন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা অগ্নিহোত্রী মহাশয় সভাস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া ওজস্বিনী ভাষায় সময়োচিত একটি বক্তৃতা করেন তাহার সারমর্ম্ম এই,—

"সমাগত ব্রাহ্মণমণ্ডলী এবং স্বজাতি মহোদয়গণ! ন্যায়ের তর্ক চিরদিনই চলিয়া আসিতেছে,—চলিবে; কিন্তু এযাবৎ কোন সভাতেই অল্প সময় মধ্যে তাঁহার সুমীমাংসা হইতে দেখা যায় নাই। পক্ষান্তরে অধিকাংশ স্থলেই এই তর্ক-যুদ্ধ সুসিদ্ধান্তে উপনীত না হইয়া নিরর্থক বিবাদ বিসংবাদে পরিণত হইতে দেখা গিয়াছে। আপনাদের এই উত্তেজনাময় তর্ক বিতর্ক দেখিয়া সভায় অনেকের মনেই নানা প্রকার আশঙ্কার সঞ্চার হইয়াছে; অতএব আমাদের সানুনয় প্রার্থনা, অদ্য আপনারা এই বিষয়ে নিরস্ত হইয়া, আমাদের আকাঙ্ক্ষিত বিষয়ের সদুপদেশ দানে আমাদিগকে কৃতার্থ করুণ। অদ্য আমরা যাহার শ্রাদ্ধ সভায় সমাগত হইয়াছি, তিনি প্রকৃতপক্ষে একজন মানবরূপী দেবতা ছিলেন। তাঁহার ন্যায় ধর্ম্মপ্রাণ, দয়ালু, বিনয়ী, নিষ্ঠাবান্, অমায়িক, সর্ব্বজনসমাদৃত, স্বজাতিবৎসল প্রিয়দর্শন মহারাজ বর্ত্তমানে দুর্লভ। তাঁহার তীরোভাবে আমরা প্রকৃতই বান্ধবহারা হইয়াছি। কায়স্থ-সমাজের সর্ব্বোচ্চ চূড়া খসিয়া পড়িয়াছে। তিনি বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠার একজন প্রধান উদ্যোগী এবং পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁহার সদ্‌গুণাবলী ভাষায় বর্ণনাতীত। তাঁহার সম্বন্ধে অনেক কথা মনে পড়িতেছে; তাঁহার

সেই আদর্শ চরিত্র এবং কার্য্যাবলীই এখন আমাদের প্রধান স্মরণীয়, এবং আলোচ্য।

* * * * * *

সকলেই অবগত আছেন, স্বর্গীয় মহারাজ—বাহাদুর স্ববর্ণোচিত উপনয়ন গ্রহণ করিয়াছিলেন; বর্ত্তমান মহারাজ জগদীশনাথ রায় বর্ম্মাবাহাদুরও এক-জন উপবীতী-কায়স্থ। * * * * *

আজ আমরা এই শ্রাদ্ধ-সভায় ভারতের অলঙ্কার স্বরূপ সেই গৌতম, বশিষ্ঠ, কণাদ প্রভৃতির ন্যায় মহর্ষিকল্প আচার্য্যগণকে সমাগত দেখিয়া অত্যন্ত উৎসাহান্বিত হইয়াছি; এবং আপনাদিগের নিকট কায়স্থের বর্ণধর্ম্ম শুনিতে উপস্থিত অনেকের বাসনা হইয়াছে। দয়া করিয়া কায়স্থের বর্ণধর্ম্ম সম্বন্ধে উপদেশ করিলে আমরা কৃতার্থ হইব।

তৎশ্রবণে উপস্থিত পণ্ডিতমণ্ডলীর পক্ষ হইতে মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ মহাশয় দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন,—

"কায়স্থকে ক্ষত্রিয় বর্ণান্তর্গত জানিয়াই বহুপূর্ব্বে তদনুরূপ ব্যবস্থা দিয়াছি, এবং বহু ত্রয়োদশাহের শ্রাদ্ধে যোগদান করিয়াছি; অদ্যও আমরা এই ক্ষত্রো-চিত শ্রাদ্ধেই উপস্থিত হইয়াছি। আহ্বান করিলে গৃহীতোপবীত যে কোন কায়স্থের ক্ষত্রিয়াচারযুক্ত শ্রাদ্ধে অম্লানচিত্তে যোগদান করিতে প্রস্তুত আছি।

কায়স্থ ক্ষত্রিয়বর্ণ, তাহাতে এখন আর কাহারও সন্দেহ নাই। নানা প্রকার বিপ্লবাদিতে কাল প্রভাবে ইঁহারা স্ববর্ণোচিত সংস্কারচ্যুত হওয়ায় বহু পুরুষ যাবৎ ব্রাত্য হইয়াছিলেন। ব্রাত্যের প্রায়শ্চিত্তের এবং উপনয়ন সংস্কা-রের বিধান শাস্ত্রে আছে, তদনুযায়ী ভারতের বিভিন্ন স্থানের (যথা—কাশী, কাঞ্চি, দ্রাবীড়, কর্ণাট, মিথিলা, অযোধ্যা, মথুরাপুরী, এমন কি সুদূর কাশ্মীর, জম্ব, প্রভৃতি প্রদেশের এবং বঙ্গদেশের বিখ্যাত নবদ্বীপ, ভট্টপল্লী পূর্ব্বস্থলী, বিক্রমপুর, বাকলা; চন্দ্রদ্বীপ প্রভৃতি স্থানের) বিখ্যাত মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত-গণ বহুকাল যাবৎ ব্যবস্থা দিয়া আসিতেছেন; সেই ব্যবস্থানুযায়ী কায়স্থগণ যথাশাস্ত্র ব্রাত্য প্রায়শ্চিত্ত করণান্তর সাবিত্রী গ্রহণে সম্পূর্ণ অধিকারী। উপ-নয়ন গ্রহণ করিলে দ্বিজোচিত আচারে তাঁহাদের অধিকার জন্মিবে, এবং অশৌচাদি দ্বাদশাহ প্রতিপালন করিয়া ত্রয়োদশ দিবসে যথারীতি ক্ষত্রিয়াচারে শ্রাদ্ধ করিতে হইবে।

বহুপুরুষপরম্পরায় ব্রাত্যতা জনিত পাপের প্রায়শ্চিত্ত দ্বাদশ বার্ষিক ব্রত।"

এইস্থলে বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার প্রচারক শ্রীযুক্ত মাখনলাল ধর বর্ম্মা মহাশয় বলিলেন;—

"দ্বাদশ বর্ষ ব্রহ্মচর্য্যাদি ব্রত বর্ত্তমান সময়ে অসম্ভব; তদ্ধেতু অপারগের পক্ষে শাস্ত্রে আর কোন বিধান থাকিলে তাহা আপনারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক প্রকাশ করিয়া সকলের সন্দেহভঞ্জন করুণ, ইহাই প্রার্থনা।"

উক্তপণ্ডিত মহাশয় তদুত্তরে বর্ত্তমান সময়োপযোগী সহজসাধ্য নানাবিধ অনুকল্প প্রায়শ্চিত্তের বিধান বিবৃত করিলেন। উপস্থিত পণ্ডিতগণের অভিমত মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত সীতারাম ন্যায়াচার্য্য মহোদয় অনুমোদন করিলে সর্ব্ব-সম্মতিক্রমে রাজপণ্ডিত নবদ্বীপ নিবাসী-শ্রীযুক্ত শশিভূষণ স্মৃতিতীর্থ, স্মৃতিরত্ন মহাশয় তাহার মর্ম্ম সরল ভাষায় প্রকাশ করেন। তদন্তর উপস্থিত পণ্ডিত-মণ্ডলী দিনাজপুরাধিপতি শ্রীমন্মহারাজ জগদীশনাথ রায়বর্ম্মা মহোদয়কে **"কায়স্থ ক্ষত্রিয়কুলচূড়ামণি"** উপাধি প্রদান করেন,।

দান-সাগরের কার্য্যান্তে প্রাসাদের অন্য চত্বরে বৃষোৎসর্গাদি ক্রিয়া যথানিয়মে ক্ষত্রিয়াচারে সম্পাদিত হয়। শ্রীযুক্ত মহারাজ জগদীশনাথ অতি ধীরতার সহিত শাস্ত্রজ্ঞ অধ্যাপক পণ্ডিতগণের সহায়তায় ও পৌরহিত্যে যথাশাস্ত্র সমস্ত ক্রিয়া সুসম্পন্ন করেন।

শ্রাদ্ধের প্রায় ৭ দিবস পূর্ব্ব হইতে দীয়তাং ভুজ্যতাং ব্যাপার আরম্ভ হইয়া পরবর্ত্তী দ্বাদশ দিবস পর্য্যন্ত সমভাবে চলিতে থাকে। শ্রাদ্ধের দিবস অনুমান পঞ্চদশ সহস্র কাঙ্গালীকে ঘৃতপক্ক মালপোয়া, জিলাপী, বুন্দিয়া প্রভৃতি নানা প্রকার মিষ্টদ্রব্য এবং দধি ইত্যাদি দ্বারা পরিতোষ পূর্ব্বক ভোজন করাইয়া প্রত্যেককে পিত্তলের গ্লাস ও বাটীসহ শিশু বৃদ্ধ নির্ব্বিশেষে ৵০ আনা হইতে ।০ আনা করিয়া দেওয়া হয়। ২৫শে পৌষ হইতে ৬ই মাঘ পর্য্যন্ত ক্রমান্বয়ে স্বজাতি, ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, সুবর্ণবনিক, কর্ম্মকার, তিলি মাহিষ্য প্রভৃতি নানা জাতীয় হিন্দু এবং মুসলমানগণকে নানাবিধ উপাদেয় আহার্য্যের দ্বারা ভোজন করান হয়। ফলতঃ দিনাজপুরের সহর ও নিকটবর্ত্তী গ্রাম সমূহের কেহই এই বিরাট নৃযজ্ঞে বঞ্চিত হয় নাই।

উপস্থিত অধ্যাপক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মহোদয়গণের প্রত্যেককে নগদ বিদায়, পাথেয়, সিধা, পাকের ও পূজারজন্য পিত্তল এবং তাম্রের তৈজসাদি, গরদের-জোড় রৌপ্যের গামলা ইত্যাদিতে সর্ব্ব সমেত ২০০৲ শত হইতে ২৫০৲ টাকা পরিমাণ দেওয়া হইয়াছে। নিমন্ত্রিত সামাজিক স্বজাতিগণকে প্রচলিত প্রথানু-সারে নগদ বিদায় এবং বস্ত্রাদি ও পাথেয় প্রদান করা হইয়াছে।

এই বিরাট শ্রাদ্ধের আয়োজন যতটা সুশৃঙ্খলারূপে নির্ব্বাহ হইয়াছে, তাহা অনেকস্থলেই প্রায় দেখা যায় না। নবীন মহারাজ পিতৃশ্রাদ্ধে যে মহত্ত্ব এবং দানশীলতা ও ধর্ম্মভাবের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, তাহা দিনাজপুরের রাজবংশের উপযুক্ত হইয়াছে। মঙ্গলময় শ্রীশ্রীকালীয়াকান্তজীর অপার করুণাবলে তিনি দীর্ঘজীবী হইয়া দিনাজপুর-রাজবংশের এবং কায়স্থ-জাতির গৌরব রক্ষা করুন।

উপসংহারে একটি কথা আমরা প্রাণের আবেগে না বলিয়া পারিতেছি না। স্বর্গীয় মহারাজ বাহাদুর "বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভা"কে প্রাণের সহিত ভালবাসিতেন, এবং ইহার কর্ণধার ছিলেন। আমাদের আশা আছে মহারাজ শ্রীযুক্ত জগদীশনাথ রায় বর্ম্মা বাহাদুর এই দান-সাগর মহাযজ্ঞ উপলক্ষে তাঁহার পিতৃদেব স্বর্গীয় মহারাজের স্বহস্ত-পরিবর্দ্ধিত ও সুরক্ষিত এই সভার উন্নতি ও স্থায়িত্ব কল্পে একটি গৃহদান করিয়া স্বর্গগত মহারাজের পুণ্য-স্মৃতি রক্ষার ব্যবস্থা করিবেন।

ওঁ শান্তি, শান্তি হরি ওঁ ॥

কায়স্থজাতি ও ঋষিকুল আশ্রম।

হরিদ্বারের ঋষিকুল-আশ্রম কায়স্থ-বিদ্যার্থীকে আশ্রমে গ্রহণ করিতে অসম্মতি প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা এই অন্যায়ের তীব্র প্রতিবাদ করিয়া ঋষিকুল আশ্রমকে স্মরণ করাইতে চাহি যে, কায়স্থের কোন প্রকার আশ্রমে বা বেদপাঠে অধিকার নাই এ কথা কায়স্থবিদ্বেষী ব্যতীত অপরে বলিতে পারে না। হরিদ্বারের ঋষিকুল আশ্রম যে এত শীঘ্র একটি কায়স্থ-বিদ্বেষের আগার হইয়া উঠিতেছে ইহা নিতান্ত দুঃখের বিষয়। শুনিয়াছি কোন বাঙ্গালী-ব্রাহ্মণ সন্ন্যাসী* হইয়া ঋষিকুলে আশ্রয় লইয়াছেন, এবং তিনিই কায়স্থ বিদ্বেষের হলাহল ছড়াইয়াছেন।

যাঁহারা কায়স্থ-জাতিকে দ্বিজাতি স্বীকার করিতে ইতস্ততঃ করিয়া তাহা-

* যাহার কেহ দেয় নাই বা কোন প্রকার আকাঙ্ক্ষাও নাই তিনিই সন্ন্যাসী (গীতা)।

দিগকে একজাতি* মধ্যে সন্নিবেশ করিতে চাহেন, তাঁহারা তাঁহাদেরই পূর্ব্ব-পুরুষরচিত শাস্ত্রগ্রন্থগুলি খুলিয়া দেখুন যে, চতুর্থ বর্ণের যাজন দান গ্রহণ যজ্ঞাদি করিয়া নিজেরা শূদ্রত্ব ও হীনত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন কি না? মনু-বিষ্ণু-হারিত-যাজ্ঞবল্ক্য পরাশর প্রভৃতি সংহিতাকারেরা শূদ্রের যাজনাদি কার্য্যকারী ব্রহ্মার উপদ্রবস্বরূপ বিপ্র-সন্তানগণকে কতদূর হেয় ও অপদার্থ নির্দ্দেশ করিয়া কঠোর প্রায়শ্চিত্তের বিধান করিয়া গিয়াছেন। ব্রাহ্মণ, শূদ্রের দান-গ্রহণ করিলে, শূদ্রের অন্ন ভোজন করিলে, দক্ষিণা লইয়া শূদ্রের যজ্ঞ সম্পন্ন করিলে, সেই ব্রাহ্মণ মৃত্যুর পর, প্রথম দ্বাদশ-জন্ম গৃধ্র অর্থাৎ শকুনি, তারপর দশ জন্ম শূকর এবং তৎপর সাতবার কুকুর হইয়া জন্মগ্রহণ করিতে হয়, যথা—

মৃতসূতকোপুষ্টাঙ্গো দ্বিজঃ শূদ্রান্নভোজনে।
অহং ত্বাং ন বিজানামি কাং কাং যোনিং গমিষ্যতি॥
গৃধ্রো দ্বাদশ জন্মানি দশ জন্মানি শূকরঃ।
শ্বযোনৌ সপ্তজন্ম স্যাৎ ইত্যেবং মনুরব্রবীৎ॥

(ব্যাস ও পরাশর।)

কিন্তু ঐ ঐ কর্ম্মকারী ব্রাহ্মণগণ, যে ইহা অপেক্ষা আর কোন নীচ যোনি প্রাপ্ত হইবেন, তাহা চতুর্ব্বেদ বিভাগকর্ত্তা স্বয়ং কৃষ্ণদ্বৈপায়ন, তপোনিধি বাদরায়নও অবগত নহেন বলিয়াছেন।

এই হইল মৃত্যুর পরের কথা; কিন্তু শূদ্রযাজন করিলে জীবিতাবস্থাতেই ব্রাহ্মণের শূদ্রত্ব প্রাপ্তি ঘটে, আর শূদ্রই ব্রাহ্মণত্ব লাভ করে। যথা—

দক্ষিণার্থন্তু যো বিপ্রঃ শূদ্রস্য জুহুয়াৎ হবিঃ।
ব্রাহ্মণস্তু ভবেৎ শূদ্রঃ শূদ্রস্তু ব্রাহ্মণো ভবেৎ॥ (পরাশর)

যাহারা শূদ্রযাজন করেন, মহর্ষি পরাশর অভ্রান্ত ভাষায় তাহাদের কথার উত্তর দিতেছেন—তিনি বলিতেছেন—তাহারা শূদ্র হইলেও তাহাদের যাজন করিয়া এখন তোমরাই শূদ্র হইয়াছ, আর তাহারাই এখন ব্রাহ্মণ হইয়াছে। ইংরাজ শাসিত দেশে না হয় একটা ন্যায়শাস্ত্রের ফাঁকি করিবে, কিন্তু মহর্ষি পরাশরকে কি দিয়া বুঝাইবে? আর তোমাদের অন্তরাত্মাকেই বা কি দিয়া বুঝাইবে?

এখন বক্তব্য এই যে, বর্ত্তমান যুগে বেদাদি শাস্ত্রগ্রন্থ অধ্যয়নে কেবল বর্ত্তমান

* যাহাদের উপনয়নে অধিকার নাই—৩য় বর্ণ শূদ্র।

ব্রাহ্মণ* জাতিই অনধিকারী; কারণ শাস্ত্রের অনুশাসন মতে তাহারা বর্ণশ্রেষ্ঠত্ব হইতে বহুদিন বিচ্যুত হইয়া চতুর্থ শূদ্রবর্ণে পরিণত হইয়াছেন। ইহাই ধর্ম্ম শাস্ত্রের মত। এই জন্যই কি নবীন মনুগণ নূতন নূতন ব্যবস্থা জাহির করিতেছেন? কিন্তু তাহা ত হইবার নহে; মনু হইতে হইলে ক্ষত্রিয়বর্ণে জন্ম লইতে হইবে, নচেৎ তাহার অনুশাসন প্রাধান্যলাভ করিবে না।

হরিদ্বারের ঋষিকুল-আশ্রমের ব্রাহ্মণত্বগর্ব্বিত গললগ্নীকৃতোপবীতগণ বাঙ্গালার বরেণ্য কায়স্থ-জাতিকে আক্রমণ করিয়া শাস্ত্রজ্ঞানহীনতার পরিচয় দিয়াছেন। আমরা বলিতে চাই, কায়স্থ জাতি ধান দিয়া বিদ্যা শিক্ষা করে নাই; শাস্ত্রগ্রন্থ আজ কেবল মুষ্টিমেয় শাস্ত্র ব্যবসায়ীর করায়ত্ত নহে। দেশের লোককে মূর্খ বানাইয়া, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া ধর্ম্মের আবরণে বিনামূল্যে যে ব্যবসা চলিয়া আসিয়াছে, আজ বিংশ শতাব্দীর শিক্ষিত সমাজ আর ঐ প্রতারণায় প্রতারিত হইতে চাহে না।

আজও চক্ষের সম্মুখে ইতিহাস পুরাণ, যাহাদের পূর্ব্ববর্ত্তীগণের জাতীয় সম্মানের উজ্জ্বল নিদর্শন বক্ষে ধারণ করিয়াছেন, সহস্র বৎসরের পুরাতন শিলালিপি, তাম্রশাসনাদি হইতে, আজ যে জাতির বিলুপ্ত ক্ষাত্রপ্রতিভা ও অসামান্য পাণ্ডিত্য-গৌরবের অবিসংবাদিত প্রমাণ প্রতিনিয়ত আবিষ্কৃত হইতেছে, প্রত্যক্ষভাবে যে জাতি জ্ঞানে মানে বিদ্যাবুদ্ধিতে আজও বাঙ্গালার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থানে অধিষ্ঠিত, যে জাতির দেশাত্মবোধ ও স্বার্থত্যাগ ভারতের সকল জাতির অনুকরণীয়, সেই কায়স্থ জাতিকে হীন ও হেয় প্রতিপন্ন করিয়া হিংসা ও পরশ্রীকাতরতা প্রদর্শনই আজ কালকার ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের বনিয়াদ হইয়া দাঁড়াইয়াছে! হায়! সনাতন ধর্ম্মের কি ঘোর অধঃপতন!

শাস্ত্রের মাপকাটি দিয়া, জাতির বর্ণ-ধর্ম্মের বিচার করিলে আজ ব্রাহ্মণ জাতি কোথায়? কোন বর্ণে আশ্রয় পাইয়াছেন? শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিকে তাহা খুলিয়া বলিতে হইবে না। পিতৃপুরুষের দোহাই দিয়া বংশগত কুলগুরু ও কুলপুরোহিত ব্যবসায়ের গুপ্ততত্ত্ব আজকাল প্রকাশ হইয়া গিয়াছে। যে শাস্ত্রের দোহাই দিয়া স্বয়ংই জয়ডঙ্কা বাজাইতেছ, আর বর্ণশ্রেষ্ঠতার গর্ব্ব করিতেছ, সেই শাস্ত্রই আজ তোমাকে অধোদিকে,—সপ্ততলবিশিষ্ট পাতালের অধস্তম অন্ধকারের দিকে টানিয়া লইতেছে, আর সেখান হইতে তথা কথিত বর্ণশ্রেষ্ঠ চেঁচাইতেছেন

*এই প্রবন্ধের যে যে স্থলে ব্রাহ্মণকে আক্রমণ করা আছে তাহা কায়স্থের দ্বিজত্ব-বিরোধীগণের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইয়াছে। (লেখক)

No Thorough Fare প্রবেশ নিষেধ ; একথা অন্যে যে শুনিতে চাহে চাহুক; কায়স্থ-জাতি আর ইহা শুনিতে চাহে না। বিনামূল্যে মস্তক বিক্রয় করিতে আর এ জাতি প্রস্তুত নহে।

বাঙ্গালার কায়স্থ জাতির উপবীত-হীনতাই অনভিজ্ঞ ব্রাহ্মণদিগের স্পর্দ্ধার মাত্রা চড়াইয়া দিয়াছে। কায়স্থ জাতিকে তাহার পুরাতন সম্মান রক্ষা করিতে হইবে সেই পরিত্যক্ত যজ্ঞসূত্র পুনর্গ্রহণ করিতে হইবে। কায়স্থ ভ্রাতাগণ! কায়স্থের উপনয়ন কিছু আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। ইহা বহু পুরাতন ব্যাপার। ধর্ম্মবিপ্লবে আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ ইহা ত্যাগ করিয়াছিলেন। আবার বর্ণাশ্রমধর্ম্ম প্রচলিত হইবে এবং তাঁহাদের বংশধরগণকে ব্রাহ্মণগণ শূদ্র করিবার প্রয়াস পাইবে, একথা তাহারা তখন ভাবিতেও পারেন নাই। আজতাহা পুনগ্র্রহণের প্রয়োজন হইয়াছে। ইহাতে কাহারও গাত্রদাহের উদ্রেক হয় হউক। বাঙ্গালার কায়স্থ জাতির পুরাতন ক্ষত্রিয়োচিত উপনয়ন-সংস্কার প্রচলিত থাকিলে আজ অনভিজ্ঞ 'ঋষিকুল বিদ্যার্থী' কায়স্থ বালককে অপমান করিতে সাহসী হইত না। যদি কোন উপবীতধারী পাঁউরুটী বিক্রয়ী ঋষিকুল আশ্রমে বিদ্যার্থী হইত তাহা হইলে সে বালক যোগ্য বিবেচনায় আশ্রমে স্থান পাইত, সন্দেহ নাই। যাহাদের এইরূপ মতিচ্ছন্ন তাহাদের দেশ যে সহস্র বৎসর গোলামী করিবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি! গুণ-কর্ম্ম-বিভাগ লইয়া ভারতের চতুর্ব্বর্ণ প্রতিষ্ঠিত। সেই গুণ-কর্ম্মের মর্য্যাদা যাহারা রক্ষা করেন না, তাহারা বর্ণ-ধর্ম্ম বিদ্বেষী অনার্য্য। যবন ম্লেচ্ছ বলিয়া যাহাদের ঘৃণা করিয়া আসিয়াছ, তাহাদের পদরজঃ হাজার বৎসর সশিখমস্তকে বহন করিয়া আজ এই জঘন্য যুগে যাহারা বর্ণাশ্রমের বর্ণোত্তম বলিয়া বিজ্ঞাপিত হইতে চাহে, তাহারা কৃপার পাত্র।

উপনয়ন=উপ+নয়ন, অর্থাৎ দুইটী চর্ম্ম চক্ষুর অতীত যে জ্ঞান চক্ষু বা তৃতীয় নেত্র, যাহা দেবাদিদেব মহাদেবের কপালে বিরাজমান এবং যে চক্ষু দ্বারা মহাদেব মদন ভস্ম অর্থাৎ কাম—কামনা জয় করিয়াছিলেন। যাহা শিক্ষা দিবার জন্য নারায়ণকে নররূপে পুনঃ পুনঃ এই ধরাধামে অবতীর্ণ হইতে হয়; সেই জ্ঞানচক্ষু লাভ বা অজ্ঞানান্ধকার হইতে জ্ঞানালোকে আসিবার যে সাধনা বা প্রক্রিয়া তাহার নাম উপনয়ন। এই সংস্কার দ্বারা মানুষের অজ্ঞানতা দূর হইয়া জ্ঞান উৎপন্ন হয়। সিদ্ধ এবং আত্মজ্ঞান লাভের সোপান বলিয়া এই সংস্কারকে মানুষের দ্বিতীয় জন্ম বলিয়া ঋষিগণ অভিহিত করিয়া গিয়াছেন। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যগণ এই দ্বিজোচিত সংস্কারের অধিকারী—

"ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যঃ ত্রয়োবর্ণা দ্বিজাতয়ঃ।
চতুর্থ এক-জাতিস্তু শূদ্রো নাস্তিতু পঞ্চমঃ॥" (মনু)

এই জন্য ঐ বর্ণত্রয়ের উপনয়ন চাই, ইহাই হিন্দুর সনাতন ধর্ম্ম ঘোষণা করিতেছে। কায়স্থের উপনয়ন বঙ্গদেশে রহিত হইয়াছিল বলিয়া উহা Barred by Limitation" তামাদি দোষে দুষ্ট হইতে পারে না। যদি তাহা হইত তাহা হইলে পূর্ব্বতন ঋষিবৃন্দ বহুপুরুষ যাবৎ যাহাদের উপনয়ন স্মরণ হয় না তাহাদেরও পুনরায় উপনয়ন গ্রহণ ব্যবস্থা করিয়া যাইতেন না। আর আমরা ইহাও দেখিতে পাই যে যদুবংশ বহু পুরুষ ব্রাত্য বা পৈতা বিহীন ছিলেন, কোন ঋষিকুল তাহাদের পরিপন্থী ছিল না। আবার বহুকাল পরে সেই বংশের শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামের উপনয়ন সংবাদ ভাগবতে দেখা যায়। এই উপনয়ন বিহীন যদুবংশগণের আশ্রম-ধর্ম্ম পালন এবং সোপবীত কুরুপাণ্ডব ও তদানীন্তন অপরাপর ক্ষত্রিয়-কুলের সহিত বিবাহ সম্বন্ধও বিরল নহে। মহারাষ্ট্রপতি শিবাজী, রাজ্যাভিষেককালে (বিবাহ সংস্কারের বহুপরে) গাগাভট্টের ব্যবস্থা মতে উপনয়ন গ্রহণ করিয়াছিলেন। আপনারা মনে রাখিবেন কায়স্থ জাতি বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয়; সুতরাং বর্ত্তমান উপবীতী, অনুপবীতী কায়স্থগণ কেহই হেয় নহেন এবং সংস্কৃত ও অসংস্কৃত কায়স্থ মধ্যে বিবাহাদি সমাজিক ক্রিয়ায়ও কোন দোষ নাই, বরং শাস্ত্র তাহা সমর্থন করিয়া আসিতেছে।

উপবীতী কায়স্থগণের মধ্যে কেহ কেহ সামাজিক উৎপীড়নে উৎপীড়িত হইলে অনুপবীতীগণকে তজ্জন্য দোষী করিতে চাহেন, তাঁহাদিগকে এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে যাঁহারা উপনয়ন লন নাই বা নানা কারণে লইতে পারেন নাই তাঁহাদের আক্রমণ করিয়া উপবীতীগণের কি লাভ হইবে? যাঁহারা উপনয়ন লইয়াছেন তাঁহাদের কার্য্য এক প্রকার ফুরাইয়াছে, যাহারা লন নাই তাহাদের নিকটেই রীতিমত প্রচার চাই; আক্রমণের পরিবর্ত্তে অনুনয়, বিদ্বেষের পরিবর্ত্তে ভালবাসা চাই। তাঁহাদের জানা উচিত, যাঁহারা কোন কার্য্যে অগ্রণী হন, তাঁহাদের অনেক বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিতে হয়, অনেক প্রতিকূল স্রোতের সহিত দ্বন্দ্ব করিতে হয়, অনেক স্বার্থের বলি দিতে হয়, তবে কোন কার্য্য,—কোন মহৎকার্য্য সিদ্ধ হইয়া থাকে।

কায়স্থ ভ্রাতৃগণ! এখন আমাদের ভীষণ পরীক্ষার সময় যাইতেছে। সাধনায় সিদ্ধির পথে অনেক বাধা বিঘ্ন উপস্থিত হইয়া থাকে। মান অপমান বিসর্জ্জন

করিয়া জাতির কল্যাণে কায়স্থকে স্বার্থ বলি দিতে হইবে। সামান্য চেষ্টা, যত্ন, অর্থ ত দূরের কথা, প্রয়োজন হইলে, আত্মবলি,—আত্মোৎসর্গ পর্য্যন্ত করিতে হইবে। বহু কালের শূদ্রত্ব অপবাদ বিদূরিত করিতে অনেক সহিতে হইবে; অনেক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হইবে। স্ত্রী পুত্র পরিবার লইয়া অন্ধ-সামাজিক-শাসনে বিব্রত হইতে হইবে। গুরু-পুরোহিতের অশাস্ত্রীয় নিষেধাজ্ঞা ঠেলিয়া ফেলিতে হইবে, হয়ত পূজা, পার্ব্বন, বার ব্রত বন্ধ হইবে। প্রবল জমীদারের অত্যাচারে জর্জ্জরিত, ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তির রক্তচক্ষু দেখিয়া কম্পিত, আহারের তাড়নায় বিব্রত, এমন কি আত্মীয় স্বজনের সাহানুভূতি হইতে বঞ্চিত হইয়া অনেক বিনিদ্র রজনী শুষ্কমুখে ও শূন্য উদরে কাটাইয়া দিতে হইবে। অহৈতুক সামাজিক অত্যাচারে ভীত হইয়া কাপুরুষের মত অপরকে দোষী করিলে তোমার সাধনায় সিদ্ধ হইতে এখন অনেক বিলম্ব। দেবতার কৃপা ভগবানের আশীর্ব্বাদ বিনা তপস্যায়, বিনা উৎপীড়নে, অল্পায়াসে এবং স্বচ্ছন্দে কেহ কখনও লাভ করিতে পারে নাই। শক্তিমান পরমেশ্বর আমাদের সেই শক্তি প্রদান করুন, যাহাতে আমরা সমস্ত বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া, আমাদের আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব বিরাট কায়স্থ-জাতিকে একত্রিত করিয়া তাঁর চরণতলে পৌঁছিতে পারি।

মা সাবিত্রি! তুই ত, যুগ-যুগান্তর হ'তে তোর বন্দনা-কারীকে ত্রাণ ক'রে **গায়ত্রী** নামে পরিচিত হয়েছিস; এ দুর্ভাগ্য কায়স্থ-জাতিও তোর কাছে কি অপরাধ করেছে মা! শত শত বৎসর ধরে তার অপরাধের দণ্ডের এখন সম্পূর্ণ শেষ হলো না! আজ এই বিশাল বঙ্গের পল্লীনারী তোর রক্তোৎপল চরণকমলে রক্তজবার অর্ঘ্য সাজিয়ে রেখেছেন, **হে মাতঃ সাবিত্রি** তোর সেই বরণীয় তেজ ধ্যান করবার উপায় করে দে মা! এই বহু শতাব্দি-পতিত-প্রপীড়িত কায়স্থ-জাতিকে ত্রাণ করে তোর পতিত-পাবনী **গায়ত্রী** নাম স্বার্থক কর মা। যারা আজও উপনয়নহীন হয়ে তোর আরাধনার অধিকারী হয় নাই, তাদের সেই সুমতি দে মা! তাদের শত বাধা বিঘ্ন সহস্র প্রতিকূল ভাব দূর করে দে মা! যারা তোর অমৃতময়ী আরাধনা মন্ত্র পেয়েছে তাদের তোর ঐকান্তিক সেবক করে দে। তাদের জাতীয় কার্য্যে সফলতা এনে দে, তাদের সাধনার সিদ্ধির পথ দেখিয়ে দে মা! দ্বেষ হিংসা, পরশ্রীকাতরতা আত্মকলহ ও গৃহবিবাদ তাদের মন থেকে দূর করে দে মা! মুষ্টিমেয় পেটসর্ব্বস্ব নীচ স্বার্থসিদ্ধিপরায়ণ বিদ্বেষীর চক্রান্ত তোর আশীর্ব্বাদে কায়স্থ-সভার ও কায়স্থ-জাতির কেশস্পর্শ করিতে পারিবে না।

(ক্রমশঃ)

শ্রীসলচন্দ্র ঘোষ অগ্নিহোত্রী

সরস্বতী বন্দনা।

সরস্বতি! মহাভাগে! বিদ্যে কমল-লোচনে!
বিদ্যারূপে! বিশালাক্ষি বিদ্যাং দেহি-নমোহস্তুতে।
ওগো বীণাপাণি! তব পদ মূলে
মাথা নোয়াইয়া যাচি মা বর,
দয়া ক'রে দাও জ্ঞানরত্ন দাসে
পাদ্য অর্ঘ দিয়া যুড়ি গো কর।
পুরাকালে যথা ভট্টরসনায়
করেছ গো নৃত্য হরষভরে;
নাচ দেখি মাতঃ! সেইরূপে পুনঃ
অকৃত-অধম এ সুত তরে।
মদীয় রসনা বড়ই কর্কশ
নাচিতে যাতনা হইবে তোর;
মূঢ় সন্তাতের প্রতি চিরকাল
আছে দয়া হেন ভরসা মোর।
যদিও সকল ঘটে অধিষ্ঠান
বিনা সাধনায় করিস্ তুই;
বাগযন্ত্ররূপে, কে না জানে ইহা
বিবরিয়া আর কি কব মুই?
তথাপি মা তুই কর্ম্ম অনুসারে
বেদের বিহিত বিধান মতে;
দিস ফল সবে ভাল বা মন্দ
এই ভয় সদা হয় গো চিতে।
কায়স্থের গুণ গাহিতে সতত
বাসনা অতীব হয় মা মনে;
ধরিতে লেখনী স্খলিত হইয়া
পড়ে বাগ্দেবি! করম গুণে!

ধরিতে লেখনী চাই মা শকতি
সখী কল্পনার সহিত আমি ;
জিহ্বা-মূলে মম, পদ্মাসন মানি
বস বীণাপাণি ! ক্ষণেক তুমি।
জীবনের শেষ কয়টি দিবস
ক্ষত্র গুণ গাথা পরাণ ভরি ;
গাহিতে শকতি দে গো মা ভারতি !
গাহিয়া জীবন সফল করি।
যে ক্ষত্র গরিমা ছিল এক কালে
সাগর-মেখলা ধরণী মাঝে ;
দেব দৈত্য-যক্ষ হইত কম্পিত
যমদণ্ড হারি মানিত লাজ।
অসম্ভব হ'ত সম্ভব যাদের
করম প্রভাবে এ ভবতলে ;
কেন, কোন্ কর্ম্ম-ফেরে সরস্বতি !
ডুবিল সে তেজ অতল জলে ?
শম, দম আদি চারি
পালিত যাহারা প্রকৃতিপুঞ্জে ;
হ'য়ে দিশাহারা, কেন গো তাদের
বংশধরগণ, যাতনা ভুঞ্জে ?
বৈতালিকগীতে খুলিত মা আঁখি
যে কায়স্থকুল প্রভাত কালে।
কি গ্রহ বৈগুণ্যে সেই জাতি আজ
জড়িভূত নানা বিপদ জালে ?
কর্ত্তব্যের পথে ধায় না তাহারা
কেন, কোন্ পাপে কহ জননি !
বল বল মাগো বল ত্বরা করি
আকাশ-বাণীতে কহ গো শুনি।
প্রতিবিধিৎসিতে বলে দে উপায়
বর্ণাশ্রমধর্ম্ম যাহাতে রক্ষে,

তোর পুণ্যময়ী নামের কবচ
দে গো মা আঁকিয়া মদীয় বক্ষে।
কোন বিঘ্ন আর থাকিবে না তবে
গুণ অনুসারে গাঁথিতে গাথা ;
আভিজাত্য পুনঃ উঠিবে জাগিয়া
ঘুচে যাবে মম মরম ব্যথা।
স্বভাব ললিত সুমধুর তানে
কায়স্থের গুণ করিব গান ;
ক্ষরিবে তাহাতে পীযুষের ধারা
উদর পূরিয়া করিব পান।
ইহ-পরকাল হবে পুণ্যময়
পাপ তাপ সব যাইবে দূরে ;
বর্ণচতুষ্টয় জাগিবে আবার
জোগান দিতে মা আমার সুরে।
হিংসা দ্বেষ সবে যাইবে ভুলিয়া
সত্ত্বগুণ হ'লে প্রভাবশালী
প্রসন্ন হইবে সকলের মুখ
মুছে যাবে গাঢ় মনের কালী।
কুকর্ম্মের জড় হইবে ধ্বংস
সুকর্ম্ম অঙ্কুর উঠিবে পুনঃ ;
তাই বলি দয়া কর নিজগুণে
ভারতি ! ছেলের ভারতী শুন।
কর বা না কর করুণা এ দাসে
ইচ্ছামত কাজ কর জননি !
আমি কিন্তু হৃদে স্মরি তব পদ
করিলাম আজ শুভ বোউনি।

সেবক
শ্রীমোহিনীমোহন রায়
১লা ফাল্গুন ১৩২৭

প্রচার-কাহিনী।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি, ২৫২ পৃষ্ঠার পর)

পর দিবস (২৭শে পৌষ) প্রাতে আমরা উমেদপুরাভিমুখে যাত্রা করিলাম। অক্ষয়বাবু আপ্যায়িত করিতে এবং তাঁহার গুণবতী স্ত্রী ও বিদুষী কন্যা* আমাদের জন্য সন্দেশাদির বোঝা চাপাইতেই ব্যস্ত। আমরা অনেক কষ্টে তাঁহাদের নিকট হইতে বিদায় লইয়া ষ্টীমার ঘাটের দিকে রওনা হইলাম; কিন্তু এত তাড়াতাড়ি যাইয়াও ষ্টীমার ধরিতে পারিলাম না। যদিও বড় ষ্টীমারখানি সেদিন একটু বিলম্বেই আসিয়াছিল, কিন্তু লঞ্চখানি টেপাখোলার ঘাট হইতে নির্দ্দিষ্ট সময়ের কিছু পূর্ব্বে ছাড়িয়া যাওয়ায় আমরা ধরিতে পারিলাম না। সকলেরই মন খারাপ হইয়া গেল। আমি একটু মজা করিবার জন্য বলিলাম "যাক্ যখন বাধা পড়িল তখন আর উমেদপুর গিয়ে কাজ নাই, কলিকাতায় চলিয়া যাই,—আর ভাল লাগেনা।" কেদার বাবু হতাশ ভাবে বলিলেন,—"তবে আমি আর থাকিয়া কি করিব?" দেখিয়া শুনিয়া মাথন বাবুও অবাক হইলেন, ভগবানচন্দ্রের মুখে তীব্র মনস্তাপের লক্ষণ প্রকাশ পাইল (বেচারি বহু ছুটাছুটী করিয়া আমাদের ব্যাগ ও কম্বলাদি বহিয়া লইয়া আসিয়াছিল)। আমি অতি কষ্টে হাস্য সংবরণ করিয়া গম্ভীর ভাবে এইরূপ বলিতে বলিতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে লাগিলাম; সকলেই নির্ব্বাক হইয়া চলিতে লাগিলেন; আমরা অক্ষয়বাবুর বাড়ীতে ফিরিয়া আসিবামাত্র তিনি হাসিতে হাসিতে অন্দরে সংবাদ দিতে গেলেন,—তাঁহার স্ত্রী ও কন্যা, দুই হাসিয়াই আকুল; খুড়া তারকচন্দ্র গুহ মহাশয় আসিয়া বলিলেন "বেশ হইয়াছে, আমার সহিত না দেখা করিয়া যাওয়ার এই ফল।" * * * *

আমরা আহারাদি করিয়া পুনরায় রওনা হইলাম, এবং টেপাখোলা ষ্টেশন

* অক্ষয় বাবুর কুমারী কন্যা শ্রীমতী সুমতীবালা বি এ পড়িতেছেন; ইনি গৃহস্থালী ও কর্ম্ম প্রভৃতিতেও সিদ্ধহস্তা এবং এতদঞ্চলে সরস্বতী বলিয়া অভিহিতা। শিক্ষা দীক্ষা দ্বারা নারী শক্তির উদ্বোধন হইলে যদি বরপণ-গ্রহণ-লোলুপ অন্ধ-সমাজের চক্ষুরুন্মীলন হয় তবে মঙ্গল। (লেখক)

হইতে লঞ্চযোগে বড় পদ্মা পর্য্যন্ত যাইয়া তথায় চাঁদপুর মেল-ষ্টীমারে কাদিরপুর ষ্টেশনে অবতরণ এবং তথা হইতে বহু কষ্টে নৌকা করিয়া নন্দলালপুরে উপস্থিত হইলাম; তখন প্রায় সন্ধ্যা হইয়াছে; ঘাটে ৩।৪ খানি মাত্র নৌকা আছে, কিন্তু কেহই "চাঁদেরচর" যাইতে চাহে না! ভাবনা হইল যা! বাধা বিঘ্ন না মানিয়া আসার ফল বুঝি ফলিল; এবার বুঝি এই বিশাল পদ্মাতীরে উন্মুক্ত বালুভূমেই রাত্রি যাপন করিতে হয়। দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গেল, কিন্তু নন্দলালপুর হইতে প্রায় ৫।৬ ঘণ্টার পথ নৌকায় যাইতে হইবে, অথচ নৌকা পাওয়া যায় না। কেদারবাবু, মাথনবাবু এবং বিশেষতঃ শ্রীমান্ ভগবান বড়ই বিব্রত হইয়া পড়িলেন। আমি তাঁহাদের অবস্থা দেখিয়া খুব হাসিতে লাগিলাম। কেদারবাবু বলিলেন—আপনার এত স্ফূর্ত্তি হইল যে?

আমি—আর অতো ব্যস্ত হইয়া কি হইবে? অদৃষ্টে যা আছে তাতো হবেই, এখন অক্ষয়বাবুর স্ত্রী কন্যা মিলিয়া যে মোণ্ডার বোঝা দিয়াছেন, সেই গুলির কথা ভাবিতেছি। আমার কথা শুনিয়া সকলে হাঁসিয়া উঠিলেন। পদ্মার জলে মুখ হাত ধুইয়া আমরা গায়ত্রী জপ করিয়া লইলাম; পরে সেই সযত্ন প্রদত্ত মোণ্ডাগুলির একে একে সদ্ব্যবহার করিয়া উদর পূরিয়া জলপান করিলাম। এমন সময়ে এক-মুসলমান ভদ্রলোক সেখানে উপস্থিত হইলেন, এবং আমাদের সহিত আলাপে, আমরা 'চাঁদেরচর' যাইব শুনিয়া বহুকষ্টে একখানি নৌকা ঠিক করিয়া দিলেন; আমরা তাঁহাকে শতধন্যবাদ দিয়া নৌকায় উঠিলাম এবং রাত্রি ১১টার সময় 'চাঁদেরচরে' পৌঁছিলাম। ঘাট হইতে কিয়দ্দূরে গমন করিয়া 'চাঁদেরচর' বাজারে ভগবান আমাদিগকে মহেন্দ্রলাল ভদ্র মহাশয়দিগের দোকানে লইয়া গেল। তথা হইতে একটি আলোক লইয়া প্রায় এক মাইল পথ অতিক্রম করার পরে আমরা উমেদপুরে শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত ভদ্র মহাশয়দিগের বাটীতে পৌঁছিলাম। তখন সেখানে খোল, করতাল বাজাইয়া হরিনাম কীর্ত্তন হইতেছিল।

শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত ভদ্র এ অঞ্চলের একজন বর্দ্ধিষ্ণু কায়স্থ। তাঁহার স্বর্গীয় পিতার এখানে বেশ প্রভাব প্রতিপত্তি ছিল। নিশিকান্ত বাবু একজন বিষ্ণুভক্ত লোক। বাটীতে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত আছেন; এবং ভাগ্যক্রমে একটি সুদর্শন নারায়ণশিলাও প্রাপ্ত হইয়াছেন। শালগ্রাম ও বিগ্রহ-মূর্ত্তির

নিত্য-সেবায় অন্নভোগাদি নিশিবাবু ও তাঁহার ভ্রাতা এবং খুল্লতাত মহাশয়গণ স্বহস্তে দিয়া থাকেন। ইহা একটি দেখিবার ও দেখাইবার বিষয় বটে। এই ঠাকুরবাড়ীতেই আমরা রাত্রিযাপন করিলাম।

পরদিন প্রাতে কেদারবাবু ও আমি বরহমগঞ্জ যাত্রা করিলাম, কেদার বাবুর অগ্রজ ডাক্তার শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র দেববর্ম্মা মহাশয় তথায় অবস্থান করেন। বৈকালে তথা হইতে আসিয়া এখানে সভা করিবার কথা ছিল ; আমরা সংবাদ পাইলাম সেদিন সভা হইবে না, কারণ সভার স্থান লইয়া গোলযোগ হইতেছে। নানা গোলমালে সভা সেদিন স্থগিত রহিল ; কারণ সকলেরই ইচ্ছা যে উমেদপুরের সুপ্রসিদ্ধ ঘোষ বাবুদিগের বাড়ীতে সভা হয়। সেই চেষ্টাই হইতে লাগিল।

বরিশাল জিলার রায়পাশা নিবাসী শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ঘোষ এখানকার ভদ্রাসন 'গোবিন্দচন্দ্র একাডেমির' হেডমাষ্টার। আমরা বরহমগঞ্জ যাইলে সেই দিন প্রচারক মাখনবাবু তাঁহার সহিত দেখা করিয়া সভা সম্বন্ধে অনেক বিষয় আলোচনা করেন। বৈকালে আমরা বরহমগঞ্জ হইতে ফিরিয়া আসিয়া নিশি বাবুর বাটীতে যাই, এবং তথায় একটি বৈঠকী আলাপ হয়। শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন বাবুও আমাদের সহিত দেখা করিতে সেখানে আসেন, তখন সকলে মিলিয়া ঘোষ বাবুদের বাড়ী যাই। রাত্রি নয়টা পর্য্যন্ত বহু বিষয়ের আলোচনা অন্তে স্থির হইল যে ঘোষ বাবুরা গ্রামের প্রত্যেক ব্রাহ্মণ মহোদয়গণকে নিমন্ত্রণ করিবেন, এবং তাঁহাদের বড়বাড়ীতে পরদিন সভা হইবে। তাহাই হইল, এই সভায় গ্রামস্থ প্রায় সকল ব্রাহ্মণ কায়স্থই উপস্থিত ছিলেন ; পার্শ্ববর্ত্তীগ্রাম সমুহ হইতেও বহুলোক সমাগম হইয়াছিল। সভাপতি শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ঘোষ বি, এ, বিদ্যাবিনোদ মহাশয় একটি সারগর্ভ বক্তৃতা করেন। প্রচারক মাখনলাল ধর বর্ম্মা মহাশয় কায়স্থ জাতিতত্ত্ব ও বর্ণধর্ম্ম সম্বন্ধে সুললিত ভাষায় বক্তৃতা করিলে, আমি কায়স্থের উপনয়নের আবশ্যকতা, কায়স্থ উপনয়নের অধিকারী কি না ? এবং তাহাদের উপনয়ন ছিল কি না ইত্যাদি প্রশ্নের উত্তর দিয়া প্রায় ঘণ্টা দুই বক্তৃতা করি। বক্তৃতা অন্তে ব্রাহ্মণ কায়স্থ সকলেই কায়স্থের দ্বিজত্বের সম্বন্ধে বিগত সন্দেহ হন, এবং অচিরে যে কায়স্থগণের উপনয়ন লইয়া আত্মসম্মান ও জাতীয় মর্য্যাদা রক্ষা করা উচিত তাহা বিশেষ ভাবে উপলব্ধি করিয়াছিলেন।

তাজার-আর্য্য কায়স্থ-সভা ও প্রচার-সমিতির সম্পাদক মহাশয়ের আহ্বানে

পর দিবস প্রাতে প্রচারক মাখন বাবু ভাঙ্গায় রওনা হন। কেদার বাবুও ঐ দিন কলিকাতা রওনা হইলেন। আমি তৎপরে দুই তিন দিন ঐ সব অঞ্চলে নানা বিষয়ের আলোচনা করি। একদিন শুনিলাম পৈতা গ্রহণে অনেকে সম্মত আছেন বটে কিন্তু ত্রয়োদশাহে শ্রাদ্ধ সম্বন্ধে কোন কোন ব্রাহ্মণের বিশেষ অপত্তি থাকায় অনেক কায়স্থ উপবীত গ্রহণ করিতে সাহসী হইতেছেন না। মাসাশৌচ পালন করিলে ব্রাহ্মণগণ কায়স্থের উপনয়নের পক্ষ অবলম্বন করিতে পারেন। আমি বলিলাম "যদি মাসাশৌচই পালন করিব তবে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া পৈতা লইবার আবশ্যক কি ? শূদ্র জাতিই এক মাস অশৌচ পালন করিবে—"শূদ্র মাসেন শুধ্যতি" কায়স্থ জাতি ক্ষত্রিয় বর্ণ, এবং ক্ষত্রিয় বলিয়াই তাহাদের উপনয়নের দাবী রহিয়াছে, সুতরাং ক্ষত্রিয় বর্ণের যে প্রকার অশৌচাদি নিয়ম প্রতিপালন বিধি শাস্ত্রে দেখা যায় তাহাই কায়স্থ জাতির করণীয়" এ সম্বন্ধে আর কেহ কোন তর্ক উপস্থিত করিতে সাহসী হন নাই।

তারপর ২রা মাঘ (১৩২৬) তারিখে কমলাপুরে রায় মহাশয়দিগের বাটীতে এক সভা হয় সেই সভায় অনেকেই নানাবিধ প্রশ্নদ্বারা সব সন্দেহ দূর করেন। এই প্রশ্নোত্তর ব্যাপার সন্ধ্যা হইতে রাত্রি ১০টা পর্য্যন্ত সমভাবে চলিয়াছিল।

* * * * *

অতঃপর ভগবানের মাতৃশ্রাদ্ধই, আমার বিশেষ চিন্তার কারণ হইল। কিন্তু যতদূর বুঝিয়াছিলাম তাহাতে শূদ্রাচারে ৩০ দিন বাদে ৩১ দিনে বৃষোৎসর্গ শ্রাদ্ধ করিতেই অনেকের জিদ্ দেখা গেল। তাহার প্রধান কারণ ৩০ দিনে শ্রাদ্ধ করিলে সমাজে গোলযোগ হইবে; ব্রাহ্মণ পাওয়া যাইবে না ইত্যাদি। কমলাপুরের সভায় প্রশ্নোত্তর প্রসঙ্গে বলিয়াছিলাম—"যদি গ্রামবাসী ভগবানের মাতৃশ্রাদ্ধ শূদ্রাচারে করিতেই মনস্থ করেন, আমি উপস্থিত থাকিতে তাহা কখনই হইতে দিব না। ভগবানের মাতৃশ্রাদ্ধে কাহাকেও প্রয়োজন হইবে না ; নদীর তটে আমি স্বয়ং মন্ত্র পড়াইয়া ভগবানের মাতৃশ্রাদ্ধ সম্পন্ন করাইয়া দিব। সীতাদেবী বালির পিণ্ড এবং শ্রীরামচন্দ্র ইঙ্গুদি ফলচূর্ণ দ্বারা পিতৃশ্রাদ্ধ করিয়াছিলেন ; ভগবান মিত্র দরিদ্র, তাহার বৃষোৎসর্গ শ্রাদ্ধ করিবারই বা সামর্থ্য কোথায় ? তাহার যেমন সাধ্য তেমনি শ্রাদ্ধ করিবে। গ্রামবাসীর যদি এই শ্রাদ্ধে অপমান হয়, তবে তাঁহারা চাঁদা তুলিয়া এই অপমানের দায় হইতে মুক্ত হউন। সে দায় তাঁহাদের—ভগবান মিত্রের নহে। বালক ভগবানের পুত্র কন্যা নাই, একমাত্র স্ত্রী বর্ত্তমান ; তাহার একমাত্র অভিভাবক

এবং শ্বশুর মহাশয় এ দুইজনও যখন বিরুদ্ধবাদীগণের কুচক্রে যোগদান করিয়া তাহার মাতৃশ্রাদ্ধ পণ্ড করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন তখন, তাঁহাদের সহিত ভগবানের আর সম্বন্ধ কি? ভগবান পৈতা লইয়া যেমন আজ প্রায় চারি বৎসর ক্ষত্রিয়ের মত এই ব্রাহ্মণশাসিত শূদ্রাচারগ্রস্ত সমাজে সতেজে দণ্ডায়মান আছে, এই স্বধর্ম্মপালন প্রভাবেই সে তাহার মাতৃদায় হইতে উদ্ধার হইবে। আগামী অমাবস্যা তিথিতে পতিত-শ্রাদ্ধের রীত্যনুসারে সে তাহার মাতৃশ্রাদ্ধ সাধ্যমত দ্বিজাচারে সম্পন্ন করিবে। সংসারে তাহার একমাত্র আপনার জন পূজনীয় শ্বশুর মহাশয় যদি ইহাতে আর বাধা দেন তবে তাঁহার কন্যা তাঁহার কাছে রাখিয়া ভগবান আমার সহিত কলিকাতা রওনা হইবে; কিন্তু যাইবার পূর্ব্বে তাহার জননীর ক্ষত্রোচিত শ্রাদ্ধক্রিয়া এই শূদ্রাচারগ্রস্ত ব্রাহ্মণশাসিত সমাজে নিশ্চয়ই সম্পন্ন করিয়া যাইবে।"

ব্যাপার গুরুতর বুঝিয়া বিরুদ্ধবাদীর দল অগত্যা স্থির করিলেন ভগবানকে কলিকাতা পাঠাইয়া দেওয়া হউক এবং সেইখানেই সে শ্রাদ্ধ করিয়া আসুক। এই বিষয় লইয়া একদিন খুব আলোচনা হইল। অনেকেই ভগবানচন্দ্রকে কলিকাতার খরচা দিয়া পাঠাইতেও তখন রাজী হইলেন। আমি বলিলাম—"আর এখন কলিকাতা যাওয়া হয় না। যদি এই ব্যবস্থা আপনারা পূর্ব্বে—সময় থাকিতে—করিতেন, তবে হইতে পারিত। ভগবানও যেভাবে হউক ১০ দিনেই শ্রাদ্ধক্রিয়া সম্পন্ন করিত।" তখন কেহ কেহ বলিলেন "এখানে শ্রাদ্ধ করিতে অনেক খরচ—বৃষোৎসর্গ ইত্যাদি করিতে হইবে—এত অর্থ কে দিবে?"

আমি—"তিলকাঞ্চনের শ্রাদ্ধ হইবে" একজন ব্রাহ্মণ ও জনৈক স্বজাতি ভোজন করাইলেই যথেষ্ট হইবে; তথাপি এখন কলিকাতা যাওয়া হইবে না।" আর এখন আপনারা কলিকাতা যাইতে বলিতেছেন কিন্তু পূর্ব্বে তাহাতে বাধা দিয়াছিলেন কেন? পাছে কলিকাতায় গিয়া সে গঙ্গাতীরে ত্রয়োদশাহে শ্রাদ্ধ করে তাই তাহার মাতৃশ্রাদ্ধে ভিক্ষালব্ধ টাকা পর্য্যন্ত উপনয়ন-কেন্দ্রের ব্যয় বলিয়া কাটিয়া লইয়াছেন—বাকি টাকার জন্য তাহার ঘরের চালা বিক্রয় করিয়া লইতে চাহেন—অধিকন্তু অপারগ হইলেও বৃষোৎসর্গ শ্রাদ্ধ করিয়া সমগ্র গ্রামবাসীকে খাওয়াইতে হইবে এইরূপ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন; ইহা কি শ্রীমান্ ভগবানের পৈতা লওয়ার প্রায়শ্চিত্ত?"

তাঁহারা বলিলেন—"ভগবান পৈতার কেন্দ্রের খরচ ১০০৲ শত টাকা আনিয়া দিবে বলিয়াছিলেন,—সে খরচ কে দিবে?"

আমি—"সে খরচ যাঁহারা পৈতা লইয়াছেন তাঁহারা দিবেন। ভগবানের কি টাকার গাছ আছে? যে সে একশত টাকা গাছ হইতে পাড়িয়া আনিবে? আর যাঁহারা ভগবানের কথায় পৈতা লইয়াছেন তাঁহারা কি কচি খোকা? যে ভগবানের প্ররোচনায় হিতাহিত জ্ঞান শূন্য হইয়া মহা অপকর্ম্ম করিয়াছেন? এখন ভগবানের মাতৃশ্রাদ্ধের ভিক্ষালব্ধ ৩১৲ টাকা তাহাকে ফেরৎ দেওয়া হউক, এবং তৎদ্বারা সে যেভাবে পারে তাহার মাতৃশ্রাদ্ধ সম্পন্ন করুক।" এই প্রকার অনেক বাদবিতণ্ডার পর তাঁহারা মনস্থ করেন যে ভগবানের মাতৃশ্রাদ্ধ দেশেই তাঁহারা চাঁদা তুলিয়া করিয়া দিবেন; কিন্তু ৩১ দিনে শ্রাদ্ধ করিতে হইবে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীসরলচন্দ্র ঘোষবর্ম্মা অগ্নিহোত্রী।

দিনাজপুরে কায়স্থ-ধর্ম্ম প্রচার।

দিনাজপুরের স্বর্গীয় মহারাজ বাহাদুর স্যার গিরিজানাথ রায় বর্ম্মা মহাশয়ের বাৎসরিক সপিণ্ডকরণ উপলক্ষে বিগত ২৪শে পৌষ শনিবার মহারাজার দিনাজপুরস্থ রাজবাটীতে ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানের মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণ সমবেত হইয়াছিলেন। সেই সভায় শ্রীযুক্ত সরলচন্দ্র অগ্নিহোত্রী মহাশয় কায়স্থের বর্ণধর্ম্ম সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া সমাগত কায়স্থ মণ্ডলীকে উপনয়ন সংস্কার গ্রহণ, দ্বাদশাহ অশৌচ পালন প্রভৃতি দ্বিজোচিত নিয়মাদি পালনকরিতে অনুরোধ করেন। অগ্নিহোত্রী মহাশয়ের উক্তি সমর্থন করিয়া মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতপ্রবর কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ মহাশয় বলেন "কায়স্থগণ দ্বিজাতি এবং উপনয়ন-সংস্কার গ্রহনার্হ। যাঁহারা বর্ণোচিত উপনয়ন গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহারা দ্বাদশাহ অশৌচ, অন্নপিণ্ডাদি দান এবং ক্ষত্রোবর্ণোচিত আচারাদি পালন করিবেন, এবং যাঁহারা উপনয়ন লন নাই তাঁহারা মাসাশৌচ পালন করিবেন, কিন্তু সকল কায়স্থেরই সত্বরই ব্রাত্য প্রায়শ্চিত্তান্তে উপনয়ন-সংস্কার গ্রহণ করা উচিত।"

"অতঃপর মহামহোপাধ্যায় সীতানাথ ন্যায়াচার্য্য মহাশয় বলেন, আমার অগ্রজপ্রতিম মহামহোপাধ্যায় তর্কবাগীশ মহাশয় যাহা বলিলেন তাহাতে আমার কিছু-

মাত্র সন্দেহ নাই, কায়স্থগণ ক্ষত্রিয় বর্ণান্তর্গত সে বিষয়েও সন্দেহ নাই, এবং ব্রাত্য প্রায়শ্চিত্তান্তে কায়স্থগণ পুনরায় উপনয়ন সংস্কার গ্রহণ করিতে পারেন।

অন্যান্য স্থানের উপস্থিত পণ্ডিতমণ্ডলী বলিলেন "মহামহোপাধ্যায় তর্কবাগীশ মহাশয়কে বর্ত্তমান যুগের গৌতম বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, তাঁহার মত আমরা সর্ব্বদাই শিরোধার্য্য করিয়া থাকি। কায়স্থগণ, মহাশয় ও দেবদ্বিজ-ভক্তিপরায়ণ; তাঁহারা চিরকালই ব্রাহ্মণ-প্রতিপালক। কায়স্থগণ নিশ্চয় দ্বিজাতি; নচেৎ কায়স্থের দানাদি গ্রহণ ব্রাহ্মণের পাতিত্যের কারণ হইত; অবশ্য বহুপুরুষ যাবত তাঁহাদের উপনয়ন না থাকায় তাঁহারা ব্রাত্য হইয়া পড়িয়াছেন, এক্ষণে প্রায়শ্চিত্ত করিলেই পুনরায় উপবীতী হইতে পারেন। অল্পবুদ্ধি যে কেহ কায়স্থকে শূদ্র বলিয়া থাকেন, কায়স্থ শূদ্র হইলে কায়স্থের দান আমাদিগের পক্ষে পুয়শোণিত সমান হইত। স্বর্গীয় মহারাজা উপনয়ন লইয়া ছিলেন, এবং বর্ত্তমান মহারাজাও কৃতোপবীতী এবং ইঁহাদের উপনয়ন ভারতবর্ষের বৃহত্তম কুল ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ দ্বারা সমর্থিত হইয়াছে।" ইত্যাদি।

অতঃপর অগ্নিহোত্রী মহাশয় সেই যজ্ঞপ্রাঙ্গণে সমাগত সকলকে তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ ওজস্বীনি ভাষায় পণ্ডিত-মণ্ডলীর অভিমত ব্যক্ত করেন। বক্তৃতা প্রসঙ্গে স্বর্গীয় মহারাজের সংক্ষিপ্ত জীবনী ও কীর্ত্তিকাহিনী বিবৃত করেন। অগ্নিহোত্রী মহাশয় আরও বলেন, ইতি পূর্ব্বে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত মহাশয়গণ সকলেই একবাক্যে কায়স্থ জাতিকে দ্বিজাতি ক্ষত্রিয়বর্ণ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন এবং ব্রাত্য প্রায়শ্চিত্তান্তে উপনীত হইতে যে কায়স্থগণ সমর্থ তাহাও বলিয়াছেন কিন্তু যাঁহারা উপবীতী তাঁহারা দ্বাদশাহ অশৌচাদি পালন করিবেন আর যাঁহারা উপবীতী নহেন তাঁহারা মাসাশৌচ পালন করিবেন ইহা বলিয়াছেন; এক্ষণে আমার বক্তব্য এই যে, কায়স্থগণ যখন ক্ষত্রিয়বর্ণ তখন উপনীত হউন বা না হউন তাঁহারা দ্বাদশাহ অশৌচের অধিকারী। ব্রাত্য এবং শূদ্র এক কথা নহে। দ্বিজাতিগণ উপনয়নাভাবে ব্রাত্য হইতে পারেন কিন্তু শূদ্র হইতে পারেন না। যদুবংশ ব্রাত ছিলেন তাহা মহাভারত পাঠেই জানা যায় কিন্তু তাঁহাদের মাসাশৌচ পালন কোথাও দেখা যায় না। ব্রাত্য-যদুবংশের সহিত দ্বিজাচারী ক্ষত্রিয় বংশের বিবাহাদি সামাজিক ক্রিয়ারও ব্যাঘাত ছিল না। কায়স্থগণ ক্ষত্রিয়বর্ণ, সুতরাং ন্যায়তঃ এবং ধর্ম্মতঃ তাঁহারা ক্ষত্রিয়বর্ণের সকল দাবী পাইতে অধিকারী। অবশ্য সকল কায়স্থের উপনয়ন গ্রহণ করাই উচিত, কিন্তু কেহ কোন কারণ বশতঃ উপবীতী হইতে না পারলেও মাসাশৌচ সকলেরই এই মুহূর্ত্তেই বর্জ্জন করা কর্ত্তব্য, কারণ "শূদ্র

মাসেন শুধ্যতি" যদি কায়স্থ শূদ্র হন তবে তাহার উপনয়ন হইতে পারে না, কারণ শূদ্র একজাতি (মনু) এবং ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যগণ দ্বিজাতি (মনু) কায়স্থকে দ্বিজাতি বলিয়া স্বীকার করিলে আর মাসাশৌচের ব্যবস্থা চলে না এবং ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে শূদ্র ও ব্রাত্য এক নহে। বহু পুরুষ উপনয়ন না থাকিলেও কোন দ্বিজাতির বংশধরের দ্বিজত্বের দাবী তামাদিদোষে দুষ্ট হয় না। পারস্কর গৃহ্যসূত্র মতে বহু পুরুষ পতিত সাবিত্রী এমন কি যে সমস্ত পূর্ব্ব পুরুষগণের উপনয়ন স্মরণেও আসে না এ প্রকার প্রপিতামহ এবং আরোও স্মরণাতীত ঊর্দ্ধপুরুষ হইতে যাঁহারা সাবিত্রী ভ্রষ্ট তাঁহাদেরও উপনয়নের ব্যবস্থা আছে এবং সেই প্রকার স্মরণাতীত কাল হইতে সাবিত্রী ভ্রষ্টগণেরই দ্বাদশবার্ষিক ব্রত প্রায়শ্চিত্ত বিহিত হইয়াছে।

উপসংহারে শ্রীযুক্ত সরলচন্দ্র অগ্নিহোত্রী মহাশয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মহোশয়গণকে সসম্মানে এবং সবিনয়ে করজোড়ে নিবেদন করেন "আজ যেমন উপবীতী মহারাজার শ্রাদ্ধ সভায় গৌতম অত্রি, পরাশর, যজ্ঞবল্ক প্রভৃতির ন্যায় আপনারা পদধূলি দিয়া কৃতার্থ করিয়াছেন, তদ্রূপ দরিদ্র উপবীতী কায়স্থের পর্ণকুটীরগুলি যেন আবশ্যক হইলে আপনাদের পদধূলিলাভেবঞ্চিত না হয়। তদুত্তরে তাঁহারা বলেন আহ্বান করিলেই আমরা যাইতে প্রস্তুত। অতঃপর সর্ব্বসাধারণের আগ্রহে দিনাজপুর টাউনে একটী সাধারণ সভা আহ্বান করিবার প্রস্তাব হয়, এবং অগ্নিহোত্রী মহাশয়কে কিছুদিন থাকিয়া এতদঞ্চলের কায়স্থগণের মধ্যে জাতীয় আন্দোলনের স্রোত প্রবাহিত করাইতে অনুরোধ করা হয়।

এই প্রস্তাবানুযায়ী শ্রীযুক্ত মাধবচন্দ্র শিকদার, শ্রীযুক্ত গৌরাঙ্গসুন্দর মিত্র, শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ ঘোষ বর্ম্মা এবং আরও কতিপয় স্বজাতিবৎসলগণের চেষ্টায় দিনাজপুর ড্রামাটিক রঙ্গমঞ্চে একটি সাধারণ সভা আহূত হয়। কায়স্থ-সভার প্রচারক শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন এবং শ্রীযুক্ত মাখননাল ধর বর্ম্মা মহোদয় সময়োচিত বক্তৃতা করেন। অগ্নিহোত্রী শ্রীযুক্ত সরলচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা মহাশয় এই সভায় আড়াই ঘণ্টা কাল "সনাতন বর্ণাশ্রম ও কায়স্থের স্থান" সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। সভায় ৪।৫ শত লোক ছিলেন। তন্মধ্যে ব্রাহ্মণ এবং বৈদ্যও অনেক ছিলেন। সকলে মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় অগ্নিহোত্রী মহাশয়ের বক্তৃতা শুনিয়াছিলেন। যাঁহারা বিরুদ্ধ তর্ক করিতে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা বক্তৃতায় প্রতিপাদ্য বিষয় সমর্থন করিলেন এবং বলিলেন, "আমাদের ধারণা ছিল কায়স্থের এই জাতীয় আন্দোলন একটা জাতি বিদ্বেষ জাগাইয়া তোলার চেষ্টা;

কিন্তু যাহা শুনিলাম তাহাতে আমাদের সে ভ্রান্তি দূর হইয়াছে এবং আমরা বুঝিতে পারিলাম কায়স্থের এই শুভ জাতীয় আন্দোলনের সহিত বাঙ্গালার ব্রাহ্মণ এবং ব্রাহ্মণেতর জাতির উন্নতির পথও প্রশস্ত হইতে চলিয়াছে। বাস্তবিক অগ্নিহোত্রী মহাশয় এমন সুন্দর সুযুক্তিপূর্ণ সাময়িক এবং সর্ব্বসাধারণোপযোগী বক্তৃতা করিয়াছিলেন যে সমাগত সকলেই তাঁহার বক্তৃতা পুনরায় শুনিবার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করেন, এবং স্থির হয় পুনরায় ২।৩ দিন বাদে ডায়মণ্ড জুবিলি থিয়েটার হলে আর একটি বক্তৃতা হইবে।

তাহাই হইল বিগত ২৯শে পৌষ তারিখে ডায়মণ্ড জুবিলি রঙ্গমঞ্চে আর একটি সভায় হয়। এই সভাতেও সর্ব্বসাধারণ লোকের প্রবেশাধিকার ছিল। প্রচারক শ্রীশবাবুর দ্বাদশবর্ষ বয়স্ক পুত্র শ্রীমান্ অমলবিহারী মজুমদার একটী কবিতা আবৃত্তি করিয়া সকলকে চমৎকৃত করেন। প্রচারক শ্রীশ বাবু ও মাখন বাবুও বেশ বক্তৃতা করিয়াছিলেন। অগ্নিহোত্রী মহাশয় এই সভাতে "দ্বিজাতি ও তাহার উপনয়নের আবশ্যকতা" সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। বক্তামহাশয়ের নাকের মধ্যে একটি ফোড়া হইয়া সমস্ত মুখটী ফুলিয়াছিল, এবং জ্বর হইয়াছিল, তত্রাপি তিনি প্রায় দুই ঘণ্টাকাল যে ভাবে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহা বাস্তবিকই আশ্চর্য্য—তাঁহার বক্তৃতাগুলি সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিতে পারিলে বাস্তবিকই শুধু কায়স্থ কেন বাঙ্গালার সকল জাতিরই বিশেষ উপকার হয়, এ কথা সে দিনকার সভায় অনেকের মুখেই শুনিলাম। অতঃপর ১লা মাঘ তারিখে উপনয়নের তারিখ নির্ণয় হইল; প্রচারক মাখন বাবু ঐ দিনে যাঁহারা উপবীতী হইবেন তাঁহাদের নাম লিখিতে লাগিলেন; কুমার পূর্ণেন্দুনারায়ণ রায় মহাশয় তাঁহাদের বাড়ীতে এই উপনয়নের কেন্দ্র করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করায় সকলে তাঁহাকে ধন্যবাদ দিলেন। অতঃপর শ্রীযুক্ত মাধবচন্দ্র শিকদার মহাশয় একটি হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা করিয়া বক্তাগণকে ধন্যবাদ দেন। সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া সভাভঙ্গ হয়। ১লা মাঘ তারিখে যাহারা উপনীত হইয়াছেন এই পত্রিকার উপনয়ন-তালিকায় তাঁহাদের নাম প্রকাশিত হইয়াছে।

পুনরায় ২রা মাঘ তারিখে রায় রাধাগোবিন্দ রায় সাহেব মহোদয়ের ঠাকুর বাড়ীর বহিঃপ্রাঙ্গনে একটি সভা হয়; এই সভায় কেবল কায়স্থগণ আমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। প্রচারক মাখনলাল ধরবর্ম্মা মহাশয়ের বক্তৃতার পর অগ্নিহোত্রী মহাশয় বক্তৃতা করেন। গত দিবসের উপনীত মুণ্ডিত মস্তক যজ্ঞোপবীতধারী

কায়স্থ সন্তানগণ এই সভায় উপস্থিত থাকিয়া সভার শোভা বর্দ্ধন করিয়াছিলেন।

এই সভাতে অগ্নিহোত্রী মহাশয় ৬টা হইতে ৯টা পর্য্যন্ত বক্তৃতা করেন। বৃদ্ধ দৃষ্টিশক্তি হীন রাজর্ষি রায় রাধাগোবিন্দ রায় সাহেব মহাশয় অসুস্থাবস্থায়ও এই সভায় উপস্থিত থাকিয়া সভার গৌরব বর্দ্ধিত ও সভাকে পূত করিয়াছিলেন। এই সভাতে বহু বিষয়ের আলোচনা হইয়া পুনরায় বিগত ৬ই মাঘ তারিখে আর একটি কেন্দ্র করা স্থির হয়, তৎবিবরণও এই পত্রিকায় মুদ্রিত হইল।

শরীর অসুস্থ হওয়ায় পর দিবস অগ্নিহোত্রী মহাশয় কলিকাতা রওনা হন, মাখন বাবু থাকিয়া দিনাজপুর ও নিকটবর্ত্তী পল্লী সমূহে অক্লান্ত পরিশ্রমে প্রচার করিতেছেন; তজ্জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ দিতেছি। আমরা বারান্তরে তৎবিবরণ প্রকাশ করিতে পারিব আশা করিতেছি। আমরা সর্ব্বান্তকরণে দিনাজপুরের জাতীয় আন্দোলনের উদ্যোগী কায়স্থবৃন্দকে শত শত ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। এবং শ্রীযুক্ত অগ্নিহোত্রী মহাশয় যে নিজের কার্য্য ক্ষতি স্বীকার করিয়া অসুস্থ শরীরেও দিনাজপুরে প্রায় পক্ষকাল থাকিয়া সুপ্ত কায়স্থগণকে জাতীয় মন্ত্রে অনুপ্রাণিত করিয়া আসিয়াছেন তজ্জন্য বঙ্গীয় কায়স্থসমাজ তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ।

শ্রীঅমৃতকৃষ্ণ চন্দ্র বর্ম্মা।

কায়স্থ-পঞ্জি।

উপনয়ন-সংবাদ।

দিনাজপুরে গত ১লা মাঘ তারিখে শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ রায় সাহেব বাহাদুরের প্রাসাদে নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণ যথাশাস্ত্র ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্তান্তে উপনয়ন গ্রহণ করিয়াছেন।

আচার্য্য—শ্রীযুক্ত মধুসূদন কাব্যরত্ন (কলিকাতা)
তন্ত্রধার— „ কালীপদ ভট্টাচার্য্য আমতলী, (ফরিদপুর) হাং দিনাজপুর
সদস্য— „ তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য ধানুকা, ঐ

উপবীতিগণের নামধাম।

১। শ্রীযুক্ত কেদারনাথ রায় বিএল, পাবনা, হাং (দিনাজপুর)

২। „ ব্রজগোপাল রায় এম্, এস্, সি ঐ
৩। শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র দত্ত, আর্য্য দত্তপাড়া, ফরিদপুর
৪। „ গোবিন্দলাল দত্ত ঐ
৫। „ সুরেন্দ্রমোহন দত্ত ঐ
৬। „ বসন্তকুমার দাস ঐ
৭। „ কৃষ্ণমোহন ঘোষ, কবিরাজ বলতৈর, (দিনাজপুর)
৮। „ অমৃতকৃষ্ণ চন্দ্র শ্রীরাজকাটী, (যশোহর)
৯। „ রজনীকান্ত ঘোষ, কাঞ্চনরোড, (দিনাজপুর)
১০। শ্রীযুক্ত ডাক্তার বিপিনবিহারী বিশ্বাস ফাসিয়া, (যশোহর)
হাং দিনাজপুর।
১১। „ ননীগোপাল বিশ্বাস, ঐ
১২। „ গোপেশ্বর দাস, গোপালপুর, ঐ
১৩। „ ভূতনাথ দাস, মহেশপুর, ঐ
১৪। „ ভোলানাথ দাস ঐ
১৫। „ প্রমদাপ্রসাদ দাস ঐ
১৬। „ তারিণীকান্ত সরকার আতাইকুলা, (পাবনা)
১৭। „ নরেন্দ্ররঞ্জন বসু তালুকদার, চৌগাছী, রাজাপুর, (যশোহর)
১৮। „ জগদীশচন্দ্র আইচ এলাঙ্গা, (ময়মনসিংহ)
১৯। „ রামদয়াল সরকার দশ সিকা, ঐ
২০। „ অনিলবিহারী ঘোষ শিবপুর, (হুগলী)
২১। „ শশধর দত্ত দিনাজপুর।
২২। „ রজনীকান্ত সিংহ খাসকোল, (মালদহ)
হাং সাং কাঞ্চন রোড, দিনাজপুর।
২৩। „ প্রাণেশচন্দ্র ভৌমিক বেড়া, বনগ্রাম, (পাবনা)

কেন্দ্রস্থলে দিনাজপুর রাজপণ্ডিত শ্রীযুক্ত শশিভূষণ স্মৃতিরত্ন এবং বীরভূমের পণ্ডিত যদুনন্দন কাব্যতীর্থ, দিনাজপুরের নরেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, হরিনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, দীননাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি বহু ব্রাহ্মণ এবং কুমার পূর্ণেন্দুনারায়ণ রায় বর্ম্মা, হরেন্দ্রনারায়ণ সিংহ বর্ম্মা, শশিভূষণ ঘোষ, গৌরসুন্দর সিংহ, দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ রায় বর্ম্মা, মাধবচন্দ্র সিংহ, সিংহভূমের সভাপতি শ্রীযুক্ত কিশোরী

মোহন মিত্র চৌধুরী প্রভৃতি বহুসংখ্যক প্রধান কায়স্থ উপস্থিত ছিলেন এবং সকলে উৎসাহিত করিয়াছিলেন।

গত ৬ই মাঘ তারিখে দিনাজপুরে শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ রায় সাহেব বাহাদুরের ভবনে নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণ যথাশাস্ত্র ব্রাত্য প্রায়শ্চিত্তান্ত উপনয়ন গ্রহণ করিয়াছেন।

আচার্য্য—শ্রীযুক্ত মধুসূদন কাব্যরত্ন।

উপবীতীগণের নামধাম।

১। শ্রীযুক্ত কৈলাশচন্দ্র সিংহ (বঃ) বয়স ৬০
ব্রাহ্মণপাড়িন, টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ।

২। শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ বসু (বঃ) মোচনা, ফরিদপুর। বয়স ৫০
৩। „ উপেন্দ্রনাথ বিশ্বাস (বঃ) ভাতুড়িয়া, যশোহর। বয়স ৪০
৪। „ পূর্ণচন্দ্র ভৌমিক (বঃ) বেতিন, পাবনা। বয়স ৪৩
৫। „ জগবন্ধু ঘোষ (দঃ) গ্রাঃ গাড়াথোলা, যশোহর। বয়স ৩৭
৬। „ ডাক্তার প্রমথনাথ ভৌমিক (বঃ) বয়স ৩৮
নটাখোলা, ঢাকা।
৭। „ শশাঙ্কশেখর মজুমদার (দঃ) ফতেপুর, যশোর বয়স ৪২
৮। „ নলিনীমোহন চন্দ্র (বঃ) বয়স ১৮
(ইনি ভূতপূর্ব্ব পার্শন্যাল এঃ কমিশনার রায় হরিমোহন চন্দ্র বাহাদুর কৈশর-ই-হিন্দ মহোদয়ের ভ্রাতুষ্পুত্র) পেঙ্গুয়া, পাবনা।
৯। „ কেদারনাথ ঘোষ (বঃ) চাঁদরা, ফরিদপুর। বয়স ৪৭
১০। „ জ্ঞানেন্দ্রনাথ দাস (বাঃ) সরিশা, বেড়া পাবনা।
১১। „ নগেন্দ্রনাথ দাস (বাঃ) ঐ
১২। „ কেদারনাথ নন্দী (বাঃ) মোহালী, পাবনা।
১৩। „ বিনদীলাল বিশ্বাস (বাঃ) (অনাদীলাল বিশ্বাস মহাশয়ের পুত্র)
ঘোরজান, পাবনা।
১৪। „ অরুণেন্দ্রমোহন ঘোষ (দঃ) (ডাক্তার অটল বাবুর পুত্র)
বুড়াশিবতলা, চন্দননগর, হুগলী।
১৫। „ সতেন্দ্রনারায়ণ সরকার (বাঃ) ডাঃ হরেন্দ্রনারায়ণ সরকারের পুত্র
গ্রাঃ মাগুরাবিনোদ, তারাশ, পাবনা।
১৬। „ শ্রীকান্তপ্রসাদ দাস (উঃ) মানপুর, দিনাজপুর।

কেন্দ্রস্থলে ৯০ বর্ষীয় প্রাচীন শ্রীযুক্ত জয়চন্দ্র ভট্টাচার্য্য, রাজপণ্ডিত শ্রীযুক্ত শশিভূষণ স্মৃতিরত্ন, দিনাজপুরাধিপতি শ্রীমন্মহারাজ জগদীশনাথ রায় বর্ম্মা বাহাদুর, কুমার পূর্ণেন্দুনারায়ণ রায় বর্ম্মা, পূর্ণচন্দ্র সিংহ বর্ম্মা, হরেন্দ্রনারায়ণ সিংহ বর্ম্মা, বিএল (ম্যানেজার রায় সাহেব বাহাদুর ষ্টেট), ক্ষিতীশচন্দ্র সিংহ বর্ম্মা এম, বি, (ডিষ্ট্রীক্ট হেল্‌থ্‌ অফিসার), দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ রায় বর্ম্মা, রাধাকান্ত রায় বর্ম্মা, আনন্দমোহন সিংহ বর্ম্মা, ডাঃ অটলবিহারী ঘোষ, গৌরাঙ্গসুন্দর মিত্র বর্ম্মা, এম, এ, বি, এল, মাধবচন্দ্র শিকদার দেববর্ম্মা উকিল, জ্ঞানদাপ্রসাদ দত্ত, দেবেন্দ্রনারায়ণ দাস বর্ম্মা, রাইচরণ রায় বর্ম্মা প্রমুখ দিনাজপুরস্থ অনেক গণ্যমান্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

রঙ্গপুর—গাইবান্ধায়।

শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র চাকী দেববর্ম্মা মহাশয় জানাইতেছেন—শ্রীযুক্ত হরিমোহন সে উকীল মহাশয় বিগত ১৩ই পৌষ মঙ্গলবার গঙ্গাতীরে তাঁহার পূজ্যপাদ গুরুদেব শ্রীমৎ স্বামী ভোলানন্দ গিরী মহারাজের নিকট উপনীত হইয়া আসিয়াছেন এবং গত ১৫ই মাঘ শুক্রবার গাইবান্ধার নিকটবর্ত্তী বোয়ালি গ্রামে শ্রীযুক্ত ইন্দ্রনারায়ণ দেব সরকার মহাশয়ের বাড়ীতে নিম্নলিখিত কায়স্থমহোদয়গণ একটী কেন্দ্র স্থাপন করতঃ যথাশাস্ত্র ব্রাত্য প্রায়শ্চিত্তান্তে মহাসমারোহে উপবীত গ্রহণ করিয়াছেন। তদুপলক্ষে শ্রীযুক্ত ইন্দ্রনারায়ণ দেব সরকার মহাশয় নিমন্ত্রিত ভদ্র-মণ্ডলী এবং উপস্থিত বহু দীন দরিদ্রকে পরিতোষের সহিত ভোজন করাইয়াছেন।

উপনীত কায়স্থ-মহোদয়গণের নামের তালিকা।

	নাম	পেশা	সাকিন	শ্রেণী	বয়স
১।	শ্রীযুক্ত বৈষ্ণবচরণ পাল	উকীল	গাইবান্ধা	বারেন্দ্র	৬৭ বৎসর
২।	,, ইন্দ্রনারায়ণ দেব সরকার	জোতদার	বোয়ালি	,,	,,
৩।	,, কৈলাশচন্দ্র নন্দী	সিভিল কোর্ট আমলা	গাইবান্ধা	,,	৬৬ ,,
৪।	,, গোপালচন্দ্র দেব	জোতদার	গিদারী	,,	৬৬ ,,
৫।	,, নগেন্দ্রচন্দ্র চৌধুরী	,,	কাবিলপুর	,,	৪১ ,,
৬।	,, শ্যামামোহন নন্দী	,,	গাইবান্ধা	,,	৪০ ,,
৭।	,, প্রভাতচন্দ্র দেব.	,,	বোয়ালি	,,	২৯ ,,
৮।	,, গোপালচন্দ্র চাকী	,,	গিদারী	,,	২৮ ,,
৯।	,, মাধবচন্দ্র দেব	,,	বোয়ালি	,,	২৭ ,,

১০।	,,	নরেন্দ্রচন্দ্র দেব	,,	,,	,,	২৫ ,,
১১।	,,	জিতেন্দ্রমোহন দেব	,,	কঞ্চিপাড়া	,,	২৩ ,,
১২।	,,	ব্রজেন্দ্রলাল রাহা	,,	কাবিলপুর	,,	২৩ ,,
১৩।	,,	দেবেন্দ্রচন্দ্র চৌধুরী	,,	,,	,,	২১ ,,
১৪।	,,	গিরীন্দ্রচন্দ্র চাকী	,,	গিদারী	,,	২১ ,,
১৫।	,,	নগেন্দ্রচন্দ্র বক্সী	,,	গাইবান্ধা	,,	২১ ,,
১৬।	,,	খগেন্দ্রচন্দ্র বক্সী	,,	,,	,,	১৯ ,,
১৭।	,,	সুরেশচন্দ্র পাল	,,	,,	,,	১৮ ,,
১৮।	,,	হেমেন্দ্রনারায়ণ দেব	,,	গিদারী	,,	১৫ ,,
১৯।	শ্রীযুক্ত	নরেশচন্দ্র দেব	,,	বোয়ালী	,,	১২ ,,
২০।	,,	ফণিভূষণ দাস	,,	গাইবান্ধা	,,	১২ ,,
২১।	,,	নগেন্দ্রচন্দ্র দেব	,,	বোয়ালি	,,	২৩ ,,

বিনাপনে বিবাহ বিগত ১২ই মাঘ যশোহর জেলার অন্তর্গত কুমড়ী নিবাসী দক্ষিণ রাঢ়ীয় কায়স্থ শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর দেব বিশ্বাসের সহিত ফুলবদিনা নিবাসী ৺দীননাথ কর মহাশয়ের ৪র্থা কন্যা শ্রীমতী গিরিবালার বিবাহ ক্ষত্রিয়াচারে সুসম্পন্ন হইয়াছে। এই বিবাহে যৌতুকাদি বা কোন প্রকার দাবী দাওয়ার কথা ছিল না, অধিকন্তু পাত্রীপক্ষ গরীব বিধায় পাত্র খরচাদির সাহায্যও করিয়াছেন। পাত্র বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভায় শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্ত ভাণ্ডারে ১৲ টাকা দিয়াছেন।

শ্রীশশিভূষণ সরকার দেববর্ম্মা।

ফুলবদিনা, যশোহর।

পত্র প্রেরকের প্রতি। আমরা বাড়ালা, ঘোরশালা মুর্শিদাবাদ হইতে এক পত্র পাইয়াছি পত্রখানিতে নাম দস্তখত না থাকায় উহার সম্বন্ধে কিছু করা যায় না। পত্র প্রেরকগণের প্রতি নিবেদন তাঁহারা যেন দয়া করিয়া পত্রগুলি কাগজের এক পৃষ্ঠায় লিখিয়া খামে করিয়া পাঠান এবং নাম স্বাক্ষর করিতে ভুলিয়া না যান। এইরূপ হইলে আবশ্যক বুঝিলে পত্রগুলি আমারা পত্রিকায় প্রকাশ করিতে পারি, তাহাতে ব্যক্তিগত ভাবে এবং সমাজিকতা ভাবে সকলেরই উপকার হইতে পারে।

(সম্পাদক)

ত্রয়োদশাহে শ্রাদ্ধ।

বিগত ২৪শে পৌষ তারিখে ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত চারিরটী গ্রামে শ্রীযুক্ত দক্ষিনারঞ্জন বসু রায় বর্ম্মা মহাশয়ের পত্নীর শ্রাদ্ধ শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র গুহ বর্ম্মা মহাশয়ের বিশেষ চেষ্টায় ত্রয়োদশাহে ক্ষত্রিয়াচারে সুসম্পন্ন হইয়াছে। এই শ্রাদ্ধে স্থানীয় সমস্ত কায়স্থ ও ব্রাহ্মণগণ যোগদান করিয়া বিশেষ উৎসাহিত করিয়াছেন। আশা করা যায় এখন হইতে এতদঞ্চলের সমস্ত কায়স্থই ক্ষত্রিয়াচার যথারীতি প্রতি পালন করিবেন।

জনৈক সংবাদদাতা।

ঢাকায় কায়স্থ-সভা

গত ৪ঠা পৌষ রবিবার ঢাকা বারলাইব্রেরীহলে পূর্ব্ববঙ্গ কায়স্থ সভার এক বিশেষ অধিবেশন হয়। স্থানীয় সুযোগ্য প্রথম সবজজ বাখরগঞ্জ কাঁচাবালিয়ানিবাসী শ্রীযুক্ত সতীন্দ্রনাথ গুহ মহোদয় সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। সভায় ৪র্থ সবজজ শ্রীযুক্ত পশুপতি বসু, রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ রায়বর্ম্মা, প্রবীণ উকিল শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রকুমার ঘোষ বর্ম্মা, সুযোগ্য ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত রমনীকান্ত দাস, ডেঃ মাঃ শ্রীযুত সারদাপ্রসন্ন ঘোষ বর্ম্মা, অবসর প্রাপ্ত ডি, এস, পি শ্রীযুক্ত শরৎশশী দত্ত বর্ম্মা, শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার গুহ ঠাকুরতা বর্ম্মা প্রভৃতি বহু গণ্যমান্য কুলীন মৌলিক কায়স্থ সন্তান উপস্থিত ছিলেন। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মদনমোহন বিদ্যানিধি মহাশয় কায়স্থের বর্ণ সম্বন্ধে এবং উপনয়ন গ্রহণের আবশ্যকতা বিষয়ে সুদীর্ঘ হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা করেন, তৎপর উপসংহারে সভাপতি মহাশয় কায়স্থগণের উপনয়ন গ্রহণ সম্বন্ধে সুযুক্তিপূর্ণ সারগর্ভ বক্তৃতা করেন।

সর্ব্বসম্মতিক্রমে নিম্নলিখিত প্রস্তাবদ্বয় গৃহীত হয়—

১। এই সভা বঙ্গীয় কায়স্থদিগের শাস্ত্রসম্মত ব্যবস্থানুযায়ী উপনয়ন গ্রহণ করতঃ বিবাহ অশৌচাদিতে ক্ষত্রিয় বর্ণানুমোদিত আচার প্রতিপালনের কর্ত্তব্যতার নির্দ্দেশ করিতেছেন; কায়স্থমণ্ডলী এতদ্বিষয়ে ঔদাসীন্য পরিত্যাগ করেন, ইহা এই সভা বিশেষভাবে অনুরোধ করিতেছেন।

২। এই সভা সমাজের সর্ব্বনাশকর পণপ্রথার উচ্ছেদ সাধনোদ্দেশে চেষ্টিত হওয়ার জন্য কায়স্থ-সন্তানগণদিগকে অনুরোধ করিতেছেন।

শ্রীমনোরঞ্জন ঘোষ চৌধুরী,
সম্পাদক পূর্ব্ববঙ্গ-কায়স্থ সভা।

বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভা

ঊনবিংশ বার্ষিক কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির ৬ষ্ঠ অধিবেশন

২০শে অগ্রহায়ণ, ১৩২৭ সন, অপরাহ্ণ ৫টা।

শ্রীযুক্ত কুমার মন্মথনাথ মিত্র বাহাদুরের (৩৪ নং শ্যামপুকুর ষ্ট্রীটস্থ) ভবনে

উপস্থিত—

১। শ্রীযুক্ত কুমার মন্মথনাথ মিত্র বাহাদুর সভাপতির আসনে।
২। ডাক্তার সরসীলাল সরকার
৩। শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র দত্ত
৪। „ মৃণালকান্তি ঘোষ
৫। „ কেদারনাথ দেব বর্ম্মা
৬। „ অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক
৭। „ গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন
৮। „ কুমার মণীন্দ্রচন্দ্র সিংহ (সভাপতি)
৯। শ্রীযুক্ত রায় বিনোদবিহারী বসু
১০। „ সুরেন্দ্রনারায়ণ ঘোষ
১১। „ রসিকলাল দেব বর্ম্মা
১২। „ কিরণচন্দ্র দত্ত
১৩। „ সরলচন্দ্র ঘোষ অগ্নিহোত্রী
১৪। „ নগেন্দ্রনাথ বসু বর্ম্মা (সম্পাদক)
১৫। „ গিরিশচন্দ্র বসু বর্ম্মা (সহঃ সম্পাদক)

১ম প্রস্তাব—সম্পাদক মহাশয় গত ৫ম অধিবেশনের এবং গত ২২শে কার্ত্তিক তারিখের বিশেষ অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পাঠ করিলে তাহা সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

কার্য্য-বিবরণ গৃহীত হওয়ার পরে সভাপতি মহাশয় আগমন করেন। মন্মথবাবু সভাপতির আসন পরিত্যাগ করেন এবং সভাপতি মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। আয়ব্যয় পরীক্ষক শ্রীযুক্ত ললিতাপ্রসাদ দত্ত বর্ম্মা মহাশয় অসুস্থতা নিবন্ধন হিসাব পরীক্ষা করিতে না পারায় তাহা প্রদর্শন করা হইল না।

২য় প্রস্তাব—বিভিন্ন কায়স্থ সমাজের সেনসাস্ গ্রহণ সম্বন্ধে ঢাকা হইতে শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র বসু বর্ম্মা এম, এ যে পত্র লিখিয়াছেন তাহা বিবেচনার্থে সভায় পঠিত হইলে শ্রীযুক্ত কুমার মন্মথনাথ মিত্র বাহাদুর বলিলেন, "মণীন্দ্রবাবুর অভিপ্রায় মতে সমাজের লোক-গণনা করিবার চেষ্টা করিলে গ্রামে গ্রামে দলাদলি হওয়ার সম্ভাবনা; সুতরাং এইরূপ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা সমীচীন মনে করি না।" কুমার বাহাদুরের উক্তি যুক্তিযুক্ত বিবেচিত হওয়ায় মণীন্দ্রবাবুর প্রস্তাব গৃহীত হইল না।

৩য় প্রস্তাব—শ্রীযুক্ত সরলচন্দ্র অগ্নিহোত্রী মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং

গণপতি বাবুর সমর্থনে স্থির হইল যে কায়স্থ সাধারণকে লোক-গণনার কাগজে নামান্তে 'বর্ম্মা' ও 'দেবী' উপনাম ব্যবহার করা বিধেয় বলিয়া জানান হউক এবং জানান হউক যে জাতির উল্লেখ করিতে তাঁহারা "ক্ষত্রিয়-কায়স্থ" লিখিতে পারেন।

৪র্থ প্রস্তাব—গত ৫ম অধিবেশনের নির্দ্ধারণ মতে সহকারী সম্পাদক বাঙ্গালার সেন্‌সাস্ কমিশনার সমীপে আবেদনের জন্য খসড়া উপস্থিত করিলে স্থির হইল যে অদ্যকার তৃতীয় প্রস্তাবানুযায়ী কায়স্থদের নামান্তে 'বর্ম্মা' ও 'দেবী' পদ ব্যবহারে সেন্‌সাস্ কর্ম্মচারীগণ কোথাও কোন বাধা প্রদান না করেন এবং ক্ষত্রিয়-বর্ণ কায়স্থগণের উক্ত উপনাম ব্যবহারের সম্যক্ অধিকার রহিয়াছে, এ কথাও উক্ত আবেদন পত্রে সন্নিবেশ করা হউক।

শ্রীযুক্ত অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক মহাশয় এই নির্দ্ধারণ মত আবেদন পত্র পরিবর্ত্তনের ভার গ্রহণ করেন।

৫ম প্রস্তাব—শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্ত উৎসবের আয় ব্যয় সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া দেখা গেল যে ১০২৫৲ টাকা ব্যয় হইয়াছে, ৭৫০৲ টাকা মাত্র চাদা উঠিয়াছে আরও ২৭৫৲ টাকা চাদা সংগ্রহ করা দরকার। এই অপূরণ টাকা আদায়ের ভার নিবারণবাবু ও গিরিশবাবুর উপর অর্পিত হইল।

৬ষ্ঠ প্রস্তাব—সরলবাবু প্রস্তাব করিলেন পঞ্জিকাতে অন্যান্য দেবতা মূর্ত্তির ন্যায় চিত্রগুপ্তের মূর্ত্তি প্রকাশিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। স্থির হইল সরলবাবু তদ্বিষয়ে চেষ্টা করিবেন।

৭ম প্রস্তাব—"সারদাচরণ-আর্য্য বিদ্যালয়" সম্বন্ধে স্থির হইল যে বিদ্যালয়ের বাড়ীর 'লিজ' নেওয়া সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রবাবুর পরামর্শ গ্রহণ করা হউক। এ বিষয় অমৃতবাবু, মৃণালবাবু ও গিরিশ বাবুর উপর ভার অর্পিত হইল।

৮ম প্রস্তাব—'দেবরাণী ও মহেন্দ্রনাথ গুহ ভাণ্ডার' সম্বন্ধে সম্পাদক মহাশয় জানাইলেন শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়কে আবশ্যক কাগজ পত্র পাঠান হইয়াছে, কিন্তু এ যাবৎ তিনি কোন উত্তর দেন নাই। স্থির হইল তাঁহাকে পুনরায় লেখা হউক।

৯ম প্রস্তাব—নূতন সভ্য মনোনয়ন।

১। শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ দত্ত বর্ম্মা (৬৲) ৬নং লাউডন ষ্ট্রীট, ভবানীপুর।
প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত রায় বিনোদবিহারী বসু

২। শ্রীযুক্ত লালমোহন সেন (৬৲) শ্যামবাজার ষ্ট্রীট।
প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র দত্ত
৩। শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র রায় (বঃ) ৬৫ দর্ম্মাহাটা ষ্ট্রীট।
৪। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ সরকার, ভারত-দ্রব্য ভাণ্ডার। ৫৯, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট।
৫। হেমেন্দ্রলাল কর, ৬৫, বিডন ষ্ট্রীট।
প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত সরলচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা অগ্নিহোত্রী
৬। শ্রীযুক্ত ত্রিপথনাথ দেব (১২৲) ছাতুবাবুর বাটী, বিডন ষ্ট্রীট।
প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনারায়ণ ঘোষ
৭। শ্রীযুক্ত ভগবানচন্দ্র মজুমদার উকিল চাদপুর, ত্রিপুরা
৮। „ কালীকুমার ভৌমিক ঐ
৯। „ কৈলাসচন্দ্র ভৌমিক, শিক্ষক, গণি হাই স্কুল ঐ
১০। „ কুলচন্দ্র বসু, মোক্তার, চাঁদপুর, ত্রিপুরা।
১১। „ বিপিনবিহারী গুহ ঐ
১২। „ দুর্গাপ্রসাদ দত্ত ঐ
১৩। „ যোগেশচন্দ্র সুর এম বি ঐ
১৪। „ হেমচন্দ্র বসু উকীল ঐ
১৫। „ নগেন্দ্রনাথ সিংহ রায়বর্ম্মা, উকিল ঐ
১৬। „ তেজেন্দ্রনাথ বসু রায় চৌধুরী, এম, এ, বি, এল মুন্সেফ, ঐ
১৭। „ প্যারিমোহন মজুমদার বর্ম্মা, উকিল ঐ
১৮। „ নিবারণচন্দ্র বসু, ২০নং সাউথ শিয়ালদহ রোড, বেলেঘাটা, কলিকাতা।
১৯। „ যতীন্দ্রমোহন দত্ত, ৭১, কালীপ্রসাদ দত্ত ষ্ট্রীট।
প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বসু বর্ম্মা
২০। শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ ঘোষ, ১৭ ক্যানাল ওয়েষ্ট রোড (১৲)
(শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র রাহা বর্ম্মার সংগ্রহে)
প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত সরলচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা অগ্নিহোত্রী
২১। শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র ব্রহ্ম, শিক্ষক, শিবনাথ বোর্ডিং টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ
২২। „ সুরেন্দ্রমোহন গুহ ঐ
২৩। „ যামিনীকান্ত ঘোষ ঐ
২৪। „ রাধাবল্লভ দে ঐ

২৫। শ্রীযুক্ত কেদারনাথ বসু মোক্তার ঐ
২৬। ,, শশধর ঘোষ বি, এ, ঐ
২৭। ,, ললিতচন্দ্র ধর উকিল ঐ
২৮। ,, মাধবলাল চৌধুরী, শিক্ষক ঐ
২৯। ,, মহেশচন্দ্র গুহ বি, এল, ঐ
৩০। ,, চন্দ্রকুমার নিয়োগী বি, এল ঐ
৩১। ,, মাধবচন্দ্র কুণ্ডু বি, এল ঐ
৩২। ,, মহিমচন্দ্র দে, বি, এ ঐ
৩৩। ,, কৃষ্ণলাল চৌধুরী ঐ
৩৪। ,, গঙ্গাচরণ ঘোষ, বি এল ঐ
৩৫। ,, নিবারণচন্দ্র পাল, বি, এল, ঐ
৩৬। ,, প্রমথনাথ বসু, এম, এ, বিএল ঐ
৩৭। ,, বিনোদবিহারী গুহ, ওভারসিয়র ঐ
৩৮। ,, নলিনীমোহন বসু শিক্ষক ঐ
৩৯। ,, যাদবচন্দ্র মিত্র, শিক্ষক ঐ
৪০। ,, জ্ঞানেন্দ্রনাথ রায় বি, এ শিক্ষক টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ
৪১। ,, সুরেশচন্দ্র রায়, ওভারসিয়র ঐ
৪২। ,, প্রিয়নাথ বিশ্বাস এম, এ হেডমাষ্টার ঐ
৪৩। ,, পূর্ণেন্দুমোহন ঘোষ বি, এল ঐ
৪৪। ,, প্রিয়নাথ রায় বি এল ঐ
৪৫। ,, সুরেন্দ্রকুমার ঘোষ, গ্রাম আসফপুর ঐ
৪৬। ,, হরিকান্ত ঘোষ চৌধুরী, জমিদার জামালপুর, ময়মনসিংহ
৪৭। ,, উপেন্দ্রমোহন নিয়োগী, গাইবান্ধা, রংপুর
৪৮। ,, পুলিনচন্দ্র রাহা, টাঙ্গাইল ময়মনসিংহ

(শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র মজুমদার বর্ম্মা প্রচারক মহাশয়ের সংগৃহীত)

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত সরলচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা অগ্নিহোত্রী

শ্রীযুক্ত সম্পাদক মহাশয়ের সমর্থনে এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে এই সকল প্রস্তাব গৃহীত হইল।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ প্রদানান্তে রাত্রি ৭ সাত ঘটিকার সময় সভা ভঙ্গ হইল।

(স্বাক্ষর) শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদক,

(স্বাক্ষর) শ্রীমন্মথনাথ মিত্র সভাপতি।

বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার

ঊনবিংশ বার্ষিক কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির ৭ম অধিবেশন

৫ই পৌষ, ২০শে ডিসেম্বর সোমবার অপরাহ্ণ ৫৷৷০ টার সময়।

শ্রীযুক্ত কুমার মন্মথনাথ মিত্র বাহাদুরের ৩৪ নং শ্যামপুকুর ষ্ট্রীটস্থিত ভবনে।

উপস্থিত—

১। শ্রীযুক্ত কুমার মন্মথনাথ মিত্র বাহাদুর সভাপতির আসনে
২। ,, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত
৩। ,, রায় বিনোদবিহারী বসু
৪। ,, নরেন্দ্রনাথ সিংহ
৫। ,, মন্মথমোহন বসু বর্ম্মা
৬। ,, কিরণচন্দ্র দত্ত
৭। শ্রীযুক্ত কেদারনাথ দেব বর্ম্মা
৮। ,, রসিকলাল দেব বর্ম্মা
৯। ,, সরলচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা অগ্নিহোত্রী
১০। ,, গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন
১১। ,, অমৃতলাল সিংহ বর্ম্মা
১২। ,, গিরিশচন্দ্র বসু বর্ম্মা

সহঃ সম্পাদক

পোপাড়া হইতে শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন ঘোষ বর্ম্মা এবং দিনাজপুর হইতে শ্রীযুক্ত গৌরাঙ্গসুন্দর মিত্র মহাশয়দ্বয় উপস্থিত হইতে পারিতেছেন না বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করিয়া পত্র লিখিয়াছেন, সভাপতি মহাশয়ও অনিবার্য্য কারণে আসিতে পারিবেন না জানাইয়াছেন।

সভাপতি মহাশয় ও উপস্থিত না হওয়ায় শ্রীযুক্ত কুমার মন্মথনাথ মিত্র বাহাদুর সভাপতি পদে বৃত হন।

১ম প্রস্তাব—গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল।

২য় প্রস্তাব—সভার হিসাব পরীক্ষিত না হওয়ায় প্রদর্শিত হইল না। স্থির হইল যে আগামী অধিবেশনে উহা যথারীতি পরীক্ষা করাইয়া উপস্থিত করিতে হইবে।

৩য় প্রস্তাব—"সারদাচরণ আর্য্য-বিদ্যালয়" সম্বন্ধে। স্থির হইল যে শ্রীযুক্ত শরৎকুমার মিত্র বর্ম্মা মহাশয়কে পত্র দ্বারা জানান হউক যে কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি বিদ্যালয় পরিচালনার্থ যে নিয়মাবলী এবং স্কুল-কমিটি গঠন করিয়াছেন বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার গত বিশেষ অধিবেশনে তাহা অনুমোদিত হইয়াছে এবং নূতন সেসন্ হইতে উহা কার্য্যকরী হইবে। আর শরৎ বাবুকে জানুয়ারী মাসের প্রথম ভাগে নূতন সম্পাদককে বিদ্যালয়ের চার্জ্জ বুঝাইয়া দিতে লেখা হউক।

বিশ্ববিদ্যালয়ের Registrarকে পত্র দ্বারা সভার নির্দ্ধারণ জানান হউক এবং নিয়মাবলীর নকল পাঠান হউক।

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের প্রস্তাবে ও গণপতি বাবুর সমর্থনে এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাব গৃহীত হইল।

৪র্থ প্রস্তাব সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বসু মহাশয় পূর্ব্ব প্রস্তাবানুযায়ী দুই খানা পত্রের খড়সা উপস্থিত করিলে সভাপতি মহাশয়, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রবাবু, শ্রীযুক্ত বিনোদবাবু ও শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রবাবু তৎসম্বন্ধে আলোচনা করেন। স্থল বিশেষে আবশ্যক সংশোধন অন্তে ঐ খসড়া গৃহীত হয় এবং তদনুরূপ পত্র শ্রীযুক্ত শরৎবাবুকে এবং বিশ্ববিদ্যালয়কে প্রেরণ করা স্থির হয়।

৫ম প্রস্তাব—"দেবরাণী ও মহেন্দ্রনাথ গুহ ভাণ্ডার" সম্বন্ধে।

শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় পত্রদ্বারা জানান যে, তিনি "দেবরাণী ও মহেন্দ্রনাথ গুহ ভাণ্ডার" সম্বন্ধে আপোষ-নিষ্পত্তির যে ভার লইয়াছিলেন, সময়াভাবে তদ্বিষয় কিছু করিতে পারেন নাই, শীঘ্রই তদ্বিষয় চেষ্টা করিয়া ফলাফল জানাইবেন। তাঁহার পত্র পঠিত হইলে ডিসেম্বর মাস পর্য্যন্ত অপেক্ষা করা স্থির হয়।

৬ষ্ঠ প্রস্তাব—অবৈতনিক প্রচারক শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় তাঁহার পুত্রের বি, এ, পরীক্ষার ফিস সম্বন্ধে কায়স্থ-সভার সাহায্য প্রার্থনা করিয়া যে পত্র লিখিয়াছেন সহকারী সম্পাদক তাহা উপস্থিত করিলে স্থির হয় যে শ্রীশ বাবুর প্রচার কার্য্যের ফলাফলের রিপোর্ট আগামী অধিবেশনে উপস্থিত করিলে তাঁহার সম্বন্ধে বিবেচনা করা হইবে।

৭ম প্রস্তাব—৪৬নং ভবানীচরণ দত্ত লেন নিবাসিনী অনাথা বিধবা শ্রীযুক্তা বসন্তকুমারী চৌধুরাণীর আবেদন সহকারী সম্পাদক উপস্থিত করিলে স্থির হয় যে সহঃ সম্পাদক এবং শ্রীযুক্ত রসিকলাল দেববর্ম্মা তদ্বিষয় বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া জানিবেন তিনি সাহায্য পাওয়ার যোগ্যা কি না? তাঁহাদের মন্তব্য শুনিয়া আগামী অধিবেশনে ঐ আবেদন সম্বন্ধে বিবেচনা করা হইবে।

৮ম প্রস্তাব—নূতন সভ্য মনোনয়ন।

(ক) প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত রসিকলাল দেববর্ম্মা।

সমর্থক— „ কেদারনাথ দেববর্ম্মা।

১। ডাক্তার শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ ঘোষবর্ম্মা এল, এম, এস, কাতলাগাড়ী কালী লাইব্রেরী, পোঃ খুলুমবার, যশোহর।

২। শ্রীযুক্ত তারিণীচরণ রায়, সেনপাড়া, বেনিয়াচঙ্গ, শ্রীহট্ট।

(খ) বহরমপুর হইতে শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ মজুমদার বর্ম্মা মহাশয়ের পত্রানুসারে:—প্রস্তাবক শ্রীযুক্ত রসিকলাল দেববর্ম্মা, সমর্থক—শ্রীযুক্ত কেদারনাথ দেববর্ম্মা।

৩। শ্রীযুক্ত কান্তিচন্দ্র সিংহ Pasker S. D. O's Court, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ।

৪। শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র রায় খাগড়া, মুর্শিদাবাদ,

৫। „ নৃত্যগোপাল মজুমদার বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ Dy. Agricultural Officer.

৬। আশুতোষ সরকার, জঙ্গীপুর, মুর্শিদাবাদ।

(গ) শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র মজুমদার প্রচারক মহাশয়ের পত্রানুযায়ে প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত রসিকলাল দেববর্ম্মা, সমর্থক—শ্রীযুক্ত কেদারনাথ দেববর্ম্মা।

৭।	শ্রীযুক্ত	প্রতাপচন্দ্র রায়	উকিল	কুড়িগ্রাম, রংপুর।
৮।	„	প্রসন্নকুমার বসু	„	„ „
৯।	„	সতীশচন্দ্র চন্দ্র	„	„ „
১০।	„	বিজয়চন্দ্র চৌধুরী	„	„ „
১১।	„	দীনবন্ধু সিংহ	„	„ „
১২।	„	প্রসন্নকুমার দাস মোক্তার		„ „
১৩।	„	বি, ঘোষ State Secretary		কুচবিহার
১৪।	„	এস, ঘোষ District Magistrate		„
১৫।	„	মণীন্দ্রনাথ দেব, রায় হেড-মাষ্টার		„
১৬।	„	আনন্দচন্দ্র ঘোষ		„
১৭।	„	জাহ্নবীচরণ সেন মজুমদার		„
১৮।	„	গণেশচন্দ্র গুহ		„
১৯।	„	ললিতমোহন বসু		„
২০।	„	রাজেন্দ্রকুমার গুহ মজুমদার		„
২১।	„	সুরেন্দ্রকান্ত বসু মজুমদার, বি এল, উকিল		„
২২।	„	যদুনাথ নিয়োগী Hd. Assistant Household Dept.		„
২৩।	„	ফণীন্দ্রনাথ দত্ত রায় চৌধুরী, বিএল, উকিল		„

২৪। ,, রাজেন্দ্রপ্রসাদ রায় বি,এল, সরকারী উকিল ,, (২৲)
২৫। ,, নগেন্দ্রপ্রসাদ রায় Asst. Civil Judge ,, (২৲)
২৬। ,, সরোজিনীকান্ত বসু ,,
২৭। ,, অশ্বিনীকুমার সরকার ,,
২৮। ,, ব্রজনাথ দত্ত ,,
২৯। ,, অনাথবন্ধু গুহ মুস্তফী ,,
৩০। ,, অনুকূলচন্দ্র বসু ,,
৩১। ,, যামিনীনাথ ঘোষ ,,
৩২। ,, দীনেশচন্দ্র চন্দ্র ,,
৩৩। ,, দেবনাথ সরকার ,,
৩৪। ,, যামিনীকান্ত ঘোষ রায় ,,
৩৫। ,, শশিমোহন বসু ,,
৩৬। ,, হরিদাস গুহ ,,
৩৭। ,, যোগেন্দ্রনাথ সরকার, কবিরাজ ,,
৩৮। ,, সুরেশচন্দ্র বসু ,,
৩৯। ,, নগেন্দ্রনাথ দত্ত রায় চৌধুরী, বি, এল ,,
৪০। ,, হীরালাল দত্ত, উকিল ,,
৪১। ,, পূর্ণচন্দ্র দাস নিয়োগী
Hd. clerk Victoria College ,,
৪২। ,, রাজেন্দ্রনাথ বসু রায় চৌধুরী
Sub Overseer ,,
৪৩। ,, দীনেশচন্দ্র গুহ ,,

এই প্রস্তাব সর্ব্ব-সম্মতিক্রমে গৃহীত হইলে সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ প্রদানান্তে ৬৷৷০ ঘটিকার সময় সভাভঙ্গ হয়।

(স্বাক্ষর) শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু
সম্পাদক।

(স্বাক্ষর) শ্রীমণীন্দ্রচন্দ্র সিংহ
সভাপতি।

কায়স্থ-পত্রিকা

ফাল্গুন, ১৩২৭ } নবপর্য্যায় ১১শ খণ্ড, ১১শ সংখ্যা

সমাজ-সেবা।

সেদিন আমাদের এক শিক্ষিত কায়স্থ বন্ধুর সহিত কায়স্থ জাতির সামাজিক-জীবন সম্বন্ধে আলোচনা হইতেছিল। আমরা কায়স্থ-সমাজের কল্যাণকর কার্য্যে তাঁহার সহযোগিতা প্রার্থনা করিতেছিলাম। তিনি বদনমণ্ডল গম্ভীর করিয়া এমনভাবে কায়স্থ-সমাজের প্রতি উদাসীনতা প্রকাশ করিলেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে এমন একটা দেশহিতৈষিতার ভাণ দেখাইতে লাগিলেন, যে, তাঁহার তৎ-কালীন অবস্থা দেখিয়া আমাদের মনে হইয়াছিল,—কোন হাস্য-রসিক নাট্যকারের হাতে পড়িলে তাঁহার চরিত্র সুন্দর একখানি উপভোগ্য ব্যঙ্গনাট্যের বিষয়ীভূত হইত। বন্ধুবর নাটকীয় Flow* সহকারে অনেক দার্শনিক তত্ত্বের অবতারণা করিলেন—"The greatest good of the greatest number" প্রভৃতি অনেক মামুলি বুলি আওড়াইলেন—আর সদুঃখে জানাইলেন যে, এত বড় একটা দেশ তাঁহার মুখ চাহিয়া পড়িয়া আছে; দেশের ভিতরে ও বাহিরে এত লোকহিতকর কার্য্য বিদ্যমান আছে, তাহার কিছুই তিনি করিয়া উঠিতে পারিলেন না, গরীব কায়স্থ-সমাজের জন্য করিবার আছেই বা কি—আর থাকিলেও সে কার্য্যে যোগ দিবার তাঁহার অবসরই বা কোথায়?

উপরি বর্ণিত বন্ধুটি নমুনামাত্র; কিন্তু বাস্তবিক এই নমুনার মত একশ্রেণী লোক এদেশে আছে। ইহারা মনে করেন যে, দশজনে মজলিসে বসিয়া, 'নন্-কো-অপারেশন্' ভাল কি মন্দ তাহার বিচার করিলে—অথবা শাসন সংস্কারের হাল আইন লইয়া আলোচনা করিলে—কিংবা একটা 'টেনিস্-ক্লাব' খুলিয়া নিত্য নিয়মিতরূপে তথায় হাজিরা দিলে, অনেক 'দেশহিতকর' ও 'লোকহিতকর" কার্য্য হইতে পারে।

* ইংরাজির বদলে বাঙ্গালা হইলে সুন্দর হইত। অন্ততঃ ইংরাজির বাঙ্গালা পার্শ্বে দেওয়া আবশ্যক। ইংরাজির বাঙ্গালা না দিলে অনেক স্থলে অসুবিধা হইয়া থাকে। পঃ সঃ

কেহ যেন মনে না করেন যে আমরা দেশহিতৈষণার নিন্দা করিতেছি। যাঁহারা যথার্থ স্বদেশ-হিতৈষী, তাঁহাদিগকে আমরা অন্তরের অন্তস্তল হইতে প্রগাঢ় শ্রদ্ধার পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করি। কিন্তু যাহারা কেবলমাত্র কথার দোকানদার বা কথার ফেরিওয়ালা,—প্রকৃত কর্ম্মিগণের সহিত তাঁহাদের অনেক প্রভেদ। এই সকল বাক্‌সর্ব্বস্ব হিতৈষিগণকে লইয়া আমরা কখন কখন বড় বিপদে পড়ি। ইহারা দেশময় সুখ ও সৌভাগ্যের দীপ জ্বালিবার জন্য ব্যস্ত; কিন্তু আপন ঘরের মধ্যে যে দুঃখ-দুর্ভাগ্যের অন্ধকার ঘনীভূত হইয়া আছে—সেটা তাহাদের গণনার মধ্যেই আসে না। ইহারা "The greatest good of the greatest number" সাধিবার জন্য অভিলাষী; কিন্তু "Charity begins at home"—এই গোড়ার কথাটা আদৌ আমলে আনেন না। তাই কোন কোন দেশহিতৈষী কায়স্থের কাছে—আমরা এখানে কায়স্থের কথাই বলিতে বসিয়াছি—সমাজ-সেবা হেয় কার্য্য বলিয়া প্রতীত হয়।

আর একটা রব যখন তখন শুনিতে পাই,—"দেশে Nation তৈয়ারি কর"। সত্যই বলিতেছি, আমার দেশমাতৃকার সন্তানবৃন্দকে একটা Nation রূপে দেখিতে পাইলে আমি চরিতার্থ হই। কিন্তু, ভাই! কি লইয়া Nation করিবে? Nation গড়িবার আগে যে Society গড়িতে হয়, সে কথাটা তুমি ত ভুলিয়া বসিয়া আছ! ব্যষ্টি লইয়াই সমষ্টি। যেখানে Society সমাজ নাই, সেখানে Nation সমষ্টি জাতি কেমন করিয়া হইবে? কায়স্থ কর্ম্মবীর। আর তুমি যদি ক্ষাত্রয়াচারের গণ্ডি দিয়া এই বিক্ষিপ্ত কায়স্থ জাতিটাকে একটা সীমার মধ্যে আনিতে পার—যদি সেই সীমার মধ্যে বরপণ-প্রত্যাখ্যানের সাধু সঙ্কল্প প্রণোদিত করিয়া বিভিন্ন বিচ্ছিন্ন কায়স্থ-হৃদয়-গুলিকে সহানুভূতির অশরীরী-শৃঙ্খলে বাঁধিয়া এক করিতে পার,—তাহা হইলে ইহারা অচিরাৎ একটা Societyতে পরিণত হইতে পারে। তখন সেই Society-কে লইয়া, এবং তাহার সহিত তদনুরূপ অন্য Society-গুলিকে এক সূত্রে বাঁধিয়া তুমি একটা Nation তৈয়ারির আশা করিতে পার। নচেৎ নহে। তবে বল দেখি, কায়স্থ ধীমান! সমাজ-সেবার প্রয়োজন আছে কি না?

দেশোন্নতি-সাধনের মূল-ভিত্তি সমষ্টি-জাতি-গঠন, এবং সমষ্টি জাতি-গঠনের প্রথম পাঠ সমাজ-বন্ধন। সমাজ সমষ্টি জাতিরই একদেশ মাত্র। সমাজের সেবাও সমষ্টি জাতিরই সেবা। কিন্তু হায়! যে ব্যক্তি সমাজের জন্য কিছু করিতে পারিল না, সেও আবার আপনাকে বিরাট সমষ্টি জাতির কার্য্যোপযোগী

মনে করে! যে জীবনে একসের ওজন তোলে নাই, সে কিনা একমণ ভার বহিবার আশা করে! ইহার অপেক্ষা বিড়ম্বনা আর কি আছে? এরূপ প্রয়াসের অবশ্যম্ভাবী ফল—জীবনে অকৃতকার্য্যতা। তাই বলি, যদি বিরাট সমষ্টি-জাতির জন্য কিছু করিতে চাহ, তবে আগে আপনার সমাজের জন্য কার্য্য করিয়া যোগ্যতা অর্জ্জন কর।

কথাটা বোধ হয় অনেকের কাছে তিক্ত লাগিবে। কারণ নাম জাহির করিবার পক্ষে দেশহিতৈষিতার ভাণ যতটা অনুকূল, প্রকৃত সমাজ সেবার কার্য্যও ততটা নহে। কিন্তু আমরা যাঁহাদের কথা এতক্ষণ বলিতেছি, তাঁহারা কর্ম্মী কেবল "নামকোওয়াস্তে"।

আর একপ্রকার লোক আমরা নিয়তই দেখিতে পাই, তাঁহাদের দেশের জন্য জাতির জন্য সমাজের জন্য কোন ভাবনার বালাই নাই। তাঁহাদের ধ্যান কেবল রজত-কাঞ্চন; তাঁহারা দেখিতে চাহেন কেবল রজত-কাঞ্চনের চারু চাকচিক্য, শুনিতে চাহেন কেবল রজত-কাঞ্চনের ঝনৎকার। দেশের বা সমাজের হিতাহিত বিষয়ে ইহারা অন্ধ। পতিপ্রাণা সতী যেমন পরপুরুষের প্রতি প্রেম-দৃষ্টি দান করেন না, ইহাঁরাও তেমনি রজত-কাঞ্চনের প্রেমে নিমজ্জিত হইয়া সমাজের প্রতি স্বদেশের প্রতি অণুমাত্র সহানুভূতি দেখাইতে পারেন না। জনসমাজের সহিত এক সমতলক্ষেত্রে নামিলে পাছে দুনিয়ার হাটে ইহাঁদের কদর কমিয়া যায়—আর তাহার ফলে রজত-কাঞ্চনের সমাগমপথ দুর্গম হইয়া উঠে, এই ভয়ে ইহারা জনসাধারণ হইতে সতন্ত্রভাবে অন্যপথে বিচরণ করেন।

এই শ্রেণীর আমাদের একজন পরিচিত ব্যক্তি সেদিন বলিতেছিলেন, "পৈতা নিয়ে কি রাজা হব"? ভাবটা এই যে, রাজা হওয়া অর্থাৎ বৈভবলাভ ও প্রভুত্ব-লাভই যেন ইহজীবনের একমাত্র লক্ষ্য! আর একজন একদিন বলিতেছিলেন,—আমাকে যদি মেয়ের বে'তে টাকা দিতে হয়, আমি কেন ছেলের বে'তে টাকা নেব না?" হায়রে টাকা! তোমার উপাসকবৃন্দ উদোর পিণ্ড বুদোর ঘাড়ে চাপাইয়াও তোমার বিচ্ছেদ-জ্বালা নিবারণে ব্যস্ত! ধন্য তুমি!

এই সকল লোক কেবল "আপ্‌কোওয়াস্তে"। ইহারা গুটিপোকার মত নিজের চারিদিকে নিজের জন্য একটি সঙ্কীর্ণ জগৎ নিজেই প্রস্তুত করিয়া লন। সেই সঙ্কীর্ণ জগতের বাহিরে যে একটা সুন্দর, প্রফুল্ল, সুখময় জগৎ আছে, সে কথা তাঁহারা একেবারে ভুলিয়া যান। নিজের সঙ্কীর্ণ জগতের মধ্যে সঙ্কীর্ণ আনন্দে প্রমত্ত থাকেন। যদি একবার ইঁহাদের সীমাবদ্ধ চিত্তবৃত্তি স্বকীয় ক্ষুদ্র সীমার

বাহিরে আসিয়া, প্রজাপতির মত পক্ষবিস্তার পূর্ব্বক, উন্মুক্ত আকাশতলে ভ্রমণ করিতে আসিতে পারে, তবে ইহারা দেখিতে পান, এই বিশাল জগৎ কত সুন্দর! এখানকার অনন্ত সুখের উপাদান গুটিপোকার কোষমধ্যগত সীমাবদ্ধ সুখের তুলনায় কত অসীম! এখানে 'আমার দেশ' 'আমার জাতি' 'আমার সমাজ' বলিবার সামগ্রী আছে। এবং সেই দেশের—সেই জাতির—সেই সমাজের সেবাকার্য্যে আত্মনিয়োগে যে একটা আনন্দ আছে, তাহা কত মহীয়ান—কি অনির্ব্বচনীয়—কিরূপ ভূমা!

তাই বলিতেছিলাম, ক্ষুদ্র স্বার্থ ভুলিয়া, অন্ধ অহঙ্কার বিসর্জ্জন দিয়া, একবার সার্ব্বজনীনতার মুক্ত প্রান্তরে আসিয়া দাঁড়াও দেখি! বুঝিবে, অনাবিল সুখ যদি থাকে, তবে সেইখানে। সেই সুখময় জীবনলাভের পথে প্রথম পদক্ষেপই সমাজ-সেবা। সমাজব্যাপী সার্ব্বজনীনতার সাধনাই মানবজীবনের প্রথম ও প্রধান সাধনা। কারণ উহা বিশ্বব্যাপী আমিত্ব বিস্তারের প্রথম পাঠ। এবং আমিত্বের বিশ্বব্যাপকতাই মানবের জীবন্মুক্তির অবস্থা—মানব-জীবনের বাঞ্ছিত পরিণতি।

কিন্তু দুঃখ এই যে, এমন সমাজ-সেবার কার্য্যে প্রকৃত কর্ম্মী আজিও বড় বিরল। কায়স্থজাতির মধ্যে, এই সুদীর্ঘ-কাল-ব্যাপী সামাজিক আন্দোলনের ফলেও, একনিষ্ঠ সমাজ-সেবক-গণের সংখ্যা অঙ্গুলীপর্ব্বে গণনার যোগ্য। যেখানে শক্তি আছে, সেখানে হয়ত ইচ্ছা নাই; আবার যেখানে ইচ্ছা আছে, সেখানে হয়ত শক্তির অভাব। এই ইচ্ছা ও শক্তিকে একত্র মিলিত করিতে পারে, এমন কোন দেবতাও বুঝি নাই। কায়স্থ-সমাজ মধ্যে বিত্ত, প্রতাপ, বিদ্যা, বহুদর্শিতা—কিছুরই ত অভাব নাই! কিন্তু হায়! সমাজের উন্নতিকল্পে সকলই যে উদাসীন। সমাজ-সেবা জীবনের মুখ্য কার্য্য বলিব না—কিন্তু গৌণভাবেও ত সমাজ-সেবা জীবনের একটা কার্য্য হইতে পারে! কিন্তু তাহাই বা কয়জন করিতেছেন!

যাহা আমরা অক্লেশে—বিশিষ্ট ত্যাগ-স্বীকার ব্যতিরেকেও করিতে পারি, সে কার্য্যেও ত আমাদের রুচি নাই। আজ আমরা সহযোগিতা-বর্জ্জন-নীতি সামাজিক জীবনে প্রয়োগ করিয়া, বরপণ-গ্রহীতার কার্য্যে যোগ-দানে বিরত হইতে পারি না কি?—তাহার নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করিতে পারি না কি? আজ আমরা যে কোন নির্ব্বাচন-স্থলে বরপণ-গ্রহীতা অপেক্ষা বরপণ-প্রত্যাখ্যান-কারীকে, এবং নিরুপবীত অপেক্ষা সোপবীত কায়স্থকে অগ্রগণ্য করিতে পারি না কি? সমাজের হিতার্থে যাঁহারা আত্মনিয়োগ করেন,

যথাশক্তি তাঁহাদিগকে সাহায্যদান করিতে পারি না কি? যে কোন সাধারণ-প্রতিযোগিতা-স্থলে যোগ্য কায়স্থকে স্বজনবোধে তৎপ্রতি সহানুভূতি দেখাইতে পারি না কি? ফলতঃ যে কার্য্যের দ্বারা সুবিশাল কায়স্থজাতি এক-কেন্দ্রাভিমুখ হইতে পারে—যে কার্য্যে কায়স্থজাতির মনে আত্মগরিমার অগ্নিশিখা প্রজ্জ্বলিত হইতে পারে, তাহাই—অন্ততঃ গৌণভাবেও—কায়স্থমাত্রেরই জীবনের ব্রত হইতে পারে না কি? এ সমুদয় কার্য্য ত সবিশেষ আয়াস-সাধ্য নহে। তবে ইহাতে চাই একটা সাধনা—লোভ-সম্বরণ—সেই কার্য্যকে দূরে পরিহার, যাহা কেবলমাত্র "নামূকো ওয়াস্তে" বা কেবলমাত্র "আপ্‌কো ওয়াস্তে"।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ মজুমদার।

স্ত্রী শিক্ষা।

পুরুষ ও রমণী লইয়া সংসার। সংসার-সমষ্টি লইয়া সমাজ। সংসার দুই প্রকার দেখা যায়—(১) কেবল স্বামী, স্ত্রী, পুত্র, কন্যাদি লইয়া। (২) একান্নভুক্ত অনেক স্ত্রী পুরুষ লইয়া। হিন্দু-সমাজে একান্নভুক্ত-পরিবার-প্রথা প্রচলিত। যতগুলি বিষয় লইয়া হিন্দুর হিন্দুত্ব, একান্নভুক্ত-পরিবার প্রথা তাহার মধ্যে একটি; সুতরাং হিন্দু পুরুষ ও রমণীর সাংসারিক বিষয় সম্বন্ধে বিচার করিতে হইলে একান্নভুক্ত পরিবার-প্রথা বজায় রাখিয়া বিচার করিতে হইবে। যে সমাজে একান্নভুক্ত পরিবার প্রথা নাই সে সমাজের সহিত হিন্দু সমাজের মিল হইবে না, সুতরাং সে সমাজের শিক্ষা দীক্ষা লইয়া হিন্দুর সংসারের ভাল মন্দের বিচার হইতে পারে না।

প্রত্যেক হিন্দুর সংসারে চারি শ্রেণীর লোক দেখা যায়—(১) সংসারের কর্ত্তা ও কর্ত্রী, পুত্র, কন্যা। (২) বৃদ্ধ পিতা মাতা, পিসি, জ্যেষ্ঠাভগিনী, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, জ্যেষ্ঠা-ভ্রাতৃবধূ ইত্যাদি গুরুজন। (৩) পুত্রবধূ, কনিষ্ঠা ভগিনী, কনিষ্ঠ ভ্রাতা ও ভ্রাতৃবধূ ইত্যাদি। (৪) বিধবা।

হিন্দু শাস্ত্রানুসারে স্ত্রী শক্তিরূপিনী, পুরুষ সেই শক্তিবলে বলিয়ান হইয়া সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করে। সুতরাং সংসারে স্ত্রী-শক্তিই প্রধান। সাধারণতঃ পুরুষ বুদ্ধিবলে এই জীবন-সংগ্রামে সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহের উপায় করিয়া দেয়, আর স্ত্রী হৃদয়বলে সকলকে একত্র বাঁধিয়া রাখিয়া বুদ্ধিবলে দৈনন্দিন কার্য্য নির্ব্বাহ করে। তাই গার্হস্থ্য জীবনে এই দুই বল একযোগে পূর্ণমাত্রায় প্রয়োগ করা হিন্দুর আবশ্যক হয়।

পুরুষ বুদ্ধিবলে বাহির হইতে অর্থ আনিয়া স্ত্রীর হস্তে অর্পণ করেন, স্ত্রী পুরুষের বলের অধীন হইয়া তাহা ব্যয় করতঃ সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করেন। পুরুষ সংসারের কর্ত্তা বটে, কিন্তু তিনি অর্থ যোগান ব্যতীত সংসারের আর কোন ধারই ধারেন না, সমস্তই স্ত্রীর উপর নির্ভর করে। এই জন্যই পুরুষ বাড়ীর কর্ত্তা হইলেও স্ত্রী সেই সংসারের কর্ত্রী। বাড়ীর মধ্যে স্ত্রীর কর্ত্তৃত্বই অগ্রগণ্য। পুরুষ আনিবার কর্ত্তা, স্ত্রী তাহা ব্যয় করিবার কর্ত্রী। স্ত্রী বলিবেন "আন" পুরুষ নিরাপত্যে সে আদেশ সাধ্যমত প্রতিপালন করিবেন।

হিন্দুজাতির মধ্যে যে একান্নভুক্ত-পরিবার-প্রথা এখনও প্রচলিত আছে, ইহা কেবল গৃহকর্ত্রীর গুণে। যে কর্ত্রীর যত হৃদয়বল, তিনি তত অধিক সংখ্যক পরিবারকে একত্রে রাখিতে পারেন। এ বিষয়ে পুরুষের কোনই হাত নাই। এখানে পুরুষের কোন বুদ্ধিই খাটে না। যদি স্ত্রীশক্তি সুশিক্ষার অভাবে হৃদয়-হীন হইয়া বিরুদ্ধাচারিণী হয়, তবে কেবল পুরুষ সেই শক্তির বিরুদ্ধাচারী হইয়া বহু পরিবার লইয়া সুখে সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারে না। সুতরাং সংসারে স্ত্রী-শক্তিই মূল। সুশিক্ষার দ্বারাই এই শক্তি সুপথে এবং কুশিক্ষার দ্বারা কুপথে চালিত হয়।

এই জন্যই হিন্দুর একটি মূল মন্ত্র—"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া, শিক্ষণীয়াতি যত্নতঃ" এই শিক্ষা শব্দের প্রকৃত অর্থ কি? চলিত ভাষায় আমরা যাহাকে লেখা-পড়া শিক্ষা বলি তাহাই কি প্রকৃত শিক্ষা—না আর কিছু? আজকাল শিক্ষা শব্দের অর্থ লেখাপড়া শিক্ষাই দাঁড়াইয়াছে। যে স্ত্রী বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় পাশ করিয়াছেন, আজকাল তিনিই শিক্ষিতা বলিয়া সম্মান পাইয়া থাকেন। যিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের ধরেও যান নাই, তিনি অশিক্ষিতা বলিয়া বর্ত্তমান শিক্ষিতার সমাজে সম্মান পান না। হিন্দুর সংসারে কেবল বিদ্যা শিক্ষাই শিক্ষা মধ্যে গণ্য নহে। সুখে সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হইলে অনেক বিষয় শিক্ষা লাভ করিতে হয়। বিদ্যাশিক্ষা দ্বারা জ্ঞানের একদিকের উন্নতি হইতে পারে কিন্তু অপর দিকের অর্থাৎ দেশ, সমাজ, পরিবার ও নিজের সম্বন্ধে অনেক শিক্ষাই হয় না। শিক্ষাই মানুষকে পূর্ণতা প্রদান করে। একদিক শিক্ষা করিলে এক পক্ষযুক্ত-পাখী যেমন উড়িতে পারে না, সেই শিক্ষিতাও তদ্রূপ পূর্ণ-ভাবে সংসারের কার্য্যে আসিতে পারে না। সুতরাং কোন শিক্ষা বাদ দিলে চলিবে না। কোন শিক্ষারই অভাব না হয় তৎপ্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। যে যে প্রকারের শিক্ষা আবশ্যক, যে সময়ে যে প্রকার শিক্ষা

আবশ্যক, যে বয়সে যে শিক্ষা আবশ্যক, যে ভাবে যে বিষয় শিক্ষা করা আবশ্যক, তাহা সেই প্রকারে, সেই সময়ে, সেই বয়সে সেই ভাবে শিক্ষা দেওয়া উচিত।

হিন্দুর গৃহে কন্যা দুই প্রকারে শিক্ষা পায়—(১) দেখিয়া এবং স্বয়ং করিয়া আচার ব্যবহার ও কার্য্যশিক্ষা, (২) প্রয়োজন-সাধক বিদ্যাশিক্ষা। সম্পূর্ণ শিক্ষা কেবল বিদ্যালয়ে হয় না, কেবল বিদ্যাশিক্ষাতেও হয় না। ইহা সংসর্গজাত, সুতরাং বাড়ীতে হয়। এই জন্যই হিন্দুরমণীর বিদ্যালয়ে শিক্ষার ব্যবস্থা নাই। সংসারের মধ্যে থাকিয়া সে জন্ম হইতেই বাড়ীতে শিক্ষালাভ করিয়া থাকে। প্রয়োজন সাধক লেখাপড়া শিক্ষাও বাড়ীতেই হয়। যে-শিক্ষা রমণীকে প্রকৃত রমণী করে, সেই শিক্ষাই প্রকৃতপক্ষে কার্য্যকরী শিক্ষা। দিবারাত্রি পুথির উপরে মাথা ভাঙ্গিয়া রাশি রাশি পুস্তক পাঠ করিয়া পুরুষে লেখাপড়া শিক্ষা করিবে, জ্ঞান উপার্জ্জন করিবে, ব্যবসা করিবে—চাকুরি করিবে—অর্থ আনিবে, এই পর্য্যন্ত। উচ্চ শিক্ষায় পুরুষ বিদ্বান, জ্ঞানবান হইতে পারে, কিন্তু সংসারে তাহার কিছুমাত্র অভিজ্ঞতা জন্মে না। কিরূপে সংসার চালাইতে হয়, তাহা সে কিছুই শিখে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্তা রমণীও তদ্রূপ পুরুষের গুণ বিশিষ্টই হয়, তাই ভাণ্ডারীর উপরে ভাণ্ডারের ভার, দাসীর উপরে সংসারের ভার, পাচকের উপরে পাকশালার ভার, আয়ার উপরে শিশু পালনের ভার দিয়া তিনি নিশ্চিন্ত মনে পুস্তক লইয়া স্বাধীনভাবে সময় কাটাইয়া থাকেন। এই প্রকারের শিক্ষিতা মহিলাকে গৃহকর্ত্রী বলা যাইতে পারে, কিন্তু প্রকৃত গৃহিণী বা সহ-ধর্ম্মিনী বলা যায় না।

পুরুষ পুরুষের কার্য্য এবং রমণী স্ত্রীর কার্য্য শিক্ষা করিবে, উভয়ে মিলিয়া এক হইয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিবে। এই জন্যই সংসারে এক অর্দ্ধাঙ্গ পুরুষ, আর এক অর্দ্ধাঙ্গ স্ত্রী—উভয়ে মিলিয়া একাঙ্গ হয়। পুরুষ সংসারে দাস, স্ত্রী সংসারে দাসী। দাস মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া ব্যবসা করিয়াই হউক, পরের দাসত্ব করিয়াই হউক, আর যেরূপেই হউক অর্থ উপার্জ্জন করিয়া আনিবে, দাসী মিতব্যয় করতঃ সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করিবে। দাস কাহার জন্য কঠোর পরিশ্রম করে? মাতা, ভগ্নী, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, ভ্রাতা প্রভৃতি যাঁহারা তাহার উপরে নির্ভর করে, তাহাদের জন্য; সুতরাং তিনি মাতা ভগ্নী প্রভৃতি পরিবারবর্গের আপথোরাকী বিনাবেতনের দাস। এই হিসাবে স্ত্রী তাহার সংসারে দাসী, কিন্তু পুরুষের ন্যায় নিজ মাতা, ভগ্নী প্রভৃতির দাসী নহেন, স্বামীর মাতা ভগ্নী প্রভৃতির দাসী। এই কারণে স্ত্রীর কার্য্য পুরুষাপেক্ষা কঠিন, তাই স্ত্রীলোকের বিশেষ শিক্ষা

আবশ্যক। পরকে আপন করিতে পারা, আপনার জনকে ছাড়িয়া, পরের জনের সেবা করা সহজ শিক্ষার কার্য্য নহে—বই পড়িয়া হয় না। স্ত্রী সংসারের দাসী হইলেও পুরুষের ন্যায় বিনা বেতনের দাসী নহে। তাঁহার কিঞ্চিৎ স্বার্থ আছে। তিনি যেমন সংসারে দাসীত্ব করেন, তেমনি খোরাক-পোষাক, নগদ অর্থ, অলঙ্কারাদি পান। কিন্তু খোরাক-পোষাক পাইলেও তিনি নিঃস্বার্থদাসী, যে স্ত্রী মনে করেন পরের সেবার্থই তাঁহার জীবন, তিনিই প্রকৃত দাসী, তিনিই সংসারের প্রকৃত কর্ত্তৃর যোগ্যা; একান্নভুক্ত পরিবার মধ্যে থাকিয়া কেবল তিনিই আপন কর্ত্তব্য পালন করিতে পারেন। আপখোরাকী দাস তাঁহার নিকট কি আশা করে? প্রাণের সহিত একটু সেবা, একটু যত্ন, একটু ভালবাসা, আর কি? ইহাতে যে স্ত্রী আপনাকে দাসী মনে করিয়া কুণ্ঠিতা হয়, সে স্ত্রী নামেরই অযোগ্যা। তিনি যতই শিক্ষিতা হউন, তাঁহাকে স্ত্রী বলা যায় না হিন্দু রমণীর ন্যায় তিনি প্রকৃত শিক্ষা পান নাই বলিতে হইবে। ইউরোপের সুসভ্য সমাজের স্ত্রীর ন্যায় তিনি স্বামীকে তাঁহার 'সহিস' (Bride-groom) অপেক্ষা বেশী মনে করেন না।

স্ত্রীকে হিন্দুধর্ম্মে সহধর্ম্মিণী বলে। এই সহধর্ম্মিণী অর্থ সমান ধর্ম্মি বটে, কিন্তু এখন যেরূপ স্ত্রীকে সহধর্ম্মিণী বলে তাহা নহে। ইহার অর্থ কেরাণীর স্ত্রী কেরাণী হইবে, উকীলের স্ত্রী উকীল হইবে, দোকানদারের স্ত্রী দোকানদারিনী হইবে, তাহা নহে। মাতা, ভগ্নী, স্ত্রী পুত্রাদি প্রতিপালনের জন্য অর্থোপার্জ্জনে এক অঙ্গ অর্থাৎ স্বামী যেমন কঠোর পরিশ্রম সহকারে অপরের দাসত্ব করিবেন, স্ত্রীও তেমনি শাশুড়ী, ননদিনী, স্বামী পুত্র কন্যার প্রতিপালনের জন্য নিজ সংসারে দাসীত্ব করিবেন। এইরূপ দাসীকেই সহধর্ম্মিণী বলে। নিজ সংসারের দাসত্বই পুরুষের ধর্ম্ম। যে স্ত্রী স্বামীর এই ধর্ম্মের অর্দ্ধাংশ ভার গ্রহণ করেন তিনিই প্রকৃত সহধর্ম্মিণী, এইরূপ দাসীই সংসারের প্রকৃত দাসী, গৃহের প্রকৃত গৃহিণী, স্বামীর প্রকৃত সখী, স্বামীর প্রকৃত বন্ধু, স্বামীর প্রকৃত উপদেষ্ট্রী, এবং স্বামীর সহধর্ম্মিণী হইয়া স্বামীকে কর্ত্তব্যের পথে অটল রাখিতে পারেন।

পুরুষ সংসারে একাধারে রাজা, দাস, বিচারক ও প্রতিপালক। স্ত্রী রাণী, মন্ত্রী, দাসী, বিচারকর্ত্তৃ ও প্রতিপালিকা। অন্যান্য সকলেই প্রতিপাল্য। যে সংসারে সকলেই রাজা অর্থাৎ কর্ত্তার বশ্যতা স্বীকার করে, সেই সংসারের সকলেই সুখে থাকে, সেই সংসারই সুখের সংসার। যে রাজ্যে সকলেই স্ব স্ব প্রধান, কেহ কাহাকেও মানে না, সে রাজ্য যেমন টিকিতে পারে না, যে সংসারে

সকলেই স্ব স্ব প্রধান, সে সংসারও তেমনি টিকিতে পারে না। স্বামীকে মনে করিতে হইবে সংসারের জন্যই তিনি, স্ত্রীকেও তেমনি মনে করিতে হইবে স্বামীর সংসারের জন্যই তিনি। স্বামীকে মনে করিতে হইবে তিনি সংসারের অধীন অথচ স্বাধীন এবং কর্ত্তা, স্ত্রীকে মনে করিতে হইবে তিনি তাহার স্বামী ও সংসারের অধীন, অথচ স্বাধীন এবং কর্ত্তৃ। রাজা এবং রাণী আত্মসুখে মত্ত হইলে রাজ্য যেমন ছারখার হয়, কর্ত্তা ও কর্ত্তৃ আত্মসুখে মত্ত হইলে সে সংসারও তেমনি ছারখার হয়। সংসারক্ষেত্রে স্বামী ও স্ত্রী স্বেচ্ছাসেবক। স্বেচ্ছাসেবক যেমন আত্মসুখের প্রতি কিছুমাত্র দৃষ্টি না করিয়া পরের সুখের জন্য সম্পূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ করে, সংসারের কর্ত্তা এবং কর্ত্তৃও তদ্রূপ আত্মনিয়োগ করিবেন। ইহাতে আমি দাস, আমি দাসী, ইহা বিবেচনা করিয়া মন ছোট করিলে চলিবে না। ইহাই হিন্দুর সংসারের নিয়ম। স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েই এইভাবে শিক্ষিতা হওয়া আবশ্যক। স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ে মিলিয়াই যদি একাঙ্গ হয়, তবে কে কাহার দাস, কে কাহার দাসী? তবে কর্ত্তার অধীনতা স্বীকার সকলকেই করিতে হইবে। কিন্তু অধীনতা স্বীকার করিলেই যে দাসী হইল, এমন কোন কথা নাই। প্রকৃত পক্ষে কর্ত্তা সংসারের প্রতিপালক, স্ত্রী প্রতিপালিকা, মাতৃ স্বরূপা। মাতা পুত্র কন্যা গর্ভে ধারণ করেন, পরে তাহাদিগকে কত কষ্টে প্রতিপালন করেন, তাই বলিয়া মাতাকে কি পুত্র কন্যার দাসী বলিতে হইবে? না তিনি আপনাকে পুত্র কন্যার দাসী মনে করিবেন? সুতরাং কর্ত্তৃ আপনাকে সংসারের দাসী মনে করিবে কেন? মাতৃ স্থানীয়া মনে করিবেন।

সংসারের কর্ত্তা হইলেই পুরুষ স্বাধীন নহে। সাংসারিক কার্য্যে তাঁহাকে স্ত্রীর অধীনতা স্বীকার করিতে হয়। আহার বিষয়ে পুরুষের কিছুমাত্র স্বাধীনতা নাই। অতিকষ্টে উপার্জ্জিত অর্থ স্ত্রীর হস্তে দিয়া আহারের জন্য তাহার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিতে হয়। প্রকৃত হিন্দু রমণী অন্নপূর্ণারূপে অতি যত্নে রন্ধন করিয়া স্বামীকে আহার করাইয়া নিজেকে সৌভাগ্যবতী জ্ঞান করেন। আর যিনি বিলাসিনী, সংসারের খাটুনি যিনি দাসীত্ব মনে করেন, তিনি পাচকের উপর বরাত দিয়া নিশ্চিন্ত হন। এই দুইয়ের মধ্যে কোন্‌টী ভাল, কোন্‌টী রমণীর কর্ত্তব্য, যিনি সুশিক্ষা পাইয়াছেন, নিজের মাতা প্রভৃতিকে করিতে দেখিয়াছেন তিনিই বাছিয়া লইতে পারিবেন। যাহারা পুরুষের সহিত সমান অধিকার পাইতে চান, তাহারা কিছুতেই এ শিক্ষা গ্রহণ করেন না। সুতরাং সেখানে স্বামী নিজের সংসারেই ঠিক পরের মত পর-প্রত্যাশী হইয়া থাকেন। সে সংসারে কে থাকিবে,

আর কাহাকে তাড়াইতে হইবে এ বিষয়েও স্ত্রী সম্পূর্ণ স্বাধীনা। যদি স্ত্রী কেবল দাসীই হইতেন, তবে কি শাশুড়ীকে তাড়াইয়া নিজের মাতাকে আনিয়া রাখিতে পারিতেন—দেবরকে তাড়াইয়া নিজের ভ্রাতাকে আনিয়া রাখিতে পারিতেন। সুশিক্ষা না পাওয়াতেই আমাদের সংসার এখন এই দশায় উপস্থিত হইয়াছে।

হিন্দুগণ কোন দিনই স্ত্রীকে দাসী বিবেচনা করেন না। তবে বিবাহ করিতে যাত্রা করিবার সময় মাতা জিজ্ঞাসা করিলে বলিতে হয় "মা! তোমার জন্য দাসী আনিতে যাইতেছি।" কিন্তু এই কথাতেই কেহ দাসী হয় না। আমি যদি মাতার দাস হই তবে আমার স্ত্রী আমার মাতার দাসী না হইবেই বা কেন? কোন পুরুষ মাতার দাসত্ব স্বীকার করিতে অপমান মনে করিলে, তাহার স্ত্রীও অবশ্যই তাঁহার মাতার দাসীত্ব স্বীকার করিতে অপমান বোধ করিতে পারে। কিন্তু এহেন পুরুষ আবার অবলীলাক্রমে শাশুড়ীর দাসত্ব স্বীকার করে। যে পুত্র মাতার দাস হইতে লজ্জা বোধ করে, সে কি পুত্র নামের যোগ্য? সে কি সংসারে কর্ত্তা হইবার যোগ্য? সে মাতার দাস হইল না বটে কিন্তু স্ত্রীর পুরা মাত্রায় দাস হইল। প্রকৃত হিন্দুরমণী স্বামীকে এইরূপ দাসত্ব করিতে বাধ্য করে না বরং লজ্জা বোধ করে।

কেহ কেহ বলেন "হিন্দুগণ স্ত্রীকে রত্ন বলিতেন বটে, কিন্তু রত্নরূপে ব্যবহার করিবার জন্য অথবা বাস্তবিক সহধর্ম্মিণী করিবার জন্য স্ত্রী লাভের চেষ্টা করিতেন তাহা নহে। স্ত্রী দাসীর মত খাটিবে, নিজে না খাইয়া এবং সহস্র কষ্ট স্বীকার করিয়া পুরুষের সেবা করিবে এবং সংসারের স্থিতি সাধন করিবে এই জন্যই স্ত্রীর প্রয়োজন হইত। এখন দেশ মধ্যে সভ্যতার বিস্তারে জীবনযাত্রার উচ্চতর আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। লোকের বিবাহিত জীবনের দায়ীত্ব জ্ঞান জন্মিতেছে, নারীজাতির প্রতি সম্মান বর্দ্ধিত হইতেছে, নারীজাতিকে সুশিক্ষিতা করা হইতেছে, সুতরাং এখনকার শিক্ষিত পুরুষ এরূপ ইচ্ছা করেন না যে তাঁহার স্ত্রী দাস-দাসীর মত খাটিয়া কষ্ট পায়।" এইরূপ সুশিক্ষিত পুরুষের নিকটেই এখন স্ত্রীগণ কুশিক্ষা পাইতেছে।

হিন্দুর সংসারে স্ত্রী দাসীই বটে, কিন্তু কাহার দাসী? শাশুড়ীর দাসী, স্বামীর দাসী, ননদিনীর দাসী, পুত্রের দাসী, কন্যার দাসী ইত্যাদি। এক কথায় সংসারে প্রতিপাল্য যত থাকে, স্ত্রী অর্থাৎ গৃহকর্ত্রী সকলেরই দাসী, তেমনি পুরুষও সেই সকলেরই দাস। রাজা-রাণী প্রজারক্ষা করেন বলিয়াই কি তাঁহাদিগকে প্রজার দাস দাসী বলিতে হইবে? যে স্ত্রী কর্ত্রী হইয়াও নিজেকে

সংসারের দাসী মনে করিতে পারেন না, নিজের সুখ সচ্ছন্দতার দিকে ষোল আনা দৃষ্টি রাখেন, আর কাহারও দিকে ফিরিয়াও দেখেন না, সে স্ত্রী হিন্দুর সংসারের যোগ্যা নহেন—সে স্ত্রী হিন্দু রমণীত্বের দাবী করিতে পারেন না। ইহা "মনুষ্যত্ব" নহে, হিন্দুর শাস্ত্রে এবং মনুষ্যের চক্ষে "পশুত্ব"।

শ্রীবিনোদবিহারী শর্ম্মরায় পুরাতত্ত্ব বিশারদ।

যজুর্ব্বেদীয় শবসৎকার বিধি।*

গোময়লিপ্ত অনাচ্ছাদিত স্থানে দক্ষিণাগ্রকুশের উপর আসন্নমৃত্যু ব্যক্তিকে দক্ষিণশিরা করিয়া শুয়াইবে।

যদি সময় পাওয়া যায় তাহা হইলে অঙ্গপ্রায়শ্চিত্তের ধেনু, সুবর্ণ, রৌপ্য, ভূমি ও তিলপাত্র উৎসর্গ করিবে। "প্রেতমঞ্জরী"তে এইস্থলে একমাত্র 'বৈতরণীই' বিহিত আছে। এই সমস্ত কার্য্য দুই একদিন পূর্ব্বেও হইতে পারে। (১)

অঙ্গপ্রায়শ্চিত্ত ধেনু প্রভৃতি দানেররীতি।

ধেনুদান।

পূর্ব্বাভিমুখে বসিয়া আচমন করিয়া "এতস্যৈ অঙ্গপ্রায়শ্চিত্তমূল্যোপকল্পিত ধেনবে নমঃ। এতদধিপতয়ে ওঁ রুদ্রায় নমঃ" বলিয়া ফুলচন্দন দিয়া পূজা করিয়া "সম্প্রদানায় ব্রাহ্মণায় নমঃ" বলিয়া কুশবারি প্রোক্ষণ করিবে। পরে কুশ, তিল ও জল লইয়া উৎসর্গ করিবে—"বিষ্ণুরোঁতৎসৎ অদ্য অমুক মাসি অমুক পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রস্য অমুক দেবশর্ম্মণঃ বর্ম্মণঃ গুপ্তস্য দাসস্য বা আজন্মকৃত-পাপক্ষয়কামঃ এতাং অঙ্গপ্রায়শ্চিত্তমূল্যোপকল্পিতাং ধেনুং গন্ধাদ্যর্চ্চিতাং রুদ্র-দেবতাকাং যথানামগোত্রায় ব্রাহ্মণায় অহং দদানি" বলিয়া উৎসর্গ করিবে। পরে দক্ষিণান্ত করিবে যথা :—"অস্যেত্যাদি অমুক গোত্রস্য অমুকস্য আজন্মকৃতপাপক্ষয়-

* কায়স্থগণের আবশ্যক বলিয়া এই বিধান মুদ্রিত হইল। পঃ সঃ

এই দান কার্য্য প্রতিনিধি দ্বারা করাইবার ব্যবস্থা যেরূপ তাহাই লিখিত হইল। স্বয়ং করিতে পারিলে ষষ্ঠ্যন্ত বিভক্তিস্থানে প্রথমান্ত হইবে অর্থাৎ "গোত্রস্য" স্থানে "গোত্র" এইরূপ হইবে।

কামনয়া কৃতৈতৎ অঙ্গ প্রায়শ্চিত্তমূল্যোপকল্পিত ধেনুদানকর্ম্মণঃ সাঙ্গতার্থং দক্ষিণা-মিদং কাঞ্চনং তন্মূল্যং বা যথানামগোত্রায় ব্রাহ্মণায় অহং দদানি" বলিয়া দক্ষিণা দিয়া "অঙ্গ প্রায়শ্চিত্তমূল্যোপকল্পিতধেনুরিয়ং রুদ্রদেবতাকা" বলিবে। পরে বা প্রভৃতি নিম্নরূপে দান করিবে।

সুবর্ণ দান, যথা :—

"এতস্মৈ অঙ্গ প্রায়শ্চিত্তমূল্যোপকল্পিত সুবর্ণায় নমঃ, এতদধিপতয়ে শ্রীবিষ্ণবে নমঃ, এতৎ সম্প্রদানায় ব্রাহ্মণায় নমঃ। অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রস্য অমুকস্য আজন্মকৃতপাপক্ষয়কামঃ ইদং সুবর্ণং [যদি আশী রতি স্বর্ণ দান হয় তাহা হইলে স্থলে—ইমং সুবর্ণং—বলিবে] শ্রীবিষ্ণুদৈবতং যথানামগোত্রায় ব্রাহ্মণায় অ দদানি" বলিয়া উৎসর্গ করিবে। পরে দক্ষিণা দিবে।

দক্ষিণা বাক্য :—"অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রস্য অমুকস্য আজন্মকৃতপাপক্ষ কামনয়া কৃতৈতৎ সুবর্ণদান কর্ম্মণঃ সাঙ্গতার্থং দক্ষিণাং ইদং কাঞ্চনমূল্যং যথানা গোত্রায় ব্রাহ্মণায় অহং সম্প্রদদানি" বলিয়া দক্ষিনান্ত করিবে।

রৌপ্যদান :—

"এতস্মৈ অঙ্গ প্রায়শ্চিত্তমূল্যোপকল্পিত রজতায় নমঃ, এতদধিপতয়ে বিষ্ণবে ন এতৎ সম্প্রদানায় ব্রাহ্মণায় নমঃ" বলিয়া কুশবারি প্রোক্ষণ করিয়া "অদ্যেত্যা অমুকগোত্রস্য অমুকস্য আজন্মকৃতপাপবিমোচনকামঃ এতৎ রজতং শ্রীবিষ্ণুদৈ যথানামগোত্রায় ব্রাহ্মণায় অহং দদানি"।

দক্ষিণাবাক্য :—"অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রস্য অমুকস্য আজন্মকৃতপা কামনয়া কৃতৈতৎ রজতদান-কর্ম্মনঃ সাঙ্গতার্থং দক্ষিণামিদং কাঞ্চনমূল্যং শ্রী দৈবতং যথানামগোত্রায় ব্রাহ্মণায় অহং দদানি।"

ভূমিদান যথা :—

"এতস্মৈ ভূমৌ (বা এতস্মৈ ভূমিমূল্যায়) নমঃ, এতদধিপতয়ে বিষ্ণবে নম সম্প্রদানায় ব্রাহ্মণায় নমঃ" বলিয়া কুশবারি প্রোক্ষণান্তে "অদ্যেত্যাদি অমুক অমুকস্য আজন্মকৃতপাপক্ষয়কামঃ ইমাং ভূমিং (বা এতদ্ভূমিমূল্যং) বিষ্ণু যথানামগোত্রায় ব্রাহ্মণায় অহং দদানি" বলিয়া দান করিবে।

দক্ষিণাবাক্য :—অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রস্য অমুকস্য আজন্মকৃতপাপক্ষয় কৃতৈতৎভূমিদান-কর্ম্মণঃ (বা কৃতৈতদ্ভূমিমূল্যাদানকর্ম্মণঃ) সাঙ্গতার্থং দক্ষি কাঞ্চনং তন্মূল্যং বা বিষ্ণুদৈবতং যথানামগোত্রায় ব্রাহ্মণায় অহং দদানি।"

তিলপাত্রদান :—

"এতস্মৈ তিলপূর্ণপাত্রায় নমঃ, এতদধিপতয়ে বিষ্ণবে নমঃ, এতৎ সম্প্রদানায় ব্রাহ্মণায় নমঃ" বলিয়া কুশবারি প্রোক্ষণ করিয়া "অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রস্য অমুকস্য আজন্মকৃতপাপক্ষয়কামঃ ইদং তিলপূর্ণপাত্রং শ্রীবিষ্ণুদৈবতং যথানামগোত্রায় ব্রাহ্মণায় অহং সম্প্রদদানি" বলিয়া উৎসর্গ করিবে।

দক্ষিণাবাক্য :—"অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রস্য অমুকস্য আজন্মকৃতপাপক্ষয়-কামনয়া কৃতৈতৎ তিলপাত্রদানকর্ম্মণঃ সাঙ্গতার্থং দক্ষিণাং ইদং বিষ্ণুদৈবতং যথানামগোত্রায় ব্রাহ্মণায় অহং দদানি" বলিয়া দক্ষিণা দিবে।

"কৃতৈতৎ অঙ্গ প্রায়শ্চিত্তমূল্যোপকল্পিত ধেন্বাদি দানকর্ম্মানি অচ্ছিদ্রাণি সন্তু" বলিবে। "ওঁ সন্তু" ইহা ব্রাহ্মণ বলিবেন। পরে জলে হাত দিয়া—"অদ্যেত্যাদি অমুক গোত্র শ্রীঅমুক শর্ম্মা বর্ম্মা বা কৃতেঽস্মিন্ অঙ্গপ্রায়শ্চিত্তমূল্যোপকল্পিত ধেন্বাদি দান কর্ম্মসু যদ্বৈগুণ্যং জাতং তদ্দোষপ্রশমনায় ওঁ বিষ্ণু স্মরণমহং করিষ্যে" বলিয়া "ওঁ বিষ্ণুঃ" দশবার উচ্চারণ করিবে।

বৈতরণী ধেনুদান, যথা :—

কৃষ্ণা গাভী, অভাবে ধেনুমূল্য ৫ কাহন কড়ি অভাবে মূল্য ১।০ (আঢ্য ব্যক্তির পক্ষে); ৩ কাহন কড়ি বা মূল্য ৸০ (মধ্যবৃত্তি ব্যক্তির পক্ষে); ১ কাহন কড়ি বা মূল্য ।০ (দরিদ্র পক্ষে); ইহার সহিত একখানি বস্ত্র আবশ্যক।

দান বাক্য।

"এতস্মৈ সবত্স-বৈতরণ্যৈ কৃষ্ণায়ৈ ধেনবে নমঃ। এতদধিপতয়ে বিষ্ণবে নমঃ। এতৎ সম্প্রদানায় ব্রাহ্মণায় নমঃ।" পরে—

"ওঁ যমদ্বারে মহাঘোরে তপ্তা বৈতরণী নদী।
তাঞ্চ তর্ত্তুং দদাম্যেনাং কৃষ্ণাং বৈতরণীঞ্চ গাম্॥"

পড়িয়া পুচ্ছদেশে বসিয়া কুশ, তিল ও জল লইয়া—"অদ্যেত্যাদি অমুক গোত্রস্য প্রেতস্য অমুকস্য সর্ব্বপাপবিমোচনপূর্ব্বক যমদ্বারাবস্থিত তপ্তবৈতরণী নদী সুখ-সন্তরণকামঃ এনাং বৈতরণীং কৃষ্ণাং ধেনুং গন্ধাদ্যর্চ্চিতাং রুদ্রদেবতাকাং যথা নাম গোত্রায় ব্রাহ্মণায় অহং সম্প্রদদানি" বলিয়া পুচ্ছে জল নিক্ষেপ করিবে। পরে দক্ষিণা দিবে। দক্ষিণা বাক্য :—"অদ্যেত্যাদি অমুক গোত্রস্য অমুকস্য সর্ব্বপাপ-বিমোচনপূর্ব্বক যমদ্বারাবস্থিত তপ্তবৈতরণী সুখসন্তরণকামনয়া কৃতৈতৎ কৃষ্ণা বৈতরণী ধেনুদান কর্ম্মণঃ সাঙ্গতার্থং দক্ষিণামিদং কাঞ্চনমূল্যং বিষ্ণুদৈবতং যথানাম

গোত্রায় ব্রাহ্মণায় অহং সম্প্রদদানি" বলিয়া দক্ষিণান্ত করিবে। পরে "ধেনুরিয়ং রুদ্রদেবতাকা" বলিবে।

পরে "কৃতৈতৎ কৃষ্ণা বৈতরণী ধেনুদান কর্ম্মাচ্ছিদ্রমস্তু" বলিবে "ওঁ অস্তু" ব্রাহ্মণ বলিবেন। পরে জলে হাত দিয়া "অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্র শ্রীঅমুক-দেবশর্ম্মা বর্ম্মা ইত্যাদি কৃতেঽস্মিন্ কর্ম্মণি যদ্বৈগুণ্যং জাতং তদ্দোষপ্রশমনায় ওঁ বিষ্ণুস্মরণমহং করিষ্যে" বলিয়া দশবার "ওঁ বিষ্ণুঃ" উচ্চারণ করিবে॥

(মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে আসন্ন-মৃত্যু ব্যক্তিকে এদেশে তারকব্রহ্মনাম শ্রবণ করান হয়।)

পরে মৃত হইলে (১) পুত্রাদি আত্মীয়গণ শবকে বস্ত্রাচ্ছাদন দিয়া শ্মশানে লইয়া যাইবে। সেখানে যাইয়া দাহস্থান পরিষ্কার করিয়া গোময় লেপন করিবে ও উহার উপর চিতা প্রস্তুত করিবে; চিতার উপর বহুতর কুশ পাতিয়া তাহার উপর শবকে দক্ষিণ শিরা (২) করিয়া শুয়াইবে। পুরুষকে উপুড় করিয়া ও স্ত্রীকে চিৎ করিয়া শুয়াইতে হয়। শবকে চিতায় তুলিবার পূর্ব্বে ঘৃত মাখাইয়া স্নান করাইবে॥ (৩)

স্নানমন্ত্র :—ওঁ গয়াদীনি চ তীর্থানি যে পুণ্যাঃ শিলোচ্চয়াঃ।
কুরুক্ষেত্রঞ্চ গঙ্গাঞ্চ যমুনাঞ্চ সরিদ্বরাম্॥

(১) এখানে হলায়ুধকৃত "ব্রাহ্মণসর্ব্বস্বে" দেখা যায় যে বাড়ীতেই মৃতব্যক্তিকে ঘৃত মাখাইয়া মন্ত্রে পড়িয়া স্নান করাইয়া বস্ত্রাদি পরিধান ও নাসাকর্ণ প্রভৃতি ছিদ্রে সাতটি স্বর্ণশলাকা দিবার ব্যবস্থা আছে। আর গৃহ হইতে অন্নপাক করিয়া আমপাত্রে ঐ অন্ন শবের সঙ্গে লইয়া যাইতে হয়। কিছুদূরে রাস্তায় শবকে নামাইয়া ঐ স্থানে রাস্তায় অর্দ্ধেক অন্ন ফেলিয়া দিতে হয়, বাকী অর্দ্ধেক চিতাপিণ্ডের জন্য লইয়া যাইতে হয়।

(২) রঘুনন্দনের মতে সামবেদী ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্য সকলে বর্ণের জন্য মৃত্যুর পূর্ব্বে এবং মৃত হইলে উত্তর শিয়র করাইবে। প্রেত মঞ্জরী মতে সর্ব্বদাই উত্তর শিয়র হইবে। হলায়ুধ মতে মৃত্যুকালে দক্ষিণ শিয়র করাইবে। কিন্তু দাহকালে উত্তর শিয়র করাইবে। কিন্তু পারস্কর গৃহ্যের ভাষ্যকার হরিহর বলেন কি মৃত্যুকালে, কি মৃত হইলে সর্ব্বদাই দক্ষিণ শিয়র করাইবে।

(৩) 'প্রেতমঞ্জরীতে' স্নানের মন্ত্র নাই, ঘৃত মাখাইয়া স্নানের ব্যবস্থা নাই, ইহাতে মৃত্তিকা ও জল দ্বারা মৃত ব্যক্তির দেহ প্রক্ষালন পূর্ব্বক স্নান করাইবার কথা আছে এবং মাত্র একখণ্ড স্বর্ণ মুখে দিবার ব্যবস্থা আছে। স্নান করানার পর বস্ত্র মাল্যাদি পরাইয়া শবশরীরে ঘৃত মাখাইয়া চন্দন কাষ্ঠাদির চিত চিতরে স্থাপন করিবে। কুশ দিবার কথা নাই।

গৃহ্যেও মন্ত্রদ্বারা স্নানের কথা নাই, সেখানে অমন্ত্রক স্নানের কথা আছে, তবে স্নানের পূর্ব্বে ঘৃত মাখাইবার কথাও আছে। [পারস্কর গৃহ্যের তৃতীয় কাণ্ডে দশম কণ্ডিকা দ্রষ্টব্য]।

কৌশিকীং চন্দ্রভাগাঞ্চ সর্ব্বপাপপ্রণাশিনীম্।
ভদ্রাবকাশাং সরযূং গণ্ডকীং পনসাং তথা।
বৈণবঞ্চ বরাহঞ্চ তীর্থং পিণ্ডারকং তথা।
পৃথিব্যাং যানি তীর্থানি চতুরঃ সাগরাং তথা॥
ধ্যাত্বা তু মনসা সর্ব্বে কৃতস্নানং গতাসুষম্।

এই পর্য্যন্ত মন্ত্রে স্নান করাইয়া ধৌতবস্ত্র, উত্তরীয়, যজ্ঞোপবীত, মাল্য ও চন্দন প্রভৃতি পরাইয়া দুইকর্ণছিদ্রে দুইচক্ষে দুইনাসিকাছিদ্রে ও মুখে সাতটি স্বর্ণ-শলাকা দিয়া চিতায় তুলিয়া দিবে (উলঙ্গশব দাহ করিবে না) শবের উপর বহু-তর কুশ ও কাষ্ঠ দিবে।

[চিতাপিণ্ড দিতে হইলে এই স্থানে দিতে হয়। যথা :—পুত্র বা অধিকারী (রঘুনন্দন মতেস্নান করিয়া) বামজানু পাতিত করিয়া বিপরীতভাবে উত্তরীয় ধারণ পূর্ব্বক দক্ষিণাভিমুখে বসিয়া—

"ওঁ কুরুক্ষেত্রং গয়া-গঙ্গা-প্রভাস-পুষ্করাণি চ।
পুণ্যান্যেতানি তীর্থানি শবদাহে ভবন্তিহ॥"

এই মন্ত্র পড়িয়া "ওঁ নিহন্মি সর্ব্বং যদমেধ্যবদ্ধবৎ হতাশ্চ সর্ব্বেঽসুরদানবা ময়া।
রক্ষাংসি যক্ষাঃ সপিশাচসঙ্ঘা হতা ময়া যাতুধানাশ্চ সর্ব্বে॥"

এই মন্ত্রে পিণ্ডস্থান প্রস্তুত করিয়া তাহাতে "অপহতা অসুরা রক্ষাংসি বেদিষদঃ' এ 'ওঁ নিহন্মি সর্ব্বং ইত্যাদি" মন্ত্রে দক্ষিণাগ্ররেখা করিয়া পিণ্ডস্থান উৎসর্গ করিবে। যথা—

"অমুকগোত্র প্রেত অমুকদেবশর্ম্মন্ বর্ম্মন্ গুপ্ত বা দাস এতত্তে অবনেনিক্ষ উপতিষ্ঠতাং" বলিয়া জল দিবে, ও সাগ্রসমূলকুশ আস্তরণ করিয়া "অপহতা ইত্যাদি' মন্ত্রে তিল ছড়াইয়া দিয়া পিণ্ড লইয়া "ওঁ অমুকগোত্র প্রেত অমুক এতত্তে পিণ্ডমুপতিষ্ঠতাং" বলিয়া কুশের উপর পিণ্ড দিবে, পরে পাত্রপ্রক্ষালন জল লইয়া। "অমুকগোত্র প্রেত অমুকএতত্তে প্রত্যবনেজনং উপতিষ্ঠতাং" বলিয়া পিণ্ডের উপর দিবে।

পারস্করগৃহ্য তাহার, ভাষ্যকার হরিহর ও প্রেতমঞ্জরীমতে চিতাপিণ্ডের ব্যবস্থা নাই। আমরা যে এখানে ইহা বন্ধনীতে দিলাম তাহার কারণ হলায়ুধ ও রঘুনন্দন উভয়েই চিতাপিণ্ডের কথা ধরিয়াছেন।]

পরে প্রাচীনাবীতী হইয়া (অর্থাৎ দক্ষিণস্কন্ধে যজ্ঞোপবীত ও উত্তরীয় ধারণ করিয়া) মৌনভাবে বামহস্তে অগ্নি লইয়া তিনবার প্রদক্ষিণ করত এইমন্ত্র পড়িবে—

"ওঁ কৃত্বা তু দুষ্কৃতং কর্ম্ম জানতা বাপ্যজানতা।
মৃত্যুকালবশং প্রাপ্য নরং পঞ্চত্বমাগতম্ ॥
ওঁ ধর্ম্মাধর্ম্ম সমাযুক্তং লোভমোহসমাবৃতম্।
দহেয়ং সর্ব্বগাত্রাণি দিব্যান্ লোকান্ স গচ্ছতু ॥

এই মন্ত্র পড়িয়া শবের মস্তকে অগ্নি দিবে। দাহের কিছু অবশিষ্ট থাকিতে প্রাদেশপরিমিত সাতখানি কাষ্ঠ লইয়া চিতা না দেখিয়া দক্ষিণ দিকে যাইবে ও "ওঁ ক্রব্যাদায় নমস্তুভ্যং" এইমন্ত্র একবার পড়িয়া জলন্ত চিতার কাষ্ঠের উপর সাত-বার কুঠারাঘাত করিয়া ঐ সাতখানি কাঠ এক এক করিয়া চিতার দক্ষিণভাগে অগ্নির উপর দিবে।

[সাগ্নিক পক্ষে :—"ওঁ অস্মাত্ত্বমধিজাতোঽসি ত্বদয়ং জায়তাং পুনঃ।
অসৌ স্বর্গায় লোকায় স্বাহা" (বা ৩৫।২২)

এই মন্ত্র পড়িয়া পুরুষদিগকে অগ্নি দিয়া দাহ করিবে। কিন্তু সাগ্নিকের স্ত্রীদিগকে "ওঁ কৃত্বা তু" ইত্যাদি মন্ত্রেই অগ্নি দিতে হইবে ॥]

পরে দগ্ধ শেষ (অস্থি) জলে নিক্ষেপ করিবে। (গঙ্গায় অস্থি নিক্ষেপের বিশেষ ফলশ্রুতি আছে।) নিঃশেষ করিয়া দগ্ধ করিতে নাই। পরে চিতা নির্ব্বাণ করিয়া "ওঁ অপ নঃ শোশুচদঘং" [বা ৩৫।২১] এই মন্ত্রে বামহস্তের অনা-মিকাদ্বারা জল ক্ষেপণ করিয়া স্নান করিবে ও সকলেই তর্পন করিবে, যথা—দক্ষিণমুখে দাঁড়াইয়া প্রাচীনাবীতি হইয়া তিল ও মোটক লইয়া "অমুক গোত্র প্রেত অমুক দেবশর্ম্মন্ বর্ম্মন্ গুপ্ত বা দাস এতৎ সতিলোদকং তুভ্যং উপতিষ্ঠতাং" বলিয়া এক অঞ্জলি করিয়া জল দিবে। তিন অঞ্জলি করিয়া জল দিয়া তর্পন করিলে প্রেতের বিশেষ উপকার হয়।

অনন্তর অন্য বস্ত্রাদি পরিয়া কোনও চত্বরাদি স্থানে সকলে বসিয়া শোকা-পনোদন করিবে। যদি রাত্রিতে দাহ শেষ হয় তাহা হইলে দিবাভাগে ফিরিবে, আর যদি দিবাভাগে দাহ শেষ হয় তাহা হইলে রাত্রিতে গ্রামে আসিবে। আবশ্যক হইলে ব্রাহ্মণের অনুমতি লইয়া বালক বা বালকের অভাবে জ্যেষ্ঠকে অগ্রে করিয়া গ্রামে ফিরিবে। শ্মশান হইতে আসিবার সময় পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিবে না। অনন্তর গৃহদ্বারে দাঁড়াইয়া নিম্বপত্র দাঁতে কাটিয়া আচমন করিয়া পর পর উদক, অগ্নি, গোময়, শ্বেতসর্ষপ, তৈল স্পর্শ করিয়া একখানি পাথরে পদক্ষেপপূর্ব্বক

গৃহে প্রবেশ করিবে (১)। জ্ঞাতিভিন্ন স্বজাতিরা শবস্পর্শ করিলে কেবলমাত্র ঘৃত সেবন করিলে শুদ্ধ হইবে।

পূরকপিণ্ড বা ঘাটপিণ্ড।

অশৌচ সম্বন্ধে মনু বলিয়াছেন যে—

ব্রাহ্মণের দশ দিন অশৌচ; ক্ষত্রিয়ের দ্বাদশ দিন, বৈশ্যের পঞ্চদশ দিন ও শূদ্রের ত্রিশ দিন অশৌচ হয়। ঐ মৃতাশৌচের প্রথমদিন হইতে পর পর নয়দিন এক একটি করিয়া প্রতিদিন পূরক পিণ্ড দিবে. শেষ দশম পিণ্ডটি ব্রাহ্মণ দশম-দিনে দিবেন, ক্ষত্রিয় (কায়স্থ) বারদিনের দিন দিবেন, বৈশ্য পনের দিনের দিন দিবেন ও শূদ্র ত্রিশদিনের দিন দিবেন। অশৌচান্ত দিনে সকল বর্ণেরই দশম পিণ্ডটি দিয়া ক্ষৌরাদি স্নান করার ব্যবস্থাই শাস্ত্রসিদ্ধ।

খণ্ডাশৌচেও দশপিণ্ড দিতেই হইবে। যদি সুবিধা হয় তাহা হইলে দিন অনু-সারে ভাগ করিয়া পূরক পিণ্ড দিবে, নচেৎ অশৌচের শেষ দিনেই দশটি পিণ্ড দিবে। পূরকপিণ্ড দানের সঙ্গে সঙ্গে নীরক্ষীর (জল ও দুধ) দানের ব্যবস্থা আছে। তাহা প্রথম দিনে এক অঞ্জলি, দ্বিতীয় দিনে দুই অঞ্জলি ও তৃতীয় দিনে তিনঅঞ্জলি, এইরূপে পঞ্চান্ন অঞ্জলি নীরক্ষীর দিবার ব্যবস্থা যাহা আছে তাহাও দিন-বিভাগ করিয়া পিণ্ডানুসারে দিতে হইবে। ঐ নীরক্ষীর ঘাটপিণ্ড দিবার ঘাটে জলের মধ্যে দুইটি খোঁটা পুতিয়া তাহাতে এড়ো বাঁধিয়া তাহাতে শূন্যে ঝুলাইয়া রাখি-বার যেরূপ ব্যবস্থা আছে তাহাও করিতে হইবে।

পূরকপিণ্ড বা ঘাটপিণ্ড দানের ব্যবস্থা।—

যথা—দক্ষিণাভিমুখে বসিয়া উত্তরীয় বিপরীত ভাবে রাখিয়া অর্থাৎ দক্ষিণস্কন্ধে রাখিয়া আচমন করিয়া প্রথমতঃ—

"নিহন্মি সর্ব্বং যদমেধ্যবদ্ভবেৎ, হতাশ্চ সর্ব্বেঽসুরদানবা ময়া।
রক্ষাংসি যক্ষাঃ স পিশাচসংঘা, হতা ময়া যাতুধানাশ্চ সর্ব্বে ॥"

এই মন্ত্রে পিণ্ড দিবার স্থানটিতে মাটি লেপিয়া পরিষ্কার করতঃ তাহাতে

(১) হলায়ুধের "ব্রাহ্মণ-সর্ব্বস্ব" পুস্তকে আচমন করিয়া বালক বা জ্যেষ্ঠ স্পর্শ করিয়া "ওঁ শমী-পাপং নাশয়তু" মন্ত্রে শমী স্পর্শ করিয়া "ওঁ অগ্নির্নঃ শর্ম্ম যচ্ছতু" মন্ত্রে অগ্নি স্পর্শ করিয়া জল গোময়, বৃষ, অজ, স্পর্শ করিয়া ঘৃতযুক্ত শ্বেতসর্ষপ মস্তকে গাত্রে নিক্ষেপ করিয়া "ওঁ অশ্মেব স্থিরোভূয়াসম্" মন্ত্রে প্রস্তরে পদক্ষেপপূর্ব্বক লৌহহস্ত হইয়া গৃহে প্রবেশ করিবে।

দক্ষিণাগ্র-রেখা করিবে এবং ঐস্থান অভ্যুক্ষণ করিয়া পিণ্ডস্থান উৎসর্গ করিবে, যথা—একটি মোটক লইয়া "অমুক গোত্র প্রেত অমুক এতত্তে অবনেনিক্ত উপতিষ্ঠতাম্" বলিয়া সজল মোটকটি রেখার উপর দিবে; পরে ঐ রেখার উপর কতকগুলি কুশ আস্তরণ করিয়া "অপহতা অসুরাঃ রক্ষাংসি বেদিষদঃ" বলিয়া তিল ছড়াইয়া দিবে। পরে তিল-মধু-ঘৃত-মিশ্রিত তপ্ত পিণ্ড অর্থাৎ গরম ভাতের পিণ্ড (শূদ্রের অন্নপিণ্ড দিতে নাই) দক্ষিণ হস্তে লইয়া "ওঁ অমুক গোত্রস্য প্রেতস্য অমুকস্য এতৎ প্রথম-পিণ্ডং শিরঃ পূরকং উপতিষ্ঠতাম্।" বলিয়া কুশের উপর দিবে। এইরূপ "দ্বিতীয়-পিণ্ডং কর্ণ-নাসিকা-পূরকং।" "তৃতীয়-পিণ্ডং গলাং সভুজবক্ষঃ পূরকং।" "চতুর্থ-পিণ্ডং নাভিলিঙ্গ-গুদপূরকং।" "পঞ্চম-পিণ্ডং জানুজঙ্ঘাপাদপূরকং।" "ষষ্ঠ-পিণ্ডং সর্ব্বমর্ম্মপূরকং।" "সপ্তম-পিণ্ডং সর্ব্বনাড়ীপূরকং।" "অষ্টম পিণ্ডং দন্তরোমপূরকং। "নবমপিণ্ড বীর্য্যপূরকং।" "দশমপিণ্ডং পূর্ণতাতৃপ্ততা ক্ষুদ্বিপর্য্যয়-পূরকং।" এইরূপে দশ পিণ্ড দিবে। প্রত্যেক দিন এক এক পিণ্ড দান করাই উচিত। যদি না হয় তাহা হইলে অশৌচান্ত দিনেই দশ পিণ্ড দিবে। পিণ্ড দান করিয়া পিণ্ডশেষ অন্ন পিণ্ডের চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া "অত্র প্রেতমাদয়স্ব যথাভাগমাবৃষায়স্ব" বলিয়া উত্তরাভিমুখ হইয়া—

"ওঁ বসন্তায় নমস্তভ্যং গ্রীষ্মায় চ নমো নমঃ।
বর্ষাভ্যশ্চ শরৎ সংজ্ঞ ঋতবে চ নমঃ সদা॥
ওঁ হেমন্তায় নমস্তভ্যং নমস্তে শিশিরায় চ।
মাস সংবৎসরেভ্যশ্চ দিবসেভ্যো নমো নমঃ॥"

পড়িয়া দক্ষিণাভিমুখে শ্বাস ত্যাগ করিবে। তাহার পর পিণ্ডপাত্র প্রক্ষালন করিয়া ঐ জলে মোটক ডুবাইয়া লইয়া "অমুক গোত্র প্রেত অমুক এতত্তে প্রত্যবনেজনং উপতিষ্ঠতাং।" বলিয়া পিণ্ডের উপর দিবে। পরে উর্ণাতন্তুময় বাস (মেষলোম) লইয়া "এতদ্বঃ প্রেতাবাসঃ" বলিয়া তাহাতে জলের ছিটা দিয়া "অমুক গোত্র প্রেত অমুক এতত্তে উর্ণাতন্তুময়ং বাস উপতিষ্ঠতাং" বলিয়া ঐ বাস পিণ্ডের পর দিবে। তদনন্তর গন্ধ পুষ্প দ্বারা অমন্ত্রক পিণ্ড পূজা করিবে।

নীর ক্ষীর দিবার নিয়ম॥ একটি আমপাত্রে (মৃত্তিকার কাঁচা সরায়) সলিল এক গণ্ডুষ জল ও অপর পাত্রে এক গণ্ডুষ দুগ্ধ রাখিয়া "ওঁ নীরায় নমঃ, ওঁ ক্ষীরায় নমঃ," বলিয়া জল ছিটাইয়া দিবে। পরে "ওঁবিষ্ণুঃ ওঁতৎসৎ অদ্য অমুক মাসি অমুক পক্ষে অমুক তিথৌ অমুক গোত্রস্য প্রেতস্য অমুকস্য স্নানার্থমিদং নীর

উপতিষ্ঠতাং" বলিয়া উৎসর্গ করিয়া "স্নাহি" বলিবে। পরে "অস্যেতাদি অমুক গোত্র প্রেত অমুক পানার্থমিদং ক্ষীরং তে উপতিষ্ঠতাম্। ইদংপিব" বলিবে। পরে কৃতাঞ্জলি হইয়া—

"ওঁ শ্মশানানলদগ্ধোঽসি, পরিত্যক্তোঽসি বান্ধবৈঃ।
ইদং নীরমিদং ক্ষীর-মত্র স্নাহি ইদং পিব॥
আকাশস্থো নিরালম্বো, বায়ুভূতো নিরাশ্রয়ঃ।
তৃষিতঃ ক্ষুধিতশ্চৈব, স্নাত্বা পীত্বা সুখী ভব॥"

এই দুইটি মন্ত্র পাঠ করিবে। পিণ্ডদানের পরে যে নীর ও ক্ষীরদানের বিধান আছে তাহাতে বিশেষ এই যে প্রথমদিনে একাঞ্জলি পরিমিত দুগ্ধ ও জলদান করিতে হয়, এইরূপে দ্বিতীয় দিনে দুই অঞ্জলি, তৃতীয় দিনে তিন অঞ্জলি, চতুর্থ দিনে চারি অঞ্জলি, পঞ্চম দিনে পাঁচ অঞ্জলি, ষষ্ঠ দিবসে ছয় অঞ্জলি, সপ্তম দিনে সাত অঞ্জলি, অষ্টম দিনে আট অঞ্জলি, নবম দিনে নয় অঞ্জলি, এবং অশৌচান্ত দিনে দশ অঞ্জলি জলদান কর্ত্তব্য। এইরূপ করিলেই পঞ্চান্ন অঞ্জলি জল হইয়া থাকে। মৃত্তিকাদ্বারা পঞ্চান্নটি জলপাত্র প্রস্তুত করিয়া তাহাতে তিলযুক্ত জল রাখিতে হয়। তাহার পর **কাক বলি** দিবে "গৃহে" ও "প্রেতমঞ্জরীতে" কাক বলি নাই) উপবীতী হইয়া আচমন করিয়া—"বায়সেভ্যঃ নমঃ" বলিয়া গন্ধ পুষ্প ভূমিতে নিক্ষেপ করিবে। পরে "অস্যেত্যাদি অমুক গোত্রস্য প্রেতস্য তৃপ্ত্যর্থং যমদ্বারাবস্থিত-নানা-দিগ্দেশীয় বায়সেভ্য এষ বলির্নমঃ।" বলিয়া তণ্ডুলাদি খাদ্য মাটিতে ছড়াইয়া দিবে। পরে কৃতাঞ্জলি হইয়া—

"কাক ত্বং যমদূতোঽসি গৃহাণ বলিমুত্তমম্।
যমলোকগতং প্রেতং ত্বমাপ্যায়িতুমর্হসি॥
কাকায় কাকপুরুষায় বায়সায় মহাত্মনে।
অত্র পিণ্ডং প্রযচ্ছামি কথ্যতাং ধর্ম্মরাজনি॥"

এইরূপে প্রত্যেক পিণ্ড দিবার দিন করিবে। প্রথম দিনে যে যে দ্রব্যে পিণ্ড দিবে শেষদিন পর্য্যন্ত সেই সেই দ্রব্য দেওয়া আবশ্যক। পিণ্ড জলে নিক্ষেপ করিবে। যদি সমর্থ হয় নীরক্ষীর উৎসর্গ করিয়া একরাত্রি অন্তরিক্ষে রাখিয়া প্রাতে জলে নিক্ষেপ করিবে। যদি যথাক্রমে পিণ্ড দেওয়া হয় তাহা হইলে প্রেতের বিশেষ উপকার হয়॥

শ্রীআশুতোষ তর্কতীর্থ।

কায়স্থ-জাতি ও ঋষিকুল-আশ্রম।

(পুনরাবৃত্তি ৩২৫ পৃষ্ঠার পর)

হে কায়স্থ ভ্রাতৃগণ! বহু দুঃখে আজ একথা বলিতে হইতেছে যে শুধু সেই সুদূর হরিদ্বার নহে—ঘরেও কায়স্থ-জাতির শত্রুর অভাব নাই। যে রক্ত জীব-দেহের জীবনী-শক্তি রক্ষা করে, যে রক্তকে শুদ্ধ ও অবিকৃত রাখিতে পথ্যাপথ্য ও নানা বিধিনিষেধ মানিতে হয়, প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয় বলিয়া দেহের ভিতরে যে রক্তকে জীব সযতনে লুকাইয়া রাখে, সেই সযত্ন-রক্ষিত শোণিত বিকৃত হইয়া জীবের মৃত্যুর কারণ—দেহীর দেহ-ত্যাগের পথ পরিষ্কার করিয়া দেয়; আর যাহার সহিত কোন দিন আলাপ পরিচয় নাই, চিরদিন যাহাকে অবহেলা ও পদদলিত করিয়া চলিয়া গিয়াছি, সেই শত-উপেক্ষিত পদদলিত বনৌষধি অকৃত্রিম সুহৃদরূপে, অযাচিত করুণা দেখাইবার জন্য জীবের বিকৃত-শোণিত পরিশোধিত করে, তার মরণের পথ বন্ধ করে এবং মৃতকল্প দেহে সঞ্জীবনী-শক্তি প্রদান করিয়া থাকে। আমাদের "কায়স্থ-সভার" কল্যাণে যাহারা বহু দিন লালিত পালিত হইয়া আসিয়াছিল, জননীরূপা জাতীয় সভার স্তন্য-পীযূষ-পানে জীবন ধারণ, সংসার-প্রতিপালন ও গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করিয়াছিল, সাধারণের অর্থ ভক্ষণ করিয়া আজও যাহারা সগর্ব্বে উন্নতশিরে সাধারণে প্রকাশ হইতে লজ্জিত হয় না, যাহাদের এতদিন লোকে জাতীয় সভার শোণিত-সম জ্ঞান করিয়া সযত্নে রক্ষা ও প্রতিপালন করিয়া আসিয়াছেন "কায়স্থ-সভার" অদৃষ্টে আজ দুই বৎসর সভার সেই শোণিত-বিকৃতি-রোগ দেখা দিয়াছে। সেই মুষ্টিমেয় স্বার্থসিদ্ধি সর্ব্বে দুষ্টশোণিত কায়স্থ-বন্ধু (?) সভাকে হীন ও হেয় প্রতিপন্ন করিয়া তাহাকে চিরতরে ধ্বংশ করিতে, কায়স্থ সভার অস্তিত্ব লোপ করিতে উদ্যত হইয়াছে। নানাবিধ প্রলাপ বাক্যে সভা সম্বন্ধে উদাসীন ও সভার সংসৃষ্ট বিহীন বহু বিদেশীয় সরল বিশ্বাসী কায়স্থগণকে বিপথে চালিত করিয়া সভার বিরুদ্ধে এক ভীষণ ষড়যন্ত্রের চেষ্টা করিতেছে—একথা কায়স্থ-পত্রিকার পাঠকের অবিদিত নাই; তাই আমরা সভার এই দুর্দ্দিনে, সভার জীবন রক্ষা কল্পে, সভার শোণিত-বিকৃত-রোগের প্রতিকার করিতে, অযাচিত করুণা দেখাইবার জন্য সমগ্র বঙ্গের কায়স্থ-সন্তানকে আহ্বান করিতেছি। আপনারা সম্বদ্ধ ও সম্মিলিত হউন। বিদ্বেষীর কুহকে ভুলিয়া জাতির সর্ব্বনাশ করিবেন না। কায়স্থ-সভার ভূতপূর্ব্ব মিত্ররূপী শত্রুগণকে প্রশ্রয় দিয়া তাহাদের আপাত-মনোহর-বাক্যে প্রতারিত হইয়া, সভার উন্নতি মূলে কুঠারাঘাত করিবেন না।.....

তাহারা এখন সভার অনুপবীতী সভ্যগণকে ত্যাগ করিতে পরামর্শ দেয় (পূর্ব্বে কিন্তু তাঁহাদের এরূপ মত ছিল না)। যাঁহারা পৈতা লন নাই বা লইতে চান নাই তাহাদিগকে ত্যাগ করিয়া সভার লাভের পরিবর্ত্তে ক্ষতিরই সম্ভাবনা অধিক; কায়স্থ-সভা শুধু পৈতাধারীরও সভা নহে। সভার কার্য্যকরী-সমিতি উপবীতী ও অনুপবীতী কায়স্থগণের সংমিশ্রণেই গঠিত। কায়স্থ জাতির শত্রু চারিদিকে; এমন কি সেই ৭০০ সাতশত মাইল দূরবর্ত্তী হরিদ্বার হইতেও কায়স্থ-জাতির উপর ধাক্কা আসিতেছে। এসময় গৃহবিবাদ গৃহ-ধ্বংশের কারণ হইবে। গৃহবিবাদে দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ জার্ম্মানীর অবস্থা অনুভব করুন; যদুবংশ ধ্বংশ, কুরুকুল নাশ, এবং রক্ষকুলনির্ম্মূল এ সমস্তই গৃহশত্রুদ্বারা সংশাধিত হইয়াছিল। উপবীতী ভিন্ন অন্যে কার্য্যকরী সভার সভ্য হইবে না, একথা কোন সম্পূর্ণ উপবীতী সমাজের বা প্রকৃত আনুষ্ঠানিক সভার আনুষ্ঠানিক সভ্য ব্যতীত অপরে বলিতে পারে না, বলিবার অধিকারও নাই; সুতরাং কায়স্থ-সভাও এই মারাত্মক সাংঘাতিক নীতির প্রশ্রয়দাতা হইতে পারে না। যখন শুধু পৈতাধারীর অর্থে—ধারে ও ভারে সভা চলিতে পারিতেছে না। তখন অকারণ উপবীতী ও অনুপবীতীর মধ্যে বিদ্বেষ প্রচার হিতকারী কোন কায়স্থেরই কর্ত্তব্য নহে।

কলিকাতার ভূতপূর্ব্বক স্বনামখ্যাত জুয়েলার ও লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসক শ্রীযুক্ত অবিনাশ চন্দ্র ঘোষ, (Bachelor of Homœpathy, Fellow of the National Homœpathic College, Leipzic; Germany,) মহাশয় উপনয়ন গ্রহণ করিবার পর কেবলমাত্র উপবীতী কায়স্থ লইয়া ১৩১১ সালে এক আনুষ্ঠানিক সভার সৃষ্টি করিয়াছিলেন, এবং ৭।৮ বৎসর কাহারও নিকট কোন প্রকার চাঁদা বা অর্থ সাহায্য না লইয়া সেই সভা চালাইয়াছিলেন। প্রতিবৎসর ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার দিনে কায়স্থ-পিতা শ্রীচিত্রগুপ্তের সমারোহ যজ্ঞ করিতেন। প্রতিবৎসর বাৎসরিক অধিবেশন সমারোহে সম্পন্ন করিতেন। প্রতি রবিবার এবং প্রতি পূণ্যতিথিতে নিজ ভবনে সংস্কার গ্রহণেচ্ছু কায়স্থ-সন্তানগণের উপনয়ন দেওয়াইতেন। এই সমস্ত কার্য্যই তিনি নিজের ব্যয়ে করিতেন। এই জন্য স্বভবনে বহু অর্থব্যয়ে অগ্নিহোত্র সংস্থাপন করিয়া বহু-সহস্র কায়স্থ সন্তানের উপনয়নের পথ করিয়া দিয়াছিলেন। আজ যে বঙ্গের পল্লী-নগরীতে কায়স্থের উপনয়নের স্রোত প্রবলবেগে বাহিতেছে তাহা তাঁহারাই অমানুষ স্বার্থত্যাগের জ্বলন্ত মহিমা। কায়স্থ জাতির দুর্ভাগ্যবশতঃ ৭ সাতবৎসর বাদে সেই

আনুষ্ঠানিক-সভার তিরোধানের পর আজ প্রায় ৯ নয়বৎসর হইয়া গেল এই বিশাল কায়স্থ-জাতির মধ্যে অর্থশালী এমন একজনেরও আবির্ভাব হয় নাই যাঁহার প্রাণ এই জাতীয় কার্য্যের জন্য কাঁদিয়াছে, যিনি পরমুখাপেক্ষী না হইয়া নিজের অর্থে এবং সামর্থে তাঁহার সেই প্রচারিত কায়স্থকীর্ত্তি অনুসরণ বা তদ্রূপ অন্য একটি কার্য্যকরী সভার সংগঠন করিতে পারিয়াছেন। যাহা তিনি একা করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, তাহা সহস্র জনে মিলিয়াও করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না—এইতো কায়স্থ-সভার এবং দুর্ভাগ্য কায়স্থ-জাতির অবস্থা। ভিক্ষা করিয়া, চাঁদা সংগ্রহ করিয়া, এ কার্য্য হয় না; চাই স্বার্থত্যাগ, চাই সেই প্রাণ, যে প্রাণ মানুষকে সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিতে শিক্ষা দেয়।*

ঋষিকুল আশ্রমের ভ্রান্তি দূর করিবার জন্য এই মাত্র বলিতেছি, যে এখন উক্ত ঘোষ মহাশয় ভগবানের কৃপায় সংসার-মায়ার অতীত আশ্রমান্তরে অবস্থান করিতেছেন। তাঁহার সেই উপনয়নের সময় প্রতিষ্ঠিত অগ্নিহোত্র আজও নির্ব্বাপিত হয় নাই। এখন তিনি গুরুকৃপায় শ্রীমদভিরামস্বামী নামে পরিচিত। কতশত ব্রাহ্মণ-সন্তান তাঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়া কৃতার্থ হইতেছেন। হরিদ্বারের ঋষিকুল! একবার আসিয়া দেখিয়া যাও; দেখিয়া তোমার অজ্ঞানতা ও কুসংস্কার দূর কর। আর একান্ত না আসিতে পার তবে তোমার নিকটেই ৺কাশীধামের শ্রীমদ্ জহ্নুস্বামীর (পূর্ব্বাশ্রমের তারিনীচরণ মুখোপাধ্যায়ের) নিকট অথবা মুজাপুরের শ্রীমদ মনুস্বামী কনোজিয়া ব্রাহ্মণ বৈদ্যনাথ তেওয়ারী অথবা অযোধ্যার পরিব্রাজিকা জানকী মাতাজীকে দেখিয়া তোমার চক্ষু সার্থক কর। এই দৃষ্টান্ত তোমার হিংসাদ্বেষকলুষিত-পঙ্কিলহৃদয়ে পবিত্রতা আনয়ন করিবে। ভারতের পবিত্র তীর্থপীঠে কায়স্থের উপরোক্ত ধ্যানস্তিমিতলোচন জটাচীরধারী ব্রাহ্মণকুলোদ্ভব তপস্বীও তপস্বিনী শিষ্যও শিষ্যাগণকে দেখিলে তবে তুমি কায়স্থের তপঃপ্রভাব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে। আর যদি ভগবদ্কৃপায় দুর্গম অরণ্য পর্ব্বত ভেদ করিয়া ভারতের কোন নিভৃত তপোবনে গিরিগুহা মধ্যে কখনও কোন দিগম্বর মহাপুরুষের সাক্ষাৎ পাও, তবে

*উপনয়ন বলিতেই যে সকলে এককালে উপবীত লইবেন তাহা আশা করা যায় না। যদি তাহা সম্ভব হইত তাহা হইলে উক্ত ঘোষ মহাশয় যে কালে কায়স্থ জাতিকে উপনীত করিবার জন্য প্রাণপণ করিয়াছিলেন, সেই সময়েই সমগ্র বাঙ্গালী কায়স্থ উপবীত গ্রহণ করিতেন। দুর্ভাগ্য বাঙ্গালী কায়স্থ সেই স্বর্গসুযোগ হেলায় হারাইয়াছেন বলিয়া আজ হরিদ্বারের ঋষিকুল আশ্রমের নিকট এই দুর্ব্বিসহ লাঞ্ছনাভোগ করিতেছেন। (পঃ সঃ)

জিজ্ঞাসা করিও, কি জন্য তিনি তাঁহার ভক্তগণ মধ্যে একমাত্র বাঙ্গালী কায়স্থকে ব্রাহ্মণের দীক্ষা গুরু হইবার অধিকার দিয়াছেন।

*** যে জাতি শুধু বাঙ্গালা দেশে ১১এগার লক্ষের উপর এবং সমগ্র ভারতে যাহাদের সংখ্যা কিঞ্চিদধিক এককোটী তাহাদের মধ্যে অনেকে আজ ১৯ বৎসরের কায়স্থ-সভার আস্তিত্ব পর্য্যন্ত অবগত নহেন। History of Rome প্রভৃতি পড়িতে পড়িতে এ জাতি জাতীয় ইতিহাস বিসর্জ্জন দিয়াছে। পঞ্চমবর্ষে হাতে খড়ি হইলে বিদ্যাশিক্ষা আরম্ভের পর "আখ্যানমঞ্জরী" পাঠ করিয়া শিখিয়া আসিয়াছে "সুইজারলণ্ডের অন্তঃপাতী বার্ণ সহরে একটী পরোপকারী যুবক ছিল" "ইটালীর অন্তঃপাতী রোম নগরে একটী পতিপরায়ণা সাধ্বী রমণী ছিলেন", "অষ্ট্রীয়ার অন্তঃপাতী ভিয়ানা সহরে অকৃত্রিম ভ্রাতৃ স্নেহের আদর্শ ছিল", "স্কটলণ্ডের অন্তঃপাতী ডন্‌বার নগরে পিতৃভক্তির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ছিল"। হায়! যাহাদের দেশে পতিপরায়ণা জানকী জন্মিয়া নারীকুলকে ধন্য করিয়া গিয়াছেন; লক্ষ্মণ-ভরতের ভ্রাতৃস্নেহ; শ্রীরামচন্দ্রের পিতৃভক্তি, হরিশ্চন্দ্রের দান, বিশ্বামিত্রের তপস্যা এই মরজগতে আর্য্যাবর্ত্ত ভারতবর্ষকে দেবতার "লীলা-নিকেতনে" পরিণত করিয়াছিল; নররূপে নারায়ণ আসিয়া যুগে যুগে যে দেশে অবতীর্ণ হন, সর্ব্বত্যাগী ঋষিবৃন্দ, আদর্শ রাজাধিরাজ, দেবর্ষি, ব্রহ্মর্ষি ও রাজর্ষি প্রভৃতির জন্য যে দেশ চিরবিখ্যাত; শক্তিমানের ক্ষমা ও ধর্ম্মের জন্য সর্ব্বস্ব বর্জ্জন যে দেশের প্রতি রেণুকণাকে পবিত্র করেছে, সেই দেবতার বংশধরেরা আজ সাত সমুদ্র তের নদী পারের পিতৃভক্তি ও পতিপরায়ণার পরিচয় পাইয়া বিস্মিত হয়। এই কুশিক্ষাই আমাদের সর্ব্বনাশ করিয়াছে। এই কুশিক্ষার প্রভাবে আমরা আমাদের জাতীয় ইতিহাস জাতীয় ভাব বিস্মৃত হইয়াছি।

কায়স্থ ভ্রাতৃগণ! বেশী দিনের কথা নয়, এই সেদিনকার কথা। পলাশীর যুদ্ধ একবার স্মরণ করুন। যখন নবাব-সৈন্য ছিন্ন বিছিন্ন হইয়া—জয়ের আশায় জলাঞ্জলী দিয়াছিল, বাঙ্গালীর গৌরব, বাঙ্গালার গৌরব, কায়স্থ-জাতির উজ্জ্বলরত্ন বীরবর মোহনলাল, সেই হিন্দু মুশলমানের বিশ্বাসঘাতকতার দিনে রণস্থলে নিজের দেহ বিসর্জ্জন করিয়া যে অক্ষয় খ্যাতি, বীরত্ব এবং মহত্বের মর্য্যাদা রাখিয়া গিয়াছেন তাহা আজও কেহ বিস্মৃত হয় নাই। যতদিন ইতিহাস থাকিবে, কায়স্থ-বীর মহারাজ মোহনলালের ক্ষাত্রবীর্য্য জলন্ত অক্ষরে ইতিহাসের পাতায় পাতায় অঙ্কিত থাকিবে। যতদিন না মোহনলালের শোণিতসিক্ত পলাশীর শ্মশান-ক্ষেত্র ভাগীরথীর জলপ্লাবনে নিশ্চিহ্ন হয়ে মুছে যাচ্ছে, কায়স্থের

ক্ষাত্রগৌরব তত্ত দিন বাঙ্গালার ইতিহাসে অভাব হবে না। বারভুইঞার ইতিহাস বাঙ্গালার মৌলিক কায়স্থগণকে, তার ক্ষত্রিয়ের স্থান দেখিয়ে দিচ্ছে। যাহারা আমাদের 'কলুমে ক্ষত্রিয়' বলে উপহাস করেন, তাহারা কি জানেন না যে বাঙ্গালার মৌলিক কায়স্থ মসীজীবীএই 'কলুমে ক্ষত্রিয়' জাতির শৌর্য্যবীর্য্য একদিন এই বঙ্গদেশকে ধন্য ও পবিত্র করেছিল। আজ সহস্র বৎসর জানি না কাহার অভিসম্পাতে—জানি না বিধাতার কোন গুপ্ত অভিলাস পূর্ণ করিতে—এই মহা-মহিমান্বিত ক্ষত্রিয় জাতির "অজ্ঞাতবাসের" প্রয়োজন হয়েছিল ? যে কারণেই হউক কায়স্থের অজ্ঞাতবাস পূর্ণ হয়েছে, এখন আবার তাহার পূর্ব্বপরিচয় গ্রহণ করতে হবে। ইহাতে আশ্চর্য্য হবার কিছুই নাই। যে দেশে হরিশ্চন্দ্র চণ্ডাল, যুধিষ্ঠির মোসাহেব; ভীমসেন পাচক, সব্যসাচী বৃহন্নলা, রাজরাণী দ্রৌপদী সৈরীন্ধ্রী হয়েছিলেন, সে দেশের মহিমান্বিত এই বিশাল কায়স্থ-জাতি যদি হাজার বৎসর রাজার শাসনে ব্রাহ্মণের চক্রান্তে জাতীয় পরিচয় গোপন করিতে আত্মপরিচয় বিস্মৃত হতে বাধ্য হয়েথাকেন তাহাতে তাহার ক্ষাত্র বর্ণের ন্যায্য অধিকার লোপ হতে পারে না। বৌদ্ধ-প্রভাব বা কৌল-আচার, তান্ত্রিক-ক্রিয়া ও বৈষ্ণব-ধর্ম্ম অনেক জাতিকেই যজ্ঞসূত্র-ভ্রষ্ট ক'রে ছিল, ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য প্রদান করে। এখন আবার সেই সনাতন বৈদিক ধর্ম্মের দিব্যদ্যুতি আর্য্যাবর্ত্তের বর্ণাশ্রমীদের মধ্যে প্রবেশ করিয়া ভারতের নবযুগের সূচনা করিতেছে। কুরুক্ষেত্রের ধর্ম্মক্ষেত্রে ক্ষত্রিয় বংশে শ্রীকৃষ্ণ পাঞ্চজন্য নিনাদে যে "স্বভাবজ ধর্ম্মের" প্রচার করিয়া গিয়াছেন সেই মহামন্ত্রে বহু শতাব্দী-পীড়িত ভারতবাসির চৈতন্য হউক—

"ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বিশাং শূদ্রাণাঞ্চ পরন্তপ।
কর্ম্মাণি প্রবিভক্তানি **স্বভাব-প্রভবৈঃ** গুণৈঃ॥
শমো দম স্তপ শৌচং ক্ষান্তিরার্জবমেব চ।
জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রহ্ম-কর্ম্ম-**স্বভাবজম্**॥
শৌর্য্যং তেজো ধৃতি র্দাক্ষ্যং যুদ্ধে চাপ্যপলায়নম্।
দানমীশ্বরভাবশ্চ ক্ষাত্রং কর্ম্ম **স্বভাবজম্**॥
কৃষি গোরক্ষ্য বাণিজ্যং বৈশ্য-কর্ম্ম **স্বভাবজম্**।
পরিচর্য্যাত্মকং কর্ম্ম শূদ্রস্যাপি **স্বভাবজম্**॥*

শ্রীসরলচন্দ্র অগ্নিহোত্রী।

* যে দেশে গুণ কর্ম্ম লইয়া জাতির সৃষ্টি গুণ কর্ম্মের মর্য্যাদা আজ সে দেশে নষ্ট হইয়া গিয়াছে, তাই বুঝি ভগবানও এ দেশের প্রতি রূপ! কায়স্থজাতি তাহার স্বভাবজ গুণের দাবী করিতেছে, তাহাতে বাধা দিবার কাহারও অধিকার নাই। যদি এখনও গুণ কর্ম্মের তুলাদণ্ডে ওজন করিয়া দেখিতে চাও তাহা হইলেও দেখিবে যে সে ওজনে এ জাতির মহিমা বৃদ্ধি বই হ্রাস হইবে না ঋষিকুলাশ্রম তাহা ওজন করিয়া দেখিতে পারেন। (ঃ পঃ সঃ)

আমাদের জন্ম-মৃত্যুসমস্যা।

(বঙ্গীয় কায়স্থ-জাতি অতি দ্রুত ধ্বংসের দিকে অগ্রসর হইতেছে)

বাজিছে কালের ভেরী—নাহিক নিস্তার,
সদা মৃত্যু-বিভীষিকা—শুধু হাহাকার!

পৃথিবীর লোক-সংখ্যা ৯৫০ কোটি। প্রত্যাহিক জন্ম-সংখ্যা ২ লক্ষ ২০ হাজার এবং মৃত্যু-সংখ্যা ১লক্ষ ৮০হাজার। সুতরাং পৃথিবীতে প্রত্যহ ৪০হাজার এবং প্রতিবর্ষে ১ কোটি ৪৬ লক্ষ লোক বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এ বিপুল বসুন্ধরার প্রায় সর্ব্বত্র এ লোক-প্রবাহ নিয়ত বর্দ্ধিত হইয়া আসিতেছে!

বাঙ্গালা দেশের ১৯১৮ সালের জন্ম-সংখ্যা ১৬ লক্ষ ২৭ হাজার ১৭৩ জন এবং মৃত্যু-সংখ্যা ১৭ লক্ষ ২৭ হাজার ৩৩১ জন; সুতরাং বঙ্গে জন্মাপেক্ষা মৃত্যুর সংখ্যা প্রায় ১ লক্ষ অধিক। এই মৃত্যুর হার ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া ১৯১৯ সালে ১ লক্ষ স্থলে ৩ লক্ষ ৯৬ সহস্রে পরিণত হইয়াছে! অর্থাৎ অধুনা বঙ্গে প্রতি বৎসর যত লোক জন্মগ্রহণ করিতেছে, তদপেক্ষা প্রায় ৪ লক্ষ অধিক লোক মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইতেছে।

লণ্ডনে শিশু-মৃত্যুহার প্রতি সহস্রে ১ শত মাত্র। কিন্তু বঙ্গে প্রতি সহস্রে ৬১০টি শিশুর মৃত্যু হইয়া থাকে। এ দেশে প্রত্যহ গড়ে ১ হাজার শিশু অকালে কালকবলিত হয়। ইংলণ্ডে প্রতি ২ সহস্র প্রসূতীর মধ্যে একজন মাত্র প্রসূতী সূতীকাগৃহে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। কিন্তু এদেশে প্রতি ৪০ জনের মধ্যেই ১ জন প্রসূতীর সূতীকাগৃহে মৃত্যু হইয়া থাকে। অর্থাৎ ইংলণ্ডে যে স্থলে ১জন মরে, বঙ্গে সে স্থলে ৫০ জন প্রসূতীর মৃত্যু হয়। বঙ্গে প্রায় শিশু সূতীকা-গৃহেই কালকবলিত হইয়া থাকে।

	জন্ম	মৃত্যু	উদ্বৃত্ত
জাপানে	৩২°৮	২০°৮	১২
ভারতে	৩৮°৫	৩৪°২	৪°৩
বঙ্গে	৩১°৬	৩২°৮	• মৃত্যুই বেশী

বঙ্গে ক্ষয় হাজার করা ১০২ জন। ১৯১৮ সালে বঙ্গে শুধু ইনফ্লুয়েঞ্জা-রোগেই ৪ লক্ষ ৭৫ হাজার ১৩৮ জন লোকের মৃত্যু হইয়াছে। ইউরোপীয় বিগত মহাকুরুক্ষেত্র যুদ্ধের লোকক্ষয়ের তুলনায় এ ধ্বংস-যজ্ঞ বড় সাধারণ নহে।

বঙ্গের ন্যায় পৃথিবীর আর কুত্রাপি মৃত্যু-সংখ্যার এরূপ ভীষণতা পরিলক্ষিত হয় না। এ দেশের জন্ম-মৃত্যুর সংখ্যা পর্য্যালোচনা করিলে প্রাণ আতঙ্কে শিহরিয়া উঠে—হৃদয় অবসন্ন হয়!

বঙ্গে উচ্চ-শ্রেণীর হিন্দু-সংখ্যা অতি দ্রুত হ্রাস পাইতেছে। বিগত ১৮৭২ সাল হইতে ১৮৮১ সাল পর্য্যন্ত দশ বৎসরে বঙ্গের ব্রাহ্মণ শতকরা ১২ জন হিসাবে বর্দ্ধিত হইয়া ছিলেন। তৎপরবর্ত্তী ২০ বৎসরে ১৮৮১ সাল হইতে ১৯০১ সাল পর্য্যন্ত শতকরা ২ জন হিসাবে বৃদ্ধি দৃষ্ট হয়। পরবর্ত্তী ১০ বৎসরে ১৮৯১ সাল হইতে ১৯০১ সাল পর্য্যন্ত সেই ২ জনও হ্রাস হইয়া এখন ব্রাহ্মণের জন্মাপেক্ষা মৃত্যুর হারই অধিক হইয়াছে। বঙ্গীয় কায়স্থের ১৮৭২ সাল হইতে ১৮৮১ সাল পর্য্যন্ত ১০ বৎসরে জন্ম-সংখ্যা মৃত্যু অপেক্ষা শতকরা ৩জন হিসাবে বৃদ্ধি পাইতেছিল, তৎপরবর্ত্তী ১০ বৎসরে ১ জন হিসাবে বাড়িয়া ১৮৯১ সাল হইতে ১৯০১ সাল পর্য্যন্ত ১০ বৎসরে সেই বৃদ্ধির পর সম্পূর্ণ লোপ পাইয়া জন্মাপেক্ষা মৃত্যুর হার শতকরা ৮ জন হিসাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। অহো! কি ভীষণ কি লোমহর্ষণকর জাতীয় ধ্বংস!

নিম্নে বঙ্গীয় কায়স্থগণ কিরূপ দ্রুত-গতিতে হ্রাস পাইতেছেন তাহার তালিকা দেখুন :—

জিলা	১৮৯১ সন	১৯০১ সন
মেদিনীপুর	৮২৫২৬	৪১৬৮৬
নদীয়া	৩৩৬১৪	৩০৫৭৮
যশোহর	৫৯৩৩৯	৫৫৪০৯
২৪ পরগণা	৪৬৪৩৬	৩৪১৭৭
মুরশিদাবাদ	১৩১৬৬	১২৩৮২
হুগলী	২৯১৭৭	২৩৮১০
রাজসাহী	৬৭৪৭	৬৩৩১
রঙ্গপুর	১২০০২০	৮১৬৫
বগুড়া	৩৮২৯	৩৮০২
পাবনা	৩২১৫৬	৩০৪৪৭
ঢাকা	৮৯৫৮৭	৮৫৯৩৭
বাখরগঞ্জ	৯৫৯২২	৭৮১৬৮
ময়মনসিংহ	৯৭৫০৭	৯০১৮০

চট্টগ্রাম	৭৪২০৬	৭১৪২১
নোয়াখালি	৪৫২৫১	৩৪০১৮
ত্রিপুরা	৭২৫৫৪	৭০৪১৩

উক্ত তালিকায় দেখা যায় যে বিগত ১৮৯১ সন হইতে ১৯০১ সন পর্য্যন্ত ১০ বৎসর কাল মধ্যে মেদিনীপুরে প্রায় অর্দ্ধাংশ রাজসাহীতে একতৃতীয়াংশ, ২৪ পরগণায় এক চতুর্থাংশ এবং মুরশিদাবাদে এক পঞ্চমাংশ কায়স্থ হ্রাস পাইয়াছে। অন্যান্য জিলায় লোকক্ষয়ের (কায়স্থ-ধ্বংসের) পরিমাণও বড় সামান্য নহে। জন্মাপেক্ষা মৃত্যুর হার এরূপ তীব্র গতিতে হ্রাস পাইলে বঙ্গীয় উচ্চ শ্রেণীর হিন্দু—বিশেষতঃ বঙ্গীয় কায়স্থগণ যে অতি সত্বরই আমেরিকার রেড্ ইণ্ডিয়ান জাতির ন্যায় চিরবিলুপ্ত হইবেন, তাহাতে সন্দেহ কি? উঃ! কি ভীষণ পরিণতি! হায়!

চারিদিকে দুঃখ দৈন্য মৃত্যু-হাহাকার,
বিলুপ্ত কায়স্থজাতি নাহিক নিস্তার!

নমঃশূদ্র, চামার, মুচী ও বাগদী প্রভৃতি নিম্নশ্রেণীর হিন্দু ও অনার্য্য জাতীয় ব্যতীত বঙ্গীয় মধ্যশ্রেণীর হিন্দু—সদ্‌গোপ, মালাকার কুম্ভকার, কর্ম্মকার, বেণে ও তাঁতি প্রভৃতি শিল্পীগণের সংখ্যাও ক্রমে হ্রাসের দিকেই অগ্রসর হইতেছে।

যে জাতির জন্ম অপেক্ষা মৃত্যুর সংখ্যা অধিক, সে জাতিই ধ্বংসোন্মুখ জাতি। বঙ্গে জন্মাপেক্ষা মৃত্যুর হারই অধিক; সুতরাং বাঙ্গালী ধ্বংসোন্মুখ জাতি। আবার বঙ্গে মুসলমান অপেক্ষা হিন্দুর মৃত্যু—নিম্নশ্রেণীর হিন্দু অপেক্ষা উচ্চশ্রেণীর হিন্দুর মৃত্যু এবং সকল শ্রেণীর হিন্দুর অপেক্ষা কায়স্থের মৃত্যু-সংখ্যাই অধিক; সুতরাং কায়স্থগণই যে ধ্বংসোন্মুখ জাতির অগ্রগণ্য তাহাতে সন্দেহ নাই।

এক্ষণ জিজ্ঞাস্য আমাদের এ অকাল-মৃত্যুর কারণ কি? অভিজ্ঞের মতে দৈন্যই আমাদের এ অকাল মৃত্যুর কারণ—অন্ন-বস্ত্রের অভাবই আমাদের এ জাতীয় ধ্বংস-যজ্ঞের নিদান।

ইনফ্লুয়েঞ্জায় বহু লোকের মৃত্যুর কথায় ভারত-সচীব মিষ্টার মণ্টেগুও বিলাতে বলিয়াছেন,—

"দারিদ্র্যহেতু—পথ্যের ও আবরণের অভাবে এ দেশের লোক রোগের বেগ সহ্য করিতে পারে না; মৃত্যুমুখে পতিত হয়।"

গত ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের এ দেশের যে বিবরণ সরকার হইতে বিলাতে পাঠান-

মেণ্টে দাখিল করা হইয়াছে তাহাতে লিখিত হইয়াছে,—"ভারতবর্ষে সর্ব্ববিধ দ্রব্যের, বিশেষ নিত্য-প্রয়োজনীয় সামগ্রীর বিষম মূল্য বৃদ্ধি হইয়া ছিল। যুদ্ধের আরম্ভে খাদ্য-শস্যের মূল্য যাহা ছিল এ বৎসর তাহা শতকরা ৯৩৲ টাকা হিসাবে বাড়িয়াছিল—বিদেশী কাপড়ের দাম শতকরা প্রায় ১ শত ৯০৲ টাকা হইয়াছিল। ভারতে দরিদ্রদিগের বিশেষ কষ্ট হইয়াছে।"

কলিকাতা মিউনিসিপালিটী প্রকাশ করিয়াছেন যে, অন্নবিত্ত ভদ্রসন্তানগণের মধ্যে ক্ষয়রোগের বৃদ্ধি লক্ষিত হইতেছে। খাদ্য ও পরিধেয়ের দুর্ম্মূল্যতাই ইহার কারণ।"

স্বাস্থ্য-বিভাগের কর্ম্মচারী ডাঃ বেণ্টলীন সুস্পষ্ট বলিয়াছেন যে,—

"সামান্য খাদ্য এবং অপ্রচুর বস্ত্রাদির ব্যবহারের ফলেই মানুষের জীবনী-শক্তি ক্রমশঃ হ্রাস প্রাপ্ত হইতেছে, তজ্জন্যই জ্বর, ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জায় এত অধিক লোক প্রাণ-ত্যাগ করিতেছে।"

"তাঁহার মতে দারিদ্র ও অর্থাভাবই অত্যাধিক মৃত্যুর কারণ।"

আমাদের অকাল-মৃত্যুর যতগুলি কারণ বিদ্যমান আছে, তন্মধ্যে দৈন্যই আমাদের সর্ব্বপ্রথম ও প্রধান কারণ বলিয়া প্রতীয়মান হয়। উচ্চশ্রেণীর হিন্দুর মধ্যে কায়স্থ-জাতির ন্যায় এমন দরিদ্র জাতি বুঝি আর নাই। দীর্ঘকাল-ব্যাপী দুর্ভিক্ষ—দুর্ম্মূল্যতায় কায়স্থগণ যেমন ম্রিয়মান হইয়াছেন, এমন শক্তি-হীনতা বুঝি আর কোন জাতির মধ্যেই পরিলক্ষিত হয় না। শস্যের দুর্ম্মূল্যতায় কৃষকের কথঞ্চিৎ শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে, শিল্প-সামগ্রী ও বস্ত্রের মহার্ঘতায় শিল্প ও ব্যবসায়ী সম্প্রদায়েরও সামান্য সুবিধা হইয়াছে। শ্রম-জীবী-সম্প্রদায়ের মজুরী বৃদ্ধি হইয়াছে। সুতরাং নিম্ন সম্প্রদায়ের অসুবিধার ভিতরও কিছু সুবিধা হইয়াছে। কিন্তু মসীজীবী কায়স্থ জাতীর তাহা হয় নাই। তাঁহাদের আর্থিক অভাব অন্ন বস্ত্রের অনটন কিছুতেই পূর্ণ হয় নাই। বরং দৈনন্দিন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াই আসিতেছে। কারণ কায়স্থগণ কাহারও জাতীয় ব্যবসায়ে হস্তক্ষেপ করিতে সমর্থ হয় নাই, কিন্তু তাঁহাদের মসীবৃত্তিটা সর্ব্বজাতি ও সকল শ্রেণীর মধ্যেই ছড়াইয়া পড়িয়াছে। আমাদের বিশ্বাস ইহাই এ জাতির অধঃপতনের—এ অকাল জাতীয় ধ্বংসের প্রধানতম কারণ। সত্বর অর্থকরী বিদ্যা অর্জ্জন ও শিল্প-বাণিজ্যাদির আশ্রয় গ্রহণ ব্যতীত এ জাতীর অকাল ধ্বংস নিবারণের আর উপায় নাই। কায়স্থের জাতীয় ধ্বংশের আরও বহু কারণ থাকিতে পারে, কিন্তু দৈন্যই যে তাহার প্রধানতম কারণ তাঁহাতে সন্দেহ নাই।

মহাকালের ভীষণ বিষাণ বাজিয়া উঠিয়াছে। বঙ্গের উচ্চশ্রেণীর জ্ঞানী, গুণী ও প্রতিভাশালী জাতিগুলির মধ্যে জন্ম অপেক্ষা মৃত্যুর সংখ্যা অধিক বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হইয়াছে; অচিরে এ ভীষণ মৃত্যুর তীব্র গতি হ্রাস করিতে না পারিলে বঙ্গীয় হিন্দুর—বিশেষতঃ কায়স্থ জাতির ধ্বংস অনিবার্য্য।

জীবন-সংগ্রামে টিকিয়া থাকিবার প্রচেষ্টা জীব মাত্রেরই স্বাভাবিক। মানব জীবশ্রেষ্ঠ "মনুষ্য জন্ম দুর্ল্লভ জন্ম" বলিয়া আমরা আত্মগৌরব অনুভব করিয়া থাকি। কিন্তু এই দুর্ল্লভ মনুষ্যজন্ম ধারণ করিয়া আমরা যতই সভ্য শিক্ষিত ও উন্নত হইতেছি, আমাদের ধ্বংসের পথ ততই উন্মুক্ত হইতেছে। আমরা যে ক্রমেই বিনাশের পথে অগ্রসর হইতেছি! যে জীবন হইতে ধর্ম্মার্থকামমোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গ ফললাভ হয় তাহা রক্ষার জন্য, বাঁচিয়া থাকিবার নিমিত্ত, আমরা উপযুক্ত যত্ন করিতেছি কৈ? দীর্ঘজীবন লাভ ব্যতীত—শুধু ব্যক্তিগত উন্নতি নহে,—জাতীয় শ্রীবৃদ্ধি সম্পূর্ণ অসম্ভব। ধ্বংশোন্মুখ জাতির ভবিষ্যৎ অতি ভয়াবহ ঘোরতমসাচ্ছন্ন। এরূপ জাতীয় ধ্বংসের নাম জাতীয় আত্মহত্যা।

উত্তিষ্ঠ!—উঠ, জাগ; উঠ হিন্দু! উঠ ভাই ক্ষত্রিয়-কায়স্থ সন্তান! সত্বর উঠ। ঐ দেখ, সম্মুখে মহাকালের বিজয়-বিষাণ কি ভীষণ রবে বাজিতেছে! উঠ, অগ্রসর হও, এবার তোমাদিগকে মৃত্যুকে পরাভব করিয়া মৃত্যুঞ্জয় হইতে হইবে। ঐ দেখ, সম্মুখে মৃত্যুর অগ্রদূত জ্বর, ওলাউঠা, বসন্ত, ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা ও প্লেগ প্রভৃতি কেমন সদর্পে আস্ফালন—মহাবিক্রম প্রকাশ করিতেছে। উহাদিগকে পরাভব করিতে রোগ-শক্তির মূলাধার দৈন্যকে দূর করিতে না পারিলে আমাদের আর বাঁচিয়া থাকিবার উপায় নাই।

উঠ জাগ, সুপ্ত সিংহ ঘুমিও না আর,
ঐ দেখ, মহাকাল সম্মুখে তোমার।
বাজিছে মৃত্যুর মহা ভীষণ বিষাণ।
অচিরে কায়স্থ-গৃহ হইবে শ্মশান!

কবিরাজ শ্রীবরদাকান্ত ঘোষবর্ম্ম কবিরত্ন
ভিষগ্‌ভূষণ

স্বপ্নাদেশ।

ত্রিযামা গভীর নিশি
জ্যোৎস্নাকুল্ল দশদিশি
চতুর্দ্দিক নীরব নিথর ;
একাকী নিভৃত ঘরে
অলস শয়নে পড়ে
নানা ব্যথা ব্যথিত অন্তর ;
হৃদি চিন্তাভারাক্রান্ত
নিদ্রা হীন আঁখিপ্রান্ত
শূন্য ময় হেরি ত্রিভুবন,
প্রাণে নাই ক্ষণ শান্তি
মলিন দেহের কান্তি
চিন্তাভারে দুর্ব্বহ জীবন।
জীবনের সমস্যাতে
সদা মগ্ন নিরাশাতে
লক্ষ্য হারা যেন সিন্ধুমাঝে
কোথা যাই কিবা করি
হাল-ভগ্ন যথা তরি
বায়ুমুখে ঘুরে ঘোর সাঁঝে।
উদ্যম উৎসাহ নাই
নাহি জানি কি যে চাই
কিসের উদ্দেশে পথে চলি,
কোথায় আমার স্থান
কোথা কুল গর্ব্ব মান
কেবা আমি ? কেবা দেয় বলি,
কেমনে উঠিব জাগি
কোন কর্ম্ম মোর লাগি
কেবা তার দিবে গো সন্ধান ?

সহসা এ চিন্তাভাসে
আমার হৃদয়াকাশে
ক্রমে নিদ্রা হরে লয় জ্ঞান।
কতক্ষণ ছিনু সুপ্ত
সেই জ্ঞান স্মৃতি লুপ্ত
দেখি কিবা স্বপ্ন নিরুপম ;
দেখিনু ঘুমের ঘোরে
কহিতে বর্ণনা ক'রে
রোমাঞ্চিত হয় অঙ্গ মম ;
হেরিনু—শিয়রে মম
মধ্যাহ্ন ভাস্কর সম
পরম পুরুষ একজন
বলিষ্ঠ বিশাল কায়
বিমণ্ডিত প্রতিভায়
চতুর্হস্ত, আয়ত নয়ন,
উজ্জ্বল শ্যামল কান্তি
ললাটে স্বর্গীয় শান্তি
বক্ষে দোলে শুভ্র উপবীত ;
মৃদু হাসি স্নেহ ভরে
ডাকি কহে মিষ্ট স্বরে
ওরে বৎস হ'য়ে জাগরিত—
দেখ চেয়ে চিনিতে কি পারিস্ আমায়।
বিস্ময়ে রহিনু চেয়ে
স্বেদ ঝরে গাত্র বেয়ে—
কহিলেন তিনি পুনঃ কঠোর ভাষায়
"চিনিতে নারিলি মোরে অজ্ঞান সন্তান,
এত দূর অধোগতি, বিস্মৃত স্বস্থান

আমারে ভুলিয়া তোর এমন দুর্গতি
সমাজ সোপানে ক্রমে এত অবনতি।
যাহাদের নাহি থাকে নিজ বংসজ্ঞান,
ভুলে যায় হিতাহিত কুলের কল্যান,
বিলুপ্ত মর্য্যাদা জ্ঞান, ক্ষুদ্র জন সম
উচ্ছৃঙ্খল ভাব সুধু পরিপূর্ণ তম,
মলিন জীবন যাপে দূরে যায় সুখ,
দগ্ধ মরু সম হয় আশাশূন্য বুক।
আদি পিতা ওরে মূঢ় ! আমি চিত্রগুপ্ত,
তোদের দুর্দ্দশা হেরি সুখ মোর লুপ্ত।
ব্যথা পেয়ে হৃদে আমি অসিয়াছি তাই,
কল্যান হইবে যাহে ব'লে আজি যাই।
লোকপিতামহ অজ আমার জনক,
ধর্ম্মরাজ সনে আমি ত্রিলোক-শাসক।
আমা হ'তে অভিজাত কায়স্থ সকল,
আভিজাত্যে শ্রেষ্ঠ তার ব্রাহ্মণ কেবল।
হেন উচ্চ বর্ণ হয়ে শুধু কর্ম্মদোষে,
অনাচারে, শূদ্র বলি সর্ব্বজনে ঘোষে।
ক্রিয়াকর্ম্ম হীন হেতু হয়েছে রে বল,
তাই নাই প্রাণে শান্তি জীবনে কুশল।
যদি রে মানুষ ব'লে পেতে চাস্ স্থান,
আপন কুলের গর্ব্ব, ক্ষত্রিয় সমান,
স্মরিয়া কররে কর্ম্ম কুলের উচিত,
সত্য নিষ্ঠাবান হ'য়ে ধরে উপবীত।
সংস্কার ব্যতীত নাহি হবেরে কল্যাণ,
সত্য বলিলাম ওরে আমার সন্তান।"

আদি পিতা এত বলি,
শূন্যে মিশি গেলা চলি,
জলদে বিদ্যুৎ যথা ক্ষণেক বিকাশ,
শিহরি উঠিনু জাগি
ভাবিনু যে কিবা লাগি
বীজপিতা করে আজ করুণা প্রকাশ—
শিক্ষা দিতে বর্ণধর্ম্ম—
প্রচারিতে তার মর্ম্ম
আদেশ পিতার শুনে গর্ব্বে স্ফীত বুক,
হেরিনু জীবন লক্ষ্যে
পেনু বল ক্ষীণ বক্ষে
চিন্তা হ'ল দূর হৃদে পরিপূর্ণ সুখ।
নবীন আশার সুর
পূর্ণ করি হৃদি পুর
উচ্চকর্ম্মে করিল আহ্বান
উপনীত বিধিমতে
পিতৃ আজ্ঞা দ্বিজ হ'তে—
কেবা আমি পেয়েছি সন্ধান।
করিনু সঙ্কল্প তবে
আদেশ পালিতে হবে
নবপ্রাণ সঞ্চারিল দেহে
ফুটিল উষার ভাতি
উঠিলাম আমি মাতি
শান্তিছায়া পড়ে হৃদি গেহে॥

শ্রীমন্মথকুমার রায়।
নেত্রকোণা, ময়মনসিংহ।

কয়েকটী প্রশ্ন

(পূর্ব্বানুবৃত্তি, ২৯৫ পৃষ্ঠার পর)

৯ম। ব্রাহ্মণ-বংশ যদি শ্রেষ্ঠ হয় তবে ব্রাহ্মণ-বংশে ভগবানের অবতার পরশুরাম ও বামন লোকপূজ্য হইলেন না, আর ক্ষত্রিয় বংশে ভগবানের অবতার রাম, কৃষ্ণ ও বুদ্ধ কেন সর্ব্ববর্ণের পূজ্য ও জগৎপূজ্য হইলেন?

১০ম। গোত্র কাহাকে বলে? বংশপ্রবর্ত্তক ঋষির নাম যদি গোত্র হয়, তবে একগোত্রে বিভিন্ন জাতি দেখা যায় কেন! যদি পুরোহিত বা গুরুর গোত্র অনুসারে ব্রাহ্মণেতর জাতির গোত্র হইয়া থাকে, তবে সগোত্র বিবাহ নিন্দনীয় ও বর্জ্জনীয় কেন? ঋষিদিগের বর্ণ কি! বশিষ্ঠ কি জাতি ছিলেন? বেদব্যাস ব্রাহ্মণ হইলেন কিসে? বিশ্বামিত্র ও সৌকালীন ইঁহারা বংশ প্রবর্ত্তক ঋষি হইলেন কি করিয়া? ব্রাহ্মণগণ ক্ষত্রিয় বিশ্বামিত্র ও ক্ষত্রিয় ভীষ্মকেও প্রণাম করিয়া কিরূপে পুণ্য অর্জ্জন করেন।

১১শ। শ্রাদ্ধ কি জন্য করিতে হয়? মৃত ব্যক্তির আত্মা কতদিন "প্রেত" হইয়া অবস্থান করেন? সকলেই মরিয়া প্রেত হন কি না? যদি সকলে না হন, তবে সকলের শ্রাদ্ধ করিতে হয় কেন? যে কয় পুরুষের শ্রাদ্ধ করিতে হয় তাঁহারা সকলেই কি প্রেত হইয়া আছেন? যাঁহারা মোক্ষ লাভ করেন তাঁহাদের শ্রাদ্ধ হয় কি না? যদি না হয় তবে অযোধ্যা, মথুরা, শ্রীবৃন্দাবন, কাশীধাম, পুরী, দ্বারাবতী প্রভৃতি মোক্ষদায়িকা স্থানে দেহত্যাগ করিলে তাঁহাদেরও প্রেতযোনিতে টানিয়া আনিয়া শ্রাদ্ধ করিতে হয় কেন? গঙ্গাতীরে মৃত্যুও মোক্ষদায়িকা বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে—গঙ্গাতীরে মরিয়াও শ্রাদ্ধ হইতে নিষ্কৃতি নাই কেন?

প্রার্থনা সংক্ষেপে শাস্ত্রযুক্তিসম্মত সদুত্তর প্রদান করিয়া কৃতার্থ করিবেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীসরলচন্দ্র অগ্নিহোত্রী।

প্রচার-কাহনী।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি—৩৩৯ পৃষ্ঠার পর)

৩রা মাঘ (১৩২৬) বৈকালে নদীর ধারে বেড়াইতে গিয়া পথে একজন ভদ্রলোকের সহিত দেখা হইল। নানা কথায় সন্ধ্যা হইয়া গেল; সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার বাটী পৌঁছিলাম; নানা আলোচনায় স্বপক্ষীয় বিপক্ষীয় অনেক তথ্য অবগত হইলাম; আরো ২।৪ জন লোক আসিলেন; কথায় কথায় রাত্রি দুইটা বাজিয়া গেল, সেই খানেই জলযোগ করিয়া রাত্রি যাপন করিলাম। বুঝিলাম ভগবানের মাতৃশ্রাদ্ধের গোলযোগ সহজে মিটিবে না। যাহা হোক এই নৈশ আলোচনার ফলে আমি আমার কর্ত্তব্য অনেকটা স্থির করিয়া ফেলিলাম।

এখন আমার প্রথম কার্য্য হইল ভগবানের পুরোহিতের সহিত দেখা করা এবং আমাদের গতি বিধি ও উদ্দেশ্য বিপক্ষীয়গণকে জানিতে না দেওয়া, বিশেষতঃ যদি আমরা এখান হইতে স্থানান্তরে যাই, উহারা ভাবিবে যে ৩১ দিনে শ্রাদ্ধ করিতে সম্ভবতঃ আমাদের মত আছে, এজন্য এখানে আর বিশেষ কার্য্য না থাকায় আমরা অন্যত্র বেড়াইতে বা "প্রচার" করিতে গিয়াছি এবং এই কথাটাই এখন বিশেষ প্রচার হওয়া আবশ্যক। ইহা স্থির করিয়া পরদিন প্রাতঃকালেই নিশি বাবুর বাড়ীতে আসিলাম। দেখিলাম প্রচারক মাখনবাবু ভাঙ্গার সমিতির কার্য্য শেষ করিয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন। তাঁহাকে পাইয়া অনেক সুবিধা হইল; আমিও অনেকটা আশ্বস্ত হইলাম। মাখনবাবু "ভাঙ্গার" কার্য্য সম্বন্ধে আমায় কি বলিতে যাইতেছিলেন—আমি তাহাতে বাধা দিয়া বলিলাম 'ওহে ভাই! যখন এতদূর আসা গিয়াছে তখন আর তোমার দেশটা দেখা বাকী থাকে কেন? চ'ল তোমার বাড়ী দেখিয়া আসি।'

মাখনবাবু বলিলেন ওকথা কতবার বলিয়াছ, যাও নাই। কেন মিছে আমাকে বার বার ওকথা বলিয়া কষ্ট দাও? আসিবার সময় স্ত্রী ও ছেলেমেয়েরা তোমাকে লইয়া যাইতে বলিয়াছিল, আমি বলিয়াছি—সে কি আসিবে? যদি সত্য সত্যই যাও চ'ল এখানকার শ্রাদ্ধকার্য্য শেষ করিয়া ঐ পথে কলিকাতায় যাইব।

আমি—চ'ল, স্নানাহার করিয়া আজ ৩।৪ টার সময় রওনা হই—কাল আমাদের এখানে ফিরিয়া আসিতে হইবে।

মাখনবাবু সবিস্ময়ে আবার বলিলেন "গরীবের কুটীরে শুভাগমন করিতে আজ যে তোমার হঠাৎ এত অনুগ্রহ?"

আমি হাসিয়া বলিলাম—অনুগ্রহ কি নিগ্রহ তাহা এখন বলিতে পারি না; আর যে তোমাদের এ দেশ, এই দিকেই তো পাঁচ্চর না কোথায়; এক ব্রাহ্মণ

কায়স্থের পৈতা দিতে আসিয়াছিলেন ; তার পর রাত্রে বিরুদ্ধবাদীরা সিঁদ কাটিয়া ঘরে প্রবেশ করে এবং নিদ্রিত ব্রাহ্মণকে কোপাইয়া রক্তারক্তি করিয়াছিল।

মাখনবাবু ব্যস্তভাবে বলিলেন—সত্য বটে ; কিন্তু ভাই এ সংবাদ তোমাকে কে দিল ?

আমি গম্ভীর ভাবে বলিলাম—প্রচারকদিগকে এ সব জানিতে হয়। বিদেশে প্রচারে আসিয়া স্বহৃদয় সজাতির আতিথ্যগ্রহণ ও মিষ্টালাপ এবং সকাল ও সন্ধ্যায় বায়ুসেবন করিয়া ও অনেক তথ্য অহরণ করা যায়, ঐ সব কাজের মধ্যে আসল কাজ (ভগবানের মাতৃশ্রাদ্ধ) ভুলি নাই। প্রচারকের রাত নাই দিন নাই, নিয়মিত আহার নাই, নিদ্রা নাই যখন ইচ্ছা যাহাকে তাহাকে লইয়া এ গ্রাম ও গ্রাম ঘুরিতে হয়।

মাখন বাবু—ভাই ! প্রচারকের জীবন বাস্তবিকই বড়ই বিপদসঙ্কুল। যদি আমাদের এই দুর্ব্বিসহ দুঃখ ক্লেশ স্বজাতি মহোদয়গণ বুঝিতেন তবে কি তাঁহারা এমন নির্জ্জীব ও নিশ্চেষ্ট অবস্থায় থাকিতেন ? না অর্থাভাবে আজ পুত্র কন্যাগণ এত কষ্ট পাইত ? কাহাকেই বা এ দুঃখ বলিব আর কেই বা তাহা শুনিবে।

আমি—পরীক্ষা—কঠোর-পরীক্ষা প্রবাসে নিজেরপ্রাণ নিয়ে টানাটানি, স্বগৃহে খাদ্যাভাবে ও অর্থাভাবে স্ত্রী পুত্রাদি লইয়া যমে মানুষে টানাটানি; ইহার নাম শ্রীলীলাময়ের ; লীলাখেলা" ; কিন্তু ঠাকুরের এই লীলাখেলায় মানুষের ভবলীলার অবসান হবার আয়োজন হয়।

মাঃ—হ্যাঁ ভাই ! সত্য সত্যই কি ভগবান এমনি নির্দয় ?

আ—আরে ছ্যাঃ ! তাও কি হয় ! ওটা কি জানো, যাকে কি না ঠাকুর ভালবাসেন অর্থাৎ কৃপা করেন, তার গৃহচালে খড় থাকে না, তাকে "অনিকেতঃ" কি না বাসস্থান রহিত হতে হয়। তার ভাণ্ডারে চাউল থাকে না, পাওনদার রোজ সকালে বাড়ীর দরজায় গালাগালি করে ছেলেপুলে খেতে পায় না। আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব পরিচিত অনেক থাকিলেও কাহারো দ্বারা কিছু উপকার হয় না—পুত্র পরিবার পোষ্যবর্গ নিয়ে বিনা চিকিৎসায় ও অনাহারে মরতে হয়—আর বিদেশে বেঘরে, জলে ডুবে কি থানায় পড়ে, ইষ্টকাঘাতে বা লগুড়াঘাতে নিজের প্রাণটি দিয়ে আস্‌তে হয়। আবার এর উপর যারা স্বজাতির সেবা করিতে, জাতীয় গৌরব বৃদ্ধি করিতে প্রচারক হন, তাহাকে সেই স্বজাতির কাছেই সহানুভূতি শূন্য হয়ে থাকতে হয়! টিট্‌কারী পর্য্যন্ত শুনিতে হয়। এখন বুঝেছ! সর্ব্বশক্তিমান সর্ব্বান্তর্য্যামী ভগবান কি কখন নির্দ্দয় নিষ্ঠুর হতে পারেন !

মাঃ—তবে কি তুমি বল্‌তে চাও যে এত কষ্ট স্বীকার করিয়াও আমরা ভগবৎকৃপায় বঞ্চিত হব ?

আমি—সে কৃপা যখন পাবার তখন পাবে এখন ওসব কথা থাক। তাড়াতাড়ি রওনা হবার যোগাড় করো।

মা—(আশ্চর্য্য হইয়া) তোমার উদ্দেশ্য এখনও বুঝিতে পারিতেছি না ; সত্যই কি আজ যাইবে ?

আঃ—হ্যাঁ, এখুনি যাইব। উদ্দেশ্য পরে বুঝিতে পারিবে। এখন ভগবানের পুরোহিতের সহিত আমাদের দেখা হওয়া বিশেষ দরকার—চল স্নানাহ্নিক সারিয়া দক্ষিণ-হস্তের ব্যাপার শেষ করি—তারপর যাইবার পথে পুরোহিত মহাশয়ের সহিত দেখা করিয়া যাইব।

আহারাদি করিয়া আমরা রওনা হইলাম। ভগবানকে কহিলাম,—তোমার পুরোহিত মহাশয় কোথায় থাকেন, তাঁহাকে বিশেষ আবশ্যক আছে। ভগবান কহিল—আপনাদের যাইবার পথে তাঁহার সহিত দেখা হইতে পারে,—আজ তাঁর আসিবারও কথা আছে ; চলুন আমিও আপনাদের সঙ্গে যাই। যাহা ভাবিতেছিলাম তাহাই হইল। কাঁচীকাটার নিম্নে আড়িয়লখাঁ নদী খেয়ায় পার হইয়া পরপারে ভগবানের পুরোহিত শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তী (বৈদিক) মহাশয়ের সহিত দেখা হইল ; তাঁহার সহিত সকল বিষয় আলোচনা করিলাম এবং কি ভাবে শ্রাদ্ধ হইবে তাহা বুঝাইয়া দিলাম। তিনি বলিলেন,—"আপনারা যদি আমায় অভয় ও আশ্রয় দেন তবে আমি ঠিক ভাবে যেমন বলিলেন সমস্তই করিতে পারিব।" আমি কহিলাম, "আমাদের দ্বারা আপনার যতদূর সাহায্য ও সহানুভূতি হইতে পারে, তাহার ত্রুটী হইবে না।" "তাহা হইলেই যথেষ্ট"—এই বলিয়া ব্রাহ্মণ তাঁহার গন্তব্যস্থানে চলিয়া গেলেন। ভগবানকে আবশ্যকীয় ২।৪ কথা বলিয়া আমরাও বরহমগঞ্জ হইতে নৌকা করিয়া দোলকুণ্ডী রওনা হইলাম। নানা বিষয়ের আলোচনা করিতে করিতে রাত্রি ৮৷৷০ টার সময় আড়িয়লখাঁর তীরবর্ত্তী শিরুয়াইলের হাটে আমারা নৌকা হইতে অবতরণ করিলাম। একে কৃষ্ণপক্ষের অন্ধকার রাত্রি—তাহাতে হেথা হইতে আমাদিগকে প্রায় একমাইল পথ যাইতে হইবে, কিন্তু সঙ্গে কোনরূপ আলো নাই। একটী দোকানে আমাকে বসাইয়া মাখনবাবু কয়েকটী স্থানে আলো সংগ্রহের চেষ্টা করিলেন কিন্তু নিরাশ হইয়া ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহাকে চিন্তান্বিত দেখিয়া আমি কহিলাম,—"ভাবিলে

কি হইবে, ভয় কি—চ'ল যে প্রকারেই হউক এই সামান্য পথটুকু আমরা যাইতে পারিব।"

মাঃ—"ভাই, আমার জন্য ভয় নাই, তোমার জন্য ভাবিতেছি; তোমার অজানা পথ, তার উপর অন্ধকার রাত্রি এমতাবস্থায় তুমি কি করিয়া যাইবে?"

আঃ—"চ'ল, তোমার পিছনে পিছনে যাইব।" জ্যোতির্ম্ময়ী গায়ত্রী এ অমানিশার অন্ধকারে আমাদের পথ দেখিয়ে দিবে।

মাঃ—"আচ্ছা, কেরোসিন তৈল পূর্ণ একটি টিনের ল্যাম্প ক্রয় করিয়া লইনা কেন?"

আঃ—"অত ঝঞ্ঝাটের প্রয়োজন কি ভাই। একান্ত তোমার মন যদি না বুঝে তবে একটী মোমবাতি ক্রয় কর।"

আমরা যে দোকান-গৃহে বসিয়া এই সমস্ত আলোচনা করিতেছিলাম, উক্ত দোকানের মালিক একজন উপবীতী কায়স্থযুবক; তিনি আমাদিগকে আলো না দিতে পারিয়া অত্যন্ত লজ্জিত এবং দুঃখিত হইয়াছিলেন; স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া তদ্দণ্ডে একটি মোমবাতি ও ম্যাচ্‌বক্স আমাদের দিলেন, কিন্তু তাহার মূল্য কিছুতেই গ্রহণ করিলেন না। তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়া বাতি ও দেশলাই হস্তে আমরা পথে অবতরণ করিলাম। পথের দুইধারে দোকানশ্রেণী; অধিকাংশ দোকানেরই ঝাঁপ বন্ধ। আমরা খালের ধার দিয়া কিছুদুর যাইতে না যাইতে বাতাসে বাতিটী নিবিয়া গে'ল। ছাতি আড়াল দিয়া বারংবার জ্বালাইতে জ্বালাইতে উন্মুক্ত প্রান্তরে নক্ষত্রের অস্ফুট আলোকে, সুখ দুঃখের নানা কথা কহিতে কহিতে সেই পূর্ব্ববঙ্গের ভীষণ ঝটিকায় বিধ্বস্ত-বৃক্ষ-গুলি অতিক্রম করিয়া স্বজাতি হিতৈষী ডাক্তার শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মিত্রবর্ম্মা মহাশয়ের আলয়ে উপস্থিত হইলাম। তথায় তখন ৺রটন্তীকালী পূজা হইতেছিল। তিনি যথেষ্ট সমাদার করিলেন; কিয়ৎকাল তথায় অবস্থান করিয়া মাখন বাবুর বাড়ীতে পৌছিলাম। রাত্রে জেঠাইমা ও মাওইমার সহিত অনেক কথা হইল প্রচারের কথা, পৈতার কথা, নানা সুখ দুঃখের কথা কন্যার বিবাহের কথা ইত্যাদি; অতঃপর আহারান্তে গল্প করিতে করিতে আমরা উভয়ে শীঘ্রই ঘুমাইয়া পড়িলাম।

পরদিন প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন করিয়া মাখন বাবুর ঘর, বাড়ী, বাগান পুষ্করিণী প্রভৃতি দেখিলাম; পূর্ব্বেই আমি তাহার পূর্ব্ববৃত্তান্ত অনেকটা অবগত ছিলাম, এখন স্বচক্ষে এই বৃহৎ অট্টালিকাদির বর্ত্তমান অবস্থা প্রত্যক্ষ

করিয়া এবং পুত্রাদির বিষয় ভাবিয়া চক্ষে জল আসিল। হা ভগবান! তোমাতে আত্মনির্ভরকারী ব্যক্তির কি এই দশাই ঘটিয়া থাকে? এই প্রকার ভাবিতে ভাবিতে কিয়ৎকালের জন্য আত্মবিস্মৃতি হইয়াছিলাম। * * * জলযোগান্তে আমরা দোলকুণ্ডীর উত্তর দিকে অনতিদূরে পাথরাইলের সুবিশাল দীঘি এবং তাহার পশ্চিম পাড়ে অবস্থিত মস্‌জিদ্ দেখিবার জন্য বহির্গত হইলাম। খালের ধারে কিছুদুর গিয়া একটি প্রশস্ত রাস্তা পাইলাম; এই রাস্তাটী অতি পুরাতন, স্থানীয় লোকে ইহাকে "জাঙ্গাল" কহিয়া থাকে। পূর্ব্বে এই জাঙ্গাল অনেক উচ্চ ছিল, কালপ্রভাবে এখন তাহা অনেক নষ্ট হইয়া গিয়াছে মুসলমান কৃষকগণ এই পুরাতন বৃহৎ পরিসর জাঙ্গালের অধিকাংশ স্থানে চাষ আবাদ করিয়া শস্যক্ষেত্রে পরিণত করায় ইহা শ্রীভ্রষ্ট হইয়াছে। সেই শ্যামল দুর্ব্বাদলাবৃত পথ অতিবাহন করিয়া আমরা দীঘির দক্ষিণ পাড় পর্য্যন্ত গমন করিলাম, পশ্চিম পাড়ের দিকে কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইতেই, দীঘিকার পরিসর দেখিয়া বিস্মিত হইলাম,—অতবড় প্রকাণ্ড দীঘি আমি আর কোথাও দেখি নাই। দুঃখের বিষয় দীঘির মধ্যে অধিকাংশ স্থানই জলশূন্য, স্থানে স্থানে যে সামান্য জল আছে তাহাও কচুরি পানায় আচ্ছাদিত। চতুঃপার্শে বহু লোকের বাস, তন্মধ্যে মুসলমান অধিবাসীর সংখ্যা খুব বেশী। পশ্চিম পাড়ের ঠিক মধ্যস্থানে আউলিয়ার দরগা (মস্‌জিদ) এবং ফকির সাহেব ও তাঁহার শিষ্য এবং পরিবারবর্গের সমাধিস্থান রহিয়াছে। বিচিত্র কারুকার্য্য বিশিষ্ট সুদৃশ্য ফুল, ফল, লতা, পাতা, অঙ্কিত ইষ্টকাবলী ও প্রস্তরে গঠিত ধ্বংসোন্মুখ মসজিদ্‌টী অবলোকন করিলাম। বহুদিনের পুরাতন প্রাসাদতুল্য ধর্ম্ম অধুনা উন্নত-গম্বুজ হীন হইয়া বহু বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষরাজী স্কন্ধে ধারণ করিয়া অতীতের সেই পুরাতন স্মৃতি জাগরিত করিতেছে।

হায় কায়স্থ জাতি! একদিন তুমিও ঐরূপ উন্নত মস্তকে সমাজবক্ষে দণ্ডায়মান ছিলে, আজ তোমার সমাজদেহের ভগ্নস্তূপের উপর নানা প্রকারের শূদ্রাচার বড় বড় বৃক্ষের ন্যায় প্রকাণ্ড কাণ্ডবিস্তার করিয়াছে। আর সেই শূদ্রাচারীর যাজকতা ও পৌরোহিত্য করিয়া ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব লোপ পাইয়াছে। ভগ্নছাদ নিম্নে পতিত হইয়া যেমন ধূলিসাৎ হইয়াছে হিন্দুর ব্রাহ্মণত্বের গৌরব সেইরূপ ধূলিসাৎ হইয়া শূদ্রত্বে মিশিয়া গিয়াছে। আর তুমি কায়স্থ, কায় মাত্র অবলম্বন করিয়া কুসংস্কারের আগাছা ও পরগাছা অঙ্গের ভূষণ করিয়া মনে করিতেছ তুমি ঠিক দাড়াইয়া আছ কিন্তু প্রতি মুহূর্ত্তে দুর্জ্জয় কাল

তোমার ভীষণ পতনের প্রতীক্ষা করিতেছে। আজ তোমার অভয় হস্ত আশ্রিতকে আশ্রয় দিতে পারে না, দেশের ধর্ম্ম সমাজ সর্ব্বোপরি তোমার আত্মমর্য্যাদা ও জাতীয় সম্মান প্রতি পলকে বিন্দু বিন্দু করিয়া ভাসিয়া যাইতেছে; শত লাঞ্ছিত, উপেক্ষিত, অবমানিত ও পদদলিত হইয়াও তোমার চৈতন্য হইতেছে না। বৈদেশিক বিদ্যাশিক্ষা তোমাকে এতদূর আত্মবিস্মৃত করিয়াছে, এত বুদ্ধিভ্রংশ করিয়াছে যে তোমার সঠিক অবস্থা অনুভব করিবার—তুমি কি ছিলে কি হইয়াছ এ টুকু হৃদয়ঙ্গম করিবার—শক্তিটুকুও তোমার নাই। হায় উচ্চশিক্ষা! এই শিক্ষায় আবার গর্ব্ব লোকে করিয়া থাকে। শিক্ষার নামে কুশিক্ষা, বিদ্যার নামে অবিদ্যা, কবে এই পাপ এই দেশ থেকে দূর হইবে? জানিনা কায়স্থ! তোমার ভবিষ্যৎ অদৃষ্টে আরও কত কি আছে? ভগবান! কত দিনে এই আত্মবিস্মৃত কায়স্থ জাতির ঘোর নিদ্রার অবসান করিবে।

আউলিয়ার মসজিদের সম্মুখ ভাগে পাঁচটি দরজা, মধ্যস্থলের দরজাটীই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ; তাহার শীর্ষদেশে দুইখানি প্রস্তর সংলগ্ন রহিয়াছে, উহাতে আরবী ভাষায় যাহা লেখা ছিল, তাহা অত্যন্ত অস্পষ্ট অনেক চেষ্টা করিয়াও এখনও কেহ উহার পাঠোদ্ধার করিতে পারেন নাই। মসজিদের ভিত্তি ইষ্টক স্তূপ এবং নানাস্থানে প্রস্তরের বৃহৎ বৃহৎ স্তম্ভ প্রভৃতি বিক্ষপ্তাবস্থায় নিপতিত দেখিলাম; তন্মধ্যে কারুকার্য্য খচিত একখানি বৃহৎ প্রস্তর ফলকে আরবী ভাষায় একটী লিপি রহিয়াছে।*

মসজিদের কিঞ্চিৎ দক্ষিণ পূর্ব্ব কোণে পূর্ব্বোক্ত মহাপুরুষের সমাধিমন্দির দর্শন করিলাম; হিন্দু মুসলমান সকলেই সেখান অবনত মস্তকে সম্মান করিতেছে। অনেকেই ভক্তিভরে দুগ্ধ ফল মূল মিষ্ট দ্রব্যাদি উক্ত সমাধি বেদীর উপর প্রদান করিয়া থাকে। শুনিলাম লোকে এই সমাধিস্থানে মানত করে এবং মনোভিষ্ট পূর্ণ হইলে মানসিক ফল মূল দুগ্ধাদি এখানে দিয়া যায়। এই সমাধিবেদীর দক্ষিণ দিকে ইষ্টক নির্ম্মিত শ্রেণীবদ্ধ আরও কতকগুলি সমাধিবেদী দেখিলাম, তাহার প্রায় গুলিরই জীর্ণাবস্থা।

মসজিদের প্রাঙ্গন ইষ্টকস্তূপে ও নানা বৃক্ষলতাদিতে আবৃত। দীর্ঘি ইষ্টক-নির্ম্মিত সোপানশ্রেণী মৃত্তিকা গর্ভে বিলুপ্ত হইয়াছিল, বৃষ্টির জলে ক্রমে

* প্রত্নতত্ত্ববিৎগণ এই মসজিদ দৃষ্টে প্রাচীন কালের বহু ইতিহাস তথ্যের মীমাংসা করিতে পারেন।

ক্রমে কতক মৃত্তিকা ধৌত হইয়া যাওয়ায় এখন সেই প্রশস্ত সোপানাবলীর স্থানে স্থানে ইষ্টক বাহির হইয়া পড়িয়াছে।(ক)

আউলিয়ার দীঘি ও মসজিদ প্রভৃতি দেখিয়া প্রত্যাবর্ত্তন কালে রজবালী মুন্সী নামক স্থানীয় জনৈক মুসলমান যুবকের সহিত দেখা হয়; তাঁহার সৌজন্য ব্যবহারে অতিশয় আনন্দিত হইয়াছিলাম। ইহার পিতামহ শ্রীসেখ চাকুর ন্যায় বংশসৌভাগ্যবান পুরুষ সচরাচর প্রায় দেখা যায় না। বর্ত্তমানে তাঁহার বয়ঃক্রম শতবর্ষের অধিক, ইহার ছয়টী পুত্র, এবং দুইটী কন্যা পৌত্র, প্রপৌত্রাদি চারিপুরুষ লইয়া এই বৃদ্ধের বংশ সর্ব্বসমেত লোক সংখ্যা অর্দ্ধশতের ও উপর হইবে।

দীঘির পাড় হইতে বাটী আসিয়া স্নানাহার করিলাম; তৎপরে খোকা খুকীদের লইয়া নানা প্রকার কথোপকথনে কিছু সময় অতিবাহিত হইল। মাখন বাবুর জ্যেষ্ঠা কন্যাটির বয়ঃক্রম একাদশ বর্ষ উত্তীর্ণ হওয়ায় বিবাহের জন্য বাটিস্থ সকলে উদ্বিগ্ন হইয়াছেন।* তৎপরবর্ত্তী ৭ম বর্ষীয় পুত্র শ্রীমান্ মুকুন্দলাল ডাক নাম মনু এবং আর ৩টি কন্যা। মনু অত্যন্ত মেধাবী বালক এই বয়সেই তাহার ভগবদ্ভক্তি এবং উপস্থিত বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। দ্বিতীয় কন্যাটীর নাম শ্রীমতী গোলাপ সুন্দরী বা অমিয়বালা গুলু; বয়স ৪।৫ বৎসর হইবে, তাহার আকৃতি ও প্রকৃতি ঠিক তাহার নামেরই অনুরূপ। এই বালক, বালিকাগণ (বিশেষতঃ মনু ও গুলু) অল্প সময়ের মধ্যেই আমাকে তাহাদের নিজস্ব করিয়া ফেলিয়াছিল। তাহারা উভয়ে কিছুতেই তাদের "কাকাবাবুকে" যাইতে দিবে না, কি করি,—নানা প্রকার বলিয়া তাহাদিগকে বুঝাইতে হইল। বিশ্রামান্তে অক্ষয়বাবু ও তাঁহার ভ্রাতা যজ্ঞেশ্বর মিত্রবর্ম্মা মহাশয়দিগের সহিত অনেক কথাবার্ত্তা হইল। তারপর আমরা বাড়ীর সকলের সহিত দেখা করিয়া, সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে রওনা হইলাম। জেঠাইমা ও মাওইমা প্রভৃতি মাখনলালের কন্যার বিবাহের বিষয় আমাকে স্মরণ করাইয়া দিলেন; বৌদিতো একটীও কথা

(ক) আমরা ফরিদপুর ডিঃ বোর্ডে নব নিযুক্ত চেয়ারমান মহোদয়কে এই মসজিদের জীর্ণসংস্কার করাইবার জন্য অনুরোধ করিতেছি, ইহা একটি অতি প্রাচীন কীর্ত্তি; ইহাকে ধ্বংসমুখ হইতে রক্ষা করা একান্ত কর্ত্তব্য।

* ঈশ্বরানুগ্রহে "লেখক শ্রীযুক্ত অগ্নিহোত্রী মহাশয়ের চেষ্টায় এবং স্বজাতিবৎসল সমাজপতি মহোদয়দিগের সহায়তায় বিগত ১০ই ফাল্গুন (১৩২৬) প্রচারক মহাশয়ের কন্যার শুভবিবাহ যথারীতি ক্ষত্রিয়াচারে সুসম্পন্ন হইয়াছে। (পঃ সঃ)

কহিলেন না, কেবল চিত্রার্পিতের ন্যায় দণ্ডায়মান থাকিয়া কন্যার বিবাহ, সংসারের অবস্থা সমস্তই যেন ঈঙ্গিতে বলিয়া দিলেন। মাখনবাবুর পুত্রকন্যাগণ কেহ আমাকে ছাড়িতে চায় না; উহারা আমার কে? তবে কেন তাদের জন্য আমার প্রাণ বিচলিত হইয়া উঠে? আসিবার সময় বাড়ীর সম্মুখবর্ত্তী খাল, বাঁশের সাঁকোদ্বারা পার হইয়া তৎপূর্ব্ব পাড়ে (জাঙ্গালে) উঠিয়া দক্ষিণ দিকে চলিলাম—যতদূর দৃষ্টি যায় তাহারা সকলে আমাদের দেখিতে লাগিল।

আমরা যখন শিরুয়াইল হাটে আসিলাম, তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে—কিন্তু নৌকা পাওয়া গেল না। নৌকা না পাওয়া এবারকার প্রচারে যেন সংক্রামক হইয়া পড়িয়াছিল। বহুকষ্টে মাখনবাবু একখানি নৌকা ঠিক করিয়া আনিলেন, কিন্তু মাঝি কিছুতেই উমেদপুর পর্য্যন্ত যাইতে চাহে না। অগত্যা বরহমগঞ্জ পর্য্যন্ত যাইয়া ডাক্তার উমেশবাবুর বাসায় রাত্রি যাপন করা স্থির করিলাম; কিন্তু শ্রীমান্ ভগবানের জন্য মন বড় উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল। রাত্রি প্রায় ১১টার সময় আমরা বরহমগঞ্জ ডাক্তার বাবুর বাসায় উপস্থিত হইলাম; বেণীবাবু ঘুমাইতে ছিলেন, তাঁহাকে ডাকিয়া তুলিলাম, কথা শুনিয়া ডাক্তারবাবুও আসিলেন। কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তার পর নিদ্রাভিভূত হইলাম।

প্রাতে ডাক্তারবাবু ও বেণীবাবু থাকিয়া যাইতে অনেক অনুরোধ করিলেন, কিন্তু আমাদের নিকট ভগবান মিত্রের ব্যাপার শুনিয়া তাঁহারা আর পীড়াপীড়ি করিলেন না। আমরা খেয়া পার হইয়া আলেপুর ভগবান মিত্রের বাটী অভিমুখে যাত্রা করিলাম।

(ক্রমশঃ)

কায়স্থ-পঞ্জি।

উপনয়ন-সংবাদ।

(প্রেরিত পত্র)

.....প্রায় তিন বৎসর পূর্ব্বে আমার গুরুতুল্য একজন কৃতবিদ্য বন্ধু ব্রাহ্মণ কথা-প্রসঙ্গে বলেন যে "তোমরা ক্ষত্রিয় বলিয়াই আমি বিশ্বাস করি; কিন্তু ব্রাত্যদোষ ঘটিয়াছে তোমাদের উপনয়ন-সংস্কার হওয়া উচিত" তাহাতে আমি বলি যে "এখন মানুষে পৈতা ছিড়ে এখন আর কি নেওয়ার সময় আছে ইত্যাদি" তিনি বলিলেন যে উপনয়ন-সংস্কার নিলে গায়িত্রী-ধ্যান জপ করিলে যে একটা বিশেষ উপকার হয় তাহাতে সন্দেহ নাই" ইত্যাদি। তদবধিই আমার উপবীত নেওয়ার একটা ইচ্ছা মনে থাকে। গত শারদীয় পূজার সময় ধীপুর-নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু ভবতোষ বসু উপনয়ন সম্বন্ধে ২।১ জনের নিকট বলেন কিন্তু তাহার কথায় কেহ কর্ণপাত করে না এবং তিনিও হাওয়া পরিবর্ত্তনের জন্য স্থানান্তর চলিয়া যান। গত অগ্রহায়ণ মাসে আমার একটী জ্ঞাতির মৃত্যু হওয়াতে জনৈক পণ্ডিতকে জিজ্ঞাসা করিলাম "অশৌচ কি এবং আমরা কেন তাহা ১মাস পালন করিব" তাহাতে তিনি বলিলেন "আপনারা শূদ্র নহেন, কেন যে একমাস অশৌচ পালন করেন তাহার উত্তর আমি দিতে পারিলাম না"। তখন আমার জ্ঞাতিবর্গকে বলিয়া ১২ দিন অন্তে শুদ্ধ হই। এই সময় আমার পত্রের উত্তরে পরম পূজ্যপাদ শ্রীমৎস্বামী নারায়ণতীর্থ ঠাকুর মহাশয় একখানি সুদীর্ঘ পত্রে লিখেন যে "কায়স্থদের উপনয়ন-সংস্কার হওয়া উচিত" কিন্তু তিনি সন্ন্যাসী এবং কর্ম্মকাণ্ডের বাহির বলিয়া নিজে উপবীত দিতে পারেন না। তখন নব্য-শিক্ষিত ইংরাজি সংস্কৃত জ্যোতিষ শাস্ত্রে বিশেষ পণ্ডিত, আকুমার ব্রহ্মচারী, আমার গুরু-স্থানীয় জনৈক ব্রাহ্মণের শরণাপন্ন হই (কারণ আমাদের দেশস্থ অনেকেই কায়স্থের উপনয়ন-সংস্কারের বিরোধী)। জগদীশ্বরের কৃপায় ঐ ব্রাহ্মণ সাদরে আমাকে আমার ৫৮ বৎসর বয়ঃক্রম কালে উপবীত দিয়া কৃতার্থ করেন। এবং আমি আশাতীত আচার্য্য পাইয়া ধন্য হইলাম। জীবনে যাহা সত্য বুঝিলাম তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে লোকাপেক্ষা করিলাম না, কিন্তু অন্যান্য কায়স্থ ভ্রাতা-গণের যাহাতে উপনয়ন হয় তজ্জন্য "দাসের জঙ্গল" গ্রাম নিবাসী ৺গোলকচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয়ের বাড়ীতে গত ৬ই মাঘ একটী কায়স্থ-সভা আহ্বান করা হয়,

তাহাতে কুলাচার্য্য শ্রীযুক্ত গদাধর ঘটক ঠাকুর মহাশয় কায়স্থ ক্ষত্রিয় বর্ণ এবং উপবীত গ্রহণে অধিকারী এ বিষয়ে বক্তৃতা করেন। শ্রীযুক্ত বাবু যোগেশচন্দ্র রায় চৌধুরী প্রস্তাব করেন যে আমাদের এই স্থান কায়স্থ প্রধান বলা যায় কিন্তু ব্রাহ্মণগণের সহিত কখনও কোন বিসম্বাদ হয় নাই সুতরাং ব্রাহ্মণগণ সহ একটী সভা করা দরকার এবং প্রয়োজন হইলে শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র বসু বর্ম্ম অথবা কোন বিজ্ঞ লোক বিদেশ হইতে আনিতে হইবে। ৯ই মাঘ সভা আহ্বান করা হয় কিন্তু দুঃখের বিষয় যে সেইদিন উপরোক্ত ঘটক মহাশয় এবং আরো ২।১টী ব্রাহ্মণ ভিন্ন আর কোন ব্রাহ্মণ উপস্থিত হন নাই। বিশ্বস্তসূত্রে জানা গিয়াছে যে কতক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত একমত হইয়াছেন যে কায়স্থদের পৈতা নেওয়ার সভায় তাহারা আসিবেন না।

৬ই মাঘ যে সভার অধিবেশন হয় তাহাতে শ্রীযুক্ত বাবু রাসবিহারী গুহ প্রস্তাব করেন যে "কোন কায়স্থ উপবীত গ্রহণ করিলে তাহাতে কেহ বিরুদ্ধবাদী হইবে না" এই প্রস্তাব সর্ব্ববাদী সম্মতি ক্রমে গৃহীত হয়।.....

নিবেদক—

শ্রীঅন্নদাচরণ ঘোষ রায়চৌধুরী বর্ম্ম।

সাং টেংরা (ইদিলপুর)।

গত ৮ই ফাল্গুন রবিবার ফরিদপুরের অন্তর্গত মহিশাপুড়া গ্রামে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রলাল সরকার দেব বর্ম্মার বাটীতে ১টি কেন্দ্র করিয়া নিম্নলিখিত কায়স্থগণ যথাশাস্ত্র ব্রাত্য প্রায়শ্চিত্তান্তে উপবীত গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ অধিকারী আচার্য্য-কার্য্যে ব্রতী ছিলেন। আমার ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীমান্ কেশবলাল বর্ম্মা বহু যত্নে চেষ্টায় ও অক্লান্ত পরিশ্রমে এই উপনয়ন কার্য্য সমাধা হইয়াছে।

	উপবীতী কায়স্থের নাম	বয়স	নিবাস
১।	শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ভৌমিক	৩৭	মহিশাপুড়া
২।	„ কুঞ্জলাল ভৌমিক	৩৭	„
৩।	„ অধরচন্দ্র বসু	৩৬	„
৪।	„ মথুরানাথ কর	৫৫	„
৫।	„ মতিলাল কর	২৫	„
৬।	„ কুঞ্জবিহারী কর	২২	„
৭।	„ দীনবন্ধু দাস	৪৫	„
৮।	„ কেশব লাল কুণ্ডু	৪৫	„

৯।	শ্রীযুক্ত কোটিশ্বর বিশ্বাস	৫৫	মহিশাপুড়া
১০।	„ সুরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস	২২	„
১১।	„ কালীপদ দাস	২৮	মথুরাপুর
১২।	„ বিষ্ণুপদ সেন	২২	„

সমস্তই দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থ।

বশংবদ—

শ্রীদীননাথ বসু দেব বর্ম্মা

বেড়াদিং, পোঃ মহিশালা, জেঃ ফরিদপুর।

গত ১৯শে ফাল্গুন পাবনার ডাক্তার শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র মজুমদার বর্ম্মা মহাশয়ের বাসায় নিম্নলিখিত ব্যক্তিদ্বয় যথাশাস্ত্র ব্রাত্য-প্রায়শ্চিত্তান্তে উপনয়ন গ্রহণ করিয়াছেন।

১। অবিনাশ চন্দ্র রায়, বয়স ৪০, নিবাস মহেশরোহালী, থানা রায়গঞ্জ, জেলা পাবনা।

২। শ্রীমান্ প্রতাপচন্দ্র সরকার, বয়স ২২ সাং ঢাকঢোর, জেলা রাজসাহী।

শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বিদ্যাবিনোদ মহাশয় কুমারপাড়া হইতে লিখিয়াছেন। নিম্নলিখিত কায়স্থ মহোদয়গণ বিগত ২১শে ফাল্গুন উপনয়ন লইয়াছেন :—

১।	শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ বিশ্বাস	সাং কুমারপাড়া
২।	„ সতীশচন্দ্র সরকার	ঐ
৩।	„ যোগেন্দ্রনাথ দত্ত	ঐ
৪।	„ হেমন্তকুমার বিশ্বাস	ঐ
৫।	„ মোহিনীমোহন কুণ্ডু	সাং হরিপুর।
৬।	„ দ্বিজেন্দ্রনাথ বিশ্বাস	সাং কুমারপাড়া
৭।	„ মহেন্দ্রনাথ দত্ত	ঐ
৮।	„ অমূল্যকুমার দত্ত	ঐ
৯।	„ সুরেশচন্দ্র সরকার	ঐ
১০।	„ নরেন্দ্রনাথ রায়	ঐ
১১।	„ হৃষিকেশ বিশ্বাস	সাং সদকী

সকলেই দক্ষিণরাঢ়ীয়।

শ্রীশ্রী৺কালীবাড়ীতে কেন্দ্র করা হয়। স্থানীয় শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ জোয়ার্দ্দার

দেব বর্ম্মা মহাশয়ের আনুকূল্যে এবং শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র সরকার মহাশয়ের ঐকান্তিকতায় এই কার্য্য উদ্ধার হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ ঘোষবর্ম্মা রায় চৌধুরী মহাশয় ফেণী হইতে লিখিয়াছেন—

আমাদের কুলগুরু-ইদিলপুর-কাকৈসার গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ ভট্টাচার্য্য ঠাকুর মহাশয় এবং ঐ কুলপুরোহিত বেজনিসার গ্রাম-নিবাসী শ্রীযুক্ত গোলকচন্দ্র বশিষ্ঠ মহাশয় আমাদের অনুরোধে এস্থানে (ফেণীতে) আসিয়া গত২৮শে ফাল্গুন ব্রাত্য প্রায়শ্চিত্ত করাইয়া যথা বিহিতরূপে আমার জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীমান্ শ্যামাপদ রায়ের উপনয়ন দিয়াছেন।

বিনাপণে বিবাহ।

বিগত ২৬শে ফাল্গুন যশোহর জেলার অন্তঃর্গত ফুলবদিনা-নিবাসী শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ ঘোষ বর্ম্মা মহাশয়ের ৩য় পুত্র শ্রীমান্ কেশবলাল ঘোষ বর্ম্মার সহিত দুর্গাপুর (ফরিদপুর) নিবাসী শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ দেব বর্ম্মার ১মা কন্যা শ্রীমতী নলিনীবালা দেবীর বিবাহ ক্ষত্রিয়াচারে সুসম্পন্ন হইয়াছে। এই বিবাহে পাত্রপক্ষ কোন প্রকার যৌতুকাদি গ্রহণ করেন নাই। কন্যাপক্ষ বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্ত ভাণ্ডারে ২৲ টাকা দিয়াছেন।

শ্রীশশিভূষণ দেববর্ম্মা
ফুলবদিনা, যশোহর।

ত্রয়োদশাহে শ্রাদ্ধ।

গত ২৭শে কার্ত্তিক, ১৩ই নভেম্বর চট্টগ্রাম-জিলার চক্রশালা-নিবাসী ভূতপূর্ব্ব মিউনিসিপাল কমিসনার, প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক, চট্টগ্রামের ইতিহাস, কায়স্থতত্ত্ব তরঙ্গিনী, গুপ্ত-সংহিতা, মন্দিরা, এপারে ওপারে প্রভৃতি গ্রন্থপ্রণেতা চৌধুরী শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র দেববর্ম্মা তত্ত্বনিধি মহাশয়ের মাতৃশ্রাদ্ধ ত্রয়োদশ দিনে ক্ষত্রিয়াচারে সম্পাদিত হইয়া গিয়াছে। এই ক্রিয়া উপলক্ষে প্রায় ৭০০ শত ব্রাহ্মণ ও বহু পণ্ডিতমণ্ডলী নিমন্ত্রিত হইয়া ক্ষত্রিয়াচারে বৃষোৎসর্গ ক্রিয়া সম্পাদন করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন বহু কায়স্থ প্রভৃতি ভদ্রলোক আহারাদি করিয়া ক্রিয়ার সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছেন। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত জানকীনাথ বেদান্তবাগীশ, শ্রীযুক্ত মধুসূদন স্মৃতিরত্ন, শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র বিদ্যারত্ন, শ্রীযুক্ত বলরাম ন্যায়রত্ন, শ্রীযুক্ত রাশীচন্দ্র স্মৃতিতীর্থ, শ্রীযুক্ত জগচ্চন্দ্র বিদ্যাবিনোদ ও শ্রীযুক্ত কালীকুমার স্মৃতিভূষণ প্রভৃতি পণ্ডিতমণ্ডলী উপস্থিত থাকিয়া ক্রিয়া সম্পাদন করিয়াছেন। কায়স্থদিগের এইরূপ ক্ষত্রিয়াচার সর্ব্বদাই প্রার্থনীয়।

চৌধুরী শ্রীনগেন্দ্রনাথ দেববর্ম্মা।

বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভা।

ঊনবিংশ বার্ষিক কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির ৮ম অধিবেশন।

৩রা মাঘ—রবিবার সন্ধ্যা ৬ ঘটিকার সময়

৩৪নং শ্যামপুকুর ষ্ট্রীটস্থিত কুমার শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মিত্র বাহাদুরের ভবনে

উপস্থিত—

১। শ্রীযুক্ত কুমার মণীন্দ্রচন্দ্র সিংহ বাহাদুর (সভাপতি)
২। ,, মন্মথনাথ মিত্র বাহাদুর
৩। ,, মহেন্দ্রনাথ রায় তত্ত্বনিধি
৪। ,, কেদারনাথ দেববর্ম্মা,
৫। ,, রসিকলাল দেববর্ম্মা
৬। ,, মন্মথমোহন বসু বর্ম্মা
৭। ,, কিরণচন্দ্র দত্ত
৮। ,, অমৃতকৃষ্ণ বসু মল্লিক
৯। শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন
১০। ,, নগেন্দ্রনাথ বসু বর্ম্মা, (সম্পাদক)
১১। ,, মৃণালকান্তি ঘোষ বর্ম্মা (সহযোগী সম্পাদক)
১২। ,, নীতিশচন্দ্র ঘোষবর্ম্মা (ঐ)
১৩। ,, গিরিশচন্দ্র বসু বিদ্যালঙ্কার (সহকারী সম্পাদক)

শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন ঘোষবর্ম্মা ও শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ সরকার বর্ম্মা মহাশয় অনিবার্য্য কারণে উপস্থিত হইতে না পারিয়া পত্রদ্বারা জ্ঞাপন করিয়াছেন।

১ম প্রস্তাব—গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পঠিত ও সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

২য় প্রস্তাব—সভার পরীক্ষিত হিসাব প্রদর্শিত ও যথারীতি গৃহীত হইল। এই প্রস্তাব উপলক্ষে সম্পাদক মহাশয় জানাইলেন যে আয়-ব্যয়-পরীক্ষক শ্রীযুক্ত ললিতাপ্রসাদ দত্ত বর্ম্মা মহাশয় দীর্ঘকাল কলিকাতায় না থাকায় এতদিন গত কয়েকমাসের আয়-ব্যয় পরীক্ষা করিবার সুবিধা ঘটে নাই। অল্পদিন হইল তিনি কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়াছেন অদ্য তাঁহার পরীক্ষিত শ্রাবণ ভাদ্র ও আশ্বিন এই তিন মাসের হিসাব প্রদর্শিত হইল। আগামী অধিবেশনে অবশিষ্ট কয়েক মাসের পরীক্ষিত হিসাব প্রদর্শিত হইবে এরূপ তিনি আশা করিতেছেন।

৩য় প্রস্তাব—"সারদাচরণ আর্য্য-বিদ্যালয়ের" স্কুল কমিটীর সম্পাদক সম্বন্ধে

শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু বর্ম্মা, শ্রীযুক্ত নীতিশচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা, শ্রীযুক্ত কুমার মন্মথনাথ মিত্র বাহাদুর ও শ্রীযুক্ত অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক মহাশয় অনেক আলোচনা করেন। অবশেষে সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হইল "বর্ত্তমান যেরূপ স্কুল ও কলেজের ছাত্রগণ মধ্যে সহযোগীতা বর্জ্জনের চেষ্টা দেখা যাইতেছে তাহাতে বর্ত্তমান সময় হঠাৎ কিছু অবধারণ না করিয়া আগামী অধিবেশনের বিচারের জন্য স্থগিত রাখা কর্ত্তব্য।" এই সময় সম্পাদক মহাশয় জানাইলেন যে শ্রীযুক্ত শরৎকুমার মিত্র মহাশয় সারদাচরণ-আর্য্য-বিদ্যালয়ের স্কুল কমিটীর পক্ষ হইতে দুইখানি পত্র লিখিয়াছেন ঐ পত্রে জানাইয়াছেন যে কায়স্থ-সভা হইতে স্কুল-কমিটীতে যে তিন জন প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন তাঁহাদের নির্দ্দিষ্ট সময় উত্তীর্ণ হইয়াছে। এক্ষণে কায়স্থ-সভা ইচ্ছা করিলে সেই তিন জনকে বা অপর তিন জনকে নির্ব্বাচিত করিয়া তাঁহাদের নাম স্কুল-কমিটীতে পাঠাইতে পারেন। তিনি আরও জানাইয়াছেন যে স্কুল-কমিটীকে না জানাইয়া কায়স্থ-সভা স্কুল-কমিটীর যে স্বতন্ত্র সম্পাদক ও স্কুল-কমিটী নির্ব্বাচন করিয়াছেন তাহা অসঙ্গত হওয়ায় পূর্ব্বতন স্কুল-কমিটী তদনুসারে কার্য্য করিতে প্রস্তুত নহেন।

স্থির হইল—কায়স্থ-সভা যখন নূতন স্কুল-কমিটী গঠন করিয়াছেন তখন পূর্ব্বতন স্কুল-কমিটীকে আর এক্ষণে স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের সহিত পরামর্শ করিয়া শ্রীযুক্ত শরৎকুমার মিত্র মহাশয়কে উপযুক্ত উত্তর দেওয়া হউক।

৪র্থ প্রস্তাব—সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বসু বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ের Allowance সম্বন্ধে আয়-ব্যয়-পরীক্ষক মহাশয়ের মন্তব্য পঠিত হইল। এবং সহকারী সম্পাদক বিদ্যালঙ্কার মহাশয় নির্দ্দিষ্ট নিয়মানুসারে কার্য্য করিতে অনিচ্ছুক হওয়ায় এবং কার্য্যভার পরিত্যাগ করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করায় কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি দুঃখের সহিত তাঁহার পদত্যাগ গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন। সম্পাদক মহাশয় ১লা অক্টোবর হইতে ১৭ই জানুয়ারী পর্য্যন্ত তাঁহার কার্য্যকালের হিসাব-নিকাশ বুঝিয়া লইয়া উক্ত সময়ের কার্য্যের জন্য মাসিক ৫০৲ টাকা হিসাবে House-allowance দেওয়া মঞ্জুর হইল।

৫ম প্রস্তাব—শ্রীশ্রী চত্রগুপ্ত মহোৎসবের ব্যয়নির্ব্বাহ সম্বন্ধে স্থির হইল যে টাকা বাজার দেনা আছে, তন্মধ্যে মণ্ডপপ্রস্তুতকারীর ২৫০৲ টাকার বিল ২০০৲ টাকায় মিটাইয়া দিবার জন্য সভার স্থায়ী তহবিল হইতে কর্জ্জ লইয়া শ্রীযুক্ত কুমার মন্মথনাথ মিত্র বাহাদুরকে দেওয়া হউক। এবং উক্ত টাকা

পরিশোধের ব্যবস্থা করা হউক। এই টাকা আদায় করিবার জন্য উৎসব-সমিতি, সম্পাদক এবং সহযোগী সম্পাদক মহাশয়গণকে অনুরোধ করেন।

৬ষ্ঠ প্রস্তাব—নূতন সভ্য মনোনয়ন।

(শ্রীযুক্ত ভগবানচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের—সংগৃহীত—)

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু বর্ম্মা। সমর্থক—শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত।

১। শ্রীযুক্ত মনোমোহন পাল চৌধুরী
১০নং বৃন্দবন পালের লেন, কলিকাতা

২। শ্রীযুক্ত হরিপ্রসন্ন সোম, সাব এজেন্ট—
পোঃ মাদারীপুর, ষ্ট্রীমার-ষ্টেশন, ফরিদপুর।

৩। শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ রায় চৌধুরী
পোঃ গোঁসাইর হাট, গ্রাম টাঙ্গিরা, ফরিদপুর।

(শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র মজুমদার বর্ম্মা বিদ্যারত্ন মহাশয়ের সংগৃহীত)

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু বর্ম্মা। সমর্থক—শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত

৪। শ্রীযুক্ত আশুতোষ গুহ দিনাজপুর।
৫। " বৈকুণ্ঠনাথ ভদ্র "
৬। " যামিনকান্ত ঘোষ "
৭। " প্রতাপচন্দ্র গুহ "
৮। " শিবপ্রসাদ কর "
৯। " সুরেন্দ্রকুমার বিশ্বাস "

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন ঘোষ বর্ম্মা। সমর্থক—নগেন্দ্রনাথ বসু বর্ম্মা

১০। কালীকানন্দ ঘোষ বর্ম্মা
সাব অডিটর পোষ্টাল অডিট আফিস, সি, সি, সেক্‌সন, নাগপুর।

বিবিধ। (ক) সম্পাদক মহাশয় জানাইলেন রায় বাহাদুর জগদ্বন্ধু মজুমদার মহাশয় কায়স্থ-সভার প্রচার-ভাণ্ডারে এককালীন ২৫৲ টাকা দান করিয়াছেন এবং নিমতিতার জমিদার আমাদের কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির অন্যতম সভ্য শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী মহাশয় উক্ত প্রচার-ভাণ্ডারে আগামীবর্ষ হইতে বার্ষিক ১০০৲ টাকা দান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। এ সংবাদে সকলেই তাঁহাদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিলেন।

(খ) ইতি পূর্ব্বে কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির নির্দ্দেশ অনুসারে সম্পাদক মহাশয় সেনসাস্ সুপারিনটেণ্ডেণ্টকে পত্র লিখিয়াছিলেন। সেনসাস্ সুপারিনটেণ্ডেণ্ট তাহার যে উত্তর দিয়াছেন সম্পাদক মহাশয় তাহা পাঠ করিলেন। স্থির হইল কায়স্থ-পত্রিকার আগামী সংখ্যায় উক্ত পত্রের মর্ম্ম প্রকাশিত করা হউক।

পৌষ, ১৩২৭, ৩০৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

(গ) প্রচারক শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র মজুমদার এবং শ্রীমতী বসন্তকুমারী চৌধুরাণীর আবেদন-পত্র সম্বন্ধে স্থির হইল যে শ্রীশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়কে এককালীন ২৫৲ টাকা এবং শ্রীমতী চৌধুরাণী মহাশয়াকে এককালীন ১০৲ টাকা সাহায্য দেওয়া হউক।

(ঘ) সম্পাদক মহাশয় জানাইলেন কায়স্থ-সভার বিগত বিশেষ সাধারণ অধিবেশনে "শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ ও দেবরাণী গুহ ভাণ্ডারের" টাকা আদায় সম্বন্ধে সভার অন্যতম সভ্য শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় জানাইয়াছিলেন যে তিনি উক্ত ভাণ্ডার সম্বন্ধে কাগজ পত্র পাইলে তদনুসারে আপোষে টাকা আদায় করিবার জন্য চেষ্টা করিতে পারেন। গত ৩০শে ডিসেম্বর তারিখে ১২১নং পত্রে শৈলেন্দ্রবাবু লিখিয়াছেন যে শ্রীযুক্ত শরৎকুমার মিত্র মহাশয় "কায়স্থ-সভাকে টাকা দিতে অপারগ" অতএব এই বিষয়ে আপনাদের যেরূপ কর্ত্তব্য থাকে সেইরূপ করিবেন।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া রাত্রি ৮ ঘটিকার সময় সভা ভঙ্গ হয়।

(স্বাক্ষর) শ্রীনীতিশচন্দ্র ঘোষ। (স্বাক্ষর) শ্রীমণীন্দ্রচন্দ্র সিংহ

(সহযোগী সম্পাদক) (সভাপতি।)

কায়স্থ-পত্রিকা

চৈত্র, ১৩২৭ } নবপর্য্যায় ২১শ খণ্ড, ১২শ সংখ্যা

বিবাহে—কায়স্থ।

কায়স্থ যে একটি প্রাচীন অতি সুপ্রসিদ্ধ জাতি তাহা সকলেই স্বীকার করেন। না করিবেনই বা কেন, যে জাতির বীজপুরুষের কথা বেদ কীর্ত্তন করিতেছে, যে জাতির প্রভাবের কথা ধর্ম্মশাস্ত্রে বিঘোষিত, যে জাতির কীর্ত্তি-ইতিহাস জলন্ত অক্ষরে স্বীয় বক্ষে যত্নে ধারণ করিয়া রহিয়াছে, যে জাতিকে সন্তানরূপে পাইয়া ভারতমাতা গর্ব্বিতা সেই মহামহিমান্বিত জাতিকে কে না প্রীতিচক্ষে সন্দর্শন করে? এতবড় একটা প্রকাণ্ড জাতি যাহার বুদ্ধিবৃত্তি, যাহার কর্ম্মদক্ষতা আজও জগৎকে মোহিত করিতেছে, কি জানি কি মহাপাপে অথবা কোন্ মহাপুরুষের কোপনয়নে পতিত হইয়া তাহার পূর্ব্বগৌরব পূর্ব্ব শৌর্য্যবীর্য্য পূর্ব্ব মহিমা বিস্মৃত হইয়াছে; যেন ঐন্দ্রজালিকের ইন্দ্রজালে আপনাকে ভুলিয়া গিয়াছে। এই জাতি ভারতের সর্ব্বত্রই বিদ্যমান্। এই বাঙ্গালা দেশে এজাতির সংখ্যাও নিতান্ত কম নহে। বঙ্গদেশে কায়স্থের সংখ্যা ১১০০০০০ এগার লক্ষেরও অধিক। বঙ্গ ভিন্ন অন্য দেশীয় কায়স্থগণ সমস্তই ভুলিয়াছে বটে কিন্তু তাহারা এখনও নিজেদের আচারভ্রষ্ট হয় নাই। আর এই বঙ্গদেশের জল হাওয়ার এমনই প্রভাব যে এ দেশে যাহারা আসে বা বাস করে তাহারা যে শুধু তাহাদের শৌর্য্যবীর্য্য হইতে বঞ্চিত হয় তাহা নহে তাহারা "তাঁহার যে কে" তাহাও ভুলিয়া যায়। এ এক অপূর্ব্ব কুহকের রাজত্ব। প্রবাদ শুনিতে পাওয়া যায় যে, পূর্ব্বে কামরূপে যে পুরুষমানুষ যাইত সে তথায় ভেড়া হইয়া থাকিত। এই বাঙ্গালার পক্ষেও তাহাই, এ দেশে যাহারা আসে বা থাকে তাহারাও তাহাদের মনুষ্যত্ব ভুলিয়া যায়। সুতরাং এই বঙ্গদেশের কায়স্থেরাও

এই নিয়মের বাহিরে যাইতে পারে নাই। তাহারা তাহাদের জাতির গৌরব সুধু ভোলে নাই, তাহারা তাহাদের সনাতন আচার পর্য্যন্ত ভ্রষ্ট হইয়াছে। তাহারা তাহাদের যজ্ঞসূত্র পরিত্যাগ করিয়াছে, দ্বাদশাশৌচ ত্যাগ করিয়াছে। কথায় বলে "জাত হারাইলে বৈষ্ণব" এ দেশের কায়স্থেরও তাহাই। তাহারা অতি মাত্রায় বিনয়ী হইয়াছে। তাহারা নিজেদের জাতীয় চিহ্ন বর্ম্মা ও দেবী শব্দ ত্যাগ করিয়া বিনয়ের পরকাষ্ঠা স্বরূপ দাস ও দাসী শব্দ গ্রহণ করিয়াছে। ফলে এই হইয়াছে, তাহারা উচ্চ সমাজ হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছে। নীচকে লোকে আদর করিতে পারে, কিন্তু ভ্রষ্টাচারীকে কেহই আদর করে না, বিশ্বাস ও করে না পরন্তু অতি অবজ্ঞার চক্ষে দর্শন করে। তাই উচ্চবর্ণ ব্রাহ্মণগণ ভ্রষ্টাচারী ধর্ম্ম পরিত্যাগী বঙ্গের কায়স্থগণকে নিতান্ত ঘৃণার চক্ষে দেখিয়া আসিতেছেন। তাঁহারা যে কায়স্থগণকে সুধু শূদ্রের মধ্যে ফেলিয়া দিয়াছেন তাহা নহে, তাহাদিগকে নানা প্রকারে লঙ্ঘিত করিয়া আসিতেছেন। যে জাতির আত্মসম্মান জ্ঞান নাই, তাহাকে সকলেরই পদদলিত করাই উচিত, না করিবেই বা কেন, না করাই তো পাপ। যে মানুষ হইবে তাহার আত্মসম্মান থাকিবে; যার তাহা নাই সে মনুষ্য নামের অযোগ্য; তাহার জগতে বাঁচিয়া থাকিবার আবশ্যক নাই; সে পৃথিবীর ভার স্বরূপ। সুতরাং যখন বাঙ্গালার কায়স্থগণ আপনার জাতীয় গৌরব ভুলিয়াছে, আত্মসম্মান বুঝিতে পারে না, তখন এই কায়স্থগণের উপর ব্রাহ্মণগণ যথেচ্ছা ব্যবহার করিবেন না কেন? গর্দ্দভ ভার বহন করিবার জন্য জন্মিয়াছে। যত পার তার তার পৃষ্ঠে চাপাইয়া দাও, সে বহন করিবে, তাহার পারিনা বলিবার অধিকার নাই। সেইরূপ যখন বাঙ্গালার কায়স্থগণ আপনাকে ভুলিয়াছে তখন সেও উচ্চজাতির নিপীড়ন সহ্য করিতে বাধ্য, তাহার প্রতিবাদ করিবার ক্ষমতা নাই। সে এখন যে পদ গ্রহণ করিয়াছে, সে পদের যাহা প্রাপ্য তাহার উপর সে কথা বলিতে পারে না। কায়স্থগণ আপনার উচ্চপদ ত্যাগ করিয়া হীনপদ স্বেচ্ছায় গ্রহণ করিয়াছে, এখন এ অবস্থায় থাকিয়া অভিযোগ করিলে কি হইবে। এ পদের প্রাপ্তি অবজ্ঞা; সুতরাং ব্রাহ্মণগণের তীব্র উপেক্ষা, অবজ্ঞা, ঘৃণা ব্যতীত এ কায়স্থজাতি আর কি আশা করিতে পারে। তুমি তোমার নিজের মর্য্যাদা রাখিতে জান না, কে এমন হিতৈষী তোমার আছে যে সে সর্ব্বদা তোমার কিসে মান রক্ষা হয় তাহাই করিবে। নিজের মান নিজের কাছে। নিজে মানুষ হইল, মানুষেও তাহাকে মানুষ বলে, তাহাকে সম্মান করে। আর যে অমানুষ তাহার ভাগ্যে সর্ব্বদাই হতাদর, সর্ব্বদাই অবজ্ঞা। এই

বাঙ্গালার কায়স্থজাতি যখন হইতে আপনাকে ভুলিতে আরম্ভ করিয়াছে, তখন হইতেই তাহারা জগতের চক্ষুশূল হইয়াছে; ব্রাহ্মণগণ তখন হইতেই তাহাদিগকে নিতান্ত হেয়জ্ঞান করিয়া আসিতেছে। ব্রাহ্মণগণ যে কায়স্থকে একদিন সাদরে গ্রহন করিয়াছে, তাহাকে আত্মসম্মানহীন হইতে দেখিয়া বিষবৎ পরিত্যাগ করিয়া নিতান্ত অশ্রদ্ধার নয়নে দেখিয়া আসিতেছেন। বাঙ্গালার কায়স্থগণ তাঁহাদের চক্ষে এমনই অবজ্ঞার পাত্র হইল যে তাঁহারা কায়স্থের বিবাহকার্য্যও যথারীতি করাইলেন না। তাঁহারা কায়স্থের বিবাহের রীতি বদলাইয়া দিলেন। বিবাহকে যজ্ঞ বলিয়া শাস্ত্রে বলিয়াছে। এই বিবাহকার্য্য হিন্দুদিগের একটি প্রধান সংস্কার। বিবাহে বৈদিক মন্ত্রের ব্যবহার হয়। বিবাহকার্য্যে অগ্নিস্থাপনা করিতে হয়, হোম করিতে হয়। কিন্তু ব্রাহ্মণগণ যেই দেখিলেন যে কায়স্থগণ ভ্রষ্টাচারী হইল অমনি তাঁহারা কায়স্থের বিবাহে ঐ সকল রীতি একেবারে তুলিয়া দিলেন। তাঁহারা বিবাহেতে রাখিলেন কেবল মাত্র পাত্রী সম্প্রদান পর্য্যন্ত। আর অবজ্ঞা পুরামাত্রায় দেখাইবার জন্য "লাজহোমের" স্থানে এক অভিনব ব্যবস্থা করিলেন। এই লাজহোম করিতে হইলে অগ্নিস্থাপনা করিতে হয়, তাহাতে বৈদিকমন্ত্র পড়িয়া ঘৃত মিশ্রিত খই দিয়া বধূকে হোম করিতে হয়। কিন্তু এখানে ব্রাহ্মণগণ করিলেন কি, তাঁহারা এই লাজহোমের পরিবর্ত্তে ব্যবস্থা করিলেন যে, কতকগুলি নারিকেল পাতা বা পাতকাটিতে আগুন ধরাইয়া কতকগুলা খই আজলা করিয়া বধূকে দিয়া ঐ আগুনের উপর দেওয়ান, আর বৈদিক মন্ত্রস্থানে ভবদেব ভট্টের রচিত একটি মঙ্গলাচরণ পাঠ। অবশ্য এই মঙ্গলাচরণের শ্লোকটি কোন ঋষি প্রণীত নহে কিংবা কোন স্মৃতিসংহিতার বা পুরাণাদিরও নহে। ইহা সামবেদী ব্রাহ্মণগণের জন্য ভবদেবের রচিত যে সংস্কার-পদ্ধতি আছে, সেই পদ্ধতির মঙ্গলাচরণ। সেই শ্লোকটি এই :—

চতুর্ব্বদন সদ্মস্থ চতুর্ব্বেদ কুটুম্বিনে।
দ্বিজানুষ্ঠেয় সৎ কর্ম্ম সাক্ষিণে ব্রহ্মণে নমঃ॥

(অনুবাদ) মুখ চতুষ্টয়রূপ গৃহে অবস্থিত বেদ চতুষ্টয়ই যাঁহার কুটুম্ব এবং দ্বিজগণের অনুষ্ঠেয় শুভকর্ম্মের যিনি সাক্ষী সেই ব্রহ্মদেবকে নমস্কার।

বিবাহ কেন? বিবাহের আবশ্যক পুত্র। এই পুত্র বংশের ধারা রক্ষা করিবে, পিতৃপুরুষকে পিণ্ড ও জলদান করিয়া তাঁহাদিগের তৃপ্তিসাধন করিবে এবং পিতাকে তাঁহার পিতৃঋণ হইতে ও পুন্নাম নরক হইতে রক্ষা করিবে। এই পুত্রের জন্যই বিবাহ। কিন্তু বর্ত্তমান বাঙ্গালার কায়স্থজাতির মধ্যে যে বিবাহ-

প্রথা প্রচলিত রহিয়াছে তাহা তো ঠিক বিবাহ নহে। সম্প্রদান করিলে দান করা হয় মাত্র। তাহাতে হিন্দুশাস্ত্রসম্মত বিবাহ সুসিদ্ধ হয় না। আমাদের শাস্ত্রমত বিবাহ হইতে হইলে রীতিমত হোমাদি করিতে হয় ও বেদমন্ত্র পাঠ করিয়া সপ্তপদীগমন প্রভৃতি কার্য্য করিতে হয়। কিন্তু আমাদিগকে ভ্রষ্টাচারী দেখিয়া ব্রাহ্মণগণ অত্যন্ত অবজ্ঞার সহিত আমাদিগের ঐ কার্য্যগুলি বাদ দিয়াছেন। বেদমন্ত্রে শূদ্রের অধিকার নাই, সুতরাং আমাদিগকে শূদ্রশ্রেণীতে ফেলিয়া দিয়া আমাদের ঐ প্রধানক্রিয়াগুলির লোপ করিয়া দিয়াছেন। এখন এইরূপ বিবাহিতা স্ত্রীর যে সন্তান হয়, সেই পুত্রের সহিত ক্রীতদাসীর গর্ভের সন্তান বা অন্যরূপে উৎপন্ন সন্তানের সঙ্গে আমাদের শাস্ত্রের বা ধর্ম্মের চক্ষে বিশেষ কোনরূপই পার্থক্য নাই। সুতরাং এ সন্তান দ্বারা ধর্ম্ম কর্ম্ম হয় না বরং পণ্ড হয়। এখন আমাদের বিবাহ ও সন্তান সন্ততির অবস্থা বুঝুন! আমরা এখন কোথায় কোন নিম্নস্তরে পতিত! আমাদের কোথায় ধাক্কা মারিয়া ফেলিয়া দিয়াছে! আমরা কি ছিলাম কোথায় নামিয়াছি! বুঝুন কতটা উপেক্ষা করিলে এতটা করা চলে। অপমান অবজ্ঞার চূড়ান্ত। হিন্দুদিগের বিবাহ যে এক প্রধান পবিত্র কার্য্য, তাহাতেই এই। আর আমরা বঙ্গবাসী কায়স্থগণ অবনত মস্তকে আপনার পূর্ব্ব স্মৃতি ভুলিয়া এইরূপ কুকার্য্য ও অবজ্ঞাকে প্রশ্রয় দিয়া আসিতেছি; ধিক্ আমাদিগকে, ধিক্ বাঙ্গালার কায়স্থজাতিকে। যদি মনুষ্যরূপে পরিচিত হইবার ইচ্ছা থাকে, যদি আবার পূর্ব্ব গৌরব ফিরাইবার ইচ্ছা থাকে, যদি আবার আপনাকে মহিমান্বিত দেখিতে চাও, যদি জগতের সম্মুখে মুখ দেখাইতে চাও, যদি এই জঘন্য ঘৃণার হাত হইতে অব্যাহতি পাইতে চাও, যদি পিতৃলোক পিতৃপুরুষের উদ্ধারের ইচ্ছা কর, যদি ধর্ম্ম রক্ষার ইচ্ছা কর, যদি এই ভীষণ ভয়াবহ নীচতা হইতে উদ্ধার হইতে চাও, যদি ঐ ব্রাহ্মণগণের দুর্ব্বিসহ অবজ্ঞা হইতে মুক্তি চাও, যদি নিজের পুত্রকে প্রকৃত পুত্ররূপে দেখিতে চাও, যদি নিজের স্ত্রীকে প্রকৃত স্ত্রীরূপে পাইতে চাও, যদি জগতের চক্ষে নিজের অস্তিত্ব রাখিতে চাও, যদি নিজেকে সেই লোকমান্য জগৎপূজ্য ভারতের গৌরব কায়স্থবংশোদ্ভব মনে কর, তাহা হইলে আর কালবিলম্ব করিও না, অচিরে আপনাকে চিনিতে শিক্ষা কর, আপনার ধর্ম্ম জানিতে ইচ্ছা কর, আপনার আচার গ্রহণ কর।

শ্রীগণপতি সরকার বিদ্যারত্ন।

বুদ্ধিবল

বা

কায়স্থ প্রতিভা

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

দ্বিতীয় অধ্যায়।

অধিকারী মহাশয়ের একমাত্র কন্যা শ্রীমতী বাসন্তী, সন্ধ্যাদীপ দেখাইয়া ঘরে ফিরিতেছিল, এমন সময়ে কে ডাকিল, "বাসন্তী!"

পিতার কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইয়া বাসন্তী তৎক্ষণাৎ প্রদীপটী যথাস্থানে রাখিয়াই পথের দিকে অগ্রসর হইল এবং হাসিতে হাসিতে বলিল, "বাবা, এসেছ, আমরা প্রায় পনের ষোল দিন তোমার কোনও খবর না পেয়ে ভারি ব্যস্ত হয়েছিলাম। আজ দুই তিন দিন কেবল পথের দিকেই চেয়ে আছি।" সঙ্গে একটি বালককে দেখিয়া একটু সঙ্কুচিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা এটি কে?"

অধিকারী মহাশয় শ্রান্তস্বরে উত্তর করিলেন, "মা, এটি একটি কায়স্থের ছেলে, পথে কুড়িয়ে পেয়েছি। এর নাম কালাচাঁদ।' সে সব পরে বল্‌ব, মা' এই বলিয়া বারান্দায় গিয়া বসিয়া পড়িলেন। বাসন্তীর মাতা তৎক্ষণাৎ জল আনিয়া স্বামীর পা ধোয়াইয়া দিলেন। কালাচাঁদ এই ফাঁকে মা ঠাকুরুণের পদধূলি মস্তকে লইয়া, বাসন্তীর সহিত বেশ একটু আলাপ জমাইয়া লইল। অধিকারী মহাশয়ের এক ধমকে হঠাৎ তাহার হাত পা ধোয়ার কথা মনে পড়িল। অমনি সুশীল বালকটির মত মুহূর্ত্তের মধ্যে হস্ত পদ প্রক্ষালণ করিল এবং নিতান্ত পরিচিতের ন্যায় ঠাকুর ঘরে প্রবেশ পূর্ব্বক একাকীই শঙ্খ ও কাঁসর বাজাইতে আরম্ভ করিয়া অধিকারী মহাশয়ের দেবার্চ্চনার সহায়তরে প্রবৃত্ত হইল।

৺পূজা অন্তে অধিকারী মহাশয় গৃহিনীকে সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলেন,—এই কয়েকদিন "রাধা-গোবিন্দের" পূজার কোনও ব্যাঘাত হয় নাই ত?

গৃহিনী বলিলেন, "না, চক্রবর্ত্তী মহাশয়ও রাধা-গোবিন্দকে বড় ভালবাসেন, তিনি শতকার্য্য ত্যাগ করিয়াও প্রতিদিন ঠিক সময়ে রাধা-গোবিন্দের পূজা, ভোগরাগ সম্পাদন করেছেন।"

তখন অধিকারী মহাশয় গৃহিনীর সহিত নানা বৈষয়িক আলোচনা করিতে করিতে অসিয়া, স্ফীতোদর ব্যাগটীর মধ্য হইতে একজোড়া সুবর্ণ বলয় বাহির করিয়া কন্যা বাসন্তীর হস্তে পরাইয়া দিলেন। বলিলেন, কমলাপুরের শশিভূষণ মিত্র এবার তার ছেলে সুধীরের বিয়ে উপলক্ষে, গুরুভক্তির নিদর্শন স্বরূপ বাসন্তীর জন্য এই বালা জোড়াটী দিয়েছেন। বাসন্তীর বিবাহের সময় বিশেষ সাহায্য করবেন বলেছেন। আমার শিষ্যদের মধ্যে ওরকম সাধু প্রকৃতির লোক অল্পই আছে। যাহা হউক মোটের উপর যাহা পাইয়াছি, তাহাতে আমাদের সংসার খরচ, রাধা-গোবিন্দের কৃপায় একরূপ ভালই চলিবে মনে হয়।" শ্রীমতী বাসন্তী দেবী, বালা পরিয়া আনন্দিত হইল বটে, কিন্তু বিবাহের নাম শুনিয়া লজ্জিত হইয়া একটু দূরে সরিয়া বসিল। অন্যের অলক্ষিতে তাহার উজ্জ্বল গণ্ড আরক্ত হইয়া উঠিল।

অধিকারী মহাশয়ের পরিবারের মধ্যে তাঁহার স্ত্রী বিমলা দেবী ও কন্যা এই বাসন্তী। বাসন্তীর বয়স ৯।১০ বৎসর, দেখিতে ঠিক বাসন্তী প্রতিমা খানির মত। বাসন্তী, পিতামাতার যত্নে এই অল্প বয়সেই সংসারের অধিকাংশ কার্য্যে এবং লেখাপড়ায় দক্ষতা লাভ করিয়াছে। তাহাকে যে দেখে, সেই ভালবাসে।

অতঃপর আহার্য্য প্রস্তুত হইলে, অধিকারী মহাশয়ের সহিত রান্না ঘরের বারান্দায়, কালাচাঁদ আহার করিতে বসিল। বাসন্তী স্বয়ং পরিবেশন করিতে আরম্ভ করিল। কালাচাঁদকে ভাত দিতে আসিলেই, কালাচাঁদ দুইহাত ছড়াইয়া মহাব্যস্তে, নিষেধ করিল। বাসন্তীর হাতে কালাচাঁদ কিছু খাইবে না দেখিয়া, অধিকারী মহাশয় অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া ক্রুদ্ধস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "এ ছেলেটার সবই অদ্ভুত। পথে আমাকে নানারূপে অপ্রস্তুত করিয়াছে। বাড়ীতে আসিয়াও ওর সরল ভাবে কোনও কার্য্য নাই। কেন হে বাপু, তোমাকে ভাত দিতে গিয়েছে, আর তুমি বাঘের মত ঝাপাইয়া পড়িয়া নিষেধ করিতেছ? এ সব কেন? এরূপ করিলে আমার এখানে স্থান হইবে না।"

তখন বাসন্তীর মাতা স্বামীকে থামাইয়া, কালাচাঁদকে সস্নেহে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি ভাত দিতে নিষেধ করিতেছ কেন, বাছা? তোমার কি ক্ষুধা নাই?" কালাচাঁদ ভক্তি-বিজড়িত কণ্ঠে উত্তর করিল, "না—মা, সে জন্য নয়। আমার বেশ ক্ষুধা আছে। আমি যে কারণে নিষেধ করিতেছি, তাহা কি আপনারা জানেন না?—আমি পিতার কাছে শুনিয়াছি, অবিবাহিতা কন্যার হাতের

জলও শুদ্ধ নহে। তাহার হাতে কিছু খাওয়া পাপ। তাই মা, আমি বাসন্তীকে ভাত দিতে নিষেধ করিয়াছি। বাসন্তীর বিবাহ হউক, তখন যতবার দিবে কোনও আপত্তি করিব না। ততদিন মা, তুমি আমাকে খাইতে দিও।"

বাসন্তীর মাতা পূর্ব্বেই ছেলেটির নিরাশ্রয় অবস্থার কথা শুনিয়া ছিলেন, এখন তাহার এই নম্রব্যবহারে ও মাতৃ সম্বোধনে একেবারে গলিয়া গেলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ স্বয়ং কালাচাঁদকে পরিবেশন করিলেন। কিন্তু বৃদ্ধ অধিকারী মহাশয়ের রাগের উপশম হইল না। তিনি বলিলেন—"আচ্ছা, তাহা যেন হইল। কিন্তু পথে আমাকে যেরূপ বিরক্ত করিয়াছে তাহার কি সন্তোষ জনক কারণ থাকিতে পারে?" বাসন্তীর মাতা, স্বামীকে সান্ত্বনা করিয়া বলিলেন, আপনি সুস্থ হইয়া আহার করুন পরে সে সব শুনা যাইবে। এ বালককে যেরূপ বুদ্ধিমান বলিয়া বোধ হইতেছে, তাহাতে নিশ্চয়ই অনর্থক আপনাকে কষ্ট দেয় নাই।"

সকলের আহারাদি সমাপন হইলে বাসন্তীর মাতা স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিলেন;—"কালাচাঁদ পথে আপনাকে কিরূপ বিরক্ত করিয়াছে, শুনি।"

অধিকারী মহাশয় বলিলেন,—"একটি বাঁধা ঘাটওয়ালা ভাল পুকুরে আমাকে কিছুতেই স্নান করিতে দেয় নাই, পরে বহুকালের একটি অপরিচ্ছন্ন শুষ্ক প্রায় পুকুরে স্নান করিতে হইয়াছে।" শুনিয়া কালাচাঁদ অতি বিনীত ভাবে বলিল, মা, আমি কি মন্দ কাজ করিয়াছি? সেই পুষ্করিণীটি নূতন কাটা হইয়াছে মাত্র, উৎসর্গ করা হয় নাই। হিন্দুরা কোন জলাশয় খনন করিয়া উহা শাস্ত্রানুসারে যথারিতি উৎসর্গ না করিলে উহাতে স্নান, আহ্নিক, তর্পনাদি সিদ্ধ হয় না, এইরূপ শুনিয়াছি। তাই মা, আমি সে পুকুরে স্নান করিতে নিষেধ করিয়াছি। পরে যে পুকুরে স্নান করিয়াছি, উহা ও অঞ্চলের নিষ্ঠাবান স্বর্গীয় হিন্দুরাজা, কায়স্থ-কুল-সূর্য্য সীতারাম রায়ের কাটা পুষ্করিণী। শুনাযায় ঐ স্বাধীন হিন্দুরাজা প্রায় প্রত্যহ নূতন জলাশয় খনন করিয়া, ও যথারীতি উৎসর্গ করিয়া তাহাতে স্নান করিতেন। যশোহর জেলার বিভিন্ন স্থানে এরূপ কত জলাশয় দীর্ঘিকা যে অদ্যাপি সেই হিন্দুগৌরব সীতারামের কীর্ত্তি চিহ্নের পরিচয় দিতেছে, তাহার সংখ্যা নাই।"*

---

*ভূতপূর্ব্ব রাজধানী মহম্মদপুরের সুবিখ্যাত "রামসাগর, সুখ-সাগর, কৃষ্ণ-সাগর" প্রভৃতি তাঁহার জলাশয় প্রীতির আতিশয্যের নিদর্শন।

বালক কালাচাঁদের এইরূপ অপূর্ব্ব অনুসন্ধিৎসা, বুদ্ধিমত্তা ও ধর্ম্মনিষ্ঠার পরিচয় পাইয়া, সকলে একান্ত চমৎকৃত হইয়া গেলেন। শতমুখে তাহার বিবেচনা ও অভিজ্ঞতার প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

ক্রমে অল্পদিনের মধ্যেই উক্ত পল্লীর চতুর্দ্দিকে কালাচাঁদের কথা ছড়াইয়া পড়িল। বালক কালাচাঁদ কাহাকেও কাকা, কাহাকেও দাদা, কাহাকেও মামা এবং স্ত্রীলোকগণকে মাসি, পিসি, দিদি, বোন, প্রভৃতি মধুর সম্বোধনে আপনার করিয়া লইল। কেহ কোনও ভাল জিনিস কালাচাঁদকে না দিয়া খাইত না। এইরূপে কালাচাঁদ ক্রমশঃ সে অঞ্চলের সোণার চাঁদ হইয়া উঠিল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীগোপালচন্দ্র কবিকুসুম

রাজ-দরবারে পণ্ডিতের সম্মান।

হিন্দুস্থানের ধারণা "রাজা ও পণ্ডিত কখনই তুল্য মর্য্যাদাসম্পন্ন নহেন। রাজা শুধু স্বদেশে অর্থাৎ স্বরাজ্যে পূজা প্রাপ্তহন; পণ্ডিত ব্যক্তি সর্ব্বত্রই পূজা পাইয়া থাকেন।" হিন্দুরাজ দরবারে চিরদিনই পণ্ডিত সম্প্রদায়ের অবাধ গতি ও অপ্রতিহত প্রতিপত্তি বিদ্যমান ছিল। আজও পণ্ডিতমণ্ডলীর সে প্রভাব বিলয় প্রাপ্ত হয় নাই। হিন্দুরাজদরবারে, সম্ভ্রান্ত হিন্দুবৃন্দের মজলিসে আজও পণ্ডিতমণ্ডলী যথোচিত সম্মানিত হইয়া থাকেন। পণ্ডিতের শ্রেষ্ঠতা অবনত মস্তকে হিন্দুজাতি স্বীকার করিতে আজও অকুণ্ঠিত। মুসলমান রাজত্বেও বিদ্বান ব্যক্তিগণের সম্মান প্রাপ্তির উচ্চ সংস্কার নষ্ট হয় নাই। অর্থবান সম্পত্তিবান লোক সমূহের সম্মানের সহিত পণ্ডিতদিগের সম্মানের হ্রাস পরিকল্পনা মুসলমান রাজত্বেও দৃষ্ট হয় না। ইংরাজ রাজত্বের প্রথম ভাগেও পণ্ডিতবৃন্দের উচ্চ শ্রেণীর সম্মান প্রদর্শন করিতে ইউরোপীয় উচ্চ রাজকর্ম্মচারীগণও অভ্যস্ত ছিলেন। মহাত্মা বিদ্যাসাগর মহাশয়কে তদানীন্তন ছোট লাট মাননীয় ইডেন সাহেব কিরূপ সম্মানের চক্ষে দেখিতেন; তাহা অনেকেই জানেন। কলিকাতা হাইকোর্টের জর্জ্জ উইলিয়ম জোন্স অসাধারণধীশক্তিসম্পন্ন পণ্ডিত ৺জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননকে গুরুর ন্যায় মান্য করিতেন। তাঁহার ভবনে উপস্থিত হইয়া

তাঁহার প্রদত্ত পিঁড়াতে উপবেশন করিয়া কল্কির আগুণে চুরুট ধরাইয়া সেবন করিয়াও অতৃপ্তি বোধ করিতেন না বরং অপনাকে ধন্য মনে করিতেন। তখনকার ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের আত্মসম্মান বোধ প্রবল ছিল বলিয়াই তাঁহারা উচ্চ রাজকর্ম্মচারীগণের নিকটও প্রভূত পূজা লাভ করিতেন। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা রাজদ্বারে সম্মানের ভিখারী হইয়া তখন ঘুরিয়া বেড়াইতেন না বলিয়াই বোধ হয় তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষের সম্মানের ধারণা তাঁহাদিগকে পরিহার করে নাই। আর আত্মসম্মানে অলঙ্কৃত ছিলেন বলিয়াই উচ্চ রাজকর্ম্মচারীগণ কর্ত্তৃকও দেবতুল্য পূজিত হইয়াছেন। অধুনা ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ মানের কাঙ্গাল হইয়াছেন—রাজ-দরবারে উপাধি লাভের লোভে ছুটাছুটি করিতেছেন, কাজেই রাজ-দরবারে রাজা মহারাজার সহিত মানের ওজন চলিতেছে! যে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সর্ব্বত্র পূজিত হইতেন, রাজ-দরবারেই হউক বা অন্য যেখানে হউক তাঁহাদের সম্মানের খর্ব্বতা দেখিলে বাস্তবপক্ষে মর্ম্মান্তিক যন্ত্রণার উদ্রেক হয়। হিন্দু-সমাজ যাহা-দিগকে মাথার মণি করিয়া রাখিয়াছিল, আজ তাঁহারা স্বকর্ম্মদোষে ভূলুণ্ঠিত হইবে লোভের টানে উচ্চতা ও বৈশিষ্ট্য হারাইলে সে দুঃখ রাখিবার স্থান কোথায়? যে হিন্দুরাজা মহারাজগণ আজও দেবতাজ্ঞানে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতবৃন্দকে সম্মানিত করিয়া থাকেন, ইংরাজ রাজ-দরবারে সেই রাজা মহারাজগণও ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, উপাধি ভূষণে ভূষিত হইতে যাইয়া যদি রাজা মহারাজা ব্রাহ্মণ পণ্ডিত অপেক্ষা প্রভূত সম্মান প্রাপ্ত হন, পণ্ডিত মহাশয়েরা অপেক্ষাকৃত নিম্ন মর্য্যাদা লাভ করেন, তাহা হইলে উভয়েরই যে ক্ষোভের হেতু হয় তাহাতে সন্দেহ কি? আমরা বর্ত্তমান রাজ-দরবারে একজন মহারাজা ও জনৈক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের উপাধি সনদ গ্রহণ কালীন কে কি প্রকার সম্মান লাভ করিয়াছিলেন তাহার উল্লেখ করিব। তাহা-তেই পাঠকগণ দেখিতে পাইবেন রাজা মহারাজগণ হইতে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ কত নিম্নশ্রেণীর সম্মান লাভ করেন।

১৯২০ সালের ৮ই ডিসেম্বর গবর্ণমেণ্টহাউসে যে দরবার হয়, তাহাতে দিনাজ-পুরাধিপতি মহারাজা জগদীশনাথ রায় ও মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত সীতারাম ন্যায়াচার্য্য শিরোমণি, কয়েকজন খাঁ বাহাদুর ও রায় বাহাদুর প্রভৃতিকে উপাধি সনদ প্রদান করা হয়।

মহারাজা জগদীশনাথ রায় যখন দুইজন আণ্ডার সেক্রেটরীর সহিত দরবার হলে রাজতক্তের সমীপবর্ত্তী হন, তখন গবর্ণরের চিফ সেক্রেটরী তাঁহাকে গবর্ণ-রের সহিত পরিচিত করেন। গবর্ণর ও দরবারস্থ প্রত্যেকেই স্ব স্ব আসন

ত্যাগ করতঃ দণ্ডায়মান হন। চিফ সেক্রেটরী, মহারাজা উপাধি সনদ পাঠ করেন এবং পাঠান্তে গবর্ণরের হাতে দেন। গবর্ণর সংক্ষেপে অভিভাষণ করিয়া মহারাজার হস্তে সনদ প্রদান করেন ও মহারাজাকে এক খানা তরবারী উপঢৌকন দেন। মহারাজা গবর্ণরকে একখানা মোহর নজর দিলে তিনি উহা স্পর্শ করেন। তৎপর মহারাজা আসনস্থ হইলে দণ্ডয়মান দরবারস্থ সম্ভ্রান্তবর্গ স্ব স্ব আসন গ্রহণ করেন।

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত সীতারাম ন্যায়াচার্য্য শিরোমণি মহামহোপাধ্যায়ের পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া যখন দরবার হলে প্রবিষ্ট হইলেন, রাজনীতিক বিভাগের আণ্ডার সেক্রেটরী তাঁহাকে রাজতক্তের সমীপস্থ করিল, চিফ সেক্রেটরী তাঁহার পরিচয় গবর্ণরকে প্রদান করিলেন। তৎপর চিফ সেক্রেটরী তাঁহার সনদ পাঠান্তে গবর্ণরের হাতে দিলেন। গবর্ণর অতি অল্পকথায় অভিভাষণ করিয়া ঐ সনদ মহামহোপাধ্যায়কে দিলে তিনি তাহা গ্রহণের সহিত নত মস্তকে গবর্ণরকে অভিবাদন করত সম্মান প্রদর্শন পূর্ব্বক আসন গ্রহণ করিলেন। মহামহোপাধ্যায়ের দরবার হলে প্রবেশ হইতে উপবেশন পর্য্যন্ত কেহই আসন ত্যাগ করিয়া দণ্ডয়মান হন নাই।

ভোগসর্ব্বস্ব ইংরাজ রাজদরবারে ঐশ্বর্য্যশালীর সম্মান যে অধিক হইবে, জ্ঞানগুণী পণ্ডিতেরা যে যথোচিত সম্মানিত হইবে না, ইহাতে বিস্ময়ের বিষয় কিছুই নাই। যে সকল ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত রাজদরবারের সনদের জোরে হিন্দু-সমাজে প্রতিপত্তি লাভ করিতে চাহেন, তাঁহারা ঋষিমুনির মনের বল হইতে বঞ্চিত হইয়া দুর্ব্বল চিত্ত লাভ করিয়াছেন—ভোগসক্ত হইয়াছেন তাহা একরূপ নিশ্চিত; সুতরাং রাজদরবারে সম্মানের কণামাত্র পাইয়াও তাঁহারা অতিমাত্র উৎফুল্ল হন। সমাজে উপাধির দোহাই দিয়া বুক ফুলাইয়া বেড়ান। ইহা পণ্ডিত-সমাজের অবনতির চিহ্ন হইলেও আজকাল অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতই হাটাহাটি ছটাছুটি করিয়া সুপরিষের জোরে মহামহোপাধ্যায় সানন্দ লাভ করিয়া আপনাকে কৃতার্থ মনে করেন। ঋষির সন্তানের কি শোচনীয় পরিণাম! যাহাদের পূর্ব্ব পুরুষগণ নাম যশকে পুরীষবৎ ন্যায় পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাহারা আজ মান পাইবার জন্য মান খোওয়াইয়া রাজদরবারের শরণাপন্ন হন। কালধর্ম্মে সকলই সম্ভব।

শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা

প্রচার-কাহিনী।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি ৩৯৮ পৃষ্ঠার পর)

যাইতে যাইতে পথে অবগত হইলাম "অদ্য ৩১ দিনে প্রচলিত নিয়মানুসারে ভগবানের মাতৃশ্রাদ্ধ হইবে ইহা সকলে জানিত এবং সেইরূপ আয়োজন উহারা করিয়াছিল; কিন্তু গতকল্য অমাবস্যা-তিথিতে পতিত-শ্রাদ্ধের রীত্যনুসারে ভগবানচন্দ্র আপন বাটীতে গৃহদ্বার বন্ধ করিয়া দ্বিজাচারে অন্নপিণ্ড সহ শ্রাদ্ধ করিয়াছে ইহা জানিতে পারিয়া বিপক্ষীয়-বীর যষ্টিহস্তে তথায় আগমন, গৃহদ্বার ভগ্ন, এবং গৃহে প্রবেশ করিয়া, "আর একদিন দেরী সহিল না" বলিয়া ক্রোধে গর্জ্জন করিতে করিতে ভগবানকে কটু ভর্ৎসনা ও গুরুতর লগুড়াঘাত করেন; পুরোহিত মহাশয়কেও অবমাননা করেন। তখন গ্রামের অনেক লোক তথায় জড় হয় এবং নেতৃবর পলায়ন করেন, অতঃপর হেড-মাষ্টার মহাশয় দু একজন স্কুলের শিক্ষক সহ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন এবং ভগবানকে নিজ বাসায় লইয়া যান। ভগবান এখন সেখানে আছে—আপনি তথায় না যাওয়া পর্য্যন্ত ভগবান কোথাও যাইবে না।"

এই প্রকার সঙ্কটাবস্থায়ও ভগবান যে মাতৃশ্রাদ্ধ শেষ করিয়াছে এই সংবাদে মাখনবাবু উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন; আমি ঈশ্বরকে শত ধন্যবাদ দিয়া শ্রীমান্ ভগবানের দীর্ঘজীবন ও মঙ্গল প্রার্থনা করিলাম। হর্ষ ও বিষাদে আমার চক্ষে জল আসিল। ভগবানের দৃঢ়চিত্ততা ও স্বধর্ম্মানুরক্তি দেখিয়া হৃদয় উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। এবং "ভগবানের" নিকট এইরূপ শত শত ভগবান মিত্রের প্রার্থনা করিলাম। সঙ্গে সঙ্গে এই অমানুষ অত্যাচার স্মরণ করিয়া দুঃখে ও লজ্জায় মরমে মরিয়া গেলাম। ভাবিলাম অন্যায় যুদ্ধে বুড়া বুড়া সপ্তরথী মিলিয়া বালক হত্যার কাণ্ড চিরকালই চলিতেছে—এখনও তার বিরাম নাই; আর আমার স্বজাতি ভ্রাতৃবৃন্দ নিস্পন্দ নিশ্চেষ্ট ভাবে দুর্ব্বলের উপর এই অমানুষিক অত্যাচার অকাতরে সহ্য করিয়া যাইতেছেন; আবার কেহ কেহ অত্যাচারের সহায়তাও করিয়া থাকেন। হায় কায়স্থ! তোমার চৈতন্যোদয় আর কবে হবে? আজ পথে-ঘাটে হাটে-মাঠে দেবালয়ে নিজালয়ে বিচারালয়ে প্রত্যক্ষে পরোক্ষে তোমাকে হেয় করিতে কত লোকে আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া অহঃরহঃ চেষ্টা করিতেছে, আর তুমি ধর্ম্মে কর্ম্মে বিদ্যাবুদ্ধিতে প্রতিভায় প্রতিজ্ঞায় দানে মানে, প্রভুত্বে ও মহত্বে শোভিত হইয়াও তোমার জাতীয়-সম্মান রক্ষা করিতে;—

তোমার আত্মমর্য্যাদা রূপ নিষ্কলঙ্কচন্দ্রকে এই সমস্ত দুরাচার রাহুর গ্রাস হইতে মুক্ত করিতে কোন চেষ্টাই করিতেছ না। কোন কুহকে, কাহার মায়াজালে আজ তুমি চক্ষু থাকিতে অন্ধ, কর্ণ থাকিতে বধির হইয়াছ? * * * *

এই সব ভাবিতে ভাবিতে আমারা হেডমাষ্টার মহাশয়ের বাসায় রওনা হইলাম। তথায় গিয়া মুণ্ডিতমস্তক ভগবানের গাত্রে নানাস্থানে লগুড়াঘাতের কালশিরা পড়া দাগ দেখিয়া শিহরিয়া উঠিলাম। যজ্ঞ-পণ্ড করিবার জন্য রাক্ষস অসুরগণ কি যুগে যুগে এইরূপ নৃশংস অত্যাচার করিয়া থাকে? কেবল মাত্র হাত পা নাক মুখ চোখ মাথা থাকিলেই কি মানুষ হয়? মানুষের মধ্যে দেবতা আছে, রাক্ষস আছে, অসুর ও পশু আছে। মানুষের মধ্যে এত নিকৃষ্ট নরপশু আছে যে তাহাকে মানুষ বলিলে মনুষ্যত্বের অবমাননা করা হয়, আবার এমন মানুষও আছে যে, গুরুত্বে ও মহত্বে, দেবত্বও ম্লান হইয়া যায়।

গৃহে প্রবেশ করিতেই তারাপ্রসন্ন বাবুর পুত্র শ্রীমান্ দেবুর (দেবীপ্রসন্ন ঘোষ) সহিত দেখা হইল। এই দেবু পিতার উপযুক্ত পুত্র। ১৫।১৬ বৎসরের বালক কিন্তু সত্য ও ন্যায়পথ তাহার একমাত্র লক্ষ্য। কায়স্থ-সমাজে এই দেবুর মত শতসহস্র দেবুর আবির্ভাব হউক।

আমার হোমিওপ্যাথিক পকেট-কেস হইতে আরণিকা ৩ (Arnica 3)* দুই ডোজ প্রস্তুত করিয়া ভগবানকে ১ ডোজ খাওয়াইয়া দিলাম। আর এক ডোজ বৈকালে সেবন করিতে বলিলাম। তারপর আমরা তারাপ্রসন্ন বাবুর সহিত আলাপ করিয়া ভগবানকে লইয়া তাহার কুটীরে—যেখানে তাহাকে লগুড়াঘাত করা হইয়াছিল সেই গৃহে গমন করিলাম। ঐ দিন ব্রাহ্মণ কায়স্থ প্রভৃতির ভোজনের কথা ছিল; কতকগুলি ব্রাহ্মণ ক্ষত্রোবর্ণচিত শ্রাদ্ধ বজায় হইয়াছে এবং অন্নের পিণ্ডাদি প্রদত্ত হইয়াছে এই অজুহাতে আহার করিব না রব তুলিলেন, শেষে দেখি আর কোন উচ্চবাচ্য নাই। অম্লান বদনে ভোজন শেষ করিলেন। শাস্ত্রকার "শূদ্রান্নং রুধিরং ধ্রুবং"—শূদ্রের অন্ন

*শরীরের কোন স্থানে গুরুতর আঘাত লাগিবার পর Arnicaও সেবন করিলে গায়ের বেদনা তো কমিয়া যায়ই অধিকন্তু আঘাতের তাড়শে আর জ্বর হইবার সম্ভাবনা, থাকেনা। গৃহস্থের প্রতিঘরে আর্ণিকা রাখা উচিৎ; ইহার দ্বারা আর একটি মহা উপকার পাওয়া যায়। প্রসূতির প্রসবের পর ২।১ মাত্রা আর্ণিকা সেবনে পেটের বেদনা সারিয়া যায় এবং ভেদাল ব্যথার ও উপশম হয়। আঘাত প্রাপ্ত স্থানে আর্ণিকার মাদার টিনচার দশভাগ জলসহ বাহ্য প্রয়োগেও বেশউপকার পাওয়া যায়, কিন্তু আজকালকার মতে বাহ্য প্রয়োগ ক্রমেই নিষিদ্ধ হইতেছে। (লেখক)

নিশ্চয়ই রক্ত সদৃশ ইহা নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তথাপি এই ব্রাহ্মণগণ এত শূদ্রান্নভক্ত কেন, কে ইহার সদুত্তর দিবে? যাহাহোক ভগবানের মাতৃশ্রাদ্ধের এই ভোজনযজ্ঞ গ্রামের লোকেরাই চাঁদাসংগ্রহ করিয়া ঐ নেতৃবরের বাটীতে সম্পন্ন করিয়াছিলেন।

এ দিকে ভগবানের কুটীরে তাহার নিজ সাধ্যমত ভোজনাদির আয়োজন ছিল। ২।১ জন ব্রাহ্মণ এবং উপবীতী ও অনুপবীতী কয়েকজন স্বজাতি এখানে ভোজনাদি করেন। নানাকার্য্যে রাত্রি প্রায় ৮টা বাজিয়া গেল, আমরা তথা হইতে পাটকাঠী জ্বালাইয়া উমেদপুর রওনা হইলাম (রাত্রে আলোর জন্য পাটকাটির তাড়া জ্বালাইয়া যাওয়া এ অঞ্চলে প্রচলিত দেখিলাম)। পরে রামরায়-কান্দি হইয়া রাত্রি ১০টার সময় গন্তব্যস্থানে পৌঁছিলাম। শ্রীমান্ ক্ষিতীশচন্দ্র ভদ্র ভগবানের মাসতুতো ভাই; এই ব্রহ্মচারী কায়স্থ-বালক, ভগবানের মাতৃশ্রাদ্ধে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিল। বলিষ্ঠদেহ সাহসী এবং পরোপকারী যুবক। কায়স্থ-সমাজে বহু যুবক আছে—যাহাদের গড়িয়া লইতে পারিলে সমাজের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইতে পারে।

পর দিন প্রাতে আমরা কলিকাতা রওনা হইবার জন্য প্রস্তুত হইলাম। ভগবানের গায়ের বেদনা ঔষধ খাইয়া অনেকটা কম পড়িয়াছিল তাহাকে কহিলাম—"চলো" আমাদের সহিত কলিকাতায় যাইবে। "চলুন—মার অস্থি ও গঙ্গায় দিতে হইবে"—বলিয়া ভগবান যাত্রার যোগাড় করিতে চলিল। তখন ও কেহ বুঝিতে পারে নাই যে ভগবান সত্যসত্যই আমাদের সহিত কলিকাতা রওনা হইবে। আমি তাহাকে প্রস্তুত হইতে বলিয়া তাহার স্ত্রীর সহিত দেখা করিলাম, তাহার নাম লক্ষ্মী। বলিলাম—"বৌমা, তুমি সাবধানে তোমার মার নিকট থাকিও, আমি ভগবানকে কলিকাতা লইয়া যাইতেছি। সমস্তই ঈশ্বরের ইচ্ছা, তিনি তোমাকে সর্ব্বাবস্থায় রক্ষা করুন; তাঁহার কৃপায় তুমি যে স্বামীরত্ন লাভ করিয়াছ, তাহা সকল স্ত্রীর ভাগ্যে ঘটে না; তোমার পিতা বিরুদ্ধদলের একজন হইলেও মনে রাখিও তোমার স্বামীর ধর্ম্মই তোমার একমাত্র ধর্ম্ম।" এই টুকু বলিতেই আমার চক্ষু জলভারাক্রান্ত ও কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইল, আমি আর কিছু বলিতে পারিলাম না। লক্ষ্মী নতমস্তকে অশ্রুপূর্ণ নয়নে আমাকে প্রণাম করিল; আমি দুই হাত তুলিয়া তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিলাম। তথা হইতে বহির্গত হইয়া আমরা ঐ স্থানীয় পরিচিত সকলের বাটীতে দেখা সাক্ষাৎ করিয়া আসিলাম। ভদ্রাসনের ডাক্তার শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দত্ত মহাশয় তাঁহাদের দেশ পালং

অঞ্চলে আমাদিগকে যাইতে বিশেষ অনুরোধ করেন, কিন্তু এ যাত্রা তাহা হইয়া উঠিল না।

তথা হইতে তারাপ্রসন্ন বাবুর † বাসায় আসিলাম। তথায় যদিও দেবু আমাদের আহারাদির যোগাড় করিয়াছিল, কিন্তু আমি তথায় আর বেশীক্ষণ বিলম্ব করা যুক্তিযুক্ত মনে করিলাম না। সকলেই আহারের জন্য বিশেষ জিদ করিতে লাগিলেন। কিন্তু ২।১ কথা সংক্ষেপে বলার পর সকলেই বুঝিলেন যে বাস্তবিকই বিলম্ব করা আর নিরাপদ নহে। বিশেষতঃ আমরা সাধারণ জলপথ ত্যাগ করিয়া অন্যপথে নৌকাযোগে লৌহজঙ্গ যাইব, সে পথে ৮।৯ ঘণ্টার কমে তথায় পৌঁছান অসম্ভব। কথা কহিতে কহিতে আমরা নদী অভিমুখে চলিলাম এবং নৌকায় উঠিয়া সকলকে নমস্কারাদি করিয়া যাত্রা করিলাম। দেবু বাসায় ছিলনা, নৌকা ছাড়িয়া কিছুদূর যাইলে দেখি নদীর ধার দিয়া দেবু ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া আসিতেছে। আমরা নৌকা তীরে লাগাইলাম, আহারাদি না করায় দেবু বড়ই দুঃখীত হইয়াছে, কিন্তু আমাদের কার্য্যের গুরুত্বও সে বুঝিয়াছে, সেই জন্য তাহার ছোট ভগ্নিদ্বয়ের স্বহস্ত প্রস্তুত কতকগুলি খাদ্যদ্রব্য ক্ষীরের ছাঁচ প্রভৃতি সে আমাদিগকে দিল এবং কিয়ৎদূর কথা কহিতে কহিতে আমাদের সঙ্গে নৌকায় চলিল। আবার কিছুদূর গিয়া নিশিভদ্র মহাশয়ের সহিত দেখা হইল, তিনি আমাদের জন্য মুড়ির মোয়া, চিড়ের মোয়া, সন্দেশ, কমলালেবু ইত্যাদি লইয়া এক ঘাটেঅপেক্ষা করিতে ছিলেন; আমরা ধন্যবাদের সহিত তাহা গ্রহণ করিলাম। সেই ঘাটে ভগবান আসিয়া আমাদের সঙ্গে মিলিত হইল। দেবু প্রণাম করিয়া নৌকা হইতে অবতরণ করিল, নৌকাও ছাড়িয়া দিল।

তখন বেলা ৯টা হইবে, একখানি একমাল্লায় ক্ষুদ্র নৌকায় একটিমাত্র মাঝি ও একখানি বৈঠে লইয়া আমরা সকলের অনিচ্ছায় ভীতি-সঙ্কুলা পদ্মাভিমুখে রওনা হইলাম। ফাঁড়ি-পথে* কিছুদূর যাইবার পর ভগবানের একজন আত্মীয় হাঁপাইতে হাঁপাইতে নদীধারে ছুটিয়া আসিয়া কহিল, আপনাদের সহিত ভগবান যাইতেছে জানিতে পারিয়া "বিপক্ষীয়েরা এই দিকেই আসিতেছিল, আমরা বলিয়াছি তাঁহারা বরহমগঞ্জ অভিমুখে গিয়াছেন। আপনারা জোরে বাহিয়া যান, তাহারা এখনও চেষ্টা করিলে ঘুরিয়া আসিয়া নৌকা ধরিতে পারে।" মাঝি দাঁড়

† শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন বাবু, শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র ঘোষ, রাজেন্দ্রলাল ঘোষ, দক্ষিণারঞ্জন ঘোষ, সতীশচন্দ্র গুহ প্রভৃতি আমাদের যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহারা এ যাবৎ পৈতা না লওয়ায় আমরা দুঃখিত। (লেখক)

* শাখা নদী।

ছাড়িয়া লগি ধরিল, কিছুদূর গিয়া ভগবান বৈঠে ধরিল, মাঝি গুণ টানিয়া চলিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে আমরা পদ্মায় আসিয়া পড়িলাম।

বায়ু আমাদের অনুকূল ছিলনা, একারণ আমাদিগকে বেশ বেগ পাইতে হইয়াছিল। যখন বিশাল পদ্মার মধ্যে সেই ক্ষুদ্রনৌকায় আমরা উজান বাহিয়া যাইতে ছিলাম, তখন চারিদিকে জল ব্যতীত আর কিছু দেখা গেলনা; দূরে—বহুদূরে যেন একটি নীলরেখা (Circle) জল ও আকাশকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। উপরে নীলাকাশ নিম্নে নীলজল ও দূরস্থিত নীলবৃক্ষশির-গুলি একত্রে মিশিয়া একটি অনন্ত-নীল-রেখার মত দেখা যাইতেছিল। এই ভাবে সারা দুপুর কাটিয়া গেল; আমরা দূরে ষ্টীমারের কালো ধোঁয়া দেখিতে পাইলাম। তখন বেলা প্রায় ৪টা। আর বুঝি ষ্টীমার পাওয়া যায় না। মাঝি তীরে নামিল গুণ ধরিয়া প্রাণপনে উজান টানিতে লাগিল, দেখিতে দেখিতে ষ্টীমার জেটীতে ভিড়িল; তখনও আমাদের অনেক দূর যাইতে হইবে। ভগবান লাফাইয়া তীরে অবতরণ করিয়া ছুটীয়া টিকিট কিনিতে গেল; মাঝি প্রাণপনে টানিতে লাগিল। তখন Up Down দুইটী ষ্টীমারই একসঙ্গে জেটীতে লাগিয়া ছিল। ভগবান চীৎকার করিয়া বলিল "অপনারা না আসিলে টিকিট পাওয়া যাইবে না, শীঘ্র আসুন" মাখনবাবু বলিলেন "আর বুঝি ষ্টীমার পাওয়া যায় না," আমি তখন মালকোচা আঁটীয়া বিছানা ব্যাগ ইত্যাদি সব গুছাইয়া প্রস্তুত হইয়া আছি, মাঝিকে নৌকা লগি ঠেলিয়া ষ্টীমারের কাছে লাগাইতে বলিলাম; নারায়ণগঞ্জগামী ষ্টীমার খানি জেটীর সংলগ্ন ছিল, তাহার পার্শ্বে গোয়ালন্দগামী ষ্টীমার লাগিয়াছিল। আমাদের নৌকা জেটীর পার্শ্বে লাগিবামাত্র আমি শিকল ধরিয়া জেটীতে উঠিলাম, মাখনবাবু নৌকা হইতে আমাদের মালগুলি তাড়াতাড়ি উঠাইয়া দিতে লাগিলেন; আমি তাহা এক একটা করিয়া জেটি হইতে ষ্টীমারে লইয়া যাইতে লাগিলাম; ইত্যবসরে ভগবান আসিল ও আমরা দুজনে জিনিস গুলি সব গোয়ালন্দ-গামী ষ্টীমারে ছুড়িয়া দিতে লাগিলাম। তখন Goalunda Steamer ছাড়িয়া দিয়াছে। মাখনবাবু তাড়া তাড়ি নৌকা হইতে উঠিয়া আসিলেন, ভগবান ও আমি এক লম্ফে ষ্টীমারে উঠিলাম, কিন্তু উঠিয়া দেখি মাখনবাবু লম্ফ দিতে পারেন নাই; তখন ষ্টীমার অনেক তফাৎ হইয়া গিয়াছে। তিনি অনন্যোপায় হইয়া শুষ্কমুখে নারায়ণগঞ্জের ষ্টীমারে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন, কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া আমি তাঁহার দিকে তাকাইয়া দেখিতে লাগিলাম; ক্রমে ষ্টীমার অদৃশ্য হইয়া গেল।

এখন আমার বিশেষ ভাবনা হইল মাখনবাবুর জন্য; তাঁহার কাছে পয়সা কড়ি কিছুই নাই এমনকি গায়ের গরম জামা, বিছানা, ও র‍্যাপার পর্য্যন্ত আমরা ষ্টিমারে উঠাইয়া আনিয়াছি। এই দুরন্ত শীতে পদ্মাতীরে তাঁহার ভারি কষ্ট হইবে, এই ভাবনায় আমি অস্থির হইয়া উঠিলাম। হায়! প্রচারক-ব্রত কি কষ্টসাধ্য। কত কঠোর পরীক্ষার ভিতর দিয়া প্রচার-ব্রত উদ্‌যাপন করিতে হয় তাহা অনেক সময় কল্পনায় আনা যায় না। ভাবিতে ভাবিতে সন্ধ্যা হইয়া গেল। রাত্রি প্রায় ৯ টার পর আমরা গোয়ালন্দে পৌঁছিলাম, ১১ টার পর ট্রেণ গাড়ী ছাড়িল, ভগবান ও আমি গোয়ালন্দমেলে কলিকাতা রওনা হইলাম, রাত্রে আমাদের নিদ্রা হইল না। সারারাত্রি সেই ভাবনা ভাবিতে লাগিলাম। চুয়াডাঙ্গা-ষ্টেশনে আসিলে একজন ফিরিঙ্গী-সাহেব টিকিট চেক করিতে আসিল জনৈক ভদ্রলোক দুইটী বালকসহ এই গাড়ীতে ছিলেন; তাঁহার তৃতীয় শ্রেণীর টিকিট ছিল; তিনি বলিলেন—তৃতীয় শ্রেণীতে স্থান না পাওয়ায় গার্ডকে জানাইয়া তিনি মধ্যম শ্রেণীতে উঠিয়াছেন; চেকার-সাহেব গার্ডকে ডাকিলেন। গার্ড বলিলেম—"যখন গাড়ী ছাড়ে তখন আমাকে বলিয়াছিল বটে।" চেকার সাহেব কিন্তু কিছুই শুনিলেন না, গোয়ালন্দ হইতে পূরা ভাড়া ও জরিমানা আদায় করিয়া লইলেন। তৃতীয় শ্রেণীতে যথার্থই তিল ধারণেরও স্থান ছিল না। নারায়ণগঞ্জের একজন ভদ্রলোক (শুনিলাম তিনি Contractor) ও আমি চেকার সাহেবের সহিত খুব তর্কা-তর্কি করিলাম, যদিও সাহেব-পুঙ্গব আমাদের যুক্তিপূর্ণ কথাগুলি খণ্ডন করিতে পারেন নাই কিন্তু তথাপি টাকা আদায় করিতে একটু ও দ্বিধা করিলেন না।*

প্রাতঃকালে আমরা শিয়ালদহে পৌঁছিলাম, তথা হইতে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রলাল দাস বর্ম্মা মহাশয়ের বাগবাজারস্থ গদীতে ভগবানের থাকিবার বন্দোবস্ত করিয়া ভগবানকে লইয়া শ্রীযুক্ত রায় বিনোদবিহারী বসু ও সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু বর্ম্মা মহাশয়গণের সহিত দেখা করিলাম; তাঁহারা উভয়েই ভগবানের বিবরণ শুনিয়া বিশেষ দুঃখ প্রকাশ করিলেন এবং সহানুভূতি জানাইলেন। তথা হইতে ডাক্তার ধনেন্দ্রনাথ মিত্র বর্ম্মা (বর্ত্তমানে স্বর্গবাসী) মহাশয়ের নিকট গিয়া ভগবানের পিঠে ও হাতে যে আঘাতচিহ্ন ও ক্ষত ছিল তাহার চিকিৎসার ব্যবস্থা করাইয়া আমি আমার বাসা মানিকতলাভিমুখে রওনা হইলাম।

* হায়! এই প্রকার অত্যাচার নিরীহ যাত্রিদিগের উপর কতই হইতেছে, তাহার কে ইয়ত্তা রাখে? নব রিফর্ম কাউনসিলের সভ্যগণের এদিকে দৃষ্টি পড়িবে কি? (লেখক)

পরদিন কায়স্থ-সভার কার্য্যালয়ে গিয়া দেখি প্রচারক মাখনলাল বাবু চিঠি লিখিতেছেন। তাঁহাকে দেখিয়া প্রথমে দুজনে খুব হাঁসিলাম, তারপর সেদিন ষ্টীমার ছাড়িয়া দিবার পরে উভয়ে উভয়ের মনোভাব ব্যক্ত করিলাম। তাঁহার নিকট অবগত হইলাম, আমরা ষ্টীমারে চলিয়া আসিলে, তিনি ঐ স্থানে তাঁহার এক পরিচিত লোকের বহু অনুসন্ধান করেন, কিন্তু তাঁহাকে খুঁজিয়া পান নাই। অতঃপর খেয়া-নৌকায় পার হইবার সময় মালথা নগরের বসু ঠাকুর বংশীয় একটি সহৃদয় স্বজাতির সহিত তাঁহার দেখা হয়; তিনি ব্রাহ্মণগাঁয় তাঁহার কুটুম্ব বাড়ী আসিয়াছিলেন। তাঁহার সহিত প্রচারক মহাশয় ঐ স্থানে এক শ্রাদ্ধ-বাড়ীতে উপস্থিত হন এবং তথায় নানা স্থান হইতে সমাগত কায়স্থ মহাশয়-দিগের নিকট কায়স্থ-ধর্ম্ম প্রচার করেন; তাঁহাদের মধ্যে অনেকে চন্দ্রদ্বীপ সমাজের দিকে তাকাইয়া আছেন। † যাহাহোক সেই রাত্রি তিনি তথায় অবস্থান করিয়া পরদিবস তথা হইতে বহুকষ্টে পাথেয় হাওলাৎ করিয়া চট্টগ্রাম মেলে কলিকাতা আসেন।

শ্রীসরলচন্দ্র অগ্নিহোত্রী।

কৃষি-শিক্ষা

বর্ত্তমানে বঙ্গদেশে কৃষি শিক্ষার কোন ব্যবস্থা নাই। কৃষি বিজ্ঞানের উচ্চ শিক্ষার জন্য সমগ্র বঙ্গদেশ, আসাম, বেহার ও উড়িষ্যার জন্য একমাত্র সাবোর কলেজ আছে। বলা বাহুল্য যে সাবোরের মৃত্তিকা ও জল-বায়ু যেরূপ, বাঙ্গলা, আসাম ও উড়িষ্যার জল-বায়ু তদনুরূপ নহে। কিন্তু কৃষি বিজ্ঞানের প্রাথমিক শিক্ষা উচ্চ শিক্ষা অপেক্ষাও অধিক প্রয়োজন, কারণ আমাদের কৃষক বা রাখাল বালকগণ উচ্চ শিক্ষার নিমিত্ত উপযুক্ত নয় কিংবা তাহারা ইহা লাভ করিতে উৎসুকও নয়। অধিকন্তু উচ্চ শিক্ষা মাত্র সরকারী কর্ম্মচারীদের জন্যই প্রায়োজন। কৃষক বালকদিগকে বিজ্ঞানের সহিত প্রচলিত কৃষি প্রণালীর কিরূপ সম্বন্ধ তাহা

† প্রচারক মাখনবাবুর চেষ্টায় চৈত্রমাসে চন্দ্রদ্বীপ সমাজের সমাজপতি মাধবপাশার রাজাদিগের পতন হইয়া গিয়াছে। তদ্বিবরণ স্থানান্তরে দ্রষ্টব্য—লেখক।

বুঝাইয়া দিলে তাহাদের জ্ঞান প্রচলিত নিয়মের সীমা অতিক্রম করিয়া ইহার উন্নতি বিধানের জন্য উপযুক্ত হইবে। এতদ্দেশীয় কৃষকগণ প্রচলিত নিয়ম অনুসারে তাহাদের চাষের কায উত্তমরূপে করিয়া থাকে, তৎসম্বন্ধে কোন সন্দেহই নাই; তবে তাহারা অন্যদেশে কি হয় তাহা জানে না। উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, বর্দ্ধমান ও হুগলীর আলু ও ইক্ষু চাষের উৎকৃষ্ট প্রণালী উত্তর বঙ্গ ও পূর্ব্ববঙ্গের কৃষকদিগের নিকট অজ্ঞাত। ময়মনসিংহ জেলায় যেরূপ সুন্দর ভাবে পাটের চাষ হয় তাহা, ফরিদপুরের কৃষকগণ জানে না। জমি আগুণ দিয়া জ্বালাইয়া দিলে, জমিতে হলকর্ষণ করিলে কিংবা পতিত রাখিলে জল সেচন, সার প্রয়োগ, সূর্য্যতাপ, বীজ, বীজ হইতে বৃক্ষলতার উৎপত্তি এবং বীজ পরিণতি প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব সহজ ভাষায় শিক্ষা দিলে এবং ক্ষেত্রে বীজ বপন করিয়া বিজ্ঞানের তত্ত্ব গুলি বালকদিগের হৃদয়ে প্রবেশ করাইয়া দিলে দেশের মহা-কল্যান সাধিত হইবে। আমাদের মতে প্রত্যেক পল্লীগ্রামে প্রাথমিক শিক্ষার সহিত কৃষি-শিক্ষার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। বর্ত্তমান শিক্ষার প্রধান দোষ এই যে ইহাতে শিক্ষার্থীর পুস্তক পাঠ বা মুখস্ত ব্যতীত হাতে কায করিয়া ইহার সর্ব্বোত্তম ফল লাভ হয় না। বর্ত্তমান শিক্ষার আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত যেন চাকরীতে পরিসমাপ্তি, তাহা ভিন্ন এ শিক্ষার দ্বারা গবেষণার পথ মোটেই পরিষ্কৃত হয় না। নিম্নশিক্ষাই হউক কিম্বা উচ্চ শিক্ষাই হউক, যে শিক্ষায় মানুষের মনকে নানা দিকে ব্যপ্ত হইতে প্রবৃত্তি জন্মায় না সে শিক্ষা অতি নিম্নস্তরের শিক্ষা বা তাহা শিক্ষাই নহে। আমাদের শিক্ষিত লোকদিগের মধ্যে গবেষণার পথে কতজন গিয়াছেন? অনেকেই বলেন, এই শিক্ষা হইতেই তো মনীষী শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু—শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় উঠিয়াছেন। উৎকল, বঙ্গ, আসাম ও বেহার দশক্রোশের মধ্যে যদি ৫।৭ জন মহৎ ব্যক্তির নাম করা যায় তবে তাহা কি? কৃষি ও শিল্প বাণিজ্যে যদি সাধারণের গবেষণা বা গবেষণায় প্রবৃত্তি থাকিত তবে এ দেশ বস্ত্র, সূতা প্রভৃতির জন্য পরমুখাপেক্ষী হইয়া থাকিত না। প্রাথমিক শিক্ষার দ্বারা বালকদিগের মন বিস্তৃতির দিকে চালিত করিয়া দিলে উচ্চ শিক্ষার দ্বারা উহা বর্দ্ধিত ও ফল ধারণের উপযুক্ত হইতে পারে। এই শিক্ষার ফল মাথার ফলের লোহিতবর্ণের আচ্ছাদনে বেষ্টিত অখাদ্য তিক্ত বিশ্রী খাসের অনুরূপ মাত্র। মহাত্মা গান্ধীর শিক্ষা সংশোধনের এই একটী বিশেষত্ব দেখা যাইতেছে, তিনি মুখস্থ বিদ্যাকে হটাইয়া কার্য্যকরী চরকা বিদ্যার স্থান করিতেছেন। আমরা দেখিতেছি যে আমাদের বাড়ীর দুষ্ট ছেলেরা বেশী পড়িতে চায় না। কিন্তু তাহারা

চরকায় অনেকক্ষণ বেশ মনোযোগের সহিত সূতা কাটিতেছে। চরকা কাটিতে দিলে তাহারা পড়াতেও অধিক মনোযোগ দেয়। অতএব পল্লীগ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহিত চরকা ও ছোট ছোট কৃষি ক্ষেত্র স্থাপন করিতে হইবে এবং প্রত্যেক বালককে দৈনিক একঘণ্টা চরকায় ও একঘণ্টা কৃষিকার্য্যে নিয়োজিত করিতে হইবে। ইহাতে বালকদিগের মনের স্ফূর্ত্তি ও গবেষণার দিকে মন আকৃষ্ট হইবে ও ভবিষ্যতে তাহারা মানুষের মত মানুষ হইতে প্রস্তুত হইবে।

শ্রীনিবারণচন্দ্র চৌধুরী।

বরপণ

১

কায়স্থ-কুমারি! সবে হও অগ্রসর;
হও সবে গলা-গলি, বরপণে দিতে বলি
দেখিব হৃদয়হীন আছে কত বর,
পিতৃচিন্তা নিবারিতে মাতৃব্যথা বিনাশিতে
ঘুচাতে সমাজ-কীট পুচ্ছধারী* বর—
কায়স্থ কুমারি! সবে হও অগ্রসর।

২

কায়স্থ কুমারি! সবে হও অগ্রসর;
বাল-বিধবার মত, ব্রহ্মচর্য্যে হও রত,
নররূপী পশু-করে নাহি দিও কর।
ব্রহ্মচর্য্য-বিনা আর, কিবা এর প্রতীকার
ভারতে শুধুই আছে বক্তৃতা অপার,

*বি এ; বি এস,সী; এম, এ; এম, এস,সী। টীকাকার:— যাহারা মেট্রিকুলেশন এবং আই.এ; আই, এস,সী পাশ করিয়াছেন পুচ্ছ উদগম হয় নাই বা হইবার আশা নাই তাহারা এবং যাহারা ট টা টি টী লেখা পড়া জানেন বা যাহাদের নাম দস্তখত করিতে গলদ্ ঘর্ম্ম উপস্থিত হয় তাহারাও কম নহেন, তাহাদের ডাক হাক শুনিলেও স্তম্ভিত হইতে হয়।

জগের তিলক সম, স্বাক্ষরের পরাক্রম—
কার্য্যে সব স্রোতহীন নদীর আকার।
বিজয় নিশান ধর, হও সবে অগ্রসর,
ব্রহ্মচর্য্য মহাব্রত লিখ তদুপর।
এই পণ কর সবে, সকলে অনূঢ়া রবে,
নরপাংশুলের করে নাহি দিবে কর;
দেখিব বরের পিতা, দেখিব বরের মাতা,
দেখিব কেমনে সেই পুচ্ছধারী বর;
দেখি কতকাল তরে বরপণ থাকে ধরে,
বিয়ে না করিয়া রহে সমাজ ভিতর—
কায়স্থ কুমারি! সবে হও অগ্রসর।

৩

কায়স্থ কুমারি! সবে হও অগ্রসর;
বল নিজ মা-বাপেরে, "দিওনা পশুর করে,
হৃদয়-বিহীন যারা শূন্য অন্তঃসার,"
বল নিজ মা-বাপেরে, "বাল-বিধবার তরে,
যে ব্যবস্থা করিয়াছ করহ আমার"—
কায়স্থ কুমারি! সবে হও আগুসার।

৪

কায়স্থ কুমারি! সবে হও অগ্রসর;
কর সবে প্রাণপণ ঘুচাইতে বরপণ
তোরা না করিলে বল্ কে করিবে আর?
বিদ্যার গৌরবে যারা হইয়াছে ধর্ম্ম হারা
দেখুক তাহারা সেই বিদ্যার কি দর—
কায়স্থ কুমারি! সবে হও অগ্রসর।

৫

কায়স্থ কুমারি! সবে হও অগ্রসর;
আবার পিতারে বল, আবার ভ্রাতায় বল,
"ব্রহ্মচর্য্যে অনুমতি দাও পুনর্ব্বার"

সব যদি এক হয়, কি আর সমাজে-ভয়?
পদাঘাত সমাজের মুখে শতবার—
কে কার কলঙ্ক করে সব রবে একাকারে
বুঝাও আপন মাতা, পিতা, সহোদর।
বরের প্রতিজ্ঞা সার বিনাপণে কৃতদার
হইবেনা ভাঙ্গ তার প্রতিজ্ঞা অসার;
তোরা না জাগিলে বোন, জাগিবেনা পশুগণ
পুচ্ছধারী অভিমানী প্রাণ-হীন বর—
কায়স্থ কুমারি! সবে হও অগ্রসর।

৬

কায়স্থ কুমারি! সবে হও অগ্রসর,—
তোমরা করিলে পণ, কতক্ষণ বরপণ
রহিবারে পারে বঙ্গ-সমাজ ভিতর?
মহাশক্তি অংশে জন্ম, দেখাও শক্তির ধর্ম্ম
শক্তিহীন হয়ে দেখি থাকে কত নর—
কায়স্থ কুমারি! সবে হও অগ্রসর।

৭

কায়স্থ কুমারি! সবে হও অগ্রসর;
পিতা আনি কোন বরে, উপহার দিবে তোরে,
বন্ধক রাখিয়ে ঘর বাড়ী আপনার;
নয়নে বহিবে তাঁর বিষাদের অশ্রুধার
সেই পরিণয়ে সুখ হবে কি তোমার?
এই হেয় পরিণয়ে সুখে জলাঞ্জলি দিয়ে
ব্রহ্মচর্য্য-ব্রতে কর জীবন দোসর—
কায়স্থ কুমারি! সবে হও অগ্রসর।
কায়স্থ কুমারি! সবে হও অগ্রসর;
তোরা না করিলে পণ কে উঠাবে বর পণ
সমাজের শক্তি নাই ত্রিদোষ বিকার,

না কাটিলে এ বিকার গেল দেশ ছারখার
তাই চল এস করি ব্যবস্থা ইহার ;
ইহার ঔষধ সার, যাব না পরের দ্বার,
ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত ধর জীবনের সার—
পীড়িতের সেবা ধর্ম্ম, এস লই এই কর্ম্ম,
নরপশু সনে মিশে নাই কাজ আর ;—
এস চল এস সবে হই আগুসার।

১৩২৫ সাল
২৬শে আষাঢ়

খুলনা জেলা
মহেশ্বর-পাশাবাসিনা
জনৈক কায়স্থ-কুমারী—

বর্ত্তমান ও জাতিভেদ।

কথিত আছে কোন সময়ে একজন ইংরাজের একজন উড়িয়া খানসামা ছিল। ভাষায়, পোষাক পরিচ্ছদে বা আচার ব্যবহার ইহাকে কোন প্রকারে উড়িষ্যাদেশবাসী বলিয়া চিনিতে পারা যাইত না। যখন বাঙ্গালা ভাষায় কথা বলিত তখন ইহাকে বাঙ্গালী বলিয়া এবং যখন হিন্দীতে কথা বলিত তখন হিন্দুস্থানী বলিয়া বোধ হইত। একদিন সাহেব তাঁহার একজন ইংরাজ বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করিলেন "আচ্ছা, বল দেখি, আমার এই খানসামা কোন জাতীয়।" বন্ধুটি বিশেষ চতুর। তিনি অন্য কোন প্রকারে খানসামার জাতীয়ত্ব নির্দ্ধারণে অসক্ত হইয়া এক নূতন উপায় অবলম্বন করিলেন। একদিন খানসামা ব্যস্ত ভাবে কার্য্য বিশেষে যাইতেছে এমন সময় তিনি উহার পশ্চাৎ দিক হইতে যাইয়া উহার পৃষ্ঠে সজোরে তিন চারিটি ঘুঁষি মারিলেন। অতর্কিত অবস্থায় যেমনই এইরূপ ভাবে প্রহৃত হওয়া অমনি খানসামা নিজ জাতীয় উড়িয়া ভাষায় চীৎকার করিয়া উঠিল। আমাদেরও বর্ত্তমান অবস্থা এইরূপ। আমরা যতই আড়ম্বর করি—যতই জাতিভেদের দোষ দেখাইয়া উহার অনাবশ্যকতা প্রচারে প্রয়াস পাই, অতর্কিত ভাবে আক্রান্ত হইলেই জাতীয় ভাষায় কথা বলিয়া ফেলি।

ব্রাহ্মণ কায়স্থাদি উচ্চবর্ণীয়গণ, তদেতর জাতীয় কোন বিশেষ যোগ্য ব্যক্তিরও সামান্য কোন ত্রুটী দেখিলেই বলিয়া ফেলেন "আহা, অমুক জাতীয় কিনা, আর কত হবে!" তিনি হিন্দু হউন, ব্রাহ্ম হউন, বা অন্য কোন ধর্ম্মাবলম্বী হউন সময় আসিলেই এই জাতীয় গৌরবের পরাক্রম তাঁহাকে অভিভূত করিয়া ফেলে। জাতি, ধর্ম্ম, সমস্ত ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেও "শূদ্রের সন্ন্যাসে অধিকার নাই," কোন সময়ে জনৈক ব্রাহ্মণ সন্ন্যাসীর মুখে এই উক্তি শুনিয়া স্বামী বিবেকানন্দের ন্যায় একজন মহাপুরুষকেও বলিতে হইয়াছিল "কি আমি শূদ্র! আমার বংশের আদিপুরুষ চিত্রগুপ্ত দেবকে তোমরা ব্রাহ্মণেরাও জলাঞ্জলী দিয়া তৃপ্ত করিয়া থাক" যখন সর্ব্বত্যাগী স্বামীজির সম্বন্ধেই এইরূপ ত্রুটি (?) তখন অন্য পরে কা কথা। অতএব দেখা যাইতেছে আমরা যতই চেষ্টা পাই না কেন, স্বজাতিত্ব কথা একেবারে ভুলিয়া যাইবার আমাদের উপায় নাই। যখন অবস্থা এইরূপ জাতীয় গণ্ডির আকর্ষণ হইতে মুক্তি পাইবার সম্ভাবনা যখন এক প্রকার নাই বলিলেই হয়, তখন দেশ-হিতকর বা সমাজ-সংস্কার প্রভৃতি কার্য্যে একান্ত ব্যাপৃত থাকিলেও স্বজাতির উন্নতির দিকে একটু দৃষ্টি রাখা বোধ হয় নিতান্ত অসঙ্গত নয়।

'মানব তত্ত্ব' পুস্তকখানির সমালোচনা-প্রসঙ্গে কোন সুপ্রসিদ্ধ সমালোচক এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন যে, যখন জাতি-ভেদই যত অনিষ্টের মূল, তখন যাহাতে জাতির কথা থাকে, এরূপ পুস্তক প্রকাশিত না হওয়াই ভাল।" সমালোচকের উদ্দেশ্য অতি মহৎ। কিন্তু জাতিভেদ ও জাতিগত বিদ্বেষ কি করিয়া একার্থ বোধক হইতে পারে? জাতিভেদ প্রথার অপব্যাবহারের ফল জাতিগত বিদ্বেষ। বর্ণ-বিভাগ বা তদান্তর্গত জাতিগত পার্থক্য স্বাভাবিক বলিয়াই মনে হয়; যেহেতু এরূপ কোন মানব-সমাজ পরিদৃষ্ট হয় না, যেখানে ইহার অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বিদ্যমান নাই। এই ভারতভূমে অনেক বার এই জাতিভেদ-প্রথা উঠাইয়া দিবার চেষ্টা হইয়াছে। বৌদ্ধ যুগে জাতি-ভেদ ত একপ্রকার উঠিয়া গিয়াছিল; মুসলমান প্রাধান্যের সময়েও এ চেষ্টা হইয়াছিল; প্রেমাবতার শ্রীগৌরাঙ্গ দেবের যুগেও এ চেষ্টার ত্রুটী ছিল না। খৃষ্টিয়ানদিগের প্রথম আগমন কাল হইতেও এই চেষ্টার বিরাম নাই। কিন্তু জাতিভেদ উঠিয়াছে কি? যাঁহারা ধর্ম্মান্তর খৃষ্টধর্ম্ম ব্রাহ্মধর্ম্ম পরিগ্রহ করিয়াছেন তাহাদের মধ্যেও কি ইহার বিদ্যমানতার অভাব আছে? যদি থাকে তবে তাহাদের নামের শেষে ঘোষ, বসু বা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি জাতি জ্ঞাপক

উপাধি দেখিতে পাই কেন? এই উপাধিই ত যত অনিষ্টের মূল। নামের শেষে এই জাতিজ্ঞাপক উপাধি যদি না থাকিত তাহা হইলে সম্ভবতঃ ভগবান শঙ্করাচার্য্য প্রমুখ মহাপুরুষগণ হিন্দুসমাজের পুনঃ সংস্থাপনে বিশেষ বেগ পাইতেন—হয় ত একেবারে অকৃতকার্য্যই হইতেন। যখন এই উপাধি ত্যাগের কোন আভাষই পাওয়া যায় না—যখন খৃষ্টিয়ান ধর্ম্মগ্রহণ করিয়াও নামের পূর্ব্বাংশ খৃষ্টিয়ান ধরণে রাখিয়া অপরাংশে পুরুষ পরম্পরাগত উপাধির সংযোজন, যথা য়্যাল্‌ফ্রেড বসু ইত্যাদি, সর্ব্বত্র পরিদৃশ্যমান, তখন কি করিয়া বলিতে পারা যায় যে জাতির মোহ ত্যাগ সম্ভব পর। হিন্দুভারতে যাহা হয় নাই—বৌদ্ধ ভারতে যাহা হয় নাই—মুসলমান ভারতেও যাহা হয় নাই—খৃষ্টিয়ান ভারতে তাহা সম্ভবপর, ইহা কি করিয়া মানিয়া লওয়া যাইতে পারে? যদি স্বীকার করিয়াই লওয়া যায় যে পরাধীনতা, পরনিষ্পীড়ন সমাজকে জাতিভেদের অপকারিতা উপলব্ধি করাইয়া এতৎ বিলোপ সাধনে সক্ষম করাইবে, তাহা হইলেও সাময়িক একটা "কেমন কেমন" ভাব ব্যতীত ইহার ফল আর কি হইতে পারে? সমভাবের আদর্শ মুসলমান সমাজে কি, কোন না কোন প্রকারে এই ভেদের অস্তিত্ব নাই? ইহা যদি ধরিয়াই লওয়া যায় যে, হিন্দুদিগের অনুকরণে ভারতীয় মুসলমানগণ বংশগত একটা ভেদ গঠন করিয়া লইয়াছে; কিন্তু ইউরোপীয় সমাজ ত হিন্দুর অনুকরণ করে নাই। ইউরোপীয় সমাজে কি সবই এক? সমগ্র ইউরোপীয় খৃষ্টিয়ান সামাজিকগণ কি একে অপরের তুল্য মনে করেন? প্রত্যেকে কি প্রত্যেকের সহিত একত্র ভোজনে বা বিবাহাদি ব্যাপারে কুণ্ঠা বোধ করেন না? আমরা কিন্তু আমাদের সহিত তাহাদের এইমাত্র প্রভেদ দেখিতে পাই যে আমাদের মধ্যে যাহা বংশগত, অন্যত্র তাহা বংশগত ত বটেই—অধিকন্তু অর্থগত। হিন্দুজাতির মধ্যে মাত্র বংশ বা বর্ণগত প্রভেদ থাকা নিবন্ধন যে ভেদত্বের কুফল, বিদ্বেষের সম্ভাবনা, তাহাতে ঘটে নাই—অর্থবল যাহার অধিকারে হস্তক্ষেপ করিতে সাহস করে নাই কিন্তু অন্যত্র প্রাধান্যের মান, মাত্র বংশের বা বর্ণে নিবদ্ধ না থাকা নিবন্ধন বংশ-মর্য্যাদার সহিত সতত পরিবর্ত্তনশীল অর্থবলের সংঘর্ষের পরিচয় আমরা অনেক সময় দেখিতে পাইয়া থাকি।

যাহা সমাজের কল্যাণকর নয় এরূপ প্রথার স্থিতিকাল যুগ যুগান্তর ব্যাপী হইতে পারে না। ভারতের এই জাতিভেদ কত কত বিপদের মধ্যে দিয়া চলিয়া আসিতেছে, কেহই কখন ইহার বিলোপ সাধনে সক্ষম হয় নাই। তবে

যদি এখন ইহার আয়ুষ্কাল পূর্ণ হইয়া থাকে, ক্ষতি নাই। কিন্তু যতদিন এই বর্ণ বিলোপ, এই সামাজিক বিপর্য্যয় পূর্ণভাবে সংঘটিত না হইতেছে ততদিন কোন্ জাতি কোন্ বর্ণের অন্তর্গত তাহার নির্ণয় কল্পে প্রচেষ্টা এবং নির্ণীত তদনুযায়ী আচার গ্রহণ বাঞ্ছনীয় বলিয়াই মনে হয়। যে কারণে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সময়ে বঙ্গীয় হিন্দুসমাজের বর্ণবিভাগ প্রচেষ্টার ফলে কায়স্থ ক্ষত্রিয় বর্ণান্তর্গত বিবেচিত হইয়াও পরবর্ত্তী কুলে শূদ্রাখ্যা প্রাপ্ত, সেই কারণে, সেই বর্ণোচিত আচার গ্রহণে ঔদাসীন্য বশতঃ—বর্ত্তমান যুগে বহু চেষ্টার ফলে কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব সুমীমাংসিত হইলেও কায়স্থদিগের বর্ণোচিত আচার গ্রহণে ঔদাসীন্য বশতঃ পরবর্ত্তী যুগে যে পুনরায় সামাজিক নির্য্যাতন ভোগ করিতে হইবে ইহা ধ্রুব সত্য। অতএব বর্ত্তমানে জাতিভেদ প্রথার অপব্যবহার জাতিগত বিদ্বেষ ভাবের বিলোপ সাধনে সর্ব্বান্তঃকরণে যোগদান করিয়াও পরবর্ত্তী যুগের অসুবিধা নিরাকরণ কল্পে বর্ণোচিত আচার গ্রহণে ঔদাসীন্য প্রকাশ কায়স্থ ভ্রাতৃগণের সুবিবেচনার কার্য্য কি না, তাঁহাদেরই বিবেচ্য।

শ্রীতারিণীচরণ ঘোষ বর্ম্মা।

কবি সন্ধ্যাকর নন্দীর বৃহদ্ঘটুর অন্বেষণে।

"রাম চরিত"-রচয়িতা কবি সন্ধ্যাকর নন্দী স্বরচিত কাব্যকে "কলিযুগ রামায়ণ" এবং আপনাকে "কলিকাল বাল্মীকি" আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। এই পরিচয় তাঁহার অতিরঞ্জিত ইহা মনে উদিত হওয়া অসম্ভব নহে। মহাকবি বাল্মীকি ভগবান্ রামচন্দ্রের চরিত্রাবলম্বনে ত্রেতাযুগে রামায়ণ মহাকাব্য রচনা করিয়াছেন। সন্ধ্যাকর নন্দী বরেন্দী-মণ্ডলের অধিপতি রাম পালের ভাগ্যলক্ষ্মীর অন্তর্ধান ও তাঁহার সমসাময়িক ঘটনাবলম্বনে কলিকালে রাম-চরিত রচনা করিয়া কলিকাল-বাল্মীকিঃ বিশেষণ প্রয়োগ করায় ভগবান রামচন্দ্রের সহিত তুলনায় রামপালও আপনাকে যে ক্ষুদ্র ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন তাহাই দ্ব্যর্থে প্রতিভাত হয়। একরূপ ব্যাখা করিলে সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপরের পর কলিকাল। শাস্ত্রকারগণ কলির জীবের ক্ষীণায়ুর সহিত বিবিধ পরিবর্ত্তন শাস্ত্রে নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

মহাকবি বাল্মীকির সহিত তুলনার কথা যিনি যাহাই মনে করেন কিন্তু "বরেন্দ্রী-মণ্ডলে" সন্ধ্যাকর মহাকবি ও বাঙ্গালার ইতিবৃত্ত মূলক ঘটনারাজি প্রকাশের বীজ পুরুষ তাহাতে সন্দেহ নাই।

সন্ধ্যাকর নন্দীর "রামচরিত" গ্রন্থখানি মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের যত্নে নেপাল হইতে আনীত হইয়া তাঁহার যত্নে এসিয়াটিক সোসাইটী হইতে প্রকাশিত হওয়ায় বাঙ্গালীর মুখোজ্জ্বল হইয়াছে। রাষ্ট্রবিপ্লবে গৌড়মণ্ডলের কত গ্রন্থের বিনাশ সাধন হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। বরেন্দ্রীর পাল বংশের অতীত গৌরব বরেন্দ্রীবাসী সন্ধ্যাকরের কাব্যে বর্ণিত হইয়াছে। পাঠকগণের কৌতূহল পরিতৃপ্তির জন্য "রামচরিতের" কবি-প্রশস্তি নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল।

কবি-প্রশস্তি।

রামপালচরিতম্।

বসুধাশিরোবরেন্দ্রীমণ্ডলচূড়ামণিঃকুলস্থানং।
শ্রীপৌণ্ড্রবর্দ্ধনপুরপ্রতিবদ্ধঃ পুণ্যভূঃবৃহদ্বটুঃ॥
তত্র বিদিতে বিদ্যোতিনি নন্দিরত্ন-সন্তানে।
সমজনি পিনাকনন্দী নন্দীব নিধির্গুণৌঘস্য॥
তস্য তনয়ো নতনয়ঃ করণ্যানামগ্রণীরনর্ঘগুণঃ।
সান্ধিশ্রীপদাসম্ভাবিতাভিধানতঃ প্রজাপতির্জাতঃ॥
নন্দিকুলকুমুদকাননপূর্ণেন্দুর্নন্দনোঽভবত্তস্য।
শ্রীসন্ধ্যাকরনন্দী পিস্তনাস্কন্দী সদানান্দী॥
কাব্যকলাকুলনিলয়ো গুণমণিমেরুমনীষিণামীশঃ।
সীমা সাহিত্যবিদামশেষভাষাবিশারদঃ স কবিঃ॥
স্তোকৈস্তোষিতলোকৈঃ শ্লোকৈরশ্লেষণশ্লেষৈঃ॥
ঘটনাপরিস্ফুট-রসৈঃ গম্ভীরোদারভারতীসারৈঃ॥
কলিসীম্নি ধর্ম্মরাজঃ কৃতানুগম্ তদযুগম্ বিভূষয়তঃ।
ভর্ত্তুঃসমস্তজগতামভিনব নারায়ণাবতারস্য॥
রামস্যেদংচরিতং রুচির [মর] চিরচনাবিরিঞ্চিরতিচিত্রং
অনবদ্যশব্দবিদ্যাকোবিদবৃন্দারকোঽবাদীৎ॥
রামস্যাস্তামাস্থির মাঙ্গলমাঙ্গলনমাপবনমাপগনং।

কীর্ত্তিঃসন্ধ্যাকরকবিসূক্তিসুধাসিন্ধুরাজমণিরাজিরিয়ং॥
গৌরীহিতাস্ত মুক্তাবলিরধিগুণরূপজাত্যলঙ্কারাসৌ।
প্রিয়দৃষ্টিরঘা [ধা] ধান কলাভঙ্গিরীশকণ্ঠৈকগতিঃ॥
অবদানম্ রঘুপরিবৃঢ়গৌড়াধিপরামদেবয়োরেতৎ।
কলিযুগরামায়ণমিহ কবিরপি কলিকালবাল্মীকিঃ
যঃ পুনরত্র খলোন্মাদদূতভস্তাবতং খলীকার।
অবলম্ব্যোপি বিলাসিতং সাধুত্বস্তৈব কিমিহ করবাম্॥
সোঽস্ত খলোযদনুগমে বিগুণেন নবকৃতপ্রবন্ধানাং।
বহুলীকৃতে হিতফলঃ সঞ্চারো লোবধান্যতোদৃষ্টঃ॥
অবরুঞ্চি কীধর্ত্ত্যচ্ছেদোঁযাশয়েন যো ভাস্বং।
উপরি কলানিধিমন্ধঃ সাক্ষাদেবস্বমেবমলিনয়তি॥
ক্বাপি ক্বাপ্যস্মাভির্জড়মন্তরগাধং পঞ্চমভিশঙ্ক্য।
গুণনিবহনিবিড়কন্ধা গুপ্তাসীৎ গৌরমস্রবন্তীয়ং॥
রসনাগবশাচ নিরগাৎ পদগত্যাচিত্রপাঠবন্ধেব।
তামুদ্ধর্ত্তুমিতস্তে শতশঃস্বয়মাসতে সন্তঃ॥
এত সতএব বা হৃদয়াদ্ যে সারস্বতমবস্ত্যেনং।
শূরাঃস্বরাদপি সুধাংযন্ত্ররসনাপূতেন সিঞ্চন্তি॥
শুচিরুচিরবিক্রমকলামমিদমুদিতং গবামধিপতেরত্রঃ।
শব্দগুণদূষণাদ্ভুতমুক্তংতসয়তে গিরীশায় নমঃ॥
যোঽয়ং গদিতোনাগস্কন্ধক্ষিতিভৃন্ময়াবিদিতগোসরৈঃ।
পরমবিলাসিনমেনং হরিমিব হরিকেতনং কণ্ঠমিবস্তৌমি।
সারস্বতং কিমপিতজ্জ্যোতিরূপাঙ্কং বুধযদভ্যাসমৃতাং কিমিবোদ্ধারাঃ
দ্বৈতং চিতৈ কিমচ কিমচ কামভিনতে ভাবাঃ॥

সন্ধ্যাকর নন্দীর জাতি লইয়া ঐতিহাসিক ব্যক্তিগণের মধ্যে প্রথমে গোলযোগ হইয়াছিল। মহামহোপাধ্যায় শাস্ত্রী মহাশয়ও রামপালচরিতের ১ম সংস্করণের (১৯১০ সালে এসিয়াটিক সোসাইটীর মুদ্রিত) ভূমিকায় সন্ধ্যাকরের জাতিতত্ত্ব সম্বন্ধে যে ভ্রম করেন এবং তাঁহার ঐ ভ্রমের যাহারা অনুসরণ করেন সকলেই ভ্রম স্বীকার পূর্ব্বক সন্ধ্যাকরকে কায়স্থ বলিতেছেন। সন্ধ্যাকরের স্বীয় পিতা "সান্ধি" প্রজাপতি নন্দী ও পিতামহের নাম "পিনাক নন্দীকে" "করণানামগ্রণী" বর্ণনা করিয়াছেন। "করণ" শব্দে যে কায়স্থ বুঝায় তদ্বিষয়ে

কায়স্থ-পত্রিকায় বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। বারেন্দ্র-সমাজের কাশী দাসের "ঢাকুর" প্রভৃতিতেও "করণ" শব্দ কায়স্থবাচক দৃষ্ট হয়। উত্তররাঢ়ীয়গণ আপনাদিগকে শ্রীকরণ বলেন। সুতরাং সন্ধ্যাকরকে ব্রাহ্মণ অথবা বৈদ্য প্রতিপন্ন করিতে যাওয়া বাচালতা মাত্র।

সন্ধ্যাকর স্বীয় কুলস্থানকে বরেন্দী মণ্ডল চূড়ামণি বলায় ঐ কুলস্থান যে বরেন্দ্রভূমির অন্তর্গত এবং তিনি বারেন্দ্র কায়স্থ তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। সন্ধ্যাকর স্বীয় জন্মভূমির "বৃহদ্বটু" নাম প্রদান করিয়াছেন। এই বৃহদ্বটু কোথায় তাহার গবেষণাই বর্ত্তমান প্রবন্ধের লক্ষ্য। ঐতিহাসিক রহস্যজ্ঞ কতিপয় মহাত্মা মহাকবি কালিদাসের জন্মভূমি নির্ণয় করত উৎসব কার্য্য করিতেছেন। বাঙ্গালার অতীত গৌরবের শীর্ষস্থানীয় ও বরেন্দী-মণ্ডল চূড়ামণি সন্ধ্যাকরের জন্মস্থান নির্ণয় করা অত্যাবশ্যক বিষয় বটে। এ বিষয়ে আমরা অকৃতকার্য্য হইব ইহা সম্ভবপর নহে। আলোচ্য বিষয়টী কেবল বারেন্দ্র কায়স্থ সমাজের অথবা সকল কায়স্থগণের নিজস্ব বিষয় বলিয়া কথিত হইতে পারে না, বাঙ্গালার ব্রাহ্মণাদি সকল বর্ণেরই চিন্তার বিষয় বটে।

বরেন্দ্র দেশের উত্তরে হিমালয় ও কোচবিহার-রাজ্য ও উত্তর পূর্ব্বদিকে আসাম-রাজ্য, পশ্চিমে মহানন্দা ও দক্ষিণে পদ্মাবতী নদী এবং পূর্ব্বদিকে করতোয়া নদী বর্ত্তমান আছে। প্রধানতঃ আত্রাই নদী বরেন্দীকে দ্বিখণ্ডিত করিয়াছে। প্রাচীন করতোয়ার একরূপ অন্তর্ধান হওয়াই বলিতে হয়। করতোয়ার প্রাচীন শাখা মধ্যে হারাবতী, তুলসী গঙ্গা, নাগর ও ভদ্রাবতী উল্লেখযোগ্য। শেষোক্ত ভদ্রাবতী বা ভাদই নদীর বর্ত্তমান সময়ে একটী দীঘী হইতে উৎপত্তি দেখিয়া অনুরূপ বিবেচনা করা সমীচীন নহে।

পাল-বংশীয় রাজন্যবর্গের বহু কীর্ত্তিরাজির ধ্বংসাবশেষ উক্ত আত্রেয়ী নদীর পশ্চিম ও পূর্ব্ব-ভূভাগে পরিদৃষ্ট হয়। সন্ধ্যাকর নন্দীর বর্ণিত "রামাবতী" রাজধানীর অবস্থান লইয়া ঐতিহাসিক সমাজে মতদ্বৈধ হইতেছে। ইহার সুমীমাংসা হওয়া নিতান্ত প্রয়োজন। রাম পালের পিতৃশত্রু ভীমের জাঙ্গাল প্রভৃতি আত্রেয়ীর পূর্ব্ব-ভাগেই অবস্থিত এবং উক্ত হারাবতী ও তুলসী-গঙ্গার উভয় তীরস্থ প্রদেশে পাল বংশের বহু কীর্ত্তি বিদ্যমান আছে। করতোয়া হইতে নাগর নদী উৎপন্ন হইয়া তাহার কতকাংশ গাঙ্গলই নামে অদ্যাপি পরিচিত হইতেছে। সুতরাং সন্ধ্যাকর বর্ণিত করতোয়া ও গঙ্গার মধ্যস্থলে রামাবতী নির্ম্মিত হইলে

তাহার অবস্থান লইয়া কোনই গোলযোগ হয় না। রামপালের রাজধানী নাগর নদীর পশ্চিম তীরস্থ ভূভাগে ছিল। উক্ত কবি রামপাল দেবের রাজ্যকে অযোধ্যা স্বরূপ বর্ণন করিয়াছেন। বগুড়া জেলার মহাস্থান গড় প্রভৃতি পরশুরাম ক্ষেত্র বলিয়া পরিচিত। অযোধ্যারূপ রামপাল রাজ্যে ভীমরাজ স্বসৈন্যে রামপাল কর্ত্তৃক পরাজিত ও নিহত হওয়ায় ঐ প্রদেশ একদা পরশুরাম ক্ষেত্র বলিয়া কথিত হওয়াই মনে হয়। রাজা রামপাল পরশুরাম সদৃশ ছিলেন।

রামপালের সমসাময়িক সামন্তরাজ মধ্যে নিদ্রাবলী, কৌশাম্বী ও পদ্মবন্ধা নাম পরিদৃষ্ট হয়। নিদ্রাবলীর পরবর্ত্তী সময়ে বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ সমাজের কুলগ্রন্থ লেখকগণ "নিদ্রালী" নামকরণ করিয়াছেন। নিদ্রাবলী রাজ্য বর্ত্তমান রাজসাহী জেলার পশ্চিমাংশ এবং কৌশাম্বী রাজ্য মান্দা থানার অর্থাৎ রাজসাহীর উত্তরাংশে আত্রায়ী নদী পর্য্যন্ত থাকা স্বীকার ও পদ্মবন্ধাকে বর্ত্তমান পাবনা প্রদেশে অবস্থিত গণনা করিলে বরেন্দ্রীর উত্তর পূর্ব্বাংশে করতোয়া নদী ও প্রসিদ্ধ চলন বিল দ্বারায় রামপালের রাজ্যের সীমানা নির্দ্দেশ হইতে পারে। করতোয়া নদী ও চলন বিলের যে পরিবর্ত্তন হইয়াছে ও হইতেছে তৎপ্রতি লক্ষ্য করিলে একদা বরেন্দ্রের দক্ষিণপূর্ব্ব কোণে দক্ষিণে পদ্মা নদী ও পূর্ব্বদিকে দাওকোবা (যমুনা) নদী পর্য্যন্ত ভূখণ্ডে চলন বিলের অবস্থিতি নির্ণয় হয়। প্রাচীন করতোয়া তটে পাবনা জেলার হাণ্ডিয়াল প্রদেশে বরেন্দ্রের পূর্ব্ব দক্ষিণ সীমানা রক্ষার জন্য মুসলমান শাসন সময়ে কতকগুলি মুরচা বা সেনা-নিবাস ছিল। বর্ত্তমান সময়ে ঐ সকল মুরচা রক্ষকের নামের পূর্ব্বে বা পরে মুরচার স্থলে "মরিচ" শব্দ প্রয়োগ হইতেছে। যথা,—খান মরিচ, কমল মরিচ, সুবুদ্ধি মরিচ ও বৈদ্য মরিচ প্রভৃতি।

বরীণ বা খিয়ার মৃত্তিকাযুক্ত বহু প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ জনপদ চলন বিল হইতে এইক্ষণ বহুদূরে অবস্থিত হইলেও পাবনা জেলার রায়গঞ্জ থানার অন্তর্গত নিমগাছী (বিলুপ্ত-করতোয়া তটে) ও জেলা রাজসাহীর সিংড়া থানার পাঁচ পাখিয়া প্রভৃতি পূর্ব্বে চলন বিলের অতি নিকটেই অবস্থিত ছিল। এই সকল স্থানের জয়সাগর নামক দীঘী সকল রামপাল কর্ত্তৃক বরেন্দীর বিজয় কাহিনী কীর্ত্তন করিতেছে। প্রাগুক্ত জয়সাগর দীঘী রামপালদেবের সময়ে খনিত হইয়া সন্ধ্যাকর বর্ণিত রামপালের জনকভূ উদ্ধারের পরিচিহ্ন হইয়াছে কিনা তাহা পাঠকগণ বিচার করিবেন।

বহু তাম্রশাসনে "শ্রীপৌণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্ত্যন্তঃপাতি" লিখিত থাকা পরিদৃষ্ট হয়। সন্ধ্যাকর নন্দী স্বীয় কুলস্থানকে "শ্রীপৌণ্ড্রবর্দ্ধনপুরপ্রতিবদ্ধ" লিখিয়াছেন।

আমাদের নিতান্ত দুর্ভাগ্য যে এই পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের অবস্থিতি লইয়া ঐতিহাসিক রহস্যজ্ঞ সমাজে এখনও গোলযোগ চলিতেছে। কিন্তু আমরা এই পৌণ্ড্রবর্দ্ধনকে বরেন্দ্র-দেশের অন্তর্গত বলিয়াই মনে করি।

প্রাচীন করতোয়া হইতে উৎপন্ন হইয়া দুইটী ক্ষুদ্র নদী উত্তর হইতে দক্ষিণ দিকে আত্রেয়ী নদীর সহিত মিলিত হওয়া পরিদৃষ্ট হয়। তন্মধ্যে প্রথমটী তুলসী গঙ্গা। এই নদী বর্ত্তমান সময়ে হাবাবতী নদী হইতে উৎপন্ন হইয়া আত্রেয়ীর সহিত মিলিত হইয়াছে। হারাবতীকে প্রাচীন করতোয়া গর্ভ মনে করিতে হইবে। অপরটী নাগর নদী। ইহা করতোয়া হইতে উৎপন্ন হইয়া দক্ষিণদিকে চলন বিল তীরবর্ত্তী জেলা রাজসাহীর অন্তর্গত পুলীশ ষ্টেশন সিংড়ার নিকট দিয়া প্রবাহিত হইতেছে। নাগর নদী খরসুতির নিকট হইতে আত্রেয়ী নদীর সহিতও সংলগ্ন হওয়া দৃষ্ট হয়। নাগর নদীর তীরস্থ গ্রাম :— বগুড়া জেলার শিবগঞ্জ, বুড়িগঞ্জ, বেহার, কীচক, পানীতলা, দুপচাঁথিয়া, তালোড়া, কুন্দগ্রাম ও চাঁপাপুর এবং রাজসাহী জেলার গুলিয়া, নাগরকান্দী, বড় কালীগঞ্জ ও পাতশর প্রভৃতি। উপরোক্ত তুলসী-গঙ্গার পশ্চিম ও পূর্ব্বদিকে নাগর নদী পর্য্যন্ত ভূভাগ ও নাগর নদীর পূর্ব্বদিকে যে সকল স্থান আছে তন্মধ্যে একদা বহু সমৃদ্ধিসম্পন্ন প্রাচীন জনপদের ভগ্নাবশেষ চিহ্ন পরিদৃষ্ট হয়। নাগর নদীর পূর্ব্বভাগে প্রসিদ্ধ চলন বিল সংলগ্ন বহু জনপদের ভগ্নাবশেষ অতীত গৌরবের পরিচয় প্রদান করিতেছে। পাল-বংশীয় রাজন্যবর্গের অধিকার হইতে মোগল সাম্রাজ্যের অভ্যুদয় কালেও বহু সমৃদ্ধিসম্পন্ন জনপদের অস্তিত্ব ছিল।

চলন বিলের পশ্চিমে ভদ্রাবতী বা ভাদই নদী করতোয়ার শাখা বলিয়াই মনে হয়। উক্ত ভদ্রাবতী বা ভাদই নদীর কতকাংশ বর্ত্তমান রাজসাহী ও পাবনা জেলার সীমানাংশ স্বরূপ রাজকীয় নকশায় প্রদর্শিত হইয়াছে। নাগর নদী হইতে কতিপয় শাখা বা খাড়ী ভাদই নদীর সহিত মিশ্রিত হওয়াও প্রমাণ হইতেছে। নাগর নদী হইতে নাগরকান্দা, বড়বড়িয়া, মাটীহাঁস, গোহালী, কড়ই প্রভৃতি পল্লীর নিকট দিয়া এই খাড়ী বা শাখা বাঁশবেড়িয়া পর্য্যন্ত বিদ্যমান আছে।

পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে যে নাগর নদীর পূর্ব্বদিকে খিয়ার বা বরীণ ভূমির মধ্যে বহু প্রাচীন সমৃদ্ধিসম্পন্ন জনপদ ছিল। নাগর নদীর পশ্চিম তীর হইতে আত্রাই নদী পর্য্যন্ত স্থানের কতকাংশ খিয়ার বা বরীণ মৃত্তিকা সম্পন্ন। এই

স্থানের মধ্যেও বহু প্রাচীন জনপদ আছে। একদা চলন বিল ঐ সকল স্থানের দক্ষিণভাগে প্রবাহিত ছিল।

পালাধিকারকালে খিয়ার বা বরীণ মৃত্তিকার নিকট পর্য্যন্ত স্থানে প্রসিদ্ধ বিল ছিল ও তন্মধ্যস্থ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পল্লীতে নৌজীবী বহুলোক বাস করিত। সমর নৌকা ও নৌসেনা এই সকল স্থানেই প্রস্তুত হইত। এই অঞ্চলে নমঃশূদ্র ও কৈবর্ত্ত জাতির বসত পূর্ব্বে বহুল পরিমাণেই ছিল। কুমারপালের রাজত্বকালে ও তৎপূর্ব্ব পালবংশীয় রাজন্যবর্গের রাজত্বকালে নাগর নদীর পূর্ব্বভাগে ও প্রসিদ্ধ চলন বিল সংলগ্ন প্রদেশে বারেন্দ্র কায়স্থগণের আদি বসতি বিস্তার হইয়াছিল। বরেন্দ্রে নাগবংশের আধিপত্য পর্য্যালোচনা করিয়া মনে হয় নাগর নদী নাগবংশের রাজ্যের সীমারূপে কথিত হওয়া অসম্ভব নহে। বঙ্গের জাতীয় ইতিহাসের কায়স্থকাণ্ডে প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় তাহাই অনুমান করিয়াছেন। করতোয়া হইতে নাগর নদী উৎপন্ন হইয়া নাগরকান্দী নামক পল্লীতে চলন বিলের সহিত একদা সম্মিলিত হওয়ায় উক্ত পল্লী নাগরকান্দী অর্থাৎ নাগরাজ্যের সীমানা নির্দ্দেশিত হইয়াছিল। উক্ত অঞ্চলের প্রাচীন ভাষায় নাগের স্থানে নাগর অর্থ্যাৎ একার বিলুপ্ত করিয়াই শব্দ ব্যবহার হইয়া থাকে। কান্দী শব্দ শেষ সীমা প্রকাশ করে।

সন্ধ্যাকর নন্দী তাঁহার প্রিয় জন্মভূমিকে বৃহদ্বটু নামে উল্লেখ করিয়াছেন। এই নামকরণ সংস্কৃত ভাষায় হইয়াছিল। জেলা রাজসাহীর সিংড়া থানার অন্তর্গত বড়বড়িয়া নামক বৃহৎ পল্লী বর্ত্তমান আছে। উহার মধ্যে রামনগর নামক একটী পাড়া থাকা পরিদৃষ্ট হয়। রাজকীয় মানচিত্রে বড়বড়িয়া রামনগর লিখিত হইয়াছে। সংস্কৃতের বৃহৎ শব্দ গ্রাম্য ভাষায় বড় ও বটুশব্দ গ্রাম্য ভাষায় বড়িয়া হইয়া বড়বড়িয়া নামে কথিত হইয়াছে। উক্ত গ্রামের মধ্যে রামনগর নামক পাড়া বিদ্যমান থাকায় সন্ধ্যাকর কর্ত্তৃক স্বীয় জন্মভূমির একাংশ রামপালের নামানুসারে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, ইহাই অনুমান হয়। উক্ত বড়বড়িয়া সংলগ্ন "কবিপাড়া" এইক্ষণ স্বতন্ত্র সরভে ভুক্ত হইলেও উহা পূর্ব্বে বড়বড়িয়ার মধ্যেই পরিগণিত ছিল। এখনও বড়বড়িয়ার মধ্যে নন্দাগাড়ী নামক যে বৃহজ্জলাশয়ের অংশ বিদ্যমান আছে তাহাই নন্দীদিগের পুষ্করিণী বলিয়াই মনে হয়।

উক্ত "বৃহদ্বটুর" সন্নিকটে সন্ধ্যাকর নন্দীর সমসাময়িক বৈদ্যদেবের রাজধানী "হংসাকঞ্চি" বর্ত্তমান আছে। বড়বড়িয়া সংলগ্ন নাগর নদীর অপর পারে

রাজপুর গ্রামে একটী বৃহৎ রাজবাটীর ভগ্নাবশেষ পরিদৃষ্ট হয়। কাল মাহাত্ম্যে কঞ্চির দীঘী পুষ্করিণী সকল ভরট হইয়া গেলেও উহার রাজবাটীর নাম সর্ব্ব সাধারণে বলিয়া থাকে।

বৈদ্যদেব দত্তাকমৌলির তাম্রশাসনে হংসাকঞ্চির রাজধানী প্রাগ্‌-জ্যোতিষান্তর্গত লিখিত হইয়াছে এবং ব্রহ্মপুত্র নদের তীরেই ঐ নামধেয় স্থানের অবস্থিতি দৃষ্টে বরেন্দ্র ভূমির অন্তর্গত উক্ত মাটিহংস সংলগ্ন কঞ্চির রাজধানী পৃথক্ থাকা মনে হয়। পাল রাজাধিকার সময়ের বরেন্দ্র ভূমির পূর্ব্ববর্ণিত প্রদেশে বারেন্দ্র কায়স্থগণের বহু প্রাচীন সমাজ-স্থান বর্ত্তমান আছে। পাল রাজাধিকার সময়ে বারেন্দ্র নাগ বংশের সামন্তগণ আসাম কামরূপ প্রদেশেও দাষ বংশের নরদাষ ঠাকুর কুবচ বা কোচবিহার প্রদেশের সামন্ত রাজা ছিলেন। বৈদ্যদেবও বরেন্দ্র খণ্ডের হংসাকঞ্চি হইতে কামরূপ রাজ্যের সামন্তরাজ হইয়া তাঁহার পূর্ব্ব রাজধানীর নামানুসারেই প্রাগজ্যোতিষের রাজধানীর নামকরণ করিয়া থাকিবেন। বারেন্দ্র কায়স্থ সমাজের দাষ, নন্দী, চাকি, নাগ ও দেব-বংশীয় ব্যক্তিগণ পাল রাজাদিগের দক্ষিণহস্ত স্বরূপ ছিলেন।

সন্ধ্যাকর নন্দীর "বৃহদ্বটুকে" আমরা উক্ত "বড়বড়িয়া" মনে করি। উক্ত বড়বড়িয়া মৌজার কতকাংশ কালেক্টারীর মোনচিত্রে পরগণে ভাতবিদ্ধ কুশুম্বীর অন্তর্গত ও কতকাংশ পরগণে মেহমান সাহার অন্তর্গত থাকা দৃষ্ট হয়। মুসলমান শাসন সময়ে কোন কোন মৌজার বর্দ্ধিষ্ণু প্রজা স্ব স্ব বাসস্থানকে ভিন্ন ভিন্ন জমিদারের অধিকার ভুক্ত করিয়া লইতেন।

বল্লালসেনের সমসাময়িক নরদাষ ঠাকুর কুবচ প্রদেশের সামন্ত রাজা ছিলেন। বঙ্গের জাতীয় ইতিহাসের কায়স্থ-কাণ্ডে তাহা উল্লেখ করা হইয়াছে। কথিত বড়বড়িয়া হইতে ৪ ক্রোশ পূর্ব্বদিকে দাষ গ্রাম নামক পল্লীতে দাষ রাজার রাজধানীর ভগ্নাবশেষ পরিদৃষ্ট হয়। সেখানেও "জয় সাগর" নামক একটী দীঘী আছে। বড়বড়িয়া হইতে ৩ ক্রোশ পূর্ব্বদিকে নন্দীগ্রাম মৌজা। নন্দীগ্রামে যে স্থানে পুলিশ আউট পোষ্ট হইয়াছে সেই স্থানও রাজবাটী নামেই কথিত হয়। বড়বড়িয়ার একমাইল পূর্ব্বদিকে মুরারিদীঘী মৌজার মুরহর দেব চাকির বাসস্থান ছিল। তন্নিকটবর্ত্তী হরিপুর গ্রাম নাগবংশীয়গণের একটী সমাজ-স্থান বলিয়া যদুনন্দনের ঢাকুরে উক্ত হইয়াছে। নাগবংশীয় মণিনাগের বাস স্থান "মণিনাগ" নামে অভিহিত। ঐরূপ বহু প্রাচীন সমাজ-স্থান ঐ অঞ্চলে বিদ্যমান থাকায় বৃহদ্বটুকে বর্ত্তমান বড়বড়িয়া মৌজা স্বীকার করিতে হয়।

উক্ত মৌজার সংলগ্ন বর্ত্তমান পরগণা বড়বড়িয়ার অন্তর্গত রামজীবনপুর মৌজায় "বল মজুমদার" উপাধিক বরেন্দ্র কায়স্থ বাস করেন। তাঁহাদের বসত দীর্ঘদিনের। তাঁহাদিগের বসতি গ্রামকে সাধারণতঃ স্থল-বড়বড়িয়া কহে। ইহার সংলগ্ন বড়বড়িয়া পরগণার স্থল মৌজা। সন্ধ্যাকর নন্দীর বড়বড়িয়াকে এইক্ষণ সাধারণে "খোন্দকার বড়বড়িয়া" বলিয়া থাকে। খোন্দকার উপাধিক মুসলমানদিগের বসত হেতু ঐ বিশেষণ হইয়াছে। বর্ত্তমান সময় এ প্রদেশে রামজীবনপুর ভিন্ন অন্যত্র কায়স্থের বসতি নাই। সন্ধ্যাকরের বসতি গ্রাম হইতেই মুসলমান শাসন সময়ে বড়বড়িয়া পরগণার উৎপত্তি প্রমাণিত হয়। মুসলমান শাসন সময়ের পূর্ব্বে ও সমকালে ঐ গ্রাম বর্দ্ধিষ্ণু থাকা হেতু উহার নামানুসারে পরগণার নাম ও উক্ত গ্রাম প্রতিদ্বন্দী কায়স্থদ্বয় কর্ত্তৃক পরবর্ত্তী কালে পরগণা ভাতুরিয়ার তপো কুশুম্বী ও মেহমন সাহী পরগণার অন্তর্ভুক্ত হওয়া প্রতিভাত হয়।*

খোন্দকার উপাধিক মুসলমানগণের সময়ে উক্ত গ্রামে কায়স্থের বসতি না থাকিলে নিকটবর্ত্তী রামজীবনপুরে কায়স্থগণের বসতি থাকায় পূর্ব্বতন জনশ্রুতি মূলে (বড়বড়িয়া পরগণার নামে পরিচিত হইলেও) গ্রামের বড়বড়িয়া নাম লুপ্ত হয় নাই।

শ্রীকৃষ্ণচরণ মজুমদার

কায়স্থ-কুল-সূর্য্য রাসবিহারী

সেদিন সকালে ধীরে ধীরে যখন লোকমুখে প্রচারিত হইয়া গেল রাসবিহারী আর নাই, তখন সকলেই যেন মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতে লাগিল একজন লোকের মতন লোক, মানুষের মতন মানুষ বাঙ্গালা দেশ হারাইল। বাঙ্গালা দেশ শুধু নয়, কলিকাতায় শুধু নয়, ভারতের সর্ব্বত্র

---

* বল মজুমদার উপাধিক কায়স্থের পূর্ব্ব-পুরুষ মধ্যে রামজীবন নামক জনৈক ব্যক্তি দিল্লীর পাতসাহের নিকট স্বীয় শারীরিক শক্তি প্রদর্শন করায় "বল" উপাধি ও রামজীবনপুর তালুক অর্জ্জন করেন।

সর্ব্বজাতির লোকই রাসবিহারীর জন্য দুঃখ প্রকাশ করিয়াছে এবং সামান্য সাধারণ লাইব্রেরি হইতে বিশ্ববিদ্যালয় ও লাটদরবারে পর্য্যন্ত তাঁহার জন্য শোক প্রকাশ করা হইয়াছে। লাট দরবারের সভ্যরা বলিয়াছেন তাঁহার মতন যোগ্য সভ্যের অভাব লাট দরবারের দুর্ভাগ্য। বিশ্ববিদ্যালয় তাঁর মতন জ্ঞানীও দাতাকে হারাইয়া দুর্ব্বল,আইনজীবিরা তাঁর মতন আইনজ্ঞকে হারাইয়া হীনপ্রভ হইয়াছে, এসব কথা লোকে জানে সুতরাং বেশী নাই বলিলাম। লোকে জানে তিনি তেঘরিয়া গ্রামে, বর্দ্ধমান জেলায়, পচাত্তর বছর পূর্ব্বে জন্ম গ্রহণ করেন এবং বাঁকুড়া স্কুলে পড়িয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে অসাধারণ মেধার পরিচয় দিয়া ইংরাজিতে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া সংসারে প্রবেশ করেন। যে যুগে ইংরাজি সাহিত্যে কেহ এম,এ, পাশ করিবার কল্পনা করিতে সাহস করিত না, সেই যুগে **কায়স্থ কুলের** কৃতি ছাত্রটি অক্লেশে ইংরাজি সাহিত্যে এম, এ, পাশ করেন।

আইনের ব্যবসা অনেকে করিয়াছেন অনেকে অনেক টাকা রোজগার করিয়াছেন ও করিবেন কিন্তু তাঁর মত আইনে অসাধারণ পণ্ডিত কে? অড্‌ভোকেট্ জেনারল বলিয়াছেন কি ব্যারিষ্টার, কি উকিল, কেউ এমন নাই, যার সঙ্গে তাঁর তুলনা দেওয়া যাইতে পারে।

ইংরাজি ভাষায় তাঁর অসাধারণ জ্ঞান ও দখল ছিল।* তাঁর বক্তৃতার ভাষা পড়িলে সকলেই বুঝিতে পারিবেন, তাঁর ভাষায় কি অসীম শক্তি। তিনি কার্জ্জন সাহেবকে যে উত্তর দিয়াছিলেন তার তীক্ষ্ণফলের দংশনে কার্জ্জন সাহেব বেশ সুস্থির থাকিতে পারেন নাই।

লাট দরবারে তিনি অসাধারণ স্মৃতি শক্তির সাহায্যে লাট-সাহেবের বক্তৃতা গুলি মনে রাখিতেন এবং ধীরে ধীরে যে সব ভুল, যে সব অসামঞ্জস্য, লাট-সাহেব করিয়া ফেলিতেন, তাহা দেখাইয়া দিতেন। কায়স্থ শিবাজী † যেমন বুদ্ধিবলে ও অস্ত্রবলে দুর্দ্দান্ত মোগল সম্রাটকে অস্থির করিয়াছিলেন, তর্কযুদ্ধে যুক্তিবলে লাট-মিণ্টোকেও রাসবিহারী তেমনি অস্থির করিয়াছিলেন।

তাঁর এসব গুণের কথা না বলিয়া তাঁর দানের কথাটিই ভাল করিয়া বলি।

* ইংরাজি ভাষা সম্বন্ধে কোনরূপ সন্দেহ উপস্থিত হইলে সাহেবরাও সার রাসবিহারীকে মধ্যস্থ মানিতেন। তিনি ইংরাজি ভাষা এমন ভাবে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে শিক্ষা করিয়া ছিলেন যে যাহাদের মাতৃভাষা ইংরাজি সেই সাহেবরাও অনেকেই সেইরূপ বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে ইংরাজী ভাষা শিক্ষা করে না।

† শিবাজী কায়স্থ ছিলেন ইহা প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকার মহাশয় লিখিয়াছেন। পঃ সঃ

লেখক

তিন শিক্ষার জন্য **কায়স্থতনয় পালতের** মতন বিশ্ববিদ্যালয়কে ২৩ লক্ষ টাকা দিয়াছেন, হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়কে ১ লক্ষ টাকা দিয়াছেন এবং যে জাতীয় শিক্ষার জন্য দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন বক্তৃতা দিয়া টাকা সংগ্রহ করিতেছেন সেই জাতীয় শিক্ষারজন্য তাঁর দান, বারো লক্ষ টাকা। অবশ্য তাঁর নিজের অধিনায়কত্বে বাঙ্গালা দেশে যে জাতীয়-শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠে এবং যেখান হইতে প্রত্যেক বৎসর ছেলেরা শিক্ষালাভ করিয়া বাহির হইতেছে, সেই জাতীয় শিক্ষা সমিতিকে তিনি টাকা দিয়া গিয়াছেন।

দেশের কাজে তিনি কোনদিন কোনস্থানে কোন সময়ে পশ্চাৎপদ হন নাই। কংগ্রেসে লোকে একবার সভাপতি হইলেই ধন্য হয়,তাঁর সভাপতির কাজ আমরা দুইবার দেখিয়াছি।

নিখিল ভারতবর্ষীয় কায়স্থ সম্মেলনের সভাপতিরূপে তিনি এলাহাবাদে যে বক্তৃতা দেন, তাহা শুধু কায়স্থ নহে, সকল জাতির লোকই গ্রহণ করিতে পারে। তিনি পর্দ্দা ইত্যাদি প্রথাকে পরিত্যাগ করিতে বলেন, স্ত্রীশিক্ষা বিস্তার করিতে বলেন এবং যাহাতে প্রতি বৎসর কায়স্থ যুবকগণ বিদেশে গিয়া শিল্প বাণিজ্য শিক্ষা করিতে পারে এরূপ বন্দোবস্ত করিতে উপদেশ দেন।

তার ন্যায় সাহসী, নির্ভীক লোক একান্ত বিরল। ভয় কাহাকে বলে, খোসামোদী কি জিনিস, তা তিনি জানিতেন না। তার ন্যায় বীর-সন্তান এ যুগে ভারতে খুবই অল্প জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন।

তিনি মৃত্যুকালে যে উইল* রাখিয়া যান তাহাতে গ্রামের শিবমন্দিরের জন্য ৫০০০৲ টাকা ও গ্রামের বিদ্যালয়ের জন্য দেড় লক্ষ টাকা দিয়া গিয়াছেন। ধর্ম্মেও তার দৃষ্টি ছিল, ধর্ম্মেও তাঁর মতি ছিল।

আজ তাঁর অভাব সকলেই বোধ করিতেছে। কিন্তু কায়স্থ জাতির অভাব সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। আমরা আজ তাঁর শ্রাদ্ধ বাসরে যুক্তকরে বিনম্রহৃদয়ে বলি, "হে কায়স্থ কুলের কৌস্তুভমণি! তোমাকে হারাইয়া, কায়স্থ জাতি দরিদ্র হইল কিন্তু তোমার তেজ, তোমার ত্যাগ, তোমার জ্ঞান, তোমার সাধনা, কায়স্থ জাতি চিরদিন আদরের সহিত বুকে করিয়া রাখিবে। শিবজী প্রতাপ চলিয়া গিয়াছে, দেশ আজ তাঁহাদের ভুলে নাই, তোমাকেও দেশ ভুলিবে না।

শ্রীপ্রকাশচন্দ্র বিশ্বাস

* মাতৃভাষা বাঙ্গালা ভাষার প্রতি তাঁহার অনুরাগ যথেষ্ট ছিল—এতবড় একটা ইংরাজি শিক্ষিত লোক মৃত্যুকালের দান পত্র যাহার মর্ম্ম অবগত হইবার জন্য সংবাদ পত্রের প্রতিনিধিগণ দলে দলে আগমন করিয়াছিলেন সেই দান পত্র বাঙ্গালায় লিখিয়া গিয়াছেন। (পঃ সঃ)

কায়স্থ-কুল-তিলক প্রতাপচন্দ্র

জোড়াসাঁকো ঘোষ-বংশের চূড়া খসিয়াছে। সুপণ্ডিত সন্ন্যাসী প্রতাপচন্দ্র ঘোষ মহাশয় নশ্বর দেহ ত্যাগ করিয়াছেন। ইনি এক সময় কলিকাতা রেজিষ্ট্রারের কার্য্য করিতেন। এবং কলিকাতার ২৬নং বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীটে তাঁহার নিবাস ছিল। তিনি কলিকাতার ছোট আদালতের সর্ব্ব প্রথম বাঙ্গালী জজ স্বর্গীয় হরচন্দ্র ঘোষ (যাঁহার প্রস্তর মূর্ত্তি ঐ বিচারালয়ের প্রবেশ দ্বারেই শোভা পাইতেছে) মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি,এ উপাধিধারী ছিলেন। "বঙ্গাধীপ পরাজয়" নামক গ্রন্থ তাঁহার লিখিত এবং আরও অনেক শাস্ত্রীয় সংস্কৃত গ্রন্থ বাঙ্গালা ও ইংরাজি ভাষায় তিনি লিখিয়া গিয়াছেন। এলাহাবাদের সুপ্রসিদ্ধ পাণিনি অফিস হইতে মৌলিক গবেষণা পূর্ণ তাঁহার অনেক গ্রন্থ প্রকাশ হইয়াছে। তাঁহার স্বলিখিত "দুর্গাস্তুতি চণ্ডী" তাঁহার বাড়ীর পূজায় পঠিত হইত। তাঁহার বাড়ীর শ্রীশ্রীদুর্গা পূজাও বঙ্গসমাজে একটি দেখিবার জিনিষ ছিল। তিনি ইংরাজি, সংস্কৃত, পালী, তিব্বতীয় প্রভৃতি ভাষায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন এবং নানা বিষয়ে অমুদ্রিত বিস্তর গ্রন্থ রখিয়া গিয়াছেন। বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীটে তাঁহার বাড়ীটি একটি দেখিবার জিনিষ—উহাতে নানাবিধ পাথরের কাজ এবং পাথরের খোদিত নানা পৌরাণিক মূর্ত্তি আছে তৎসমুদয়ের ফটোগ্রাপ ছাপাইবার যোগ্য, একথা "প্রবাসী" যথার্থই বলিয়াছে। পেন্সন লইবার পর তিনি সস্ত্রীক বিন্ধ্যাচলে পাহাড়ের মধ্যে বাস করিতেছিলেন এবং প্রায় ২০ বৎসর যাবৎ এই স্থানেই বানপ্রস্থ ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া ছিলেন। তাঁহার বয়স ৮০ বৎসরের উপর হইয়াছিল এবং শেষ জীবন পর্য্যন্ত সাধনা ও শাস্ত্র আলোচনা করিয়া গিয়াছেন। সাংসারিক জীবনে তিনি খুব সৌখিন লোক ছিলেন। স্বদেশজাত দ্রব্যে তাঁহার যথেষ্ট অনুরাগ ছিল। বেহালার বাগানে গোলাপফুলের চাষ করিয়া গোলাপ জল ও আতর তৈয়ার করাইয়া ব্যবহার করিতেন ও সকলকে উপহার দিতেন। তিনি মজলিসি লোক ছিলেন; সকলকে খাওয়াইতে ও খাইতে ভালবাসিতেন। উৎসবাদি উপলক্ষে অতিথিগণের আহারীয় দ্রব্যে খুব বিশেষত্ব দেখা যাইত এবং বাস্তবিক

তাহাও দেখিবার ও দেখাইবার বিষয় ছিল। তাঁহার বাস করিবার বাড়ী হইতে নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়াকর্ম্মে বেশ বিশেষত্ব ছিল। তিনি অকালে দুইটি কীর্ত্তিমান্ পুত্র হারাইয়া ছিলেন, একজন স্বর্গীয় যোগেন্দ্রশ্রী ঘোষ ও অপরটি স্বর্গীয় ভূপেন্দ্রশ্রী ঘোষ হইকোর্টের বিখ্যাত এটর্ণি ছিলেন। ঐতিহাসিক গবেষণা দ্বারা তিনি আবিষ্কার করিয়াছিলেন যে জোড়াসাঁকোর ঘোষ-বংশদিগের পূর্ব্বপুরুষ মধ্যে মঞ্জুশ্রী ঘোষ প্রসিদ্ধ বৌদ্ধধর্ম্ম-প্রচারক ছিলেন এবং বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রন্থে তাঁহার পূজার মন্ত্রও দৃষ্ট হয়। এই প্রকার আরও অনেক তত্ত্ব বৌদ্ধ ধর্ম্ম সম্বন্ধে তিনি আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন। পূর্ব্বপুরুষের প্রতি ভক্তির নিদর্শন স্বরূপ তিনি তাঁহার বাটীর দরজায় বৌদ্ধদিগের অনুকরণে একটি মন্দির নির্ম্মান এবং শ্রীবুদ্ধের মূর্ত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার বাটীর চণ্ডীমণ্ডপও একটি দেখিবার বিষয়। কায়স্থ-সভা সৃষ্টির বহুপূর্ব্ব হইতে তিনি কায়স্থ জাতির ক্ষত্রিয়ত্ব উপলব্ধি করিয়া তাঁহার বাড়ীতে "বর্ম্মন্" ও "দেবী" শব্দের প্রচলন করিয়া গিয়াছেন এবং বাড়ীর ক্রিয়া কর্ম্মাদি ক্ষত্রিয়াচারেই সম্পন্ন করিতেন। তাঁহার বাটীর দেয়ালে প্রস্তর ফলকে খোদিত জোড়াসাঁকোর ঘোষ বংশের পূর্ব্বপুরুষদিগের বর্ম্মণান্ত নাম দেখা যায়। প্রসিদ্ধ পণ্ডিত স্বর্গীয় চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার তাঁহার বাটীর ক্রিয়া কর্ম্ম করিতেন ও পূজাপার্ব্বনাদিতে ঘোষ মহাশয়ের স্বলিখিত চণ্ডীপাঠ করিতেন। তিনি পরম শাক্ত এবং শ্রীদুর্গাদেবীর পরম ভক্ত ছিলেন। শ্রীদুর্গা সম্বন্ধে তাঁহার স্বলিখিত ১০৮ পৃষ্ঠা পূর্ণ বাঙ্গালা ও সংস্কৃত একটি বহু গবেষণা পূর্ণ প্রবন্ধ আমাদের নিকট আছে, তাহা প্রকাশ করিতে পারিলে সাধারণের অনেক উপকার হইতে পারে। তিনি কায়স্থ-সভার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং কায়স্থজাতির উন্নতির জন্য চেষ্টা করিতেন। আমরা তাঁহার কর্ম্মময় জীবনের সমস্ত বিষয় অবগত নহি একারণ সকল বিষয় লিখিতে পারিলাম না; কিন্তু তাঁহার তিরোধানের সঙ্গে সমগ্র কায়স্থ-সমাজের বিশেষতঃ জোড়াসাঁকোর ঘোষ-বংশের যে ক্ষতি হইয়াছে তাহা আর পূরণ হইবার সম্ভাবনা নাই। তিনি একজন রাজযোগী সন্ন্যাসী ছিলেন, একারণ তাঁহার তিরোধানে আমাদের শোক করা উচিত নহে। তাঁহার সম্পূর্ণ জীবনী প্রকাশ করিবার বাসনা রাখি। তাঁহার বংশধরগণকে আমরা এই কায়স্থ-কুল-তিলকের সম্পূর্ণ জীবনী পাঠাইতে অনুরোধ করি।

অগ্নিহোত্রী শ্রীসরলচন্দ্র ঘোষ।

কায়স্থ-কুলোজ্জ্বল সুরেশপ্রসাদ

কলিকাতার প্রসিদ্ধ অস্ত্র-চিকিৎসক, কায়স্থ কুলোজ্জ্বল লেফ্‌টন্যাণ্ট কর্ণেল ডাক্তার সুরেশপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী এম ডি, আর ইহজগতে নাই। জানিনা কোন ক্রূর দেবতা বাঙ্গালার নির্ম্মল আকাশের উজ্জ্বল কায়স্থ নক্ষত্র গুলি একটির পর একটি করিয়া কঠোর হস্তে ছিনাইয়া লইতেছে। নব জাগরণের দিনে কে এই জল-তরঙ্গ রোধ করিয়া দাড়াইবে?

নিস্থতি সুপ্তির মাঝখানে একদিন যিনি আত্মোৎসর্গের মহান মন্ত্রে ক্ষাত্র-শক্তির উষ্ণ-রক্ত-স্রোত-প্রবাহ দেশের নাড়ীতে প্রবাহিত করাইয়াছিলেন, নির্ব্বাপিত প্রায় রুদ্ধ শৌর্য্যের পুনরুত্থানের জন্য যিনি একদিন দ্বারে দ্বারে বেড়াইয়াছিলেন, অক্লান্ত কর্ম্মী অসীম অধ্যবসায়শীল, স্বধর্ম্মানুরক্ত স্বাবলম্বী বীরপুত্র ৬৪ বৎসরের কর্ম্মক্লান্ত দেহ আজ অকালে রক্ষা করিয়াছেন।

খানাকুল কৃষ্ণনগরের প্রসিদ্ধ মুখ্যকুলীন বসু সর্ব্বাধিকারী বংশোদ্ভূত সূর্য্য প্রসাদ সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ের পুত্র ডাক্তার সুরেশ প্রসাদ, কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সমস্ত পরীক্ষা গুলিই বিশেষ কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। শুধু শিক্ষা বিস্তারের বিশেষতঃ চিকিৎসা শাস্ত্রের উন্নতি কল্পে তিনি জীবন-পাত পরিশ্রম করিয়া বাঙ্গালায় যে অক্ষয় কীর্ত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন, বেলগেছিয়ার কারমাইকেল মেডিকেল কলেজের ভিত্তির প্রতি ইষ্টক খণ্ডে তাহা স্বর্ণাক্ষরে মুদ্রিত থাকিবে। আজন্ম বৈদেশিক ভাবে ও ভাষায় প্রণোদিত, উদ্বোধিত হইয়াও ডাক্তার সুরেশ প্রসাদ নিজের জাতীয় গৌরবে দেদীপ্যমান থাকিতেন। বৈদেশিক শিক্ষার কোন কুফলই তাঁহাকে ম্লান করিতে পারে নাই। সাহেবী বেশ ভূষায় সজ্জিত থাকিয়াও তিনি নিজের উচ্চ বংশ মর্য্যাদা কখনও ক্ষুণ্ণ করেন নাই। পরন্তু তিনি তাঁহার উন্নত জীবনে স্পষ্ট প্রমাণ রাখিয়া গিয়াছেন যে কেবল মাত্র ভারতীয় শিক্ষা লাভ করিয়াই ভারতীয় ডাক্তারগণ ইউরোপীয় ডাক্তারগণের সমকক্ষ হইতে পারেন এবং কর্ম্মক্ষেত্রেও ইহারা ইউরোপীয়গণ হইতে কোন কোন বিষয় শ্রেষ্ঠত্ব ও দেখাইতে পারেন।

আমরা একান্ত ভাবে তাহার আত্মার চির বিশ্রাম কামনা করি এবং তাহার শোক সন্তপ্ত পরিবার বর্গের সহিত নীরবে অশ্রু বিসর্জ্জন করি।

শ্রীনরেশ ভূষণ দত্ত

কায়স্থ-কুল-ভূষণ নলিনাক্ষ

বাংলায় এবার মরণের জোয়ার আসিয়াছে। কায়স্থকুলের মুকুট হইতে আবার একটি রত্ন খসিয়া পড়িয়াছে। বর্দ্ধমানের প্রসিদ্ধ উকিল রায় নলিনাক্ষ বসু বাহাদুর পরলোক গমন করিয়াছেন। কালের কবলে এবার বাংলার যে সমস্ত রত্ন পতিত হইল, শতাব্দির সাধনায়ও তাঁহাদের সমকক্ষ আর কাহাকেও দেখিতে পাইব না। বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত মেরারী গ্রাম ইহার আদি বাস ভূমি। সামান্য দারগা রূপে জীবন যাত্রা আরম্ভ করিয়া সে কালের হাইকোর্টের কমিটী পরীক্ষা আইন পাশ করিয়া ইনি উকিল হইয়াছিলেন। বর্দ্ধমানে ইন্দ্রনাথ, তারাপ্রসন্ন ও নলিনাক্ষ এই তিন জনেই শ্রেষ্ঠ ব্যবহারজীবি ছিলেন। ইন্দ্রনাথ, স্বজাতীর ধর্ম্ম রক্ষার জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। এই উদ্দেশ্যেই তিনি কার্য্য আরম্ভ করিয়া সাহিত্যিক ক্ষেত্রে ব্যঙ্গ রঙ্গে অদ্বিতীয় হইয়া উঠিয়াছিলেন। কিন্তু নলিনাক্ষ মাতৃভূমির দীনতা দূর করিতে বদ্ধ-পরিকর হইয়া রাজনৈতিক আন্দোলনে স্বশক্তি নিয়োজিত করিয়াছিলেন এবং সায়ত্ত শাসন লাভ করাই তাঁহার জীবনের অন্যতম আকাঙ্ক্ষা ছিল। আজ তাঁহাকে হারাইয়া বর্দ্ধমান নিতান্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িল সন্দেহ নাই। ৭৭ বৎসর বয়সে জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত কার্য্য করিতে করিতে হঠাৎ সন্ন্যাস রোগে নলিনাক্ষের দেহত্যাগ হইল। আমরা তাঁহার পরিবারবর্গের দুঃখে সম দুঃখী এবং ভগবানের চরণে তাঁহার আত্মার মঙ্গল কামনা করি।

শ্রীনরেশভূষণ দত্ত

সমালোচনা

"প্রবৃত্তি মার্গ"

নড়াইল-হাটবাড়িয়ার জমিদার শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ রায় মহাশয় "প্রবৃত্তি-মার্গ" নামক গভীর গবেষণা ও দার্শনিকতত্ত্বপূর্ণ গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া বঙ্গভাষার পুষ্টি ও সমৃদ্ধি সাধন করিয়াছেন। প্রবৃত্তির নির্য্যাতন দ্বারা নিবৃত্তি সাধন অপেক্ষা প্রবৃত্তির অনুসরণ ও উৎকর্ষ সাধনই মানবের পক্ষে স্বাভাবিক ও শ্রেষ্ঠ পন্থা—ইহাই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়। পাঠক গ্রন্থের পত্রে পত্রে গ্রন্থকারের মৌলিকতা, সত্যৈকনিষ্ঠা ও পূর্ব্বসংস্কারবর্জ্জিত যথার্থ দার্শনিক দৃষ্টির পরিচয় প্রাপ্ত হইবেন। গ্রন্থকারের সহিত সকল বিষয়ে সকলে একমত হইতে না পারেন কিন্তু যিনি এই গ্রন্থ পাঠ করিবেন তাঁহারই স্বাধীন চিন্তাদ্বারা সত্যনির্ণয়ের প্রবৃত্তি বলবতী হইবে, ইহা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে। বর্ত্তমানে দেশের ও সমাজের পক্ষে ইহা কম লাভ নহে। এই বৈরাগ্যপ্রপীড়িত, পরকাল-সর্ব্বস্ব, শাস্ত্রবাদরত, স্বাধীনচিন্তাবিমুখ, বিশ্বাসৈকসম্বল দেশে এইরূপ গ্রন্থের প্রচার একান্ত সময়োপযোগী হইয়াছে। আমরা চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রকেই এই গ্রন্থ পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

গ্রন্থকার জড়বাদের পক্ষপাতী। তাঁহার মতে—(১) জড় পদার্থ ও শক্তি (matter and force) এই দুই সত্ত্বার মাত্র সন্ধান পাওয়া যায়। জগদ্-ব্যাপার সমস্তই নৈসর্গিক নিয়মে চলিতেছে। বৈজ্ঞানিক প্রকৃতির যে সকল রহস্য উদ্ঘাটন করিয়াছে এবং জগৎ পদ্ধতি মধ্যে যে নিত্য নূতন সত্যের সন্ধান পাইতেছে, তাহাই নির্ভরযোগ্য এবং তাহার সাহায্যেই জগতের কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধ নির্ণয়ের প্রয়াস করিতে হইবে। (২) ঈশ্বর অজ্ঞেয়, ঈশ্বর যে জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা প্রমাণ করা যায় না। ঈশ্বর যে কখন কোন কার্য্য করেন তাহাও প্রমাণ করা যায় না। তিনি যুগে যুগে অবতীর্ণ হন, ইহা ভ্রান্তি মাত্র। প্রাকৃতিক নিয়মে জগৎ চলিতেছে, ঈশ্বর তাহাতে হস্তক্ষেপ করেন না, করিবার প্রয়োজনেরই অভাব। ঈশ্বর কৃপাপরায়ণ নহেন। মানুষ আগুনে পুড়িয়া মরিবার কালেও ঈশ্বরকে ডাকিয়া ফল পায় না, যূপনিবদ্ধ ছাগশিশু শত চীৎকার করিয়াও ঈশ্বরের দয়া আকর্ষণ করিতে পারে না। ঈশ্বর গুণাতীত, প্রবৃত্তির অতীত, ক্রিয়ার অতীত, কল্পনারও অতীত। (৩) দেবতাবাদ বা অদৃষ্টবাদও

যুক্তি সহ নহে, দেবতা বা অদৃষ্ট দ্বারা কোন কার্য্য হয় ইহা ভ্রান্ত সংস্কার মাত্র। নৈসর্গিক নিয়মে জগৎ চলিতেছে, তাহাতে দেবতা বা অদৃষ্টের স্থান নাই। অস্মদ্দেশীয় ও বিদেশীয় অনেক প্রসিদ্ধলোক এবং থিওজফিষ্টগণ পরলোক ও প্রেত-যোনির অস্তিত্ব সম্বন্ধে যে সকল সাক্ষ্যদান করিতেছেন তাহার উপরই নির্ভর করা বিধেয় নহে। পরলোক কেহ প্রত্যক্ষ করেন নাই। উহা কল্পনা মাত্র। অতএব কি করিলে পরকালে কল্যাণ হইবে তৎসম্বন্ধে একটা কাল্পনিক ব্যবস্থা করিয়া তাহা সমাজের উপর চালাইয়া দেওয়ার অধিকার কাহারও নাই। (৪) সত্য, ন্যায়, সংযম, জ্ঞান, কৃতজ্ঞতা, পরোপকার, দেশহিতৈষণা প্রভৃতির চর্চ্চা মানুষ ইহলোকের সামাজিক প্রয়োজনে প্রবৃত্তি বশেই করিবে, তজ্জন্য পরকালের দোহাই দেওয়া অত্যাবশ্যক নহে।

গ্রন্থে এই কয়টি বিশেষ তর্কিত বিষয়। আমাদের অনুসন্ধিৎসাবিমুখ জাতি যাহা কিছু সাধারণ পূর্ব্বসঞ্চিত জ্ঞানের অনধিগম্য তাহাই কোন দেবতা বা অপদেবতার কার্য্য মনে করিয়া নিশ্চিন্ত হয়েন এবং সমাজের অশিক্ষিত জনসাধারণ যে কথা যত অসম্ভব সে কথাই তত অধিক বিশ্বাস করে। শিশু মাতৃক্রোড় হইতে নানারূপ অদ্ভুত বিশ্বাস লইয়া বর্দ্ধিত হইতে থাকে, সারা জীবনের শিক্ষাপ্রভাবেও অনেকে সে সকল সংস্কার ত্যাগ করিতে পারে না। ইহা জাতির বৈজ্ঞানিক প্রতিভা বিকাশের বিষম অন্তরায়। এ অবস্থায় গ্রন্থকার জড়বাদের সমর্থনে যে সকল প্রবল যুক্তি উপস্থাপিত করিয়াছেন সমাজে তাহার প্রচুর আলোচনার প্রয়োজন আছে।

সমালোচকও এইরূপ সংস্কার হইতে সম্যক্ মুক্তিলাভ করিতে পারে নাই। তাহার আত্মা ও আত্মার অনশ্বরতাতে সুতরাং পরকালে বিশ্বাস আছে; ঈশ্বরের আরাধনা করিয়া মানুষ অভীষ্টলাভ করিতে পারে এ সংস্কারও তাহার যায় নাই। অতএব এই সংস্কারের সমর্থনে দুই একটি কথা বলিতে হইতেছে।

মৃত্তিকা, জল, বায়ু (Matter), তেজ ও আকাশ হইতে জীব ও উদ্ভিদাদির দেহ উৎপন্ন হইতেছে; আর মৃত্তিকা, জল, বায়ু প্রভৃতি জড় পদার্থকে লইয়া heat,light,electricity,attraction,(তাপ, আলোক, তাড়িত, আকর্ষণ প্রভৃতি) Force বা শক্তি সতত খেলিতেছে। আবার এই খেলার ভিতরে পৃথিবীতে, গ্রহনক্ষত্রমণ্ডলে, অনন্ত বিশ্বে একটা অনির্ব্বচনীয় Intelligence বা বুদ্ধির খেলা পরিদৃষ্ট হইতেছে। আমরা পৃথিবীস্থিত জীবের বিষয়ই অল্পবিস্তর অবগত আছি, সংখ্যাতীত অপরাপর মণ্ডলে কিরূপ জীব আছে জানি না। পৃথিবীর জীব মধ্যে

মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব আমরা অনুভব করি, কারণ মানুষের বুদ্ধি, বিচার, দয়া, প্রীতি, ঘৃণা, ক্রোধ প্রভৃতি গুণ বিশেষ বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে। এই গুণ সমূহ মানুষ কোথা হইতে পাইল? মানুষের জড়দেহ জড় মৃত্তিকাদির রূপান্তর মাত্র স্বীকার করা যাইতে পারে, কিন্তু মানুষের চেতনা, দয়া, ঘৃণা, প্রভৃতি গুণত জড়বস্তু নহে। ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে জড়দেহ গঠনের উপাদান যেমন প্রকৃতিতে আছে, চেতনা, দয়া, ঘৃণা, প্রভৃতি গুণের উৎসও তেমন প্রকৃতিতেই আছে। আমার সুখ দুঃখের অনুভূতি আছে, পরের দুঃখ দেখিলে আমার দয়া হয়, সেই দুঃখমোচনের প্রবৃত্তি হয়, অত্যাচারীর প্রতি আমার ক্রোধ হয়, পরের ধন দেখিয়া আমার লোভ হয়; ধনবান্ হইলে আমার অহঙ্কার হয়—আমার এই অনুভূতি, এই দয়া, এই ক্রোধ, এই লোভ ও অহঙ্কার কোথা হইতে আসিল? প্রকৃতি হইতেই আসিয়াছে। প্রকৃতি যেমন জীবের জড়দেহোপকরণের অনন্ত উৎস, তেমন চৈতন্য, স্নেহ, প্রীতি, অহঙ্কার প্রভৃতি শক্তিরও অনন্ত উৎস। প্রকৃতি অনন্ত চৈতন্য, অনন্ত অহঙ্কার, অনন্ত প্রীতি, অনন্ত ক্রোধের, অনন্ত প্রস্রবণ—তাহা হইতে জীব কণিকামাত্র পাইয়া শক্তিমান বলিয়া গর্ব্ব করিতেছে। আর্ত্তের ক্রন্দন শুনিলে যদি আমার দয়া হয়, তবে অনন্তদয়ার যে প্রস্রবণ তাঁহাকে ডাকিলে ঐ ডাক শুনিয়া তাঁহার দয়া কেন না হইবে? হইবেই, নতুবা আমার হইত না। আমার যে দয়াপ্রবণতা আছে তাহা হইতেই বুঝিতে হইবে যে আমার জড় ও চৈতন্যময় সমগ্র সত্তা যে মহাপ্রস্রবণ হইতে উদ্ভূত হইয়াছে তাঁহারও দয়াপ্রবণতা আছে। এই যে জড়, চৈতন্য, দয়া, প্রীতি, ক্রোধ, অহঙ্কার, তাপ, আলোক, তাড়িতাদি শক্তিসমন্বিত অনন্ত সৃষ্টি, অনন্ত চিন্ময়ী প্রকৃতি—তাহাই ব্রহ্ম, তাহাই ঈশ্বর। তাঁহার উপাসনা নিষ্ফল নহে।

Matter is indistructible—পদার্থ অবিনশ্বর। তেমন চেতনাদি শক্তিও অবিনশ্বর—কখনও সুপ্ত, কখনও ক্রিয়াশীল। আমার জড়ভাগ অবিনশ্বর, তেমন আমার চিন্ময় অংশও অবিনশ্বর। এই চিন্ময় অংশই আত্মা, অতএব আত্মা অবিনশ্বর। তবেই পরকাল আছে।

এই পরকাল কেহ প্রত্যক্ষ করে নাই সত্য। মৃত্যু হইলে যেমন মানুষের জড় অংশ পঞ্চভূতে মিলিয়া যায় তেমন চিন্ময় অংশ প্রকৃতির অনন্ত চেতনায় মিলিয়া যায়। চিন্ময় আত্মা পুনরায় দেহ অবলম্বন করে কি না তাহা গভীর তর্কের বিষয়। জগতে কি বিচার নাই?—এই তর্ক স্বতঃই মানুষের মনে উদিত

হয়। কেহ অন্ধ পঙ্গু হইয়া জন্মগ্রহণ করে, আর কতই ক্লেশে জীবনভার বহন করে, আর একজন সুন্দর দেহ লইয়া রাজার ঘরে জন্মে এবং হাসিয়া খেলিয়া জীবন কাটাইয়া দেয়। কেহ সারাজীবন পরপীড়ন করিয়া নাচিতে নাচিতে চলিয়া যায়, কেহ বা একান্ত সাধু-চরিত্র হইয়াও শোক-তাপ-দারিদ্র লইয়া দুর্ব্বহ জীবন শেষ করে; কেহ অসাধারণ প্রতিভা লইয়া জন্মগ্রহণ করে, কেহ বা বিকৃতমস্তিষ্ক হইয়া জগতে আসে। এই বৈষম্যের হেতু কি? প্রকৃতি বুদ্ধি ও বিচারের মহাপ্রস্রবণ, প্রকৃতির রাজ্যে সর্ব্বত্র বুদ্ধি ও শৃঙ্খলা বিরাজমান, তবে প্রাণিজগতে কেন এই বৈষম্য উৎপন্ন হইতেছে? ইহার উত্তরে ভারতের দর্শন বলিতেছে—"মানব, হতাশ হইও না, জগতে ন্যায় বিচার আছে। পূর্ব্বজন্ম আছে, ইহকাল আছে, পরকাল আছে। প্রাক্তন কর্ম্মফলে বর্ত্তমান জীবন সুখময় বা দুঃখময় হইয়াছে, আবার এ জীবনের সুকৃতি বা দুষ্কৃতিফলে পরজন্ম সুখাবহ বা দুঃখাবহ হইবে। তাহা বুঝিয়া কর্ম্ম কর। কর্ম্মানুযায়ী ফল পাইবে।"

এ কথায় এই তর্কের মীমাংসা হইল এমন বলিতে পারি না। তবে প্রকৃতিতে ন্যায় বিচার আছে ইহা স্বীকার করিলে হিন্দুর জন্মান্তরবাদ স্বীকার করা আবশ্যক হইয়া পড়ে—এইমাত্র বলা যাইতে পারে। বিজ্ঞ গ্রন্থকার এ বিষয়ের বিচারে গভীরতর চিন্তা প্রয়োগ করেন ইহা বাঞ্ছনীয়। জীবের সুখ দুঃখ অকিঞ্চিৎকর বলিয়া উড়াইয়া দিতে হইলে শঙ্করের মায়াবাদের আশ্রয় লইতে হয়। তাহা প্রবৃত্তিমার্গের বিপরীত পথ, গ্রন্থকারও তাহা স্বীকার করিবেন।

গ্রন্থের শেষভাগে শৈশববিবাহ, চিরবৈধব্য প্রভৃতি সামাজিক প্রথার দোষ গুণ প্রবৃত্তিপ্রণোদিত সুযুক্তি অবলম্বনে আলোচিত হইয়াছে।

এইরূপ উৎকৃষ্ট গ্রন্থের অনেকস্থলে মুদ্রাকর প্রমাদ দেখিয়া আমরা দুঃখিত হইয়াছি।

শ্রীগিরিশচন্দ্র বসু বর্ম্মা বিদ্যালঙ্কার।

কায়স্থ-পঞ্জি

পিরোজপুরে—কায়স্থসভা প্রতিষ্ঠা।

বর্ত্তমান সালের ৭ই পৌষ বরিশাল জেলার অন্তর্গত পিরোজপুর মহকুমায় একটী কায়স্থ-সভা স্থাপিত হইয়াছে। উদ্দেশ্য কায়স্থের ধর্ম্ম, সমাজ, শিক্ষা প্রভৃতি সর্ব্ববিধ বিষয়ক উন্নতি সাধন ও একতা বন্ধন। গৌণভাবে হিন্দুসমাজের অন্যান্য সাম্প্রদায়িক উন্নতি সাধন।

এই সভার কার্য্য চালাইবার জন্য ১৭ জন সভ্য লইয়া আপাততঃ এক বৎসরের জন্য একটী কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি গঠিত হইয়াছে।

বঃ	শ্রীযুক্ত উগ্রকণ্ঠ রায় বি, এল—সভাপতি—	
দঃ	„ ভূপেন্দ্রনারায়ণ রায় চৌধুরী বি,এল	সহঃ সভাপতি
বঃ	„ মধুসূদন সরকার, অবসরপ্রাপ্ত স্কুল সবইন্‌স্‌পেকটর ও বেদসংহিতার পন্থানুবাদক	সহঃ সভাপতি
দঃ	„ নিবারণচন্দ্র ঘোষ মোক্তার	সম্পাদক
বঃ	„ হৃষীকেশ গুহ ঠাকুরতা বি, এল	সম্পাদক
বঃ	„ কুমুদবন্ধু দাস বি, এল	সম্পাদক
বঃ	„ ত্রৈলোক্যনাথ ঘোষ দস্তিদার মোক্তার	সহঃসম্পাদক
বঃ	„ উপেন্দ্রনাথ সরকার উকিল	সহঃসম্পাদক
বঃ	„ হরিমোহন বিশ্বাস উকিল	কোষাধ্যক্ষ
বঃ	„ মথুরানাথ দাস উকিল	হিসাব-পরীক্ষক

শ্রীকুমুদবন্ধু দাস,
শ্রীহৃষীকেশ গুহ ঠাকুরতা,
সম্পাদক, পিরোজপুর কায়স্থ-সভা

প্রচার

১৮ই পৌষ, ১৩২৭।—যশোহরের অন্তর্গত দীঘাবাসর গ্রামে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয়ের বাড়ীতে একটি বিরাট কায়স্থ-সভার অধিবেশন হয়। স্বেচ্ছা প্রচারক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র কবিকুসুম মহাশয় দুই ঘণ্টাব্যাপী বক্তৃতায় উপস্থিত জনসাধারণকে কায়স্থজাতির ক্ষত্রিয়বর্ণত্ব, উপনয়ন-সংস্কারের আবশ্যকতা ও ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্তবিধি প্রভৃতি বিষয় বিশদরূপে বুঝাইয়া দেন। অধিকাংশ কায়স্থ অচিরাৎ উপনয়ন-সংস্কার গ্রহণে স্বীকৃত হওয়ার পর সভা ভঙ্গ হয়।

বিগত ২৬শে পৌষ দিনাজপুরাধিপতি স্বর্গীয় মহারাজ বাহাদুরের শ্রাদ্ধোপলক্ষে স্বজাতি ভোজনের দিবস সমস্ত দিনব্যাপী রাজধানীর "ধর্ম্ম দরজার" অভ্যন্তরস্থ সুবিশাল প্রাঙ্গনে দরবার সামিয়ানাতলে নিমন্ত্রিত কায়স্থ মহাশয়দিগের সম্মিলনে "বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার" প্রচারক শ্রীযুক্ত মাখনলাল ধর বর্ম্মা এবং শ্রীযুক্ত সরলচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা অগ্নিহোত্রী ও রাজবাটীস্থ শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ রায় বর্ম্মা মহাশয় "বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার" উদ্দেশ্য এবং বর্ণ ধর্ম্ম, আচার ও উপনয়ন গ্রহণের আবশ্যকতা, ভারতীয় সমগ্র কায়স্থের একত্ব সমীকরণ প্রভৃতি বহু প্রয়োজনীয় বিষয় এবং বর্ত্তমানে কায়স্থের সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা বিশদভাবে বিবৃত করিয়াছিলেন। সুখের বিষয় উপস্থিত অধিকাংশ কায়স্থ মহোদয়ই কায়স্থ-সভার উদ্দেশ্যগুলি হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন।

বিগত ১০ই মাঘ দিনাজপুর জেলার সুপ্রসিদ্ধ "প্রাণসাগর" নামক সুবৃহৎ দীঘির অতি নিকটবর্ত্তী জাচিগ্রামে শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন মজুমদার মহাশয়ের বহির্ব্বাটীস্থ প্রাঙ্গনে, বিচিত্র চন্দ্রাতপ তলে, কায়স্থ-সভার একটি অধিবেশন হয়। সভা স্থলে জাচি, মহেশপুর, রাঘবপুর, গোপালপুর, সয়রাপুর, জয়পুর কৃষ্ণবাটী, রাধানগর, প্রসাদপুর, বাণীহারি, সোণামুখী, গাঁচিয়াইর, পাহাড়পুর প্রভৃতি গ্রামের বহু কায়স্থ উপস্থিত ছিলেন। বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার বর্ণধর্ম্ম প্রচারক শ্রীযুক্ত মাখনলাল ধর বর্ম্মা মহাশয় কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব এবং ক্ষত্রোচিত আচার গ্রহণের কর্ত্তব্যতা সকলকে বিশদভাবে বুঝাইয়া দেন। উপস্থিত ব্যক্তিবৃন্দ অচিরকাল মধ্যেই ক্ষত্রিয়াচার গ্রহণে কৃত সঙ্কল্প হইয়াছেন। সয়রাপুরের জমিদার শ্রীযুক্ত শম্ভু বাবু এবং শ্রীযুক্ত কার্ত্তিকচন্দ্র দাস মহাশয় (ইনি বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার সভ্য) এই বিষয়ে মনোযোগী হইলে এতদাঞ্চলের বারেন্দ্র ও উত্তর রাঢ়ীয় উভয় শ্রেণীস্থ বহু কায়স্থের সংস্কার কার্য্য অতি সত্বর সম্পাদিত হইতে পারে। আমরা আশা করি কার্ত্তিক বাবু এই বিষয়ে যত্নবান হইয়া জাতীয় মর্য্যাদা রক্ষা এবং

কায়স্থ-সভার উদ্দেশ্য প্রচারে সহায়তা করিয়া কায়স্থ-সমাজের মহৎ উপকার সাধন করিবেন।

বিগত ১২ই মাঘ দিনাজপুরের উপকণ্ঠে গর্ভেশ্বরী নদীর তীরবর্ত্তী বলতৈর নামক গ্রামে শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র দাস মহাশয়ের আলয়ে স্থানীয় কায়স্থ মহাশয়-দিগের এক পরামর্শ সভা হয়। উক্ত সভাস্থলে প্রচারক মাখনলাল বাবু এবং দিনাজপুর রাজবাটীস্থ শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ ঘোষ রায় বর্ম্মা মহোদয় কায়স্থ জাতির সংস্কারের, বিবাহ দ্বারা চারি শ্রেণীর মিলনের প্রয়োজনীতা সম্বন্ধে ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতাদ্বারা সকলকে উদ্বোধিত করেন। অনেক আলোচনার পর সকলে সভার উদ্দেশ্যগুলি বুঝিতে পারেন।

পুনরায় বিগত ১৫ই মাঘ দিনাজপুরের রাজপণ্ডিত নবদ্বীপ নিবাসী শ্রীযুক্ত শশিভূষণ স্মৃতিরত্ন মহাশয়ের সভাপতিত্বে উক্ত অবিনাশচন্দ্র দাস মহাশয়ের বাটীতে আর একটি সভা হয়; উক্ত সভায় সভাপতি এবং দ্বিজেন্দ্র বাবু ও প্রচারক মহাশয় বক্তৃতান্তে উপস্থিত বিরুদ্ধ প্রশ্নের উত্তর দিয়া সকলের সন্দেহ অপনোদন করিলে অবিনাশবাবু অতি সত্বর সপুত্র উপনীত হইতে স্বীকৃত হন। তাঁহার সম্মতি অনুযায়ী আগামী ১৭ই মাঘ উপনয়ন গ্রহণের দিন অবধারিত হয়।

বিগত ১৯শে মাঘ ও ২০শে মাঘ দিনাজপুর জেলান্তর্গত রাইগঞ্জে তত্রত্য প্রসিদ্ধ উকীল শ্রীযুক্ত কুলদাকান্ত ঘোষ বি, এল্ এবং শ্রীযুক্ত কুলচন্দ্র মিত্র বি, এল্, মহাশয়দ্বয়ের বাসা-বাটীতে স্থানীয় উকীল, এবং মহারাজা বাহাদুরের এঃ তহসিলদার ও অন্যান্য কর্ম্মচারীগণের উপস্থিতিতে পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত শশিভূষণ স্মৃতিরত্ন এবং প্রচারক শ্রীযুক্ত মাখনলাল ধর বর্ম্মা মহাশয় সুললিত বক্তৃতা দ্বারা বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার উদ্দেশ্য এবং কায়স্থের উপনয়ন গ্রহণের বৈধতা ও কর্ত্তব্যতা সম্বন্ধে সকলকে বিশদ ভাবে বুঝাইয়া দেন। এই সভাস্থলে সকলেই, এমন কি, ফরিদপুর জেলান্তর্গত কালারায়ের চর নিবাসী ৮৫ বর্ষের বৃদ্ধ অশেষশাস্ত্রজ্ঞ শ্রীযুক্ত দীনবন্ধু গুহ এবং শাইলকাঠী নিবাসী বয়োবৃদ্ধ শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ বিশ্বাস মহাশয় পর্য্যন্ত শীঘ্রই সাবিত্রী গ্রহণ করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন।

আমরা অত্যন্ত সন্তুষ্ট চিত্তে জানাইতেছি, প্রচারক মাখন বাবু বিগত ২১শে মাঘ হইতে ২৫শে পর্য্যন্ত দিনাজপুর সহরের বালুবাড়ী, ঘাসিপাড়া, মুন্সীপাড়া, বড়বন্দর, গুড়গোনা, প্রভৃতি নানাস্থানে প্রচার করিয়া আশাতিরিক্ত কার্য্য করিয়াছেন।

ক্ষত্রিয়াচারে শ্রাদ্ধ।

শ্রীগোপেশচন্দ্র মজুমদার হেড্ মাষ্টার রায়কালী, মঃ, ইং স্কুল। জানাইতেছেন যে :—

স্বর্গীয় আনন্দলাল চৌধুরী দেব বর্ম্মা মহাশয়ের শ্রাদ্ধ গত ১১ই ফাল্গুন বুধবারে রায়কালীর (বগুড়া) ভাগবতভক্ত জমীদার আনন্দলাল চৌধুরী দেব বর্ম্মা মহাশয়ের যান্মাসিক বৃষোৎসর্গ শ্রাদ্ধ তাঁহার পুত্রগণ কর্ত্তৃক ক্ষত্রিয়াচারে নির্ব্বিঘ্নে নিষ্পন্ন হইয়া গিয়াছে। আনন্দ বাবু সময়ে অসময়ে শত শত গৃহস্থ ব্যক্তিগণকে অন্নদান করিতেন; রথযাত্রা, হরিসভা প্রভৃতি বাৎসরিক সদনুষ্ঠানে দরিদ্র নরনারায়ণের সেবায় রত ছিলেন। তাঁহার শেষ কার্য্যে প্রায় সার্দ্ধ ত্রিসহস্র দরিদ্র নরনারায়ণকে পরিতোষের সহিত লুচি, মিষ্টান্ন দ্বারা আহার করান হয়। এতদুপলক্ষে প্রায় সাত আট শত ভদ্রমহোদয় ও ভদ্রমহিলাগণ এবং শতাধিক ব্রাহ্মণ সাদরে নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। শ্রাদ্ধবাসরে উপস্থিত প্রভুবংশীয় ও ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের মধ্যে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য :—

প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত মুরলীমোহন গোস্বামী
" " মদনমোহন গোস্বামী
পণ্ডিত " রামগোপাল কাব্য-ব্যকারণতীর্থ
" " অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী কাব্য, ব্যকারণতীর্থ শিরোমণি, বিদ্যাবিনোদ
" " ব্রজেন্দ্রনন্দন ব্যকারণতীর্থ, স্মৃতিরত্ন।
প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত ব্রজরাজ গোস্বামী ভাগবতভূষণ অধ্যাপক চৈতন্য চতুষ্পাঠী নবদ্বীপ ধাম।
" " নৃত্যগোপাল গোস্বামী ভাগবতশিরোমণি
পণ্ডিত শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ স্মৃতিতীর্থ, অধ্যাপক চৈতন্য চতুষ্পাঠী নবদ্বীপধাম
" " শশিভূষণ স্মৃতিরত্ন দিনাজপুর রাজধানী
" " প্রাণগোপাল গোস্বামী কাব্য-ব্যকারণতীর্থ
" " হৃষিকেশ ভট্টাচার্য্য কৃতিরত্ন, পাবনা
" " পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য
" " হরকিশোর ভট্টাচার্য্য

" ,, ললিতমোহন কবিরত্ন, কাটোয়া

প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত ব্রজগোপাল গোস্বামী

শ্রীযুক্ত হেরম্বনাথ রায় (ছাত্র)

ক্ষত্রিয়াচারে শ্রাদ্ধ।

কাশীপুর হইতে শ্রীযুক্ত তারকচন্দ্র ঘোষ দেব বর্ম্মা মহাশয় জানাইয়াছেন :—

বরিশাল, কাশীপুর-নিবাসী এবং কায়স্থ-সভার হিতৈষী সভ্য ঈশানচন্দ্র বসু বর্ম্মামহাশয় ৮৭ বৎসর বয়সে গত ২৫শে মাঘ ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ নগেন্দ্রচন্দ্র বসু বর্ম্মা, মধ্যম পুত্র শ্রীমান্ সতীশচন্দ্র বসু বর্ম্মা ও কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ চারুচন্দ্র বসু বর্ম্মা অতি আগ্রহ সহকারে গত ৭ই ফাল্গুন ত্রয়োদশাহে আদ্যশ্রাদ্ধ সুসম্পন্ন করিয়াছে। এই শ্রাদ্ধে কোনরূপ বাধা পাইতে হয় নাই এবং প্রায় ২০০ শত ব্রাহ্মণ (নিমন্ত্রিত ও অভ্যাগত) ভোজনাদি করিয়াছেন। তাঁহার কুলগুরু এই কর্য্যে যোগদান করিয়াছেন। ব্রাহ্মণ কায়স্থাদি প্রায় ৯০০ শত লোক ভোজন করিয়াছেন।

নিখিল ভারতীয় কায়স্থ সম্মিলন

আমরা সংবাদ পাইয়াছি যে নিখিল ভারতীয় কায়স্থ সম্মিলন এ বৎসর দশেরা বন্ধের সময় ফরাক্কাবাদে হইবে। ফরাক্কাবাদের অভ্যর্থনা সমিতি এইরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন। দশেরার বন্ধ যাহাকে আমাদের বাঙ্গালা কথায় পূজাবকাশ বলে, সে ত এখন বহু দেরী।